ঈমান অধ্যায়
তাওহীদ ও শির্ক বিষয়ক হাদীসসমূহ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ « يَا مُعَاذُ تَدْرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ». قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ».

(১) মুআয বিন জাবাল ﷺ বলেন, একদা আমি উফাইর নামক এক গাধার পিঠে নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি বললেন, "হে মুআয! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার এবং আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার কী?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হল এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হল এই যে, তাঁর সাথে যে শরীক করে না তাকে আযাব দেবেন না।" *(বুখারী ২৮৫৬, মুসলিম ১৫৩নং)*

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

(২) উষমান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই' এ কথা জানা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম ১৪৫, আহমাদ ৪৬৪নং)*

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

(৩) মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যার শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ ২২০৩৪, ২২১২৭, আবূ দাউদ ৩১১৮, হাকেম ১২৯৯, সহীহুল জামে' ৬৪৭৯নং)*

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

(৪) মুআয ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সত্য-চিত্তে (ইখলাসের সাথে) "আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, অআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ ২২০০৩, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭, সিঃ সহীহাহ ২২৭৮নং)*

عَنْ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ.....)).

(৫) মুসাইয়িব কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ-এর পিতৃব্য আবু তালেবের যখন মরণকাল উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'হে পিতৃব্য! আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন---এটা এমন এক কলেমা যাকে আল্লাহর নিকট আপনার (মুক্তির) জন্য দলীল স্বরূপ পেশ করব।' *(বুখারী ৩৮৮৪, ৪৭৭২, ৬৬৮১নং)*

عَنْ أَبِى مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ».

(৬) আবূ মালেক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত পূজ্যমান যাবতীয় ব্যক্তি ও বস্তুকে অস্বীকার ও অমান্য করবে, তার জান ও মাল অবৈধ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ সে ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তা লাভ করবে।) আর তার হিসাব আল্লাহর উপর।" *(মুসলিম ১৩৯নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً)).

(৭) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "(পরকালে) আল্লাহ বলবেন, সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে অণু (বা ভুট্টা) পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে গমের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে।।" *(আহমাদ ৩/২৭৬, তিরমিযী ২৫৯৩নং, এ হাদীসের মূল রয়েছে সহীহায়নে)*

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَخْلِصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي ، عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فينشرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وتسْعِينَ سِجِلاًّ، كُلُّ سِجِلٍّ مَدُّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظونَ ؟ قَالَ : لاَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : أَلَكَ عُذْرٌ ، أَوْ حَسَنَةٌ ؟ فَيُبْهَتُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : لاَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ بَلَى ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً، لاَظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ ، فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَيَقُولُ : أَحْضِرُوهُ ، فَيَقُولُ : يَارَبِّ ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ ؟

فَيُقَالُ : إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ . قَالَ : فَتُوضَعُ السِّجِلاتُ فِي كِفَّةٍ ، قَال : فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وَلاَ يَثْقُلُ معَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ)).

(৮) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(কিয়ামতের দিন) আল্লাহ আমার উম্মতের একটি লোককে বেছে নিয়ে তার সামনে নিরানব্বইটি (আমল-নামা) রেজিষ্টার বিছিয়ে দেবেন; প্রত্যেকটি রেজিষ্টার দৃষ্টি বরাবর লম্বা! অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কি লিখিত পাপের কোন কিছু অস্বীকার কর? আমার আমল সংরক্ষক ফিরিশ্তা কি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করেছে?' লোকটি বলবে, 'না, হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ বলবেন, তোমার কি কোন পেশ করার মত ওযর আছে অথবা তোমার কি কোন নেকী আছে?' লোকটি হতবাক হয়ে বলবে, 'না, হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ বলবেন, 'অবশ্যই আমাদের কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আর আজ তোমার প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না।' অতঃপর একটি কার্ড বের করা হবে, যাতে লেখা থাকবে, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরসূলুহ।' আল্লাহ মীযান (দাঁড়িপাল্লা) আনতে আদেশ করবেন। লোকটি বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! এতগুলি বড় বড় রেজিষ্টারের কাছে এই কার্ডটির ওজন আর কী হবে?' আল্লাহ বলবেন, 'তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না।' অতঃপর রেজিষ্টারগুলোকে দাঁড়ির এক পাল্লায় এবং ঐ কার্ডটিকে অন্য পাল্লায় চড়ানো হবে। দেখা যাবে, রেজিষ্টারগুলোর ওজন হাল্কা এবং কার্ডটির ওজন ভারী হয়ে গেছে! যেহেতু আল্লাহর নামের চেয়ে অন্য কিছু ভারী নয়।" *(আহমাদ ৬৯৯৪, তিরমিযী ২৬৩৯, ইবনে মাজাহ ৪৩০০নং, হাকেম ১/৪৬)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَام لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكُمَا عَنْ اثْنَتَيْنِ أَنْهَاكُمَا عَنْ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى كَانَتْ أَرْجَحَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا..)).

(৯) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নূহ ﷺ মৃত্যুর সময় তাঁর দুই ছেলেকে অসিয়ত করে বললেন, ---আমি তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (বলার) আদেশ করছি। যেহেতু যদি সাত আসমান এবং সাত যমীনকে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা বেশী ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্তু হয়, তাহলেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।---" *(আহমাদ ৭১০১, ত্বাবরানী, বায্‌যার, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১৯, সিঃ সহীহাহ ১৩৪নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ».

(১০) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক (শির্ক) না করে মারা যাবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্ত প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক (শির্ক) করে মারা যাবে, সে ব্যক্তি দোযখ প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম ২৭৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ».

(১১) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কী কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, ৬৮৫৭, মুসলিম ২৭২নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) « يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِى بِمَا شِئْتِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ».

(১২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, "তোমার নিকটতম স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক ক'রে দাও।" *(শুআ'রা ঃ ২১৪)* এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আত্মীয় ও বংশকে সম্বোধন করে বললেন, "হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী ৩৫২৭, মুসলিম ৫২২, ৫২৫নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَجَعَلْتَنِي وَاللَّهَ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ)).

(১৩) ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি কোন ব্যাপারে তাঁকে বলল, 'আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)।' তা শুনে তিনি বললেন, "তুমি তো আল্লাহর সঙ্গে আমাকে শরীক (বা সমকক্ষ) করে ফেললে! না; বরং আল্লাহ একাই যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।" *(আহমাদ ১৮৩৯, বুখারীর আদব ৭৮৩, ইবনে মাজাহ ২১১৭, বাইহাক্বী ৫৬০৩, সিঃ সহীহাহ ১৩৯নং)*

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ: ((...وأنكمْ لنْ تَرَوْا رَبَّكمْ حَتَّى تَمُوتوا)).

(১৪) উবাদাহ বিন স্বামেত কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মরণের পূর্বে কখনই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে না।" *(আহমাদ ২২৭৬৪, নাসাঈর কুবরা ৭৭৬৪, সহীহুল জামে' ২৪৫৯নং)*

عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)).

(১৫) উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী, ৩৪৪৫,, মিশকাত ৪৮৯৭ নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله ﷺ: ((....فَيَأْتُونِّى فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَنْطَلِقُ فَآتِى تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّى ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِى مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لأَحَدٍ قَبْلِى ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى)).

(১৬) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "---কিয়ামতে লোকেরা সবাই সুপারিশের জন্য আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা নবীর কাছে যাবে। তাঁরা একে একে সকলে ওযর পেশ করলে অবশেষে লোকেরা শেষনবী ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি আখেরী নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি।' তখন তিনি চলে যাবেন এবং আরশের নীচে তাঁর প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য তাঁর হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত করে দেবেন, যেমন ইতিপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে।' তখন শেষনবী ﷺ মাথা উঠিয়ে বলবেন, "আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক!" *(বুখারী ৩৩৪০, মুসলিম ৫০১নং)*

عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنهُمَا ، قَالَ : كُنتُ خَلفَ النَّبيّ ﷺ يَوماً ، فَقَالَ : ((يَا غُلامُ ، إنِّي أعلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ اللّه ، وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهِ ، وَاعْلَمْ : أنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلاَّ بشَيءٍ

قَدْ كَتَبهُ اللّهُ لَكَ ، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ بشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلاَّ بـشَيءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللّهُ عَلَيْـكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحفُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

(১৭) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে।" *(তিরমিযী ২৫১৬নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ ، قَالَ : ((يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ)).

(১৮) আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ কোন উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় পড়লে বলতেন, "হে চিরঞ্জীব! হে অবিনশ্বর! আমি তোমার রহমতের অসীলায় (তোমার নিকট) সাহায্যের আবেদন করছি।" *(তিরমিযী ৩৫২৪নং)*

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قال قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: « أَلاَ تَأْمَنُونِى وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأْتِينِى خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ».

(১৯) আবূ সাঈদ খুদরী বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না কি? অথচ আমি তাঁর নিকট বিশ্বস্ত যিনি আকাশে আছেন। আমার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় আকাশের খবর আসে।" *(বুখারী ৪৩৫১, মুসলিম ২৫০০নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ».

(২০) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ঈমান সত্তর বা ষাটের অধিক শাখাবিশিষ্ট; যার উত্তম (ও প্রধান) শাখা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা।" *(মুসলিম ১৬২নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ، قَالَ: ((جَعَلْتَ لِلَّهِ نِدًّا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ)).

(২১) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে বলল, 'আল্লাহ ও আপনার ইচ্ছা।' তিনি বললেন, "তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক (ও সমকক্ষ) করে ফেললে? বল, 'একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছা।" *(বুখারীর আদাব ৭৮৩, নাসাঈর কুবরা ১০৮২৫, বাইহাক্বী ৫৬০৩, ত্বাবারানী ১২৮২৯নং)*

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ: كَانَتْ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّى صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ « ائْتِنِى بِهَا ». فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا « أَيْنَ اللَّهُ ». قَالَتْ فِى السَّمَاءِ. قَالَ « مَنْ أَنَا ». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ».

(২২) মুআবিয়া বিন হাকাম সুলামীর হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহর মধ্যবর্তী জায়গায় আমার কিছু ছাগল ছিল, যার দেখাশোনা করত আমারই এক ক্রীতদাসী। একদা সে পাল ছেড়ে দিলে অকস্মাৎ এক নেকড়ে এসে একটি ছাগল নিয়ে চম্পট দেয়। আমি আদম সন্তানের অন্যতম মানুষ; মনস্তাপ ও ক্রোধে দাসীকে চপেটাঘাত করলাম। অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকট এসে সে কথার উল্লেখ করলে তিনি তা আমার জন্য বড় গুরুতর মনে করলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ওকে মুক্ত করে দেব না কি?' তিনি বললেন, "ওকে ডাকো।" আমি ওকে ডেকে আনলে তিনি ওকে প্রশ্ন করলেন, "আল্লাহ কোথায়?" দাসীটি বলল, 'আকাশে।' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "আমি কে?" সে বলল, 'আপনি আল্লাহর রসূল।' তিনি বললেন, "ওকে মুক্ত করে দাও; যেহেতু ও মুমিন নারী।" *(মুসলিম ১২২৭, আবু দাউদ ৯৩১, নাসাঈর কুবরা ১১৪১, প্রভৃতি)*

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ ».

(২৩) আবূ মূসা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ ঘুমান না এবং ঘুম তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। তিনি তুলাদণ্ড (রুযী অথবা মর্যাদা) নিম্ন করেন ও উত্তোলন করেন। তাঁর প্রতি উত্থিত করা হয় দিনের আমলের পূর্বে রাতের আমল এবং রাতের আমলের পূর্বে দিনের আমল।" *(মুসলিম ৪৬৫, ইবনে মাজাহ ১৯৫নং)*

মহান আল্লাহর গুণাবলী

عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها . وما أسمع ما تقول . فأنزل الله { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } (سورة المجادلة / الآية ١)

(২৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যাঁর শ্রবণশক্তি সকল শব্দতে পরিব্যপ্ত। বিতন্ডাকারী মহিলা রসূল ﷺ-এর সাথে বাদানুবাদ করছিল এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করছিল। আমি ঘরের এক পাশে ছিলাম, আমি তার কথা শুনতে পাইনি, কিন্তু মহান আল্লাহ (সাত আসমানের উপর থেকে তার কথা শুনে নিয়ে) সূরা মুজাদিলাহ অবতীর্ণ করলেন। *(ইবনে মাজাহ ১৮৮নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ». فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « يُقَاتِلُ هَذَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ».

(২৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ ঐ দু'টি লোককে দেখে হাসেন, যাদের মধ্যে একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" লোকেরা বলল, 'তা কীভাবে হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "নিহত ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অবস্থায় (কোন কাফের কর্তৃক) হত্যা ক'রে দেওয়া হয়। পরে আল্লাহ তাআলা হত্যাকারী কাফেরকে তওবা করার তাওফীক প্রদান করেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ ক'রে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়।" *(বুখারী ২৮২৬, মুসলিম ৫০০০-৫০০২নং)*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِى مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِى نَجَّانِى مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِىَ اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّى إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِى غَيْرَهَا. فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِىَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِى أَنْ لاَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّى إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِى غَيْرَهَا . فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِىَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ. فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِى أَنْ لاَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَا رَبِّ هَذِهِ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ

صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِى مِنْكَ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ». فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلاَ تَسْأَلُونِّى مِمَّ أَضْحَكُ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–. فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّى لاَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّى عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ».

(২৬) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে (বা বুকে ভর দিয়ে) চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম।' আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর।' তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম।' তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীরর সমতুল্য এবং তার দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল)!' তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ তুমি বাদশাহ (হাসি-মজাক তোমাকে শোভা দেয় না)।' ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত হয়ে গেল। (আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি হাসলেন কেন হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "রব্বুল আলামীনের হাসির কারণে। অতঃপর তিনি বলবেন, 'আমি তোমার সাথে হাসি-মজাক করিনি। বরং আমি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম।' তিনি বললেন, "এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতী।" *(বুখারী ৬৫৭১, মুসলিম ৪৮১নং)*

عَنْ أبي رَزِينٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ضَحِكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ))، قَالَ أَبُو رَزِينٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَيَضْحَكُ الرَّبُّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، قَالَ: لَنْ نُعْدَمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا.

(২৭) আবূ রাযীন কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ বললেন, "আমাদের প্রতিপালক নিজ বান্দার নিকটে তাঁর (মন্দ) অবস্থার পরিবর্তন করবেন তা সত্ত্বেও তার নিরাশ হওয়ার ব্যাপারে হাসেন।" আবূ রাযীন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মহান প্রতিপালকও কি হাসেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ--!" আবূ রাযীন বললেন, 'সেই প্রতিপালকের নিকট কল্যাণ অবর্তমান কক্ষনই পাব না, যিনি হাসেন।' *(আহমাদ ১৬১৮৭, ইবনে মাজাহ ১৮১, ত্বাবারানী ১৫৮০০, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮১০নং)*

عَنْ عَلِيٍّ أنه أُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا

قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ (سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ « إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِى ».

(২৮) একদা আলী ﷺ সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে নির্দিষ্ট দুআ পড়ার পর হাসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন?' তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখলাম, তিনি তাই করলেন, যা আমি করলাম। অতঃপর তিনি হাসলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি হাসলেন কেন?' তিনি বললেন, "তোমার মহান প্রতিপালক তাঁর সেই বান্দার প্রতি আশ্চর্যান্বিত হন, যখন সে বলে, 'ইগফির লী যুনূবী' (অর্থাৎ, আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা ক'রে দাও।) সে জানে যে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া পাপরাশি আর কেউ মাফ করতে পারে না।" *(আবূ দাউদ ২৬০৪, তিরমিযী ৩৪৪৬নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّى فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ».

(২৯) উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের প্রতিপালক বিস্মিত হন পর্বত চূড়ায় সেই ছাগলের রাখালকে দেখে, যে নামাযের জন্য আযান দিয়ে (সেখানেই) নামায আদায় করে; আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ বলেন, "তোমরা আমার এই বান্দাকে লক্ষ্য কর, (এমন জায়গাতেও) আযান দিয়ে নামায কায়েম করছে! সে আমাকে ভয় করে। আমি তাকে ক্ষমা ক'রে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।" *(আবূ দাউদ ১২০৫, নাসাঈ ৬৬৬, সহীহ তারগীব ২৩৯ নং)*

عن أبي هريرة قال قال رسول الله: ((عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ)).

(৩০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি বিস্মিত হন, যাদেরকে শিকলে বেঁধে বেহেশ্তে প্রবেশ করানো হবে।" *(আহমাদ ৮০১৩, বুখারী ৩০১০, আবূ দাউদ ২৬৭৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৭৪নং)*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحِبِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ....)).

(৩১) ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির প্রতি বিস্মিত হন, যে নিজের বিছানা, লেপ ও স্ত্রী ছেড়ে উঠে নামায পড়ে।" *(আহমাদ*

৩৯৪৯, বাইহাক্বী ১৮-৩০৫, ত্বাবারানী ১০৩৮-৩, ইবনে হিব্বান ২৫৫৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮/৩৪)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْجَبُ مِنْ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ)).

(৩২) উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সেই যুবকের প্রতি বিস্মিত হন, যার যৌবনে কোন কুপ্রবৃত্তি ও ভ্রষ্টতা নেই।" *(আহমাদ ১৭৩৭১, ত্বাবারানী ১৪২৬৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৪৩নং)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِى شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ».

(৩৩) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে তার জন্য দশ গুণ নেকী রয়েছে অথবা ততোধিক বেশী। আর যে ব্যক্তি একটি পাপ করবে তার বিনিময় (সে) ততটাই (পাবে; তার বেশী নয়) অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হবে আমি তার প্রতি দু'হাত নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে হেঁটে আসবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। আর যে ব্যক্তি প্রায় পৃথিবী সমান পাপ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি, তার সাথে আমি তত পরিমাণই ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব।" *(মুসলিম ৭০০৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ ».

(৩৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী ১১৪৫, ৭৪৯৪, মুসলিম ১৮০৮, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قال رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: ((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِىَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِىَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ».

(৩৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে মুহাম্মাদের উম্মত! আল্লাহ অপেক্ষা বেশি ঈর্ষাবান কেউ নেই যে, তার ক্রীতদাস অথবা দাসী ব্যভিচার করবে (আর সে তা সহ্য ক'রে নেবে)। হে মুহাম্মাদের উম্মত! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে অল্প হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। *(বুখারী ১০৪৪, মুসলিম ২১২৭নং)*

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِى لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ عَنْهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى ».

(৩৬) মুগীরাহ বিন শু'বাহ ﷺ বলেন, একদা সা'দ বিন উবাদাহ বললেন, 'যদি কোন ব্যক্তিকে আমার স্ত্রীর সাথে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখি, তাহলে তরবারির ধারালো দিকটা দিয়ে তাকে আঘাত করব।' এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, "তোমরা কি সা'দের ঈর্ষায় আশ্চর্যান্বিত হও? নিশ্চয় আমি ওর থেকে বেশি ঈর্ষান্বিত এবং আল্লাহ আমার চেয়েও বেশি ঈর্ষান্বিত।" *(বুখারী ৬৮৪৬, ৭৪১৬, মুসলিম ৩৮৩৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلاَّ أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ ».

(৩৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে---আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না---সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। (অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন;) পরিশেষে তা রহমানের করতলে বৃদ্ধিলাভ ক'রে পাহাড় থেকেও বড় হয়ে যায়। যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন ক'রে থাকে।" *(বুখারী ১৪১০, মুসলিম ২৩৮৯-২৩৯০নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি)*

আল্লাহর দীদার

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((أَتَانِى رَبِّى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّى وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ رَبِّى لاَ أَدْرِى فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ . فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ فِى الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَفِى نَقْلِ الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِى الْمَكْرُوهَاتِ وَانْتِظَارِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).

(৩৮) ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আজ রাত্রে স্বপ্নে আমার রব তাবারাকা অতাআলা সুন্দর আকৃতিতে আমার কাছে এসে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জানো, সর্বোচ্চ ফিরিশ্তা-সভা কী বিষয়ে বাদানুবাদ করে?' আমি বললাম, 'না।' অতঃপর তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মাঝে রাখলেন। এমনকি আমি আমার বক্ষস্থলে তার শীতলতা অনুভব করলাম। সুতরাং (তার ফলে) আমি জানতে পারলাম আসমানে যা আছে এবং যমীনে যা আছে। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জানো, সর্বোচ্চ ফিরিশ্তা-সভা কী বিষয়ে বাদানুবাদ করে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ। কাফ্ফারা (পাপের প্রায়শ্চিত্ত) ও মর্যাদাসমূহের ব্যাপারে। কাফ্ফারা হল, নামায আদায়ের পর মসজিদে অবস্থান করা, জামাআতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টের সময় পূর্ণরূপে উযূ করা। আর মর্যাদাসমূহ হল, সালাম প্রচার করা, অন্নদান করা এবং রাতে লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামায পড়া। তিনি বললেন, 'সত্য বলেছ। যে এগুলি পালন করবে, সে কল্যাণের সাথে জীবন-যাপন করবে, কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং সে সেদিনকার মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।---' *(তিরমিযী ৩২৩৩-৩২৩৫নং)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ « نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ ».

(৩৯) আবূ যার্র বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "নূর, তাঁকে কীরূপে দেখা সম্ভব? " (মুসলিম ৪৬১নং) অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "আমি নূর দেখেছি।" (মুসলিম ৪৬২নং)

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: ((...حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ)).

(৪০) আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর আনন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত ক'রে ফেলবে।" *(মুসলিম ৪৬৩নং)*

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ: ((وَأَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى تَمُوتُوا (قَالَ يَزِيدُ) تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُواْ)).

(৪১) উবাদাহ বিন স্বামেত কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মরণের পূর্বে কখনই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে না।" *(আহমাদ ২২৭৬৪, সহীহুল জামে' ২৪৫৯নং)*

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلاَثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا –صلى الله عليه وسلم– رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِى وَلاَ تَعْجَلِينِى أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ) (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى). فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِى خُلِقَ عَلَيْهَا

غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ». فَقَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ (لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ) قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ). قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِى غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ (قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ).

(৪২) মাসরূক বলেন, আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, 'হে আবূ আয়েশা! যে ব্যক্তি তিনটের মধ্যে একটি কথা বলে, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে ঃ-

(১) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ তাঁর প্রতিপালক (আল্লাহ)কে দেখেছেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। যেহেতু আল্লাহ বলেন,

{لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (١٠٣) سورة الأنعام

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত।" (আনআম ঃ ১০৩)

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٥١) سورة الشورى

"কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।" *(শূরা ঃ ৫১)*

বর্ণনাকারী মাসরূক বলেন, আমি হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। এ কথা শুনে সোজা হয়ে বসে বললাম, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! একটু থামুন, আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবেন না। আল্লাহ তাআলা কি বলেননি যে,

{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} (١٣) سورة النجم

"নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।" *(নাজ্ম ঃ ১৩)* "অবশ্যই সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দর্শন করেছে।" *(তাকভীর ঃ ২৩)*

মা আয়েশা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন,

« إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِى خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ».

"তিনি হলেন জিব্রীল। তাঁকে ঐ দুইবার ছাড়া অন্য বারে তাঁর সৃষ্টিগত আসল রূপে দর্শন করিনি। যখন তিনি আসমানে অবতরণরত ছিলেন, তাঁর বিরাট সৃষ্টি-আকৃতি আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল!"

(২) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর অবতীর্ণ কিছু অহী গোপন করেছেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর, (যদি তা না কর, তাহলে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।)" *(সূরা মাইদাহ ৬৭ আয়াত)*

(৩) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ভবিষ্যতের খবর জানেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" *(নাম্‌ল ঃ ৬৫) (মুসলিম ৪৫৭নং, তিরমিযী ৩০৬৮নং, প্রমুখ)*

গায়বী খবর আল্লাহই জানেন

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً يَعْنِي الْغَيْمَ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ قَالَتْ فَذَكَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ مَا رَأَتْ مِنْهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِينِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ }

(৪৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ যখন বৃষ্টি-সম্ভাবনাময় মেঘ দেখলে অগ্র-পশ্চাৎ হয়ে হাঁটাহাঁটি করতেন। অতঃপর বৃষ্টি হলে শঙ্কামুক্ত হতেন। একদা আমি বললাম, ('আপনি এমন শঙ্কাগ্রস্ত হন কেন? লোকেরা তো মেঘ দেখলে খোশ হয়।') তিনি বললেন, "জানি না, হয়তো-বা তাই হতে পারে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অতঃপর যখন তাদের উপত্যকার দিকে তারা মেঘ আসতে দেখল, তখন তারা বলতে লাগল, 'ওটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে।' (হূদ বলল,) 'বরং ওটাই তো তা, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ; এক ঝড়, যাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। *(আহ্‌ক্বাফ ঃ ২৪, আহমাদ ২৬০৩৭, মুসলিম ২১২২, তিরমিযী ৩২৫৭, ইবনে মাজাহ ৩৮৯১, সিঃ সহীহাহ ২৭৫৭নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– خَطِيبًا بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلاَ وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِى فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِى. فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) قَالَ فَيُقَالُ لِى إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ».

(৪৪) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নসীহত করার জন্য আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে লোক সকল! তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। (আল্লাহ বলেন,) 'যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছি আমি পুনর্বার তাকে সেই অবস্থায় ফিরাবো। এটা আমার প্রতিজ্ঞা, যা আমি পুরা করব।' *(সূরা আম্বিয়া ১০৪ আয়াত)*

জেনে রাখো! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্রাহীম ﷺ-কে বস্ত্র পরিধান করানো হবে। আরো শুনে রাখ! সে দিন আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে অতঃপর তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আমি বলব, 'হে প্রভু! এরা তো আমার সঙ্গী।' কিন্তু আমাকে বলা হবে, 'এরা আপনার (মৃত্যুর) পর (দ্বীনে) কী কী নতুন নতুন রীতি আবিষ্কার করেছিল, তা আপনি জানেন না।' (এ কথা শুনে) আমি বলব--যেমন নেক বান্দা (ঈসা ﷺ) বলেছিলেন, "যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক। আর তুমি সর্ববস্তুর উপর সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' *(সূরা মায়েদা ১১৭ আয়াত)* অতঃপর আমাকে বলা হবে যে, 'নিঃসন্দেহে আপনার ছেড়ে আসার পর এরা (ইসলাম থেকে) পিছনে ফিরে গিয়েছিল।' *(বুখারী ৩৪৪৭, মুসলিম ৭৩৮০নং)*

عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ)).

(৪৫) রুবাইয়ে বিন্তে মুআওবিয বলেন, নবী ﷺ এক বালিকাকে যখন কবিতায় বলতে শুনলেন, "আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন; যিনি আগামীকালের অবস্থা জানেন।" তখন তিনি বললেন, "এই কথাটি ছেড়ে দাও (বলো না) বাকী যেগুলি বলছিলে সেগুলি বল।" *(বুখারী ৪০০১নং)*

অশুভ লক্ষণ মানা নিষেধ

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ)) قَالُوا : وَمَا الفَأْلُ ؟ قَالَ : ((كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ)) . متفق عَلَيْهِ

(৪৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "রোগের সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। শুভ লক্ষণ মানা আমার নিকট পছন্দনীয়। আর তা হল, উত্তম বাক্য।" *(বুখারী ৫৭৭৬, মুসলিম ৫৯৩৩-৫৯৩৪নং)*

(অর্থাৎ, উত্তম বাক্য শুনে মনে মনে কল্যাণের আশা পোষণ করা, যেমন চাকরীর দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে কারো জিজ্ঞেস করলেন, সে বলল, মঞ্জুর আলী। তখন আপনার মনে দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ার আশা করা বিধি-সম্মত।)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ . وَإِنْ كَانَ

الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ ، وَالمَرْأَةِ ، وَالفَرَسِ . متفق عَلَيْهِ

(৪৭) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "ছোঁয়াচে ও অশুভ বলে কিছু নেই। অশুভ বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে তা ঘর, স্ত্রী ও ঘোড়ার মধ্যে আছে।" *(বুখারী ৫০৯৪নং)*

(কোন বস্তু প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গলময় নয়। তবে বিশেষ কিছু গুণাগুণের ভিত্তিতে কোন কোন ব্যক্তির জন্য কষ্ট ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলে তাকে অমঙ্গলময় বোধ করা হয় যেমন, স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী, সংকীর্ণ ঘর, অবাধ্য বাহন ইত্যাদি।)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৪৮) বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ (কোন কিছুকে) অশুভ লক্ষণ মানতেন না। *(আবূ দাউদ ৩৯২২নং, বিশুদ্ধ হাদীস)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ». ثَلاَثًا « وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ ».

(৪৯) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা শির্ক। কিছুকে কুপয় মনে করা শির্ক, কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা শির্ক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুধারণা জন্মে না। তবে আল্লাহ (তাঁরই উপর) তাওয়াক্কুল (ভরসার) ফলে তা (আমাদের হৃদয় থেকে) দূর করে দেন।" *(আহমাদ ১/৩৮৯, ৪৪০, আবূ দাউদ ৩৯১২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৩০নং)*

عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلا تُطُيِّرَ لَهُ، وَلا تَكَهَّنَ وَلا تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ)).

(৫০) ইমরান বিন হুস্বাইন কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (কোন বস্তু, ব্যক্তি কর্ম বা কালকে) অশুভ লক্ষণ বলে মানে অথবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ দেখা (পরীক্ষা) করা হয়, যে ব্যক্তি (ভাগ্য) গণনা করে অথবা যার জন্য (ভাগ্য) গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য (বা আদেশে) যাদু করা হয়।" *(ত্বাবারানী ১৪৭৭০, সহীহুল জামে' ৫৪৩৫নং)*

বৈধ অসীলা

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَلِكَ ، فَهُوَ أَفْضَلُ لآخِرَتِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ ، قَالَ : لاَ ، بَلِ ادْعُ اللَّهَ لِي ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَنْ يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ ، فَتُقْضَى ، وَتُشَفِّعُنِي فِي)).

(৫১) উষমান বিন হুনাইফ বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আপনি দুআ করুন, যাতে আল্লাহ আমাকে (অন্ধত্ব) থেকে নিরাপত্তা দেন।' তিনি বললেন, "তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দুআ করব, আর চাইলে তুমি সবুর কর, সেটা তোমার জন্য উত্তম হবে।" লোকটি বলল, 'বরং আপনি দুআ করুন।' সুতরাং তিনি তাকে ভালরূপে ওযূ ক'রে (দু'রাকআত নামায পড়ার পর) এই দুআ করতে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর (দুআর) সাথে তোমার অভিমুখী হয়েছি। আমি আপনাকে নিয়ে (আপনার দুআর সাথে) আমার প্রতিপালকের অভিমুখী হয়েছি, যাতে তিনি আমার এই প্রয়োজন পূর্ণ করেন। হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে ওঁর সুপারিশ (বা দুআ) এবং ওঁর সুপারিশ কবুল করার ব্যাপারে আমার দুআ কবুল কর।' এইরূপ দুআর ফলে লোকটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল। *(আহমাদ ১৭২৪০, তিরমিযী ৩৫৭৮, ইবনে মাজাহ ১৩৮৫, হাকেম ১১৮০, সঃ জামে' ১২৭৯নং)*

ফিরিশ্তার প্রতি ঈমান

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خُلِقَتِ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)) . رواه مسلم

(৫২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ফিরিশ্তাদেরকে জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা হতে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বস্তু থেকে, যা তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে। (অর্থাৎ, মাটি থেকে)।" *(মুসলিম ৭৬৭৮নং)*

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ)).

(৫৩) মালেক বিন স্বা'স্বাআহ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "অতঃপর (সপ্তম আসমান অতিক্রম করার পর) আমার জন্য 'বায়তে মা'মূর' পেশ করা হল। আমি জানতে পারলাম, তাতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন। অতঃপর তার প্রতি ফিরে আসার আর সুযোগ পান না। সেটাই তাঁদের সর্বশেষ প্রবেশ হয়।" *(বুখারী ৩২০৭, মুসলিম ৪৩৪নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ».

(৫৪) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে সঙ্গী জ্বিন এবং সঙ্গী ফিরিশ্তা নিযুক্ত নেই।" *(মুসলিম ৭২৮৬নং)*

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: « إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِى خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ».

(৫৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, (তাঁর দর্শন লাভের ব্যাপারে) বলেছেন, "তিনি হলেন জিব্রীল। তাঁকে ঐ দুইবার ছাড়া অন্য বারে তাঁর সৃষ্টিগত আসল রূপে দর্শন করিনি। যখন তিনি আসমানে অবতরণরত ছিলেন, তাঁর বিরাট সৃষ্টি-আকৃতি আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল!" *(মুসলিম ৪৫৭, তিরমিযী ৩০৬৮-নং, প্রমুখ)*

وفي رواية قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يَأْتِيهِ فِى صُورَةِ الرِّجَالِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِى هَذِهِ الْمَرَّةِ فِى صُورَتِهِ الَّتِى هِىَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ.

(৫৬) এক বর্ণনায় মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'এ ছিলেন জিবরীল ﷺ। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে পুরুষদের বেশে আসতেন। কিন্তু উক্ত সময়ে তিনি নিজ প্রকৃত বেশে এসেছিলেন, ফলে আকাশের দিকচক্রবাল বন্ধ করে ফেলেছিলেন।' *(মুসলিম ৪৬০নং)*

عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ.

(৫৭) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ জিবরীলকে দেখেছেন, তাঁর ছয় শত ডানা রয়েছে।' *(বুখারী ৪৮৫৭, মুসলিম ৪৫০নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} قَالَ رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ

(৫৮) ইবনে মাসঊদ আরো বলেছেন, 'তিনি সবুজ রেশমী (ডানাবিশিষ্ট জিবরীল)কে দেখেছেন দিগন্ত ঢেকে রেখেছেন।' *(বুখারী ৩২৩৩, ৪৮৫৮-নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أُذِنَ لِى أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ ».

(৫৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আরশ বহনকারী ফিরিশ্তামন্ডলীর অন্যতম ফিরিশ্তা সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হল সাতশ বছরের পথ।" *(আবূ দাউদ ৪৭২৯, সিঃ সহীহাহ ১৫১নং)*

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « عُرِضَ عَلَىَّ الأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ – يَعْنِى نَفْسَهُ – وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ ».

(৬০) উক্ত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একদা আমার নিকট নবীগণকে পেশ করা হল। দেখলাম, মূসা হাল্কা দেহবিশিষ্ট (মধ্যম ধরনের)

পুরুষ, যেন তিনি (ইয়ামানের) শানূআহ গোত্রের লোক। ঈসা বিন মারয়্যাম ﷺ-কে দেখলাম, আমার দেখার মধ্যে সাদৃশ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি ছিল উরওয়াহ বিন মাসঊদ। ইব্রাহীম (স্বালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি)কে দেখলাম, আমার দেখার মধ্যে সাদৃশ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি ছিল তোমাদের সঙ্গী (উদ্দেশ্য তিনি নিজে)। আর জিবরীল ﷺ-কে দেখলাম, আমার দেখার মধ্যে সাদৃশ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি ছিল দিহ্য়্যাহ। *(মুসলিম ৪৪১নং)*

عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ.

(৬১) বদরী সাহাবী রিফাআহ ইবনে রাফে' যুরাক্বী ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট জিবরীল এসে বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে আপনাদের মাঝে কীরূপ গণ্য করেন?' তিনি বললেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিমদের শ্রেণীভুক্ত গণ্য করি।" অথবা অনুরূপ কোন বাক্যই তিনি বললেন। (জিবরীল) বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশ্তাগণও অনুরূপ (সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্তাগণের শ্রেণীভুক্ত)।' *(বুখারী ৩৯৯২নং)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ لَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ عَلَى أَوْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ)).

(৬২) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না এবং শুনি, যা তোমরা শুনতে পাও না। আকাশ কট্‌কট্ ক'রে শব্দ করছে। আর এ শব্দ তার করা সাজে। এতে চার আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যেখানে কোন ফিরিশ্তা আল্লাহর জন্য সিজদায় নিজ কপাল অবনত রাখেননি। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে না। (বরং) তোমরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে বের হয়ে যেতে।" *(আহমাদ ২১৫১৬, তিরমিযী ২৩১২, ইবনে মাজাহ ৪১৯০, হাকেম ৩৮৮৩, সিঃ সহীহাহ ১৭২২নং)*

عَنْ حَكِيمِ بن حِزَامٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ ، إِذْ قَالَ لَهُمْ : ((تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ))؟ قَالُوا : مَا نَسْمَعُ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ : ((إِنِّي لأَسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ ، وَمَا تُلامُ أَنْ تَئِطَّ ، وَمَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ قَائِمٌ)).

(৬৩) হাকীম বিন হিযাম ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণের মাঝে ছিলেন। অকস্মাৎ তিনি বলে উঠলেন, "তোমরা কি তা শুনতে পাচ্ছ, যা আমি শুনতে পাচ্ছি?" সকলে বলল, 'আমরা তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।' তিনি বললেন, আমি তো আকাশের

কট্‌কট্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর এ শব্দ করায় তার দোষ নেই। তার মাঝে অর্ধ হাত পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যাতে কোন ফিরিশ্‌তা সিজদা অথবা কিয়াম অবস্থায় নেই। *(ত্বাবারানীর কাবীর ৩১২২, সিঃ সহীহাহ ৮৫২নং)*

عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِى أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ. فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ. فَجَاءَ الأَنْصَارِىُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ ».

(৬৪) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, বদর যুদ্ধে মুসলিমদের এক আনসারী ব্যক্তি মুশরিকদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করছিল। হঠাৎ সে তার উপরে চাবুকের শব্দ শুনতে পেল এবং অশ্বারোহীর শব্দ (ঘোড়া হাঁকানোর শব্দ) শুনতে পেল, 'অগ্রসর হও হাইযূম।' অতঃপর সে মুশরিককে তার সামনে দেখতে পেল, সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। লক্ষ্য করল, মুশরিকের নাক বিক্ষত হয়েছে এবং তার মুখমন্ডল ছিঁড়ে গেছে। যেন চাবুকের আঘাত পড়েছে, ফলে পুরোটা সবুজ (বা কালো) হয়ে গেছে। আনসারী এসে নবী ﷺ-কে ঘটনা খুলে বললে তিনি বললেন, "ঠিক বলেছ, এ ছিল তৃতীয় আসমান থেকে সাহায্য।" *(মুসলিম ৪৬৮৭নং)*

عن عائشة قالت: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلاَحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلاَحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَأَيْنَ ». فَأَشَارَ إِلَى بَنِى قُرَيْظَةَ.

(৬৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দক থেকে ফিরে এসে অস্ত্র নামিয়ে রেখে গোসল করলে জিবরীল ﷺ এসে নিজ মাথা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তাঁকে বললেন, "আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন? আল্লাহর কসম! আমরা রাখিনি। ওদের দিকে বের হয়ে চলুন। নবী ﷺ বললেন, "কাদের দিকে?" জিবরীল ﷺ বানূ কুরাইযার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ৪১১৭, মুসলিম ৪৬৯৭নং)*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ مَوْكِبَ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ.

(৬৬) আনাস ﷺ বলেন, 'আমি যেন বানূ গান্‌মের গলিতে জিবরীল-বাহিনীর (গমনে উত্থিত) ধুলো উড়তে দেখছি, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ কুরাইযার দিকে চলতে লাগলেন।' *(বুখারী ৪১১৮নং)*

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: ((الرَّعْدُ مَلَكٌ مِنْ مَلاَئِكَةِ الله مُوَكَّلٌ بالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِها السَّحابَ حَيْثُ شاءَ الله)).

(৬৭) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "রা'দ আল্লাহর ফিরিশ্তাসমূহের মধ্যে একজন ফিরিশ্তা। তাঁর সাথে আছে আগুনের চাবুক। তার দ্বারা তিনি মেঘ পরিচালনা করেন; যেদিকে আল্লাহ চান।" *(তিরমিযী ৩১১৭নং)*

মহানবী ﷺ মানুষ ছিলেন

عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِىُّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ « مَا تَصْنَعُونَ ». قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ « لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا ». فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ – قَالَ – فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ رَأْىٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ».

(৬৮) রাফে' বিন খাদীজ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তিনি লোকদেরকে খেজুর গাছের পরাগ মিলন (অর্থাৎ পুরুষ পরাগ নিয়ে স্ত্রী পরাগের মিলন) ঘটাতে দেখে বললেন; 'তোমরা একি করছো?' উত্তরে তাঁরা বললেন, 'আমরা বেশী ফলনের আশায় এরূপ করছি।' অতঃপর তিনি ﷺ বললেন, 'তোমরা যদি এসব না কর, তাহলে ভালো হয়।' লোকেরা ছেড়ে দিলেন। পরে দেখা গেল যে, ফলন পরিমাণে কম হয়েছে। অতঃপর এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে অবহিত করা হলে তিনি ﷺ বললেন, 'আমি একজন মানুষ মাত্র, যখন শরীয়তের ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছু নির্দেশ করি, তখন তা অবশ্যই গ্রহণ করো এবং যখন আমি আমার তরফ থেকে কিছু নির্দেশ করি সুতরাং আমি তো একজন মানুষ (অর্থাৎ মানুষ হিসাবে আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে আমি যা বলি, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলি)। *(মুসলিম ৬২৭৬ আহমাদ ১২১৫নং, ত্বাবারানী ৪/৩৭৯)*

(৬৯) একদা রাত্রি বেলায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সতীনদের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করলে মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন,

« يَا عَائِشَةُ أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ ». فَقُلْتُ : أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ : « مَا مِنْ آدَمِىٍّ إِلاَّ لَهُ شَيْطَانٌ ». فَقُلْتُ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : « وَأَنَا ، لَكِنِّى دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ».

"আয়েশা! তোমাকে তোমার শয়তান ধরেছে।" আয়েশা বললেন, 'আপনার কি শয়তান নেই?' তিনি বললেন, এমন কোন আদম-সন্তান (আদমী বা মানুষ) নেই, যার শয়তান নেই। আয়েশা বললেন, 'আর আপনি হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আর আমিও। তবে আমি তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দুআ করেছি, তাই আমি নিরাপদ থাকি।" *(বাইহাক্বী ২৫৫২, হাকেম ৮৩২, ইবনে হিব্বান ১৯৩৩, ইবনে খুযাইমা ৬৫৪নং)*

عن عثمان بن طلحة أن النبي ﷺ قال له: « إِنِّى نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ فِى الْبَيْتِ شَىْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّىَ »

(৭০) বায়তুল্লাহর খাদেম ও চাবিরক্ষক উষমান বিন ত্বালহাকে নবী ﷺ বলেছিলেন, “আমি তোমাকে আদেশ করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, (ইসমাঈলের বদলে যবেহকৃত দুম্বার) শিং দু’টিকে ঢেকে দিয়ো। যেহেতু কা’বাগৃহে এমন কোন জিনিস থাকা উচিত নয়, যাতে নামাযীকে অমনোযোগী করে তোলে।” *(আবূ দাঊদ ২০৩২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً ».

(৭১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমি একজন মানুষ মাত্র। সুতরাং যে কোনও মুসলিমকে আমি কষ্ট দিয়েছি, মেরেছি অথবা গালি দিয়েছি, তা তুমি তার জন্য রহমত ও পবিত্রতা বানাও, এমন নৈকট্য বানাও, যার দ্বারা সে কিয়ামতের দিন তোমার নৈকট্য লাভ করতে পারে।” *(মুসলিম ৬৭৮১, আহমাদ ২/৪৪৯, সিঃ সহীহাহ ৮৩নং)*

মহানবী ﷺ-এর মহা সুপারিশ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِىٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ».

(৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক নবীর কবুলযোগ্য দুআ থাকে। সুতরাং প্রত্যেক নবী নিজ দুআকে সত্বর (দুনিয়াতে) প্রয়োগ করেছেন। আর আমি আমার দুআকে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সুপারিশের উদ্দেশ্যে লুকিয়ে জমা রেখেছি। সেই সুপারিশ---ইন শাআল্লাহ---আমার উম্মতের সেই ব্যক্তি লাভ করবে, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শির্ক না ক’রে মারা যাবে।” *(মুসলিম ৫১২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِى أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَإِنِّى أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

(৭৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক নবীর (কবুলকৃত) দুআ ছিল, তিনি উম্মতের মাঝে সে দুআ করেছেন এবং তাঁর জন্য তা কবুল করা হয়েছে। আর আমি ইন শাআল্লাহ আমার দুআকে কিয়ামতে আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য বিলম্বিত করব।” *(বুখারী ৬৩০৫, মুসলিম ৫১৪নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي دَعْوَةٍ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ : ((أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ

مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهلِ الأَرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذِبَاتٍ ؛ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اِذْهَبُوا إِلَى مُوسَى ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيقُولُونَ : يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ؛ اِذْهَبُوا إِلَى عِيسَى . فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)) .

وَفِي رِوايةٍ : ((فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ)) . ثُمَّ

قَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى)) . متفق عَلَيْهِ

(৭৪) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক দাওয়াতে ছিলাম। তাঁকে সামনের পায়ের একটি রান তুলে দেওয়া হল। তিনি এই রান বড় পছন্দ করতেন। তা থেকে তিনি (দাঁতে কেটে) খেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের নেতা। তোমরা কি জান, কী কারণে? কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে। (সে ময়দানটি এমন হবে যে,) সেখানে দর্শক তাদেরকে দেখতে পাবে এবং আহবানকারী (নিজ আহবান) তাদেরকে শুনাতে পারবে। সূর্য একেবারে কাছে এসে যাবে। মানুষ এতই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে যে, ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে, 'দেখ, তোমাদের সবার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোমাদের কী বিপদ এসে পৌঁছেছে! এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করতে পারেন।' লোকেরা বলবে, 'চল আদমের কাছে যাই।' সে মতে তারা আদমের কাছে এসে বলবে, 'আপনি মানব জাতির পিতা, আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ফুঁক দিয়ে তাঁর 'রূহ' আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর নির্দেশে ফিরিশ্তাগণ আপনাকে সিজদা করেছিলেন। আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?' আদম ﷺ বলবেন, 'আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তার নির্দেশ অমান্য করেছিলাম। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সকলে নূহ ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রতি প্রথম প্রেরিত রসূল। আল্লাহ আপনাকে শোকর-গুজার বান্দা হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?' নূহ ﷺ বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া আমার একটি দুআ ছিল, যার দ্বারা আমার জাতির উপর বদ্দুআ করেছি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সবাই ইব্রাহীম ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহর নবী ও পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে আপনিই তাঁর বন্ধু। আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি?' তিনি তাদেরকে বলবেন, 'আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন

রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া (দুনিয়াতে) আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছি। সুতরাং আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও।'

অতঃপর তারা মূসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে তাঁর রিসালত দিয়ে এবং আপনার সাথে (সরাসরি) কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী দুর্ভোগ পোহাচ্ছি?' তিনি বলবেন, 'আজ আমার প্রতিপালক এত ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর আগে কখনো হননি এবং আগামীতেও আর কোনদিন হবেন না। তাছাড়া আমি তো (পৃথিবীতে) একটি প্রাণ হত্যা করেছিলাম, যাকে হত্যা করার কোন নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও।'

অতঃপর তারা সবাই ঈসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি মারয়্যামের প্রতি প্রক্ষেপ করেছিলেন। আপনি হচ্ছেন তাঁর রূহ, আপনি (জন্ম নেওয়ার পর) শিশুকালে দোলনায় শুয়েই মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি?' তিনি তাদেরকে বলবেন, 'আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। (এখানে তিনি তাঁর কোন অপরাধ উল্লেখ করেননি।) আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সুতরাং তারা সবাই আমার কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি আখেরী নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি।' তখন আমি চলে যাব এবং আরশের নীচে আমার প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হব। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য আমার হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত ক'রে দেবেন, যেমন ইতোপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলব, আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক!' এর প্রত্যুত্তরে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হবে, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এই দরজা ছাড়া তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের শরীক।'

অতঃপর তিনি বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি

দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে মক্কা ও (বাহরাইনের) হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা মক্কা ও (সিরিয়ার) বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।” *(বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৪৯৫নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِى بِمَا شِئْتِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ».

(৭৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।” *(বুখারী ২৭৫৩, মুসলিম ৫২৫নং)*

নবী-প্রীতি ঈমানের অঙ্গ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

(৭৬) আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি।” *(বুখারী ১৫, মুসলিম ১৭৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ)).

(৭৭) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “সেই প্রভুর কসম! যার হাতে আমার জীবন আছে, তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন নও, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়তর না হতে পেরেছি।” *(বুখারী ১৪নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْن هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ)) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الْآنَ يَا عُمَرُ)).

(৭৮) একদা মহানবী ﷺ উমার বিন খাত্তাব ﷺ-এর হাত ধরে ছিলেন। উমার ﷺ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জীবন ছাড়া সকল জিনিস থেকে আমার নিকট প্রিয়তম। এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন থেকেও প্রিয়তম হতে পেরেছি (ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুমিন হতে পারো না)। উমার ﷺ বললেন, এক্ষণে আপনি আমার জীবন থেকেও প্রিয়তম। তখন তিনি বললেন, "এখন (তুমি মুমিন) হে উমার!" *(বুখারী ৬৬৩২নং)*

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ ».

(৭৯) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাবে, সে ঐ তিন বস্তুর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম হবে, (২) কোন ব্যক্তিকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভাল বাসবে এবং (৩) সে (মুসলমান হওয়ার পর) পুনরায় কুফ্‌রীতে ফিরে যেতে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১৭৪নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِى رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ».

(৮০) ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর নবী! সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী, যে ব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ সে তাদের মত আমল করতে পারে না?" উত্তরে নবী ﷺ বললেন, "যে যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গী হবে।" *(বুখারী ৬১৬৯-৬১৭০, মুসলিম ৬৮৮৮নং)* অর্থাৎ, জান্নাতে সে তার সঙ্গী হবে। *(উমদাতুল ক্বারী ২২/১৯৭)*

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ إِنَّكَ لأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ، وَإِنَّكَ لأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي ، وَإِنِّي لأَكُونُ فِي الْبَيْتِ ، فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ ، فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ ، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعَتْ مَعَ النَّبِيِّينَ ، وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ لا أَرَاكَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِهَذِهِ الآيَةِ : {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ}.

(৮১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি (সওবান ﷺ) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমার নিকট আমার জান-মাল, সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। বাড়িতে অবস্থানকালে আপনার স্মরণ হলে আপনাকে

দর্শন না করা পর্যন্ত ধৈর্য হয় না, তখন আপনার নিকট এসে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু যখন আপনার ও আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, তখন ভাবি যে, আপনি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন আপনি নবীদের সঙ্গে বাস করবেন। আর আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব, তখন আপনার সঙ্গে হয়তো সাক্ষাৎ হবে না। এই ভেবে ভীষণ শঙ্কিত হই।' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল, যার অর্থ, "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, তারা (পরকালে) ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎব্যক্তিগণের সঙ্গে।" *(সূরা নিসা ৬৯ আয়াত, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪৭৭, স্বাগীর ৫২, সিঃ সহীহাহ ২৯৩৩নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِى لِى حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِى يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِى بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ».

(৮২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি প্রগাঢ় হবে এমন কিছু লোক, যারা আমার পরবর্তীকালে আগমন করবে; তাদের প্রত্যেকে এই আশা পোষণ করবে যে, যদি সে তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের বিনিময়ে আমার দর্শন লাভ করতে পারত!" *(আহমাদ ৯৩৯৯, মুসলিম ৭৩২৩, ইবনে হিব্বান ৭২৩১, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪১৮, ১৬৭৬নং)*

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اصْبِرْ أَبَا سَعِيدٍ فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنْ السَّيْلِ عَلَى أَعْلَى الْوَادِي وَمِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ)).

(৮৩) আবূ সাঈদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি নিজের প্রয়োজনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আবূ সাঈদ! ধৈর্য ধর। কারণ, আমাকে যে ভালোবাসে তার কাছে অভাব-অনটন ঐরূপ দ্রুত গতিতে আসবে, যেরূপ পানির স্রোত উঁচু উপত্যকা থেকে এবং পাহাড়ের উঁচু জায়গা থেকে নীচের দিকে দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়।" *(আহমাদ ১১৩৭৯, সিঃ সহীহাহ ২৮-২৮নং)*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : يَارَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ ، إِنِّي لأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ ، قَالَ : ، وَاللهِ ، إِنِّي لأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ ، قَالَ : وَاللهِ ، إِنِّي لأُحِبُّكَ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي ، فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا ، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

(৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্য অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি।' তখন তিনি ﷺ বললেন, "তুমি কী বলছ, তা ভেবে দেখ।" সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্য অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারও বললেন, "তুমি কী বলছ, তা ভেবে

দেখ।” সে পুনরায় বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি অবশ্য অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসি।’ একই কথার তিনবার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বললেন, “যদি তুমি আমাকে ভালোবেসেই থাকো, তাহলে দারিদ্রের জন্য বর্ম প্রস্তুত রাখো। কেননা, যে আমাকে ভালবাসবে, স্রোত তার শেষ প্রান্তের দিকে যাওয়ার চাইতেও বেশি দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার নিকট আগমন করবে।” *(তিরমিযী ২৩৫০, সিঃ সহীহাহ ২৮২৭নং)*

নবী ﷺ-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا وَيَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَا رَفَعَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)).

(৮৫) আনাস ﷺ বলেন, একদা কিছু লোক বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! হে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! হে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র! হে আমাদের সর্দার! হে আমাদের সর্দারের পুত্র!’

এ সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বল। আর অবশ্যই যেন শয়তান তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ এবং আল্লাহর রসূল। আল্লাহর কসম! আমি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সেই স্থানের ঊর্ধ্বে উত্তোলন কর, যে স্থানে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল আমাকে উত্তোলন করেছেন। *(আহমাদ ১৩৫২৯, সিঃ সহীহাহ ১০৯৭নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قال: انْطَلَقْتُ فِى وَفْدِ بَنِى عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا. فَقَالَ « السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ». قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً. فَقَالَ « قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ».

(৮৬) আব্দুল্লাহ বিন শিখ্খীর ﷺ বলেন, একদা আমি বানূ আমেরের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমরা তাঁকে বললাম, ‘আপনি আমাদের সাইয়েদ (প্রভু)।’ তিনি বললেন, “সাইয়েদ হলেন আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা।” আমরা বললাম, ‘মর্যাদায় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দানশীলতা ও শৌর্যে আমাদের সবার বড়।’ এ কথা শুনে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের কথা বল অথবা তোমাদের কিছু কথা বল। আর শয়তান যেন অবশ্যই তোমাদেরকে দুঃসাহসিক বানিয়ে না দেয়। *(আবূ দাউদ ৪৮০৮নং)*

মহানবী ﷺ আখেরী নবী

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَثَلِى وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ – قَالَ – فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ».

(৮৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উদাহরণ ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ এমন এক ব্যক্তির মতো, যে উত্তম ও সুন্দর রূপে একটি গৃহ নির্মাণ করেছে। কিন্তু এক কোণে একটি ইট পরিমাণ জায়গা ছেড়ে রেখেছে। লোকেরা তা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগল ও অবাক হল এবং বলতে লাগল, 'এই ইটটা স্থাপিত হয়নি কেন?' (নবী ﷺ বলেন,) সুতরাং আমিই হলাম সেই ইট। আমিই হলাম সর্বশেষ নবী।" *(বুখারী ৩৫৩৫, মুসলিম ৬১০১নং)*

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أنا خاتم الأنبياء ، ومسجدي خاتم المساجد...)).

(৮৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি সর্বশেষ নবী এবং আমার মসজিদ নবীগণের সর্বশেষ মসজিদ।" *(বায্যার, সঃ তারগীব ১১৭৫নং)*

জ্বিন ও শয়তান জগৎ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْجِنُّ عَلَى ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ، وَصِنْفٌ يَحِلُّونَ وَيَظْعَنُونَ)).

(৮৯) আবূ যা'লাবা খুশানী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জ্বিন তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণীর ডানা আছে, তারা তার সাহায্যে বাতাসে উড়ে বেড়ায়, এক শ্রেণী সাপ-কুকুর আকারে বসবাস করে, আর এক শ্রেণী স্থায়ীভাবে বসবাস করে ও ভ্রমণ করে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৮০২০, হাকেম ৩৭০২, বাইহাক্বীর আসমা অস্সিফাত, সঃ জামে' ৩১১৪নং)*

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ لاَ وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِى الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ – قَالَ – فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ – قَالَ – فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ « أَتَانِى دَاعِى الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ». قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ « لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِى أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ ».

(৯০) আমের বলেন, আমি আলকামাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইবনে মাসঊদ ﷺ কি জ্বিনের রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি ইবনে মাসঊদকে জিজ্ঞাসা করেছি, আপনাদের কেউ কি জ্বিনের রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, 'না। তবে এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সুতরাং আমরা তাঁকে উপত্যকা ও গিরিপথে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, 'তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আততায়ী দ্বারা খুন করা হয়েছে।' আমরা সম্প্রদায়ের একটি মন্দতম রাত্রি অতিবাহিত করলাম। সকাল হলে তিনি হিরার দিক থেকে আগমন করলেন। অতঃপর আমরা তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে হারিয়ে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে সম্প্রদায়ের একটি মন্দতম রাত্রি অতিবাহিত করলাম।' তিনি বললেন, "আমার কাছে এক জ্বিনের আহবায়ক এসেছিল। আমি তার সঙ্গে গিয়ে তাদের কাছে কুরআন পড়লাম।" অতঃপর তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের বিভিন্ন চিহ্ন ও তাদের আগুনের চিহ্ন দেখালেন। তারা তাঁর নিকট খাদ্য চেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর নাম উল্লেখ ক'রে যে কোন হাড্ডির উপর তোমাদের হাত পড়বে, তা তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত গোশ্তে পরিণত হবে। আর প্রত্যেক গোবর হবে তোমাদের পশুখাদ্য।" অতঃপর তিনি বললেন, "সুতরাং তোমরা ঐ দুটি জিনিস দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে না। কারণ তা তোমাদের (জ্বিন) ভাইদের খাদ্য।" (মুসলিম ১০৩৫নং)

عن بن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : «كتب إلينا عمر بن الخطاب : أما بعدُ فاطبُخوا شرابَكم ، حتى يذهب منه نصيبُ الشيطان ، فإن له اثنين ولكم واحد».

(৯১) আব্দুল্লাহ বিন য়্যাযীদ খাত্বমীর বর্ণনা, তিনি বলেছেন, উমার বিন খাত্তাব ﷺ আমাদের প্রতি লিখে পাঠালেন যে, তোমরা তোমাদের পানীয়কে পাকাতে থাকো, যে পর্যন্ত না তার মধ্য হতে শয়তানের ভাগ চলে যায়। যেহেতু তার রয়েছে দুটি, আর তোমাদের জন্য একটি (ভাগ)। (নাসাঈ ৫৭১৭নং)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رُمِىَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِىَ بِمِثْلِ هَذَا ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ – قَالَ – فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ ».

(৯২) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ এক আনসারী থেকে বর্ণনা ক'রে বলেন, একদা এক রাত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহাবাগণ উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় উজ্জ্বল হয়ে একটি উল্কাপাত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এরূপ উল্কাপাত হলে তোমরা জাহেলী যুগে কী বলতে?" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন। আমরা বলতাম, আজ রাতে কোন মহান ব্যক্তির জন্ম হল অথবা কোন মহান ব্যক্তি মারা গেল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্মের কারণে উল্কাপাত হয় না। আসলে আমাদের প্রতিপালক তাবারাকা অতাআলাসমুহ যখন কিছু ফায়সালা করেন, তখন আরশবাহী ফিরিশ্তাগণ তসবীহ পড়েন। অতঃপর তার পরবর্তী নিম্নের আসমানবাসী তসবীহ পড়েন। পরিশেষে এই দুনিয়ার আসমানে তসবীহ এসে পৌঁছে। অতঃপর আরশবাহী ফিরিশ্তাগণের কাছাকাছি আসমানবাসীরা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাদের প্রতিপালক কী বললেন?' সুতরাং তিনি যা বলেন, তার খবর তাঁরা জানিয়ে দেন। এইভাবে প্রত্যেক আসমানবাসী পরস্পরের মধ্যে খবর জানাজানি করেন। পরিশেষে এই দুনিয়ার আসমানে খবর এসে পৌঁছে। জ্বিনেরা সেই খবর লুফে নেয় এবং তাদের বন্ধুদের কাছে প্রক্ষিপ্ত করে। সুতরাং যে খবর তারা হুবহু আনয়ন করে, তা সত্য। কিন্তু আসলে তারা তাতে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটায় ও সংযোজিত করে।" *(মুসলিম ৫৯৫৫নং)*

عن أبي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ فِى بَيْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِىَ صَلاَتَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِى عَرَاجِينَ فِى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَىَّ أَنِ اجْلِسْ. فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِى الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ – قَالَ – فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ فَإِنِّى أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ ». فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاَحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِى أَخْرَجَنِى. فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِى الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا. فَقَالَ « اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ». ثُمَّ قَالَ « إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ».

(৯৩) একদা আবুস সায়েব আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ-এর নিকট তাঁর বাড়িতে গেলেন। দেখলেন, তিনি নামায পড়ছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষা

করতে লাগলাম। ইত্যবসরে বাড়ির এক প্রান্তে (ছাদে লাগানো) খেজুর কাঁদির ডালগুলিতে কিছু নড়া-সরা করার শব্দ শুনতে পেলাম। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি, একটি সাপ। আমি লাফিয়ে উঠে তা মারতে উদ্যত হলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ইশারা ক'রে বললেন, 'বসে যাও।' সুতরাং আমি বসে গেলাম। অতঃপর নামায শেষ হলে তিনি আমাকে বাড়ির ভিতরে একটা ঘর দেখিয়ে বললেন, 'এ ঘরটা দেখছ?' আমি বললাম, 'জী।' তিনি বললেন, 'এ ঘরে আমাদেরই একজন নব্য বিবাহিত যুবক ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খন্দকের প্রতি বের হয়েছিলাম। সেই যুবক দুপুরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি নিয়ে নিজ বাসায় ফিরত। সে একদিন তাঁর নিকট অনুমতি নিল। তিনি বললেন, "তুমি তোমার অস্ত্র সঙ্গে নাও। তোমার প্রতি কুরাইযার আশঙ্কা হয়।"

সুতরাং সে নিজ অস্ত্র নিয়ে বাসায় ফিরল। দেখল তার (নতুন) বউ দরজার দুই চৌকাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঈর্ষান্বিত হয়ে বর্শা তুলে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হল! তার স্ত্রী তাকে বলল, 'আপনি আপনার বর্শা নিবারণ করুন। বাসায় প্রবেশ করুন, তাহলে দেখতে পাবেন, কে আমাকে বের করেছে?'

সুতরাং সে বাসায় প্রবেশ করে দেখল, একটি বৃহদাকার সাপ বিছানায় কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে! অতএব সে বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে গেঁথে ফেলল। অতঃপর কক্ষ থেকে বের হয়ে বাড়ির (মাটিতে) বর্শাটিকে গেড়ে দিল। তৎক্ষণাৎ সাপটি ছট্‌ফট্‌ ক'রে লাফিয়ে উঠে তার উপর হামলা করল। অতঃপর জানা গেল না যে, কে আগে সত্বর মারা গেল; সাপটি, নাকি যুবকটি?

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম এবং বললাম, 'আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি ওকে বাঁচিয়ে তোলেন।' তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" অতঃপর বললেন, "অবশ্যই মদীনায় কিছু জ্বিন আছে, যারা মুসলমান হয়েছে। সুতরাং তাদের কাউকে (সর্পাকারে) দেখলে তাকে তিন দিন সতর্ক কর। অতঃপর উচিত মনে হলে তাকে হত্যা কর। কারণ সে শয়তান।" *(মুসলিম ৫৯৭৬নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ». قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ ».

(৯৪) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে সঙ্গী জ্বিন নিযুক্ত নেই।" লোকেরা বলল, 'আর আপনার সাথেও কি আছে, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আমার সাথেও আছে। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন বলে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং আমাকে সে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ দেয় না।" *(মুসলিম ৭২৮৬নং)*

(৯৫) একদা রাত্রি বেলায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সতীনদের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করলে মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন,

« يَا عَائِشَةُ أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ ». فَقُلْتُ : أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ : « مَا مِنْ آدَمِىٍّ إِلاَّ لَهُ شَيْطَانٌ ». فَقُلْتُ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : « وَأَنَا ، لَكِنِّى دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ».

"আয়েশা! তোমাকে তোমার শয়তান ধরেছে।" আয়েশা বললেন, 'আপনার কি শয়তান নেই?' তিনি বললেন, এমন কোন আদম-সন্তান (আদমী বা মানুষ) নেই, যার শয়তান নেই। আয়েশা বললেন, 'আর আপনি হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আর আমিও। তবে আমি তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দুআ করেছি, তাই আমি নিরাপদ থাকি।" *(বাইহাক্বী ২৫৫২, হাকেম ৮৩২, ইবনে হিব্বান ১৯৩৩, ইবনে খুযাইমা ৬৫৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِي شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ)).

(৯৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় মু'মিন তার শয়তানদেরকে কৃশ ক'রে ফেলে, যেমন তোমাদের কেউ সফরে তার (সওয়ারী) উটকে কৃশ ক'রে ফেলে।" *(আহমাদ ৮৯৪০, আবূ য়্যালা, সিঃ সহীহাহ ৩৫৮-৬নং)*

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ « أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ». ثُمَّ قَالَ « أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ». ثَلاَثًا. وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِى الصَّلاَةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ « إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِى وَجْهِى فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللَّهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ».

(৯৭) আবুদ দার্দা ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ নামায পড়ছিলেন। আমরা শুনলাম, তিনি 'আঊযু বিল্লাহি মিন্‌ক্' বলছেন। পরক্ষণেই তিনবার বললেন, 'আলআনুকা বিলা'নাতিল্লাহ।' (আল্লাহর অভিশাপে তোকে অভিশাপ দিচ্ছি।) সেই সাথে তিনি হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি নামায শেষ করলে আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে নামাযে এমন কিছু বলতে শুনলাম, যা ইতিপূর্বে আপনাকে বলতে শুনিনি। আর দেখলাম, আপনি আপনার হাত বাড়াচ্ছেন।' তিনি বললেন, "আসলে আল্লাহর দুশমন ইবলীস একটি অগ্নিশিখা নিয়ে আমার মুখমন্ডলে রাখতে চাইল। তাই আমি তিনবার বললাম, 'আঊযু বিল্লাহি মিন্‌ক্'। অতঃপর বললাম, 'আলআনুকা বিলা'নাতিল্লাহ।' তবুও সে সরল না। এরূপ তিনবার বললাম। অতঃপর তাকে ধরার ইচ্ছা করলাম। আল্লাহর কসম! যদি আমাদের ভাই সুলাইমানের দুআ না হতো, তাহলে সে বন্দী অবস্থায় সকাল করত এবং মদীনাবাসীর শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করত।" (মুসলিম ১২৩৯নং)

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِى مِنْهُ فَذَعَتُّهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ – أَوْ كُلُّكُمْ – ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِى سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا ».

(৯৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একটি শক্তিশালী জ্বিন গতরাত্রে আমার নামায নষ্ট করার জন্য আমার ঔদাস্যের সুযোগ নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে আমার আয়ত্তে করে দিলেন, সুতরাং আমি তার গলা টিপে ধরলাম। আমি সংকল্প করলাম, মসজিদের খুঁটিসমূহের কোন এক খুঁটিতে তাকে বেঁধে রাখি। যাতে সকালে তোমরা সকলে তাকে দেখতে পাও। অতঃপর আমার ভাই সুলাইমানের দুআ স্মরণ হল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর, যার অধিকারী আমার পরে অন্য কেউ হতে পারবে না।' (স্বাদ ঃ ৩৫) সুতরাং আল্লাহ তাকে নিকৃষ্ট অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন।" *(বুখারী ১২১০, মুসলিম ১২৩৭নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالُوا مَا ذَاكَ إِلاَّ مِنْ شَىْءٍ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِى حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ – وَهُوَ بِنَخْلٍ – عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا هَذَا الَّذِى حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ –صلى الله عليه وسلم– (قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ).

(৯৯) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ সাহাবাগণের একটি দলের সাথে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখন আসমানী খবর ও শয়তানদের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শয়তানেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলে তারা বলল, 'কী ব্যাপার তোমাদের?' শয়তানেরা বলল, 'আসমানে আমাদেরকে বাধাপ্রাপ্ত হতে হচ্ছে, আমাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে।' তারা বলল, 'তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার নিশ্চয় কোন নতুন কারণ আছে। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভ্রমণ করে দেখ, কিসে তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে?' সুতরাং তাদের যে দলটি তিহামার দিকে যাত্রা করেছিল, তারা রসূল ﷺ-এর প্রতি আকৃষ্ট হল। তিনি তখন উকায বাজারের যাত্রা পথে নাখলা নামক জায়গায় সাহাবাগণকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। সুতরাং তারা যখন কুরআন শুনতে পেল,

তখন মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। অতঃপর বলল, ‘এটাই তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে?’ সুতরাং তারা (সেখানে ঈমান এনে) নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, “আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করব না।” (জ্বিন ঃ ১-২) অতঃপর মহান আল্লাহ নিজ নবীর উপর উক্ত সূরা জ্বিন অবতীর্ণ করলেন। আর তা ছিল জ্বিনদের কথা। *(বুখারী ৪৯২১, মুসলিম ১০৩৪নং)*

قَالَ عمر لكاهن: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ فَقَالَتْ أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ يَا جَلِيحْ أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَوَثَبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا ثُمَّ نَادَى يَا جَلِيحْ أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُمْتُ فَمَا نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ هَذَا نَبِيٌّ.

(১০০) একদা উমার ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে জাহেলী যুগে গণক ছিল, ‘তোমার জিন্নিয়াহ যে সব কথা বা ঘটনা তোমার কাছে আনয়ন করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর কী ছিল?’ সে বলল, ‘আমি একদিন বাজারে ছিলাম। তখন সে আমার নিকট এল, আর তার মধ্যে ত্রাস ছিল। সে বলল, ‘তুমি কি জ্বিনদের নৈরাশ্য, স্বস্তির পরে তাদের হতাশা এবং যুবতী উটনী ও তার জিনপোশের সাথে তাদের (মদীনায়) মিলিত হওয়া দেখতে পাওনি?’ (অর্থাৎ, তারা এক সময় স্বস্তির সাথে আসমানের খবর শুনত। এখন তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়। ফলে তারা নিরাশ হয়ে গেছে এবং তারা মদীনার দিকে নবী ﷺ-এর প্রতি যাত্রা শুরু করেছে।) উমার ﷺ বলেন, ও ঠিকই বলেছে। আমি একদিন ওদের দেবতাদের কাছে ঘুমিয়ে ছিলাম। ইত্যবসরে একটি লোক একটি বাছুর গরু নিয়ে এসে যবেহ করল। এমন সময় একজনের এমন চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম, ইতিপূর্বে তার চাইতে বিকট চিৎকার আমি কখনও শুনিনি। সে বলল, “ওহে জালীহ! একটি সফল ব্যাপার সত্বর সংঘটিত হবে, একজন বাগ্মী বলবেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই।” এ কথা শুনে লোকেরা লাফিয়ে উঠল। আমি বললাম, ‘এ ঘোষণার রহস্য জানার অপেক্ষায় থাকব।’ অতঃপর আবার ঘোষণা দিল, “ওহে জালীহ! একটি সফল ব্যাপার সত্বর সংঘটিত হবে, একজন বাগ্মী বলবেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই।” অতঃপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর কিছুদিন অপেক্ষা করতেই, বল হল, ‘ইনিই নবী।’ *(বুখারী ৩৮-৬৬নং)*

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِى خُطْبَتِهِ: « أَلاَ إِنَّ رَبِّى أَمَرَنِى أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ وَإِنِّى

خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِى مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا)).

(১০১) ইয়ায বিন হিমার মুজাশেয়ী ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুতবায় বললেন, "শোনো! নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন যে, তিনি আমাকে আজকের দিন যা শিখিয়েছেন, তা হতে আমি তোমাদেরকে তা শিক্ষা দিই, যা তোমাদের অজানা। (তিনি বলেছেন,) প্রত্যেক সেই সম্পদ যা আমি কোন বান্দাকে দান করেছি, তা তার জন্য হালাল। (সে নিজে তা হারাম করতে পারে না।) নিশ্চয় আমি আমার সকল বান্দাগণকে একনিষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তানদল এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন হতে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের জন্য তা হারাম করেছে, যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছি এবং তাদেরকে আদেশ করেছে, যাতে তারা সেই জিনিসকে আমার সাথে শরীক করে, যার কোন প্রমাণ আমি অবতীর্ণ করিনি।" *(মুসলিম ৭৩৮-৬নং)*

عن عمرو بن الأحوص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((...ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به)).

(১০২) আম্‌র বিন আহওয়াস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সাবধান! শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়েছে যে, তোমাদের এই দেশে কখনও তার উপাসনা করা হবে। তবে তোমরা তোমাদের যে কর্মকে তুচ্ছ গণ্য কর, তাতে তার আনুগত্য করা হবে। আর তা নিয়েই সে তুষ্ট হবে।" *(তিরমিযী ২১৫৯নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِى التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ».

(১০৩) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে নামাযীরা তার উপাসনা করবে। তবে সে তাদের মাঝে (হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ, গৃহদ্বন্দ্ব, যুদ্ধ প্রভৃতি সৃষ্টি করে) উস্কানি দিতে সক্ষম হবে।" *(মুসলিম ৭২৮-১নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « كُلُّ بَنِى آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا ».

(১০৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মারয়্যাম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত প্রত্যেক আদম-সন্তান (শিশু)কে তার মা যেদিন ভূমিষ্ঠ করে, সেদিন শয়তান তাকে স্পর্শ করে।" *(মুসলিম ৬২৮-৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ)).

(১০৫) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক আদম-সন্তানের জন্মের সময় তার দুই পাঁজরে শয়তান নিজ আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে। তবে ঈসা বিন

মারয়্যামকে মারেনি। তাঁকে খোঁচা মারতে গিয়ে সে পর্দায় খোঁচা মেরেছিল।” *(বুখারী ৩২৮৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا)).

(১০৬) আর এক বর্ণনায় আছে, “এমন কোন নব জাতক আদম-সন্তান নেই, যাকে তার জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। সে সময় সে চিৎকার ক’রে কেঁদে ওঠে। তবে মারয়্যাম ও তাঁর সন্তানের কথা স্বতন্ত্র।” *(বুখারী ৪৫৪৮, মুসলিম ৬২৮২নং)*

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ))، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: ((وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَفِي كُلٍّ شُهَدَاءُ)).

(১০৭) আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমার উম্মতের ধ্বংস রয়েছে যুদ্ধ ও প্লেগ রোগে।” বলা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! যুদ্ধ তো চিনলাম, কিন্তু প্লেগ কী?’ তিনি বললেন, “তা হল জ্বিন জাতির তোমাদের দুশমনদের খোঁচা। আর উভয়ের মধ্যেই রয়েছে শহীদের মর্যাদা।” *(আহমাদ ১৯৫২৮, ত্বাবারানী ১৬০৭নং)*

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطاعون وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ ، وَهُوَ لَكُمْ شَهَادَةٌ.

(১০৮) অন্য এক বর্ণনায় আছে, “প্লেগ রোগ হল জ্বিন জাতির তোমাদের দুশমনদের খোঁচা। আর তা হল তোমাদের জন্য শহীদী মরণ।” *(হাকেম ১৫৮, বায্যার ৩০৯১নং)*

عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ أَرْسَلَنِى أَبِى إِلَى بَنِى حَارِثَةَ – قَالَ – وَمَعِى غُلاَمٌ لَنَا – أَوْ صَاحِبٌ لَنَا – فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ – قَالَ – وَأَشْرَفَ الَّذِى مَعِى عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِى فَقَالَ لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلاَةِ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِىَ بِالصَّلاَةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ ».

(১০৯) সুহাইল বলেন, একদা আমার আব্বা আমাকে বনী হারেষায় পাঠান। আমার সঙ্গে ছিল এক সঙ্গী। এক বাগান হতে কে যেন নাম ধরে আমার সঙ্গীকে ডাক দিল। আমার সঙ্গী বাগানে খুঁজে দেখল; কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। ফিরে এলে আব্বার নিকট সে কথা উল্লেখ করলাম। আব্বা বললেন, যদি জানতাম যে, তুমি এই দেখতে পাবে, তাহলে তোমাকে পাঠাতাম না। তবে শোন! যখন (এই ধরনের) কোন শব্দ শুনবে, তখন নামাযের মত আযান দিয়ো। কারণ, আমি আবূ হুরাইরা ﷺ-কে আল্লাহর রসূল ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “নামাযের আযান দেওয়া হলে শয়তান পাদতে পাদতে পালিয়ে যায়!” *(মুসলিম ৮৮৪নং)*

عن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوا فِى الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِى هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ». فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالُ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ.

(১১০) আবূ ষা'লাবা খুশানী ﷺ বলেন, সাহাবাগণ সফরে যখন কোন স্থানে অবতরণ করতেন, তখন তাঁরা গিরিপথ ও উপত্যকায় ছড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের এ সকল গিরিপথে ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হওয়া আসলে শয়তানের কাজ।" এরপর তাঁরা যখনই কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতেন, তখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে থাকতেন। *(আবূ দাউদ ২৬৩০নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ – قَالَ – فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ ». قَالَ الأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ « فَيَلْتَزِمُهُ ».

(১১১) জাবের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সমুদ্রের উপর শয়তান তার সিংহাসন রেখে মানুষকে বিভিন্ন পাপ ও ফিতনায় জড়িত করার উদ্দেশ্যে নিজের শিষ্যদল পাঠিয়ে থাকে। তার কাছে সেই শিষ্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা (ও বেশী নৈকট্য) পায়, যে সবচেয়ে বড় পাপ বা ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। কোন শিষ্য এসে বলে, 'আমি এই করেছি।' ইবলীস বলে, 'তুই কিছুই করিসনি।' অন্যজন বলে 'আমি একজনের পিছনে লেগে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়া করিয়েছি।' তখন শয়তান তাকে নিকটে করে (জড়িয়ে ধরে) বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই একটা কাজ করেছ!" *(মুসলিম ৭২৮৪নং)*

পরকালে ঈমান

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ « هَلْ تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِى سَحَابَةٍ ». قَالُوا لاَ. قَالَ « فَهَلْ تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِى سَحَابَةٍ ». قَالُوا لاَ.

قَالَ « فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا – قَالَ – فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ أَىْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى. قَالَ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِىَّ فَيَقُولُ لاَ. فَيَقُولُ فَإِنِّى أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِى. ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِىَ فَيَقُولُ أَىْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى أَىْ رَبِّ.

فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ فَيَقُولُ لاَ. فَيَقُولُ فَإِنِّى أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِى. ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ. وَيُثْنِى بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَا هُنَا إِذًا – قَالَ – ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِى نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْهَدُ عَلَىَّ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِى فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ.

وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِى يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ ».

(১১২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব?' তিনি বললেন, "তোমরা কি মেঘহীন দিন-দুপুরে সূর্য দেখতে কোন অসুবিধা বোধ কর?" তাঁরা বললেন, 'জী না।' তিনি বললেন, "তোমরা কি মেঘহীন রাতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কোন অসুবিধা বোধ কর?" তাঁরা বললেন, 'জী না।' তিনি বললেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন আছে! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে কোন অসুবিধা বোধ করবে না, যেমন ঐ দু'টির একটিকে দেখতে কোন অসুবিধা বোধ কর না। আল্লাহ বান্দার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে বলবেন, 'হে অমুক! তোমাকে কি সম্মানিত করিনি, তোমাকে কি নেতা বানাইনি? তোমাকে কি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিনি? তোমার জন্য কি ঘোড়া ও উটকে বশীভূত ক'রে দিইনি? তোমাকে কি নেতৃত্ব করতে ও ধন-মালে হুকুম চালাতে ছেড়ে দিইনি?' বান্দা বলবে, 'অবশ্যই।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি ধারণা করতে যে, তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে?' বান্দা বলবে, 'না।' আল্লাহ বলবেন, 'তাহলে আমি তোমাকে ভুলে যাব, যেমন তুমি আমাকে ভুলে ছিলে।'

অতঃপর দ্বিতীয় এক বান্দার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে অনুরূপ বলবেন। অতঃপর তৃতীয় এক বান্দার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে অনুরূপ বলবেন। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার প্রতি, তোমার কিতাব ও রসূলসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি, নামায পড়েছি, রোযা করেছি, দান-খয়রাত করেছি।' এই শ্রেণীর সে আরো যথাসাধ্য ভালো কাজের উল্লেখ করবে। আল্লাহ বলবেন, 'সুতরাং থামো এখানে!' অতঃপর বলবেন, 'এখন তোমার বিরুদ্ধে আমার সাক্ষী খাড়া করব।' সে তখন মনে মনে চিন্তা করবে, 'আমার বিরুদ্ধে কে সাক্ষি দেবে?' অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তার জাং, মাংস ও হাড়কে বলা হবে, 'কথা বল।' সুতরাং তার জাং, মাংস ও হাড় তার কৃতকর্মের ব্যাপারে কথা বলবে; যাতে তার কোন ওযর অবশিষ্ট না থাকে। এ হবে মুনাফিক। এ হবে সেই ব্যক্তি, যার প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত হবেন।" *(মুসলিম ৭৬২৮-নং)*

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: « يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَعْرِفُ . قَالَ فَإِنِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى

الدُّنْيَا وَإِنِّى أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ ».

(১১৩) ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের এত নিকটে নিয়ে আসা হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর নিজ পর্দা রেখে তার পাপসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই পাপ তুমি জান কি? এই পাপ চিন কি? মু'মিন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি। অতঃপর যখন সে ভাববে যে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তিনি বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপকে গোপন রেখেছি, আর আজ তা তোমার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি। অতঃপর তাকে তার নেক আমলের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফিকের ব্যাপারে সাক্ষী (ফিরিশ্তা)গণ বলবেন, এরা ঐ লোক যারা নিজেদের প্রতিপালক সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছিল। জেনে রেখো, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।" *(বুখারী ২৪৪১, মুসলিম ৭১৯১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

তকদীরের প্রতি ঈমান

عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنتُ خَلفَ النَّبيِّ ﷺ يَوماً ، فَقَالَ : ((يَا غُلامُ ، إنِّي أعلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ اللهَ ، وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ ، وَاعْلَمْ : أنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبهُ اللهُ لَكَ ، وَإن اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحفُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

وفي رواية غيرِ الترمذي : ((احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعرَّفْ إلَى اللهِ في الرَّخَاءِ يَعْرِفكَ في الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ : أنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبكَ ، وَمَا أصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَاعْلَمْ : أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً)) .

(১১৪) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে

নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে।” *(তিরমিযী ২৫১৬নং)*

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ)).

(১১৫) ইরবায বিন সারিয়াহ সুলামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমি আল্লাহর নিকট তাঁর লওহে মাহফূযে লিখিত তখনও সর্বশেষ নবী, যখন আদম কাদা অবস্থায় পড়ে ছিলেন। আর এর তাৎপর্য এই যে, (আমার নবুঅতের প্রথম বিকাশ ঘটে) আমার পিতা ইব্রাহীমের দুআ, ঈসার তাঁর কওমকে দেওয়া সুসংবাদ এবং আমার আম্মার দেখা সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যাতে তিনি তাঁর নিকট থেকে এমন জ্যোতি বের হতে দেখেন যা, শামদেশের অট্টালিকাসমূহকে আলোকিত করেছিল। *(আহমাদ ১৭১৬৩নং)*

قَالَ عَطَاءٌ فَلَقِيتُ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ دَعَانِى أَبِى فَقَالَ لِى يَا بُنَىَّ اتَّقِ اللَّهَ وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقِىَ اللَّهَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ.

(১১৬) আত্বা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী উবাদাহ বিন স্বামেতের ছেলে অলীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মৃত্যুর সময় আপনার আব্বার অসিয়ত কী ছিল?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমাকে আমার আব্বা ডেকে বললেন, বেটা! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখো, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ভয় রাখতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতি এবং তকদীরের ভালো-মন্দ সব কিছুর প্রতি ঈমান এনেছ। এ ঈমান ছাড়া মারা গেলে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। অতঃপর তাকে বলেন, ‘লিখো’। কলম বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি কী লিখব?’ তিনি বললেন, ‘তকদীর এবং অনন্তকাল ধরে যা ঘটবে তা লিখো।’ *(আহমাদ ২৩০৮১,তিরমিযী ২১৫৫, ৩৩১৯নং)*

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ: « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

(১১৭) উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। অতঃপর তাকে বলেন, ‘লিখো’। কলম বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি কী লিখব?’ তিনি বললেন, ‘কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের (ঘটিতব্য) তকদীর লিখো।” *(আবূ দাঊদ ৪৭০২, তিরমিযী ২১৫৫, সিঃ সহীহাহ ১৩৩নং)*

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النبي ﷺ: ((كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ)).

(১১৮) ইমরান বিন হুস্বাইন ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ছিলেন, আর তিনি ছাড়া কেউ ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তিনি 'লাওহে-মাহফূয'-এ সব কিছু (ঘটিতব্য) লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেন।" *(বুখারী ৩১৯১, মিশকাত ৫৬৯৮নং)*

وعنه قال قال رسول الله ﷺ: ((كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ)).

(১১৯) উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিনি ছিলেন, আর কেউ ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। অতঃপর তিনি আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যেক বিষয় লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেন।" *(বুখারী ৭৪১৮, মিশকাত ৫৬৯৮নং)*

عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: « إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ. قَالَ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقْضِى رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ .... ».

(১২০) ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(মাতৃগর্ভে ভ্রূণ) বীর্য আকারে যখন বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তার প্রতি একটি ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি তার রূপদান করেন, তার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চর্ম, মাংস ও অস্থি সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'হে প্রতিপালক! পুরুষ, নাকি স্ত্রী?' সুতরাং তোমার প্রতিপালক যা চান, ফায়সালা করেন এবং ফিরিশ্‌তা লিপিবদ্ধ করেন---।" *(মুসলিম ৬৮৯৬নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَرَفَعَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِىَ خَلْقًا – قَالَ – قَالَ الْمَلَكُ أَىْ رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى شَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِى بَطْنِ أُمِّهِ ».

(১২১) আনাস বিন মালেক কর্তৃক মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল গর্ভাশয়ে একজন ফিরিশ্‌তা নিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'হে প্রতিপালক! বীর্য। হে প্রতিপালক! রক্তপিন্ড। হে প্রতিপালক! মাংসখন্ড।' অতঃপর আল্লাহ যখন তার সৃষ্টির ফায়সালা করেন, তখন তিনি (ফিরিশ্‌তা) বলেন, 'হে প্রতিপালক! পুরুষ, নাকি স্ত্রী? দুর্ভাগ্যবান, নাকি সৌভাগ্যবান? রুযী কী? বয়স কত?' সুতরাং তা তার মায়ের পেটে (থাকা অবস্থায়) লেখা হয়।" *(বুখারী ৬৫৯৫, মুসলিম ৬৯০০নং)*

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إذا أراد الله أن يخلق النُّطْفَةَ خَلْقا قال ملك الأرحام معرضا أى ربِّ أشقىٌّ أم سعيدٌ أذكرٌ أم أُنثى أى ربِّ أحمرُ أم أسودُ فيقضى الله أمرَه ثم يكتبُ بين عينيه ما هو لاقٍ من خيرٍ أو شرٍّ حتى النَّكْبة ينكبها)).

(১২২) আব্দুল্লাহ বিন উমার কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যখন কোন (মানব) প্রাণ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন মাতৃগর্ভে নিযুক্ত ফিরিশ্তা আরজ করেন, 'হে প্রভু! পুরুষ, না স্ত্রী?' সুতরাং আল্লাহ নিজ ফায়সালা বহাল করেন। অতঃপর বলেন, 'হে প্রভু! দুর্ভাগ্যবান, না সৌভাগ্যবান?' সুতরাং আল্লাহ নিজ ফায়সালা বহাল করেন। অতঃপর তার দুই চোখের মাঝখানে তা লিখে দেন, যার সে সম্মুখীন হবে; এমনকি সেই মুসীবতও লিখে দেওয়া হয়, যা তাকে ক্লিষ্ট করবে।" *(ইবনে হিব্বান ৬১৭৮, আবূ য়্যা'লা ৫৭৭৫নং, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/১১২)*

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ».

(১২৩) আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কাজ ক'রে যাও। যেহেতু যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য তা সহজ ক'রে দেওয়া হবে। *(বুখারী ৪৯৪৯, মুসলিম ৬৯০৩নং)*

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ)).

(১২৪) আবুদ দার্দা কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিসের একটি প্রকৃতত্ব আছে। আর কোন বান্দা ঈমানের প্রকৃতত্বে ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ না সে এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয় যে, যে মুসীবতে সে আক্রান্ত হয়েছে তা তার উপর আসারই ছিলো। আর যা তার উপর আসেনি তা আসারই ছিলো না।" *(আহমাদ ২৭৪৯০, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২১৫, সিঃ সহীহাহ ২৪৭১নং)*

عن أبى أمامة قال قال رسول الله: ((ثَلَاثةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا : عَاقٌّ ، وَمَنَّانٌ ، وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ)).

(১২৫) আবূ উমামাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির নিকট হতে আল্লাহ ফরয, নফল কিছুই গ্রহণ করবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দান করে প্রচারকারী এবং তকদীর অস্বীকারকারী ব্যক্তি।" *(ত্বাবারানী ৭৫৪৭, সহীহুল জামে ৩০৬৫নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ ومَجُوسُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ)).

(১২৬) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক উম্মতের মাঝে মজুস (অগ্নিপূজক সম্প্রদায়) আছে। আর আমার উম্মতের মজুস তারা, যারা বলে, তকদীর বলে কিছু নেই।' ওরা যদি রোগাক্রান্ত হয় তাহলে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ

করো না এবং ওরা মরলে ওদের জানাযায় অংশ গ্রহণ করো না।” *(আহমাদ ৫৫৮৪, সহীহুল জামে’ ৫০৩৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ».

(১২৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “সবল মু’মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু’মিন অপেক্ষা প্রিয়তর ও ভালো। অবশ্য উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে উপকার আছে তাতে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অক্ষম হয়ে বসে পড়ো না। কোন মসীবত এলে এ কথা বলো না যে, ‘(হায়) যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে এরূপ হতো। (বা যদি আমি এরূপ না করতাম, তাহলে এরূপ হতো না।)’ বরং বলো, ‘আল্লাহ তকদীরে লিখেছিলেন। তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।’ (আর তিনি যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন; যদিও তুমি তা বুঝতে না পার।) পক্ষান্তরে ‘যদি-যদি না’ (বলে আক্ষেপ) করায় শয়তানের কর্মদ্বার খুলে যায়।” *(আহমাদ ৮৭৯১, ৮৮২৯, মুসলিম ৬৯৪৫, ইবনে মাজাহ ৭৯, সহীহুল জামে’ ৬৬৫০ নং)*

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِى جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَىْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ مُوسَى بِأَرْبَعِينَ عَامًا. قَالَ آدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَفَتَلُومُنِى عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِى بِأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ».

(১২৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “একদা আদম ও মূসা আপোসে তর্কাতর্কি করলেন; মূসা বললেন, আপনি পাপ করে আমাদেরকে বেহেশ্ত থেকে পৃথিবীতে বের করে এনেছেন। আদম বললেন, মূসা! তুমি তো নবী ছিলে। তোমাকে আল্লাহ তওরাত দিয়েছিলেন, যে তওরাত আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে লিখেছেন, তাতে কি পেয়েছ যে, ‘আদম অবাধ্য হয়ে ভ্রষ্ট হয়ে গেল?’ মূসা বললেন, হ্যাঁ। আদম বললেন, তাহলে সেই ভুলের জন্য আমাকে কেন ভর্ৎসনা কর, যা আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর আগেই লিখে দিয়েছেন? সুতরাং মূসা এ তর্কে হেরে গেলেন।” *(সংক্ষিপ্ত, বুখারী ৩৪০৯, ৬৬১৪, মুসলিম ৬৯১৪নং)*

عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ﷺ: ((...وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ)).

(১২৯) যায়দ বিন ষাবেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যদি আল্লাহর পথে ওহুদ পাহাড় সামান সোনা ব্যয় কর, তবে তা আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না তুমি ভাগ্যের উপর ঈমান আনবে। আর জেনে রাখ যে, যা তোমাকে পৌঁছবে, তাতে ভুল হবে না। আর যা তোমার ব্যাপারে ভুলে যাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ, যে সুখ-দুঃখ তোমার ভাগ্যে নেই) তা তোমাকে পৌঁছবে না। এর বিপরীত বিশ্বাসের উপর তোমার মৃত্যু হলে, তুমি অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ ২১৫৮৯, ২১৬১১, আবূ দাউদ ৪৭০১, বাইহাক্বী ২০৬৬৩, ইবনে হিব্বান ৭২৭নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَهْلُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِىَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّى. ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِىَ الأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ. فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّى. ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِى مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمْهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ فِى النَّاسِ إِنِّى مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ – وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ – نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عِدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِى بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ». قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

(১৩০) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর যখন তিনি 'সার্গ' (সউদিয়া ও সিরিয়ার সীমান্ত) এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সাথে সৈন্যবাহিনীর প্রধানগণ---আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ ও তাঁর সাথীগণ---সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে জানান যে, সিরিয়া এলাকায় (প্লেগ)

মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, তখন উমার আমাকে বললেন, আমার কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা হিজরত করেছিলেন সেই মুহাজিরদেরকে ডেকে আনো। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। উমার ﷺ তাঁদেরকে সিরিয়ায় প্রাদুর্ভূত মহামারীর কথা জানিয়ে তাঁদের কাছে সুপরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। কেউ বললেন, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন। তাই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না। আবার কেউ কেউ বললেন, আপনার সাথে রয়েছেন অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ। কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি তাঁদেরকে এই মহামারীর মধ্যে ঠেলে দেবেন। উমার ﷺ বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও। তারপর তিনি বললেন, আমার নিকট আনসারদেরকে ডেকে আনো। সুতরাং আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের মতই তাঁরাও মতভেদ করলেন। সুতরাং উমার ﷺ বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও। তারপর আমাকে বললেন, এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী আছেন, যাঁরা মক্কা বিজয়ের বছর হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনো। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতবিরোধ করলেন না। তাঁরা বললেন, আমাদের রায় হল, আপনি লোকজনকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদেরকে এই মহামারীর কবলে ঠেলে দেবেন না। তখন উমার ﷺ লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, আমি ভোরে সওয়ারীর পিঠে (ফিরে যাওয়ার জন্য) আরোহণ করব। অতএব তোমরাও তাই কর। আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ ﷺ বললেন, আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন? উমার ﷺ বললেন, হে আবূ উবাইদাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি বলত। আসলে উমার তাঁর বিরোধিতা করতে অপছন্দ করতেন। বললেন, হ্যাঁ। আমরা আল্লাহর তকদীর থেকে আল্লাহর তকদীরের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। তুমি বল তো, তুমি কিছু উটকে যদি এমন কোন উপত্যকায় দিয়ে এস, যেখানে আছে দু'টি প্রান্ত। তার মধ্যে একটি হল সবুজ-শ্যামল, আর অন্যটি হল বৃক্ষহীন। এবার ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ প্রান্তে চরাও, তাহলে তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে। আর যদি তুমি বৃক্ষহীন প্রান্তে চরাও তাহলেও তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে? বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস ﷺ) বলেন, এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ﷺ এলেন। তিনি এতক্ষণ যাবৎ তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেও না।" সুতরাং (এ হাদীস শুনে) উমার ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং (মদীনা) ফিরে গেলেন। *(বুখারী ৫৭২৯, মুসলিম ৫৯১৫নং)*

ঈমানে সন্দেহ

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَأْتِى الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ».

(১৩১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, "তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলে, 'এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে?' পরিশেষে সে তাকে বলে, 'তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে?' সুতরাং এ পর্যন্ত পৌঁছলে সে যেন আল্লাহর কাছে (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং (এমন কুচিন্তা থেকে) বিরত হয়।" *(বুখারী ৩২৭৬, মুসলিম ৩৬২নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِى نَفْسِهِ – يُعَرِّضُ بِالشَّىْءِ – لأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ « اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ ».

(১৩২) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, এক সাহাবী এসে অভিযোগ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ তার মনে এমন জঘন্য কল্পনা পায়, যা মুখে উচ্চারণ করার চাইতে কয়লা হয়ে যাওয়া তার নিকট অধিক পছন্দনীয়।' তিনি বললেন, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি তার (শয়তানের) চক্রান্তকে কুমন্ত্রণায় পরিণত ক'রে প্রতিহত করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৫১১৪নং)*

ঈমান নবায়ন

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الإيمانَ لَيَخْلَقُ في جَوْفِ أحدِكُمْ كما يَخْلَقُ الثَّوْبُ فاسْأَلُوا اللَّهَ تعالى أن يُجَدِّدَ الإيمانَ في قُلُوبكُمْ)).

(১৩৩) আব্দুল্লাহ বিন উমার কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই তোমাদের হৃদয়ে ঈমান জীর্ণ হয়; যেমন জীর্ণ হয় পুরনো কাপড়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা কর, যাতে তিনি তোমাদের হৃদয়ে তোমাদের ঈমান নবায়ন করে দেন।" *(ত্বাবারানী, হাকেম ৫, সহীহুল জামে' ১৫৯০নং)*

বিদআত অধ্যায়

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قال قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ...)).

(১৩৪) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার পূর্বেও যে সকল আম্বিয়া ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের উপর এই দায়িত্ব ছিল যে, তাঁরা যা উম্মতের জন্য উত্তম বলে জানবেন, তা তাদেরকে অবহিত করবেন এবং যা তাদের জন্য মন্দ বলে জানবেন, তা হতে তাদেরকে সতর্ক করবেন।" *(আহমাদ ৬৫০৩, মুসলিম ৪৮৮২নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, “প্রত্যেক নবীর জন্য জরুরী যে, তিনি তাঁর উম্মতকে সেই কাজ বাতলে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল বলে জানবেন।” *(আল-ইহকাম ১/৯০)*

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه)).

(১৩৫) ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “হে লোক সকল! জান্নাতের নিকটবর্তীকারী এবং জাহান্নাম থেকে দূরকারী এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে আদেশ করিনি। আর জাহান্নামের নিকটবর্তীকারী এবং জান্নাত থেকে দূরকারী এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে নিষেধ করিনি।” *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৩৭৬, হাকেম ২ ১৩৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৬৬নং)*

عَنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ».

(১৩৬) মুত্তালিব কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে আদেশ করিনি, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তা আদেশ করেছেন এবং এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তা নিষেধ করেছেন।” *(বাইহাক্বী ১৩৮২৫নং)*

قَالَ أَبُو ذَرٍّ: لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

(১৩৭) সাহাবী আবূ যার্র ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, আকাশে উড়ন্ত পাখীর ইল্‌মও আমাদেরকে দিয়ে গেছেন।’ *(আহমাদ ২ ১৩৬ ১নং)*

عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: ((وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ))؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ « اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

(১৩৮) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ অথবা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবার সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, “তোমরা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, সুতরাং তোমরা কী বলবে?” তাঁরা সকলেই বলেছিলেন যে, ‘আমরা সাক্ষ্য দেব যে, (আপনার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা) পৌঁছে দিয়েছেন, (আমানত) আদায় ক’রে দিয়েছেন এবং (উম্মতের জন্য) হিতাকাঙ্ক্ষা ও নসীহত করেছেন।’ মহানবী ﷺ আসমানের দিকে আঙ্গুল তুলে এবং লোকেদের দিকে ফিরিয়ে ইঙ্গিত ক’রে তিনবার

বললেন, “হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?” অথবা তিনি তিনবার বললেন, “আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।” *(মুসলিম ৩০০৯নং)*

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلاَثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا –صلى الله عليه وسلم– رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِى وَلاَ تَعْجَلِينِى أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ) (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى). فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِى خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ». فَقَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ (لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِىٌّ حَكِيمٌ) قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ). قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِى غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ (قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ).

(১৩৯) মাসরূক বলেন, আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, ‘হে আবূ আয়েশা! যে ব্যক্তি তিনটের মধ্যে একটি কথা বলে, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে ঃ-

(১) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ তাঁর প্রতিপালক (আল্লাহ)কে দেখেছেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। যেহেতু আল্লাহ বলেন,

{لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (١٠٣) سورة الأنعام

“দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত।” (আনআম ঃ ১০৩)

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٥١) سورة الشورى

“কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।” *(শূরা ঃ ৫১)*

বর্ণনাকারী মাসরূক বলেন, আমি হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। এ কথা শুনে সোজা হয়ে বসে বললাম, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! একটু থামুন, আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবেন না। আল্লাহ তাআলা কি বলেননি যে,

{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} (١٣) سورة النجم

"নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।" *(নাজ্‌ম ঃ ১৩)* "অবশ্যই সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দর্শন করেছে।" *(তাকভীর ঃ ২৩)*

মা আয়েশা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন,

« إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِى خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ».

"তিনি হলেন জিব্রীল। তাঁকে ঐ দুইবার ছাড়া অন্য বারে তাঁর সৃষ্টিগত আসল রূপে দর্শন করিনি। যখন তিনি আসমানে অবতরণরত ছিলেন, তাঁর বিরাট সৃষ্টি-আকৃতি আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল!"

(২) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর অবতীর্ণ কিছু অহী গোপন করেছেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর, (যদি তা না কর, তাহলে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।)" *(সূরা মাইদাহ ৬৭ আয়াত)*

(৩) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ভবিষ্যতের খবর জানেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" *(নাম্‌ল ঃ ৬৫) (মুসলিম ৪৫৭নং, তিরমিযী ৩০৬৮-নং, প্রমুখ)*

عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِىٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِشَىْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِشَىْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلاَّ مَا كَانَ فِى قِرَابِ سَيْفِى هَذَا – قَالَ – فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ».

(১৪০) আবুত তুফাইল বলেন, আলী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ কি আপনাদেরকে কোন বিশেষ জ্ঞান দান ক'রে গেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি আমাদেরকে বিশেষ কোন জ্ঞান দিয়ে যাননি, যা সাধারণ লোকে জানে না। তবে আমার এই তরবারির খাপে যা আছে, (তা হতে পারে।)' অতঃপর তিনি খাপ থেকে একটি লিখিত কাগজ বের করলেন। তাতে লিখা ছিল, "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করুন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করুন, যে ব্যক্তি জমি-জায়গার চিহ্ন সরিয়ে ফেলে। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করুন, যে ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয়।" *(মুসলিম ৫২৪১নং)*

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

(১৪১) আবূ জুহাইফাহ বলেন, একদা আমি আলী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের নিকট এমন কিছু (ইল্ম) আছে কি, যা কুরআনে নেই?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম! যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন, আমাদের নিকট কুরআনে যা আছে, তার বাড়তি কিছু নেই। তবে আল্লাহর কিতাবের সমঝ এবং এই সহীফাতে যা আছে তাই।' আমি বললাম, 'সহীফাতে কি আছে?' তিনি বললেন, রক্তপণ ও বন্দী মুক্তির ব্যাপার এবং এই যে, "কোন কাফেরের খুনের বদলায় কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।" *(বুখারী ৩০৪৭নং)*

عن ابن عباس قال: كَانَ النبي ﷺ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ.

(১৪২) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ দাস ছিলেন। তাঁকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, তা (উম্মতের নিকট) পৌঁছে দিয়েছেন। আর তিনটি জিনিস ছাড়া তিনি অন্যান্য মানুষকে ছেড়ে আমাদেরকে বিশেষ ক'রে কোন কিছু দিয়ে যাননি। (১) তিনি আমাদেরকে পূর্ণরূপে ওযূ করতে আদেশ করেছেন, (২) আমাদেরকে সদকা খেতে নিষেধ করেছেন এবং (৩) ঘুড়ীর সাথে গাধার মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছেন।' *(আবূ দাউদ ৮০৮, তিরমিযী ১৭০১, নাসাঈ ১৪১নং, প্রমুখ)*

বিদআত এবং (দ্বীনে) নতুন কাজ আবিষ্কার করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلال } [يونس : ٣٢]

অর্থাৎ, সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি আছে? *(সূরা ইউনুস ৩২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } [الأنعام : ٣٨]

অর্থাৎ, আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি। *(সূরা আনআম ৩৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ } [النساء : ٥٩]

অর্থাৎ, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)* অর্থাৎ, কিতাব ও সুন্নাহর দিকে।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ } [الأنعام : ١٥٣]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } [آل عمران : ٣١]

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো বহু আয়াত রয়েছে। আর হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عَن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ، وفي رواية لمسلم : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أَمرُنا فَهُوَ رَدٌّ)).

(১৪৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯নং)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।" *(৪৫৯০নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَينَاهُ ، وَعَلاَ صَوتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيشٍ ، يَقُولُ : ((صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ)) وَيَقُولُ : ((بُعِثتُ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ)) وَيَقْرِنُ بَيْنَ أُصبُعَيهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى ، وَيَقُولُ: ((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَة ضَلالَةٌ)) ثُمَّ يَقُولُ: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ)). رواه مسلم

(১৪৪) জাবের ﷺ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত এবং তাঁর আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁর ক্রোধ কঠিন রূপ ধারণ করত। যেন তিনি (শত্রু) সেনা থেকে ভীতি প্রদর্শন করছেন। তিনি বলতেন, "(সে শত্রু) তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় হামলা করতে পারে।" আর তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় মিলিত ক'রে বলতেন যে, "আমাকে এবং কিয়ামতকে এ দু'টির মত (কাছাকাছি) পাঠানো হয়েছে।" আর তিনি বলতেন, "আম্মা বা'দ (আল্লাহর প্রশংসা ও সাক্ষ্য দান করার পর) নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা।" অতঃপর তিনি বলতেন, "আমি প্রত্যেক মু'মিনদের নিকট তার আত্মার চেয়েও নিকটতম। যে ব্যক্তি মাল ছেড়ে (মারা) যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য এবং যে ঋণ অথবা অভাবী সন্তান-সন্ততি ছেড়ে যাবে, তার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত।" *(মুসলিম ২০৪২নং)*

عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه)).

(১৪৫) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "---আর ধ্বংসকারী কর্মাবলী হল; এমন কৃপণতা যার অনুসরণ করা হয়, এমন প্রবৃত্তি যার আনুগত্য করা হয় এবং মানুষের আত্মমুগ্ধতা।" *(বায্যার ৬৪৯১, বাইহাকী প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৩নং)*

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)).

(১৪৬) উক্ত আনাস ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেন না), যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদআত বর্জন না করেছে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪২০২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯৪৫৭, সহীহ তারগীব ৫৪নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ)).

(১৪৭) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গন্ডির ভিতরেই থাকে, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে) অতিক্রম করে, সে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(ইবনে আবী আসেম, ইবনে হিব্বান ১১, আহমাদ ৬৯৫৮, ত্বাহাবী, সহীহ তারগীব ৫৬নং)*

عن الْعِرْبَاضِ بْنَ سَارِيَةَ قال قال رسول الله ﷺ: ((قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ)).

(১৪৮) ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "অবশ্যই তোমাদেরকে উজ্জ্বল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) উপর ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতই। ধ্বংসোন্মুখ ছাড়া তা হতে অন্য কেউ ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।" *(আহমাদ ১৭১৪২, ইবনে মাজাহ ৪৩, হাকেম ৩৩১, ত্বাবারানী ১৫০২৩, সহীহ তারগীব ৫৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: ((أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِى كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ. فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا)).

(১৪৯) আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, হওয কওসরের পানি পান করার জন্য পিপাসার্ত লোক (কিয়ামতের) দিন আল্লাহর নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদেরকে নিরুদ্দেশ উট বিতাড়িত করার ন্যায় বিতাড়িত করা হবে। তিনি বলবেন, 'ওরা আমার দলের। (বা ওরা তো আমার উম্মত)।' বলা হবে, 'আপনি জানেন না, আপনার বিগত হওয়ার পর ওরা কি নবরচনা করেছিল।' তখন নবী ﷺ তাদেরকে বলবেন ঃ "দূর হও, দূর

হও।” *(মুসলিম ৬০৭নং)*

عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قال قال النبي ﷺ: « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ ».

(১৫০) আলী বিন আবী ত্বালেব ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে নিজ পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন দুষ্কৃতকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয় এবং আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে ভূমির (জমি-জায়গার) সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে।” *(মুসলিম ৫২৪০নং)*

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوا وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ)).

(১৫১) নাওয়াস বিন সামআন আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মহান আল্লাহ সরল পথের উপমা বর্ণনা করেছেন। তার দুই পাশে আছে দুটি প্রাচীর। তাতে আছে অনেক উন্মুক্ত দুয়ার। সকল দুয়ারে পর্দা ঝুলানো আছে। পথের মাথায় একজন আহবায়ক আছে। সে আহবান ক'রে বলছে, ‘হে লোক সকল! তোমরা সরল পথে চলতে থাকো। বাঁকা পথে যেয়ো না।’ তার উপরেও একজন আহবায়ক আছে। যখনই কোন বান্দা কোন দুয়ার খুলতে চাচ্ছে, তখনই সে আহবান ক'রে বলছে, ‘সর্বনাশ হোক তোমার! দুয়ারের পর্দা খুলো না। কারণ খুললেই তুমি তাতে প্রবেশ ক'রে যাবে।’

সরল পথ হল ইসলাম। উন্মুক্ত দরজাসমূহ হল আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ। প্রাচীর ও পর্দাসমূহ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। পথের শেষ মাথায় আহবায়ক হল কুরআন। উপরের আহবায়ক হল প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে আল্লাহর আহবায়ক।” *(আহমাদ ১৭৬৩৪, হাকেম ২৪৫, সঃ জামে’ ৩৮৮৭নং)*

قال ابن مسعود رضي الله عنه : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق).

(১৫২) ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, “তোমরা অনুসরণ কর, নতুন কিছু রচনা করো না। কারণ তোমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। আর তোমরা পুরাতন পন্থাই অবলম্বন কর।” *(সহীহ, সিলসিলা যয়ীফাহ ২/১৯)*

নিয়ত অধ্যায়

নিয়ত ও ইখলাস সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (٥) سورة البينة

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। *(সূরা বাইয়িনাহ ৫নং আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(لَن يَنَالَ اللّه لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى منكُمْ)

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির মাংস পৌঁছে না এবং রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া (সংযমশীলতা)। *(সূরা হাজ্জ ৩৭ নং আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّه)

অর্থাৎ, বল, তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন। *(সূরা আলে ইমরান ২৯ নং আয়াত)*

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (متفقٌ على صحته)

(১৫৩) উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।" *(বুখারী ১নং, মুসলিম ১৯০৭নং)*

এই হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) এটিকে 'এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক দ্বীন' বলে অভিহিত করেছেন।

এটিকে ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে সাত জায়গায় বর্ণনা করেছেন। (১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩নং) প্রত্যেক স্থানে এই হাদীসটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল কর্মের বিশুদ্ধতা ও কর্মের প্রতিদান নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত---সে কথা প্রমাণ করা।

وَعَن أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبدِ اللّه عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَغْزُو جَيْشٌ

الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. (متفقٌ عليه. هذا لفظ البخاري)

(১৫৪) উম্মুল মু'মেনীন উম্মে আব্দুল্লাহ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একটি বাহিনী কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হবে। অতঃপর যখন তারা সমতল মরুপ্রান্তরে (বাইদা) পৌঁছবে, তখন তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি সকলকেই যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তিনি (আয়েশা) বলেন যে, আমি (এ কথা শুনে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কেমন করে তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের মধ্যে তাদের বাজারের ব্যবসায়ী এবং এমন লোক থাকবে, যারা তাদের (আক্রমণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বললেন, তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে।" *(বুখারী ২১১৮, মুসলিম ৭৪২৬নং, শব্দগুচ্ছ বুখারীর)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِقَومٍ عَذَاباً ، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ)) . متفق عليه

(১৫৫) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কোন জাতির উপর মহান আল্লাহ আযাব অবতীর্ণ করেন, তখন তাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত লোককে তা গ্রাস ক'রে ফেলে। তারপর (বিচারের দিনে) তাদেরকে স্ব স্ব কৃতকর্মের ভিত্তিতে পুনরুত্থিত করা হবে।" *(বুখারী ৭১০৮, মুসলিম ৭৪২৫নং)*

وعَن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَا قَالَت: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: ((لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)). متفق عليه

(১৫৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন, "মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) হিজরত নেই; বরং বাকী রয়েছে জিহাদ ও নিয়ত। সুতরাং যদি তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা (জিহাদে) বেরিয়ে পড়।" *(বুখারী ১৮৩৪, মুসলিম ৪৯৩৬নং)*

'মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই' এর অর্থ এই যে, মক্কা এখন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হল। ফলে এখান থেকে মুসলমানেরা আর হিজরত করতে পারবে না।

وعَنْ أَبِي عبدِ اللهِ جابر بن عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضي اللهُ عنهما ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبيِّ ﷺ في غَزَاةٍ ، فَقَالَ : ((إِنَّ بالمدِينَةِ لَرِجَالاً ما سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً ، إلاَّ كَانُوا مَعَكمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ)) . وَفِي رِوَايَة : ((إلاَّ شَرَكُوكُمْ في الأجْرِ)). رواهُ مسلمٌ

(১৫৭) আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী ﷺ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক অভিযানে ছিলাম। তিনি বললেন, "মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে

রয়েছে। অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।” আর একটি বর্ণনায় আছে যে, “তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার।” *(মুসলিম ৫০৪১নং)*

ورواهُ البخاريُّ عن أنسٍ ﷺ ، قَالَ : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبيِّ ﷺ، فقال : ((إنَّ أقْواماً خَلْفَنَا بالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلاَ وَادياً ، إلاّ وَهُمْ مَعَنَا ؛ حَبَسَهُمُ العُذْرُ)) .

(১৫৮) সহীহ বুখারীতে আনাস ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী ﷺ-এর সাথে তাবূক অভিযান থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বললেন যে, “আমাদের পিছনে মদীনায় এরূপ কিছু লোক আছে যারা প্রত্যেক গিরিপথ বা উপত্যকা অতিক্রমকালে আমাদের সাথে রয়েছে। বিশেষ ওজর তাদেরকে ঘরে থাকতে বাধ্য করেছে।” (বুখারী ২৮৩৯নং)

وعَنْ أَبي يَزيدَ مَعْنِ بنِ يَزيدَ بنِ الأخنسِ ﷺ، وهو وأبوه وَجَدُّه صحابيُّون ، قَالَ : كَانَ أبي يَزيدُ أخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فأَخذْتُها فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فقالَ : واللهِ ، مَا إيَّاكَ أرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقَالَ : ((لكَ مَا نَوَيْتَ يَا يزيدُ ، ولَكَ ما أخَذْتَ يَا مَعْنُ)). رواهُ البخاريُّ .

(১৫৯) আবূ ইয়াযীদ মা’ন ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আখনাস ﷺ - তিনি (মা’ন) এবং তাঁর পিতা ও দাদা সকলেই সাহাবী---তিনি বলেন, আমার পিতা ইয়াযীদ দান করার জন্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন। অতঃপর তিনি সেগুলি (দান করতে) মসজিদে একটি লোককে দায়িত্ব দিলেন। আমি (মসজিদে) এসে তার কাছ থেকে (অন্যান্য ভিক্ষুকের মত) তা নিয়ে নিলাম এবং তা নিয়ে বাড়ী এলাম। (যখন আমার পিতা এ ব্যাপারে অবগত হলেন তখন) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার নিয়ত আমার ছিল না। (ফলে এগুলি আমার জন্য হালাল হবে কি না তা জানার উদ্দেশ্যে) আমি আমার পিতাকে নিয়ে রসূল ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, “হে ইয়াযীদ! তোমার জন্য সেই বিনিময় রয়েছে যার নিয়ত তুমি করেছ এবং হে মা’ন! তুমি যা নিয়েছ তা তোমার জন্য হালাল।” *(বুখারী ১৪২২নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ! فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ! فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ! لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ؟ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وعلى غَنِيٍّ ! فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ)) . رواه البخاري بلفظه ومسلم

بمعناه .

(১৬০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একটি লোক বলল, '(আজ রাতে) আমি অবশ্যই সাদকাহ করব।' সুতরাং সে আপন সাদকার বস্তু নিয়ে বের হল এবং (অজান্তে) এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিল। লোকে সকালে উঠে বলাবলি করতে লাগল যে, 'আজ রাতে এক চোরের হাতে সাদকা দেওয়া হয়েছে।' সাদকাকারী বলল, 'হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা! (আজ রাতে) অবশ্যই আবার সাদকা করব।' সুতরাং সে নিজ সাদকা নিয়ে বের হল এবং (অজান্তে) এক বেশ্যার হাতে তা দিয়ে দিল। সকাল বেলায় লোকে বলাবলি করতে লাগল যে, 'আজ রাতে এক বেশ্যাকে সাদকা দেওয়া হয়েছে।' সে তা শুনে আবার বলল, 'হে আল্লাহ! তোমারই প্রশংসা যে, বেশ্যাকে সাদকা করা হল। আজ রাতে পুনরায় অবশ্যই সাদকাহ করব।' সুতরাং তার সাদকা নিয়ে বের হয়ে গেল এবং (অজান্তে) এক ধনী ব্যক্তির হাতে সাদকা দিল। সকাল বেলায় লোকেরা আবার বলাবলি করতে লাগল যে, 'আজ এক ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দেওয়া হয়েছে।' লোকটি শুনে বলল, 'হে আল্লাহ! তোমারই সমস্ত প্রসংশা যে, চোর, বেশ্যা তথা ধনী ব্যক্তিকে সাদকা করা হয়েছে।' সুতরাং (নবী অথবা স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল যে, '(তোমার সাদকা ব্যর্থ যায়নি; বরং) তোমার যে সাদকা চোরের হাতে পড়েছে তার দরুন হয়তো চোর তার চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ ক'রে দেবে। বেশ্যা হয়তো তার দরুন তার বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করবে। আর ধনী; সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং সে তার আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে।" *(বুখারী ১৪২১, মুসলিম ২৪০৯নং, শব্দগুলি বুখারীর)*

وَعَنْ أَبِي إسحَاقَ سَعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ مالِكِ بنِ أُهَيْب بنِ عبدِ مَنَافِ بنِ زُهرَةَ بنِ كِلاَبِ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعبِ بنِ لُؤيٍّ القُرشِيِّ الزُّهريِّ ﷺ، أَحَدِ العَشَرَةِ المشهودِ لَهُم بِالْجَنَّةِ ﷺ، قَالَ : جَاءَنِي رسولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بي ، فقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي قَدْ بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مالٍ وَلا يَرِثُني إلا ابْنَةٌ لِي ، أفأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : ((لا)) ، قُلْتُ : فالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فقَالَ : ((لا)) ، قُلْتُ : فالثُّلُثُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثيرٌ _ أَوْ كبيرٌ _ إنَّكَ إنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أغنِيَاءَ خيرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بهَا وَجهَ اللهِ إلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِيِّ امْرَأَتِكَ)) ، قَالَ : فَقُلتُ : يَا رسولَ اللهِ ، أُخلَّفُ بعدَ أصْحَابي ؟ قَالَ : ((إنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعملَ عَمَلاً تَبتَغي بِهِ وَجْهَ اللهِ إلاَّ ازْدَدتَ بِهِ دَرَجةً ورِفعَةً ، وَلَعلَّكَ أنْ تُخَلَّفَ حَتّى يَنتَفِعَ بِكَ أقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخرونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحَابي هِجْرَتَهُمْ ولاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أعقَابهِمْ ، لكنِ البَائِسُ سَعدُ بْنُ خَوْلَةَ)) يَرْثي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ ماتَ بمَكَّة . مُتَّفَقٌ عليهِ .

(১৬১) সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ বলেন, যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রুগ্ন অবস্থায়

আমাকে দেখা করতে এলেন। সে সময় আমার শরীরে চরম ব্যথা ছিল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (দৈহিক) জ্বালা-যন্ত্রণা কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে--যা আপনি স্বচক্ষে দেখছেন। আর আমি একজন ধনী মানুষ; কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র কন্যা। তাহলে আমি কি আমার মাল-সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব?' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তাহলে অর্ধেক মাল হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ দান করতে পারি?' তিনি বললেন, "এক তৃতীয়াংশ (দান করতে পার), তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ এই যে, তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনবান অবস্থায় ছেড়ে যাও, তাহলে তা এর থেকে ভাল যে, তুমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে ছেড়ে যাবে এবং তারা লোকের কাছে হাত পাতবে। (মনে রাখ,) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সঙ্গীদের ছেড়ে পিছনে (মক্কায়) থেকে যাব?' তিনি বললেন, "তুমি যদি তোমার সঙ্গীদের মরার পর জীবিত থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ কর, তাহলে তার ফলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বর্ধন হবে। আর সম্ভবতঃ তুমি বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা কিছু লোক (মু'মিনরা) উপকৃত হবে। আর কিছু লোক (কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাহাবীদেরকে হিজরতে পরিপূর্ণতা দান কর এবং তাদেরকে (হিজরত থেকে) পিছনে ফিরিয়ে দিয়ো না। কিন্তু মিসকীন সা'দ ইবনে খাওলা।" তাঁর মৃত্যু মক্কায় হওয়ার জন্য নবী ﷺ দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন। *(বুখারী ১২৯৫, ৩৯৩৬, মুসলিম ৪২৯৬নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَبدِ الرَّحمَانِ بن صَخرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ اللهَ لاَ ينْظُرُ إلى أَجْسَادِكُمْ ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكمْ ، وَلَكن ينْظُرُ إِلَى قُلُوبكُمْ وَأَعمَالِكُم)). رواه مسلم

(১৬২) আবূ হুরাইরা আব্দুর রহমান বিন স্বাখ্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" *(মুসলিম ৬৭০৭-৬৭০৮নং)*

وعَنْ أَبي موسى عبدِ اللهِ بن قيسٍ الأشعريِّ ﷺ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقاتِلُ شَجَاعَةً ، ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ويُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذلِكَ في سبيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكونَ كَلِمَةُ اللهِ هي العُلْيَا ، فَهوَ في سَبِيلِ اللهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

(১৬৩) আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আশআরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে এবং লোক প্রদর্শনের জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, এর কোন্ যুদ্ধটি আল্লাহর পথে হবে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়।" *(বুখারী ৭৪৫৮, মুসলিম ৫০২৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « لاَ أَجْرَ لَهُ ».

(১৬৪) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এক ব্যক্তি জিহাদ করতে চায়, কিন্তু সে তাতে পার্থিব কোন স্বার্থ কামনা করে।' রসূল ﷺ বললেন, "তার জন্য কোন সওয়াব নেই।" লোকটি ঐ একই কথা তিনবার ফিরিয়ে বলল। নবী ﷺ প্রত্যেক বারেই উত্তরে বললেন, "তার জন্য কোন সওয়াব নেই।" (আবূ দাউদ ২৫১৮নং)

وعَنْ أَبِي بَكرَةَ نُفيع بنِ الحارثِ الثقفيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا التَقَى المُسلِمَان بسَيْفَيهِمَا فالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النّارِ)) قُلتُ : يا رَسُولَ اللهِ! هذا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ ؟ قَالَ : ((إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قتلِ صَاحِبِهِ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.

(১৬৫) আবূ বাক্‌রাহ নুফাই বিন হারেস সাক্বাফী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন দু'জন মুসলমান তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই দোযখে যাবে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হত্যাকারীর দোযখে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কি?' তিনি বললেন, "সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।" *(বুখারী ৬৮৭৫, মুসলিম ৭৪৩৪নং)*

وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قالَ رَسُول الله ﷺ : ((صَلاةُ الرَّجلِ فِي جماعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلاتهِ فِي سُوقِهِ وبيتهِ بضْعاً وعِشرينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ أنَّ أَحدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلاَّ الصَّلاةَ ، لاَ يَنْهَزُهُ إلاَّ الصَلاةُ : لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ ، فإذا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِي تَحْبِسُهُ ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيهِ ، مَا لَم يُؤْذِ فيه ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ)) . مُتَّفَقٌ عليه ، وهذا لفظ مسلم .

(১৬৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষের জামাআতের সঙ্গে নামায পড়ার নেকী, তার বাজারে ও বাড়ীতে নামায পড়ার চেয়ে (২৫ বা ২৭) গুণ বেশী। আর তা এ জন্য যে, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে এবং নামাযই তাকে মসজিদে নিয়ে যায়, তখন তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা উন্নত হয় ও একটি পাপ মোচন করা হয়। অতঃপর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন যে পর্যন্ত নামায তাকে (মসজিদে) আটকে রাখে, সে পর্যন্ত সে নামাযের মধ্যেই থাকে। আর ফিরিশ্তারা তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য সে পর্যন্ত রহমতের দুআ করতে থাকেন---যে পর্যন্ত সে ঐ স্থানে বসে থাকে, যে স্থানে সে নামায পড়েছে। তাঁরা বলেন, 'হে আল্লাহ! এর প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! একে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! এর তওবাহ কবুল কর।' (ফিরিশ্তাদের এই দুআ সে পর্যন্ত চলতে থাকে) যে পর্যন্ত

সে কাউকে কষ্ট না দেয়, যে পর্যন্ত তার ওযূ নষ্ট না হয়।” *(বুখারী ২১১৯, মুসলিম ১৫৩৮নং, শব্দগুলি মুসলিমের)*

وَعَنْ أَبِي العبَّاسِ عَبدِ اللّهِ بنِ عَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللّهُ عنهما ، عَن رَسُول الله ﷺ ، فِيمَا يَروِي عَن رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ، قَالَ : ((إنَّ اللّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ والسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللّهُ تَبَارَكَ وتَعَالى عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ،وَإنْ هَمَّ بهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّهُ عَشْرَ حَسَناتٍ إلى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ إلى أَضعَافٍ كَثيرةٍ ، وإنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلةً ، وَإنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً)) مُتَّفَقٌ عليهِ

(১৬৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বর্কতময় মহান প্রভু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, “নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে পারে না, আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তার জন্য (কেবল নিয়ত করার বিনিময়ে) একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ, বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকী লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট একটি পূর্ণ নেকী হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর ঐ পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন।” *(বুখারী ৭৫০১, মুসলিম ১২৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)).

(১৬৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আল্লাহ (পাপ-পুণ্য লেখক ফিরিশ্তাকে) বলেন, ‘আমার বান্দা যখন কোন পাপ করার ইচ্ছা করে, তখন তা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত তার আমলনামায় পাপ লিপিবদ্ধ করো না। অতঃপর যদি তা কাজে পরিণত করে, তাহলে অনুরূপ (১টি) পাপ লিপিবদ্ধ কর। আর যদি তা আমার কারণে ত্যাগ করে (কাজে পরিণত না করে), তাহলে তার জন্য ১টি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যখন সে কোন নেকীর কাজ করার ইচ্ছা করে এবং তা কাজে পরিণত না করতে পারে, তাহলে তার জন্য ১টি নেকী লিপিবদ্ধ কর। আর যদি তা কাজে পরিণত করে ফেলে, তাহলে তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ গুণ নেকী লিপিবদ্ধ কর।” *(বুখারী ৭৫০১নং)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عنهما ، قَالَ : سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول : ((انطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبيتُ إلى غَارٍ فَدَخلُوهُ، فانْحَدرَتْ

صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ ، فَقالُوا : إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هـذِهِ الـصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَـدْعُوا اللهَ بصَالِحِ أعْمَالِكُمْ . قَالَ رجلٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوانِ شَيْخَانِ كـبيرانِ ، وكُنْـتُ لا أغْبِـقُ قَبْلَهُمَـا أهْلاً ولاَ مالاً ، فَنَأَى بِي طَلَب الشَّجَرِ يَوْمـاً فلـم أَرِحْ عَلَيْهِمَـا حَتَّـى نَامَـا ، فَحَلَبْـتُ لَهُمَـا غَبُوقَهُمَـا فَوَجَدْتُهُما نَائِمَين ، فَكَرِهْتُ أنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أغْبِقَ قَبْلَهُمَا أهْلاً أو مالاً ، فَلَبِثْتُ – والْقَدَحُ عَلَى يَدِي – أنتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتَّى بَرِقَ الفَجْرُ والصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْـدَ قَـدَمِيَّ ، فاسْـتَيْقَظَا فَـشَرِبا غَبُوقَهُمـا . اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابتِغَاء وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ ، فانْفَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطيعُونَ الخُروجَ مِنْهُ.

قَالَ الآخر : اللَّهُمَّ إنَّهُ كانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمّ ، كَانَتْ أَحَبَّ النّاسِ إليَّ – وفِي رواية : كُنْتُ أُحِبُّها كأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النساءَ – فأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فامْتَنَعَتْ منِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بها سَنَةٌ مِنَ الـسِّنِينَ فَجَاءتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمئةَ دينَارٍ عَلَى أنْ تُخَلِّيَ بَيْني وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفعَلَـتْ ، حَتَّـى إذَا قَـدَرْتُ عَلَيْهَا – وفِي رواية : فَلَمَّـا قَعَـدْتُ بَـينَ رِجْلَيْهَـا ، قالـتْ : اتَّـقِ اللهَ وَلاَ تَفُـضَّ الخَـاتَمَ إلاّ بِحَقِّـهِ، فَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إليَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أعْطَيْتُها . اللَّهُـمَّ إنْ كُنْـتُ فَعَلْـتُ ذلِـكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيهِ ، فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا.

وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وأَعْطَيْتُهُمْ أجْرَهُمْ غيرَ رَجُل واحدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهبَ، فَثَمَّرْتُ أجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءنِي بَعدَ حِينٍ، فَقـالَ : يَـا عبـدَ اللهِ، أَدِّ إِلَـيَّ أجْـرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أجْرِكَ: مِنَ الإبلِ وَالبَقَرِ والْغَنَمِ والرَّقيق، فقالَ : يَـا عبـدَ اللهِ، لاَ تَـسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ : لاَ أَسْتَهْزِئ بِكَ ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فاسْتَاقَهُ فَلَمْ يتْرُكْ مِنهُ شَيئاً. اللَّهُمَّ إنْ كُنتُ فَعَلْـتُ ذلِـكَ ابتِغَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحنُ فِيهِ ، فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ)) مُتَّفَقٌ عليهِ .

(১৬৯) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্বে (বানী ইসরাঈলের যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হল। চলতে চলতে রাত এসে গেল। সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল। অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ দেখে তারা বলল যে, 'এহেন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক আমলসমূহকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর।' সুতরাং তারা স্ব স্ব আমলের অসীলায় (আল্লাহর কাছে) দুআ করতে লাগল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, "হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার অত্যন্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং (এও জান যে,) আমি সন্ধ্যা বেলায় সবার আগে তাদেরকে দুধ পান করাতাম। তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও কৃতদাস-দাসী কাউকে পান করাতাম না। একদিন আমি গাছের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ী ফিরে দেখতে পেলাম যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে

গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ দহন করে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা ঘুমিয়ে আছে। আমি তাদেরকে জাগানো পছন্দ করলাম না এবং এও পছন্দ করলাম না যে, তাদের পূর্বে সন্তান-সন্ততি এবং কৃতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই। তাই আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অথচ শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে চেঁচামেচি করছিল। এভাবে ফজর উদয় হয়ে গেল এবং তারা জেগে উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান করল। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করে থাকি, তাহলে পাথরের কারণে আমরা যে গুহায় বন্দী হয়ে আছি এ থেকে তুমি আমাদেরকে উদ্ধার কর।”

এই দুআর ফলস্বরূপ পাথর একটু সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়-জন দুআ করল, “হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশী ভালবাসতাম, যত বেশী ভালবাসা পুরুষরা নারীদেরকে বাসতে পারে। একবার আমি তার সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম, যেন সে আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) রাজী হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু’পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে (বিনা বিবাহে) আমার সতীচ্ছদ নষ্ট করো না। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও পরিত্যাগ করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের উপর পতিত মুসীবতকে দূরীভূত কর।”

সুতরাং পাথর আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

তৃতীয়জন দুআ করল, “হে আল্লাহ! আমি কিছু লোককে মজুর রেখেছিলাম। (কাজ সুসম্পন্ন হলে) আমি তাদের সকলকে মজুরী দিয়ে দিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মজুরী না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করলাম। (কিছুদিন পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ জমে গেল। কিছুকাল পর একদিন সে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার মজুরী দিয়ে দাও।’ আমি বললাম, ‘এসব উঁট, গাভী, ছাগল এবং গোলাম (আদি) যা তুমি দেখছ তা সবই তোমার মজুরীর ফল।’ সে বলল, ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করবে না।’ আমি বললাম, ‘আমি তোমার সঙ্গে উপহাস করিনি (সত্য ঘটনাই বর্ণনা করছি)।’ সুতরাং আমার কথা শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা তুমি দূরীভূত কর।” এর ফলে পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সকলেই (গুহা থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল। *(বুখারী ২২৭২ নং মুসলিম ২৭৪৩ নং)*

وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((الدُّنْيا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ ما فِيها إلاَّ ما ابْتُغي بِهِ وَجْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ)).

(১৭০) আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সকল (পার্থিব বিষয় ও) বস্তুও। তবে সেই বস্তু (বা কর্ম) নয় যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশা করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৯নং)*

'রিয়া' (লোক-প্রদর্শনমূলক কার্যকলাপ) হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ }[البينة : ٥]

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। *(সূরা বাইয়িনাহ ৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ } [البقرة : ٢٦٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিয়ো না; ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে। *(সূরা বাকারাহ ২৬৪ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُـرَآؤُونَ النَّـاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে। *(সূরা নিসা ১৪২)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) . رواه مسلم

(১৭১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন, "আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি।" (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।) *(মুসলিম ৭৬৬৬নং)*

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((قَالَ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ ، مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ)).

(১৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমি সকল অংশীদার অপেক্ষা অধিক শির্ক (অংশীদারী) হতে

বেপরোয়া। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন এমন আমল করবে, যাতে সে আমি ভিন্ন অন্য কাউকে অংশী করবে, আমি তার থেকে সম্পর্কহীন। আর সে আমল তার জন্য হবে যাকে সে শরীক করেছে।" *(ইবনে মাজাহ ৪২০২, আহমাদ ৭৯৯৯নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟)) قَالَ قُلْنَا بَلَى، فَقَالَ ((الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ)).

(১৭৩) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা কানা দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না কি, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য কানা দাজ্জাল অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "গুপ্ত শির্ক; আর তা এই যে, এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্য কেউ তার নামায পড়া লক্ষ্য করছে দেখে সে তার নামাযকে আরো অধিক সুন্দর করে পড়ে।" *(ইবনে মাজাহ ৪২০৪, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৭ নং)*

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : ((أَيُّهَا النَّاسُ ! إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ ؟ قَالَ : ((يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي ، فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ)).

(১৭৪) মাহমূদ বিন লাবীদ ﷺ বলেন, নবী ﷺ (একদা স্বগৃহ হতে) বের হয়ে বললেন, "হে মানবমন্ডলী! তোমরা গুপ্ত শির্ক হতে সাবধান হও।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! গুপ্ত শির্ক কী?' তিনি বললেন, "মানুষ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে তার নামাযকে চেষ্টার সাথে সুশোভিত করে (সুন্দর করে পড়ে); এই কারণে যে, লোকেরা তার প্রতি দৃক্‌পাত করে দেখে তাই। এটাই (লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নামায পড়া) হল গুপ্ত শির্ক।" *(বাইহাক্বী ৩৪০০, ইবনে খুযাইমা ৯৩৭, সহীহ তারগীব ৩১নং)*

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ)) قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً)).

(১৭৫) মাহমূদ বিন লাবীদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হল ছোট শির্ক।" সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্ক কী জিনিস?' উত্তরে তিনি বললেন, "রিয়া (লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল)। আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্ যখন (কিয়ামতে) লোকেদের আমলসমূহের বদলা দান করবেন তখন সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'তোমরা তাদের নিকট যাও, যাদেরকে প্রদর্শন করে দুনিয়াতে তোমরা আমল করেছিলে। অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন

প্রতিদান পাও কি না!” *(আহমাদ ২৩৬৩০, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, বাইহাকীর যুহদ, সহীহ তারগীব ২৯ নং)*

وعن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : ((أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ)).

(১৭৬) আবূ মূসা আশআরী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “হে লোক সকল! এই শির্ক থেকে বাঁচো। যেহেতু তা পিঁপড়ের চলন অপেক্ষা গুপ্ত।” (আহমাদ ১৯৬০৬, ত্বাবারানীর কাবীর ১৫৬৭নং)

وَعَنْه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ القُرآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأتُ فِيكَ القُرآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ ! وَقَرَأتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِئٌ ؛ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : جَوَادٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ)) . رواه مسلم

(১৭৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, “কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, ‘ঐ নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক’রে এসেছ?’ সে বলবে ‘আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।’ আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।’ অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) আদেশ করা হবে এবং তাকে উবুড় ক’রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, ‘এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক’রে এসেছ?’ সে বলবে, ‘আমি ইল্ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ

করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুযীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাবর্গকে) হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫ নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا. رواه البخاري

(১৭৮) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, কিছু লোক তাঁর নিকট নিবেদন করল যে, 'আমরা আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। (সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?)' ইবনে উমার ﷺ উত্তর দিলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা 'মুনাফিক্বী' আচরণ বলে গণ্য করতাম।' *(বুখারী ৭১৭৮-নং)*

وَعَنْ جُنْدُبِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ سُفيَان ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ)) . متفق عَلَيْهِ . ورواه مسلم أَيضاً من رواية ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا .

(১৭৯) জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সুফয়ান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি শোনাবে, আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দেখাবে, আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন।" *(বুখারী ৬৪৯৯, মুসলিম ৭৬৬৭-৭৬৬৮-নং, মুসলিম ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন।)*

*** 'যে ব্যক্তি শোনাবে' অর্থাৎ, যে তার আমলকে মানুষের সামনে প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ করবে। 'আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন' অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনে (সৃষ্টির সামনে সে কথা জানিয়ে) তাকে লাঞ্ছিত করবেন। 'যে ব্যক্তি দেখাবে' অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে স্বকৃত নেক আমল প্রকাশ করবে যাতে সে তাদের নিকট সম্মানার্হ হয়। 'আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন' অর্থাৎ, সৃষ্টির সম্মুখে তার গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত (করে অপমানিত) করবেন।*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ)).

(১৮০) আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি লোককে শুনাবার জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) আমল করবে আল্লাহ তার সেই (বদ নিয়তের) কথা সারা সৃষ্টির সামনে (কিয়ামতে) প্রকাশ করে তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করবেন।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৪৯৩, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৩ নং)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ)) يَعْنِي : رِيحَهَا. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ

(১৮১) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।" *(আবূ দাউদ ৩৬৬৬নং)*

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ وَالنَّصْرِ وَالرِّفْعَةِ فِي الدِّينِ وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ)).

(১৮২) উবাই বিন কা'ব কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এই উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য, সমুন্নতি, দ্বীন সহ সুউচ্চ মর্যাদা, দেশসমূহে তাদের ক্ষমতা বিস্তার এবং বিজয়ের সুসংবাদ দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরকালের কর্ম করবে তার জন্য পরকালে প্রাপ্য কোন অংশ নেই।" *(আহমাদ ২১২২৪, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৬৮৩৩ ইবনে হিব্বান ৪০৫,, সহীহ তারগীব ২১নং)*

عن ابنِ عبّاسٍ ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، قال : ((إنَّ اللهَ عزّ وجلّ وَضَعَ عَن أُمّتِي الخطأَ ، والنِّسيان ، وما استُكرِهُوا عليهِ)).

(১৮৩) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয়, তার (পাপ)কে মার্জনা করেন।" *(ইবনে মাজাহ ২০৪৫নং, বাইহাকী, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান)*

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رضي الله عنه – قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً ، فَإِذَا غُيِّرَتْ يَوْمًا قَالُوا : غُيِّرَتْ السُّنَّةُ ، قِيلَ : وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟) قَالَ : إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ جُهَلَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ ، وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ ، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ ، وَالْتُمِسَتْ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ).

(১৮৪) ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের তখন কী অবস্থা হবে, যখন ফিতনা তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেবে? যাতে বড় বৃদ্ধ হবে এবং ছোট প্রতিপালিত (হয়ে বড়) হবে। মানুষ যাকে সুন্নাহ জ্ঞান করবে। যখন তা (ফিতনা বা বিদআত) অপসারিত করা হবে তখন লোকেরা বলবে, 'সুন্নাত অপসারিত হল।' একজন জিজ্ঞাসা করল, 'হে আবু আব্দুর

রহমান! এরূপ কখন হবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের ক্বারীর সংখ্যা অধিক হবে এবং ফকীহ (অভিজ্ঞ আলেমদের) সংখ্যা কম হবে, তোমাদের নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে ও আখেরাতের কর্ম দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ অন্বেষণ করা হবে।" *(দারেমী ১৮৫নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَقَالَ : أَيْنَ بَنُو عَمِّى قَالُوا : بِأُحُدٍ. قَالَ : أَيْنَ فُلاَنٌ قَالُوا : بِأُحُدٍ. قَالَ : أَيْنَ فُلاَنٌ قَالُوا : بِأُحُدٍ. فَلَبِسَ لأْمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا : إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو. قَالَ : إِنِّى قَدْ آمَنْتُ. فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لأُخْتِهِ : سَلِيهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَهُمْ أَمْ غَضَبًا لِلَّهِ فَقَالَ : بَلْ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَاتَ. فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلاَةً.

(১৮৫) আবূ হুরাইরা বলেন, আম্‌র বিন উক্বাইশের জাহেলী যুগের সুদের বকেয়া ছিল। সে তা পরিশোধ না নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে অসম্মত হল। ইতিমধ্যে উহুদের যুদ্ধ এসে উপস্থিত হল। (মদীনায় এসে) সে বলল, 'আমার চাচার গোষ্ঠির লোকেরা কোথায়?' লোকেরা বলল, 'তারা উহুদে আছে।' বলল, 'অমুক কোথায়?' বলা হল, 'উহুদে আছে।' বলল, 'অমুক কোথায়?' বলা হল 'উহুদে আছে।' সুতরাং সে তার বর্ম পরে ও অস্ত্র ধারণ ক'রে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হল। সেখানে যখন তারা তাকে দেখল, তখন বলল, 'সাবধান হে আম্‌র! তুমি আর অগ্রসর হবে না।' সে বলল, 'আমি ঈমান এনেছি।' সুতরাং সে যুদ্ধে শামিল হল এবং জখম হল। অতঃপর সেই বিক্ষত অবস্থায় তাকে তার পরিজনের কাছে বহন ক'রে আনা হল। সা'দ বিন মুআয এসে তার বোনকে বললেন, 'ওকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার গোত্রের পক্ষ-পাতিত্ব করতে গিয়ে এবং তাদের ক্রোধে ক্রোধান্বিত হয়ে কি (যুদ্ধ করেছে), নাকি আল্লাহর জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে (যুদ্ধ করেছে)?' উত্তরে সে বলল, 'বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে (যুদ্ধ করেছি)। অতঃপর সে মারা গেলে জান্নাত প্রবেশ করল। অথচ সে এক ওয়াক্তের নামাযও পড়েনি! *(আবূ দাউদ ২৫৩৯নং)*

وَعَنْ أَبِي ذرٍ ﷺ قَالَ : قِيلَ لِرَسُول اللهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ((تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ)). رواه مسلم

(১৮৬) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল; বলুন, 'যে মানুষ সৎকাজ করে, আর লোকে তার প্রশংসা ক'রে থাকে (তাহলে এরূপ কাজ কি রিয়া বলে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, "এটা মু'মিনের সত্বর সুসংবাদ।" *(মুসলিম ৬৮৯১নং)*

(আমলকারীর মনে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে; লোক-সমাজে তার সুনাম হলেও তা 'রিয়া' বলে গণ্য হবে না। বরং তা হবে তার সওয়াবের একটি অংশ সত্বর প্রতিদান।)

আন্তরিক কর্মাবলী অধ্যায়

আল্লাহভীতি ও সংযমশীলতা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران : ١٠٢]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। *(সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে যথার্থভাবে ভয় করার ব্যাখ্যা রয়েছে এই আয়াতে; তিনি বলেন,

{فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن :١٦]

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর। *(সূরা তাগাবুন ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} [الأحزاب : ٧٠]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। *(সূরা আহ্যাব ৭০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق : ٢-٣]

অর্থাৎ, আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করবেন। *(সূরা ত্বালাক্ব ২-৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল। *(সূরা আনফাল ২৯ আয়াত)*

আল্লাহভীতি, সংযমশীলতা ও তাক্বওয়া-পরহেযগারীর গুরুত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ-

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أكرمُ النَّاس؟ قَالَ: ((أَتْقَاهُمْ)) . فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسألُكَ ، قَالَ : ((فَيُوسُفُ نَبيُّ اللهِ ابنُ نَبيِّ اللهِ ابنِ نَبيِّ اللهِ ابنِ خليلِ اللهِ)) قَالُوا : لَيْسَ عَن هَذَا نسألُكَ، قَالَ: ((فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُوني؟ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৮৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল যে, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে **আল্লাহ-ভীরু**।" অতঃপর তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, 'এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না।' তিনি বললেন, "তাহলে ইউসুফ (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি), যিনি স্বয়ং আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা নবী, পিতামহও নবী এবং প্রপিতামহও নবী ও আল্লাহর

বন্ধু।” তাঁরা বললেন, ‘এটাও আমাদের প্রশ্ন নয়।’ তিনি বললেন, “তাহলে তোমরা কি আমাকে আরবের বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (তবে শোনো!) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে ভাল, তারা ইসলামেও ভাল; যদি দ্বীনী জ্ঞান রাখে।” *(বুখারী ৩৩৫৩, মুসলিম ৬৩১১নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء ؛ فإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إسرائيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ)) رواه مسلم

(১৮৮) আবূ সাঈদ খুদ্‌রী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “নিশ্চয় দুনিয়া মধুর ও সবুজ (সুন্দর আকর্ষণীয়)। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি নিয়োজিত ক’রে দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করছ? অতএব তোমরা (যদি সফলকাম হতে চাও তাহলে) **দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বাঁচ এবং নারীর (ফিৎনা থেকে) বাঁচ**। কারণ, বানী ঈস্রাইলের সর্বপ্রথম ফিৎনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল।” *(মুসলিম ৭১২৪নং)*

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى)). رواه مسلم

(১৮৯) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই দুআ করতেন, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্‌তুক্বা, অলআফা-ফা অলগিনা।’ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সৎপথ, **সংযমশীলতা**, চারিত্রিক পবিত্রতা ও অভাবশূন্যতা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ৭০৭৯নং)*

عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ ﷺ ، قَالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ ، يقول : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى للهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى)). رواه مسلم

(১৯০) আবূ ত্বারীফ আদী ইবনে হাতেম ত্বাই ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (এ কথা) বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর কসম খাবে অতঃপর তার চেয়ে বেশী **আল্লাহ-ভীতির** বিষয় দেখবে, তার উচিত **আল্লাহ-ভীতির বিষয় গ্রহণ করা**।” *(মুসলিম ৪৩৬৪নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بنِ عجلانَ الباهِلِيِّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حجةِ الوداعِ ، فَقَالَ : ((اتَّقُوا اللهَ وَصلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ)). رواه الترمذي وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

(১৯১) আবূ উমামাহ সুদাই বিন আজলান বাহেলী ﷺ বলেন যে, আমি বিদায় হজ্জের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভাষণ দিতে শুনেছি, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্তের (ফরয) নামায পড়, তোমাদের রমযান মাসের রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের নেতা ও শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য কর (যদি তাদের আদেশ শরীয়ত বিরোধী না হয়), তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(তিরমিযী ৬১৬নং)

عن سعد بن أبي وقاص ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((خَيْرُ دِينِكُمْ الوَرَعُ)).

(১৯২) সা'দ বিন আবী অক্কাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হল পরহেযগারী।" *(আবুশ শাইখ, সহীহুল জামে' ৩৩০৮নং)*

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ أَوْلَى النَّـاسِ بِـي الْمُتَّقُـونَ مَـنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا)).

(১৯৩) মুআয বিন জাবাল বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী মুত্তাক্বীনগণ; তারা যেই হোক, যেখানেই থাক।" *(আহমাদ ২২০৫২, সঃ জামে' ২০১২নং)*

وعنه قال: قال النبي ﷺ: ((إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَـؤُلاءِ يَـرَوْنَ أَنَّهُـمْ أَوْلَـى النَّـاسِ، وَلَـيْسَ كَـذَلِكَ، إِنَّ أَوْلِيَائِيَ مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ)).

(১৯৪) উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমার পরিবারের লোক মনে করে, ওরা আমার বেশি ঘনিষ্ঠতম। অথচ আমার বেশি ঘনিষ্ঠ হল পরহেযগার লোকেরা, তারা যেই হোক, যেখানেই থাক। *(ত্বাবারানীর কাবীর ২৪১, ইবনে হিব্বান ৬৪৭, যিলালুল জান্নাহ ২১২নং)*

عن جابر بن عبد الله ﷺ قال قال النبي ﷺ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَـرَ إِلَّـا بِالتَّقْوَى....))

(১৯৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বিদায়ী হজ্জের ভাষণে বলেছেন, "হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই।" *(আহমাদ ২৩৪৮৯, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৫১৩৭নং)*

দৃঢ়-প্রত্যয় ও (আল্লাহর প্রতি) ভরসা

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَلَمَّا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً } [الأحزاب : ٢٢]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল তখন ওরা বলে উঠল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তো আমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছিলেন। এতে তো তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। *(সূরা আহযাব ২২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেন,

{ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ}

অর্থাৎ, যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হয় তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *(সূরা আলে ইমরান ১৭৩-১৭৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ } [الفرقان :٥٨]

অর্থাৎ, তুমি তাঁর উপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই। *(সূরা ফুরক্বান ৫৮-আয়াত)*

{ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } [إبراهيم : ١١]

অর্থাৎ, মু'মিনদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই নির্ভর করা। *(সূরা ইব্রাহীম ১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله } [آل عمران : ١٥٩]

অর্থাৎ, তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। (নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উপর নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন।) *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

আরো আল্লাহ বলেন, { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق : ٣]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। *(সূরা ত্বালাক ৩ আয়াত)*

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } [الأنفال : ٢]

অর্থাৎ, বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় ভীত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।

একীন (দৃঢ়প্রত্যয়) ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা)র গুরুত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এ মর্মের হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ومَعَهُ الرُّهَيطُ ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ ، وَالنبيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فقيلَ لِي : هَذَا مُوسَى وَقَومُهُ ، ولكنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ ، فَنَظَرتُ فَإِذا سَوادٌ عَظِيمٌ، فقيلَ لي : انْظُرْ إِلَى الأفُقِ الآخَرِ ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظيمٌ ، فقيلَ لِي : هـذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفاً

يَدْخُلُونَ الجنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ)) ، ثُمَّ نَهَضَ فَدخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولئكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمْ الَّذينَ صَحِبوا رسولَ الله ﷺ، وَقَالَ بعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِالله شَيئاً – وذَكَرُوا أشيَاءَ – فَخَرجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ ، فَقَالَ : ((مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ ؟)) فَأَخْبَرُوهُ فقالَ : ((هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ؛ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتوكَّلُون)) فقامَ عُكَّاشَةُ ابنُ محصنٍ ، فَقَالَ : ادْعُ الله أنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ ، فَقَالَ : ((أنْتَ مِنْهُمْ)) ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أنْ يَجْعَلنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৯৬) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান।' অতঃপর তাকাতেই আরও একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত প্রবেশ করবে।"

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ বেহেশ্তী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু ক'রে দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলল, 'সম্ভবতঃ ঐ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবা।' কিছু লোক বলল, 'বরং সম্ভবতঃ ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।' আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, "তোমরা কী ব্যাপারে আলোচনা করছ?" তারা ব্যাপার খুলে বললে তিনি বললেন, "ওরা হল তারা, যারা ঝাড়ফুঁক করে না,[১] ঝাড়ফুঁক করায় না এবং কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে।"

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, '(হে আল্লাহর রসূল!) আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত ক'রে দেন!' তিনি বললেন, "তুমি তাদের মধ্যে একজন।" অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি আমার জন্যও দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন।' তিনি বললেন, "উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে।" *(বুখারী ৫২৭০, মুসলিম ২২০নং)*

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا أيضاً : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ

---

(১) এ কথাটি বুখারীতে নেই। তাছাড়া জিবরীল ﷺ ঝাড়ফুঁক করেছেন, ঝাড়ফুঁক করেছেন মহানবী ﷺ। পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় উক্ত কথার স্থলে 'দাগায় না' কথা এসেছে।

آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ؛ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري

(১৯৭) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, 'আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু অআলাইকা তাওয়াক্কালতু অইলাইকা আনাবতু অবিকা খা-স্বামতু। আল্লাহুম্মা আউযু বিইয্যাতিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আন তুয্বিল্লানী, আন্তাল হাইয়্যুল্লাযী লা য়্যামূত, অলজিন্নু অলইন্সু য়্যামূতূন।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি নিজকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনলাম, তোমারই উপর ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম, তোমারই ক্ষমতায় (শত্রুর বিরুদ্ধে) বিবাদ করলাম। হে আল্লাহ! তোমার ইয্যতের অসীলায় আমি আশ্রয় চাচ্ছি---তুমি ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই---তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি সেই চিরঞ্জীব, যে কখনো মরবে না এবং দানব ও মানবজাতি মৃত্যুবরণ করবে। *(বুখারী ৭৩৮৩, মুসলিম ৭০৭৪নং, এই শব্দগুলো মুসলিমের। ইমাম বুখারী (রহঃ) এটিকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।)*

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أيضاً ، قَالَ : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ، قَالَهَا إِبرَاهِيمُ ﷺ حِينَ أُلقِيَ فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا : ((إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْماناً وَقَالُوا : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ)) . رواه البخاري، وفي رواية لَهُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، قَالَ : كَانَ آخِرَ قَولِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ : حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

(১৯৮) ইবনে আব্বাস ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন যে, "হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল" কথাটি ইব্রাহীম ﷺ তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এবং মুহাম্মাদ ﷺ এটি তখন বলেছিলেন যখন লোকেরা বলেছিল যে, '(কাফের) লোকেরা তোমাদের মুকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে; ফলে তোমরা তাদেরকে ভয় কর।' কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল, "হাসবুনাল্লাহ্ অনি'মাল অকীল।" অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস বলেন, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় ইব্রাহীম ﷺ-এর শেষ কথা ছিল, "হাসবিয়াল্লাহ্ অনি'মাল অকীল।" *(বুখারী ৪৫৬৩-৪৫৬৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَقْوامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثلُ أَفْئِدَةِ الطَّيرِ)). رواه مسلم

(১৯৯) আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জান্নাতে এমন লোক প্রবেশ করবে, যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের মত।" *(মুসলিম ৭৩৪১নং)*

** কারো নিকট এর অর্থ হল এই যে, তারা পাখীর মত আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হবে। আর অনেকের নিকট এর অর্থ এই যে, (পাখীর অন্তরের মত) তাদের অন্তর নরম হবে।*

عَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبيِّ ﷺ قِبلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُمْ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ

القَائِلَةُ فِي وَادٍ كثير العِضَاه ، فَنَزَلَ رَسُول الله ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بالشَّجَرِ ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحتَ سَمُرَة فَعَلَّقَ بِهَا سَيفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً ، فَإِذَا رسولُ الله ﷺ يَدْعونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : ((إنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيفِي وَأنَا نَائمٌ فَاسْتَيقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلتاً ، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قُلْتُ : الله – ثلاثاً)) وَلَمْ يُعاقِبْهُ وَجَلَسَ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية قَالَ جَابرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ بذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُول الله ﷺ ، فجاء رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكينَ وَسَيفُ رَسُول الله ﷺ معَلَّقٌ بالشَّجَرَةِ فَاخْتَرطَهُ، فَقَالَ: تَخَافُنِي ؟ قَالَ : ((لاَ)) فَقَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ : ((الله)).

وَفِي رِوَايَةِ أبي بَكْرٍ الإسمَاعِيلِي فِي صَحِيحِه، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ : ((اللهُ)) . قَالَ : فَسَقَطَ السيفُ مِنْ يَدِهِ ، فَأَخَذَ رسولُ الله ﷺ السَّيْفَ ، فَقَالَ : ((مَنْ يَمْنَعُكَ مني ؟)) . فَقَالَ : كُنْ خَيرَ آخِذٍ . فَقَالَ : ((تَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله وَأَنِّي رَسُول الله ؟)) قَالَ : لاَ ، وَلَكنِّي أُعَاهِدُكَ أنْ لا أُقَاتِلَكَ ، وَلاَ أَكُونَ مَعَ قَومٍ يُقَاتِلُونَكَ ، فَخَلَّى سَبيلَهُ ، فَأَتَى أصْحَابَهُ ، فَقَالَ : جئْتُكُمْ مِنْ عنْد خَيْرِ النَّاس .

(২০০) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নাজ্‌দের (বর্তমানে রিয়ায অঞ্চল) দিকে জিহাদে রওনা হলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (বাড়ী) ফিরতে লাগলেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে ফিরলেন। (রাস্তায়) প্রচুর কাঁটাগাছ ভরা এক উপত্যকায় তাঁদের দুপুরের বিশ্রাম নেওয়ার সময় হল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ (বিশ্রামের জন্য) নেমে পড়লেন এবং (সাহাবীগণও) গাছের ছায়ার খোঁজে তাঁরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলার গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে স্বীয় তরবারি ঝুলিয়ে দিলেন, আর আমরা অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে গেলাম। অতঃপর হঠাৎ (আমরা শুনলাম যে,) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাকছেন। সেখানে দেখলাম যে, একজন বেদুঈন তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি বললেন, "আমার ঘুমের অবস্থায় এই ব্যক্তি আমার তরবারি খুলে আমার উপর ধরে আছে। অতঃপর আমি যখন জাগলাম, তখন তরবারিখানি তার হাতে খুলা অবস্থায় দেখলাম। (তারপর) সে আমাকে বলল, 'আমা হতে তোমাকে (আজ)কে বাঁচাবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহ!' এ কথা আমি তিনবার বললাম।" তিনি তাকে কোন শাস্তি দিলেন না। অতঃপর তিনি বসে গেলেন। (অথবা সে বসে গেল।)

অন্য এক বর্ণনায় আছে জাবের বলেন যে, আমরা 'যাতুর রিক্বা'তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর (ফিরার সময়) যখন আমরা ঘন ছায়াবিশিষ্ট একটি গাছের কাছে এলাম, তখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ছেড়ে দিলাম। (তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন।) ইতিমধ্যে একজন মুশরিক এল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। তারপর সে তা (খাপ থেকে) বের ক'রে বলল, 'তুমি আমাকে ভয় করছ?' তিনি বললেন, "না।" সে বলল, 'তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহ।"

আবূ বাক্‌র ইসমাঈলীর ‘সহীহ’ গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, সে বলল, ‘আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ।” বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তরবারিখানি তুলে নিয়ে বললেন, “(এবার) তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?” সে বলল, ‘তুমি উত্তম তরবারিধারক হয়ে যাও।’ অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল?” সে বলল, ‘না। কিন্তু আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি যে, তোমার বিরুদ্ধে কখনো লড়বো না। আর আমি সেই সম্প্রদায়েরও সাথ দেবো না, যারা তোমার বিরুদ্ধে লড়বে।’ সুতরাং তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের নিকট এসে বলল, ‘আমি তোমাদের নিকটে সর্বোত্তম মানুষের কাছ থেকে এলাম।’ *(বুখারী ২৯১০, মুসলিম ৬০৯০, মিশকাত ৫৩০৪-৫৩০৫নং)*

عَن عُمَرَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً)) رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

(২০১) উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “**যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য ভরসা রাখ**, তবে তিনি তোমাদেরকে সেই মত রুযী দান করবেন যেমন পাখীদেরকে দান করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে (বাসা থেকে) বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ ক’রে (বাসায়) ফিরে।” *(আহমাদ ২০৫, তিরমিযী ২৩৪৪, ইবনে মাজাহ ৪১৬৪, হাকেম ৭৮৯৪, সহীহুল জামে ৫২৫৪নং)*

عَنْ أَبِي عُمَارَةَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا فُلانُ ، إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَقُل : اللَّهُمَّ أَسْلَمتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلجأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ رَغبَةً وَرَهبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إلاَّ إِلَيْكَ ، آمنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيلَتِكَ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيراً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية في الصحيحين ، عن البراءِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُول اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ ، وَقُلْ ... وذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ : وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ)).

(২০২) বারা ইবনে আযেব হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “হে অমুক! তুমি যখন বিছানায় শোবে, তখন (এই দুআ) পড়, যার অর্থ, হে আল্লাহ! **আমি আমার আত্মা তোমাকে সঁপে দিলাম, আমার চেহারা তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার ব্যাপার তোমাকে সঁপে দিলাম এবং আমার পিঠ তোমার দিকে লাগিয়ে দিলাম;** তোমার (জান্নাতের) আগ্রহে ও (জাহান্নামের) ভয়ে। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণস্থল নেই। আমি সেই কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম যেটি তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং সেই রসূলের প্রতি যাঁকে তুমি পাঠিয়েছ। (অবশেষে তিনি বলেন,) অতঃপর তুমি যদি সেই রাতে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে

তুমি ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি তুমি সকালে ওঠ তবে, তুমি (এর) উপকার পাবে।”

বারা ইবনে আযেব থেকেই বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “যখন তুমি (রাতে শোবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন তুমি নামাযের মত ওযূ কর। তারপর ডানপাশে শুয়ে যাও এবং (উপরোক্ত দুআ) পড়।” পুনরায় তিনি বললেন, “তুমি উপরোক্ত দুআটি তোমার শেষ কথা কর।” (অর্থাৎ, এই দুআ পড়ার পর অন্য দুআ পড়বে না বা কোন কথা বলবে না)। *(বুখারী ২৪৭, মুসলিম ৭০৫৭নং)*

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ قَالَ : نَظَرتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ وَنَحنُ فِي الغَارِ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنا ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللّه ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيهِ لأَبْصَرَنَا . فَقَالَ : ((مَا ظَنُّكَ يَا أَبا بَكرٍ بِاثنَيْنِ اللّهُ ثَالِثُهُمَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২০৩) আবূ বাক্‌র ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকালাম যখন আমরা (সওর) গুহায় (লুকিয়ে) ছিলাম এবং তারা আমাদের মাথার উপরে ছিল। অতঃপর আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! যদি তাদের মধ্যে কেউ তার পায়ের নীচে তাকায়, তবে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে।’ নবী ﷺ বললেন, “হে আবূ বাক্‌র! সে দু’জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন আল্লাহ।” *(বুখারী ৩৬৫৩, মুসলিম ৬৩১৯নং)*

عَن أمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللّه عَنها : أَنَّ النَّبيّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ ، قَالَ : ((بِسْمِ اللّهِ تَوَكَّلتُ عَلَى اللّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ أنْ أضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ)) رواه أبو داود

(২০৪) উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন (এই দুআ) বলতেন---যার অর্থ, আল্লাহর নাম নিয়ে (বের হলাম), আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় বা পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয়---এসব থেকে। *(আবূ দাউদ ৫০৯৭নং)*

عن أنس ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه ﷺ : ((مَنْ قَالَ – يَعْني : إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ – : بِسمِ اللّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللّهِ ، يُقالُ لَهُ : هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيطَانُ)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . وَقالَ الترمذي : ((حديث حسن)) ، زاد أبو داود : ((فَيَقُولُ – يَعنِي : اَلشَّيْطَانُ لِشَيْطَانٍ آخَر : كَيفَ لَكَ بِرجلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ؟))

(২০৫) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলে, ‘বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।’ (অর্থাৎ, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা সম্ভব নয়।) তাকে বলা হয়, ‘তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে

যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল।' আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।" *(আবূ দাউদ ৫০৯৭, তিরমিযী ৩৪২৬, নাসাঈ কুবরা ৯৯১৭নং প্রমুখ)*

তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবূ দাউদ এই শব্দগুলি বাড়তি বর্ণনা করেছেন, "ফলে শয়তান অন্য শয়তানকে বলে যে, 'ঐ ব্যক্তির উপর তোমার কিরূপে কর্তৃত্ব চলবে, যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্টতা দান করা হয়েছে এবং যাকে (সকল অমঙ্গল) থেকে বাঁচানো হয়েছে?'

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ أَخَوانِ عَلَى عَهدِ النَّبيّ ﷺ وَكَانَ أحَدُهُمَا يَأتِي النَّبيَّ ﷺ وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ ، فَشَكَا المُحْتَرِفُ أخَاهُ لِلنَّبي ﷺ ، فَقَالَ : ((لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ)) . رواه الترمذي بإسناد صحيحٍ عَلَى شرطِ مسلم

(২০৬) আনাস ﷺ বলেন যে, নবী ﷺ-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের মধ্যে একজন নবী ﷺ-এর কাছে (দ্বীন শিক্ষার জন্য) আসত এবং আর একজন হাতের কোন কাজ ক'রে উপার্জন করত। অতঃপর উপার্জনশীল (ভাইটা) নবী ﷺ-এর কাছে তার (শিক্ষার্থী) ভাইয়ের (কাজ না করার) অভিযোগ করল। নবী ﷺ বললেন, **"সম্ভবতঃ তোমাকে তার কারণেই রুযী দেওয়া হচ্ছে।"** *(তিরমিযী ২৩৪৫, সিঃ সহীহাহ ২৭৬৯নং)*

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ ؟ قَالَ : ((اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ)).

(২০৭) আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি (আল্লাহর উপর নির্ভর করার ধরন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে) বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি উট বেঁধে আল্লাহর উপর নির্ভর করব, নাকি উট ছেড়ে দিয়ে?' উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "বরং তুমি উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা কর।" *(তিরমিযী ২৫১৭নং)*

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتَهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ)).

(২০৮) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যার অভাব আসে, সে যদি তা মানুষের কাছে (পূরণের কথা) জানায়, তাহলে তার অভাব দূর হয় না। কিন্তু যার অভাব আসে, সে যদি তা আল্লাহর কাছে (পূরণের কথা) জানায়, তাহলে তিনি বিলম্বে অথবা অবিলম্বে তার অভাব দূর করে দেন।" *(তিরমিযী ২৩২৬নং)*

(২০৯) বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর এক দুআ ছিল,

« اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِى مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِى الأَرْضِ ».

"আল্লাহ! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা পূরণ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যার অঙ্গীকার দিয়েছিলে তা প্রদান কর। আল্লাহ গো! আহলে ইসলামের এই জামাআতকে

যদি তুমি ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবীতে আর তোমার ইবাদত হবে না।” *(মুসলিম ৪৬৮৭নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((.... وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ)).

(২১০) আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “তোমরা কুষ্ঠরোগ হতে দূরে থেকো; যেমন বাঘ হতে দূরে পলায়ন কর।” *(বুখারী ৫৭০৭নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)).

(২১১) আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “চর্মরোগাক্রান্ত উটের মালিক যেন সুস্থ উট দলে তার উট না নিয়ে যায়।” *(বুখারী ৫৭৭১, মুসলিম ৫৯২২নং)*

** বলা বাহুল্য, আল্লাহর উপর ভরসা রেখে উপকরণ প্রয়োগ করতে হবে।*

আল্লাহ ও তাঁর আযাবকে ভয় করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ } [البقرة : ٤٠]

অর্থাৎ, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। *(সূরা বাক্বারাহ ৪০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ } [البروج : ١٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। *(সূরা বুরুজ ১২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ}

অর্থাৎ, আর এরূপই তাঁর পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক কঠিন। নিশ্চয় এ সব ঘটনায় সে ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে যে ব্যক্তি পরকালের শাস্তিকে ভয় করে। ওটা এমন একটা দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হবে সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা নির্দিষ্ট একটি কালের জন্যই বিলম্বিত করছি। যখন সেদিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগ্যবান এবং কেউ হবে সৌভাগ্যবান। অতএব যারা দুর্ভাগ্যবান তারা তো হবে দোযখে; তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে। *(সূরা হূদ ১০২- ১০৬ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেন,

{ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ } [آل عمران : ٢٨]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। *(আলে ইমরান ২৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ }

অর্থাৎ, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে এবং তার মাতা ও তার পিতা হতে, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। *(সূরা আবাসা ৩৪-৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ}

অর্থাৎ, হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; (আর জেনে রেখো যে,) নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত ক'রে ফেলবে। আর মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন। *(সূরা হজ্জ ১-২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمان : ٤٦]

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি (জান্নাতের) বাগান। *(সূরা রাহমান ৪৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ، فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ }[الطور : ٢٥–٢٨]

অর্থাৎ, তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে, নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহবান করতাম। নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু। *(সূরা তূর ২৫-২৮ আয়াত)*

এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন হাদীসও রয়েছে অনেক। নিম্নে কতিপয় হাদীস উল্লিখিত হল ঃ-

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصدُوقُ : ((إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أربَعِينَ يَوماً نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . فَوَالَّذِي لاَ إلهَ غَيْرُهُ إنَّ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ فَيدْخُلُهَا ، وَإنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২১২) ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, যিনি সত্যবাদী ও যাঁর কথা সত্য বলে মানা হয় সেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, "তোমাদের এক জনের সৃষ্টির উপাদান মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ বীর্যের আকারে থাকে। অতঃপর তা অনুরূপভাবে চল্লিশ দিনে জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডের রূপ নেয়। পুনরায় তদ্রূপ চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তার নিকট ফিরিশ্তা পাঠানো হয়। সুতরাং তার মাঝে 'রূহ' স্থাপন করা হয় এবং চারটি কথা লিখার আদেশ দেওয়া হয়; তার রুযী, মৃত্যু, আমল এবং পাপিষ্ঠ না পুণ্যবান হবে, তা লিখা হয়। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! (জন্মের পর) তোমাদের এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মত কাজ-কর্ম করতে থাকে এবং তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থেকে যায়। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে এবং সে জাহান্নামীদের মত আমল করতে লাগে; ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের অন্য এক ব্যক্তি প্রথমে জাহান্নামীদের মত আমল করে এবং তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতীদের মত ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করে; পরিণতিতে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" *(বুখারী ৩২০৮, মুসলিম ৬৮-৯৩নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২১৩) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন লোকেরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হবে (এবং তাদের এত বেশি ঘাম হবে যে,) তাদের মধ্যে কেউ তার ঘামে তার অর্ধেক কান পর্যন্ত ডুবে যাবে।" *(বুখারী ৪৯৩৮, মুসলিম ৭৩৮-২নং)*

وَعَنِ المِقدَادِ ﷺ ، قَالَ : سمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ)). قَالَ سُلَيْم بنُ عَامِرٍ الرَّاوِي عَنِ المِقدَادِ : فَوَاللّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعنِي بِالمِيلِ ، أَمَسَافَةَ الأرضِ أَمِ المِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ ؟ قَالَ : ((فَيكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي العَرَقِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَى رُكبَتَيهِ ، وَمِنهُم مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إِلْجَاماً)). قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بيدهِ إِلَى فِيهِ . رواه مسلم

(২১৪) মিক্বদাদ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টজীবের এত কাছে করে দেওয়া হবে যে, তার মধ্যে এবং সৃষ্টজীবের মধ্যে মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে।" মিক্বদাদ থেকে বর্ণনাকারী সুলাইম বিন আমের বলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানিনা যে, নবী ﷺ 'মীল' শব্দের কী অর্থ নিয়েছেন, যমীনের দূরত্ব (মাইল), নাকি (সুরমাদানীর) শলাকা যার দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয়? "সুতরাং মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামে ডুবতে থাকবে। তাদের মধ্যে কারো তার পায়ের গাঁট পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত (ঘাম হবে) এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও হবে যাদেরকে ঘাম লাগাম লাগিয়ে দেবে।" (অর্থাৎ, নাক পর্যন্ত ঘামে ডুববে।) এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখের দিকে ইশারা করলেন। *(মুসলিম ৭৩৮-৫নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَعْرَقُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَـرَقُهُمْ فِي الأَرضِ سَبْعِينَ ذِراعاً ، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ)). متفق عليه

(২১৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের প্রচন্ড ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত পর্যন্ত নিচে যাবে। আর তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। এমন কি কান পর্যন্তও।" *(বুখারী ৬৫৩২, মুসলিম ৭৩৮-৪নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يُؤتَى بِجَهَنَّمَ يَومَئذٍ لَهَا سَبْعُونَ ألفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُـلِّ زِمَـامٍ سَبعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا)). رواه مسلم

(২১৬) ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এ অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকবেন। তাঁরা তা টানতে থাকবেন।" *(মুসলিম ৭৩৪৩নং)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ . مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً ، وَأَنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২১৭) নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "কিয়ামতের দিবসে ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা হাল্কা আযাব হবে, যার দু' পায়ের তেলোয় জ্বলন্ত দু'টি অঙ্গার রাখা হবে। যার ফলে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। সে মনে করবে না যে, তার চেয়ে কঠিন আযাব অন্য কেউ ভোগ করছে। অথচ তারই আযাব সবার চেয়ে হাল্কা!" *(বুখারী ৬৫৬২, মুসলিম ৫৩৮-নং)*

وَعَن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ ﷺ: أَنَّ نَبيَّ الله ﷺ، قَالَ: ((مِنْهُمْ مَنْ تَأخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيهِ، وَمِنْهُمْ مَـنْ تَأخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخُذُهُ إِلَى حُجزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخُذُهُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ)). رواه مسلم

(২১৮) সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, "জাহান্নামীদের মধ্যে কিছু লোকের পায়ের গাঁট পর্যন্ত আগুন হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো কণ্ঠাস্থি (গলার নিচের হাড়) পর্যন্ত হবে।" *(মুসলিম ৭৩৪৯নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطبَةً مَا سَمِعْتُ مِثلَهَا قَطُّ ، فَقَالَ : ((لَـوْ تَعْلَمُـونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً)) فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُـولِ اللهِ ﷺ وَجُـوهَهُمْ ، وَلَهُـمْ خَـنِينٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وفي رواية : بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَـيْءٌ فَخَطَـبَ ، فَقَـالَ : ((عُرِضَـتْ عَلَـيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَلَمْ أَرَ كَاليَومِ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ ، وَلَوْ تَعْلَمونَ مَا أعلَمُ لَـضَحِكْتُمْ قَلِـيلاً وَلَبَكَيْـتُمْ كَـثِيراً)) فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ ، غَطَّوْا رُؤُسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ .

(২১৯) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদেরকে এমন ভাষণ শুনালেন যে, ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি। তিনি বললেন, "যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে,

তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।” (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের রোল আসতে লাগল। *(বুখারী ৪৬২১, মুসলিম ৬২৬৮নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহাবীদের কোন কথা পৌঁছল। অতঃপর তিনি ভাষণ দিয়ে বললেন, “আমার নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হল। ফলে আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ (একত্রে) কোন দিনই দেখিনি। যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে।” সুতরাং সাহাবীদের জন্য সেদিনকার মত কঠিনতম দিন আর ছিল না। তাঁরা তাঁদের মাথা আবৃত ক’রে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

وَعَنهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً ، فَقَالَ : ((هَلْ تَدْرُونَ مَا هَـذَا ؟)) قُلْنَـا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ((هذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً ، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِها فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا)). رواه مسلم

(২২০) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি হলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি কোন জিনিস পড়ার আওয়াজ শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, “তোমরা জান এটা কি?” আমরা বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন।’ তিনি বললেন, “এটা ঐ পাথর, যেটিকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এখনই তা জাহান্নামের গভীরতায় (তলায়) পৌঁছল। ফলে তারই পড়ার আওয়াজ তোমরা শুনতে পেলে।” *(মুসলিম ৭৩৪৬নং)*

عَن عَدِي بنِ حَاتِمٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّـهُ لَـيْسَ بَينَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرى إِلاَّ مَـا قَـدَّمَ ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّار تِلقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) . متفق عليه

(২২১) আদী ইবনে হাতেম ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বলবেন; তার ও তাঁর মাঝে কোন আনুবাদক থাকবে না। (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল। এবং বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। আর সামনে তাকাবে, সুতরাং তার চেহারার সামনে জাহান্নাম দেখতে পাবে। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ ক’রে হয়।” *(বুখারী ৬৫৩৯, মুসলিম ২৩৯৫নং)*

وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُـقَّ لَهَـا أَنْ تَئِطَّ ، مَا فِيهَا مَوضِعُ أَرْبَعِ أَصَابعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً للهِ تَعَالَى . وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَـا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً ، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بالنِّسَاءِ عَلَى الفُـرُشِ ، وَلَخَـرَجْتُمْ إِلَـى الـصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

(২২২) আবূ যার্র ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, “অবশ্যই আমি দেখি, যা তোমরা

দেখতে পাও না। আকাশ কট্‌কট্‌ ক'রে শব্দ করছে। আর এ শব্দ তার করা সাজে। এতে চার আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যেখানে কোন ফিরিশ্তা আল্লাহর জন্য সিজদায় নিজ কপাল অবনত রাখেননি। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে না। (বরং) তোমরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে বের হয়ে যেতে।" *(তিরমিযী ২৩১২, ইবনে মাজাহ ৪১৯০নং)*

وَعَن أَبي بَرزَةَ نَضْلَةَ بنِ عُبَيدٍ الأسلَمِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أفنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسمِهِ فِيمَ أبلاهُ ؟)) رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

(২২৩) আবূ বারযাহ নাযলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার পা দু'খানি সরবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর দরবার থেকে যাওয়ার তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না।) যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু সম্পর্কে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইল্‌ম (বিদ্যা) সম্পর্কে, সে তাতে কী আমল করেছে? তার মাল সম্পর্কে, কী উপায়ে তা উপার্জন করেছে এবং তা কোন্‌ পথে ব্যয় করেছে? আর তার দেহ সম্পর্কে, কোন কাজে সে তা ক্ষয় করেছে?" *(তিরমিযী ২৪১৬, সহীহ তারগীব ১২১নং)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَيْفَ أنْعَمُ ! وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ ، وَاسْتَمَعَ الإذْنَ مَتَى يُؤمَرُ بالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ)) فَكَأنَّ ذلِكَ ثَقُلَ عَلَى أصْحَابِ رسولِ الله ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : ((قُولُوا : حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : حديث حسنٌ

(২২৪) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি কেমন ক'রে হাসিখুশি করব, অথচ শিঙ্গা ওয়ালা (ইস্রাফীল তো ফুৎকার দেওয়ার জন্য) শিঙ্গা মুখে ধরে আছেন। আর তিনি কান লাগিয়ে আছেন যে, তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তিনি ফুৎকার দেবেন।" অতঃপর এ কথা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য ভারী বোধ হল। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা বল, 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।' অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী।" *(তিরমিযী ২৪৩১, ৩২৪৩নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ خَافَ أدْلَجَ ، وَمَنْ أدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ . أَلاَ إنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ ، أَلاَ إنَّ سِلْعَةَ الله الجَنَّةُ)). رواه الترمذي

(২২৫) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে সে যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যারাত্রে চলতে লাগে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৯৩ নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعاً يَنْظُرُ بَعضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟! قَالَ : ((يَا عائِشَةُ ، الأمرُ أشَدُّ مِنْ أنْ يُهِمَّهُمْ ذلِكَ)) .

وفي رواية : ((الأَمْرُ أهمُّ مِنْ أنْ يَنْظُرَ بَعضُهُمْ إِلَى بَعضٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২২৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাত্‌নাবিহীন অবস্থায়।" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! পুরুষ ও মহিলারা একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে?' তিনি বললেন, "হে আয়েশা! তাদের এরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা।" *(বুখারী ৬৫২৭, মুসলিম ৭৩৭৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তাদের একে অন্যের দিকে তাকাতাকি করা অপেক্ষা ব্যাপার আরো গুরুতর হবে।"

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِى ثُمَّ اسْحَقُونِى ثُمَّ اذْرُونِى فِى الرِّيحِ فِى الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّى لَيُعَذِّبُنِى عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا. قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلأَرْضِ أَدِّى مَا أَخَذْتِ. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ – أَوْ قَالَ – مَخَافَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ ».

(২২৭) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি ছিল, যে নিজের প্রতি বড় অন্যায় (পাপ) করত। অতঃপর যখন তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, তখন সে তার ছেলেদেরকে বলল, 'আমি মারা গেলে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো। তারপর আমার বাকি দেহাংশ পিষে বাতাসে ছড়িয়ে দিও। কেননা, আল্লাহর কসম! যদি তিনি আমাকে উপস্থিত করতে সমর্থ হন, তাহলে আমাকে এমন আযাব দেবেন যেমন আযাব তিনি আর কাউকেই দেবেন না!' সুতরাং সে মারা গেলে তাই করা হল। আল্লাহ পৃথিবীকে আদেশ করে বললেন, 'তোমার মাঝে (ওর যে দেহাণু আছে) তা জমা কর।' পৃথিবী তাই করল। ফলে লোকটি (আল্লাহর সামনে) খাড়া হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, 'তুমি যা করেছ তা করতে তোমাকে কে উদ্বুদ্ধ করল?' লোকটি বলল, 'তোমার ভয়, হে আমার প্রতিপালক!' ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হল।" *(বুখারী ৩৪৮১, মুসলিম ২৫৬৫নং)*

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ { الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ } يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ قَالَ لَا يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يُخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(২২৮) আল্লাহ বলেন, "যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে।" *(মু'মিনূন ঃ ৬০)* আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ (ভীত-কম্পিত) কি সেই

ব্যক্তি, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে ও মদ পান করে?' উত্তরে তিনি বললেন, "না, হে সিদ্দীকের বেটি! সে হল সেই ব্যক্তি, যে রোযা রাখে, দান করে ও নামায পড়ে, কিন্তু ভয় করে যে, তা হয়তো কবুল হবে না।" *(আহমাদ ২৫২৬৩, তিরমিযী ৩১৭৫, ইবনে মাজাহ ৪১৯৮, হাকেম ৩৪৮৬নং)*

মুরাক্বাবাহ্ (আল্লাহর ধ্যান)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء : ٢١٩ – ٢٢٠]

অর্থাৎ, যিনি তোমাকে দেখেন; যখন তুমি দন্ডায়মান হও (নামাযে) এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠতে-বসতে। *(সূরা শুআরা ২১৮-২১৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُم}[الحديد : ٤]

অর্থাৎ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। *(সূরা হাদীদ ৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{إِنَّ اللهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ} [آل عمران : ٥]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দ্যুলোক-ভূলোকের কোন কিছুই গোপন নেই। *(সূরা আলে ইমরান ৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} [الفجر : ١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্‌র ১৪ আয়াত)*

তাঁর অমোঘ বাণী, {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر : ١٩]

অর্থাৎ, চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। *(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত)*

এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। উক্ত মর্মবোধক হাদীসসমূহ ঃ-

عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول اللهِ ﷺ ذَاتَ يَومٍ ، إذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلٌ شَديدُ بَياضِ الثِّيابِ ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لا يُرَى عَلَيهِ أثَرُ السَّفَرِ ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيهِ إِلَى رُكْبَتَيهِ ، وَوَضعَ كَفَّيهِ عَلَى فَخِذَيهِ، وَقالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أخْبرني عَنِ الإسلامِ ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((الإسلامُ : أنْ تَشْهدَ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وأنَّ مُحمَّداً رسولُ اللهِ ، وتُقيمَ الصَّلاةَ ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ البَيتَ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلاً)). قَالَ : صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقهُ ! قَالَ : فَأَخْبرني عَنِ الإيمَانِ. قَالَ : ((أنْ

تُؤمِنَ باللهِ ، وَمَلائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَاليَوْمِ الآخِرِ ، وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ)) . قَالَ : صَدقت . قَالَ : فأَخْبِرني عَنِ الإحْسَانِ . قَالَ : ((أنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاكَ)) . قَالَ : فَأَخْبِرني عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ : ((مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ)) . قَالَ : فأخبِرني عَنْ أمَاراتِهَا . قَالَ : ((أنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وأنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ)) . ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً ، ثُمَّ قَالَ : ((يَا عُمَرُ ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟)) قُلْتُ : اللهُ ورسُولُهُ أعْلَمُ . قَالَ : ((فإنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يعلِّمُكُمْ أمْرَ دِينكُمْ)). رواه مسلم

(২২৯) উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ বলেন যে, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বসে ছিলাম। হঠাৎ একটি লোক আমাদের কাছে এল। তার পরনে ধবধবে সাদা কাপড় এবং তার চুল কুচকুচে কাল ছিল। (বাহ্যতঃ) সফরের কোন চিহ্ন তার উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনছিল না। শেষ পর্যন্ত সে নবী ﷺ-এর কাছে বসল; তার দুই হাঁটু তাঁর (নবীর) হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর উপরে রেখে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ইসলাম হল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং কা'বা ঘরের হজ্জ্ব করবে; যদি সেখানে যাবার সঙ্গতি রাখ।" সে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।' আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং ঠিক বলে সমর্থনও করছে! সে (আবার) বলল, 'আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলসমূহ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।" সে বলল, 'আপনি যথার্থ বলেছেন।' সে (তৃতীয়) প্রশ্ন করল যে, 'আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, "ইহসান হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে; যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।" সে (পুনরায়) বলল, 'আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলুন (সেদিন কবে সংঘটিত হবে?)' তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসকের চেয়ে বেশী অবহিত নয়। (অর্থাৎ কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন আমাদের দু'জনেরই অজানা)।" সে বলল, '(তাহলে) আপনি ওর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন।' তিনি বললেন, "(ওর কিছু নিদর্শন হল এই যে,) কৃতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে (অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী এত বেশী হবে যে, যুদ্ধ বন্দিনী ক্রীতদাসী তার মনিবের কন্যা প্রসব করবে)। আর তুমি নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণের কাজে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে।" অতঃপর সে (আগন্তুক প্রশ্নকারী) চলে গেল। (উমার ﷺ বলেন,) 'আমি অনেকক্ষণ রসূল ﷺ-এর খিদমতে থাকলাম।' পুনরায় তিনি বললেন "হে উমার! তুমি কি জান যে, প্রশ্নকারী কে ছিল?" আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন।' তিনি বললেন, "ইনি জিব্রাঈল ছিলেন, তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখানোর জন্য এসেছিলেন।" *(মুসলিম ১০২, বুখারী ৫০নং)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بنِ جُنادَةَ وأبي عَبدِ الرحمانِ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّه عَنهُمَا ، عَن رَّسُولِ اللّه ﷺ قَالَ : ((اتَّقِ اللّه حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

(২৩০) আবূ যার্র জুন্দুব বিন জুনাদাহ ﷺ ও মুআয ইবনে জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।" *(তিরমিযী ১৯৮৭নং)*

عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنهُمَا ، قَالَ : كُنتُ خَلفَ النَّبيِّ ﷺ يَوماً ، فَقَالَ : ((يَا غُلامُ ، إنِّي أعلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ اللّه ، وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ ، وَاعْلَمْ : أنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبهُ اللّهُ لَكَ ، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحفُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

وفي رواية غيرِ الترمذي : ((احْفَظِ اللّه تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعرَّفْ إلَى اللّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفكَ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ : أنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبكَ ، وَمَا أصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَاعْلَمْ : أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً)) .

(২৩১) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে।" *(তিরমিযী ২৫১৬নং)*

তিরমিযী ব্যতীত অন্যদের বর্ণনায় আছে যে, "আল্লাহর (অধিকারসমূহের) খিয়াল রাখ, তাহলে তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। সুখের সময় আল্লাহকে চেনো, তবে তিনি দুঃখ ও কষ্টের সময় তোমাকে চিনবেন। আর জেনে রাখ যে, তোমার ব্যাপারে যা ভুলে যাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যে সুখ-দুঃখ তোমার ভাগ্যে নেই), তা তোমার নিকট পৌঁছবে না। আর যা তোমার নিকট পৌঁছবে, তাতে ভুল হবে না। আর জেনে রাখ যে, বিজয় বা সাহায্য আছে ধৈর্যের সাথে, মুক্তির উপায় আছে কষ্টের সাথে এবং কঠিনের সঙ্গে সহজ জড়িত আছে।" *(আহমাদ ২৮০৩, ত্বাবারানী ১১২৪৩, হাকেম ৬৩০৪নং)*

عَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أدَقُّ في أعيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ﷺ مِنَ المُوبقاتِ . رواه البخاري

(২৩২) আনাস ﷺ (তাঁর যুগের লোকদেরকে সম্বোধন ক'রে) বলেছেন যে, 'তোমরা বহু এমন (পাপ) কাজ করছ, সেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও সূক্ষ্ম (নগণ্য)। কিন্তু আমরা সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিনাশকারী মহাপাপ বলে গণ্য করতাম।' *(বুখারী ৬৪৯২নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ الله تَعَالَى يَغَارُ ، وَغَيرَةُ الله تَعَالَى ، أنْ يَأتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ الله عَلَيهِ)). متفق عَلَيهِ

(২৩৩) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঈর্ষান্বিত হন। আর আল্লাহ ঈর্ষান্বিত হন তখন, যখন কোন মানুষ এমন কাজ ক'রে ফেলে, যা তিনি তার উপর হারাম করেছেন।" *(বুখারী ৫২২৩, মুসলিম ৭১৭১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ ، يقُولُ : ((إنَّ ثَلاثَةً مِنْ بَني إسْرَائِيلَ : أبْرَصَ ، وَأَقْرَعَ ، وَأَعْمَى ، أَرَادَ اللهُ أنْ يَبْتَليَهُمْ فَبَعَثَ إليْهِمْ مَلَكاً ، فَأَتَى الأَبْرَصَ ، فَقَالَ : أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إلَيْكَ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسنٌ ، وَجِلدٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوناً حَسَناً . فَقَالَ : فَأيُّ المَالِ أَحَبُّ إليكَ؟ قَالَ : الإبلُ – أَوْ قَالَ : البَقَرُ شكَّ الرَّاوي – فَأُعطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ ، فَقَالَ : بَارِكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَني النَّاسُ ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهبَ عَنْهُ وأُعْطِيَ شَعراً حَسَناً . قَالَ : فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إلَيْكَ ؟ قَالَ : البَقَرُ ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا . فَأَتَى الأَعْمَى ، فَقَالَ : أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إلَيْكَ ؟ قَالَ : أَنْ يَرُدَّ اللهُ إلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ النَّاسَ؛ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إلَيْكَ ؟ قَالَ : الغَنَمُ ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالداً ، فَأَنْتَجَ هذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا ، فَكَانَ لِهذَا وَادٍ مِنَ الإبلِ ، وَلِهذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ. ثُمَّ إنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجلٌ مِسْكينٌ قَدِ انقَطَعَتْ بيَ الحِبَالُ في سَفَري فَلا بَلاغَ لِيَ اليَومَ إلاَّ باللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذي أعْطَاكَ اللَّونَ الحَسَنَ ، والجِلْدَ الحَسَنَ ، وَالمَالَ ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ بِهِ في سَفَري ، فَقَالَ : الحُقُوقُ كثِيرةٌ . فَقَالَ : كأنِّي اعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فأعْطَاكَ اللهُ!؟ فَقَالَ : إنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، فَقَالَ : إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إلَى مَا كُنْتَ . وَأَتَى الأَقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذا ، وَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا ، فَقَالَ : إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكينٌ وابنُ سَبيلٍ انْقَطَعتْ بيَ الحِبَالُ في سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِيَ اليَومَ إلاَّ باللهِ ثُمَّ بكَ، أَسأَلُكَ بالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ

بَصَرِكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلّهِ – عز وجل. فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ . فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(২৩৪) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "বানী ইস্রাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ধবল-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয়জন টেকো এবং তৃতীয়জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। ফলে তিনি তাদের কাছে একজন ফিরিশ্তা পাঠালেন। ফিরিশ্তা (প্রথমে) ধবল-কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম বস্তু কী?' সে বলল, 'সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর আমার নিকট থেকে এই রোগ দূরীভূত হোক---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' অতঃপর তিনি তার দেহে হাত ফিরালেন, যার ফলে (আল্লাহর আদেশে) তার ঘৃণিত রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রং দেওয়া হল। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম ধন কী?' সে বলল, 'উট অথবা গাভী।' (এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ।) সুতরাং তাকে দশ মাসের গাভিন একটি উটনী দেওয়া হল। তারপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে এতে বর্কত (প্রাচুর্য) দান করুন।'

অতঃপর তিনি টেকোর কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম জিনিস কী?' সে বলল, 'সুন্দর কেশ এবং এই রোগ দূরীভূত হওয়া---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' অতঃপর তিনি তার মাথায় হাত ফিরালেন, যার ফলে তার (সেই রোগ) দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর কেশ দান করা হল। (অতঃপর) তিনি বললেন, 'তোমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ধন কোন্টা?' সে বলল, 'গাভী।' সুতরাং তাকে একটি গাভিন গাই দেওয়া হল এবং তিনি বললেন, 'আল্লাহ এতে তোমার জন্য বর্কত দান করুন।'

অতঃপর তিনি অন্ধের কাছে এলেন এবং বললেন, 'তোমার নিকটে প্রিয়তম বস্তু কী?' সে বলল, 'এই যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন যার দ্বারা আমি লোকেদেরকে দেখতে পাই।' সুতরাং তিনি তার চোখে হাত ফিরালেন। ফলে আল্লাহ তাকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশ্তা বললেন, 'তুমি কোন্ ধন সবচেয়ে পছন্দ কর?' সে বলল, 'ছাগল।' সুতরাং তাকে একটি গাভিন ছাগল দেওয়া হল।

অতঃপর ঐ দু'জনের (কুষ্ঠরোগী ও টেকোর) পশু (উটনী ও গাভীর) পাল বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এই অন্ধেরও ছাগলটিও বাচ্চা প্রসব করল। ফলে এর এক উপত্যকা ভরতি উট, এর এক উপত্যকা ভরতি গরু এবং এর এক উপত্যকা ভরতি ছাগল হয়ে গেল।

পুনরায় ফিরিশ্তা (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বের চেহারা ও আকৃতিতে) কুষ্ঠরোগীর কাছে এলেন এবং বললেন, 'আমি মিসকীন মানুষ, সফরে আমার সকল পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার কোন উপায় নেই। সেজন্য আমি ঐ সত্তার নামে তোমার কাছে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক দান করেছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে উত্তর দিল যে, '(আমার দায়িত্বে আগে থেকেই) বহু অধিকার ও দাবি রয়েছে।'

(এ কথা শুনে) ফিরিশ্তা বললেন, 'তোমাকে আমার চেনা মনে হচ্ছে। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না, লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করত? তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধন প্রদান করেছেন?' সে বলল, 'এ ধন তো আমি পিতা ও পিতামহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।' ফিরিশ্তা বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!'

অতঃপর তিনি তার পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে টেকোর কাছে এলেন এবং তাকেও সে কথা বললেন, যে কথা কুষ্ঠরোগীকে বলেছিলেন। আর টেকোও সেই জবাব দিল, যে জবাব কুষ্ঠরোগী দিয়েছিল। সে জন্য ফিরিশ্তা তাকেও বললেন যে, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!'

পুনরায় তিনি তাঁর পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে অন্ধের নিকট এসে বললেন যে, আমি একজন মিসকীন ও মুসাফির মানুষ, সফরের যাবতীয় পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার আর কোন উপায় নেই। সুতরাং আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগল চাচ্ছি, যিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে বলল, 'নিঃসন্দেহে আমি অন্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। (আর এই ছাগলও তাঁরই দান।) অতএব তুমি ছাগলের পাল থেকে যা ইচ্ছা নাও ও যা ইচ্ছা ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! আজ তুমি আল্লাহ আয্যা অজাল্লার জন্য যা নেবে, সে ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন কষ্ট বা বাধা দেব না।' এ কথা শুনে ফিরিশ্তা বললেন, 'তুমি তোমার মাল তোমার কাছে রাখ। নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হল (যাতে তুমি কৃতকার্য হলে)। ফলে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।" *(বুখারী ৩৪৬৪, মুসলিম ৭৬২০নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُـهُ مَـا لاَ يَعْنِيـهِ)).

حديث حسن رواه الترمذي وغيرُه.

(২৩৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ তার উত্তম মুসলমান হওয়ার একটি চিহ্ন) হল অনর্থক (কথা ও কাজ) বর্জন করা।" *(আহমাদ; ১৭৩৭, তিরমিযী ২৩১৮, ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৯৮৭নং)*

আল্লাহকে লজ্জা করা

عَنْ سَعِيدِ بن يَزِيدَ الأَزْدِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْصِنِي ، قَالَ : ((أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ)).

(২৩৬) সাঈদ বিন য়্যাযীদ আযদী কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, 'আপনি আমাকে অসিয়ত করুন।' তিনি বললেন, "আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি আল্লাহ তাআলাকে ঠিক সেইরূপ লজ্জা করবে, যেরূপ লজ্জা ক'রে থাক তোমার

সম্প্রদায়ের নেক লোককে।” *(ত্বাবারানী ৫৪০৬, সহীহুল জামে ২৫৪১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪১নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ((اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظْ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ)).

(২৩৭) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর।” সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর নবী! আমরা তো---আলহামদু লিল্লাহ---আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি।’ তিনি বললেন, “না, ঐরূপ নয়। আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিভ, চোখ এবং কান)কে (অবৈধ প্রয়োগ হতে) হিফাযত করবে, পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়)কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হতে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে।” *(আহমাদ ৩৬৭১, তিরমিযী ২৪৫৮, সহীহ তিরমিযী ২০০০ নং)*

عَنْ يَعْلَى قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ».

(২৩৮) য়্যা’লা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ লজ্জাশীল, গোপনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তাকে পছন্দ করেন। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ গোসল করবে, তখন সে যেন গোপনীয়তা অবলম্বন করে (পর্দার সাথে করে)।” *(আবূ দাঊদ, নাসাঈ ৪০৬, মিশকাত ৪৪৭নং)*

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ قَالَ « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ « اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ».

(২৩৯) বাহ্য বিন হাকীম তিনি তাঁর পিতা তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের গোপনাঙ্গ কী গোপন করব, আর কী বর্জন করব?’ তিনি বললেন, “তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।” সাহাবী বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা আপোসে এক জায়গায় থাকলে?’ তিনি বললেন, “যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা মোটেই দেখতে না পায়।” সাহাবী বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! কেউ যদি নির্জনে থাকে?’ তিনি বললেন, “মানুষ

অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।” *(আবূ দাঊদ ৪০১৯, তিরমিযী ২৭৯৪, ইবনে মাজাহ ১৯২০, মিশকাত ৩১১৭নং)*

দ্বীনে অটল থাকার হাদীসসমূহ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ } [هود : ١١٢]

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি যেরূপ আদিষ্ট হয়েছ সেইরূপ সুদৃঢ় থাক। *(সূরা হুদ ১১২ আয়াত)*

তিনি আরোও বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ} [فصلت : ٣٠– ٣٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’ তারপর তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও; সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লার পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন।’ *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩০-৩২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [الأحقاف : ١٣–١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ অতঃপর এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল। *(সূরা আহক্বাফ ১৩-১৪ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أبي عَمْرَةَ سُفيَانَ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُلْ لِي فِي الإسْلامِ قَولاً لاَ أسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ . قَالَ : « قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ ».رواه مسلم

(২৪০) আবূ আম্র (মতান্তরে) আবূ আম্রাহ সুফ্য়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলে দিন, যে সম্পর্কে আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা না করতে হয়।’ তিনি বললেন, “তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর (তার উপর) অনড় থাকে।” *(মুসলিম ১৬৮নং)*

وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَارِبُوا وَسَدِّدُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ بعَمَلِهِ)) قَالُوا : وَلا أَنْتَ يَـا رَسُـولَ الله ؟ قَـالَ : ((وَلاَ أنـا إلاَّ أنْ يَتَغَمَّـدَنِيَ الله برَحمَـةٍ مِنـهُ وَفَضْلٍ)). رواه مسلم

(২৪১) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা (হে মুসলমানেরা!) (দ্বীনের ব্যাপারে) মিতাচারিতা অবলম্বন কর এবং সোজা হয়ে থাক। আর জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই স্বীয়কর্মের দ্বারা (পরকালে) পরিত্রাণ পাবে না।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনিও নন?' তিনি বললেন, "আমিও নই। তবে আল্লাহ আমাকে তাঁর অনুগ্রহে ও দয়াতে ঢেকে রেখেছেন।" *(মুসলিম ৭২৯৫নং)*

** উলামাগণ বলেন, 'ইস্তিক্বামাত' বা আল্লাহর দ্বীনে অটল থাকার অর্থ হল ঃ সর্ব কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর আনুগত্য করা। এটি একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ। এটি হল সকল কাজের জন্য এক সুন্দর নীতি। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।*

সদাচার অব্যাহত রাখার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنْفُسِهِمْ }[الرعد : ١١]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। *(সূরা রা'দ ১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أنْكَاثاً } [النحل : ٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত করে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। *(সূরা নাহল ৯২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ } [الحديد : ١٦]

অর্থাৎ, পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। *(সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا } [الحديد : ٢٧]

অর্থাৎ, এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। *(সূরা হাদীদ ২৭ আয়াত)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ((يَـا عبْـدَ اللهِ ! لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৪২) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা আমাকে বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হয়ো না, যে রাত্রে উঠে ইবাদত করত, অতঃপর সে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায ছেড়ে দিয়েছে।" *(বুখারী ১১৫২, মুসলিম ২৭৯০নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ».

(২৪৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "সেই (ধরনের) আমল আল্লাহর অধিক পছন্দনীয়, যে আমল নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া হয়; যদিও তা পরিমাণে কম হয়।" *(বুখারী ৬৪৬৪, মুসলিম ১৮-৬৬, মিশকাত ১২৪২নং)*

وعنها قالت قال رسول الله ﷺ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ ».

(২৪৪) উক্ত বর্ণনাকারিণী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা যতটা পরিমাণ আমল করতে সক্ষম ততটা আমল করতে অভ্যাসী হও। কারণ, আল্লাহ নিরুদ্যম হবেন না, বরং তোমরাই (বেশী আমল করতে গিয়ে) নিরুদ্যম হয়ে পড়বে। আর (আল্লাহ ও তাঁর) রসূল ﷺ-এর নিকট সেই আমল বেশী পছন্দনীয়, যা কম হলেও নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া হয়।" *(বুখারী ৫৮৬১, মুসলিম ৭৩০০নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: ((أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ)).

(২৪৫) উক্ত বর্ণনাকারিণী বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সব চাইতে বেশি প্রিয়?' উত্তরে তিনি বললেন, "নিরবচ্ছিন্নভাবে যা করা হয়; যদিও তা কম হয়।" *(বুখারী ৬৪৬৫, মুসলিম ১৮-৬৪নং)*

ত্যাগ ও সহমর্মিতা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ }[الحشر : ٩]

অর্থাৎ, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (অপরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। *(সূরা হাশ্‌র ৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً } [الدهر : ٨]

অর্থাৎ, আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে। *(সূরা দাহার ৮ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَت : وَالَّذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى ، فَقَالَتْ مِثلَ ذَلِكَ ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثلَ ذَلِكَ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ ، فَقَالَ

لامْرَأَتِهِ : أكرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

وفي روايةٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ : لاَ ، إلاَّ قُوتَ صِبيَانِي . قَالَ: فَعَلِّليهم بِشَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُوا العَشَاءَ فَنَوِّمِيهمْ ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأكُلُ . فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبيِّ ﷺ، فَقَالَ : ((لَقَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৪৬) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ‘আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি।’ আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, ‘সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সঙ্গে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই।’ অতঃপর অন্য স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সকল (স্ত্রী)ই ঐ একই কথা বললেন, ‘সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কোন কিছুই নেই।’ তারপর নবী ﷺ বললেন, “আজকের রাতে কে একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে?” এক আনসারী বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করব।’ সুতরাং তিনি তাকে সাথে ক’রে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানের খাতির কর।’

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আনসারী) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘তোমার নিকট কোন কিছু আছে কি?’ তিনি বললেন না, ‘কেবলমাত্র বাচ্চাদের খাবার আছে।’ তিনি বললেন, ‘কোন জিনিস দ্বারা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখবে এবং তারা যখন রাত্রে খাবার চাইবে, তখন তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। অতঃপর যখন আমাদের মেহমান (ঘরে) প্রবেশ করবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে এবং তাকে দেখাবে যে, আমরাও খাচ্ছি।’ সুতরাং তাঁরা সকলেই খাওয়ার জন্য বসে গেলেন; মেহমান খাবার খেল এবং তাঁরা দু’জনে উপবাসে রাত কাটিয়ে দিলেন। অতঃপর যখন তিনি সকালে নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, “তোমাদের দু’জনের আজকের রাতে নিজ মেহমানের সাথে তোমাদের ব্যবহারে আল্লাহ বিস্মিত হয়েছেন!” *(বুখারী ৩৭৯৮, মুসলিম ৫৪৮০নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي فَقَالَ هَيِّئِي طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ} .

(২৪৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মেহমান হয়ে এল। তিনি উম্মুল মুমিনীনদের কাছে কিছু আছে কি না তা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, তাঁদের কিছু পানি ছাড়া খাবার কিছু নেই। ফলে তিনি ঘোষণা করে বললেন, "কে এর মেহমান-নেওয়াযী করবে?" এ কথা শুনে আনসারদের এক ব্যক্তি বলল, 'আমি, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তাকে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মেহমানের খাতির কর।' স্ত্রী বলল, 'কিন্তু ঘরে তো বাচ্চাদের খাবার মত খাবার ছাড়া অন্য কিছু নেই।' স্বামী বলল, 'খাবার তৈরী কর। বাতি জ্বালিয়ে দাও। অতঃপর বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও!' মহিলা তাই করল। অতঃপর বাতি ঠিক করার ভান করে উঠে বাতিটাকে নিভিয়ে দিল। (নিয়ম হচ্ছে মেহমানের সাথে খাওয়া। কিন্তু খাবার ছিল মাত্র একজনের। ফলে মেহমানকে খেতে আদেশ করল এবং অন্ধকারে) তারা স্বামী-স্ত্রীতে এমন ভাব প্রকাশ করল যে, তারাও খানা খাচ্ছে! অতএব তারা উভয়ে বাচ্চাসহ উপবাসে রাত্রি অতিবাহিত করল! সকাল হলে লোকটি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, "গত রাত্রে তোমাদের উভয়ের কান্ড দেখে আল্লাহ হেসেছেন।"

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল,

{وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٩) سورة الحشر

অর্থাৎ, (মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে) যারা এ নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না; আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। *(সূরা হাশ্‌র ৯ আয়াত, বুখারী ৩৭৯৮, ৪৮৮৯নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأربَعَـةِ)) متفقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَـةٍ لِمُسلِمٍ عَـن جَـابرٍ ﷺ ، عَـنِ النَّبـيِّ ﷺ ، قَـالَ : ((طَعَـامُ الوَاحِـدِ يَكْفِـي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِية)) .

(২৪৮) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।" *(বুখারী ৫৩৯২, মুসলিম ৫৪৮৮-৫৪৮৯নং)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "একজনের খাবার দু'জনের জন্য, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।"

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدري ﷺ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَـةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصرِفُ بَصَرَهُ يَميناً وَشِمَالاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِـهِ

عَلَى مَنْ لاَ ظَهرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ)). فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ . رواه مسلم

(২৪৯) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। ইতিমধ্যে একটি লোক তার একটি সওয়ারীর উপর চড়ে (আমাদের নিকট) এল এবং ডানে ও বামে তার দৃষ্টি ফিরাতে লাগল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যার নিকট উদ্বৃত্ত সওয়ারী আছে, সে যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দেয়, যার নিকট কোন সওয়ারী নেই। আর যার নিকট উদ্বৃত্ত পাথেয় (খাদ্য) রয়েছে, সে যেন ঐ ব্যক্তিকে দেয়, যার কোন পাথেয় নেই।" এভাবে তিনি বিভিন্ন প্রকার মালের কথা উল্লেখ করলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, উদ্বৃত্ত মালে আমাদের কারো অধিকার নেই। *(মুসলিম ৪৬১৪নং)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ أَمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ ، فَقَالَتْ : نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ لأَكْسُوكَهَا ، فَأَخَذَهَا النَّبيُّ ﷺ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ ، فَقَالَ فُلانٌ : اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا ! فَقَالَ : ((نَعَمْ)) فَجَلَسَ النَّبيُّ ﷺ فِي المَجْلِسِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ : فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : مَا أَحْسَنْتَ ! لَبِسَهَا النَّبيُّ ﷺ مُحتَاجاً إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً ، فَقَالَ : إِنّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبِسَهَا ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي . قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ كَفَنَهُ . رواه البخاري

(২৫০) সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট একটি (হাতে) বুনা চাদর নিয়ে এল। সে বলল, 'আপনার পরিধানের জন্য চাদরটি আমি নিজ হাতে বুনেছি।' আল্লাহর রসূল ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি লুঙ্গীরূপে পরিধান ক'রে আমাদের সামনে আসলেন। তখন অমুক ব্যক্তি বলল, 'এটি আমাকে পরার জন্য দান ক'রে দিন। এটি কত সুন্দর!' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (তাই দেব।)" নবী ﷺ মজলিসে (কিছুক্ষণ) বসলেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে তা ভাঁজ করে ঐ লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা বলল, 'তুমি কাজটা ভাল করলে না। নবী ﷺ তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছিলেন, তবুও তুমি চেয়ে বসলে। অথচ তুমি জান যে, তিনি কারো চাওয়া রদ করেন না।' ঐ ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি তা পরার উদ্দেশ্যে চাইনি, আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যে, তা আমার কাফন হবে।' সাহ্ল বলেন, 'শেষ পর্যন্ত তা তাঁর কাফনই হয়েছিল।' *(বুখারী ১২৭৭নং)*

وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৫১) আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আশআরী গোত্রের লোকেদের যখন জিহাদের পাথেয় ফুরিয়ে যায় অথবা মদীনাতে তাদের পরিবার পরিজনদের খাদ্য কমে যায়, তখন তারা তাদের নিকট যা কিছু থাকে, তা সবই একটি কাপড়ে জমা করে।

অতঃপর তা নিজেদের মধ্যে একটি পাত্রে সমানভাবে বন্টন ক'রে নেয়। সুতরাং তারা আমার (দলভুক্ত) এবং আমিও তাদের (দলভুক্ত)।" *(বুখারী ২৪৮৬, মুসলিম ৬৫৬৪নং)*

عن إِبْرَاهِيم بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أُطَلِّقْهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا.....

(২৫২) ইব্রাহীম বিন সা'দ তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিমরা যখন মদীনায় এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রহমান বিন আওফ ও সা'দ বিন রাবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ক'রে দিলেন। তিনি আব্দুর রহমানকে বললেন, 'আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। আমার মালধন দুইভাগে ভাগ করে অর্ধেক তোমার রইল। আর আমার দুই স্ত্রী, তোমার যেটা পছন্দ, আমি সেটাকে তালাক দিয়ে দেব। অতঃপর তার ইদ্দত অতিবাহিত হলে তুমি তাকে বিবাহ কর!' *(বুখারী ৩৭৮০নং)*

দুনিয়াদারি ত্যাগ করার মাহাত্ম্য, দুনিয়া কামানো কম করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্রের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{إِنَّمَا مَثَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ والأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}[يونس: ٢٤]

অর্থাৎ, বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা ক'রে থাকি। *(সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } [الكهف : ٤٥-٤٦]

অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে

শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। *(সূরা কাহফ ৪৫-৪৬ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন,

{ اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ } [الحديد : ٢٠]

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা হাদীদ ২০ আয়াত)*

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المآبِ } [آل عمران : ١٤]

অর্থাৎ, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। *(আলে ইমরান ১৪)*

তিনি আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الْدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الغَرُورُ} [فاطر : ٥]

অর্থাৎ, হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কোন প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। *(সূরা ফাত্বির ৫ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন,

{ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ } [التكاثر : ١-٥]

অর্থাৎ, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা (মরে) কবরে উপস্থিত হও। কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি, কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। সত্যিই, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (ঐ প্রতিযোগিতার পরিণাম)। *(সূরা তাকাসুর ১-৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَا هذِهِ الحَياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ }

অর্থাৎ, এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত। *(সূরা আনকাবূত ৬৪ আয়াত)*

এ মর্মে প্রচুর আয়াত রয়েছে এবং হাদীসও অগণিত। তার মধ্যে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করছি ঃ-

عَن عَمرِو بنِ عَوفٍ الأنصَارِي ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيدَةَ بنَ الجَرَّاحِ ﷺ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأتِي بِجِزْيَتِهَا ، فَقَدِمَ بمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بقُدُومِ أَبي عُبَيْدَةَ ، فَوَافَوْا صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، انْصَرفَ ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: ((أَظُنُّكُمْ سَمعتُمْ أنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ؟)) فَقَالُوا : أَجَل ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : ((أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ مَا الفَقْرَ أخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّي أخْشَى أنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৫৩) আম্‌র ইবনে আউফ আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আবূ উবাইদাহ ইবনে জার্রাহকে জিযিয়া (ট্যাক্স) আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে (প্রচুর) মাল নিয়ে এলেন। আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শরীক হলেন। যখন তিনি নামায পড়ে (নিজ বাড়ি) ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তারা তাঁর সামনে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখে হেসে বললেন, "আমার মনে হয়, তোমরা আবূ উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু (মাল) নিয়ে এসেছে, তা শুনেছ।" তারা বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে। তবে আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি এ আশংকা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে। আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল।" *(বুখারী ৪০১৫, মুসলিম ২৯৬১নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ « إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا ». فَقَالَ رَجُلٌ أَوَيَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَلاَ يُكَلِّمُكَ قَالَ وَرُئِينَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ « إِنَّ هَذَا السَّائِلَ – وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ – إِنَّهُ لاَ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ

فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْـهُ الْمِـسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ)).....

(২৫৪) আবূ সাইদ খুদরী ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেন, "আমি আমার পরে তোমাদের উপর যে জিনিসের আশঙ্কা করছি তা হলো, দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা-সৌন্দর্য যা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।" তখন একজন সাহাবী বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ নিয়ে আসে?' নবী করীম ﷺ চুপ থাকলেন। ঐ লোকটিকে তখন বলা হলো, 'কি ব্যাপার তোমার, তুমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে কথা বলছো, কিন্তু তিনি তো তোমার সাথে কথা বলছেন না?' অতঃপর আমরা দেখলাম যে, তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। (অহী নাযিল শেষ হলে) তিনি ﷺ স্বীয় (মুখমন্ডল হতে) ঘাম মুছে বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি যেন তার প্রশংসাই করলেন। তারপর বললেন, "কল্যাণ কখনো অকল্যাণ নিয়ে আসে না। তবে নদী-নালা যেসব (উদ্ভিদ) উৎপন্ন করে, তা (অপরিমিত ভোজনে পশুর) মৃত্যু ঘটায় অথবা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। পক্ষান্তরে যে তৃণভোজী পশু তা ভক্ষণ করে এবং উদর পূর্ণ হলে সূর্যের দিকে মুখ করে (জাবর কাটে আর) মলমূত্র ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরতে শুরু করে (তার ক্ষতি করে না)। এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট এবং ঐ ধন মুসলিমের কতই উত্তম সাথী, যা থেকে সে দরিদ্র, অনাথ এবং পথচারীকে দান করে।" (বুখারী ১৪৬৫, মুসলিম ২৪৭০নং)

وَعَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: ((إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإنَّ اللّه تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُـرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)). رواه مسلم

(২৫৫) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং সাবধান হও নারীজাতির ব্যাপারে।" *(মুসলিম ৭১২৪নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إلاَّ عَيْشَ الآخِرَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৫৬) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন।" *(বুখারী ২৯৬১, মুসলিম ৪৭৭৪নং)*

عَنْ سَهْلٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ)).

(২৫৭) সাহল ইবসে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খন্দক খননের কাজ করছিলাম এবং ঘাড়ে করে মাটি বহন করছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবন ছাড়া প্রকৃত কোন জীবন নেই।

অতএব, তুমি মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের ক্ষমা করে দাও।” (বুখারী ৩৭৯৭, ৪৭৭৩নং)

وَعَن أنس بن مالك ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ : فَيَرْجِعُ اثْنَانِ ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيبْقَى عَمَلُهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৫৮) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে (সঙ্গে যায়)। দাফনের পর দু’টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথেই থেকে যায়। সে তিনটি হল তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল। দাফনের পর তার পরিবারবর্গ ও মাল ফিরে আসে। আর তার আমল তার সাথেই থেকে যায়।” *(বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ৭৬১৩নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسَاً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤساً قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَاللهِ ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ)). رواه مسلم

(২৫৯) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে?’ সে বলবে, ‘না। আল্লাহর কসম! হে প্রভু!’ আর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে (মাত্র একবার) চুবানোর পর বলা হবে, ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো কষ্ট দেখছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ গেছে?’ সে বলবে, ‘না। আল্লাহর কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি।” *(মুসলিম ৭২৬৬নং)*

وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي اليَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ)). رواه مسلم

(২৬০) মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের ক’রে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে।” *(মুসলিম ৭৩৭৬নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((أَيُّكُم يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدرْهَم ؟)) فَقَالُوا : مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ؟ ثُمَّ قَالَ : ((أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ؟)) قَالُوا : وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيّاً كَانَ عَيْباً ، إِنَّهُ أَسَكُّ

فَكَيْفَ وَهُوَ ميِّتٌ ! فَقَالَ : ((فوَاللهِ للدُّنْيَا أهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ)). رواه مسلم

(২৬১) জাবের ﷺ বর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাজারের পাশ দিয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় যে, তাঁর দুই পাশে লোকজন ছিল। অতঃপর তিনি ছোট কানবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগল ছানার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তার কান ধরে বললেন, "তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের পরিবর্তে এটাকে নেওয়া পছন্দ করবে?" তাঁরা বললেন, 'আমরা কোন জিনিসের বিনিময়ে এটা নেওয়া পছন্দ করব না এবং আমরা এটা নিয়ে করবই বা কি?' তিনি বললেন, "তোমরা কি পছন্দ কর যে, (বিনামূল্যে) এটা তোমাদের হোক?" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! যদি এটা জীবিত থাকত তবুও সে ছোট কানের কারণে দোষযুক্ত ছিল। এখন তো সে মৃত (সেহেতু একে কে নেবে)?' তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট এই মৃত ছাগল ছানাটা যতটা নিকৃষ্ট, দুনিয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট।" *(মুসলিম ৭৬০৭নং)*

وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبي ﷺ فِي حَرَّةٍ بِالمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فقال: ((يَا أَبَا ذَرٍّ)) قُلتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ : ((مَا يَسُرُّني أنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَباً تَمْضِي عَلَيَّ ثَلاَثَةُ أيّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إلاَّ شَيْءٌ أرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ، إلاَّ أنْ أقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهكَذَا)) عَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، ثُمَّ سَارَ ، فَقَالَ : ((إنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إلاَّ مَنْ قَالَ بالمَال هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا)) عَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ ومِنْ خَلْفِهِ ((وَقَلِيلٌ مَاهُمُ)) . ثُمَّ قَالَ لِي : ((مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ)) ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى ، فَسَمِعْتُ صَوتاً ، قَدِ ارْتَفَع ، فَتَخَوَّفْتُ أنْ يَكُونَ أحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبيِّ ﷺ ، فَأَرَدْتُ أنْ آتِيهِ فَذَكَرتُ قَوْلَه : ((لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ)) فَلَم أبْرَحْ حَتَّى أتَانِي ، فَقُلْتُ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوتاً تَخَوَّفْتُ مِنْهُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : ((وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟)) قُلتُ : نَعَمْ ، قَالَ : ((ذَاكَ جِبريلُ أتَانِي فَقَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ)) ، قلت : وَإنْ زَنَى وَإنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: ((وَإنْ زَنَى وَإنْ سَرَقَ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري

(২৬২) আবূ যার্র ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) নবী ﷺ-এর সাথে মদীনার কালো পাথুরে যমীনে হাঁটছিলাম। উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়ল। তিনি বললেন, "হে আবূ যার্র! এতে আমি খুশী নই যে, আমার নিকট এই উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে, এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হবে অথচ তার মধ্য হতে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে। অবশ্য তা থাকবে যা আমি ঋণ আদায়ের জন্য বাকী রাখব অথবা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করব।"

অতঃপর (কিছু আগে) চলে তিনি বললেন, "প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। অবশ্য সে নয় যে সম্পদকে (ফোয়ারার মত) এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে ব্যয় করে। কিন্তু এ রকম লোকের সংখ্যা নেহাতই কম।"

তারপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে (ফিরে) এসেছি।" এরপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলতে লাগলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হঠাৎ আমি এক জোর শব্দ শুনলাম। আমি ভয় পেলাম যে, কোন শত্রু হয়তো নবী ﷺ-এর সামনে পড়েছে। সুতরাং আমি তাঁর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, কিন্তু তাঁর কথা আমার স্মরণ হল, "তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে (ফিরে) এসেছি।" সুতরাং আমি তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকলাম। (তিনি ফিরে এলে) আমি বললাম, 'আমি এক জোর শব্দ শুনলাম, যাতে আমি ভয় পেলাম।' সুতরাং যা শুনলাম আমি তা তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, "তুমি শব্দ শুনেছিলে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ!' তিনি বললেন, "তিনি জিব্রাঈল ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না ক'রে মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' আমি বললাম, 'যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও কি?' তিনি বললেন, 'যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে।" *(বুখারী ৬৪৪৪, মুসলিম ২৩৫১নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً ، لَسَرَّنِي أنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلاَّ شَيْءٌ أرْصُدُهُ لِدَيْنٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৬৩) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এতে আনন্দিত হতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ ক'রে ফেলি।" *(বুখারী ২৩৮৯, মুসলিম ২৩৪৯নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((انْظُرُوا إلَى مَنْ هُوَ أسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ؛ فَهُوَ أجْدَرُ أنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِي : ((إذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالخَلْقِ ، فَلْيَنْظُرْ إلَى مَنْ هُوَ أسْفَلَ مِنْهُ)).

(২৬৪) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(দুনিয়ার ধন-দৌলত ইত্যাদির দিক দিয়ে) তোমাদের মধ্যে যে নীচে তোমরা তার দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকায়ো না। যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম ৭৬১৯নং, শব্দগুলি মুসলিমের)*

বুখারীর বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কেউ যখন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে তার থেকে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে এ বিষয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের।" *(বুখারী ৬৪৯০নং)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمِ ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ ، إنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ)). رواه البخاري

(২৬৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।" *(বুখারী ২৮৮৬নং)*

وَعَنهُ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ : إمَّا إزارٌ ، وَإِمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوا فِي أعنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أنْ تُرَى عَوْرَتُهُ . رواه البخاري

(২৬৬) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি সত্তরজন (আহলে সুফ্ফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে লুঙ্গী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দু'টি বস্ত্রই কারো কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত। সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা ক'রে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়!' *(বুখারী ৪৪২নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ)). رواه مسلم

(২৬৭) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত।" *(মুসলিম ৭৬০৬নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ ، فَقَالَ : ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَو عَابِرُ سَبِيلٍ)) . وَكَانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رواه البخاري

(২৬৮) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, "তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক।" আর ইবনে উমার ﷺ বলতেন, 'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমরা সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।' *(বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী, মিশকাত ১৬০৪নং)*

** এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামাগণ বলেন, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ো না এবং তাকে নিজের আসল ঠিকানা বানিয়ে নিও না। মনে মনে এ ধারণা করো না যে, তুমি তাতে দীর্ঘজীবী হবে। তুমি তার প্রতি যত্নবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো না। তার সাথে তোমার সম্পর্ক হবে ততটুক, যতটুক একজন প্রবাসী তার প্রবাসের সাথে রেখে থাকে। তাতে সেই বিষয়-বস্তু নিয়ে বিভোল হয়ে যেও না, যে বিষয়-বস্তু নিয়ে সেই প্রবাসী ব্যক্তি হয় না, যে স্বদেশে নিজের পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চায়। আর আল্লাহই তওফীক দাতা।*

وَعَن أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِي ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا

رَسُولَ اللّه ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أحَبَّنِي اللّهُ وَأحَبَّنِي النَّاسُ ، فَقَالَ : ((ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبّك اللّهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبّك النَّاسُ)). حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة

(২৬৯) আবুল আব্বাস সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কর্ম বলে দিন, আমি তা করলে যেন আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসে।' তিনি বললেন, "দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকেদের ধন-সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে।" *(ইবনে মাজাহ ৪১০২, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৪নং)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بن بَشِيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ، مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. رواه مسلم

(২৭০) নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ বলেন, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব ﷺ (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা ক'রে ফেলেছে সে কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না।' *(মুসলিম ৭৬৫২নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنهَا ، قَالَتْ : تُوُفِّي رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي ، فَأكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ . متفقٌ عَلَيْهِ

(২৭১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, 'রাসূলল্লাহ ﷺ এই অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন যে, তখন একটা প্রাণীর খেয়ে বাঁচার মত কিছু খাদ্য আমার ঘরে ছিল না। তবে আমার তাকের মধ্যে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে বেশ কিছুদিন আমি খেলাম। কিন্তু যখন একদিন মেপে নিলাম, সেদিনই তা শেষ হয়ে গেল।' *(বুখারী ৩০৯৭, মুসলিম ৭৬৪১নং)*

وَعَن عَمرو بنِ الحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَّةَ بنتِ الحَارِثِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ، رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَاراً ، وَلاَ دِرْهَماً ، وَلاَ عَبْداً ، وَلاَ أَمَةً ، وَلاَ شَيْئاً إلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيضَاءَ الَّتي كَانَ يَرْكَبُهَا ، وَسِلاَحَهُ ، وَأرْضاً جَعَلَهَا لاِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً . رواه البخاري

(২৭২) উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়্যাহ বিন্তে হারেসের ভাই আম্‌র ইবনে হারেস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুর সময় কোন দীনার, দিরহাম, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী এবং কোন জিনিসই ছেড়ে যাননি। তবে তিনি ঐ সাদা খচ্চরটি ছেড়ে গেছেন, যার উপর তিনি সওয়ার হতেন এবং তাঁর হাতিয়ার ও কিছু জমি; যা তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদকাহ ক'রে গেছেন।' *(বুখারী ৪৪৬১নং)*

وَعَن خَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ ﷺ ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّهِ تَعَالَى ، فَوَقَعَ أجْرُنَا عَلَى اللّهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأكُل مِنْ أجْرِهِ شَيْئاً ، مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ ﷺ ، قُتِلَ يَوْمَ

أُحُد ، وَتَرَكَ نَمِرَةً ، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ ، بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ ، بَدَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ ، وَنَجْعَلُ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا . متفقٌ عَلَيْهِ

(২৭৩) খাব্বাব ইবনে আরাত্ত্ ﷺ বলেন, 'আমরা আল্লাহর চেহারা (সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মদীনা) হিজরত করলাম। যার সওয়াব আল্লাহর নিকট আমাদের প্রাপ্য। এরপর আমাদের কেউ এ সওয়াব দুনিয়াতে ভোগ করার পূর্বেই বিদায় নিলেন। এর মধ্যে মুসআব ইবনে উমাইর ﷺ; তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলেন এবং শুধুমাত্র একখানা পশমের রঙিন চাদর রেখে গেলেন। আমরা (কাফনের জন্য) তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর পা বেরিয়ে গেল। আর পা ঢাকলে তাঁর মাথা বেরিয়ে গেল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, "তা দিয়ে ওর মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর 'ইযখির' ঘাস বিছিয়ে দাও।" আর আমাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছেন, যাঁদের ফল পেকে গেছে। আর তাঁরা তা সংগ্রহ করছেন।' *(বুখারী ১২৭৬, মুসলিম ২২২০নং)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِي ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ)). رواه الترمذي وقال: ((حديث حسن صحيح))

(২৭৪) সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি আল্লাহর নিকট মশার ডানার সমান দুনিয়ার (মূল্য বা ওজন) থাকত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।" *(তিরমিযী ২৩২০, ইবনে মাজাহ ৪১১০, মিশকাত ৫১৭৭ নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: ((أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا وَالاهُ، وَعَالِماً وَمُتَعَلِّماً)) رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسنٌ))

(২৭৫) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "শোনো! নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহর যিক্র এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইল্ম নয়।" *(তিরমিযী ২৩২২, ইবনে মাজাহ ৪১১২, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭০নং)*

وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الدُّنْيا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ ما فِيها إلاَّ ما ابْتُغي بِهِ وَجْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ)).

(২৭৬) আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সকল (পার্থিব বিষয় ও) বস্তুও। তবে সেই বস্তু (বা কর্ম) নয় যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশা করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৯নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا في الدُّنْيَا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديثٌ حسنٌ))

(২৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা জমি-জায়গা, বাড়ি-বাগান ও শিল্প-ব্যবসায় বিভোর হয়ে পড়ো না। কেননা, (তাহলে) তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" *(তিরমিযী ২৩২৮নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصّاً لَنَا ، فَقَالَ : ((مَا هَذَا ؟)) فَقُلْنَا : قَدْ وَهَى ، فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ ، فَقَالَ : ((مَا أَرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ)) . رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم ، وقال الترمذي : ((حديثٌ حسنٌ صحيحٌ))

(২৭৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এমতাবস্থায় যে, আমরা আমাদের একটি কুঁড়েঘর সংস্কার করছিলাম। তিনি বললেন, "এটা কী?" আমরা বললাম, 'কুঁড়ে ঘরটি দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, তাই আমরা তা মেরামত করছি।' তিনি বললেন, "আমি ব্যাপারটিকে (মৃত্যুকে) এর চাইতেও নিকটবর্তী ভাবছি।" *(আবূ দাউদ ৫২৩৮, তিরমিযী ২৩৩৫নং, বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে)*

وَعَن كَعبِ بنِ عِيَاضٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ، وفِتْنَةُ أُمَّتِي : المَالُ)) رواه الترمذي ، وقال : ((حديثٌ حسنٌ صحيحٌ))

(২৭৯) কা'ব ইবনে ইয়ায ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি; "প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে এবং আমার উম্মতের ফিত্‌না হচ্ছে মাল।" *(তিরমিযী ২৩৩৬নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ ﷺ ، أنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ ، وَهُوَ يَقْرَأُ : { أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ } قَالَ: ((يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي ، مالي ، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ؟!)) رواه مسلم

(২৮০) আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খীর ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম, এমতাবস্থায় যে, তিনি 'আলহাকুমুত তাকাসুর' অর্থাৎ, প্রাচুর্য্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। *(সূরা তাকাসুর)* পড়ছিলেন। তিনি বললেন, "আদম সন্তান বলে, 'আমার মাল, আমার মাল।' অথচ হে আদম সন্তান! তোমার কি এ ছাড়া কোন মাল আছে, যা তুমি খেয়ে শেষ ক'রে দিয়েছ অথবা যা তুমি পরিধান ক'রে পুরাতন ক'রে দিয়েছ অথবা সাদকাহ ক'রে (পরকালের জন্য) জমা রেখেছ।" *(মুসলিম ৭৬০৯নং)*

মুসলিম শরীফেরই অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "এ ছাড়া বাকী সব চলে যাবে এবং মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে।" *(মুসলিম ৭৬১১নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبيِّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : ((انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ ؟)) قَالَ : وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، ثَلاَثَ مَرَّات ، فَقَالَ : ((إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً ، فإِنَّ الفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ)). رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن)) .

(২৮১) আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালবাসি।' তিনি বললেন, "তুমি যা বলছ, তা চিন্তা করে বল।" সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালবাসি।' এরূপ সে তিনবার বলল। তিনি বললেন, "যদি তুমি আমাকে ভালবাসো, তাহলে দারিদ্রের জন্য বর্ম প্রস্তুত রাখো। কেননা, যে আমাকে ভালবাসবে স্রোত তার শেষ প্রান্তের দিকে যাওয়ার চাইতেও বেশি দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার নিকট আগমন করবে।" *(তিরমিযী ২৩৫০, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২৭নং)*

وَعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(২৮২) কা'ব ইবনে মালেক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতিকারক।" *(তিরমিযী ২৩৭৬নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً . فَقَالَ : ((مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)) رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(২৮৩) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা চাটাই-এর উপর শুলেন। অতঃপর তিনি এই অবস্থায় উঠলেন যে, তাঁর পার্শ্বদেশে তার দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি (আপনার অনুমতি হয়, তাহলে) আমরা আপনার জন্য নরম গদি বানিয়ে দিই।' তিনি বললেন, "দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো (এ) জগতে ঐ সওয়ারের মত যে (ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য) গাছের ছায়ায় থামল। পুনরায় সে চলতে আরম্ভ করল এবং ঐ গাছটি ছেড়ে দিল।" *(আহমাদ ২৭৪৪, তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনে মাজাহ ৪১০৯, মিশকাত ৫১৮৮ নং)*

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: « إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا ».

(২৮৪) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মুহাজিরদের দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা ধনশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম ৭৬৫৪নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَدْخُلُ الفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِئَةِ عَامٍ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث صحيح))

(২৮৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "গরীব মু'মিনরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী ২৩৫৩নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ

أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৮৬) ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীরাই গরীব লোক। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীরাই মহিলা।" *(বুখারী ৩২৪১, মুসলিম ৭১১৪নং)*

وَعَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّـةِ ، فَكَـانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِم إِلَى النَّارِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৮৭) উসামাহ ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমি বেহেশ্তের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সেখানে অধিকাংশ নিঃস্ব লোক রয়েছে। আর ধনবানরা তখনো (হিসাবের জন্য) অবরুদ্ধ রয়েছে। অথচ দোযখীদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি জান্নাতের দরজায় দন্ডায়মান হয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। আর ধনবান ব্যক্তিরা (তাদের ধনের হিসাব দেওয়ার জন্য) তখনও আটকে আছে। কিন্তু তখন জাহান্নামবাসীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ জারী হয়ে গেছে। আর আমি দোযখের দরজায় দন্ডায়মান হয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশ হল মহিলা।" *(বুখারী ৬৫৪৯ নং মুসলিম ২৭৩৬ নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((أَصْدَقُ كَلِمَـةٍ قَالَهَـا شَـاعِرٌ كَلِمَـةُ لَبِيـدٍ : ألاَ كُـلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৮৮) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে সত্য কথা যা কোন কবি বলেছেন, তা হল লাবীদ (কবির) কথা, (তিনি বলেছেন,) 'শোনো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল।" *(বুখারী ৩৮৪১নং)*

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِي وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَـا تَمَنَّـوْا الْمَـوْتَ)) لَتَمَنَّيْـتُ وَقَـالَ: ((يُـؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا التُّرَابَ أَوْ قَالَ فِي الْبِنَاءِ)).

(২৮৯) হারেষাহ বিন মুযার্রিব বলেন, আমরা খাব্বাব ﷺ-এর নিকট তাঁর অসুখে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এলাম। তখন তিনি (চিকিৎসার জন্য) দেহে সাত সাত বার দাগা নিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, 'আমার অসুখ লম্বা সময় ধরে রয়ে গেল। যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, "তোমরা মৃত্যু কামনা করো না।" তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।'

তিনি আরো বলেছেন, "মানুষের সমস্ত প্রকার খরচে সওয়াব লাভ হয়, কিন্তু মাটি অথবা

ঘর-বাড়ির খরচে নয়।” *(তিরমিযী ২৪৮৩নং)*

ইমাম ত্বাবারানী খাব্বাব ﷺ কর্তৃক হাদীসটিকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন, “ঘর-বাড়ি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে বান্দা যে অর্থই ব্যয় করে সেই অর্থেই সে সওয়াবপ্রাপ্ত হয়।” *(সহীহুল জামে’ ৪৫৬৬ ও ৮০০৭নং, বুখারীতেও রয়েছে এ বর্ণনা অন্য শব্দে। দ্রঃ ৫৬৭২নং)*

عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُكَ، فَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَيَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ، فَلا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَلا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا)).

(২৯০) ফুযালাহ বিন উবাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমি তোমার রসূল বলে সাক্ষ্য দিয়েছে তার জন্য তুমি তোমার সাক্ষাৎ লাভকে প্রিয় কর, তোমার তকদীর তার হক্কে সুপ্রসন্ন কর এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে অল্প প্রদান কর। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান রাখে না এবং আমি তোমার রসূল বলে সাক্ষ্য দেয় না, তার জন্য তোমার সাক্ষাৎ-লাভকে প্রিয় করো না, তোমার তকদীরকে তার হক্কে সুপ্রসন্ন করো না এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে বেশী বেশী প্রদান কর।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৫২০৩, ইবনে হিব্বান২০৮, সহীহুল জামে’ ১৩১১ নং)*

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ)).

(২৯১) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে সমূদয় চিন্তারাশীকে একই চিন্তা করে নেয়, কেবলমাত্র পরলোকের চিন্তা। আল্লাহ তার ইহলোকের চিন্তার জন্য যথেষ্ট হন। আর যার চিন্তারাজী ইহলৌকিক বিষয়ে শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট হয়, সে যে কোনও উপত্যকায় ধ্বংস হয় আল্লাহর তাতে কোন পরোয়া নেই।” *(হাকেম ৩৬৫৮নং, ইবনে মাজাহ ৪১০৬নং ইবনে মাসঊদ কর্তৃক)*

عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ)).

(২৯২) কাতাদাহ বিন নু’মান ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে দুনিয়াদারী থেকে ঠিক সেইরূপ বাঁচিয়ে নেন; যেরূপ তোমাদের কেউ তার রোগী ব্যক্তিকে পানি থেকে সাবধানে রাখে।” *(তিরমিযী ২০৩৬, হাকেম ৭৭৬৪, সহীহুল জামে’ ২৮২ নং)*

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ ((يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ؟)) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ قَالَ: ((ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟)) قَالَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ: ((فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا)).

(২৯৩) যাহহাক ইবনে সুফিয়ান আল-কিলাবী থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে যাহহাক! তোমার খাদ্য কী?" তিনি বললেন, 'মাংস এবং দুধ।' রাসূল ﷺ বললেন, "(খাওয়ার পর) এর অবস্থা কী হয়?" তিনি বললেন, '(খাওয়ার পর) এর অবস্থা যা হয়, তা তো আপনি ভালোভাবেই জানেন।' তখন তিনি ﷺ বললেন, "বরকতময় মহান আল্লাহ সেই জিনিসকে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা আদম সন্তানদের (পেট) থেকে নির্গত হয়।" (আহমাদ ১৫৭৪৭, সিঃ সহীহাহ ৩৮২নং)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إنّ اللَّهَ تعالى جَعَلَ الدُّنْيا كُلها قَلِيلاً وما بَقِيَ منها إلاَّ القَلِيلُ كالثَّغِبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وبَقِيَ كَدَرُهُ)).

(২৯৪) ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ সমগ্র দুনিয়াকেই বানিয়েছেন সামান্য। আর দুনিয়ার যা অবশিষ্ট আছে তা সামান্য। তা হলো সেই পুকুরের মতো, যার স্বচ্ছ পানিটুকু পান করা হয়েছে এবং ঘোলা পানিটুকু অবশিষ্ট রয়েছে।" (হাকেম ৭৯০৪, সিঃ সহীহাঃ ১৬২৫ সহীহুল জামে' ১৭৩৭, বুখারী ২৯৬৪নং)

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ارْتَحَلَتْ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتْ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ.

(২৯৫) আলী ইবনে আবূ ত্বালিব ﷺ বলেন, "দুনিয়া পেছনের দিকে চলেছে এবং আখেরাত সামনের দিকে আসছে, আর দু'টি জায়গাই মানুষ একান্তভাবে কামনা করে। তবে তোমরা আখেরাতের কামনাকরী হয়ে যাও, দুনিয়ার কামনাকারী হয়ো না। কেননা, আজকের দিন (দুনিয়ায়) কর্ম আছে, হিসাব (গ্রহণ) নেই। আর কাল (আখেরাতে) হিসেব (গ্রহণ) থাকবে, কিন্তু কর্ম থাকবে না।" (বুখারী ৬৪১৭নং এর আগে)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ اللِّبَاسِ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي)).

(২৯৬) আবূ উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা খাবে রকমারি খাবার, পান করবে রকমারি পানীয়, পরিধান করবে রকমারি পোশাক এবং তারা আবোল-তাবোল বাজে বকবে। এরাই হবে আমার উম্মতের নিকৃষ্টতম লোক।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ৭৩৮৯, আওসাত্ব ২৩৫১, সঃ তারগীব ২০৮৮নং)*

وعن عمر قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف . قلت : يا رسول الله : ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله . فقال

: " أو في هذا أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبتاتهم في الحياة الدنيا " . وفي رواية : " أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ " . متفق عليه

(২৯৭) উমার ﷺ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। তাঁর দেহ ও চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানা ছিল না। তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাই-এর স্পষ্ট দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর বগলে ছিল খেজুর গাছের চোকার বালিশ! তা দেখে উমার কেঁদে ফেললেন। আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "হঠাৎ কেঁদে উঠলে কেন, হে উমার?" উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! পারস্য ও রোম-সম্রাট কত সুখ-বিলাসে বাস করছে। আর আপনি আল্লাহর রসূল হয়েও এ অবস্থায় কালাতিপাত করছেন? আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আপনার উম্মতকে পার্থিব সুখ-সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। পারস্য ও রোমবাসীদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী দান করেছেন, অথচ তারা তাঁর ইবাদত করে না!' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, "হে উমার! এ ব্যাপারে তুমি এমন কথা বল? ওরা হল এমন জাতি, যাদের সুখ-সম্পদকে এ জগতেই ত্বরান্বিত করা হয়েছে। তুমি কি চাও না যে, ওদের সুখ ইহকালে আর আমাদের সুখ পরকালে হোক?" *(বুখারী ৫১৯১, মুসলিম ৩৭৬৮, মিশকাত ৫২৪০নং)*

অল্পে তুষ্টি, চাওয়া হতে দূরে থাকা এবং মিতাচারিতা ও মিতব্যয়িতার মাহাত্ম্য এবং অপ্রয়োজনে চাওয়ার নিন্দাবাদ

আল্লাহ তাআলা বলেন, {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا}[هود : ٦]

অর্থাৎ, আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার রুযী আল্লাহর দায়িত্বে নেই। *(সূরা হূদ ৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} [البقرة : ٢٧٣]

অর্থাৎ, (দান) অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে ঘোরা-ফেরা করতে পারে না। তারা কিছু চায় না বলে, অবিবেচক লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে; তারা লোকেদের কাছে নাছোড় বান্দা হয়ে যাচ্ঞা করে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} [الفرقان : ٦٧]

অর্থাৎ, যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্য ও করে না; বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। *(সূরা ফুরকান ৬৭ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ}

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমার আহার্য যোগাবে। *(সূরা যারিয়াত ৫৬-৫৭ আয়াত)*

এ ব্যাপারে পূর্বের দুই পরিচ্ছেদে অধিকাংশ হাদীস পার হয়েছে। আরো কিছু হাদীস নিম্নরূপঃ-

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ الغِنَى عَن كَثْرَةِ العَرَض ، وَلكِنَّ الغِنَـى غِنَـى النَّفْسِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৯৮) আবূ-হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "বিষয় সম্পদের আধিক্য ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা।" *(বুখারী ৬৪৪৬, মুসলিম ২৪৬৭নং)*

عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَرَى كَثْرَةَ المَالِ هُوَ الْغِنَى؟ قلت نعم يا رسول الله، قال أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله قال: إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ.

(২৯৯) আবূ যার্র ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন "হে আবূ যার! তুমি কি বিষয়-সম্পদের আধিক্যকে ধনবত্তা মনে কর?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি ধন-মালের স্বল্পতাকে দরিদ্রতা মনে কর?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "বরং প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা। আর প্রকৃত দরিদ্রতা হল অন্তরে দরিদ্রতা।" (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ৬৮৫, হাকেম ৭৯২৯, সঃ তারগীব ৮২৭নং)

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أن رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((قَـدْ أَفْلَـحَ مَـنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ)). رواه مسلم

(৩০০) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন।" *(মুসলিম ২৪৭৩নং)*

عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا (بحذافيرها).

(৩০১) উবাইদুল্লাহ বিন মিহস্বান খাত্বমী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে প্রতি দিনের খাবার আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে।" *(তিরমিযী ২৩৪৬, ইবনে মাজাহ ৪১৪১নং)*

وَعَن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﷺ ، قَالَ : سألتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ : ((يَا حَكِيم ، إنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بإِشْرَافِ نَفسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، وَاليَدُ الْعُلْيَا خَيْـرٌ مِـنَ

اليَدِ السُّفْلَى)) قَالَ حَكِيم : فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ يَدْعُو حَكيماً لِيُعْطِيَه العَطَاء ، فَيَأبَى أنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً ، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ ﷺ دَعَاهُ لِيُعْطِيَه فَأَبَى أنْ يَقْبَلَهُ . فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ ، أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيمٍ أنِّي أعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللهُ لَهُ فِي هَذَا الفَيءِ فَيَأبَى أَنْ يَأخُذَهُ . فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوُفِّي . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০২) হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি আমাকে দিলেন। আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর বললেন, "হে হাকীম! এ সম্পদ শ্যামল-সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি (লোভহীন) প্রশস্ত হৃদয়ে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে না। আর সে হবে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপর হাত নিচু হাত হতে উত্তম।" (দাতা গ্রহীতা হতে উত্তম।) হাকীম বলেন, আমি বললাম, 'যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত আমি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করব না।' তারপর আবূ বাক্র ﷺ হাকীমকে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। অতঃপর উমার ﷺ তাঁকে কিছু দেওয়ার জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। উমার ﷺ বললেন, "হে মুসলিমগণ! হাকীমের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমি তাঁর কাছে 'ফাই' থেকে তাঁর প্রাপ্য পেশ করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে।" (সত্য সত্যই) হাকীম নবী ﷺ-এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন মানুষের নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করেননি। *(বুখারী ১৪৭২, মুসলিম ২৪৩৪নং)*

('ফাই' সেই মালকে বলা হয়, যা বিনা যুদ্ধে শত্রুপক্ষ ত্যাগ করে পালিয়ে যায় অথবা যা সন্ধির মাধ্যমে লাভ হয়। পক্ষান্তরে যে মাল দস্তুরমত যুদ্ধ ক'রে জয়যুক্ত হয়ে অর্জিত হয় তাকে 'মালে গনীমত' বলা হয়।)

وَعَن أَبِي بُردَةَ ، عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ ، فَنقِبَت أَقدَامُنَا وَنَقِبَت قَدَمِي ، وَسَقَطَت أظْفَارِي ، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أرْجُلِنا الخِرَقَ ، فَسُمِّيَت غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أرْجُلِنَا مِنَ الخِرَقِ ، قَالَ أَبُو بُردَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الحَدِيثِ ، ثُمَّ كَرِه ذَلِكَ ، وَقَالَ : مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأنْ أذْكُرَهُ ! قَالَ : كأنَّهُ كَرِهَ أنْ يَكُونَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ أفْشَاهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৩) আবূ বুরদাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আবূ মুসা আশআরী ﷺ বলেন, "কোন যুদ্ধে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। আমরা ছিলাম ছ'জন। আমাদের একটি মাত্র উঁট ছিল। পর্যায়ক্রমে এক এক ক'রে আমরা তার পিঠে আরোহন করলাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে গেল। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, খসে গেল নখগুলো। এ কারণে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া বাঁধলাম। এ জন্য এ যুদ্ধকে 'যাতুর রিকা' (নেকড়া-ওয়ালা) যুদ্ধ বলা

হয়। কেননা, এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দিয়ে পটি বেঁধেছিলাম।”

আবূ মূসা ﷺ উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলেন, ‘আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না।’ সম্ভবতঃ তিনি পছন্দ করতেন না যে, তাঁর কিছু আমল তিনি প্রকাশ করুন। *(বুখারী ৪১২৮, মুসলিম ৪৮০২নং)*

وَعَن عَمرو بنِ تَغْلِبَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَّمَهُ ، فَأعْطَى رِجَالاً ، وَتَرَكَ رِجَالاً ، فَبَلَغَهُ أنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ اللهَ ، ثُمَّ أثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((أمَّا بعْدُ ، فَواللهِ إنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أدَعُ أحَبُّ إلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي ، وَلَكِنِّي إنَّمَا أُعْطِي أقْوَاماً لِمَا أرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ ، وَأكِلُ أقْوَاماً إلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِم مِنَ الغِنَى وَالخَيْرِ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ)) قَالَ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ : فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ . رواه البخاري

(৩০৪) আম্‌র ইবনে তাগলিব ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মাল অথবা যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসা হল। অতঃপর তিনি তা বন্টন করলেন। তিনি কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে ছাড়লেন। তারপর তিনি খবর পেলেন যে, যাদেরকে তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। সুতরাং তিনি (ভাষণের প্রারম্ভে) আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করলেন, অতঃপর বললেন, “আম্মা বা’দ! আল্লাহর কসম! আমি কাউকে দিই এবং কাউকে ছাড়ি। যাকে ছাড়ি সে আমার নিকট ঐ ব্যক্তি চেয়ে উত্তম, যাকে দিই। কিন্তু আমি কিছু লোককে কেবলমাত্র এই জন্য দিই যে, আমি তাদের অন্তরে অস্থিরতা ও উদ্বেগ লক্ষ্য করি এবং অন্য কিছু লোককে আমি ঐ ধনবত্তা ও কল্যাণের দিকে সঁপে দিই, যা আল্লাহ তাদের অন্তরে নিহিত রেখেছেন। তাদের মধ্যে আম্‌র ইবনে তাগলিব একজন।”

আম্‌র ইবনে তাগলিব বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথার বিনিময়ে লাল উঁট নেওয়াও পছন্দ করি না।’ *(বুখারী ৯২৩নং)*

وَعَن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﷺ ، أنّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ)). متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر.

(৩০৫) হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, “উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (হারাম ও ভিক্ষা করা থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবশূন্য ক’রে দেন।” *(বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর ১৪২৭নং, মুসলিমের শব্দগুচ্ছ অধিকতর সংক্ষিপ্ত ২৪৩৩নং)*

وَعَن أَبي عَبدِ الرَّحمَانِ مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفيَانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تُلْحِفُوا فِي

الْمَسْأَلَةِ ، فَوَاللهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً ، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئاً وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ)). رواه مسلم

(৩০৬) আবূ আব্দুর রহমান মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফয়ান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা নাছোড় বান্দা হয়ে যাচ্ঞা করো না। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার নিকট কোন কিছু চাইবে, অতঃপর আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি আমার কাছ থেকে কিছু বের হয় (কাউকে কিছু দিই), তাহলে তাতে বরকত হবে না।" *(মুসলিম ২৪৩৭নং)*

وَعَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ عَوفِ بنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : ((أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ)) وَكُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثمَّ قَالَ : ((أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)) فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا ، وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعنَاكَ فَعَلامَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : ((عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَتُطِيعُوا اللهَ)) وأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيفَةً ((وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً)). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيّاهُ . رواه مسلم

(৩০৭) আবূ আব্দুর রহমান আওফ ইবনে মালিক আশজাঈ ﷺ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ৯ জন অথবা ৮ জন অথবা ৭ জন লোক ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে বায়আত করবে না?" (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন) অথচ আমরা কিছু সময় পূর্বেই তাঁর সাথে বায়আত ক'রে ফেলেছি। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো আপনার সাথে বায়আত ক'রে ফেলেছি।' পুনরায় তিনি বললেন, "তোমরা কি রাসূলুল্লাহর সাথে বায়আত করবে না?" সুতরাং আমরা নিজেদের হাতগুলো বিস্তার করলাম এবং বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার সাথে বায়আত করেছি। সুতরাং এখন কোন্ কথার উপর আপনার সাথে বায়আত করব?' তিনি বললেন, "এ কথার উপর যে, তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়বে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে।" আর একটি কথা তিনি চুপিসারে বললেন, "তোমরা লোকদের নিকট কোন কিছু চাইবে না।" অতঃপর আমি (বায়আত গ্রহণকারীদের) মধ্যে কিছু লোককে দেখছি যে, তাঁদের মধ্যে কারো চাবুক যদি যমীনে পড়ে যেত, তাহলে তিনি কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলতেন না। (বরং স্বয়ং সওয়ারী থেকে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন।) *(মুসলিম ২৪৫০নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ((لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৮) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তো (সে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে,) তার চেহারায় কোন মাংস টুকরা থাকবে না।" *(বুখারী ১৪৭৪, মুসলিম ২৪৪৫নং)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : ((اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَاليَدُ العُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৯) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের উপর আরোহণ ক'রে বললেন এবং তিনি সাদকাহ ও ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। (এই সুযোগে) তিনি বললেন, "উঁচু হাত নিচু হাত চেয়ে উত্তম, আর দানকারীর হাত হচ্ছে উঁচু হাত এবং ভিক্ষাকারী হাত হচ্ছে নিচু হাত।" *(বুখারী ১৪২৯, মুসলিম ২৪৩২নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً فإنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً ؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ)). رواه مسلم

(৩১০) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধি করার জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, সে আসলে আগুনের আঙ্গার ভিক্ষা ক'রে থাকে। ফলে (সে এখন তা) অল্প ভিক্ষা করুক অথবা বেশী।" *(মুসলিম ২৪৪৬নং)*

وَعَن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ المَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، إلاَّ أنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطاناً أَوْ في أمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩১১) সামুরাহ ইবনে জুন্দুব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ভিক্ষা করা এক জখম করার কাজ, তা দ্বারা মানুষ নিজ চেহারাকে জখম করে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি বাদশাহর কাছে চায় অথবা নিরুপায় হয়ে চায় (তাহলে তা স্বতন্ত্র)।" *(তিরমিযী ৬৮১, নাসাঈ ২৬০০নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأنْزَلَهَا بالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أنْزَلَهَا باللهِ ، فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن))

(৩১২) ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে অভাবগ্রস্ত হয় এবং তার অভাব লোকেদের নিকট প্রকাশ করে, তার অভাব দূর করা হয় না। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর নিকট প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে শীঘ্র অথবা বিলম্বে জীবিকা প্রদান করেন।" *(আবূ দাউদ ১৬৪৭, তিরমিযী ২৩২৬নং)*

وَعَن ثَوبَانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَكَفَّلَ لِي أنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً ، وَأتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟)) فَقُلتُ : أنَا ، فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أحَداً شَيْئاً . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৩১৩) সাওবান ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি আমার জন্য এ কথার জামিন হবে যে, সে লোকেদের নিকট কোন কিছু চাইবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব।" আমি বললাম, 'আমি (এর জামিন)।' সুতরাং সাওবান কারো নিকট কোন কিছু চাইতেন না। *(আবূ দাউদ ১৬৪৫নং)*

وَعَن أَبي بشْرٍ قَبيصَةَ بنِ الْمُخَارِقِ ﷺ ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أسْأَلُهُ فِيهَا ،

فَقَالَ : ((أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا)) ثُمَّ قَالَ : ((يَا قَبِيصةُ ، إنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إلاَّ لأَحَدِ ثلاثةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَها ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيش – أَوْ قَالَ : سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ – وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ. فَحلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِن عَيش ، أَوْ قَالَ : سِدَاداً مِن عَيشٍ ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المسألَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ ، يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً)). رواه مسلم

(৩১৪) আবূ বিশ্‌র ক্বাবীস্বাহ ইবনে মুখারেক ﷺ বলেন, একবার এক অর্থদন্ডের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে থাকলে আমি সে ব্যাপারে সাহায্য নিতে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, "সাদকার মাল আসা পর্যন্ত তুমি অবস্থান কর। এলে তোমাকে তা দেওয়ার আদেশ করব।" অতঃপর তিনি বললেন, "হে ক্বাবীস্বাহ! তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য চাওয়া বৈধ নয়; (১) যে ব্যক্তি অর্থদন্ডে পড়বে (কারো দিয়াত বা জরিমানা দেওয়ার যামিন হবে), তার জন্য চাওয়া হালাল। অতঃপর তা পরিশোধ হয়ে গেলে সে চাওয়া বন্ধ করবে। (২) যে ব্যক্তি দুর্যোগগ্রস্ত হবে এবং তার মাল ধ্বংস হয়ে যাবে, তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত চাওয়া বৈধ, যতক্ষণ তার সচ্ছল অবস্থা ফিরে না এসেছে। (৩) যে ব্যক্তি অভাবী হয়ে পড়বে এবং তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী লোক এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, অমুক অভাবী, তখন তার জন্য চাওয়া বৈধ। আর এ ছাড়া হে ক্বাবীস্বাহ অন্য লোকের জন্য চেয়ে (মেগে) খাওয়া হারাম। সে মাল খেলে হারাম খাওয়া হবে।" *(মুসলিম ২৪৫১নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ المسكينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلكِنَّ المِسكينَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنىً يُغْنِيهِ ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক গ্রাস ও দু'গ্রাস এবং একটি খেজুর ও দু'টি খেজুরের জন্য যে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় সে মিসকীন নয়। (আসলে) মিসকীন তো সেই, যার কাছে (অপর থেকে) অমুখাপেক্ষী হওয়ার মত মাল নেই এবং (বাহ্যতঃ) তাকে গরীবও বুঝায় না যে, তাকে সাদকাহ দেওয়া যাবে। আর সে উঠে লোকের কাছে চায়ও না।" *(বুখারী ১৪৭৯, মুসলিম ২৪৪০নং)*

عن مغفل بن يسار (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يقولُ ربُّكم تبارك وتعالى: يا ابنَ آدم تفَرَّغْ لعبادتي أملأ قلبَك غنًى، وأملأ يديك رزقًا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأمْلأ قَلبَك فقرًا، وأملأ يديك شُغْلاً)).

(৩১৬) মা'কাল বিন ইয়াসার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে নিরত হও, আমি তোমার হৃদয়কে ধনবত্তায় এবং উভয় হাতকে রুযীতে ভরে দেব। হে আদম সন্তান! আমার নিকট থেকে দূরে

সরে যেয়ো না। নচেৎ তোমার হৃদয়কে অভাব দিয়ে এবং উভয় হাতকে কর্মব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব।” *(হাকেম ৭৯২৬, ত্বাবারানী ১৬৮৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৫৯নং)*

عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كانت الدنيا همه، فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة».

(৩১৭) যায়দ বিন ষাবেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা (লক্ষ্য) ইহলৌকিক সুখভোগ (দুনিয়াদারীই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তার দারিদ্রকে তার দুই চক্ষুর সামনে করে দেন, আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয় যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য (ও পরম লক্ষ্য) পারলৌকিক সুখভোগ (আখেরাতই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক করে দেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা (ধনবত্তা) ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার (সুখসামগ্রী) তার নিকট এসে উপস্থিত হয়।” *(ইবনে মাজাহ ৪১০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৫০ নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ».

(৩১৮) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের উপরে যারা তাদের দিকে দেখো না; বরং তোমার নিচে যারা তাদের দিকে দেখ। যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে তুচ্ছজ্ঞান না কর।” *(বুখারী ৬৪৯০ ভিন্ন শব্দে, মুসলিম ৭৬১৯নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ ((اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ))

(৩১৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় আ’বেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ধনী হবে। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু’মিন বিবেচিত হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়।” *(আহমাদ ৮০৯৫, তিরমিযী ২৩০৫নং, সহীহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا ، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ)).

(৩২০) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে আবূ হুরাইরা! তুমি নিজের মধ্যে আল্লাহভীরুতা নিয়ে এস, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে। আর অল্পে পরিতুষ্ট হও, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশী কৃতজ্ঞ হয়ে যাবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন গণ্য হবে। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম বিবেচিত হবে। আর হাসি কম কর, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়।" *(বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ ২৫২, ইবনে মাজা ৪২১৭নং)*

মরণকে স্মরণ এবং কামনা-বাসনা কম করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }[آل عمران : ١٨٥]

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা আলে ইমরান ১৮৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيِّ أرْضٍ تَمُوتُ } [لقمان : ٣٤]

অর্থাৎ, কেউ জানে না আগামী কাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। *(সূরা লুকমান ৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ فَإِذَا جَاءَ أجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ } [النحل : ٦١]

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব অথবা অগ্রগামী করতে পারে না। *(সূরা নাহল ৬১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هم الْخَاسِرُونَ، وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } [المنافقون : ٩-١١]

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে

যে রুযী দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দেবেন না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يبْعَثُونَ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَومَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءلُونَ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، تَلْفَحُ وَجوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ } إِلَى قَوْله تَعَالَى : { ...كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْئَلِ العَادِّينَ، قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ } [المؤمنون: ٩٩–١١٥]

অর্থাৎ, যখন তাদের (অবিশ্বাসী ও পাপীদের) কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ কর। যাতে আমি আমার ছেড়ে আসা জীবনে সৎকর্ম করতে পারি।' না এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না। সুতরাং যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের (নেকীর) পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হতো না? অথচ তোমরা সেগুলিকে মিথ্যা মনে করতে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় অবিশ্বাস করি তাহলে অবশ্যই আমরা সীমালংঘনকারী হব।' আল্লাহ বলবেন, "তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।" তিনি বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?' তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম এক

দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে; যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?' *(সূরা মু'মিনূন ৯৯-১১৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمِ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } [الحديد : ١٦]

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। *(সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত)*

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। (হাদীস নিম্নরূপ ঃ-)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ ، فَقَالَ : ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَو عَابِرُ سَبِيلٍ)) . وَكَانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رواه البخاري

(৩২১) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, "তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক।" আর ইবনে উমার ﷺ বলতেন, 'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।' *(বুখারী ৬৪১৬নং)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، هَذَا لفظ البخاري .

وفي روايةٍ لمسلمٍ : ((يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ)) قَالَ ابنُ عُمَرَ : مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي .

(৩২২) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে মুসলমানের নিকট অসিয়ত করার মত কোন কিছু আছে, তার জন্য দু' রাত কাটানো জায়েয নয়; এমন অবস্থা ছাড়া যে, তার অসিয়ত-নামা তার নিকট লিখিত (প্রস্তুত) থাকা উচিত।" *(বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ৪২৯৪নং, শব্দগুলি বুখারীর)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় তিন রাত কাটানোর কথা রয়েছে। ইবনে উমার ﷺ বলেন, 'আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমার উপর এক রাতও পার

হয়নি এমন অবস্থা ছাড়া যে আমার অসিয়ত-নামা আমার নিকট প্রস্তুত আছে।’

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : خَطَّ النَّبيُّ ﷺ خُطُوطاً ، فَقَالَ : ((هَذَا الإنْسَانُ ، وَهَذَا أجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إذْ جَاءَ الخَطُّ الأَقْرَبُ)). رواه البخاري

(৩২৩) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, একবার নবী ﷺ কয়েকটি রেখা আঁকলেন এবং বললেন, “এটা হল মানুষ, (এটা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা) আর এটা হল তার মৃত্যু, সে এ অবস্থার মধ্যেই থাকে; হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (অর্থাৎ, মৃত্যু) এসে পড়ে।” *(বুখারী ৬৪১৮নং)*

وَعَن ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : خَطَّ النَّبيُّ ﷺ خَطّاً مُرَبَّعاً ، وَخَطَّ خَطّاً في الوَسَطِ خَارِجاً مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطَطاً صِغَاراً إلَى هَذَا الَّذِي في الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي في الوَسَط ، فَقَالَ : ((هَذَا الإنْسَانُ، وَهذَا أجَلُهُ مُحيطاً بِهِ ـ أَوْ قَدْ أحَاطَ بِهِ ـ وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أمَلُهُ ، وَهذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ ، فَإنْ أخْطَأَهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا ، وَإنْ أخْطَأَهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا)). رواه البخاري

(৩২৪) ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন যেটি চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেল। তারপর দু পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভিতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন, “এ মাঝামাঝি রেখাটা হল মানুষ। আর চতুর্ভুজটি হল তার মৃত্যু; যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি হল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানা রকম বিপদাপদ। যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি তাকে আক্রমণ করে।” *(বুখারী ৬৪১৭নং)*

* এর নক্সা নিম্নরূপঃ-

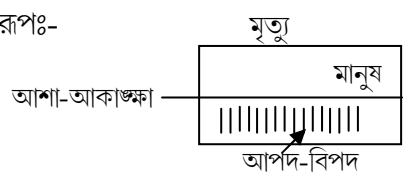

وَعن أبي هريرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ)) يَعْنِي : المَوْتَ . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩২৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আনন্দনাশক বস্তু অর্থাৎ, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।” *(তিরমিযী ২৩০৭নং)*

وَعَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ﷺ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ ، فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا اللهَ ، جَاءتِ الرَّاجِفَةُ ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ)) قُلْتُ : يَا رَسُول اللهِ ، إنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ ، فَكَمْ أجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي ؟ فَقَالَ : ((مَا شِئْتَ)) قُلْتُ : الرُّبُع ، قَالَ : ((مَا شِئْتَ ، فَإنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) قُلْتُ : فَالنِّصْف ؟ قَالَ : ((مَا شِئْتَ ، فَإنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) قُلْتُ : فالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : ((مَا شِئْتَ ، فَإنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ

لَكَ)) قُلْتُ : أجعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ : ((إذاً تُكْفَى هَمَّكَ ، وَيُغْفَر لَكَ ذَنْبُكَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩২৬) উবাই ইবনে কা'ব ﷺ থেকে বর্ণিত যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, "হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। কম্পনকারী (প্রথম ফুৎকার) এবং তার সহগামী (দ্বিতীয় ফুৎকার) চলে এসেছে এবং মৃত্যুও তার ভয়াবহতা নিয়ে হাজির।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি (আমার দুআতে) আপনার উপর দরূদ বেশি পড়ি। অতএব আমি আপনার প্রতি দরূদ পড়ার জন্য (দুআর) কতটা সময় নির্দিষ্ট করব?' তিনি বললেন, "তুমি যতটা ইচ্ছা কর।" আমি বললাম, 'এক চতুর্থাংশ?' তিনি ﷺ বললেন, "যতটা চাও। যদি তুমি বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে।" আমি বললাম, 'অর্ধেক (সময়)?' তিনি বললেন, "তুমি যা চাও; যদি বেশি কর, তাহলে তা ভাল হবে।" আমি বললাম, 'দুই তৃতীয়াংশ?' তিনি বললেন, "তুমি যা চাও (তাই কর)। যদি বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম।" আমি বললাম, 'আমি আমার (দুআর) সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব!' তিনি বললেন, "তাহলে তো (এ কাজ) তোমার দুশ্চিন্তা (দূর করার) জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপকে মোচন করা হবে।" *(তিরমিযী ২৪৫৭নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ)).

(৩২৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুটি জিনিসের জন্য বৃদ্ধের হৃদয় সদা যুবকের মতো থাকে; দুনিয়ার মহব্বত এবং সুদীর্ঘ আশা।" *(বুখারী ৬৪২০নং)*

উপবাস, রুক্ষ ও নীরস জীবন যাপন করা, পানাহার ও পোশাক ইত্যাদি মনোরঞ্জনমূলক বস্তুতে অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব বর্জন করার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً } [مريم : ٥٩-٦٠]

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে; তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। *(সূরা মারয়্যাম ৫৯-৬০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ

لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَواب اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً }

অর্থাৎ, কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বাহির হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক্ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না। *(সূরা কাস্বাস ৭৯-৮০ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন,

{ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ } [التكاثر : ٨]

অর্থাৎ, এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। *(সূরা তাকাষুর ৮)*

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً } [الإسراء : ١٨]

অর্থাৎ, কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ১৮ আয়াত)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ . متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية : مَا شَبعَ آلُ محمّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلاثَ لَيَالٍ تِبَاعاً حَتَّى قُبِضَ .

(৩২৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিজন তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত ক্রমাগত দু'দিন যবের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পাননি।' *(বুখারী ৫৪১৬, মুসলিম ৭৬৩৩নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিজন মদীনায় আগমনের পর থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত ক্রমাগত তিনদিন পর্যন্ত গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পাননি।'

وَعَن عُروَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللهِ، يَا ابْنَ أُخْتِي، إنْ كُنَّا نَنْظُرُ إِلَى الهِلاَلِ ، ثُمَّ الهِلال : ثَلاَثَةُ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ. قُلْتُ : يَا خَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ قَالَت : الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالمَاءُ ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، وكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَا . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত, তিনি (একবার) উরওয়াহ ﷺ-কে বললেন, 'হে ভগিনীপুত্র! আমরা দু'মাসের মধ্যে তিনবার নয়া চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গৃহসমূহে (রান্নার) জন্য আগুন জ্বালানো হত না।' উরওয়াহ বললেন, 'খালা! তাহলে আপনারা কী খেয়ে জীবন কাটাতেন?' তিনি বললেন, 'কালো দু'টো জিনিস

দিয়ে। অর্থাৎ, শুকনো খেজুর আর পানিই (আমাদের খাদ্য হত)। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশী কয়েকজন আনসারী সাহাবীর দুগ্ধবতী উটনী ও ছাগী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দুধ পাঠতেন, তখন তিনি আমাদেরকে তা পান করাতেন।' *(বুখারী ২৫৬৭, মুসলিম ৭৬৪২নং)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ ، عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَومٍ بَيْنَ أَيدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يأْكُلَ . وَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ . رواه البخاري

(৩৩০) আবূ সাঈদ মাক্ববুরী বলেন, একদা আবূ হুরাইরাহ ﷺ একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে ভুনা বকরী ছিল। তারা তাঁকে (খেতে) ডাকল। তিনি খেতে রাজী হলেন না এবং বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোন দিন যবের রুটিও পেট পুরে খাননি।' *(বুখারী ৫৪১৪নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : لَمْ يَأكُلِ النَّبيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ ، وَمَا أَكَلَ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ . رواه البخاري . وفِي رواية لَهُ : وَلاَ رَأى شَاةً سَمِيطاً بعَيْنِهِ قَطُّ .

(৩৩১) আনাস ইবনে মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ কখনো (টেবিল জাতীয় উঁচু স্থানে)এর উপর খাবার রেখে আহার করেননি[২] এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পাতলা (চাপাতি) রুটি খাননি।

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, আর তিনি কখনোও ভুনা (গোটা) বকরী স্বচক্ষে দেখেননি। *(বুখারী ৫৪২১নং)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ، مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. رواه مسلم

(৩৩২) নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ বলেন, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব ﷺ (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা ক'রে ফেলেছে, সে কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না।' *(মুসলিম ৭৬৫০নং)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : مَا رَأى رَسُول اللهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى قَبضَهُ اللهُ تَعَالَى . فَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهدِ رَسُول اللهِ ﷺ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ : مَا رَأى رَسُول اللهِ ﷺ مُنْخُلاً مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى ، فَقِيلَ لَهُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَأكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ : كُنَّا نَطحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فيَطيرُ مَا طَارَ ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ . رواه البخاري

(৩৩৩) সাহল ইবনে সা'দ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (রসূলরূপে) পাঠিয়েছেন, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (চালুনে চালা) ময়দা দেখেননি। অতঃপর

---

(২) অবশ্য অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি ঐ শ্রেণীর উঁচু স্থানে রেখে খাবার খেতেন। সুতরাং ঐভাবে খাওয়া অবৈধ নয়।

জিজ্ঞাসা করা হল, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কি আপনাদের আটা চালার চালুনি ছিল?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (রসূলরূপে) পাঠানোর পর থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি আটা চালার চালুনি দেখেননি।' তাঁকে বলা হল, 'তাহলে আপনারা আচালা যবের আটা কিভাবে খেতেন?' তিনি বললেন, 'আমরা যব পিষে ফুঁক দিতাম, এতে যা উড়ার উড়ে যেত, আর যা অবশিষ্ট থাকত তা ভিজিয়ে খমীর বানাতাম।' *(বুখারী ৫৪১৩নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُول اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَـةٍ ، فَـإِذَا هُـوَ بـأَبي بَكْـرٍ وَعُمَـرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، فَقَالَ: ((مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُما هَذِهِ السَّاعَةَ ؟)) قَالاَ : الجُـوعُ يَـا رَسُـولَ اللهِ. قَالَ : ((وَأَنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُما ، قُومَا))، فقَامَا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُـلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ المَرْأَةُ ، قَالَت : مَرْحَبَاً وَأهلاً .فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ :((أَيْنَ فُلاَنُ ؟)) قَالَت : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لنَا المَاءَ . إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ ، فَنَظَرَ إِلَـى رَسُـولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : الحَمْدُ للهِ ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أكْرَمَ أضْيَافاً مِنِّي ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُـسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ ، فَقَالَ : كُلُوا ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِيَّـاكَ وَالْحَلُـوبَ)) فَـذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ العِذْقِ وَشَرِبُوا . فَلَمَّا أنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ لأَبـي بَكْـرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، أَخْـرَجَكُمْ مِـنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ)). رواه مسلم

(৩৩৪) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন একদিন অথবা কোন এক রাতে (ঘর থেকে) বের হলেন, অতঃপর অকস্মাৎ আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)এর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি বললেন, "এ সময় তোমরা বাড়ী থেকে কেন বের হয়েছ?" তাঁরা বললেন, 'ক্ষুধার তাড়নায় হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমিও সেই কারণে বাড়ি থেকে বের হয়েছি, যে কারণে তোমরা বের হয়েছ। তোমরা ওঠো (এবং আমার সঙ্গে চল)।" অতঃপর তাঁরা দু'জনে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। তারপর তিনি এক আনসারীর বাড়ী এলেন। আনসারী সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না। যখন তাঁর স্ত্রী নবী ﷺ-কে দেখলেন তখন অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "অমুক (আনসারী) কোথায়?" তিনি বললেন, 'আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন।' এর মধ্যে আনসারী এসে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমার (বাড়ীর) চেয়ে সম্মানিত মেহমান কারো (বাড়ীতে) নেই।' অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং খেজুরের একটা কাঁদি আনলেন, যাতে কাঁচা, শুকনো এবং পাকা (টাটকা) খেজুর ছিল। অতঃপর আনসারী বললেন, 'আপনারা খান এবং তিনি নিজে ছুরি ধরলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "দুধালো ছাগল জবাই করো না।" অতঃপর তিনি (ছাগল) জবাই করলেন। তাঁরা ছাগলের (মাংস) খেলেন, ঐ খেজুর কাঁদি থেকে খেজুর খেলেন এবং পানি পান করলেন। তারপর তাঁরা যখন (পানাহার ক'রে) পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে বললেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর

হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের করেছিল, কিন্তু এখন এ নিয়ামত উপভোগ ক'রে নিজেদের (বাড়ী) ফিরে যাচ্ছ।" *(মুসলিম ৫৪৩৪নং)*

উক্ত আনসারীর নাম ছিল ঃ আবুল হাইষাম তাইয়িহান; যেমন তিরমিযীতে আছে। আর উক্ত জিজ্ঞাসাবাদ গণনার উদ্দেশ্যে করা হবে, ধমকি বা শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

وَعَن خَالِدِ بنِ عُمَيْرٍ العَدَوِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ أَمِيراً عَلَى البَصْرَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً، لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً ، وَاللهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ ؟! وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَاماً ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ، فَالتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا ، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا ، فَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَصْبَحَ أَمِيراً عَلَى مِصرٍ مِنَ الأَمْصَارِ ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيماً ، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيراً . رواه مسلم

(৩৩৫) খালেদ ইবনে উমাইর আদাবী ﷺ বলেন, একদা বাসরার গভর্নর উত্‌বাহ ইবনে গাযওয়ান খুতবাহ দিলেন। তিনি (খুতবায় সর্বপ্রথমে) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন, 'আম্মা বাদ! নিশ্চয় দুনিয়া তার ধ্বংসের কথা ঘোষণা ক'রে দিয়েছে এবং সে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতগতিতে পলায়মান আছে। এখন তার (বয়স) পাত্রের তলায় অবশিষ্ট পানীয়র মত বাকী রয়ে গেছে, যা পাত্রের মালিক (সবশেষে) পান করে। (আর তোমরা এ দুনিয়া থেকে এমন (পরকালের) গৃহের দিকে প্রত্যাবর্তন করছ যার ক্ষয় নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের সামনের উত্তম জিনিস নিয়ে প্রত্যাবর্তন কর। কারণ, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, জাহান্নামের উপর কিনারা থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা ওর মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত পড়তে থাকবে, তবুও তা তার গভীরতায় (শেষ প্রান্তে) পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! জাহান্নামকে (মানুষ দিয়ে) পরিপূর্ণ ক'রে দেওয়া হবে। তোমরা এটা আশ্চর্য মনে করছ? আর আমাদেরকে এও জানানো হয়েছে যে, জান্নাতের দুয়ারের দু'টি চৌকাঠের মধ্যভাগের দূরত্ব চল্লিশ বছরের পথ। তার উপর এমন এক দিন আসবে যে, তাতে লোকের ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকবে।

আমি (ইসলাম প্রচারের শুরুতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাত জনের মধ্যে একজন ছিলাম। (তখন আমাদের এ অবস্থা ছিল যে,) গাছের পাতা ছাড়া আমাদের অন্য কিছুই খাবার ছিল না। এমনকি (তা খেয়ে) আমাদের কশে ঘা হয়ে গেল। (সে সময়) আমি একখানি চাদর কুড়িয়ে পেলাম, অতঃপর তা আমি দু'টুকরো করে আমার এবং সা'দ ইবনে খালেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিলাম। তারপর আমি তার অর্ধেকটাকে লুঙ্গী বানিয়ে পরলাম এবং সা'দও

অর্ধেক লুঙ্গী বানিয়ে পরলেন। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের শাসনকর্তা হয়ে আছে। আর আমি নিজের কাছে বড় এবং আল্লাহর কাছে ছোট হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' *(মুসলিম ৭৬২৫নং)*

وَعَن أَبي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : أخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا كِسَاءً وَإزاراً غَلِيظاً ، قالَتْ : قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৩৬) আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) আমাদের জন্য একখানি চাদর এবং একখানি মোটা লুঙ্গী বের ক'রে বললেন, 'এ দু'টি (পরে থাকা অবস্থা)তেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন।' *(বুখারী ৫৮১৮, মুসলিম ৫৫৬৩নং)*

وَعَن سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : إنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ ، وَهذَا السَّمُرُ ، حَتَّى إنْ كَانَ أحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৩৭) সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছি। আমরা যখন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করি, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, হুবলাহ গাছের পাতা ও এই বাবলা ছাড়া আমাদের অন্য কিছুই খাবার ছিল না। এ জন্য আমাদের প্রত্যেকেই ছাগলের লাদির মত মলত্যাগ করতেন; যার একটি আরেকটির সাথে মিশত না।' *(বুখারী ৬৪৫৩, মুসলিম ৭৬২৩নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمّدٍ قُوتاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৩৮) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান কর।" *(বুখারী ৬৪৬০, মুসলিম ২৪৭৪নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : وَاللهِ الَّذِي لاَ إلهَ إلاَّ هُوَ ، إنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ ، وَإنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطنِي مِنَ الْجُوعِ . وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوماً عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ ، فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَآنِي ، وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : ((أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((الْحَقْ)) وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ ، فَوَجَدَ لَبَنَاً فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ : ((مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟)) قَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ — أَو فُلانَةٌ — قَالَ : ((أَبَا هِرٍّ)) قُلتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي)) قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلاَمِ ، لاَ يَأْوُونَ عَلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ ، وَكَانَ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، وَأَصَابَ مِنْهَا ، وأَشْرَكَهُمْ فِيهَا . فَسَاءَنِي ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ ! كُنْتُ أَحَقُّ

أنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاءُوا وَأَمَرَنِي فَكُنْتُ أنَا أُعْطِيهِمْ ؛ وَمَا عَسَى أنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ . وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُدٌّ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا وَاسْتَأْذَنُوا ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ : ((يَا أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((خُذْ فَأَعْطِهِمْ)) قَالَ : فَأَخَذْتُ القَدَحَ ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُل فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ ، فَقَالَ : ((أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((بَقِيتُ أنَا وَأنْتَ)) قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((اقْعُدْ فَاشْرَبْ)) فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ ((اشْرَبْ)) فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ : ((اشْرَبْ)) حَتَّى قُلْتُ: لاَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أجِدُ لَهُ مَسْلَكاً ! قَالَ: ((فَأَرِنِي)) فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، وَسَمَّى وَشَرِبَ الفَضْلَةَ . رواه البخاري

(৩৩৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! আমি ক্ষুধার জ্বালায় মাটিতে কলিজা (পেট) লাগাতাম এবং পেটে পাথর বাঁধতাম। একদিন লোকেরা যে রাস্তায় বের হয়, সে রাস্তায় বসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর নবী ﷺ আমাকে অতিক্রম করা কালীন সময়ে দেখে মুচকি হাসলেন এবং আমার চেহারার অবস্থা ও মনের কথা বুঝে ফেলে বললেন, "আবূ হির্র!" আমি বললাম, 'খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আমার পিছন ধর।" সুতরাং তিনি চলতে লাগলেন এবং আমি তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। তিনি (নিজ ঘরে) প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি আমার জন্য অনুমতি চাইলেন। তারা আমার জন্য অনুমতি দিলে আমি প্রবেশ করলাম। ঘরে এক পিয়ালা দুধ (দেখতে) পেলেন। তিনি বললেন, "এ দুধ কোত্থেকে এল?" তারা বলল, 'আপনার জন্য অমুক লোক বা মহিলা উপঢৌকন পাঠিয়েছে।' তিনি বললেন, "আবূ হির্র!" আমি বললাম, 'খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আহলে সুফ্ফাদের ডেকে আন।" তাঁরা ইসলামের মেহমান ছিলেন, তাঁদের কোন আশ্রয় ছিল না। ছিল না কোন পরিবার ও ধন-সম্পদ বা অন্য কিছু। (সাদকাহ ও হাদিয়াতে তাঁদের জীবন কাটত।) তাঁর নিকট কোন সাদকাহ এলে তিনি সবটুকুই তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তা থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর কোন হাদিয়া বা উপঢৌকন এলেও তাঁদের নিকট পাঠাতেন। কিন্তু তা থেকে কিছু গ্রহণ করতেন এবং তাঁদেরকে তাতে শরীক করতেন। (তিনি যখন তাঁদেরকে ডাকতে বললেন,) তখন আমাকে খারাপ লাগল। আমি (মনে মনে) বললাম, 'এই টুকু দুধে আহলে সুফ্ফাদের কী হবে? আমিই তো বেশী হকদার যে, এই দুধ পান ক'রে একটু শক্তিশালী হতাম। কিন্তু যখন তাঁরা আসবেন এবং তিনি আমাকে আদেশ করলে আমি তাঁদেরকে দুধ পরিবেশন করব। তারপর আমার ভাগে এই দুধের কতটুকুই বা জুটবে!' অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

কথা মান্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। সুতরাং আমি তাঁদের নিকট এসে তাঁদেরকে ডাকলাম। তাঁরা এসে প্রবেশ অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "আবূ হির্র!" আমি বললাম, 'খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "পিয়ালা নাও এবং ওদেরকে দাও।" সুতরাং আমি পিয়ালাটি নিয়ে এক একজনকে দিতে লাগলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান ক'রে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। অতঃপর আর একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান ক'রে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। অতঃপর আর একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান ক'রে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। এইভাবে পরিশেষে নবী ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। সে পর্যন্ত তাঁদের সবাই পান ক'রে পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি পিয়ালাটি নিয়ে নিজের হাতে রাখলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "আবূ হির্র!" আমি বললাম, 'খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "এখন বাকী আমি আর তুমি।" আমি বললাম, 'ঠিকই বলেছেন হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "বসো এবং পান কর।" আমি বসে পান করলাম। তিনি আবার বললেন, "পান কর।" সুতরাং আমি আবার পান করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে পান করার কথা বলতেই থাকলেন। পরিশেষে আমি বললাম, 'না। (আর পারব না।) সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এর জন্য আমার পেটে আর কোন জায়গা নেই!' অতঃপর তিনি বললেন, "কৈ আমাকে দেখাও।" সুতরাং আমি তাঁকে পিয়ালা দিলে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন। *(বুখারী ৬৪৫২নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا ، قَالَت : تُوُفِّي رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي فِي ثَلاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِير . متفق عَلَيْهِ

(৩৪০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বর্ম ত্রিশ সা' (প্রায় ৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল।' *(বুখারী ২৯১৬, মুসলিম ৪১৯৯নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى)) وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أبيَات. رواه البخاري

(৩৪১) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর আমি নবী ﷺ-এর কাছে যবের রুটি ও (নষ্ট হওয়া) দুর্গন্ধময় পুরানো চর্বি নিয়ে গেছি। আমি তাঁকে (নবী ﷺ-কে) বলতে শুনেছি যে, "মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে কোন সকাল বা সন্ধ্যায় এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি কোন খাদ্যবস্তু) থাকে না।" (আনাস ﷺ বলেন,) তখন তাঁরা মোট নয় ঘর (পরিবার) ছিলেন।' *(বুখারী ২৫০৮নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِياً، وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبزَ الشَّعِيرِ. رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(৩৪২) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে কয়েক রাত অনাহারে কাটাতেন এবং পরিবার-পরিজনরা রাতের খাবার পেতেন না। আর তাদের অধিকাংশ রুটি হত যবের।' *(তিরমিযী ২৩৬০নং)*

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا، قَالَت: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ أُدْمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ. رواه البخاري

(৩৪৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা চামড়ার তৈরী ছিল এবং তার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছোবড়া।' *(বুখারী ৬৪৫৬, মুসলিম ৫৫৬৮নং)*

وَعَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ ، عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُول اللّهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عائِشَةَ رضي الله عنها مَغْشِيّاً عَلَيَّ ، فَيَجِيءُ الجَائِي ، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي ، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ ، مَا بِي إِلاَّ الْجُوعُ . رواه البخاري

(৩৪৪) মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বর এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)র কক্ষের মধ্যস্থলে (ক্ষুধার জ্বালায়) বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতাম। অতঃপর আগন্তুক আসত এবং আমাকে পাগল মনে ক'রে সে তার পা আমার গর্দানের উপর রাখত, অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামি ছিল না। কেবলমাত্র ক্ষুধা ছিল। (যার তীব্রতায় আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলতাম!)' *(বুখারী ৭৩২৪নং)*

وَ عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ : إِمَّا إِزارٌ ، وَإِمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوا فِي أعنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ . رواه البخاري

(৩৪৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি সত্তরজন (আহলে সুফ্ফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে লুঙ্গী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দু'টি বস্ত্রই কারো কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত। সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা ক'রে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়।' *(বুখারী ৪৪২নং)*

وعن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ ، يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلاةِ مِنَ الخَصَاصَةِ ـ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ ـ حَتَّى يَقُولَ الأَعْرَابُ : هؤُلاَءِ مَجَانِينٌ . فَإِذَا صَلَّى رَسُول اللّهِ ﷺ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى ، لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث صحيح))

(৩৪৬) ফাযালাহ ইবনে উবাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন লোকেদের নামায পড়াতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার কারণে (দুর্বলতায়) পড়ে যেতেন, আর তাঁরা ছিলেন আহলে সুফ্ফাহ। এমনকি মরুবাসী বেদুঈনরা বলত, 'এরা পাগল।' একদা যখন রাসূলুল্লাহ

ﷺ নামায সেরে তাদের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন বললেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এর চাইতেও অভাব ও দারিদ্র্য পছন্দ করতে।" *(তিরমিযী ২৩৬৮-নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا، قَالَ : كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((يَا أَخَا الأَنْصَارِ ، كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟)) فَقَالَ : صَالِحٌ ، فَقَالَ رَسُول اللّهِ ﷺ : ((مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟)) فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلاَ خِفَافٌ، وَلاَ قَلاَنِسُ، وَلاَ قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ، حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِه حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. رواه مسلم

(৩৪৭) ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসারী এলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। অতঃপর আনসারী ফিরে যেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আনসারের ভাই! আমার ভাই সা'দ ইবনে উবাদাহ কেমন আছে?" তিনি বললেন, 'ভাল আছে।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে তাকে (অসুস্থ সা'দকে) দেখতে যাবে?" সুতরাং তিনি উঠে দাড়ালেন এবং আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। আমরা দশের কিছু বেশী ছিলাম। আমাদের দেহে জুতো, মোজা, টুপী এবং জামা কিছুই ছিল না। আমরা ঐ পাথুরে যমিনে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা সা'দ ﷺ-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তার গৃহবাসীরা তাঁর নিকট থেকে সরে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। *(মুসলিম)*

وَعَن عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : ((خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)). قَالَ عِمْرَانُ : فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاَثاً ((ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৮) ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার (সাহাবীদের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবে-তাবেয়ীনদের) যুগ।" ইমরান বলেন, 'নবী ﷺ তাঁর যুগের পর উত্তম যুগ হিসাবে দুই যুগ উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগ তা আমার জানা (স্মরণ) নেই।' "অতঃপর তোমাদের পর এমন এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী মানা হবে না। তারা খেয়ানত করবে এবং তাদের নিকট আমানত রাখা যাবে না। তারা আল্লাহর নামে মানত করবে কিন্তু তা পুরা করবে না। আর তাদের দেহে স্থূলত্ব প্রকাশ পাবে।" *(বুখারী ২৬৫১, মুসলিম ৬৬৩৮-নং)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيرٌ لَكَ ، وَأَنْ تُمسِكَهُ شَرٌ لَكَ ، ولاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، وَابْدأ بِمَنْ تَعُولُ)).

(৩৪৯) আবূ উমামাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে আদম সন্তান! উদ্বৃত্ত মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। আর দরকার মত মালে নিন্দিত হবে না। প্রথমে তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে।" *(মুসলিম ২৪৩৫, তিরমিযী ২৩৪৩নং)*

وَعَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ مِحْصَنٍ الأَنصَارِيِّ الخَطمِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِربِهِ ، مُعَافَىً فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৫০) উবাইদুল্লাহ ইবনে মিহস্বান আনসারী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে একদিনের খাবার আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে।" *(তিরমিযী ২৩৪৬নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أن رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ)). رواه مسلم

(৩৫১) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন।" *(মুসলিম ২৪৭৩নং)*

وَعَن أَبي مُحَمَّدٍ فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ الأنصاريِّ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : ((طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلإِسْلاَمِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنِعَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩৫২) আবূ মুহাম্মাদ ফাযালা ইবনে উবাইদ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং সে (যা পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে।" *(তিরমিযী ২৩৪৯নং)*

وَعَن أَبي كَرِيمَةَ المِقدَامِ بنِ مَعدِ يكَرِبَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فإنْ كانَ لاَ مَحالةَ فثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৫৩) আবূ কারীমা মিক্বদাদ ইবনে মা'দীকারিব ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কোন মানুষ এমন কোন পাত্র পূর্ণ করেনি, যা পেট চাইতে মন্দ। মানুষের জন্য তার মেরুদন্ড সোজা (শক্ত) রাখার জন্য কয়েক গ্রাসই যথেষ্ট। যদি অধিক খেতেই হয়, তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়র জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য হওয়া উচিত।" *(তিরমিযী ২৩৮০নং)*

وَعَن أَبي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ الحَارِثِي ﷺ ، قَالَ : ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوماً

عِنْدَهُ الدُّنْيَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ألاَ تَسْمَعُونَ ؟ ألاَ تَسْمَعُونَ ؟ إنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإيمَانِ ، إنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإيمَانِ)) يَعْنِي : التَّقَحُّلَ . رواهُ أَبو داود

(৩৫৪) আবূ উমামাহ ইয়াস ইবনে সা'লাবাহ আনসারী হারেসী ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট দুনিয়ার কথা আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না? তোমরা কি শুনতে পাও না? আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ। আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ।" অর্থাৎ বিলাসহীনতা। *(আবূ দাউদ ৪১৬৩নং)*

البذاذة হল সাদাসিধা বেশভূষা ব্যবহার করা এবং জাঁকজমক তথা আড়ম্বরপূর্ণ লেবাস বর্জন করা। আর التقحل হল শৌখিনতা ও বিলাসিতা বর্জন করার সাথে রুক্ষ-শুষ্ক দেহ অবলম্বন করা। (এ উভয়ই মু'মিনের গুণ।)

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أَبي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأكُلُ الجَرَادَ . وَفِي رِوَايَةٍ : نَأكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ . متفق عليه

(৩৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে থেকে সাতটি যুদ্ধ করেছি, তাতে আমরা পঙ্গপাল খেয়েছি।'

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমরা তাঁর সাথে পঙ্গপাল খেয়েছি।' *(বুখারী ৫৪৯৫, মুসলিম ৫১৫৭নং)*

** (অর্থাৎ, পঙ্গপাল খাওয়া হালাল এবং তা মাছের মতো মৃতও হালাল।)*

وَعَن أَبي عَبدِ اللهِ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ ﷺ ، نَتَلَقَّى عِيراً لِقُرَيْشٍ ، وَزَوَّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ ، فَكَانَ أَبو عُبيدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً ، فَقِيلَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قَالَ : نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبي ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الخَبَطَ ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالماءِ فَنَأكُلُهُ . قَالَ : وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الكَثِيبِ الضَّخْمِ ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَيْتَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ ، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا ، فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً ، وَنَحْنُ ثَلاَثُمِئَةٍ حَتَّى سَمِنَّا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِن وَقْبِ عَيْنِهِ بِالقِلاَلِ الدُّهْنَ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الفِدَرَ كالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: ((هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا ؟)) فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ . رواه مسلم

(৩৫৬) আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (এক অভিযানে) পাঠালেন এবং আবূ উবাইদাহ ﷺ-কে আমাদের নেতা

বানালেন। (আমাদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল,) আমরা যেন কুরাইশের এক কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করি। তিনি আমাদেরকে পাথেয় স্বরূপ এক থলি খেজুর দিলেন। আমাদেরকে দেওয়ার মত এ ছাড়া অন্য কিছু পেলেন না। সুতরাং আবূ উবাইদাহ ﷺ আমাদেরকে একটি একটি ক'রে খেজুর দিতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনারা সেটা দিয়ে কী করতেন?' তিনি বললেন, 'আমরা তা বাচ্চার চুষার মত চুষতাম, তারপর পানি পান করতাম। সুতরাং এটা আমাদের জন্য সারাদিন রাত পর্যন্ত যথেষ্ট হত। আর আমরা লাঠি দ্বারা গাছের পাতা ঝরাতাম, তারপর তা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম।

আমরা (একবার) সমুদ্র উপকূলে পথ চলছিলাম, অতঃপর সমুদ্রতীরে বালির বড় ঢিবির মত একটি জিনিস দেখতে পেলাম। এরপর তার কাছাকাছি এসে দেখলাম যে, একটা বড় জন্তু, যাকে আম্বার (মাছ) বলা হয়।' আবূ উবাইদাহ বললেন, 'এটা তো মৃত (ফলে তা আমাদের জন্য অবৈধ)।' পুনরায় তিনি বললেন, 'না (অবৈধ নয়) বরং আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত এবং আল্লাহর পথে (বের হয়েছি) আর তোমরা (এখন) নিরুপায়, সেহেতু খাও।'

সুতরাং আমরা তিনশ'জন লোক একমাস তারই দ্বারা জীবনধারণ করলাম, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা মোটা হয়ে গেলাম। আমরা ঐ জন্তুর চোখের গর্ত থেকে ঘড়া ঘড়া তেল বের করতাম এবং বলদের মত মাংসের ফালি কাটতাম। একদা আবূ উবাইদাহ ﷺ আমাদের মধ্য হতে তেরো জনকে নিয়ে ঐ মাছের একটি চোখের কোটরে বসিয়ে দিলেন। আর তার পাঁজরের একখানি হাড় নিয়ে দাঁড় করালেন। অতঃপর তিনি আমাদের সব চেয়ে বড় উটটার উপর হাওদা চাপিয়ে তার নীচে দিয়ে পার ক'রে দিলেন। আমরা তার মাংস ফালি পাথেয় স্বরূপ সাথে নিলাম। অতঃপর যখন আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এলাম এবং তাঁর কাছে ঐ মাছের কথা আলোচনা করলাম, তখন তিনি বললেন, "তা জীবিকা ছিল, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য বের করেছিলেন। আমাদেরকে খাওয়ানোর মত তোমাদের কাছে তার কিছু মাংস আছে কি?" (এ কথা শুনে) আমরা তাঁর নিকট কিছু মাংস পাঠালাম, সুতরাং তিনি তা ভক্ষণ করলেন। *(মুসলিম ৫১০৯নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَوا : هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الخَنْدَقِ . فَقَالَ : ((أنَا نَازِلٌ)) ثُمَّ قَامَ ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ، وَلَبِثْنَا ثَلاَثَة أيّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقاً فَأخَذَ النَّبِيُّ ﷺ المِعْوَلَ ، فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيباً أهْيَلَ أَو أهْيَمَ ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ائْذَنْ لِي إِلَى البَيْتِ ، فَقُلتُ لامْرَأتِي : رَأيْتُ بالنَّبِيِّ ﷺ شَيئاً مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَت : عِنْدي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ ، فَذَبَحْتُ العَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي البُرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَالعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ ، وَالبُرْمَةُ بَيْنَ الأثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ، فَقُلتُ : طُعَيْمٌ لِي ، فَقُمْ أنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ ، قَالَ : ((كَمْ هُوَ)) ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ : ((كَثِيرٌ طَيِّبٌ قُل لَهَا لاَ تَنْزَعِ البُرْمَةَ ، وَلاَ الخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِحَتَّى آتِي)) فَقَالَ : ((قُومُوا))، فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلتُ : وَيْحَكِ قَدْ جَاءَ النبيُّ ﷺ وَالمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ

وَمَن مَعَهُمْ ! قَالَت : هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : ((ادْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا)) فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخُبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ ، فَلَمْ يَزَلْ يكْسِرُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا ، وَبَقِيَ مِنْهُ ، فَقَالَ : ((كُلِي هَذَا وَأَهْدِي ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٍ : لَمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصاً ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي ، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصاً شَدِيداً ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَاباً فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَلَنَا بَهِيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنتِ الشَّعِيرَ ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي ، وَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَت : لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَبَحْنَا بَهِيمَةً لَنَا ، وَطَحَنْتُ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((يَا أَهلَ الخَنْدَقِ : إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراً فَحَيَّهَلاً بِكُمْ)) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ)) فَجِئْتُ ، وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي ، فَقَالَتْ : بِكَ وَبِكَ ! فقُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ . فَأَخْرَجَتْ عَجِيناً ، فَبَسَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنا فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ((ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ ، وَلاَ تُنْزِلُوهَا)) وَهُم أَلْفٌ ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا ، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ .

(৩৫৭) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আমরা পরিখা খনন করছিলাম। সেই সময় এক খন্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে এলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না) সকলেই নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'খন্দকের মধ্যে এক খন্ড পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাঙ্গতে পারছি না)।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "আমি নিজে খন্দকে অবতরণ করব।" অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। সে সময়ে তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও অনাহারে ছিলাম; তিনদিন কোন কিছুই খাইনি। নবী ﷺ (এসে) একটি গাঁইতি হাতে নিয়ে পাথরের উপর আঘাত করলেন, ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকা রাশিতে পরিণত হল। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন।' (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ী পৌঁছে) আমার স্ত্রীকে বললাম, 'নবী ﷺ-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখেছি, যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি?' সে বলল, 'আমার নিকট কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে।'

সুতরাং বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ করলাম এবং সে যব পিষে দিল। অতঃপর গোশ্ত ডেকচিতে দিয়ে আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। সে সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার ঝিঁকের উপর ছিল ও গোশ্ত প্রায় রান্না হয়ে এসেছিল। তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (বাড়ীতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। ফলে একজন বা দু'জন সাথে

নিয়ে আপনি উঠে আসুন।' তিনি বললেন, "কী পরিমাণ খাবার আছে?" আমি তাঁর নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, 'অনেক এবং উত্তম আছে।' অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে যেন আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি চুলা থেকে না নামায় এবং রুটি তৈরী না করে।" তারপর (সকলের উদ্দেশ্যে) তিনি বললেন, "তোমরা উঠ! (জাবির তোমাদেরকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে।)" মুহাজির ও আনসারগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন)। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললাম, 'তোমার সর্বনাশ হোক! (এখন কী হবে?) নবী ﷺ তো মুহাজির, আনসার এবং তাদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন।' তিনি (জাবেরের স্ত্রী) বললেন, 'তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' (স্ত্রী বললেন, 'তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। আমাদের কাছে যা আছে তা তো আপনি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন।' জাবের বলেন, তখন আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূর হল। আমি বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ।') তারপর নবী ﷺ উপস্থিত হয়ে বললেন, "তোমরা সকলেই প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না।" এ বলে তিনি রুটি টুকরো ক'রে তার উপর গোশ্ত দিয়ে সাহাবাদের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকচি ও চুলা ঢেকে রেখেছিলেন। এভাবে তিনি রুটি টুকরো ক'রে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন এতে সকলে তৃপ্তি সহকারে খাবার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তিনি (জাবেরের স্ত্রীকে) বললেন, "এ তুমি খাও এবং অন্যকে উপহার দাও। কেননা, লোকেদেরকে ক্ষুধা পেয়েছে।" *(বুখারী ৪১০১, ৪১০২, মুসলিম ৫৪৩৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, জাবের ﷺ বলেন, যখন পরিখা খনন করা হল, তখন আমি নবী ﷺ-কে ভুখা দেখলাম। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললাম, 'তোমার নিকট কোন (খাবার) জিনিস আছে কি? কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত দেখলাম।' সুতরাং সে একটি চামড়ার থলি বের করল, যাতে এক সা' (আড়াই কিলো পরিমাণ) যব ছিল। আর আমাদের নিকট একটি গৃহপালিত ছাগলের বাচ্চা ছিল। আমি তা জবাই করলাম এবং আমার স্ত্রী যব পিষল। আমার (মাংস বানানোর কাজ সম্পন্ন করা পর্যন্ত) সেও যব পিষার কাজ সেরে নিল। পুনরায় আমি মাংস টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে রাখলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যেতে লাগলাম। সে বলল, 'আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথীদের কাছে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।' সুতরাং আমি তাঁর নিকট এলাম এবং চুপি চুপি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের একটি ছাগল জবাই করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা যব পিষেছে। সুতরাং আপনি আসুন এবং আপনার সাথে কিছু লোক।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ চিৎকার ক'রে বললেন, "হে পরিখা খননকারীরা! জাবের খাবার তৈরী করেছে, তোমরা এসো।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "যে পর্যন্ত আমি না আসি, সে পর্যন্ত তুমি চুলা থেকে ডেকচি নামাবে না এবং আটার রুটি তৈরী করবে না।" অতঃপর আমি এলাম এবং নবী ﷺও এলেন। তিনি লোকেদের আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। পরিশেষে আমি আমার স্ত্রীর নিকট এলাম (এবং তাকে সকলের আসার সংবাদ দিলাম)। সে আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। আমি বললাম, '(এতে আমার দোষ কি?) আমি তো তা-ই করেছি যা তুমি আমাকে বলেছিলে।' (যাই হোক) সে খমীর বের ক'রে দিল। তিনি তাতে থুথু মারলেন এবং বর্কতের দুআ করলেন। তারপর তিনি আমাদের ডেকচির নিকট গিয়ে তাতেও থুথু মারলেন

এবং বর্কতের দুআ করলেন। আর তিনি (আমার স্ত্রীকে) বললেন, "একজন মহিলা ডাকো; সে তোমার সাথে রুটি তৈরী করুক এবং তুমি ডেচকি থেকে (মাংস) পাত্রে দিতে থাক, কিন্তু চুলা থেকে তা নামাবে না।"

তাঁরা সংখ্যায় এক হাজার ছিলেন। জাবের বলেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, 'সকলেই খাবার খেলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কিছু অবশিষ্ট রেখে চলে গেলেন। আর আমাদের ডেকচি আগের মত ফুটতেই থাকল এবং আমাদের আটা থেকে রুটি প্রস্তুত হতেই রইল।'

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيمٍ : قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفاً أعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ ، ثُمَّ أخَذَتْ خِمَاراً لَهَا ، فَلَفَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَهَبتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، جَالِساً فِي المَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟)) فَقُلتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ((ألِطَعَامٍ ؟)) فَقُلتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قُومُوا)) فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ ؟ فَقَالَتْ : اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ . فَانْطَلَقَ أَبو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ)) فَأتَتْ بِذَلِكَ الخُبْزِ، فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَآدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : ((ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ)) فَأذِنَ لَهُمْ فَأكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ((ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ)) فَأذِنَ لَهُم حَتَّى أكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَو ثَمَانُونَ . متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية : فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشرَةٌ ، وَيخرجُ عَشرَةٌ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أحَدٌ إلاَّ دَخَلَ ، فَأكَلَ حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ هَيَّأهَا فَإذَا هِيَ مِثْلُهَا حِيْنَ أكَلُوا مِنْهَا .

وفي رواية : فَأكَلُوا عَشرَةً عَشرةً ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً ، ثُمَّ أكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأهْلُ البَيْتِ ، وَتَرَكُوا سُؤْراً .

وفي رواية : ثُمَّ أفْضَلُوا مَا بَلَغُوا جِيرَانَهُمْ .

وفي رواية عن أنس ، قَالَ : جِئتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يوماً ، فَوَجَدْتُهُ جَالِساً مَعَ أصْحَابه ، وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ ، بِعِصَابَةٍ ، فَقُلتُ لِبَعْضِ أصْحَابِهِ : لِمَ عَصَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطْنَهُ ؟ فَقَالُوا : مِنَ الجُوعِ ، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبي طَلْحَةَ ، وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، فَقُلتُ : يَا أبتَاهُ ، قَدْ رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أصْحَابِهِ ، فَقَالُوا : مِن الجُوعِ . فَدَخَلَ أَبُو

طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَت : نَعَمْ ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ ... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ

(৩৫৮) আনাস ইবনে মালেক ﷺ থেকে বর্ণিত, (একদা আমার সৎবাপ) আবূ ত্বালহা (আমার মা) উম্মে সুলাইমকে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কণ্ঠস্বরটা খুব ক্ষীণ শুনলাম। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমার নিকট কিছু আছে কি?' উম্মে সুলাইম বললেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি কিছু যবের রুটি তার ওড়নার এক অংশ দিয়ে বেঁধে গোপনে আমার কাপড়ের নিচে গুঁজে দিলেন। আর অপর অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। আমি তা নিয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে বসা অবস্থায় পেলাম। তাঁর সাথে কিছু লোক ছিল। আমি তাদের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, "তোমাকে আবূ ত্বালহা পাঠিয়েছে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "কোন খাবারের জন্য নাকি?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর (সাথীদেরকে) বললেন, "ওঠ।" সুতরাং তাঁরা রওনা হলেন। আমিও তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম এবং আবূ ত্বালহার নিকট এসে খবর জানালাম। তখন আবূ ত্বালহা বললেন, 'হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোক নিয়ে আসছেন। অথচ আমাদের নিকট সবাইকে খাওয়ানোর মত খাদ্য সামগ্রী নেই (এখন কী করা যায়)?' উম্মে সুলাইম বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন।' অতঃপর আবূ তালহা (আগে) গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে আগমন করলেন এবং উভয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে উম্মে সুলাইম! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো।' সুতরাং তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলিকে টুকরা টুকরা করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তার উপর উম্মে সুলাইম ঘিয়ের পাত্র ঢেলে তরকারি বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে আল্লাহর ইচ্ছায় কী কী বলে (ফুঁক) দিলেন। তারপর বললেন, "দশজনকে আসতে বল।" তখন দশজনকে আসতে বলা হল। তারা এসে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বললেন, "আরো দশজনকে আসতে বল।" তখন আরও দশজন এসে খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বললেন, "আরো দশজনকে আসতে বল।" এভাবে আগত লোকদের সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়া করলেন। আর আগত লোকদের সংখ্যা ছিল ৭০ কিংবা ৮০ জন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, দশজন ক'রে প্রবেশ করতে এবং বের হতে থাকল। এমনকি শেষ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তি বাকী রইল না, যে প্রবেশ করে পরিতৃপ্তি সহকারে খায়নি। অতঃপর ঐ খাবার জমা ক'রে দেখা গেল যে, খাওয়ার আগের মতই বাকী রয়েছে।

অন্য বর্ণনায় আছে, তারা দশ দশজন ক'রে খাবার খেল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ৮০ জন লোককে তিনি খাওয়ালেন। সবশেষে নবী ﷺ এবং গৃহবাসীরা খেলেন এবং তাঁরাও কিছু (খাবার) ছেড়ে দিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তাঁরা এত খাবার অবশিষ্ট রাখলেন যে, তা প্রতিবেশীদের নিকট পৌঁছে দিলেন।

আরো অন্য এক বর্ণনায় আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম, তারপর দেখলাম যে, তিনি তাঁর সাথীদের সঙ্গে বসে আছেন। তখন তিনি তাঁর পেটে পটি বেঁধে ছিলেন। আমি তাঁর কিছু সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন তাঁর পেটে পটি বেঁধে আছেন।' তাঁরা বললেন, 'ক্ষুধার কারণে।' অতঃপর আমি (আমার মা) উম্মে সুলাইম বিন্তে মিলহানের স্বামী আবূ ত্বালহার নিকট গেলাম এবং বললাম, 'আব্বা! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেটে পটি বাঁধা অবস্থায় দেখলাম। আমি তাঁর কিছু সাথীকে (এর কারণ) জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ক্ষুধা।' অতঃপর আবূ ত্বালহা আমার মায়ের নিকট গিয়ে বললেন, 'তোমার কাছে কিছু আছে কি?' মা বললেন, 'হ্যাঁ, আমার কাছে কয়েক টুকরো রুটি এবং কিছু খেজুর আছে। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট একাই আসেন, তাহলে তাঁকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াব; আর যদি তাঁর সাথে অন্য লোকও এসে যায়, তাহলে তাঁদের জন্য এ খাবার কম হয়ে যাবে।' অতঃপর বাকী হাদীস পূর্বরূপ। *(বুখারী ৩৫৭৮, ৫৩৮১, ৬৬৮৮, মুসলিম ৫৪৩৭-৫৪৪০নং)*

কান্না করার হাদীসসমূহ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً } [الإسراء : ١٠٩]

অর্থাৎ, তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ১০৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ } [النجم : ٥٩]

অর্থাৎ, তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছ? এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না? *(সূরা নাজ্ম ৫৯-৬০ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبيُّ ﷺ : ((اِقْرَأْ عَليَّ القُرْآنَ)) قُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قَالَ : ((إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي)) فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ ، حَتَّى جِئْتُ إِلى هذِهِ الآيَةِ : { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤُلاءِ شَهيداً } [النساء : ٤١] قَالَ : ((حَسْبُكَ الآنَ)) فَالتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৫৯) ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি আমার সামনে কুরআন তিলাঅত কর।" উত্তরে আমি আরজ করলাম, 'আমি আপনার সামনে তিলাঅত করব, অথচ তা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে?' তিনি বললেন, "আমি অন্যের কাছ থেকে তা শুনতে ভালবাসি।" অতএব আমি সূরা 'নিসা' তিলাঅত করলাম। পরিশেষে যখন আমি এ আয়াতে এসে পৌঁছলাম; যার অর্থ, "তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?" তখন তিনি আমাকে বললেন, "যথেষ্ট, এবার থাম।" আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চক্ষু দু'টি থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطبَةً مَا سَمِعْتُ مِثلَهَا قَطُّ ، فَقَالَ : ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً)). فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجُوهَهُمْ ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৬০) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা এমন ভাষণ দিলেন যে, ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি। (তাতে) তিনি বললেন, "যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।" (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের রোল আসতে লাগল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ))

(৩৬১) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে, যতক্ষণ না (দোহনকৃত) দুধ বাঁটে ফিরে যাবে। (অর্থাৎ দু'টোই অসম্ভব)। আর আল্লাহর রাস্তার ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।" *(তিরমিযী ১৬৩৩, ২৩১১নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ : ((عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ اللَّه)).

(৩৬২) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দুটি চক্ষুকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না; প্রথম হল সেই চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। আর দ্বিতীয় হল সেই চক্ষু যা আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারায় রাত্রিযাপন করে।" *(তিরমিযী ১৬৩৯, সহীহুল জামে ৪১১২ নং)*

عن أبي ريحانة قال قال رسول الله ﷺ: ((حُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ أَوْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَحُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّه)).

(৩৬৩) আবূ রাইহানা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই চক্ষুর জন্য জাহান্নাম হারাম ক'রে দেওয়া হয়েছে, (এক) যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছে এবং (দুই) যে চক্ষু আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারা দিয়ে রাত্রি জাগরণ করেছে।" *(আহমাদ ১৭২১৩নং, নাসাঈ, হাকেম ২৪৩২নং)*

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((ثَلاَثَةٌ لاَ تَرَى أَعيُنَهُم النَّارُ عَينٌ حَرَسَت فِي سَبيلِ الله وَعَينٌ بَكَت مِن خَشيَة الله وَعَينٌ غَضَّت عَن مَحَارِمِ الله)).

(৩৬৪) বাহয বিন হাকীম তাঁর পিতা ও তিনি তাঁর (বাহযের) দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির চক্ষু জাহান্নাম দর্শন করবে না। (এক) যে চক্ষু

আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারা দিয়ে রাত্রি যাপন করেছে, (দুই) যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে এবং (তিন) যে চক্ষু আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন করা থেকে বিরত থেকেছে।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ১০০৩নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

(৩৬৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি।’ সেই ব্যক্তি যে দান ক’রে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।” *(বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ১০৩১নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ ﷺ ، قَالَ : أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ . حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح

(৩৬৬) আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর ﷺ বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে উনানে স্থিত হাঁড়ির (ফুটন্ত পানির) মত কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল।’ *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে, শামায়েলে তিরমিযী বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأُبَيِّ بنِ كَعبٍ ﷺ : ((إنَّ اللهَ – عَزَّ وَجَلَّ – أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ : { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَروا ... } قَالَ : وَسَمَّانِي ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) فَبَكَى أُبَيٌّ . متفقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي .

(৩৬৭) আনাস ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনে কা’ব ﷺ-কে বললেন, “আল্লাহ আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি তোমাকে ‘সূরা লাম য়্যাকুনিল্লাযীনা কাফারু’ পড়ে শুনাই।” কা’ব বললেন, ‘(আল্লাহ কি) আমার নাম নিয়েছেন?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” সুতরাং উবাই (খুশীতে) কেঁদে ফেললেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, উবাই কাঁদতে

লাগলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَزُورُهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا ، بَكَتْ ، فَقَالاَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ لرَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَلَكِنْ أبكي أَنَّ الوَحْيَ قدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّماءِ ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا . رواه مسلم

(৩৬৮) আনাস ﷺ বলেন, রসূল ﷺ-এর জীবনাবসানের পর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ উমার ﷺ-কে বললেন, ‘চলুন, আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।’ সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অধিকতর উত্তম, সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।’ উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ দু’জনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ وَجَعُهُ ، قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) فَقَالَت عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ ، إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ غَلَبَهُ البُكَاءُ ، فَقَالَ : ((مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ)) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَن عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللّهُ عَنهَا ، قَالَت : قُلتُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৬৯) ইবনে উমার ﷺ বলেন, যখন (মরণ রোগে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট বেড়ে গেল, তখন তাঁকে (জামাআত সহকারে) নামায পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, “তোমরা আবূ বাক্‌রকে নামায পড়াতে বল।” আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বললেন, ‘আবূ বাক্‌র নরম মনের মানুষ, কুরআন পড়লেই তিনি কান্না সামলাতে পারেন না।’ কিন্তু পুনরায় তিনি বললেন, “তাকে নামায পড়াতে বল।”

আয়েশা থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, ‘আবূ বাক্‌র যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন, তখন তিনি কান্নার কারণে লোকেদেরকে (কুরআন) শুনাতে পারবেন না।’ *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن إِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ عَوفٍ : أَنَّ عَبدَ الرَّحمَانِ بنَ عَوفٍ ﷺ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِماً، فَقَالَ : قُتِلَ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ ﷺ ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ إِنْ غُطِّيَ

بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاهُ ؛ وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ – أَو قَالَ : أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا – قَدْ خَشِينا أنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَبكِي حَتَّى تَـرَكَ الطَّعَامَ . رواه البخاري

(৩৭০) ইব্রাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ-এর কাছে খাবার আনা হল, তখন তাঁর রোযা ছিল। তিনি বললেন, 'মুসআব ইবনে উমাইর ﷺ শহীদ হলেন। আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে ভাল লোক। (অথচ) তাঁকে কাফন দেওয়ার মত এমন একটি চাদর ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া গেল না, যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'টি বের হয়ে যাচ্ছিল এবং পা দু'টি ঢাকলে মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল! তারপর আমাদের জন্য পৃথিবীর যে প্রাচুর্য দেওয়া হল, তা হল।' অথবা তিনি বললেন, 'আমাদেরকে পার্থিব সম্পদ যা দেওয়া হল, তা হল। আমাদের আশংকা হয় যে, আমাদের সৎকর্মের (বিনিময়) আমাদের জন্য ত্বরান্বিত করা হয়েছে। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাবারও পরিহার করলেন।' *(বুখারী)*

وَعَن أَبي أُمَامَة صُدَيِّ بنِ عَجلاَنَ البَاهِلِي ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ شَيْءٌ أحَـبَّ إِلَـى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطَرَةُ دُمُوعٍ مِنْ خَـشْيَةِ اللهِ ، وَقَطَـرَةُ دَمٍ تُهَـرَاقُ فِي سَـبيلِ اللهِ. وَأَمَّـا الأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِي سَبيلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثَرٌ فِـي فَرِيـضَةٍ مِـنْ فَـرَائِضِ اللهِ تَعَـالَى)). رواه الترمـذي ، وقال: ((حديثٌ حسنٌ))

(৩৭১) আবূ উমামাহ সুদাই ইবনে আজলান বাহেলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট দু'টি বিন্দু এবং দু'টি চিহ্ন অপেক্ষা কোন বস্তু প্রিয় নয়। (এক) ঐ অশ্রুবিন্দু, যা আল্লাহর ভয়ে বের হয়। আর (দুই) ঐ রক্তবিন্দু, যা আল্লাহর পথে বহিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দু'টি চিহ্ন হল ঃ (এক) ঐ চিহ্ন যা আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) হয়। আর (দুই) আল্লাহর কোন ফরয কাজ আদায় করে যে চিহ্ন (দাগ) পড়ে।" *(তিরমিযী, হাসান)*

এ বিষয়ে আরো হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে একটি ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ-এর হাদীস, 'একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল।'

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ (لاَ تُكثِرُوا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثرَة الضَّحِكَ تُمِيتُ القَلب).

(৩৭২) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, বেশী হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।" *(ইবনে মাজাহ ৪১৯৩, সহীহুল জামে' ৭৪৩৫নং)*

عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ بَصُرَ بِجَمَاعَةٍ فَقَالَ عَلَامَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ قِيلَ عَلَى قَبْرٍ يَحْفِرُونَهُ قَالَ فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ مُسْرِعًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ فَجَثَا عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لِأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ

فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ: ((أَيْ إِخْوَانِي لِمِثْلِ الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا)).

(৩৭৩) বারা' বিন আযেব ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একদল লোক দেখতে পেয়ে বললেন, "কী ব্যাপারে ওরা জমায়েত হয়েছে?" কেউ বলল, 'একজনের কবর খোঁড়ার জন্য জমায়েত হয়েছে।' একথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ ঘাবড়ে উঠলেন। তিনি তড়িঘড়ি সঙ্গীদের ত্যাগ করে কবরের নিকট পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। তিনি কি করছেন তা দেখার জন্য আমি তাঁর সামনে খাড়া হলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। পরিশেষে তিনি এত কাঁদলেন যে, তার চোখের পানিতে মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ তুলে বললেন, হে আমার ভাই সকল! এমন দিনের জন্য তোমরা প্রস্তুতি নাও।" *(বুখারী তারীখ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৫, আহমাদ ১৮৬০১, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৫১ নং)*

عَنْ هَانِىءٍ ، مَوْلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ ، يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلاَ تَبْكِي ، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ)). قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ ، إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ)).

(৩৭৪) উষমান ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস হানি বলেন, উষমান বিন আফ্ফান ﷺ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদা কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। কেউ তাঁকে বলল, 'জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনাকালে আপনি তো কাঁদেন না, আর এই কবর দেখে এত কাঁদছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পরকালের (পথের) মঞ্জিলসমূহের প্রথম মঞ্জিল হল কবর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মঞ্জিলে নিরাপত্তা লাভ করে তার জন্য পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে এখানে নিরাপত্তা লাভ না করতে পারে তবে তার পরবর্তী মঞ্জিলগুলো আরো কঠিনতর হয়।"

আর তিনি একথাও বলেছেন যে, "আমি যত দৃশ্যই দেখেছি, সে সবের চেয়ে অধিক বিভীষিকাময় হল কবর!" *(সহীহ তিরমিযী ২৩০৮, ইবনে মাজাহ ৪২৬৭ নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ « عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ». فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَبَكَى فَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ.

(৩৭৫) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ মিম্বরে বসে (তাঁর ভাষণে) বললেন, "আল্লাহ এক বান্দাকে দুনিয়া ও তাঁর কাছে যা আছে তার মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন। বান্দা তাঁর কাছে যা আছে, তা এখতিয়ার ক'রে নিয়েছে।" এ কথা শুনে আবূ বাকর ﷺ কাঁদতে লাগলেন। আমি মনে মনে বললাম, এ বৃদ্ধ কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তো এক বান্দাকে দুনিয়া

ও তাঁর কাছে যা আছে তার মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন। আর বান্দা তাঁর কাছে যা আছে, তা এখতিয়ার ক'রে নিয়েছে। (তাতে কাঁদার কী আছে?) কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ ছিলেন সেই বান্দা। আর আবু বাক্‌র ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। *(আহমাদ ১১১৫৩, বুখারী ৩৯০৪, মুসলিম ৬২৪৫নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ :كُنْتُ أَدْعُو أُمِّى إِلَى الإِسْلاَمِ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِى فِى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى كُنْتُ أَدْعُو أُمِّى إِلَى الإِسْلاَمِ فَتَأْبَى عَلَىَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِى فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِىَ أُمَّ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِى هُرَيْرَةَ . فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِىِّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ أُمِّى خَشْفَ قَدَمَىَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ . وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ – فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ – قَالَ – فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِى مِنَ الْفَرَحِ – قَالَ – قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِى هُرَيْرَةَ . فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا.

(৩৭৬) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি আম্মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম, যখন তিনি মুশরিকা ছিলেন। একদিন দাওয়াত দিলে আম্মা রেগে উঠে আল্লাহর নবী ﷺ সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা শুনালেন। আমি কেঁদে মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার আম্মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম, তিনি আমার দাওয়াত অগ্রাহ্য করতেন। আজ আমি তাঁকে দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে অপ্রিয় কথা শুনিয়ে দিলেন। সুতরাং আপনি তাঁর জন্য দুআ করুন, যাতে আল্লাহ আবূ হুরাইরার আম্মাকে হিদায়াত করেন।' অতএব আল্লাহর রসূল ﷺ দুআ করে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি আবূ হুরাইরার আম্মাকে হিদায়াত কর।"

অতঃপর আমি আল্লাহর নবী ﷺ-এর দুআর মাঝে সুসংবাদ নিয়ে বাসায় ফিরে গিয়ে দেখলাম, দরজা বন্ধ আছে। আম্মা আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, 'আবূ হুরাইরা থামো!' আমি শুনতে পেলাম, পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। সুতরাং তিনি গোসল ক'রে জামা পরে মাথায় ওড়না না নিয়েই দরজা খুললেন। অতঃপর বললেন, 'আবূ হুরাইরা! আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।' সুতরাং আমি কাল বিলম্ব না ক'রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে গিয়ে খুশীতে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সুসংবাদ নিন, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেছেন এবং আবূ হুরাইরার আম্মাকে হিদায়াত করেছেন!' এ খবর শুনে নবী ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং উত্তম কথা বললেন। *(আহমাদ ৮২৫৯, মুসলিম ৮২৪২নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَنْبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا)). فَبَكَى عُمَرُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟.

(৩৭৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ স্বপ্নের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, 'দেখলাম, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। মহলের এক পাশে একটি মহিলা ওযূ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মহলটি কার? বলল, এটি উমার বিন খাত্তাবের। সুতরাং আমি তার ঈর্ষার কথা স্মরণ ক'রে পিছু ফিরে প্রস্থান করলাম।' এ কথা শুনে উমার ﷺ কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, 'আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনার প্রতিও কি ঈর্ষা করব? হে আল্লাহর রসূল!' *(আহমাদ ৮৪৭০, বুখারী ৩২৪২, মুসলিম ৬৩৫৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا نَفَعَنِى مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِى مَالُ أَبِى بَكْرٍ)). فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: وَهَلْ أَنَا وَمَالِى إِلاَّ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

(৩৭৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, "আবু বাকরের ধন-সম্পদ যেভাবে আমাকে উপকৃত করেছে, অন্য কোন ধন-সম্পদ তা করেনি।" এ কথা শুনে আবূ বাকর ﷺ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'আমি ও আমার ধন-সম্পদ তো আপনার জন্যই হে আল্লাহর রসূল!' *(আহমাদ ৭৪৪৬, ইবনে মাজাহ ৯৪নং)*

এ কথা শুনে উমার ﷺ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'আমার আব্বা তোমার জন্য কুরবান হোক হে আবু বাকর! যে কোন কল্যাণে আমি তোমার সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছি, তাতেই তুমি প্রথম স্থান দখল ক'রে নিয়েছ!' *(উসুদুল গাবাহ প্রমুখ)*

أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ ، فَبَكَى ، قَالَ : مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ : قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِى هَاجَرْتُ مِنْهَا...

(৩৭৯) মক্কায় আল্লাহর রসূল ﷺ অসুস্থ সা'দ বিন আবী অক্কাসের সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি কাঁদতে লাগলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তুমি কাঁদছ কী কারণে?' তিনি বললেন, 'আমার আশঙ্কা হয় যে, সেই মাটিতে আমার মরণ হবে, যে মাটি থেকে আমি হিজরত ক'রে গেছি।' *(আহমাদ ১৪৪০, বুখারী, আদাব ৫২০নং)*

(৩৮০) মহানবী ﷺ আলী ﷺ-কে মদীনায় নায়েব বানিয়ে তবূক যুদ্ধে বের হয়ে যাচ্ছেন। আলী বলছেন, 'আমি আপনার সাথে যুদ্ধে যেতে চাই।' আল্লাহর নবী ﷺ বলছেন, "না।" তিনি কাঁদছেন। মহানবী ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন,

« أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى ».

"তুমি কি চাও না যে, হারূন যেমন মূসার নায়েব হয়েছিলেন, তুমি তেমনি আমার নায়েব হবে? তবে আমার পরে কোন নবী নেই।" *(আহমাদ ১৪৬৩, মুসলিম)*

عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْيَمَنِ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي فَبَكَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لا تَبْكِ يَا مُعَاذُ لَلْبُكَاءُ أَوْ إِنَّ الْبُكَاءَ مِنْ الشَّيْطَانِ)).

(৩৮১) আস্বেম বিন হুমাইদ সাকূনী বলেন, মুআয বিন জাবাল ﷺ-কে ইয়ামান প্রেরণ করার সময় মহানবী ﷺ কিছু পথ এগিয়ে দিতে এবং অসিয়ত করতে তাঁর সাথে বের হলেন। মুআয ছিলেন সওয়ারীতে, আর তিনি পায়ে হেঁটে পথ চলছিলেন। অসিয়ত ক'রে অবশেষে তিনি তাঁকে বললেন, "হে মুআয! তুমি হয়তো আগামী বছর আমার দেখা পাবে না। সম্ভবতঃ তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে পার হবে!" এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গহারা হতে হবে জেনে উদ্বিগ্ন হয়ে মুআয কাঁদতে লাগলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "কেঁদো না মুআয! কারণ কান্না হল শয়তানের তরফ থেকে।" *(আহমাদ ২২০৫৪, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ২৪৯৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((لاَ يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ)).

(৩৮২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করল, যতক্ষণ না (দোহনকৃত) দুধ বাঁটে ফিরে যাবে। (অর্থাৎ দু'টোই অসম্ভব)। আর আল্লাহর রাস্তার ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।" *(তিরমিযী ১৬৩৩, ইবনে মাজাহ ২৭৭৪নং)*

قال عبيد بن عمير لعائشة : أخبرينا بأعجب شيء رأيتِه من رسول الله (قال : فسكتتْ . ثم قالت : لما كان ليلة من الليالي . قال : يا عائشة ، ذريني أتعبدُ الليلةَ لربي ، فقلت : والله إني لأحبُّ قربَكَ وأحب ما يسرُّك . قالت : فقام فتطهرَ، ثم قام يصلي قالت : فلم يزل يبكي ، حتى بلَّ حِجْرَهُ . قالت : وكان جالساً فلم يزل يبكي ، حتى بلَّ لحيتَه قالت : ثم بكى حتى بلَّ الأرض فجاء بلالٌ يؤذنه بالصلاة ، فلما رآه يبكي قال : يا رسولَ الله تبكي ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : ((أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ لقد أنزلَتْ عليَّ الليلةَ آيةٌ (آيات) ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ..... الآية كلها)).

(৩৮৩) উবাইদ বিন উমাইর ﷺ বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বললাম, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যময় ঘটনা কী দেখেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, 'এক রাত্রে (নবী ﷺ) আমাকে বললেন, "আয়েশা! আজ রাতে আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য ছেড়ে

দাও।” আমি বললাম, ‘আল্লাহর কসম! আমি আপনার নৈকট্য চাই এবং তাই চাই, যা আপনাকে আনন্দ দান করে।’ সুতরাং তিনি উঠে ওযূ করলেন এবং নামায পড়তে শুরু করলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি বসে ছিলেন, (চোখের পানিতে) তাঁর কোল ভিজে গেল। তারপরও কাঁদতে লাগলেন। (সিজদায় গেলে অশ্রুতে) মাটি ভিজে গেল! (ফজরের আগে) বিলাল নামাযের খবর দিতে এলেন। তিনি যখন তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ ক’রে দিয়েছেন!’ তিনি বললেন, “আমি কি (আল্লাহর) শুক্‌রগুযার বান্দা হব না? আজ রাত্রে আমার উপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ধ্বংস তার জন্য, যে তা পড়েছে, অথচ তা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা ক’রে দেখেনি।

{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ} (١٩٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৯০ এর পরবর্তী সকল আয়াত, ইবনে হিব্বান ৬২০, সহীহ তারগীব ১৪৬৮-নং)*

دخل سعد على سلمان يعوده قال فبكى فقال له سعد : ما يبكيك يا أبا عبد الله توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو عنك راض و ترد عليه الحوض و تلقى أصحابك ؟ قال فقال سلمان : أما أني لا أبكي جزعا من الموت و لا حرصا على الدنيا و لكن رسول الله صلى الله عليه و سلم عهد إلينا عهدا حيا و ميتا قال : لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب و حولي هذه الأساودة قال : فإنما حوله إجانة و جفنة و مطهرة...

(৩৮৪) সা’দ ﷺ সালমান ﷺ-কে দেখা করতে এলেন। সালমান ﷺ কাঁদতে লাগলেন। সা’দ বললেন, ‘আপনি কাঁদছেন কীসের জন্য হে আবূ আব্দুল্লাহ! আল্লাহর রসূল ﷺ ইন্তিকাল ক’রে গেছেন, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আপনি হওযে-কওষরের কাছে তাঁর সঙ্গী হবেন। আপনার সাথীবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।’ সালমান ﷺ বললেন, ‘আমি মৃত্যুভয়ে কাঁদছি না, দুনিয়ার (জীবনের) লোভেও না। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, “তোমাদের জন্য যেন একজন সওয়ারী (মুসাফিরের) সম্বল পরিমাণ দুনিয়ার (সম্পদ) যথেষ্ট হয়।” আর আজ আমার চারিপাশে এত সম্পদ!’ এ কথা শুনে সা’দ ﷺ-ও কাঁদতে লাগলেন। অথচ তাঁর পাশে ছিল একটি ঠেস দেওয়ার বালিশ, একটি ভোজনপাত্র, একটি কাপড় ধোওয়ার পাত্র ও একটি ওযূর পাত্র! (যার মূল্য ৪০ দিরহাম মাত্র।) *(হাকেম ৭৮৯১, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৩৯৫, ইবনে আবী শাইবা ৩৪৩১২, সঃ তারগীব ৩২২৪নং)*

إن أبا هريرة بكى في مرضه فقيل له ما يبكيك فقال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي وأني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونار لا أدري أيهما يؤخذ بي.

(৩৮৫) আবূ হুরাইরা ﷺ তাঁর (শেষ) রোগে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কীসের জন্য কাঁদছেন আপনি?' তিনি বললেন, 'শোনো! আমি তোমাদের এই দুনিয়ার জন্য কাঁদিনি। আমি কাঁদছি আমার সফরের দূরত্ব ও সম্বলের স্বল্পতার জন্য! আমি এখন জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে চড়তে লেগেছি। আর জানি না যে, দু'টির মধ্যে কোন্‌টির দিকে আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে!' *(হিল্‌য়াতুল আওলিয়া ১/৩৮৩)*

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا لو تعلموا العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى حتى ينقطع صوته.

(৩৮৬) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ বলেন, 'তোমরা কাঁদো। কাঁদতে না পারলে কাঁদার ভান কর। তোমরা যদি সঠিক খবর জানতে, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকে ততক্ষণ নামায পড়ত, যতক্ষণ পিঠ ভেঙ্গে না গেছে এবং ততক্ষণ কাঁদত, যতক্ষণ স্বর ভেঙ্গে না গেছে!' *(হাকেম ৮৭২৩, সহীহ তারগীব ৩৩২৮নং)*

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ.

(৩৮৭) আলী ﷺ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন মিক্বদাদ ছাড়া অন্য কেউ অশ্বারোহী ছিল না। রাত্রে আমাদের সকলেই ঘুমিয়ে ছিল। কেবল আল্লাহর রসূল ﷺ ফজর পর্যন্ত গাছের নিচে নামায পড়ে কাঁদছিলেন। *(আহমাদ ১০২৩, ইবনে হিব্বান ২২৫৭, ইবনে খুযাইমা ৮৯৯, সহীহ তারগীব ৫৪৫নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ مُضْطَجِعٌ مُرْمَلٌ بِشَرِيطٍ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَدَخَلَ عُمَرُ فَانْحَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحِرَافَةً فَلَمْ يَرَ عُمَرُ بَيْنَ جَنْبِهِ وَبَيْنَ الشَّرِيطِ ثَوْبًا وَقَدْ أَثَّرَ الشَّرِيطُ بِجَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَى عُمَرُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيكَ يَا عُمَرُ قَالَ وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَهُمَا يَعْبَثَانِ فِي الدُّنْيَا فِيمَا يَعْبَثَانِ فِيهِ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَرَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ قَالَ عُمَرُ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ كَذَاكَ.

(৩৮৮) আনাস ﷺ বলেন, এক সময় আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন তিনি ছোবড়ার দড়ি দিয়ে বোনা খাটের ওপর শুয়ে ছিলেন। তাঁর মাথার নিচে খেজুর ছোবড়ার তৈরি একটি বালিশ ছিল। তাঁর দেহ ও খাটের মাঝে একটি মাত্র কাপড় ছিল। (তাতে তাঁর দেহে দাগ পড়ে গিয়েছিল।) ইতিমধ্যে উমার ﷺ তাঁর কাছে এলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "কীসের জন্য কাঁদছ উমার?" উমার ﷺ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমি জানি আপনি আল্লাহর নিকট কিসরা ও কায়সার অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। কিন্তু তারা দুনিয়ায় কত সুন্দর জীবন-যাপন করছে।

আর আপনি আল্লাহর রসূল হওয়া সত্ত্বেও এই অবস্থায় জীবন-যাপন করছেন!' নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "উমার! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া হোক, আর আমাদের জন্য আখেরাত?" উমার বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তাহলে তেমনটাই হবে।" *(আহমাদ ১২৪১৭, বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ ১১৬৩নং)*

মহান আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ } [البقرة : ١٥٢]

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না। *(সূরা বাক্বারা ১৫২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ } [إبراهيم : ٧]

অর্থাৎ, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। *(সূরা ইব্রাহীম ৭ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَقُلِ الحَمْدُ للّهِ } [الإسراء : ١١١]

অর্থাৎ, বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। *(সূরা ইসরা ১১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أنِ الحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَالَمِينَ } [يونس : ١٠]

অর্থাৎ, তাদের শেষ বাক্য হবে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)। *(সূরা ইউনুস ১০ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ جِبرِيلُ: اَلحَمْدُ للّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

(৩৮৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, যে রাতে নবী ﷺ-কে মি'রাজ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে তাঁর নিকট মদ ও দুধের দু'খানা পাত্র আনা হল। তখন তিনি উভয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে দুধের বাটি খানা তুলে নিলেন। এ দেখে জিব্রাঈল ﷺ বললেন ঃ 'সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আপনাকে প্রকৃতির দিকেই পথ দেখালেন। যদি আপনি মদের পাত্রটি ধারণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।' *(বুখারী ৪৭০৯, মুসলিম ৫৩৫৮নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيتاً فِي

الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(৩৯০) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় ফিরিশ্তাদেরকে বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জীবন হনন করেছ কি?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে হনন করেছ?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'সে সময় আমার বান্দা কী বলেছে?' তারা বলে, 'সে আপনার হাম্‌দ (প্রশংসা) করেছে ও ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন (অর্থাৎ, আমরা তোমার এবং তোমার কাছেই অবশ্যই ফিরে যাব) পাঠ করেছে।' মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার (সন্তানহারা) বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর, আর তার নাম রাখ, 'বায়তুল হাম্‌দ' (প্রশংসাভবন)।" *(তিরমিযী ১০২১নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ يَأكُلُ الأَكْلَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا)). رواه مسلم

(৩৯১) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা কিছু খেলে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কিছু পান করলেও আল্লাহর প্রশংসা করে (অর্থাৎ, আল-হামদু লিল্লাহ পড়ে)।" *(মুসলিম ৭১০৮নং)*

মানুষের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيَجْزِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَجْزِيهِ ، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ ، فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَيْ زُورٍ)).

(৩৯২) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দান করা হয় সে ব্যক্তির উচিত, দেওয়ার মত কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান (প্রত্যুপহার) দেওয়া। দেওয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে সে তার কৃতজ্ঞতা (বা শুকরিয়া) আদায় করে দেয়, যে ব্যক্তি (উপহার) গোপন করে (প্রতিদান দেয় না বা শুক্‌র আদায় করে না) সে কৃতঘ্নতা (বা নাশুক্‌রী) করে। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাকে দেওয়া হয়নি সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মত। *(তিরমিযী ২০৩৪, আবূ দাউদ ৪৮১৩, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৫৪নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ لَم يَشْكُرِ اَلناسَ ، لَمْ يَشْكُرِ اللهِ)).

(৩৯৩) আবূ সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের শুক্‌র করল না, সে আল্লাহর শুক্‌র করল না।" *(আহমাদ ১১২৮০, তিরমিযী ১৯৫৫নং)*

ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন

আল্লাহ তাআলা বলেন, { طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى } [طه : ١]

অর্থাৎ, ত্বা-হা-। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। *(সূরা ত্বাহা ১-২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة : ١٨٥]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিনতা তাঁর কাম্য নয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

وعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ النَّبيّ ﷺ دخل عَلَيْهَا وعِندها امرأةٌ ، قَالَ : ((مَنْ هذِهِ ؟)) قَالَتْ : هذِهِ فُلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا . قَالَ : ((مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَواللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا)) وكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৯৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট গেলেন, তখন এক মহিলা তাঁর কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, "এটি কে?" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'অমুক মহিলা, যে প্রচুর নামায পড়ে।' তিনি বললেন, "থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" আর সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে। *(বুখারী ৪৩, মুসলিম ১৮৬৯নং)*

'আল্লাহ ক্লান্ত হন না' এ কথার অর্থ এই যে, তিনি সওয়াব দিতে ক্লান্ত হন না। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে সওয়াব ও তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া বন্ধ করেন না এবং তোমাদের সাথে ক্লান্তের মত ব্যবহার করেন না; যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে আমল ত্যাগ করে বস। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা সেই আমল গ্রহণ করবে, যা একটানা করে যেতে সক্ষম হবে। যাতে তাঁর সওয়াব ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيّ ﷺ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيّ ﷺ ، فَلَمَّا أُخْبِروا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا وَقَالُوا : أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبيِّ ﷺ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أحدُهُم : أمَّا أنا فَأُصَلِّي اللَّيلَ أبداً . وَقالَ الآخَرُ : وَأَنَا أصُومُ الدَّهْرَ أَبَداً وَلا أُفْطِرُ . وَقالَ الآخَر : وَأَنا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أتَزَوَّجُ أبَداً . فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ إلَيهِم ، فَقَالَ : ((أنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا واللهِ إنِّي لأخْشَاكُمْ للهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أصُومُ وَأُفْطِرُ ، وأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৯৫) আনাস ﷺ বলেন যে, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা

কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ৩৪৬৯নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أنَّ النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : ((هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ)) قالها ثَلاثاً . رواه مسلم

(৩৯৬) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।)" এ কথা তিনি তিনবার বললেন। *(মুসলিম ৬৯৫৫নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنُ إلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ)). رواه البخاري .

وفي رواية لَهُ : ((سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاغْدُوا وَرُوحُوا ، وَشَيءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ ، القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا)).

(৩৯৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺহতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।"

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।" *(বুখারী ৩৯, ৬৩৬৩নং)*

অর্থাৎ, অবসর সময়ে উদ্যমশীল মনে আল্লাহর ইবাদত কর; যে সময়ে ইবাদত ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং তা মনে ভারী বা বিরক্তিকর না হয়। আর তাহলেই অভীষ্টলাভ করতে পারবে। যেমন বুদ্ধিমান মুসাফির উক্ত সময়ে সফর করে এবং যথাসময়ে সে ও তার সওয়ারী বিশ্রাম গ্রহণ করে। (না ধীরে চলে এবং না তাড়াহুড়া করে।) ফলে সে বিনা কষ্টে যথা সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبيُّ ﷺ المَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ : ((مَا هَذَا الحَبْلُ ؟)) قالُوا : هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ . فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((حُلُّوهُ ،

لِيُصلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৯৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ দেখলেন যে, একটি দড়ি দুই স্তম্ভের মাঝে লম্বা ক'রে বাঁধা রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, "এই দড়িটা কী (জন্য)"? লোকেরা বলল, 'এটি যয়নাবের দড়ি। যখন তিনি (নামায পড়তে পড়তে) ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন এটার সঙ্গে ঝুলে যান!' নবী ﷺ বললেন, "এটিকে খুলে ফেল। তোমাদের মধ্যে (যে নামায পড়বে) তার উচিত, সে যেন মনে স্ফূর্তি থাকাকালে নামায পড়ে। তারপর সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে যেন শুয়ে যায়।" *(বুখারী ১১৫০, মুসলিম ১৮৬৭নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّومُ ، فإِنَّ أحدكم إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৯৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন নামায পড়া অবস্থায় তোমাদের কারো তন্দ্রা আসবে, তখন তাকে ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত, যতক্ষণ না তার ঘুম চলে যাবে। কারণ, তোমাদের কেউ যদি তন্দ্রা অবস্থায় নামায পড়ে, তাহলে সে অনুভব করতে পারবে না যে, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে গালি দিচ্ছে। *(বুখারী ২১২, মুসলিম ১৮৭১নং)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللّهِ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنهُما ، قَالَ : كُنْتُ أصَلِّي مَعَ النَّبيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ ، فَكَانتْ صَلاتُهُ قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْداً . رواه مسلم

(৪০০) আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে সামুরাহ ﷺ বলেন যে, 'আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়তাম। সুতরাং তাঁর নামাযও মধ্যম হত এবং তাঁর খুৎবাও মধ্যম হত।' *(মুসলিম ২০৪০-২০৪১নং)*

وعَنْ أَبِي جُحَيْفَة وَهْب بنِ عَبدِ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : آخَى النَّبيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبي الدَّرْداءِ ، فَزارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرداءِ فَرَأى أُمَّ الدَّرداءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ : مَا شَأنُكِ ؟ قَالَتْ : أخُوكَ أَبُو الدَّردَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَجاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً ، فَقَالَ لَهُ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : مَا أنا بآكِلٍ حَتَّى تَأكُلَ فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّردَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمْ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمْ . فَلَمَّا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمِ الآن ، فَصَلَّيَا جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيكَ حَقّاً ، وَلأَهْلِكَ عَلَيكَ حَقّاً ، فَأعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النَّبيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((صَدَقَ سَلْمَانُ)). رواه البخاري

(৪০১) আবূ জুহাইফা অহ্‌ব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন যে, নবী ﷺ (হিজরতের পর মদীনায়) সালমান ও আবূ দার্দার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দার্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবূ দার্দার

স্ত্রী) উম্মে দার্দাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আবূ দার্দার দুনিয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।' (ইতিমধ্যে) আবূ দার্দাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা রেখেছি।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না।' সুতরাং আবূ দার্দাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। অতঃপর যখন রাত এল, তখন (শুরু রাতেই) আবূ দার্দা নফল নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাঁকে বললেন, '(এখন) শুয়ে যাও।' সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, 'শুয়ে যাও।' অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'এবার উঠে নফল নামায পড়।' সুতরাং তাঁরা দু'জনে একত্রে নামায পড়লেন। অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন, 'নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর।' অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী ﷺ বললেন, "সালমান ঠিকই বলেছে।" *(বুখারী ১৯৬৮, ৬১৩৯নং)*

وعَنْ أَبي محمد عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو بن العَاصِ رَضي الله عنهما ، قَالَ : أُخْبِرَ النَّبيُّ ﷺ أنِّي أقُولُ: وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيلَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((أنتَ الَّذِي تَقُولُ ذلِكَ؟)) فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قُلْتُهُ بأبي أنْتَ وأمِّي يَا رسولَ الله . قَالَ : ((فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثةَ أيَّامٍ ، فإنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا وَذَلكَ مِثلُ صِيامِ الدَّهْرِ)) قُلْتُ : فَإِنِّي أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ ، قَالَ : ((فَصُمْ يَوماً وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ)) قُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ أفضَلَ مِنْ ذلِكَ ، قَالَ : ((فَصُمْ يَوماً وَأفْطِرْ يَوماً فَذلِكَ صِيَامُ دَاوُد ﷺ ، وَهُوَ أعْدَلُ الصيامِ)) .

وفي رواية: ((هُوَ أفْضَلُ الصِّيامِ)) فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطيقُ أفْضَلَ مِنْ ذلِكَ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: ((لاَ أفضَلَ مِنْ ذلِكَ))، وَلأنْ أكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأَيَّامِ الَّتي قَالَ رَسُول الله ﷺ أحَبُّ إليَّ مِنْ أهْلي وَمَالي.

وفي رواية : ((أَلَمْ أُخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وتَقُومُ اللَّيلَ ؟)) قُلْتُ : بَلَى ، يَا رَسُول الله ، قَالَ : ((فَلاَ تَفْعَلْ : صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ؛ فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ، فإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ صِيَامُ الدَّهْر)) فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ ، قُلْتُ : يَا رَسُول الله ، إنِّي أجِدُ قُوَّةً ، قَالَ : ((صُمْ صِيَامَ نَبيِّ الله دَاوُد وَلاَ تَزِد عَلَيهِ)) قُلْتُ : وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُد ؟ قَالَ : ((نِصْفُ الدَّهْرِ)) فَكَانَ عَبدُ الله يقول بَعدَمَا كَبِرَ : يَا لَيتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُول الله ﷺ .

وفي رواية : ((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهرَ ، وَتَقْرَأُ القُرآنَ كُلَّ لَيْلَة ؟)) فقلت : بَلَى ، يَا رَسُول

اللّه ، وَلَمْ أُرِدْ بذلِكَ إلاَّ الخَيرَ ، قَالَ : ((فَصُمْ صَومَ نَبيِّ اللّهِ دَاوُد ، فَإنَّهُ كَانَ أعْبَدَ النَّاسِ ، وَاقْرَأ القُرْآنَ في كُلِّ شَهْر)) قُلْتُ : يَا نَبيَّ اللّهِ ، إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ ؟ قَالَ : ((فاقرأه في كل عشرين)) قُلْتُ : يَا نبي اللّه ، إني أطيق أفضل من ذلِكَ ؟ قَالَ : ((فَاقْرَأهُ في كُلِّ عَشْر)) قُلْتُ : يَا نبي اللّهِ ، إنِّي أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ ؟ قَالَ : ((فاقْرَأهُ في كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذلِكَ)) فشدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ وَقالَ لي النَّبيّ ﷺ : ((إنَّكَ لا تَدري لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ)) قَالَ : فَصِرْتُ إلَى الَّذِي قَالَ لي النَّبيُّ ﷺ . فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أنِّي كُنْتُ قَبِلتُ رُخْصَةَ نَبيِّ اللّه ﷺ .

وفي رواية : ((وَإنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً)) .

وفي رواية : ((لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ)) ثلاثاً .

وفي رواية: ((أَحَبُّ الصِيَامِ إلَى اللّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُد، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إلَى اللّهِ تَعَالَى صَلاةُ دَاوُدَ: كَانَ يَنَامُ نِصفَ اللَّيلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوماً وَيُفطِرُ يَوماً، وَلاَ يَفِرُّ إذَا لاقَى)).

وفي رواية قال : ((أنْكَحَني أَبي امرَأةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ – أي : امْرَأَةَ وَلَدِهِ – فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا . فَتقُولُ لَهُ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشاً ، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفاً مُنْذُ أتَيْنَاهُ . فَلَمَّا طَالَ ذلِكَ عَلَيهِ ذَكَرَ ذلك للنَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ : ((القَني بِهِ)) فَلَقيتُهُ بَعد ذلك ، فَقَالَ : ((كَيْفَ تَصُومُ ؟)) قُلْتُ : كُلَّ يَومٍ ، قَالَ : ((وَكَيْفَ تَخْتِمُ ؟)) قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ ، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أخَفّ عَلَيهِ باللَّيلِ ، وَإذَا أَرَادَ أنْ يَتَقَوَّى أفْطَرَ أيَّاماً وَأحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أنْ يَترُكَ شَيئاً فَارَقَ عَلَيهِ النَّبيَّ ﷺ .

كُلّ هذِهِ الرِوَايَاتِ صَحِيحَةٌ ، مُعظمُها في الصَّحِيحَين ، وَقَلِيل مِنْهَا في أحدِهِما .

(৪০২) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ বলেন, নবী ﷺ-কে আমার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হল যে, আমি বলছি, 'আল্লাহর কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন দিনে রোযা রাখব এবং রাতে নফল নামায পড়ব।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি এ কথা বলছ?" আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! নিঃসন্দেহে আমি এ কথা বলেছি, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক।' তিনি বললেন, "তুমি এর সাধ্য রাখ না। অতএব তুমি রোযা রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। অনুরূপ (রাতের কিছু অংশে) ঘুমাও এবং (কিছু অংশে) নফল নামায পড় ও মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কারণ, নেকীর প্রতিদান দশগুণ রয়েছে। তোমার এই রোযা জীবনভর রোযা রাখার মত হয়ে যাবে।" আমি বললাম, 'আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখ, আর দু'দিন রোযা ত্যাগ কর।" আমি বললাম, 'আমি এর বেশী করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে একদিন রোযা রাখ, আর একদিন রোযা ছাড়। এ হল দাঊদ ﷺ-এর রোযা। আর এ হল ভারসাম্যপূর্ণ রোযা।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "এটা সর্বোত্তম রোযা।" কিন্তু আমি বললাম, 'আমি এর চেয়ে বেশী (রোযা) রাখার ক্ষমতা রাখি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এর চেয়ে উত্তম রোযা আর নেই।" (আব্দুল্লাহ বলেন,) 'যদি আমি রসূল ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী (প্রত্যেক মাসে) তিন দিন রোযা রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করতাম, তাহলে তা আমার নিকট আমার পরিবার ও সম্পদ অপেক্ষা প্রিয় হত।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) "আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি দিনে রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ?" আমি বললাম, 'সম্পূর্ণ সত্য, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "পুনরায় এ কাজ করো না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। নিদ্রাও যাও এবং নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে। তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা যথেষ্ট। কেননা, প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে তোমার জন্য দশটি নেকী রয়েছে আর এটা জীবনভর রোযা রাখার মত।" কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি সামর্থ্য রাখি।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর নবী দাউদ عليه السلام-এর রোযা রাখ এবং তার চেয়ে বেশী করো না।" আমি বললাম, 'দাউদের রোযা কেমন ছিল?' তিনি বললেন, "অর্ধেক জীবন।" অতঃপর আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, 'হায়! যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!'

আর এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) "আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি সর্বদা রোযা রাখছ এবং প্রত্যহ রাতে কুরআন (খতম) পড়ছ।" আমি বললাম, '(সংবাদ) সত্যই, হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু এতে আমার উদ্দেশ্য ভাল ছাড়া অন্য কিছু নয়।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর নবী দাউদের রোযা রাখ। কারণ, তিনি লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুযার ছিলেন। আর প্রত্যেক মাসে (একবার কুরআন খতম) পড়।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কুড়ি দিনে (কুরআন খতম) পড়।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমি এর থেকে বেশী করার সামর্থ্য রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি প্রত্যেক দশদিনে (কুরআন খতম) পড়।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশী ক্ষমতা রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি প্রত্যেক সাতদিনে (খতম) পড় এবং এর বেশী করো না (অর্থাৎ, এর চাইতে কম সময়ে কুরআন খতম করো না।)" কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। আর নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন, "তুমি জান না, সম্ভবতঃ তোমার বয়স সুদীর্ঘ হবে।" আব্দুল্লাহ বলেন, সুতরাং আমি ঐ বয়সে পৌঁছে গেলাম, যার কথা নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন। অবশেষে আমি যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলাম, তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, হায়! যদি আমি আল্লাহর নবী ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করে নিতাম।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) "আর তোমার উপর তোমার সন্তানের অধিকার আছে---।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তার কোন রোযা নেই (অর্থাৎ, রোযা বিফল যাবে) সে সর্বদা

রোযা রাখে।” এ কথা তিনবার বললেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহর নিকট প্রিয়তম রোযা হচ্ছে দাউদ ﷺ-এর রোযা এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়তম নামায হচ্ছে দাউদ ﷺ-এর নামায। তিনি মধ্য রাতে শুতেন এবং তার তৃতীয় অংশে নামায পড়তেন এবং তার ষষ্ঠ অংশে ঘুমাতেন। তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ছাড়তেন। আর যখন শত্রুর সামনা-সামনি হতেন তখন (রণভূমি হতে) পলায়ন করতেন না।”

আরোও এক বর্ণনায় আছে, (আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র) বলেন, আমার পিতা আমার বিবাহ এক উচ্চ বংশের মহিলার সঙ্গে দিয়েছিলেন। তিনি পুত্রবধুর প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন। তিনি তাকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সে বলত, ‘এত ভালো লোক যে, সে কদাচ আমার বিছানায় পা রাখেনি এবং যখন থেকে আমি তার কাছে এসেছি, সে কোনদিন আবৃত জিনিস স্পর্শ করেনি (অর্থাৎ, মিলনের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেনি।)’ যখন এই আচরণ অতি লম্বা হয়ে গেল, তখন তিনি (আব্দুল্লাহর পিতা) এ কথা নবী ﷺ-কে জানালেন। অতঃপর তিনি বললেন, “তাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বল।” সুতরাং পরবর্তীতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি কিভাবে রোযা রাখ?” আমি বললাম, ‘প্রত্যেক দিন।’ তিনি বললেন, “কিভাবে কুরআন খতম কর?” আমি বললাম, ‘প্রত্যেক রাতে।’ অতঃপর তিনি ঐ কথাগুলি বর্ণনা করলেন, যা পূর্বে গত হয়েছে। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র) তাঁর পরিবারের কাউকে (কুরআনের) ঐ সপ্তম অংশ পড়ে শুনাতেন, যা তিনি (রাতের নফল নামাযে) পড়তেন। দিনের বেলায় তিনি তা পুনঃ পড়ে নিতেন, যেন তা (রাতে পড়া) তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যখন তিনি (দৈহিক) শক্তি সঞ্চয় করার ইচ্ছা করতেন, তখন কিছুদিন রোযা রাখতেন না এবং গুনে রাখতেন ও পরে ততটাই রোযা রেখে নিতেন। কারণ, তিনি ঐ আমল পরিত্যাগ করা অপছন্দ করতেন, যার উপর তিনি নবী ﷺ থেকে পৃথক হয়েছেন। এই বর্ণনাগুলি সবই বিশুদ্ধ। এগুলোর অধিকাংশ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে এবং যৎসামান্য এমন আছে যা এই দুটির মধ্যে একটিতে আছে। *(বুখারী ৬১৩৪, মুসলিম ২৭৯১-২৮০০নং)*

وعَنْ أَبِي رِبعِي حَنظَلَةَ بنِ الربيعِ الأُسَيِّدِيِّ الكَاتِب أَحَدِ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : لَقِيَنِي أَبُو بَكر ﷺ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ يَا حنْظَلَةُ ؟ قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ! قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ مَا تَقُولُ ؟! قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بالجنَّةِ وَالنَّارِ كأنَّا رَأيَ عَيْنٍ، فإذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُول اللهِ ﷺ عَافَسْنَا الأَزْواجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسينَا كَثِيراً ، قَالَ أَبُو بكر ﷺ : فَوَاللهِ إنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فانْطَلَقْتُ أَنَا وأبُو بَكْر حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ . فقُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُول اللهِ ! فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((وَمَا ذَاكَ ؟)) قُلْتُ : يَا رَسُول اللهِ ، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بالنَّارِ والجنَّةِ كأنَّا رَأيَ العَيْن فإذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْواجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسينَا كَثِيراً . فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((وَالَّذِي نَفْسي بيَدِهِ ، لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونونَ عِنْدِي ، وَفِي الذِّكْر ، لصَافَحَتْكُمُ الملائِكَةُ

عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ ، لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً)) ثَلاَثَ مَرَات . رواه مسلم

(৪০৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন কেরানী আবূ রিব্য়ী হান্যালাহ বিন রাবী' উসাইয়িদী ﷺ বলেন, একদা আবূ বাক্র ﷺ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, 'হে হানযালাহ! তুমি কেমন আছ?' আমি বললাম, 'হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে!' তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ কী কথা বলছ?' আমি বললাম, '(কথা এই যে, যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য (পার্থিব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই।' আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমাদেরও তো এই অবস্থা হয়।' সুতরাং আমি ও আবূ বাক্র গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে কী কথা?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে শুনান; যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিও কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য)।" তিনি এ কথা তিনবার বললেন। *(মুসলিম ৭১৪২-৭১৪৩নং)*

عن أنس بن مالك قال : غدا أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقالوا : يارسول الله هلكنا ورب الكعبة فقال : (وما ذاك ؟) قالوا : النفاق النفاق قال : (ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ؟) قالوا : بلى قال (ليس ذاك النفاق) قال : ثم عادوا الثانية فقالوا : يارسول الله هلكنا ورب الكعبة قال : (وما ذاك ؟) قالوا : النفاق النفاق قال : (ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟) قالوا : بلى قال : (ليس ذاك النفاق) قال : ثم عادوا الثالثة فقالوا : يارسول الله هلكنا ورب الكعبة قال : (وماذاك ؟) قالوا : النفاق : قال : (ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟) قالوا : بلى قال : (ليس ذاك النفاق) قالوا : إنا إذا كنا عندك كنا على حال وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلونا قال : (لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونوا على الحال الذي تكونون عليه لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة).

(৪০৪) আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, একদা কিছু সাহাবা মহানবী ﷺ-এর নিকটে

উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! কা’বার রবের কসম! আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।’ তিনি বললেন, “তা কেন?” তাঁরা বললেন, ‘মুনাফিকীর আশঙ্কা হয়, মুনাফিকীর!’ তিনি বললেন, “তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রসূল?” তাঁরা বললেন, ‘অবশ্যই।’ তিনি বললেন, “এটা মুনাফিকী নয়।” অতঃপর তাঁরা দ্বিতীয়বার তাঁকে একই কথা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! কা’বার রবের কসম! আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।’ তিনি বললেন, “তা কেন?” তাঁরা বললেন, ‘মুনাফিকীর আশঙ্কা হয়, মুনাফিকীর!’ তিনি বললেন, “তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রসূল?” তাঁরা বললেন, ‘অবশ্যই।’ তিনি বললেন, “এটা মুনাফিকী নয়।” অতঃপর তাঁরা তৃতীয়বার তাঁকে একই কথা বললেন। তিনি বললেন, “এটা মুনাফিকী নয়।” তাঁরা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি, তখন এক অবস্থায় থাকি। আর যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই, তখন সংসার ও পরিবার আমাদেরকে ব্যস্ত ক’রে তোলে।’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “যখন তোমরা আমার নিকট থেকে বের হয়ে যাও, তখন যদি সেই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক, তাহলে ফিরিশ্তাগণ মদীনার পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহ করতেন।” *(আবূ য়া’লা ৩৩০৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৩৫নং)*

وَعنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : بَينَمَا النَّبيُّ ﷺ يَخطُبُ إذَا هُوَ برَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : أَبُو إسْرَائيلَ نَذَرَ أنْ يَقُومَ في الشَّمْسِ وَلاَ يَقْعُدَ ، وَلاَ يَسْتَظِل ، وَلاَ يَـتَكَلَّمَ ، وَيَـصُومَ ، فَقَـالَ النَّبيّ ﷺ : ((مُرُوهُ ، فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)). رواه البخاري

(৪০৫) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, কোন এক সময় নবী ﷺ খুৎবাহ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, একটি লোক (রোদে) দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর তিনি তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল, ‘আবূ ইসরাঈল। ও নযর মেনেছে যে, ও রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে।’ নবী ﷺ বললেন, “তোমরা ওকে আদেশ কর, ও যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং রোযা পুরা করে।” *(বুখারী ৬৭০৪নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ». قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِى ذَلِكَ مِثْلِى إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ».

(৪০৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা ‘সওমে বিসাল’ থেকে দূরে থাক।” এ কথা তিনি ৩ বার পুনরাবৃত্তি করলেন। সাহাবাগণ বললেন, ‘কিন্তু হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বিসাল করে থাকেন?’ তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে তোমরা আমার মত নও। কারণ, আমি রাত্রি যাপন করি, আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা সেই আমল করতে উদ্বুদ্ধ হও, যা করতে তোমরা সক্ষম।” *(বুখারী ১৯৬৬, মুসলিম ১১০৩নং, প্রমুখ)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ».

(৪০৭) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় উত্তম আদর্শ, সুন্দর বেশভূষা এবং মধ্যমপন্থা নবুঅতের পঁচিশ ভাগের একটি ভাগ।" *(আবূ দাউদ ৪৭৭৮, তিরমিযী ২০১০নং)*

عن الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِىُّ قَالَ قال رسول الله ﷺ: « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا ».

(৪০৮) হাকাম বিন হায্ন কুলাফী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে মানব সকল! তোমাদেরকে যে সকল কর্মের আদেশ করা হয়, তার প্রত্যেকটাই পালন করতে তোমরা কক্ষনই সক্ষম হবে না। তবে তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং সুসংবাদ নাও।" *(আহমাদ ১৭৮৫৬, আবূ দাউদ ১০৯৮, সহীহুল জামে' ৭৮৭১ নং)*

মুজাহাদাহ বা দ্বীনের জন্য এবং আত্মা, শয়তান ও দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরলস চেষ্টা, টানা পরিশ্রম ও আজীবন সংগ্রাম করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } [العنكبوت : ٦٩]

অর্থাৎ, যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন। *(সূরা আনকাবূত ৬৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেন,

{ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ } [الحجر : ٩٩]

অর্থাৎ, আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। *(সূরা হিজ্র ৯৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً } [المزمل : ٨]

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। *(সূরা মুয্যাম্মিল ৮ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ } [الزلزلة : ٧]

অর্থাৎ, সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। *(সূরা যিলযাল ৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً } [المزمل : ٢٠]

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে

তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর পাবে। *(সূরা মুযযাম্মিল ২০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ } [البقرة : ٢٧٣]

অর্থাৎ, আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত)*

এ বিষয়ে সুবিদিত আয়াত অনেক রয়েছে। উক্ত মর্মের হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((إنَّ اللّه تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحبَبْتُهُ كُنْتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَني أعْطَيْتُهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ)). رواه البخاري

(৪০৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা---যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অর্থাৎ ফরয ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে! আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।" *(বুখারী ৬৫০২নং)*

('আমি তার কান হয়ে যাই----।' অর্থাৎ, আমার সন্তুষ্টি মোতাবেক সে শোনে, দেখে, ধরে ও চলে।)

عَنْ أَنَس ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ فيما يرويه عن ربّه – عز وجل – ، قَالَ : ((إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْه ذِرَاعاً ، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ مِنهُ بَاعاً ، وإِذَا أَتَانِي يَمشي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً)). رواه البخاري

(৪১০) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর মহান প্রভু হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।" *(বুখারী ৭৫৩৬নং)*

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ((نِعْمَتَانِ مَغبونٌ فِيهِمَا كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ ، وَالفَرَاغُ)). رواه البخاري

(৪১১) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এমন দুটি নিয়ামত আছে,

বহু মানুষ সে দু'টির ব্যাপারে ধোঁকায় আছে। (তা হল) সুস্থতা ও অবসর।" *(বুখারী ৬৪১২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – ، لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : ((اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ)).

(৪১২) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেন, "পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে।" *(হাকেম ৭৮৪৬, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ১০২৪৮, সহীহুল জামে' ১০৭৭নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبيّ ﷺ كَانَ يقُومُ مِنَ اللَّيلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ الله ، وَقدْ غفَرَ الله لَكَ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ : ((أَفَلاَ أُحِبُّ أنْ أكُونَ عَبْداً شَكُوراً؟)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪১৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ রাতে (এত দীর্ঘ) কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা দুখানি (ফুলে) ফেটে (দাগ পড়ে) যেত। একদা আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপ কাজ কেন করছেন? আল্লাহ তো আপনার আগের ও পিছের সমস্ত পাপ মোচন ক'রে দিয়েছেন।' তিনি বললেন, "আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না?" *(বুখারী ৪৮৩৭, মুসলিম ৭৩০৪নং)*

মুগীরাহ বিন শু'বাহ কর্তৃক বুখারী-মুসলিমে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ১১৩০, মুসলিম ৭৩০২-৭৩০৩নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، أنَّها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَر . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪১৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'যখন (রমযানের শেষ) দশক শুরু হত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত জাগতেন, নিজ পরিবারকে জাগাতেন, (ইবাদতে) খুবই চেষ্টা করতেন এবং (এর জন্য) তিনি কোমর বেঁধে নিতেন।' *(বুখারী ২০২৪, মুসলিম ২৮৪৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعيفِ وَفِي كُلٍّ خَيرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ . وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدرُ اللّهِ ، وَمَا شَاءَ فَعلَ ؛ فإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ)).

رواه مسلم

(৪১৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "(দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর

ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয়, তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে এ রকম হত।' বরং বলো, 'আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।' কারণ, 'যদি' (শব্দ) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।" *(মুসলিম ৬৯৪৫নং)*

عَنْهُ : أنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ : ((حُجِبَتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بالمَكَارِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪১৬) উক্ত রাবী ﷺ হতে এটিও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দ্বারা।" *(বুখারী ৬৪৮৭, মুসলিম ৭৩০৮নং)*

'ঘিরে দেওয়া হয়েছে' অর্থাৎ, ঐ জিনিস বা কর্ম জাহান্নাম বা জান্নাতের মাঝে পর্দা স্বরূপ, যখনই কেউ তা করবে, তখনই সে পর্দা ছিঁড়ে তাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ أَبي عبد الله حُذَيفَةَ بنِ اليمانِ رضي الله عنهما ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيّ ﷺ ذَاتَ لَيلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ المئَةِ ، ثُمَّ مَضَى . فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا في ركعَة فَمَضَى، فقُلْتُ : يَرْكَعُ بهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ، يَقرَأُ مُتَرَسِّلاً : إذَا مَرَّ بآيَة فِيهَا تَسبيحٌ سَبَّحَ ، وَإذَا مَرَّ بسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإذَا مَرَّ بتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : ((سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ)) فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحواً مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ)) ثُمَّ قَامَ طَويلاً قَريباً مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ : ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى)) فَكَانَ سُجُودُهُ قَريباً مِنْ قِيَامِهِ . رواه مسلم

(৪১৭) আবূ আব্দুল্লাহ হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ﷺ বলেন যে, আমি এক রাত নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ পড়তে আরম্ভ করলেন। অতঃপর আমি মনে মনে) বললাম যে, 'তিনি একশো আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন।' কিন্তু তিনি (তা না ক'রে) ক্বিরাআত করতে থাকলেন। তারপর আমি (মনে মনে) বললাম যে, 'তিনি এই সূরা এক রাকাআতে সম্পন্ন করবেন; এটি পড়ে রুকূ করবেন।' কিন্তু তিনি (সূরা) নিসা আরম্ভ করলেন। তিনি তা সম্পূর্ণ পড়লেন। পুনরায় তিনি (সূরা) আলে ইমরান শুরু করলেন। সেটিও সম্পূর্ণ পড়লেন। (এত দীর্ঘ ক্বিরাআত সত্ত্বেও) তিনি ধীর শান্তভাবে থেমে থেমে পড়ছিলেন। যখন কোন এমন আয়াত এসে যেত, যাতে তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা) আছে, তখন তিনি (ক্বিরাআত বন্ধ করে) তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়তেন। আর যখন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত এসে যেত, তখন প্রার্থনা করতেন। যখন আশ্রয় চাওয়ার আয়াত আসত, তখন আশ্রয় চাইতেন। অতঃপর তিনি রুকূ করলেন; তাতে তিনি বলতে লাগলেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।' সুতরাং তাঁর রুকুও তাঁর কিয়ামের (দাড়ানোর) মত দীর্ঘ হয়ে গেল! অতঃপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন ও (রুকু হতে উঠে) প্রায় রুকু সম দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ করলেন এবং (সাজদায়) তিনি

'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' (দীর্ঘ সময় ধরে) পড়লেন ফলে তাঁর সাজদাহ তাঁর কিয়ামের সমান হয়ে গেল! *(মুসলিম ১৮৫০নং)*

عن ابن مسعود ﷺ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيّ ﷺ لَيلَةً ، فَأَطَالَ القِيامَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأمْرِ سُوءٍ ! قيل: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أنْ أجْلِسَ وَأَدَعَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪১৮) ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন যে, 'আমি এক রাতে নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। অতঃপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম।' তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, 'আপনি কী ইচ্ছা করেছিলেন?' তিনি বললেন, 'আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, আমি বসে যাই এবং (তাঁর অনুসরণ) ছেড়ে দিই।' *(বুখারী ১১৩৫, মুসলিম ১৮৫১নং)*

عَن أَنَسٍ ﷺ ، عَن رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : ((يَتْبَعُ المَيتَ ثَلاثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرجِعُ اثنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبقَى عَمَلُهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪১৯) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায় ঃ তার আত্মীয়-স্বজন, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর দু'টি জিনিস ফিরে আসে এবং একটি জিনিস রয়ে যায়। তার আত্মীয়স্বজন ও তার মাল ফিরে আসে এবং তার আমল (তার সঙ্গে) রয়ে যায়। *(বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ৭৬১৩নং)*

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبيّ ﷺ : ((الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثلُ ذلِكَ)). رواه البخاري

(৪২০) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, "জান্নাত তোমাদের জুতোর ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী এবং জাহান্নামও তদ্রূপ।" *(বুখারী ৬৪৮৮নং)*

عَنْ أَبي فِراسٍ رَبيعةَ بنِ كَعبٍ الأَسلَميِّ خَادِمِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَمِن أَهلِ الصُّفَّةِ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ أبيتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ، فَقَالَ : ((سَلْنِي)) فقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ . فَقَالَ : ((أَوَ غَيرَ ذلِكَ)) ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : ((فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ)) رواه مسلم

(৪২১) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম ও আহলে সুফ্ফার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবূ ফিরাস রাবীআহ ইবনে কা'ব আসলামী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রাত কাটাতাম। আমি তাঁর কাছে ওযূর পানি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিতাম। (একদিন তিনি খুশী হয়ে) বললেন, "তুমি আমার কাছে কিছু চাও।" আমি বললাম, 'আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই।' তিনি বললেন, "এ ছাড়া আর কিছু?" আমি বললাম, 'বাস্ ওটাই।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি, অধিকাধিক সিজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল নামায পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য কর।" *(মুসলিম ৪৮৯ নং, আবু দাউদ, প্রমুখ)*

عَنْ أَبي صَفوَانَ عَبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ الأسلَمِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَيرُ النَّاسِ مَنْ

طَالَ عُمُرُهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

(৪২২) আবূ সাফওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর আসলামী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সর্বোত্তম মানুষ সেই ব্যক্তি যার বয়স দীর্ঘ হয় এবং আমল সুন্দর হয়।" *(তিরমিযী ২৩২৯নং)*

عَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ﷺ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّه ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتال قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ ، لَئِن اللّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشركِينَ لَيُرِيَنَّ اللّهُ مَا أَصْنَعُ . فَلَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمونَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاَءِ ـ يعني : أَصْحَابَهُ ـ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاَءِ ـ يَعني : الْمُشركِينَ ـ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعدُ بْنُ مُعاذٍ ، فَقَالَ : يَا سعدَ بنَ معاذٍ ، الجَنَّةُ وَرَبِّ الكعْبَةِ إِنِّي أَجِدُ ريحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ . قَالَ سعدٌ : فَمَا اسْتَطَعتُ يَا رسولَ اللّه مَا صَنَعَ ! قَالَ أنسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعاً وَثَمانينَ ضَربَةً بالسَّيفِ ، أَوْ طَعْنَةً بِرمْحٍ ، أَوْ رَمْيَةً بسَهْمٍ ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْركونَ فما عَرَفهُ أَحَدٌ إلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ . قَالَ أنس : كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَة نَزَلَت فِيهِ وَفِي أشبَاهِه : {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب : ٢٣] إِلَى آخِرِها . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪২৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমার চাচা আনাস ইবনে নায্র বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। (যার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।) অতঃপর তিনি একবার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রথম যে যুদ্ধ আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে করলেন তাতে আমি অনুপস্থিত থাকলাম। যদি (এরপর) আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে আমি কী করব আল্লাহ তা অবশ্যই দেখাবেন (অথবা দেখবেন)।' অতঃপর যখন উহুদের দিন এল, তখন মুসলিমরা (শুরুতে) ঘাঁটি ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরাজিত হলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ, সঙ্গীরা যা করল তার জন্য আমি তোমার নিকট ওযর পেশ করছি। আর ওরা অর্থাৎ, মুশরিকরা যা করল, তা থেকে আমি তোমার কাছে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি।' অতঃপর তিনি আগে বাড়লেন এবং সামনে সা'দ ইবনে মুআযকে পেলেন। তিনি বললেন, 'হে সা'দ ইবনে মুআয! জান্নাত! কা'বার প্রভুর কসম! আমি উহুদ অপেক্ষা নিকটতর জায়গা হতে তার সুগন্ধ পাচ্ছি।' (এই বলে তিনি শত্রুদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।) সা'দ বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে যা করল, আমি তা পারলাম না।' আনাস ﷺ বলেন, 'আমরা তাঁর দেহে আশীর চেয়ে বেশি তরবারি, বর্শা বা তীরের আঘাত চিহ্ন পেলাম। আর আমরা তাকে এই অবস্থায় পেলাম যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা তাঁর নাক-কান কেটে নিয়েছে। ফলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কেবল তাঁর বোন তাঁকে তাঁর আঙ্গুলের পাব দেখে চিনেছিল।' আনাস ﷺ বলেন যে, আমরা ধারণা করতাম যে, (সূরা আহযাবের ২৩নং এই আয়াত তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। "মু'মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে,

ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।" *(বুখারী ২৮০৫, মুসলিম ৫০২৭নং)*

عَنْ أَبِي مَسعُودٍ عُقبَةَ بنِ عَمرٍو الأنصَارِي البَدرِي ﷺ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ آيةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيءٍ كَثِيرٍ ، فقالوا : مُراءٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فقالُوا : إنَّ اللهَ لَغَنيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا ! فَنَزَلَتْ : {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ} [التوبة : ٧٩] . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، هذا لفظ البخاري

(৪২৪) আবূ মাসউদ উক্ববাহ ইবনে আম্‌র আনসারী বাদরী ﷺ বলেন, যখন সাদকার আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন (সাদকা করার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) আমরা নিজের পিঠে বোঝা বহন করতাম (অর্থাৎ মুটে-মজুরের কাজ করতাম)। অতঃপর এক ব্যক্তি এল এবং প্রচুর জিনিস সাদকাহ করল। মুনাফিকরা বলল, 'এই ব্যক্তি রিয়াকার (লোককে দেখানোর জন্য দান করছে।)' আর এক ব্যক্তি এল এবং সে এক সা' (আড়াই কিলো) জিনিস দান করল। তারা বলল, 'এ (ক্ষুদ্র) এক সা' দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন।' অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "বিশ্বাসীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা সাদকা দান করে এবং যারা নিজ পরিশ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে উপহাস করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" *(সূরা তাওবাহ ৭৯, বুখারী ১৪১৫, মুসলিম ২৪০২নং)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُندُبِ بنِ جُنَادَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ فِيمَا يَروِي عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، أَنَّهُ قَالَ : ((يَا عِبَادي ! إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسي وَجَعَلْتُهُ بيْنَكم مُحَرَّماً فَلا تَظَالَمُوا . يَا عِبَادي ! كُلُّكُمْ ضَالٌ إلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاستَهدُوني أهْدِكُمْ . يَا عِبَادي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاَّ مَنْ أطْعَمْتُهُ فَاستَطعِمُوني أُطْعِمْكُمْ . يَا عِبَادي ! كُلُّكُمْ عَارٍ إلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فاسْتَكْسُوني أكْسُكُمْ . يَا عِبَادي ! إنَّكُمْ تُخْطِئُونَ باللَّيلِ وَالنَّهارِ وَأَنَا أغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً فَاسْتَغْفِرُوني أغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادي! إنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوني ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفعِي فَتَنْفَعُوني . يَا عِبَادي ! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذلِكَ فِي مُلكي شيئاً . يَا عِبَادي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذلِكَ من مُلكي شيئاً. يَا عِبَادي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوني فَأعْطَيتُ كُلَّ إنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذلِكَ مِمَّا عِنْدِي إلاَّ كَمَا يَنْقصُ المِخْيَطُ إذَا أُدْخِلَ البَحْرَ . يَا عِبَادِي! إنَّمَا هِيَ أعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ)). قَالَ سعيد : كَانَ أَبُو إدريس إذَا حَدَّثَ بهذا الحديث جَثَا عَلَى رُكبتيه . رواه مسلم

(৪২৫) আবূ যার্র জুন্দুব বিন জুনাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর সুমহান প্রভু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আল্লাহ) বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে আমার

নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট; কিন্তু সে নয় যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথ চাও আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু সে নয় যাকে আমি খাবার দিই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন; কিন্তু সে নয় যাকে আমি বস্ত্র দান করেছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ ক'রে থাক, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা ক'রে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অপকার করতে পারবে না এবং কখনো আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর হৃদয়ের মত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ তোমাদের মানুষ ও জ্বিন সকলেই একটি খোলা ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দান করি, তাহলে (এ দান) আমার কাছে যে ভাণ্ডার আছে, তা হতে ততটাই কম করতে পারবে, যতটা সুচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের জন্য গুনে রাখছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। সুতরাং যে কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু (অর্থাৎ অকল্যাণ) পাবে, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।"

(হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) সাঈদ বলেন, আবূ ইদরীস (এই হাদীসের অন্য একজন বর্ণনাকারী) যখন এই হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন। *(মুসলিম ৬৭৩৭নং)*

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(৪২৬) উতবাহ বিন আব্দ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে তার জন্মদিন থেকে নিয়ে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুদিন পর্যন্ত মাটির উপর উবুড় করে টেনে নিয়ে বেড়ানো হয়, তবুও কিয়ামতের দিন সে তা তুচ্ছ মনে করবে!" *(আহমাদ ১৭৬৪৯, ত্বাবারনীর কাবীর ১৩৭৫০, সহীহুল জামে' ৫২৪৯নং)*

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : ((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ)).

(৪২৭) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি বেশি বলতেন, "হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা আনয়ন করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনি কি আমাদের ব্যাপারে ভয় করেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হৃদয়সমূহ আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু'টি আঙ্গুলের মাঝে আছে। তিনি তা ইচ্ছামত বিবর্তন ক'রে থাকেন।" *(তিরমিযী ২১৪০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৪, মিশকাত ১০২নং)*

বাদশা হিরাক্ল আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মুহাম্মাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কি মুর্তাদ হয়ে (ইসলাম ত্যাগ ক'রে) ফিরে যাচ্ছে?' আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন, 'না।' বাদশা বলেছিলেন, 'ঈমান এই রকমই; যখন তা উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তখন তার প্রতি বিরাগ সৃষ্টি হয় না, তার মিষ্টতা হৃদয় ছেড়ে বের হতে চায় না, বরং তার প্রতি আনন্দ ও মুগ্ধতা বৃদ্ধি পায়।' *(বুখারী ৪৫৫৩নং প্রমুখ)*

শুভকাজে প্রতিযোগিতা ও শীঘ্র করা এবং পুণ্যকামীকে পুণ্যের প্রতি তৎপরতার সাথে নির্দ্বিধায় সম্পাদন করতে উৎসাহিত করা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } [البقرة : ١٤٨]

অর্থাৎ, এতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ }

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৩ আয়াত)*

এ বিষয়ে হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فتناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤمِناً ويُصبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا)). رواه مسلم

(৪২৮) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন তোমরা অন্ধকার রাতের টুকরোসমূহের মত (যা একটার পর একটা আসতে থাকে এমন) ফিত্নাসমূহ আসার পূর্বে নেকীর কাজ দ্রুত ক'রে ফেল। মানুষ সে সময়ে সকালে মু'মিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে অথবা সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে। নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় করবে। *(মুসলিম ৩২৮নং)*

عَنْ أَبِي سِرْوَعَةَ عُقبةَ بنِ الحَارِثِ ﷺ ، قَالَ : صَلَّيتُ وَرَاءَ النَّبيِّ ﷺ بالمَدِينَةِ العَصْرَ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعاً ، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيهِمْ

، فَرأى أنَّهمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرعَتهِ ، قَالَ : ((ذَكَرتُ شَيئاً مِنْ تِبرٍ عِندَنَا فَكَرِهتُ أنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرتُ بِقِسْمَتِهِ)). رواه البخاري

وفِي رواية لَهُ : ((كُنتُ خَلَّفتُ فِي البَيْتِ تِبراً مِنَ الصَّدَقةِ فَكَرِهتُ أنْ أُبَيِّتَهُ)).

(৪২৯) আবূ সিরওয়াআহ উক্ববাহ ইবনে হারেস ﷺ বলেন যে, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে মদীনায় আসরের নামায পড়লাম। অতঃপর সালাম ফিরে তিনি অতি শীঘ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর লোকদের গর্দান টপকে তাঁর কোন এক স্ত্রীর কামরায় চলে গেলেন। লোকেরা তাঁর শীঘ্রতা দেখে ঘাবড়ে গেল। অতঃপর তিনি বের হয়ে এলেন; দেখলেন লোকেরা তাঁর শীঘ্রতার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন, "(নামাযে) আমার মনে পড়ল যে, (বাড়ীতে সোনা অথবা চাঁদির) একটি টুকরা রয়ে গেছে। আমি চাইলাম না যে, তা আমাকে আল্লাহর স্মরণে বাধা দেবে। যার জন্য আমি (দ্রুত বাড়ীতে গিয়ে) তা বন্টন করার আদেশ দিলাম।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি বাড়ীতে সাদকার একটি স্বর্ণখন্ড ছেড়ে এসেছিলাম। অতঃপর আমি তা রাতে নিজ গৃহে রাখা পছন্দ করলাম না।" *(বুখারী ৮৫১, ১৪৩০নং)*

عَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِي ﷺ يَومَ أُحُد : أَرَأيتَ إنْ قُتِلتُ فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ : ((فِي الجنَّةِ)) فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৩০) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন এক সাহাবী নবী ﷺ-কে বললেন, 'আপনি বলুন! আমি যদি (কাফেরদের হাতে) মারা যাই, তাহলে আমি কোথায় যাব?' তিনি বললেন, "জান্নাতে।" এ কথা শোনামাত্র তিনি তাঁর হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর (কাফেরদের সাথে) যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন। *(বুখারী ৪০৪৬, মুসলিম ৫০২২নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– (يوم بدر) « قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ». قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِىُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ بَخٍ بَخٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ». قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ « فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ». فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِى هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ – قَالَ – فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ. ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ.

(৪৩১) আনাস ﷺ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা এমন জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মতো।" এ কথা শুনে উমায়ের ইবনে হুমাম ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের প্রশস্ততা কি আসমান ও যমীনের মতো?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তখন উমায়ের ﷺ বলে উঠলেন, 'ইস! এ তো অতি চমৎকার।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এ কথা বলতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো?" তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমি তার

অধিবাসী হওয়ার আশায় এরূপ বলেছি।' তখন তিনি ﷺ বললেন, "তুমি অবশ্যই তার অধিবাসী হবে।" তারপর তিনি তাঁর তূণ থেকে কয়েকটি খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, আমি যদি এ খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে যাই তবে তা হবে এক দীর্ঘ জীবন। তারপর তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম ৫০২৪নং)

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رسولَ الله ، أيُّ الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجْراً؟ قَالَ : ((أنْ تَصَدَّقَ وَأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ ، تَخشَى الفَقرَ وتَأمُلُ الغِنَى ، وَلاَ تُمهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغتِ الحُلقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا ، وقَدْ كَانَ لِفُلانٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৩২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ সাদ্‌কাহ নেকীর দিক দিয়ে বড়?' তিনি বললেন, "তোমার সে সময়ের সাদকাহ করা (বৃহত্তম নেকীর কাজ) যখন তুমি সুস্থ থাকবে, মালের লোভ অন্তরে থাকবে, তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে এবং ধন-দৌলতের আশা রাখবে। আর তুমি সাদকাহ করতে বিলম্ব করো না। পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, তখন বলবে, 'অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত। অথচ তা অমুক (উত্তরাধিকারীর) হয়েই গেছে।" *(বুখারী ১৪১৯, মুসলিম ২৪২৯নং)*

عَن أَنَسٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ سَيفاً يَومَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : ((مَنْ يَأخُذُ منِّي هَذَا ؟)) فَبَسطُوا أيدِيَهُمْ كُلُّ إنسَانٍ مِنْهُمْ يقُولُ : أنَا أنَا . قَالَ : ((فَمَنْ يَأخُذُهُ بحَقِّه ؟)) فَأَحْجَمَ القَومُ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ ﷺ : أنا آخُذُهُ بِحَقِّهِ ، فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ المُشْرِكِينَ . رواه مسلم

(৪৩৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একখানি তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, 'আমার কাছ থেকে এই তরবারি কে নেবে?' সাহাবীগণ নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই বলতে লাগলেন, 'আমি, আমি।' তিনি বললেন, "কে এর হক আদায়ের জন্য নেবে?" (এ কথা শুনে) সবাই থমকে গেলেন। অতঃপর আবূ দুজানা ﷺ বললেন, 'আমি এর হক আদায়ের জন্য নেব।' তারপর তিনি তা নিয়ে নিলেন এবং তার দ্বারা মুশরিকদের শিরশ্ছেদ করতে থাকলেন। *(মুসলিম ৬৫০৭নং)*

عَنِ الزُّبَيرِ بنِ عَدِيّ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بنَ مَالِكٍ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ . فَقَالَ : ((اصْبِرُوا ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَأتِي زَمَانٌ إلاَّ وَالَّذِي بَعدَهُ شَرٌّ مِنهُ حَتَّى تَلقَوا رَبَّكُمْ)) سَمِعتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

رواه البخاري

(৪৩৪) যুবাইর ইবনে আদী ﷺ বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক ﷺ-এর নিকটে এলাম এবং তাঁর কাছে হাজ্জাজের অত্যাচারের অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। কারণ, এখন যে যুগ আসবে তার পরবর্তী যুগ ওর চেয়ে খারাপ হবে, শেষ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।' (আনাস ﷺ বলেন,) 'এ কথা আমি তোমাদের নবী ﷺ-এর কাছে শুনেছি।' *(বুখারী ৭০৬৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أن رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ يَومَ خَيبَر : ((لأُعْطِيَنَّ هذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيهِ)) قَالَ عُمَرُ ﷺ : مَا أحبَبْتُ الإِمَارَة إلاَّ يَومَئِذٍ ، فَتَسَاوَرتُ لَهَا رَجَاءَ أنْ أُدْعَى لَهَا ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَلِيَّ بنَ أبي طَالِبٍ ﷺ فَأعْطَاهُ إيَّاهَا ، وَقَالَ : ((امْشِ وَلا تَلتَفِتْ حَتَّى يَفتَحَ اللهُ عَلَيكَ)) فَسَارَ عليٌّ شيئاً ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلتَفِتْ فَصَرَخَ : يَا رَسُولَ الله ، عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ ؟ قَالَ : ((قاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، فَإِذَا فَعَلُوا فقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بحَقِّهَا ، وحِسَابُهُمْ عَلَى الله)). رواه مسلم

(৪৩৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের দিন বললেন, "নিশ্চয় আমি, এই পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে। আল্লাহ তাআলা তার হাতে বিজয় দান করবেন।" উমার ﷺ বলেন, 'আমি কখনো কর্তৃত্বভার গ্রহণের ইচ্ছা করিনি (কিন্তু সেদিনই আমার বাসনা হল)। সুতরাং আমি এই আশাতে উঠে উঁচু হয়ে দাঁড়াতে থাকলাম; যেন আমাকে এর জন্য ডাকা হয়।' অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী বিন আবী তালেব ﷺ-কে ডাকলেন। তারপর তিনি তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, "তুমি চলতে শুরু কর এবং কোন দিকে তাকাবে না; যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিজয় দান করবেন।" অতঃপর আলী কিছু দূর গিয়ে থেমে গেলেন এবং কোন দিকে না তাকিয়ে উঁচু আওয়াজে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কিসের জন্য লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব?' তিনি বললেন, "তুমি সে পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত তারা এ কথার সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (কেউ সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল। যখন তারা এ কাজ করবে তখন নিঃসন্দেহে তাদের জান ও মালকে তোমার হাত হতে বাঁচিয়ে নেবে। কিন্তু তার অধিকারের সাথে (অর্থাৎ সে যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তাহলে প্রতিশোধ স্বরূপ তাকে হত্যা করা বৈধ হবে এবং সে যদি কারোর মাল ছিনিয়ে নেয় অথবা যাকাত না দেয়, তাহলে সে মাল তার কাছ থেকে আদায় করা জরুরী।) আর তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।" *(মুসলিম ৬৩৭৫নং)*

পরকালের কাজে প্রতিযোগিতা করা এবং বর্কতময় জিনিস অধিক কামনা করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين : ٢٦]

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে (জান্নাত লাভের জন্য) প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। *(সূরা মুত্বাফফিফীন ২৬ আয়াত)*

وَعَن سَهْلِ بن سَعدٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بشَرابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلغُلاَمِ : ((أتَأذَنُ لِي أنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ ؟)) فَقَالَ الغُلامُ : لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ أُوْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أحَداً . فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৪৩৬) সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কোন পানীয় পরিবেশন করা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক আর বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। (নিয়ম হল, ডান দিকে আগে দেওয়া তাই) তিনি বালকটিকে বললেন, "তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি ঐ বয়স্ক লোকদেরকে আগে পান করতে দিই?" বালকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না।' (সা'দ বলেন,) 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিলেন।' *(বুখারী ২৪৫১, মুসলিম ৫৪১২নং)*

** ঐ বালক ছিলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ।*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((بَيْنَـا أَيُّـوبُ عليه السلام يَغْتَـسِلُ عُرْيَانـاً ، فَخَـرَّ عَلَيْـهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : يَـا أَيُّـوبُ ، أَلَـمْ أَكُـنْ أَغْنَيتكَ عَمَّا تَرَى ؟! قَالَ : بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ)). رواه البخاري

(৪৩৭) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "একদা আইয়ূব عليه السلام উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। অতঃপর তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল পড়তে লাগল। আইয়ূব عليه السلام তা আঁজলা ভরে ভরে বস্ত্রে রাখতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং তাঁর প্রতিপালক আয্যা অজাল্ল তাঁকে ডাক দিলেন, 'হে আইয়ূব! তুমি যা দেখছ তা হতে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিইনি?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই, তোমার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আমি তোমার বর্কত হতে অমুখাপেক্ষী নই।" *(বুখারী ২৭৯নং)*

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رضى الله عنه — قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِى فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ». قُلْتُ مِثْلَهُ. قَالَ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ – رضى الله عنه – بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ». قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَىْءٍ أَبَدًا.

(৪৩৮) উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে দান করতে আদেশ দিলেন। সে সময় আমার কাছে বেশ কিছু মাল ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যদি কোনদিন আবূ বাক্রকে হারাতে পারি, তাহলে আজ আমি প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারিয়ে ফেলব। সুতরাং আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে এসে রসূলুল্লাহর দরবারে হাযির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "(এত মাল!) তুমি তোমার ঘরে পরিজনের জন্য কী রেখে এলে?" উত্তরে আমি বললাম, 'অনুরূপ অর্ধেক রেখে এসেছি।' আর এদিকে আবূ বাক্র তাঁর বাড়ির সমস্ত মাল নিয়ে হাযির হলেন। তাঁকে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তোমার পরিজনের জন্য ঘরে কী রেখে এলে?" উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ঘরে তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি!' তখনই মনে মনে বললাম যে, 'আবূ বাকরের কাছে কোন প্রতিযোগিতাতেই আমি জিততে পারব না।' *(আবূ দাউদ ১৬৮০, তিরমিযী*

৩৬৭৫নং)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قال: إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. فَقَالَ « وَمَا ذَاكَ ». قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلاَ نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَفَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً ». فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ».

(৪৩৯) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা মুহাজেরীনদের একটি গরীবের দল আল্লাহর নবী ﷺ-এর কাছে নিবেদন করে বলল, 'ধনীরা (বেহেশ্তের) সমস্ত উঁচু উঁচু মর্যাদা ও স্থায়ী সম্পদের মালিক হয়ে গেল। কারণ, তারা নামায পড়ে যেমন আমরা পড়ি, রোযা রাখে যেমন আমরা রাখি, কিন্তু তারা দান করে আমরা করতে পারি না, দাস মুক্ত করে আমরা করতে পারি না। (এখন তাদের সমান সওয়াব লাভের কৌশল আমাদেরকে বলে দিন।)' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেব না, যাতে তোমরা প্রতিযোগিতায় অগ্রণী লোকদের সমান হতে পার, তোমাদের পশ্চাদ্বর্তী লোকদের আগে আগে থাকতে পার এবং অনুরূপ আমল যে করে সে ছাড়া তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ হতে না পারে?" সকলে বলল, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার করে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।" (মুহাজেরীনরা খোশ হয়ে ফিরে গেলেন। ওদিকে ধনীরা এ খবর জানতে পেরে তারাও এ আমল শুরু করে দিল।) মুহাজেরীনরা ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ধনী ভাইয়েরা এ খবর শুনে তারাও আমাদের মত আমল করতে শুরু করে দিয়েছে। (অতএব আমরা আবার পিছে থেকে যাব।) মহানবী ﷺ বললেন, "এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে থাকেন। (এতে তোমাদের করার কিছু নেই।) *(বুখারী ৮৪৩, মুসলিম ১৩৭৫নং)*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أُجِدُّ فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدٍ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ يَا سَعْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ فَمَضَى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ بِبَنَانِهِ وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ.

(৪৪০) আনাস ﷺ বলেন, তাঁর চাচা আনাস ইবনে নায্র ﷺ বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি (আনাস ইবনে নায্র) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর প্রথম যুদ্ধে তাঁর সাথে শরীক হতে পারিনি। তাই মহান আল্লাহ যদি আমাকে নবী করীম ﷺ-এর সাথে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখে নেবেন, আমি কী বীরত্ব সহকারে লড়াই করি। উহুদের যুদ্ধের দিন লোকেরা পরাস্ত হয়ে পালাতে শুরু করলে (তা দেখে) তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! এসব লোক অর্থাৎ, মুসলিমগণ যা করলো, আমি তার জন্য তোমার কাছে ওজর পেশ করছি এবং মুশরিকরা যা করলো, তার সাথে সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।' এরপর তিনি তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন। ইত্যবসরে সা'দ ইবনে মুআ'যের সাথে তাঁর দেখা হলে তিনি (আনাস ইবনে নায্র) তাঁকে বললেন, 'হে সা'দ, তুমি কোথায় পালাচ্ছ? আমি তো উহুদের অপর প্রান্ত থেকে জান্নাতের সুবাস-সুগন্ধি পাচ্ছি।' এরপর তিনি গিয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শাহাদত বরণ করলেন। তাঁর দেহে এত ক্ষতের চিহ্ন ছিলো যে, তাঁকে চেনা যাচ্ছিলো না। অবশেষে তাঁর বোন তাঁর দেহের তিল-চিহ্ন ও আঙ্গুল দেখে তাঁকে চিনতে পারলো। তাঁর দেহে আশিরও বেশী বর্শা, তির ও তরবারির আঘাতের চিহ্ন ছিলো।" *(বুখারী ৪০৪৮, মুসলিম ১৯০৩নং)*

আমলের রক্ষণাবেক্ষণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} [الحديد : ١٦]

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। *(সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الأِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد : ٢٧]

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারয়্যাম তনয় ঈসাকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়া আমি তাদেরকে এ (সন্ন্যাসবাদে)র বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। *(সূরা হাদীদ ২৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً} [النحل : ٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত ক'রে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট ক'রে দেয়। *(সূরা নাহল ৯২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر : ٩٩]

অর্থাৎ, আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। *(সূরা হিজ্‌র ৯৯ আয়াত)*

এ মর্মের অন্যতম হাদীস আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা)র হাদীস, "সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যা তার আমলকারী লাগাতার করে থাকে।" *(বুখারী ৬৪৬২, মুসলিম ১৮৭০নং)*

وَعَن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه ﷺ : ((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيلِ ، أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيلِ)). رواه مسلم

(৪৪১) উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার রাতের অযীফা (নামায বা তেলাঅত ইত্যাদি) রেখে ঘুমিয়ে যায়, অতঃপর সে তা ফজর ও যোহরের মধ্য সময়ে পড়ে নেয়, তাহলে তার জন্য রাতে পড়ার মতই (সওয়াব) লেখা হয়।" *(মুসলিম ১৭৭৯নং)*

وَعَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللّه عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ((يَا عبدَ اللّهِ ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلان، كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৪২) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মত হয়ো না, যে রাতে নফল নামায পড়ত, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়েছে।" *(বুখারী ১১৫২, মুসলিম ২৭৯০নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُول اللّه ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً . رواه مسلم

(৪৪৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন যে, 'যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায কোন ব্যথা-বেদনা অথবা অন্য কোন কারণে ছুটে যেত, তখন তিনি দিনে বার রাকআত নামায পড়ে নিতেন।' *(মুসলিম ১৭৭৭নং)*

আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [الزمر : ٥٣]

অর্থাৎ, ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা যুমার ৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُور } [سبأ : ١٧]

অর্থাৎ, আমি অকৃতজ্ঞ (বা অস্বীকারকারী)কেই শাস্তি দিয়ে থাকি। *(সূরা সাবা ১৭ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেন,

{ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى } [طه : ٤٨]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমাদের প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য, যে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(সূরা ত্বাহা ৪৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } [الأعراف : ١٥٦]

অর্থাৎ, আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। *(সূরা আ'রাফ ১৫৬ আয়াত)*

وَعَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ شَهِدَ أَنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمداً عَبْدهُ ورَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وروحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الجنَّةَ حَقٌّ ، وَالنَّارَ حَقٌّ ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية لمسلم : ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ)).

(৪৪৪) উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল, আর তাঁর বাণী যা তিনি মারয়্যামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর রূহ। আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; তাতে সে যে কর্মই ক'রে থাকুক না কেন।" *(বুখারী ৩৪৩৫, মুসলিম ১৫১নং)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম ক'রে দেবেন।"

وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبيّ ﷺ : ((يَقُولُ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزْيَد ، وَمَنْ جَاءَ بالسَيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ . وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً ، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ، وَمَنْ لَقِيَني بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيئاً ، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغفِرَةً)). رواه مسلم

(৪৪৫) আবূ যার্র বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, "যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে, তার জন্য দশ গুণ নেকী রয়েছে অথবা ততোধিক বেশী। আর যে ব্যক্তি একটি পাপ করবে, তার বিনিময় (সে) ততটাই (পাবে; তার বেশী নয়) অথবা আমি তাকে ক্ষমা ক'রে দেব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হবে, আমি তার প্রতি দু'হাত

নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে হেঁটে আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। আর যে ব্যক্তি প্রায় পৃথিবী সমান পাপ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি, তার সাথে আমি তত পরিমাণই ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব।" *(মুসলিম ৭০০৯নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ أَعرَابِي إِلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الموجِبَتَانِ؟ قَالَ : ((مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بالله شَيئاً دَخَلَ الجنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّار)). رواه مسلم

(৪৪৬) জাবের ﷺ বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাত ও জাহান্নাম) ওয়াজেবকারী (অনিবার্যকারী) কর্মদু'টি কি?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কোন জিনিসকে অংশীদার করবে (এবং তওবা না ক'রে ঐ অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম ২৭৯নং)*

وَعَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ﷺ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ ؟)) قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ . قَالَ : ((فإنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أنْ يَعْبُدُوهُ ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئاً)). فقلتُ : يَا رَسُولَ الله ، أفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : ((لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৪৭) মুআয ইবনে জাবাল ﷺ বলেন, আমি গাধার উপর নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি বললেন, "হে মুআয! তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর হক কী এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী?" আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, এতে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তিনি তাকে আযাব দেবেন না।" অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকেদেরকে (এ) সুসংবাদ দেব না?' তিনি বললেন, "তাদেরকে সুসংবাদ দিও না। কেননা, তারা (এরই উপর) ভরসা ক'রে বসবে। *(বুখারী ২৮৫৬, মুসলিম ১৫৩নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ، قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ ، ثَلاثاً ، قَالَ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إلهَ إلاَّ الله ، وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إلاَّ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّار)). قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَّاس فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ : ((إذاً يَتَّكِلُوا)). فأخبر بِهَا مُعاذٌ عِنْدَ موتِه تَأثُّماً . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৪৮) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, মুআয যখন নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ারীর উপর বসেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, "হে মুআয!" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।' তিনি (পুনরায়) বললেন, "হে মুআয!" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি হাজির আছি এবং

আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।' তিনি (আবার) বললেন, "হে মুআয!" (মুআযও) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।' রসূল ﷺ এ কথা তিনবার বললেন। (এরপর) তিনি বললেন, "যে কোন বান্দা খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল, তাকে আল্লাহ তাআলা দোযখের জন্য হারাম ক'রে দেবেন।"

মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকেদেরকে এই খবর বলে দেব না? যেন তারা (শুনে) আনন্দিত হয়।' তিনি বললেন, "তাহলে তো তারা (এরই উপর) ভরসা ক'রে নেবে (এবং আমল ত্যাগ করে বসবে)।" অতঃপর মুআয (ইল্ম গোপন রাখার) পাপ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর মৃত্যুর সময় (এ হাদীসটি) জানিয়ে দিয়েছিলেন। *(বুখারী ১২৮, মুসলিম ১৫৭নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ أَوْ أَبي سَعِيدٍ الخُدري رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا – شَكَّ الرَّاوِي – ولاَ يَضُرُّ الشَّكُّ في عَينِ الصَّحَابيّ ؛ لأنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ — قَالَ : لَمَّا كَانَ غَزوَةُ تَبُوكَ ، أصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَواضِحَنَا فَأكَلْنَا وَادَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((افْعَلُوا)) فَجاء عُمَرُ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ ، وَلَكِن ادعُهُمْ بفَضلِ أزْوَادِهِمْ ، ثُمَّ ادعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَةِ ، لَعَلَّ اللهَ أنْ يَجْعَلَ في ذلِكَ البَرَكَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((نَعَمْ)) فَدَعَا بنَطْعٍ فَبَسَطَهُ ، ثُمَّ دَعَا بفضلِ أزْوَادِهِمْ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بكَفِّ ذُرَةٍ وَيَجِيءُ بكَفِّ تَمرٍ وَيَجِيءُ الآخرُ بِكِسرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطعِ مِنْ ذلِكَ شَيءٌ يَسيرٌ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بالبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ : ((خُذُوا في أوعِيَتِكُمْ)) فَأَخَذُوا في أوْعِيَتِهِم حَتَّى مَا تَرَكُوا في العَسْكَرِ وِعَاءً إلاَّ مَلأُوهُ وَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأنّي رَسُولُ اللهِ، لا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنَّةِ)). رواه مسلم

(৪৪৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ অথবা আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, (বর্ণনাকারী সন্দেহে পড়েছেন। অবশ্য সাহাবীর ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে সন্দেহ ক্ষতিকর কিছু নয়। কেননা সকল সাহাবাই নির্ভরযোগ্য।) সাহাবী বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় সাহাবীগণ অতিশয় খাদ্য-সংকটে পড়লেন। সুতরাং তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা আমাদের সেচক উট জবাই করে তার গোশ্ত ভক্ষণ এবং চর্বি ব্যবহার করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (ঠিক আছে) তোমরা কর। (এ সংবাদ শুনে) উমার ﷺ এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি (এমন) করেন, তাহলে সওয়ারী কমে যাবে। বরং আপনি (এই করুন যে,) তাদেরকে নিজেদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আনতে বলুন এবং তাদের জন্য তাতে আল্লাহর কাছে বর্কতের দুআ করুন। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাতে বরকত দেবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, (তাই-ই করি।)" সুতরাং তিনি চামড়ার একখানি দস্তরখান আনিয়ে নিয়ে তা বিছালেন। অতঃপর তিনি তাঁদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য জমা করার নির্দেশ দিলেন। ফলে কেউ তো এক খাবল ভুট্টা আনলেন, কেউ তো এক খাবল খুরমা এবং কেউ

তো রুটির একটি টুকরাও আনলেন। পরিশেষে কিছু পরিমাণ খাদ্য জমা হয়ে গেল। তারপর রসূল ﷺ বর্কতের দুআ করলেন। অতঃপর বললেন, "তোমরা আপন আপন পাত্রে নিয়ে নাও।" সুতরাং তাঁরা স্ব স্ব পাত্রে নিতে আরম্ভ করলেন। এমনকি সৈন্যের মধ্যে কোন পাত্র শূন্য রইল না। তাঁরা সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হলেন এবং কিছু বেঁচেও গেল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যে কোন বান্দা সন্দেহমুক্ত হয়ে এ দু'টি (সাক্ষ্য) নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে যে জান্নাতে যেতে বাধা দেওয়া হবে -তা হতেই পারে না (বরং সে বিনা বাধায় জান্নাতে প্রবেশ করবে)।" *(মুসলিম ১৪৮নং)*

وَعَن عِتْبَانَ بن مالك ﷺ وَهُوَ مِمَّن شَهِدَ بَدراً ، قَالَ : كُنتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَني سَالِم ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وبَيْنَهُمْ وَادٍ إذَا جَاءَتِ الأَمْطَار ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهم ، فَجِئتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلتُ لَهُ : إنّي أنْكَرْتُ بَصَرِي وَإنَّ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وبَيْنَ قَومِي يَسِيلُ إذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أنَّكَ تَأتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَاناً أتَّخِذُهُ مُصَلّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَأفْعَلُ)) فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكرٍ ﷺ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، وَاسْتَأذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأذِنْتُ لَهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : ((أيْنَ تُحِبُّ أنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟)) فَأشَرْتُ لَهُ إلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ، فَقَامَ رَسُول الله ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكعَتَين ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ ، فَسَمِعَ أهلُ الدَّارِ أنَّ رَسُول الله ﷺ فِي بَيْتِي فَثَابَ رِجالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي البَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا فَعَلَ مَالِكٌ لا أرَاهُ ! فَقَالَ رَجُلٌ : ذلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ الله ورسولَهُ ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : ((لاَ تَقُلْ ذلِكَ ، ألاَ تَرَاهُ قَالَ : لاَ إلهَ إلاَّ الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجهَ الله تَعَالَى)) فَقَالَ : اللهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ أمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلاَ حَدِيثَهُ إلاَّ إلَى المُنَافِقِينَ ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((فإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إلهَ إلاَّ الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৫০) ইতবান ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, যিনি বদর যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, আমি আমার গোত্র বানু সালেমের নামাযে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের (মসজিদের) মধ্যে একটি উপত্যকা ছিল। বৃষ্টি হলে ঐ উপত্যকা পেরিয়ে তাদের মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হত। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার দৃষ্টিশক্তিতে কমতি অনুভব করছি। (এ ছাড়া) আমার ও আমার গোত্রের মধ্যকার উপত্যকাটি বৃষ্টি হলে প্লাবিত হয়ে যায়। তখন তা পার হওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়। তাই আমার একান্ত আশা যে, আপনি এসে আমার ঘরের এক স্থানে নামায আদায় করবেন। আমি সে স্থানটি নামাযের স্থান রূপে নির্ধারিত ক'রে নেব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আচ্ছা তাই করব।" সুতরাং পরের দিন সূর্যের তাপ যখন বেড়ে উঠল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাক্র ﷺ আমার বাড়ীতে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে

প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ঘরের কোন্ স্থানে আমার নামায পড়া তুমি পছন্দ কর?" আমি যে স্থানে তাঁর নামায পড়া পছন্দ করেছিলাম, তাঁকে সেই স্থানের দিকে ইশারা ক'রে (দেখিয়ে) দিলাম। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযে) দাঁড়িয়ে তকবীর বললেন। আমরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দু'রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরলেন। তাঁর সালাম ফিরার সময় আমরাও সালাম ফিরলাম। তারপর তাঁর জন্য যে 'খাযীর' (চর্বি দিয়ে পাকানো আটা) প্রস্তুত করা হচ্ছিল, তা খাওয়ার জন্য তাঁকে আটকে দিলাম। ইতোমধ্যে মহল্লার লোকেরা শুনল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাড়িতে। সুতরাং তাদের কিছু লোক এসে জমায়েত হল। এমনকি বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম হল। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'মালেক (ইবনে দুখাইশিন) করল কী? তাকে দেখছি না যে?' একজন জবাব দিল, 'সে মুনাফিক! আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এমন কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে?" সে ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তবে আল্লাহর কসম! আমরা মুনাফিকদের সাথেই তার ভালবাসা ও আলাপ-আলোচনায় তাকে দেখতে পাই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।" *(বুখারী ৪২৫, ১১৮৬, মুসলিম ১৫২৮নং)*

وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : قُدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأةٌ مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى ، إِذْ وَجَدَتْ صَبياً في السَّبْيِ أخَذَتْهُ فَألْزَقَتهُ بِبَطْنِهَا فَأَرضَعَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أتَرَوْنَ هذِهِ المَرْأةَ طَارِحَةً وَلَدَها في النَّارِ؟)) قُلْنَا: لاَ وَاللهِ. فَقَالَ: ((للهُ أرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هذِهِ بِوَلَدِهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৫১) উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী এল। তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা (তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে লাগল। অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?" আমরা বললাম, 'না, আল্লাহর কসম!' তারপর তিনি বললেন, "এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর তার চেয়ে অধিক দয়ালু।" *(বুখারী ৫৯৯৯, মুসলিম ৭১৫৪নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَمَّا خَلَقَ الله الخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابٍ ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوقَ العَرْشِ : إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبي)) . متفق عليه

(৪৫২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগৎ রচনা সম্পন্ন করলেন, তখন একটি কিতাবে লিখে রাখলেন, যা তাঁরই কাছে তাঁর আরশের উপর রয়েছে, "অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব অপেক্ষা অগ্রগামী।" *(বুখারী ৭৪০৪, মুসলিম ৭১৪৫নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً، فَمِنْ ذلِكَ الجُزءِ يَتَرَاحَمُ الخَلائِقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ)) .

وَفِي رِوَايَةٍ : ((إنّ للهِ تَعَالَى مئَةَ رَحمَةٍ ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الجِنِّ وَالإِنسِ وَالبهائِمِ وَالهَوامّ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وبِهَا يَتَرَاحَمُونَ ، وبِهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَأَخَّرَ اللهُ تَعَالَى تِسْعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَة)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وَرَوَاهُ مُسلِمٌ أَيضاً مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الفَارِسيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ للهِ تَعَالَى مِئَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحمُ بِهَا الخَلْقُ بَيْنَهُمْ ، وَتِسْعٌ وَتِسعُونَ لِيَومِ القِيَامَةِ)) .

وَفِي رِوَايَةٍ : ((إنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مَئَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّماءِ إِلَى الأَرْضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض ، فَإِذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَكمَلَهَا بِهذِهِ الرَّحمَةِ)) .

(৪৫৩) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই সৃষ্টজগৎ একে অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এই ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "নিশ্চয় আল্লাহর একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে একটি মাত্র রহমত তিনি মানব-দানব, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই (সৃষ্টজীব) একে অপরকে মায়া করে, তার কারণেই একে অন্যকে দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া ক'রে থাকে। বাকী নিরানব্বইটি আল্লাহ পরকালের জন্য রেখে দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর রহম করবেন।"

এ হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমও সালমান ফারেসী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে মাত্র একটির কারণে সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আর নিরানব্বইটি (রহমত) কিয়ামতের দিনের জন্য রয়েছে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ তাআলা আসমান যমীন সৃষ্টি করার দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করলেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও যমীনের মধ্যস্থল পরিপূর্ণ (বিশাল)। অতঃপর তিনি তার মধ্য হতে একটি রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করলেন। ঐ একটির কারণেই মা তার সন্তানকে মায়া করে এবং হিংস্র প্রাণী ও পাখীরা একে অন্যের উপর দয়া ক'রে থাকে। অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ এই রহমত দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করবেন।"
(বুখারী ৬০০০, মুসলিম ৭১৪৮-৭১৫১নং)

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ فِيمَا يَحكِي عَن رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَـال: ((أَذْنَـبَ عَبْـدٌ ذَنْبـاً ، فَقَـالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، فَقَالَ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذنَبَ عَبدِي ذَنباً ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الـذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْـبِي ، فَقَـالَ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى: أَذنَـبَ عبدِي ذَنباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً ، يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَـا شَـاءَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৫৪) উক্ত রাবী (আবূ হুরাইরা ﷺ) থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন, কোন বান্দা একটি পাপ ক'রে বলল, 'হে প্রভু! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।' তখন আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা বলেন, 'আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন।' অতঃপর সে আবার পাপ করল এবং বলল, 'হে প্রভু! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।' তখন আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা বলেন, 'আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সুতরাং সে যা ইচ্ছা করুক।' *(বুখারী ৭৫০৭, মুসলিম ৭১৬২নং)*

** 'সে যা ইচ্ছা করুক' কথার অর্থ হল, সে যখন এইরূপ করে; অর্থাৎ পাপ ক'রে সাথে সাথে তওবা করে এবং আমি তাকে মাফ ক'রে দিই, তখন সে যা ইচ্ছা করুক, তার কোন চিন্তা নেই। যেহেতু তওবা পূর্বকৃত পাপ মোচন ক'রে দেয়।*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((والَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ ، لَـوْ لَـمْ تُـذْنِبُوا ، لَـذَهَبَ اللّه بِكُـمْ ، وَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ تَعَالَى ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ)). رواه مسلم

(৪৫৫) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা পাপ না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং এমন জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন যারা পাপ করবে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম ৭১৪১নং)*

وَعَن أَبي أَيُّوبَ خَالِدِ بنِ زَيدٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُـذْنِبُونَ، لَخَلَقَ اللّه خَلْقاً يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ)). رواه مسلم

(৪৫৬) আবূ আইয়ূব খালেদ ইবনে যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা যদি গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে তারপর তারা (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম ৭১৩৯নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا قُعُوداً مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا، فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا فَخَـشِينَا أَنْ يُقتَطَـعَ دُونَنَـا ، فَفَزِعْنَـا فَقُمْنَـا

فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً للأَنْصَارِ ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قوله : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اذهَبْ فَمَن لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّه ، مُسْتَيقِناً بِهَا قَلبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ)). رواه مسلم

(৪৫৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)ও লোকেদের একটি দলে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্য থেকে উঠে (কোথাও) গেলেন। তারপর তিনি আমাদের নিকট ফিরে আসতে বিলম্ব করলেন। সুতরাং আমরা ভয় করলাম যে, আমাদের অবর্তমানে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। অতঃপর আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে (সভা থেকে) উঠে গেলাম। সর্বপ্রথম আমিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোঁজে বের হলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত এক আনসারীর বাগানে এলাম। (অতঃপর) তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন, যাতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি যাও! অতঃপর (এ বাগানের বাইরে) যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে, যে হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেবে, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও।" *(মুসলিম ১৫৬নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَلاَ قَولَ اللهِ – عز وجل – في إِبرَاهِيمَ ﷺ : { رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي } [إبراهيم : ٣٦] الآية ، وقَولَ عِيسَى ﷺ : { إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [المائدة: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقَالَ : ((اللَّهُمَّ أُمَّتي أُمَّتي)) وبَكَى ، فَقَالَ الله – عز وجل – : ((يَا جِبْرِيلُ ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ – وَرَبُّكَ أَعْلَمُ – فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ ؟)) فَأَتَاهُ جبريلُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ ، بِمَا قَالَ – وَهُوَ أَعْلَمُ – فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : ((يَا جِبريلُ ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمّدٍ ، فَقُلْ : إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ)). رواه مسلم

(৪৫৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ ইব্রাহীম ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন, "হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" *(সূরা ইব্রাহীম ৩৬)* এবং ঈসা ﷺ-এর উক্তি (এ আয়াতটি পাঠ করলেন), "যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, তবে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি অবশ্যই প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াত)* অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু'খানি উঠিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত।" অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল বললেন, 'হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও---আর তোমার রব বেশী জানেন---তারপর তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কর?' সুতরাং জিব্রীল তাঁর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সে কথা জানালেন, যা তিনি (তাঁর উম্মত সম্পর্কে) বলেছিলেন---আর

আল্লাহ তা অধিক জানেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বললেন, 'হে জিব্রীল! তুমি (পুনরায়) মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বল, আমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে তোমাকে সন্তুষ্ট ক'রে দেব এবং অসন্তুষ্ট করব না।' *(মুসলিম ৫২০নং)*

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي القَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّه ، وَأَنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّه ، فَذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى : { يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة } [إبراهيم : ٢٧])). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৫৯) বারা ইবনে আযিব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মুসলিমকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। এই অর্থ রয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে, 'যারা মু'মিন তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে প্রতিষ্ঠা দান করেন।" *(সূরা ইব্রাহীম ১৭ আয়াত) (বুখারী ৪৬৯৯, মুসলিম ৭৩৯৮-নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((إنّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً ، أُطعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا المُؤْمِنُ فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقاً فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ)).

وَفِي رِوَايَةٍ : ((إنَّ اللّه لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا ، وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ . وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ للّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا)). رواه مسلم

(৪৬০) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কাফের যখন দুনিয়াতে কোন পুণ্য কাজ করে, তখন বিনিময়ে তাকে দুনিয়ার (কিছু আনন্দ) উপভোগ করতে দেওয়া হয়। (আর পরকালে সে এর কিছুই প্রতিদান পাবে না)। কিন্তু মু'মিনের জন্য আল্লাহ তা'আলা পরকালে তার প্রতিদানকে সঞ্চিত করে রাখেন এবং দুনিয়াতে তিনি তাকে জীবিকা দেন তাঁর আনুগত্যের বিনিময়ে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মহান আল্লাহ কোন মু'মিনের উপর তার নেকীর ব্যাপারে যুলুম করেন না। তাকে তার প্রতিদান দুনিয়াতেও দেওয়া হয় এবং আখেরাতেও দেওয়া হবে। কিন্তু কাফেরকে ভাল কাজের বিনিময়--যা সে আল্লাহর জন্য করে--দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি যখন সে পরকাল পাড়ি দেবে, তখন তার এমন কোন পুণ্য থাকবে না যে, তার বিনিময়ে তাকে কিছু (পুরস্কার) দেওয়া যাবে।" *(মুসলিম ৭২৬৭-৭২৬৮-নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّات)). رواه مسلم

(৪৬১) জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের উদাহরণ প্রচুর পানিতে পরিপূর্ণ ঐ নদীর মত, যা তোমাদের কারো দুয়ারের (সামনে বয়ে) প্রবাহিত হয়, যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে।" *(মুসলিম ১৫৫৫নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، يَقُولُ : ((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيئاً، إلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّهُ فِيهِ)). رواه مسلم

(৪৬২) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে কোন মুসলমান মারা যায় আর তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক শরীক হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। নিশ্চয় আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবূল করেন।" *(মুসলিম ২২৪২নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ نَحْواً مِنْ أربَعِينَ ، فَقَالَ : ((أَتَرْضَونَ أنْ تَكُونُوا رُبُعَ أهْلِ الجنَّةِ ؟)) قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : ((أَتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أهلِ الجنَّةِ ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيَدِهِ ، إنِّي لأَرْجُو أنْ تَكُونُوا نِصْفَ أهْلِ الجنَّةِ وَذَلِكَ أنَّ الجنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، ومَا أنْتُم فِي أهْلِ الشِّركِ إلاَّ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلدِ الثَّورِ الأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوداءِ فِي جِلدِ الثَّورِ الأحْمَر)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৬৩) ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশ জন মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। একসময় তিনি বললেন, "তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে?" আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হতে পছন্দ কর?" আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাঁর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরাই হবে। এটা এ জন্য যে, শুধুমাত্র মুসলিম প্রাণ ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমরা এরূপ, যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল বলদের গায়ে (একটি) কালো লোম।" *(বুখারী ৬৫২৮, মুসলিম ৫৫২নং)*

وَعَن أَبي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ دَفَعَ اللّهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُودِياً أَوْ نَصْرَانِياً ، فَيَقُولُ : هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ)) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الجِبَالِ يَغْفِرُهَا اللّه لَهُمْ)). رواه مسلم

(৪৬৪) আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টানকে দিয়ে বলবেন, 'এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ।"

উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন কিছু সংখ্যক মুসলমান পাহাড় সম পাপ নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তা (সবই) তাদের জন্য ক্ষমা করে দেবেন।" *(মুসলিম ৭১৮৭, ৭১৯০নং)*

** 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টানকে দিয়ে বলবেন, এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ।' এ কথার অর্থ আবূ হুরাইরার হাদীসে*

বর্ণিত হয়েছে; 'প্রত্যেকের জন্য বেহেশ্তে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং দোযখেও আছে। সুতরাং মু'মিন যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তখন দোযখে তার স্থলাভিষিক্ত হবে কাফের। যেহেতু সে তার কুফরীর কারণে তার উপযুক্ত। আর 'মুক্তিপণ' অর্থ এই যে, তুমি দোযখের সম্মুখীন ছিলে; কিন্তু এটি হল তোমার মুক্তির বিনিময়। যেহেতু মহান আল্লাহ দোযখ ভরতি করার জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারিত রেখেছেন। সুতরাং তারা যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে সেখানে প্রবেশ করবে, তখন তারা হবে মু'মিনদের 'মুক্তিপণ।' আর আল্লাহই অধিক জানেন।

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((يُدْنَى المُؤْمِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيهِ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ ، فَيَقُولُ : أَتَعرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتعرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُولُ : رَبِّ أعْرِفُ ، قَالَ : فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيا ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَومَ ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৬৫) ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের এত নিকটে নিয়ে আসা হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর নিজ পর্দা রেখে তার পাপসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় ক'রে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এই পাপ তুমি জান কি? এই পাপ চিন কি?' মু'মিন বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি।' তিনি বলবেন, 'আমি পৃথিবীতে তোমার পাপকে গোপন রেখেছি, আর আজ তা তোমার জন্য ক্ষমা ক'রে দিচ্ছি।' অতঃপর তাকে তার নেক আমলের আমলনামা দেওয়া হবে।" *(বুখারী ৬০৭০, মুসলিম ৭১৯১নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أنَّ رَجُلاً أصَابَ مِن امْرَأة قُبْلَةً ، فَأتَى النَّبيَّ ﷺ فَأخْبَرَهُ ، فَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : { وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات } [هود : ١١٤] فَقَالَ الرجل: أَلِي هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৬৬) ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। পরে সে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি জানায়। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, "দিনের দু'প্রান্ত সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম ভাগে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়।" *(সূরা হূদ ১১৪)* লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ কি শুধু আমার জন্য?' তিনি বললেন, "না, এ আমার সকল উম্মতের জন্য।" *(বুখারী ৫২৬, মুসলিম ৭১৭৭নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدّاً ، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ . قَالَ : ((هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ))؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ((قَدْ غُفِرَ لَكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৬৭) আনাস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল!

আমি দণ্ডনীয় অপরাধ ক'রে ফেলেছি; তাই আমার উপর দণ্ড প্রয়োগ করুন।' ইতিমধ্যে নামাযের সময় হল। সেও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে নামায পড়ল। নামায শেষ করে পুনরায় সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আমি দণ্ডনীয় অপরাধ ক'রে ফেলেছি; তাই আমার উপর আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত দণ্ড প্রয়োগ করুন।' তিনি বললেন, "তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছ?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "নিশ্চই তোমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়েছে।" *(বুখারী ৬৮২৩, মুসলিম ৭১৮২নং)*

** উক্ত হাদীসে 'দণ্ডনীয় অপরাধ' বলতে সেই অপরাধ উদ্দেশ্য নয়, যাতে শরীয়তে নির্ধারিত দণ্ড আছে; যেমন মদপান, ব্যভিচার প্রভৃতি। কেননা এমন দণ্ডনীয় অপরাধ নামায পড়লেই ক্ষমা হয়ে যাবে না। যেমন সে দণ্ড প্রয়োগ না করাও শাসকের জন্য বৈধ নয়।*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أنْ يَأكُلَ الأَكْلَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا)). رواه مسلم

(৪৬৮) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বান্দার (এ কাজে) সন্তুষ্ট হন যে, (কিছু) খেলে সে তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা কিছু পান করলে সে তার উপর তাঁর প্রশংসা করে।" *(মুসলিম ৭১০৮নং)*

وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ ، حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)). رواه مسلم

(৪৬৯) আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা রাতে নিজ হাত প্রসারিত করেন, যেন দিবাভাগের অপরাধী তাওবাহ ক'রে নেয়। আর তিনি দিনেও নিজ হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতের অপরাধী তাওবাহ ক'রে নেয়। যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে (এ নিয়ম অব্যাহত থাকবে)।" *(মুসলিম ৭১৬৫নং)*

وَعَن أَبي نَجِيحٍ عَمرِو بنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ وأنَا في الجاهِلِيَّةِ أظُنُّ أنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أخْبَاراً ، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي ، فَقَدِمْتُ عَلَيهِ ، فإذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْفِياً ، جُرَءَاءُ عَلَيهِ قَومُهُ ، فَتَلَطَّفتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيهِ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أنْتَ ؟ قَالَ : ((أَنَا نَبيٌّ)) قُلْتُ : وَمَا نَبيٌّ ؟ قَالَ : ((أرْسَلَنِي اللهُ)) قُلْتُ : وَبِأَيِّ شَيْءٍ أرْسَلَكَ ؟ قَالَ : ((أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأرْحَامِ ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ ، وَأنْ يُوحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ)) قُلْتُ : فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : ((حُرٌّ وَعَبْدٌ)) وَمَعَهُ يَوْمَئذٍ أَبُو بَكرٍ وَبِلاَلٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قُلْتُ : إنِّي مُتَّبِعُكَ ، قَالَ : ((إنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ ذلِكَ يَومَكَ هَذَا ، ألا تَرَى حَالي وحالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أهْلِكَ فَإذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأتِنِي)) قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى أهْلِي وقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أهْلِي المَدِينَةَ ، فَقُلتُ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المَدِينَةَ ؟ فَقَالُوا : النَّاس إلَيهِ سِرَاعٌ ، وَقَدْ أَرَادَ قَومُهُ قَتْلَهُ ، فلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذلِكَ ،

فقَدِمْتُ المَدِينَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيهِ ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُني ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، أنْتَ الَّذِي لَقِيْتَنِي بمكّةَ)) قَالَ : فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أخْبِرنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وأَجْهَلُهُ ، أخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ : ((صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَان ، وَحينَئذٍ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ ، فَإِنَّهُ حينئذ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فإذَا أقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي العَصرَ ، ثُمَّ اقْصرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فإنَّهَا تَغْرُبُ بينَ قَرْنَيْ شَيطَانٍ ، وَحِينَئذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفّارُ)) قَالَ : فَقُلتُ : يَا نَبيَّ اللهِ ، فَالوُضُوءُ حَدِّثنِي عَنْهُ ؟ فَقَالَ : ((مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ ، فَيَتَمَضْمَضُ وَيسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ ، إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ المَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيهِ إِلَى المِرفقَيْن ، إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أنَامِلِهِ مَعَ الماءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأسَهُ ، إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأسِهِ مِن أطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ المَاءِ ، ثُمَّ يَغسِلُ قَدَمَيهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ ، إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجلَيْهِ مِنْ أنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، وَأَثنَى عَلَيهِ ومَجَّدَهُ بالَّذِي هُوَ لَهُ أهْلٌ ، وَفَرَّغَ قَلبَهُ للهِ تَعَالَى ، إلاَّ انْصَرفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيئَتِه يَومَ وَلَدَتهُ أُمُّهُ)) . فَحَدَّثَ عَمرُو بنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ : يَا عَمْرَو بنَ عَبَسَةَ ، انْظُر مَا تقولُ! فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبَا أُمَامَةَ ، لَقَد كَبُرَتْ سِنِّي ، وَرَقَّ عَظمِي ، وَاقْتَرَبَ أجَلِي ، وَمَا بِي حَاجَةٌ أنْ أكْذِبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَوْ لَمْ أسمعه مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثاً – حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّات – مَا حَدَّثْتُ أبداً بِهِ ، وَلكنِّي سَمِعتُهُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ . رواه مسلم

(৪৭০) আবূ নাজীহ আম্‌র ইবনে আবাসাহ ﷺ বলেন, জাহেলিয়াতের (প্রাগৈসলামিক) যুগ থেকেই আমি ধারণা করতাম যে, লোকেরা পথভ্রষ্টতার উপর রয়েছে এবং এরা কোন ধর্মেই নেই, আর ওরা প্রতিমা পূজা করছে। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনলাম যে, তিনি মক্কায় অনেক আজব আজব খবর বলছেন। সুতরাং আমি আমার সওয়ারীর উপর বসে তাঁর কাছে এসে দেখলাম যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ, তিনি গুপ্তভাবে (ইসলাম প্রচার করছেন), আর তাঁর সম্প্রদায় (মুশরিকরা) তাঁর প্রতি (দুর্ব্যবহার ক'রে) দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করছে। সুতরাং আমি বিচক্ষণতার সাথে কাজ নিলাম। পরিশেষে আমি মক্কায় তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি কি?' তিনি বললেন, "আমি নবী।" আমি বললাম, 'নবী কি?' তিনি বললেন, "আমাকে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন।" আমি বললাম, 'কি নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন?' তিনি বললেন, "জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আল্লাহকে একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিয়ে।" আমি বললাম, 'এ কাজে আপনার সঙ্গে কে আছে?' তিনি বললেন,

"একজন স্বাধীন মানুষ এবং একজন কৃতদাস।" তখন তাঁর সঙ্গে আবূ বাক্‌র ও বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন। আমি বললাম, 'আমিও আপনার অনুগত।' তিনি বললেন, "তুমি এখন এ কাজ কোন অবস্থাতেই করতে পারবে না। তুমি কি আমার অবস্থা ও লোকেদের অবস্থা দেখতে পাও না? অতএব তুমি (এখন) বাড়ি ফিরে যাও। অতঃপর যখন তুমি আমার জয়ী ও শক্তিশালী হওয়ার সংবাদ পাবে, তখন আমার কাছে এসো।"

সুতরাং আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট চলে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ (পরিশেষে) মদীনা চলে এলেন, আর আমি স্বপরিবারেই ছিলাম। অতঃপর আমি খবরাখবর নিতে আরম্ভ করলাম এবং যখন তিনি মদীনায় আগমন করলেন, তখন আমি (তাঁর ব্যাপারে) লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। অবশেষে আমার পরিবারের কিছু লোক মদীনায় এল। আমি বললাম, 'ঐ লোকটার অবস্থা কি, যিনি (মক্কা ত্যাগ ক'রে) মদীনা এসেছেন?' তারা বলল, 'লোকেরা তার দিকে ধাবমান। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হয়নি।'

অতঃপর আমি মদীনা এসে তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। তারপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তো ঐ ব্যক্তি, যে মক্কায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা আমার অজানা---তা আমাকে বলুন? আমাকে নামায সম্পর্কে বলুন?' তিনি বললেন, "তুমি ফজরের নামায পড়। তারপর সূর্য এক বল্লম বরাবর উঁচু হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কারণ তা শয়তানের দু' শিং-এর মধ্যভাগে উদিত হয় (অর্থাৎ, এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং সে সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। পুনরায় তুমি নামায পড়। কেননা, নামাযে ফিরিশ্তা সাক্ষী ও উপস্থিত হন, যতক্ষণ না ছায়া বল্লমের সমান হয়ে যায়। অতঃপর নামায থেকে বিরত হও। কেননা, তখন জাহান্নামের আগুন উস্কানো হয়। অতঃপর যখন ছায়া বাড়তে আরম্ভ করে, তখন নামায পড়। কেননা, এ নামাযে ফিরিশ্তা সাক্ষী ও উপস্থিত হন। পরিশেষে তুমি আসরের নামায পড়। অতঃপর সূর্য ডোবা পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকো। কেননা, সূর্য শয়তানের দু' শিঙ্গের মধ্যে অস্ত যায় (অর্থাৎ, এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং তখন কাফেররা তাকে সিজদাহ করে।"

পুনরায় আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে ওযূ সম্পর্কে বলুন?' তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ পানি নিকটে করে (হাত ধোওয়ার পর) কুল্লি করে এবং নাকে পানি নিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে, তার চেহারা, তার মুখ এবং নাকের গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তার চেহারা ধোয়, তখন তার চেহারার পাপরাশি তার দাড়ির শেষ প্রান্তের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার হাত দু'খানি কনুই পর্যন্ত ধোয়, তখন তার হাতের পাপরাশি তার আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথার পাপরাশি চুলের ডগার পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার পা দু'খানি গাঁট পর্যন্ত ধোয়, তখন তার পায়ের পাপরাশি তার আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে নামায পড়ে, আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে--যার তিনি যোগ্য এবং অন্তরকে আল্লাহ তাআলার জন্য খালি করে, তাহলে সে ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে আসে,

যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।”

তারপর আম্‌র ইবনে আবাসাহ ﷺ এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবূ উমামার ﷺ নিকট বর্ণনা করলেন। আবূ উমামাহ ﷺ তাঁকে বললেন, ‘হে আম্‌র ইবনে আবাসাহ! তুমি যা বলছ তা চিন্তা করে বল! একবার ওযূ করলেই কি এই ব্যক্তিকে এতটা মর্যাদা দেওয়া হবে?’ আম্‌র বললেন, ‘হে আবূ উমামাহ! আমার বয়স ঢের হয়েছে, আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যুও নিকটবর্তী। (ফলে এ অবস্থায়) আল্লাহ তাআলা অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার আমার কী প্রয়োজন আছে? যদি আমি এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে একবার, দু’বার, তিনবার এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনতাম, তাহলে কখনই তা বর্ণনা করতাম না। কিন্তু আমি তাঁর নিকট এর চেয়েও অধিকবার শুনেছি।’ *(মুসলিম ১৯৬৭নং)*

وَعَن أَبي مُوسَى الأشعَرِي ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى رَحمَةَ أُمَّةٍ ، قَبَضَ نَبيَّهَا قَبْلَها ، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرطاً وَسَلَفاً بَيْنَ يَدَيْهَا ، وإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ ، عَذَّبَهَا وَنَبيُّهَا حَيٌّ ، فَأَهلَكَهَا وَهُوَ حَيٌّ يَنظُرُ ، فَأَقَرَّ عَينَهُ بِهَلاَكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوا أَمْرَهُ)). رواه مسلم

(৪৭১) আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যখন আল্লাহ তাআলা কোন উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন, তখন তাদের নবীকে তাদের পূর্বেই তুলে নেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সেই উম্মতের জন্য অগ্রগামী ও ব্যবস্থাপক বানিয়ে দেন। আর যখন তিনি কোন উম্মতকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন তাদেরকে তাদের নবীর উপস্থিতিতে শাস্তি দেন। তিনি নিজ জীবদ্দশায় তাদের ধ্বংস স্বচক্ষে দেখেন। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস ক’রে নবীর চক্ষুশীতল করেন, যখন তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং তাঁর আদেশ অমান্য করে।” *(মুসলিম ৬১০৫নং)*

আল্লাহর কাছে ভাল আশা রাখার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা (মূসা ﷺ-এর অনুসারী) এক নেক বান্দার ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে বলেন,

{ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بالعِبَادِ، فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا } [غافر : ٤٤-٤٥]

অর্থাৎ, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহকে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি ফিরআউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করল। *(সূরা গাফির ৪৪-৪৫ আয়াত)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ((قَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي ، وَاللهِ ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بالفَلاَةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً ، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ)). متفقٌ عليه

(৪৭২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল বলেন, ‘আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন

যে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।" *(বুখারী ৭৮০৫ নং, মুসলিম ৭১২৮নং)*

وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبلَ مَوْتِه بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، يَقُولُ : ((لاَ يَمُوتَنّ أحَدُكُمْ إلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ – عَزَّ وَجَلَّ)). رواه مسلم

(৪৭৩) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে।" *(মুসলিম ৭৪১২নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّكَ لَوْ أتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً ، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(৪৭৪) আনাস ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! যাবৎ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, তাবৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না ক'রে থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।" *(সহীহ তিরমিযী ২৮০৫ নং)*

একই সাথে আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশা রাখার বিবরণ

জ্ঞাতব্য যে, সুস্থ অবস্থায় বান্দার উচিত হল, অন্তরে আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা রাখা। এ ক্ষেত্রে ভয় ও আশা উভয়ই সমান হবে। পক্ষান্তরে অসুস্থ অবস্থায় নিছকভাবে আশা রাখা উচিত। কুরআন ও সুন্নাহ এবং অন্যান্য স্পষ্ট উক্তিতে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَلاَ يَأمَنُ مَكْرَ اللهِ إلاَّ القَوْمُ الخَاسِرونَ } [الأعراف : ٩٩]

অর্থাৎ, তারা কি আল্লাহর চক্রান্তের ভয় রাখে না? বস্তুতঃ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে না। *(সূরা আ'রাফ ৯৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ القَوْمُ الكافِرُونَ } [يوسف : ٨٧]

অর্থাৎ, অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয় না। *(সূরা ইউসুফ ৮৭ আয়াত)*

অন্য জায়গায় তিনি বলেন,

{ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ } [آل عمران: ١٠٦]

অর্থাৎ, সেদিন কতকগুলো মুখমন্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমন্ডল কালো হবে। *(আলে ইমরান ১০৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } [الأعراف : ١٦٧]

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে সত্বর এবং তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও। *(সূরা আ'রাফ ১৬৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } [الانفطار : ١٣-١٤]

অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে এবং পাপাচারীরা থাকবে (জাহীম) জাহান্নামে। *(সূরা ইনফিত্বার ১৩-১৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ}[القارعة: ٦-٩]

অর্থাৎ, তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো সন্তোষময় জীবনে (সুখে) থাকবে। কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ। *(সূরা ক্বারিয়াহ ৬-৯ আয়াত)*

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আশা ও ভয় রাখার কথা কুরআন মাজীদের কোন কোন স্থানে মাত্র একটি আয়াতে, কোন স্থানে দু'টি আয়াতে এবং কোন স্থানে তিন বা ততোধিক আয়াতে একত্রে বিবৃত হয়েছে।

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَـةِ ، مَـا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أحَدٌ)). رواه مسلم

(৪৭৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদি মু'মিন জানত যে, আল্লাহর নিকট কী শাস্তি রয়েছে, তাহলে কেউ তার জান্নাতের আশা করত না। আর যদি কাফের জানত যে, আল্লাহর নিকট কী করুণা রয়েছে, তাহলে কেউ তার জান্নাত থেকে নিরাশ হত না।" *(মুসলিম ৭১৫৫নং)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((إِذَا وُضِعَتِ الجنازةُ واحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَى أعناقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: يَـا وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإنْسانُ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ)). رواه البخاري

(৪৭৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং লোকেরা অথবা পুরুষরা কাঁধে বহন করতে শুরু করে, তখন সে নেককার হলে বলতে থাকে, 'আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও।' আর বদকার হলে সে বলতে থাকে, 'হায় ধ্বংস আমার! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' মানুষ ছাড়া সবাই তার শব্দ শুনতে পায়। মানুষ তা শুনলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। (বা মারা যেত।)" *(বুখারী ১৩১৪নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذلك)). رواه البخاري

(৪৭৭) ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাত তোমাদের কারো জুতোর ফিতার চাইতেও বেশী নিকটবর্তী, আর জাহান্নামও তদ্রূপ।" *(বুখারী ৬৪৮৮নং)*

পুণ্যের পথ অনেক

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ } [البقرة :٢١٥]

অর্থাৎ, তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত। *(সূরা বাক্বারা ২১৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ } [البقرة :١٩٧]

অর্থাৎ, তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। *(ঐ ১৯৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ } [الزلزلة : ٧]

অর্থাৎ, কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলেও সে তা দেখতে পাবে। *(সূরা যিলযাল ৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ } [الجاثية : ١٥]

অর্থাৎ, যে সৎকাজ করে, সে নিজ কল্যাণের জন্যই তা করে। *(সূরা জাযিয়াহ ১৫ আয়াত)*

এ বিষয়ে আয়াত অনেক রয়েছে এবং হাদীসও অগণিত রয়েছে। তার মধ্যে কিছু আমরা বর্ণনা করব।

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((عَلَى كلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ)). قَالَ : أرأيتَ إنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : ((يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ)) قَالَ : أرأيتَ إن لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : ((يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ)) قَالَ : أرأيتَ إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، قَالَ : ((يَأمُرُ بِالمعْرُوفِ أوِ الخَيْرِ)) قَالَ : أرَأيْتَ إنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : ((يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

(৪৭৮) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর

সাদকাহ করা জরুরী।” আবূ মূসা ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যদি সে সাদকাহ করার মত কিছু না পায় তাহলে?’ তিনি বললেন, “সে তার হাত দ্বারা কাজ করে (পয়সা উপার্জন করবে) অতঃপর তা থেকে সে নিজে উপকৃত হবে এবং সাদকাও করবে।” পুনরায় আবূ মূসা ﷺ বললেন, ‘যদি সে তাও না পারে?’ তিনি বললেন, “যে কোন অভাবী বিপন্ন মানুষের সাহায্য করবে।” আবূ মূসা ﷺ বললেন, ‘যদি সে তাও না পারে?’ তিনি বললেন, “সে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেবে।” আবূ মূসা ﷺ বললেন, ‘যদি সে এটাও না পারে?’ তিনি বললেন, “সে (অপরের) ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, সেটাও হল সাদকাহ স্বরূপ।” *(বুখারী ১৪৪৫, ৬০২২, মুসলিম ২৩৮০নং)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدبِ بنِ جُنَادَةَ ﷺ ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أيُّ الأَعْمَالِ أفْضَلُ ؟ قَالَ : ((الإيمانُ باللهِ وَالجِهادُ فِي سَبيلِهِ)) . قُلْتُ : أيُّ الرِّقَابِ أفْضَلُ ؟ قَالَ : ((أنْفَسُهَا عِنْدَ أهلِهَا وَأكثَرهَا ثَمَناً)) . قُلْتُ : فإنْ لَمْ أفْعَلْ ؟ قَالَ : ((تُعِينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لأخْرَقَ)) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أرأيْتَ إنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ العَمَلِ ؟ قَالَ : ((تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ ؛ فإنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ)). مُتَّفَقٌ عليه

(৪৭৯) আবূ যার্র ﷺ বলেন যে, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল ﷺ কোন্ আমল সর্বোত্তম?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা।” আমি বললাম, ‘কোন্ গোলাম (কৃতদাস) স্বাধীন করা সর্বোত্তম?’ তিনি বললেন, “যে তার মালিকের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক মূল্যবান।” আমি বললাম, ‘যদি আমি এ সব (কাজ) করতে না পারি।’ তিনি বললেন, “তুমি কোন কারিগরের সহযোগিতা করবে অথবা অকারিগরের কাজ ক’রে দেবে।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (এর) কিছু কাজে অক্ষম হই (তাহলে কী করব)?’ তিনি বললেন, “তুমি মানুষের উপর থেকে তোমার মন্দকে নিবৃত্ত কর। তাহলে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার নিজের জন্য সাদকাহস্বরূপ।” *(বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ২৬০নং)*

عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((عُرِضَتْ عَلَيَّ أعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أعْمَالِهَا الأذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءِ أَعمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ)).

رواه مسلم

(৪৮০) ঐ আবূ যার্র ﷺ থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আমার উম্মতের ভালমন্দ কর্ম আমার কাছে পেশ করা হল। সুতরাং আমি তাদের ভাল কাজের মধ্যে ঐ কষ্টদায়ক জিনিসও পেলাম, যা রাস্তা থেকে সরানো হয়। আর তাদের মন্দ কর্মসমূহের তালিকায় মসজিদে ঐ কফও পেলাম, যার উপর মাটি চাপা দেওয়া হয়নি।” *(মুসলিম ১২৬১নং)*

** মাটি চাপা দেওয়ার কথা তিনি এই জন্য বলেছেন যে, সে যুগে মসজিদের মেঝে মাটিরই ছিল। বর্তমানে পাকা মেঝে কাপড় অথবা পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।*

وَعَنْهُ : أَنَّ نَاساً قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ أهلُ الدُّثُور بالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ،

وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : ((أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : ((أَرَأَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرامٍ أَكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ ؟ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلال كَانَ لَهُ أَجْرٌ)). رواه مسلم

(৪৮১) উক্ত বর্ণনাকারী থেকেই বর্ণিত, কিছু সাহাবা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই করছে যে,) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ করছে।' তিনি বললেন, "আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন ক'রে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?' তিনি বললেন, "কী রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।" *(মুসলিম ২৩৭৬নং)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبيُّ ﷺ : ((لاَ تَحْقِرنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَيئاً وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ)). رواه مسلم

(৪৮২) উক্ত আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি পুণ্যের কোন কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।" (অর্থাৎ হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ)। *(মুসলিম ৬৮৫৭নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ)).

(৪৮৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভাইয়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।" *(আহমাদ ১৪৮৭৭, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৫৫৭ নং)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَة ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالمعرُوفِ

صَدَقَةٌ ، ونَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجزِىءُ مِنْ ذلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ الضُّحَى)). رواه مسلم

(৪৮৪) আবূ যার্র ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশ্তের দু'রাক্আত নামায যথেষ্ট হবে।" *(মুসলিম ১৭০৪নং)*

عن بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَدْفِنُهَا أَوْ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنْ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ)).

(৪৮৫) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মানবদেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ঐ প্রত্যেক গ্রন্থির তরফ থেকে দেয় সদকাহ রয়েছে।" সকলে বলল, 'এত সদকাহ দিতে আর কে সক্ষম হবে, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "মসজিদ হতে কফ (ইত্যাদি নোংরা) দূর করা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা-পাথর প্রভৃতি) দূর করা এক একটা সদকাহ। যদি তাতে সক্ষম না হও তবে দুই রাকআত চাশ্তের নামায তোমার সে প্রয়োজন পূর্ণ করবে।" *(আহমাদ ২৩০৩৭, শব্দগুলি তাঁরই, আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬৬১ নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَومٍ تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَينَ الاثْنَينِ صَدَقةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ ترفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمشيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وتُميطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رَضي الله عنها ، قَالَتْ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وثلاثمئة مفْصَل ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ ، وحَمِدَ الله ، وَهَلَّلَ اللهَ ، وَسَبَّحَ الله ، وَاسْتَغْفَرَ الله ، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً ، أَوْ عَظماً عَن طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ أَمَرَ بمَعْرُوف ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنكَر ، عَدَدَ السِّتِّينَ والثَّلاثِمئة فَإِنَّهُ يُمْسِي يَومَئِذٍ وقَدْ زَحْزَحَ نَفسَهُ عَنِ النَّارِ .))

(৪৮৬) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি ক'রে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা ক'রে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর

তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও সাদকাহ।”

এটিকে ইমাম মুসলিম আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আদম সন্তানের মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে ৩৬০ গ্রন্থির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। (আর প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় সাদকা রয়েছে।) সুতরাং যে ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ বলল, ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বলল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল, ‘সুবহানাল্লাহ’ বলল, ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বলল, মানুষ চলার রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা অথবা হাড় সরাল, কিংবা ভাল কাজের আদেশ করল অথবা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করল, (এবং সব মিলে ৩৬০ সংখ্যক পুণ্যকর্ম করল, সে ঐদিন এমন অবস্থায় সন্ধ্যা করল যে, সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূর ক’রে নিল।” *(বুখারী ২৯৮৯, মুসলিম ২৩৭৭, ২৩৮২নং)*

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِد أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللهُ لَـهُ في الجَنَّـةِ نُـزُلاً كُلَّمَـا غَدَا أَوْ رَاحَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৮৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করেন। যখনই সে সেখানে যায়, তখনই তার জন্য ঐ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করা হয়।” *(বুখারী ৬৬২, মুসলিম ১৫৫৬নং)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرنَّ جَـارَةٌ لِجَارَتِهَـا وَلَـوْ فِرْسِـنَ شاةٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৮৮) উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “হে মুসলিম নারীগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন প্রতিবেশিনীর (উপঢৌকনকে) অবশ্যই তুচ্ছ না ভাবে। যদিও তা ছাগলের খুর হয়।” *(বুখারী ২৫৬৬, মুসলিম ২৪২৬নং)*

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً : فَأفْضَلُهَا قَـولُ : لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيق ، والحياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৮৯) উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “ঈমানের সত্তর অথবা ষাঠের বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম (শাখা) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা এবং সর্বনিম্ন (শাখা) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (পাথর কাঁটা ইত্যাদি) দূরীভূত করা। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।” *(বুখারী ৯, মুসলিম ১৬২নং)*

وعَنْهُ : أنَّ رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : ((بَينَما رَجُلٌ يَمشي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ ، فَوَجَـدَ بِئـراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يأكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بفيهِ حَتَّـى رَقِـيَ ، فَسَقَى الكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ)) قالوا : يَا رَسُول اللهِ ، إنَّ لَنَا في البَهَائِمِ أَجْراً ؟ فقـالَ : ((في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وفي رواية للبخاري : ((فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ ، فأدْخَلَهُ الجَنَّةَ)) وفي رواية لهما : ((بَيْنَما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيل ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ)) .

(৪৯০) উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "একদা এক ব্যক্তি পথ চলছিল। তাকে খুবই পিপাসা লাগল। অতঃপর সে একটি কূপ পেল। সুতরাং সে তাতে নেমে পানি পান করল। অতঃপর বের হয়ে দেখতে পেল যে, (ওখানেই) একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ বের ক'রে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাঁটছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, 'পিপাসার তাড়নায় আমি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম, কুকুরটিও সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে।' অতএব সে কূপে নামল তারপর তার চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করল। অতঃপর সে তা মুখে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন।"

সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব হবে?' তিনি বললেন, "প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে নেকী রয়েছে।"

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা ক'রে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, "কোন এক সময় একটি কুকুর একটি কূপের চারিপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। পিপাসা তাকে মৃতপ্রায় ক'রে তুলেছিল। (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী ঈস্রাঈলের বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে তার চামড়ার মোজা খুলে তাতে (কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান করাল। সুতরাং এই আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল।" *(বুখারী ২৩৬৩, ২৪৬৬, ৩৪৬৭, ৬০০৯, মুসলিম ৫৯৯৬-৫৯৯৮-নং)*

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقِ كَانَتْ تُؤذِي المُسْلِمِينَ)). رواه مسلم

وفي رواية : ((مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهرِ طَرِيقٍ ، فَقَالَ : وَاللهِ لأُنْحِيَنَّ هَذَا عَنِ المُسْلِمينَ لاَ يُؤذِيهِمْ ، فَأُدخِلَ الجَنَّةَ)). وفي رواية لهما : ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَى الطريقِ فأخَّرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ)).

(৪৯১) উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। যে (পৃথিবীতে) রাস্তার মধ্য হতে একটি গাছ কেটে সরিয়ে দিয়েছিল, যেটি মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "এক ব্যক্তি রাস্তার উপর পড়ে থাকা একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে পার হল। সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি এটিকে মুসলিমদের পথ থেকে অবশ্যই সরিয়ে দেব; যাতে তাদেরকে কষ্ট না দেয়। সুতরাং তাকে (এর কারণে) জান্নাতে প্রবেশ করানো হল।"

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, “একদা এক ব্যক্তি রাস্তা চলছিল। সে রাস্তার উপর একটি কাঁটাদার ডাল দেখতে পেল। অতঃপর সে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমল কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা ক’রে দিলেন।” *(মুসলিম ৬৮৩৫-৬৮৩৮নং)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه ﷺ : ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْن الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَغَا)). رواه مسلم

(৪৯২) উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করল, অতঃপর জুমআহ পড়তে এল এবং মনোযোগ সহকারে নীরব থেকে খুতবাহ শুনল, সে ব্যক্তির এই জুমআহ ও (আগামী) জুমআর মধ্যেকার এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (ছোট) পাপসমূহ মাফ ক’রে দেওয়া হল। আর যে ব্যক্তি (খুৎবাহ্ চলাকালীন সময়ে) কাঁকর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কর্ম করল।” (অর্থাৎ, সে জুমআর সওয়াব বরবাদ ক’রে দিল।) *(মুসলিম ২০২৫নং)*

وعَنْهُ : أنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ ، قَالَ : ((إذَا تَوَضَّأ العَبْدُ المُسْلِمُ ، أَو المُؤمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَينيهِ مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإذا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مشتها رِجْلاَهُ مَعَ المَاء أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ)). رواه مسلم

(৪৯৩) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মুসলিম বা মু’মিন বান্দা যখন ওযূর উদ্দেশ্যে তার মুখমন্ডল ধৌত করে, তখন ওযূর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে ক’রে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার হাত দু’টিকে ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে উভয় হাত দ্বারা ধারণ করার মাধ্যমে ক’রে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার পা দু’টিকে ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে তার দু’পায়ে চলার মাধ্যমে ক’রে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত গোনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে।” *(মুসলিম ৬০০নং)*

وعَنْهُ ، عَن رَسُولِ اللّه ﷺ ، قَالَ : ((الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إلَى الجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانَ مُكَفِّراتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إذَا اجْتُنِبَ الكَبَائِرُ)). رواه مسلم

(৪৯৪) উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “পাঁচ অক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে আর এক জুমআহ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান পর্যন্ত (সংঘটিত সাগীরা গোনাহ) মুছে ফেলে; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় তাহলে (নতুবা নয়)।” *(মুসলিম ৫৭৪নং)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ((ألا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللّهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟)) قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : ((إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إلَى

المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ)). رواه مسلم

(৪৯৫) উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেন এবং মর্যাদা বর্ধন করেন?" সাহাবাগণ বললেন, 'অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "কষ্টের সময় পূর্ণরূপে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা (অর্থাৎ দূর থেকে আসা) এবং এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের অপেক্ষা করা। সুতরাং এই হল (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত।" *(মুসলিম ৬১০নং)*

وعَنْ أَبِي مُوسى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسولُ الله ﷺ : ((مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৪৯৬) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা (অর্থাৎ, ফজর ও আসরের) নামায পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী ৫৭৪, মুসলিম ১৪৭০নং)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً)). رواه البخاري

(৪৯৭) উক্ত আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য ঐ আমলের মতই (সওয়াব) লেখা হয়, যা সে গৃহে থেকে সুস্থ শরীরে সম্পাদন করত।" *(বুখারী ২৯৯৬নং)*

وعن جَابرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ : ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)). رواه البخاري

(৪৯৮) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "প্রত্যেক নেকীর কাজ সাদকাহ স্বরূপ।" *(বুখারী ৬০২১নং)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا سُرِقَ مِنهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً)). رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : ((فَلاَ يَغْرِسُ المُسْلِمُ غَرْساً فَيَأْكُلَ مِنْهُ إنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقة إِلَى يَومِ القِيَامةِ)). وفي رواية لَهُ : ((لاَ يَغرِسُ مُسْلِمٌ غَرساً ، وَلاَ يَزرَعُ زَرعاً ، فَيَأكُلَ مِنهُ إنْسَانٌ وَلاَ دَابَةٌ وَلاَ شَيءٌ ، إلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)).

(৪৯৯) উক্ত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে কোন মুসলিম কোন গাছ লাগায়, অতঃপর তা থেকে যতটা খাওয়া হয়, তা তার জন্য সাদকাহ হয়, তা থেকে যতটুকু চুরি হয়, তা তার জন্য সাদকাহ হয় এবং যে কোন ব্যক্তি তার ক্ষতি করে, সেটাও তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।"

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মুসলিম যে গাছ লাগায় তা থেকে কোন মানুষ, কোন জন্তু এবং কোন পাখী যা কিছু খায়, তা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।"

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মুসলিম যে গাছ লাগায় এবং ফসল বুনে অতঃপর

তা থেকে কোন মানুষ, কোন জন্তু অথবা অন্য কিছু খায়, তবে তা তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।” *(মুসলিম ৪০৫০-৪০৫৩নং)*

উক্ত হাদীসটি বুখারী-মুসলিম উভয়েই আনাস ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যাতে يَـرْزَؤُهُ শব্দ আছে। *(বুখারী ২৩২০, মুসলিম ৪০৫৫নং)*

وعَنْهُ ، قَالَ : أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَن يَنتَقِلُوا قُربَ المَسجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه ﷺ ، فَقَـالَ لهـم : ((إنَّهُ قَدْ بَلَغَني أنَّكُمْ تُريدُونَ أنْ تَنتَقِلُوا قُربَ المَسجِد ؟)) فقالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُول اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذلِكَ . فَقَالَ : ((بَنِي سَلِمَةَ ، دِيَارَكُمْ ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ، ديَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ)) رواه مسلم . وفي روايـةٍ : ((إنَّ بِكُلِّ خَطوَةٍ دَرَجَةً)). رواه مسلم . رواه البخاري أيضاً بِمَعناه مِنْ رواية أنس ﷺ .

(৫০০) উক্ত জাবের ﷺ হতেই বর্ণিত যে, বনু সালেমাহ মসজিদের নিকট স্থান পরিবর্তন করার ইচ্ছা করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছল। সুতরাং তিনি তাদেরকে বললেন, “আমি খবর পেয়েছি যে, তোমরা স্থান পরিবর্তন ক’রে মসজিদের নিকট আসার ইচ্ছা করছ?” তারা বলল, ‘হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এর ইচ্ছা করেছি।’ তিনি বললেন, “হে বনূ সালেমাহ! তোমরা তোমাদের (বর্তমান) গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে। তোমরা আপন গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে।” *(মুসলিম ১৫৫১নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।” *(মুসলিম ১৫৫০নং)*

ইমাম বুখারী (রহঃ)ও ঐ মর্মে আনাস ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। *(বুখারী ৬৫৫নং)*

وعَنْ أَبي الْمُنذِر أُبيِّ بنِ كَعْب ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لا أعْلَمُ رَجلاً أبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَـانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاةٌ ، فَقيلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ في الظَلْمَاء وفي الرَّمْضَاء ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّني أنَّ مَنْزِلي إلَى جَنْبِ المَسْجِدِ إنِّي أريدُ أنْ يُكْتَبَ لِي مَمشَايَ إلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إذَا رَجَعْتُ إلَى أهْلِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ((قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذلِكَ كُلَّهُ)). رواه مسلم

وفي رواية : ((إنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ)) .

(৫০১) আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা’ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি লোক ছিল। আমি জানি না যে, অন্য কারো বাড়ি তার বাড়ির চেয়ে দূরে ছিল। তা সত্ত্বেও তার কোন নামায ছুটত না। অতঃপর তাকে বলা হল অথবা আমি (কা’ব) তাকে বললাম যে, ‘তুমি যদি একটি গাধা কিনে আঁধারে ও ভীষণ রোদে তার উপর সওয়ার হয়ে আসতে, (তাহলে তা তোমার পক্ষে ভাল হত?)’ সে বলল, ‘আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার বাড়ি মসজিদ সংলগ্নে হোক। কারণ আমি তো এই চাই যে, (দূর থেকে) আমার পায়ে হেঁটে মসজিদ যাওয়া এবং ওখান থেকেই পুনরায় বাড়ী ফিরা, সবকিছু যেন আমার নেকীর খাতায় লেখা যায়।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ (তার কথা শুনে) বললেন, “আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত তোমার জন্য একত্র ক’রে দিয়েছেন।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "নিশ্চয় তোমার জন্য সেই সওয়াবই রয়েছে, যার তুমি আশা করেছ।" *(মুসলিম ১৫৪৬-১৫৪৮নং)*

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((أَرْبَعُونَ خَصْلَةً : أَعْلاَهَا مَنِيحَةُ العَنْزِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَة مِنْهَا ؛ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ، إلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ)). رواه البخاري

(৫০২) আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "চল্লিশটি সৎকর্ম আছে তার মধ্যে উচ্চতম হল, দুধ পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা। যে কোন আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর প্রতিদানের আশা করে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে আম্‌ল করবে, তাকে আল্লাহ তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" *(বুখারী)*

عَن عَدِي بنِ حَاتِمٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ النَّبيّ ﷺ ، يَقُولُ : ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَينَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرى إلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّار تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)).

(৫০৩) আদী ইবনে হাতেম ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ ক'রে হয়!"

উক্ত আদী হতে বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বলবেন; তার ও তাঁর মাঝে কোন আনুবাদক থাকবে না। (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল। এবং বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। আর সামনে তাকাবে, সুতরাং তার চেহারার সামনে জাহান্নাম দেখতে পাবে। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ ক'রে হয়। আর যে ব্যক্তি এরও সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ভাল কথা বলে বাঁচে।" *(বুখারী ১৪১৩, ১৪১৭, মুসলিম ২৩৯৫-২৩৯৭নং)*

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((إنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أنْ يَأكُلَ الأَكْلَةَ ، فَيَحمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)). رواه مسلم

(৫০৪) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খায়, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে।" *(মুসলিম ৭১০৮নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِى أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا

وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ ».

وفي رواية : « مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِى أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِى الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِى الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ ».

(৫০৫) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে, তার জন্য রয়েছে এত এত সওয়াব; যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা মারবে, তার জন্য রয়েছে এত এত অপেক্ষাকৃত কম সওয়াব; আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা মারবে, তার জন্য রয়েছে এত এত অপেক্ষাকৃত আরো কম সওয়াব।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে, তার জন্য রয়েছে ১০০টি নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়ে কম নেকী, আর তৃতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চাইতেও কম নেকী।" *(মুসলিম ৫৯৮৩-৫৯৮৪নং)*

وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ وَقَالَ : ((كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ)). متفق عَلَيْهِ

(৫০৬) উম্মে শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ টিকটিকি মারতে আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, "এ ইব্রাহীম ﷺ-এর অগ্নিকুন্ডে ফুঁ দিয়েছিল।" *(বুখারী ৩৩৫৯, মুসলিম ৫৯৭৯নং)*

আরবী ভাষাবিদ্‌দের মতে, وزغ বড় টিকটিকিকে বলে। (পক্ষান্তরে গিরগিটির আরবী ঃ حرباء। আর তাকে মারার নির্দেশ হাদীসে নেই।)

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অধ্যায়

দাঁতন করার মাহাত্ম্য ও প্রকৃতিগত আচরণসমূহ

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي – أَوْ عَلَى النَّاسِ – لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৫০৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি আমি আমার উম্মতের উপর বা লোকেদের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের সাথে **দাঁতন করার** আদেশ দিতাম।" *(বুখারী ৮৮৭, মুসলিম ৬১২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ وَلأَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ».

(৫০৮) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) ওযুর সাথে দাঁতন করা ফরয করতাম এবং

এশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তাম।” *(হাকেম ৫১৬, বাইহাকী ১৪৬, সহীহুল জামে’ ৫৩১৯ নং)*

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِن النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৫০৯) হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি **দাঁতন দিয়ে দাঁত মেজে নিতেন।**’ *(বুখারী ২৪৫, ১১৩৬, মুসলিম ৬১৬-৬১৮নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ ، وَيَتَوضَّأُ وَيُصَلِّي . رواه مسلم

(৫১০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দাঁতন ও ওযূর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। অতঃপর আল্লাহর যখন রাতে তাঁকে জাগাবার ইচ্ছা হত, তখন তিনি জেগে উঠতেন। সুতরাং **দাঁতন করতেন** এবং ওযূ ক’রে নামায পড়তেন।’ *(মুসলিম ১৭৭৩নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ)). رواه البخاري

(৫১১) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদেরকে **দাঁতন করার** জন্য বেশি তাকীদ করেছি।’ *(বুখারী ৮৮৮নং)*

وَعَن شُرَيحِ بنِ هَانِىءٍ ، قَالَ : قُلتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ . رواه مسلم

(৫১২) শুরাইহ ইবনে হানি ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘নবী ﷺ নিজ বাড়িতে প্রবেশ ক’রে সর্বপ্রথম কী কাজ করতেন?’ তিনি বললেন, ‘**দাঁতন করতেন।**’ *(মুসলিম ৬১৩নং)*

وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : دَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلمٍ

(৫১৩) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তখন **দাঁতনের** একটি দিক তাঁর জিভের উপর রাখা ছিল।’ *(বুখারী ২৪৪, মুসলিম ৬১৫, এ শব্দগুলি মুসলিমের)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ للرَّبِّ)). رواه النسائي وابنُ خُزَيْمَةَ في صحيحهِ بأسانيدَ صحيحةٍ.

(৫১৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “দাঁতন মুখ পবিত্র রাখার ও প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপকরণ।” *(আহমাদ ২৪২০৩, নাসাঈ ৫, ইবনে খুযাইমাহ ১৩৫, ইবনে হিব্বান ১০৬৭, দারেমী ৬৮৪, বুখারী বিনা সনদে, সহীহ তারগীব ২০২নং)*

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ ، وَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ

فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِلاَّ صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ)).

(৫১৫) আলী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি দাঁতন আনতে আদেশ দিয়ে বললেন, নবী ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন নামায পড়তে দণ্ডায়মান হয় তখন ফিরিশ্তা তার পিছনে দণ্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফিরিশ্তা তার নিকটবর্তী হন; পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফিরিশ্তার পেটে প্রবেশ করে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।" *(বাইহাকী ১৬১, বায্যার ৬০৩, সহীহ তারগীব ২১৫নং)*

عن سمرة قال قال رسول الله ﷺ : ((طَيِّبُوا أَفْوَاهَكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ)).

(৫১৬) সামুরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মিসওয়াক করে তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর। কারণ, মুখ হল কুরআনের পথ।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২১১৯, সঃ জামে' ৩৯৩৯নং)*

عَن أَنَسٍ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد)).

(৫১৭) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "জিবরীল (আঃ) আমাকে (এত বেশী) দাঁতন করতে আদেশ করেছেন যে, তাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।" *(বায্যার ৬৯৫২, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৫৬ নং)*

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ)).

(৫১৮) ওয়াষেলাহ বিন আস্ক্বা' কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমাকে দাঁতন করতে আদেশ করা হয়েছে, এতে আমার ভয় হয় যে, হয়তো দাঁতন করা আমার উপর ফরয করে দেওয়া হবে।" *(আহমাদ ১৬০০৭, সহীহুল জামে' ১৩৭৬ নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ : الخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৫১৯) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন, "প্রকৃতিগত আচরণ (নবীগণের তরীকা) পাঁচটি অথবা পাঁচটি কাজ **প্রকৃতিগত আচরণ**, (১) খাত্না (লিঙ্গত্বক ছেদন) করা। (২) লজ্জাস্থানের লোম কেটে পরিষ্কার করা। (৩) নখ কাটা। (৪) বগলের লোম ছিঁড়া। (৫) গোঁফ ছেঁটে ফেলা।" *(বুখারী ৫৮৮৯, ৫৮৯১, ৬২৯৭, মুসলিম ৬২০-৬২১নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ ، وَنَتفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ العَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ)). قَالَ الرَّاوِي : وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ . قَالَ وَكِيعٌ –

وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ – انْتِقَاصُ الْمَاءِ : يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ . رواه مسلم

(৫২০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দশটি কাজ **প্রকৃতিগত আচরণ**; (১) গোঁফ ছেঁটে ফেলা। (২) দাড়ি বাড়ানো। (৩) দাঁতন করা। (৪) নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। (৫) নখ কাটা। (৬) আঙ্গুলের জোড়সমূহ ধোয়া। (৭) বগলের লোম তুলে ফেলা। (৮) গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা। (৯) পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করা।" বর্ণনাকারী বলেন, ১০নং আচরণটি ভুলে গেছি, তবে মনে হয়, তা কুল্লি করা হবে। বর্ণনাকারী অকী' বলেন, 'ইন্তিকাসুল মা' মানে পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা। *(মুসলিম ৬২৭নং)*

দাড়ি বাড়ানো মানেঃ তার কিছুই না কাটা। আঙ্গুলের জোড় মানেঃ আঙ্গুলের গাঁট।

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৫২১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।" *(বুখারী ৫৮৯৩, মুসলিম ৬২৩)*

عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا)).

(৫২২) যায়দ বিন আরকাম ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার মোছ ছাঁটে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(আহমাদ ১৯২৬৩, তিরমিযী ২৭৬১, নাসাঈর কুবরা ১৪, ত্বাবারানী ৪৮৯৩-৪৮৯৬, সহীহুল জামে' ৬৫৩৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَالَ أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى)).

(৫২৩) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা দাড়ি বাড়াও, মোছ ছোট কর, পাকা চুলে (কালো ছাড়া অন্য) খেযাব লাগাও এবং ইয়াহুদ ও নাসারার সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(আহমাদ ৮৬৭২, সহীহুল জামে' ১০৬৭নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى ».

(৫২৪) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মুশরিকদের অন্যথাচরণ কর। তোমরা মোছ ছেঁটে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও।" *(বুখারী ৫৮৯২-৫৮৯৩, মুসলিম ৬২৫নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ ».

(৫২৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মোছ ছেঁটে ও দাড়ি

রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।” *(মুসলিম ৬২৬নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِى قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

(৫২৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মোছ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বোগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমরা সে সব চল্লিশ দিনের বেশী ছেড়ে না রাখি।’ *(মুসলিম ৬২২নং)*

চুল পাকার মাহাত্ম্য

عن كعب بن مرة قال قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(৫২৭) কা’ব বিন মুর্রাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তির ইসলামে (জিহাদ, আল্লাহর ভয় প্রভৃতির কারণে) একটি চুল পাকে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ সাদা চুলটি কিয়ামতের দিন জ্যোতি হবে।” *(আহমাদ ১৮২৩২, তিরমিযী ১৬৩৪, নাসাঈ ৩১৪৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৪ নং)*

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ: ((الشَّيْبُ نُورُ الْمُؤْمِنِ لاَيَشِيبُ رَجُلٌ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ إِلاَّ كانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَيْبَةٍ حَسَنَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً)).

(৫২৮) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “শুভ্র কেশ মুমিনের নূর (জ্যোতি)। ইসলামে যে ব্যক্তিরই একটি কেশ শুভ্র হবে, সেই ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে একটি করে নেকী লাভ হবে এবং একটি করে মর্যাদায় সে উন্নীত হবে।” *(বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৬৩৮৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৩ নং)*

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة)

(৫২৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা শুভ্র কেশ তুলে ফেলো না। কেননা তা কিয়ামতের দিনে নূর (জ্যোতি) হবে। ইসলামে যে ব্যক্তির একটি কেশ শুভ্র হবে, সেই ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন, একটি করে গোনাহ ঝরিয়ে দেবেন এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।” *(ইবনে হিব্বান ২৯৮৫, সহীহ তারগীব ২০৯৬নং)*

পবিত্র থাকার নির্দেশ

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ ».

(৫৩০) আম্মার বিন য়্যাসির ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, “(রহমতের)

ফিরিশ্তাবর্গ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না; কাফেরের দেহ, খালূক মাখা ব্যক্তি এবং নাপাক ব্যক্তি; যদি উযূ না করে।” *(আবূ দাঊদ ৪১৮-২নং)*

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق)).

(৫৩১) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, “(রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না; নাপাক ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত (মাতাল) ব্যক্তি এবং খালূক মাখা ব্যক্তি।” *(বায্যার, সহীহ তারগীব ১৭৪, ২৩৭৪নং)*

* ‘খালূক’ হল, জাফরান প্রভৃতি থেকে প্রস্তুত মহিলাদের ব্যবহার্য একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ। এটি ব্যবহার করলে দেহে বা পোশাকে লালচে হলুদ রং প্রকাশ পায়। তাই তা পুরুষদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অপবিত্র দেহ অস্পৃশ্য নয়

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ « أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتَنِى وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ ».

(৫৩২) একদা আবূ হুরাইরা ﷺ-এর সাথে মহানবী ﷺ-এর মদীনার এক পথে দেখা হল। সে সময় আবূ হুরাইরা অপবিত্রাবস্থায় ছিলেন। তিনি সরে গিয়ে গোসল ক’রে এলেন। নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কোথায় গিয়েছিলে আবূ হুরাইরা!” তিনি বললেন, ‘আমি অপবিত্র ছিলাম। তাই সেই অবস্থায় আপনার সাথে বসাটাকে অপছন্দ করলাম।’ নবী ﷺ বললেন, “সুবহানাল্লাহ! মু’মিন অপবিত্র হয় না।” *(বুখারী ২৮৩, মুসলিম ৮৫০নং)*

মহিলাদের মাসিকে নামায মাফ, রোযা মাফ নয়

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

(৫৩৩) মুআযাহ নামক এক মহিলা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করল, ‘কী ব্যাপার যে, ঋতুমতী মহিলা রোযা কাযা করবে অথচ নামায কাযা করবে না?’ মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রত্যুত্তরে বললেন, ‘তুমি কি (ইরাকের) হারুরার (খাওয়ারেজপন্থী) মহিলা?’ মহিলাটি বলল, না, আমি তা নই। আমি জিজ্ঞাসা করে (কারণ) জানতে চাই।’ মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে থেকে আমাদের মাসিক হত। আমরা (তাঁর তরফ থেকে) রোযা কাযা করতে আদিষ্ট হতাম এবং নামায কাযা

করতে আদিষ্ট হতাম না।' *(বুখারী ৩২১, মুসলিম ৭৮৭-৭৮৯নং, প্রমুখ)*

প্রস্রাব-পায়খানার আদব সংক্রান্ত

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((اِتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ)) قَالُوا : وَمَا اللاَّعِنَانِ ؟ قَالَ : ((الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ)) . رواه مسلم

(৫৩৪) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'টি অভিসম্পাত আনয়নকারী কর্ম থেকে দূরে থাক।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'টি অভিসম্পাত আনয়নকারী কর্ম কী কী?" তিনি (উত্তরে) বললেন, "যে ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় এবং তাদের ছায়ার স্থলে পায়খানা করে (তার এ দু'টি কাজ অভিসম্পাতের কারণ)।" *(মুসলিম ৬৪১নং, আবূ দাউদ ২৫নং, প্রমুখ)*

** (প্রকাশ থাকে যে, আম বাথরুমে পেশাব-পায়খানা করার পর পানি ঢেলে পরিষ্কার না ক'রে দিলে ঐ অভিসম্পাত আসতে পারে।)*

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ ».

(৫৩৫) মুআয বিন জাবাল কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ; আর তা হল, ঘাটে, মাঝ-রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা।" *(আবূ দাউদ ২৬, ইবনে মাজাহ ৩২৮, সহীহ তারগীব ১৪১ নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ بن أُسَيْدٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ)).

(৫৩৬) হুযাইফা বিন উসাইদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়, সে ব্যক্তির উপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানী কাবীর ২৯৭৮, সহীহ তারগীব ১৪৩নং)*

عن مكحول رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد.

(৫৩৭) মাকহূল কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দরজায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। *(মুরসাল হাদীস, সিঃ সহীহাহ ২৭২৩নং)*

عَنْ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ».

(৫৩৮) আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পায়খানা করার সময়ে তোমরা কিবলাকে সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ করে বসো না। বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ অথবা পিঠ করে বসো।" *(বুখারী ১৪৪, ৩৯৪, মুসলিম ৬৩২নং)*

** এ নির্দেশ তাদের জন্য যাদের ক্বিবলা উত্তর বা দক্ষিণ দিকে।*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَمْ

يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِطِ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمُحِيَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ)).

(৫৩৯) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মলত্যাগ করার সময় কেবলামুখে অথবা কেবলাকে পিছন করে না বসে, তার জন্য এর দরুন একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং একটি গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ১৩২১, কাবীর ৩৯০, সহীহ তারগীব ১৫১নং)*

وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : ((إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ : أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ)) . متفق عَلَيْهِ . وهذا لفظ إحدى روايات البخاري

(৫৪০) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটো কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "ঐ দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। অবশ্য ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধ (বা কোন কঠিন কাজের) জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না।" (তারপর বললেন,) "হ্যাঁ, অপরাধ তো বড়ই ছিল। ওদের একজন (লোকের) চুগলী ক'রে বেড়াত। আর অপরজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না।" *(বুখারী ২১৬, ২১৮ প্রভৃতি, মুসলিম ৭০৩নং প্রমুখ)*

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)).

(৫৪১) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা প্রস্রাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর। কারণ, অধিকাংশ কবরের আযাব এই প্রস্রাব (থেকে সাবধান না হওয়ার) ফলেই হয়ে থাকে।" *(দারাকুত্বনী ১/১২৭, সহীহ তারগীব ১৫১ নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ)).

(৫৪২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অধিকাংশ কবরের আযাব প্রস্রাবের (ছিটা গায়ে লাগার) কারণে হবে।" *(আহমাদ ৮৩৩১, ইবনে মাজাহ ৩৪৮, হাকেম ৬৫৩, সহীহ তারগীব ১৫৩ নং)*

عَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ . رواه مسلم

(৫৪৩) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম ৬৮১নং)*

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ».

(৫৪৪) যায়দ বিন আরকাম কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এই প্রস্রাব-পায়খানার জায়গাসমূহে শয়তান জ্বিন উপস্থিত থাকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সেখানে আসে, তখন সে যেন 'আউযু বিল্লাহি মিনাল খবুষি অলখাবাইষ' বলে।" *(আবূ দাউদ ৬, ইবনে মাজাহ ২৯৬নং)*

عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : «مَن حدَّثكم أنَّ النبيَّ –صلى الله عليه وسلم– كان يَبُولُ قائما فلا تُصَدِّقُوه ، ما كان يَبُولُ إلا قاعدا».

(৫৪৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমাদেরকে বলবে যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন, তার কথা বিশ্বাস করো না। যেহেতু তিনি বসে বসেই পেশাব করতেন।' *(তিরমিযী ১২, নাসাঈ ২৯, ইবনে মাজাহ ৩০৭নং)*

عن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ)).

(৫৪৬) আবূ কাতাদাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন প্রস্রাব করবে, তখন সে যেন নিজ লিঙ্গ ডান হাত দ্বারা না ধরে এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিনজা (প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার) না করে ---।" "প্রস্রাব করার সময় তোমাদের কেউ যেন নিজ লিঙ্গ ডান হাত দ্বারা অবশ্যই না ধরে এবং ডান হাত দ্বারা যেন পায়খানা পরিষ্কার না করে--।" *(বুখারী ১৫৩, মুসলিম ২৬৭ সুনান আরবাআহ প্রমুখ)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى.

(৫৪৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ডান হাত তাঁর পবিত্রতা ও খাবারের জন্য ছিল এবং তাঁর বাম হাত ছিল প্রস্রাব-পায়খানা ও ঘৃণিত জিনিসের জন্য।' *(আহমাদ ২৬২৮৩, আবূ দাঊদ ৩৩, বাইহাকী ৫৪৭নং)*

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قال رسول الله ﷺ: « لاَ يَسْتَنْجِى أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ».

(৫৪৮) সালমান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তিনটির কম ঢেলা দ্বারা প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার না করে।" *(আহমাদ ২৩৭০৮, মুসলিম ৬৩০নং, সুনানে আরবাআহ)*

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ».

(৫৪৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন (প্রস্রাব-পায়খানার পর) ঢেলা ব্যবহার করে, তখন সে যেন বেজোড় ঢেলা ব্যবহার করে।" *(মুসলিম ৫৮৮নং প্রমুখ)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِ وَلا بالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ)).

(৫৫০) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা গোবর বা হাড় দ্বারা প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করো না, কারণ তা তোমাদের জ্বিন ভাইদের খাদ্য।" *(তিরমিযী ১৮, নাসাঈর কুবরা ৩৯, ত্বাবারানী ৯৮৬৭নং)*

আম গোসলখানা

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَدْخُلْ الْحَمَّامَ)).

(৫৫১) উমার বিন খাত্তাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোক সকল! অবশ্যই আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই এমন (ভোজনের) দস্তরখানে না বসে, যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন সাধারণ গোসলখানায় বিবস্ত্র হয়ে প্রবেশ না করে। আর যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ না করে।" *(আহমাদ ১২৫, সহীহ তারগীব ১৬৭নং)*

عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ قالت: خَرَجْتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ مِنْ الْحَمَّامِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ)).

(৫৫২) উম্মে দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সাধারণ গোসলখানা হতে বের হলাম। ইত্যবসরে নবী ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, "কোত্থেকে, হে উম্মে দারদা?!" আমি বললাম, 'গোসলখানা থেকে।' তিনি বললেন, "সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যে কোনও মহিলা তার কোন মায়ের ঘর ছাড়া অন্য স্থানে নিজের কাপড় খোলে, সে তার ও দয়াময় (আল্লাহর) মাঝে প্রত্যেক পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।" *(আহমাদ ২৭০৩৮, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ১৬২নং)*

ওযূর ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إِلَى قَوْله تَعَالَى: {مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة : ٦]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। *(সূরা মায়েদাহ ৬*

আয়াত)

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৫৫৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয় আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ডাকা হবে, যে সময় তাদের ওযূর অঙ্গগুলো চমকাতে থাকবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার চমক বাড়াতে চায়, সে যেন তা করে।" (অর্থাৎ সে যেন তার ওযূর সীমার অতিরিক্ত অংশও ধুয়ে ফেলে।) *(বুখারী ১৩৬নং, মুসলিম ৬০৩নং)*

عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا بَنِى فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَا هُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِى –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ ».

(৫৫৪) আবু হাযেম বলেন, আবু হুরাইরা ﷺ যখন নামাযের জন্য ওযু করছিলেন, তখন আমি তাঁর পশ্চাতে ছিলাম। দেখলাম, হাতকে লম্বা করে ধুচ্ছিলেন, এমন কি বগল পর্যন্ত হাত ফিরাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আবু হুরাইরা! এ আবার কোন ওযু?' তিনি বললেন, 'হে ফর্রুখের বংশধর! তোমরা এখানে রয়েছ? যদি আমি জানতাম যে, তোমরা এখানে রয়েছ তাহলে এ ওযু করতাম না। আমি আমার বন্ধু নবী ﷺকে বলতে শুনেছি যে, "ওযুর পানি যদ্দূর পৌঁছবে তদ্দূর মুমিনের অঙ্গে অলংকার (জ্যোতি) শোভমান হবে।" *(মুসলিম ৬০৯নং)*

وَعَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَن تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ)). رواه مسلم

(৫৫৫) উষমান ইবনে আফ্ফান ﷺ বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করবে, তার পাপসমূহ তার দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে। এমনকি তার নখগুলোর নিচে থেকেও (পাপ) বেরিয়ে যাবে।" *(মুসলিম ৬০১নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : رَأيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ تَوَضَّأَ هكَذَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى المَسْجِدِ نَافِلَةً)). رواه مسلم

(৫৫৬) উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার এই ওযূর মত ওযূ করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি এরূপ ওযূ করবে, তার পূর্বকৃত পাপরাশি মাফ করা হবে এবং তার নামায ও মসজিদের দিকে চলার সওয়াব অতিরিক্ত হবে।" *(মুসলিম ৫৬৬নং)*

নাসাঈ হাদীসটিকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দগুলি নিম্নরূপঃ-

عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ((مَا مِنِ امْرِىءٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا)).

(৫৫৭) উষমান ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে নামায পড়ে, তখনই তার ঐ ওযুর সময় থেকে দ্বিতীয় নামায পড়া পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালীন সময়ের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।" *(নাসাঈ ১৪৬, ১৭৪, সহীহ তারগীব ১৮২নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ – أَو المُؤْمِنُ – فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ ، أَو مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ المَاءِ ، أَو مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ)). رواه مسلم

(৫৫৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিম কিংবা মু'মিন বান্দাহ যখন ওযূ করবে এবং যখন সে নিজ মুখমন্ডল ধৌত করবে, তখন তার মুখমন্ডল হতে সেই গোনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যাবে, যে সব গোনাহ তার দু'টি চোখ দিয়ে দেখার ফলে সংঘটিত হয়েছিল। (অনুরূপভাবে) যখন সে নিজ হাত দু'টি ধোবে, তখন তা হতে সে সব পাপ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে নির্গত হয়ে যাবে, যে সব পাপ তার দুই হাত দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। এবং যখন সে নিজ পা দু'টি ধৌত করবে, তখন তার পা দু'টি হতে সে সমস্ত পাপরাশি পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে বের হয়ে যাবে, যেগুলি তার দু'টি পায়ে চলার ফলে সংঘটিত হয়েছিল। শেষ অবধি সে (ক্ষুদ্র) পাপরাশি হতে পাক-পবিত্র হয়ে বেরিয়ে আসবে।" *(মালেক ৬১, মুসলিম ৬০০, তিরমিযী ২নং)*

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى المَقبَرَةَ ، فَقَالَ : ((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا)) قَالُوا : أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ)) قَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : ((أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((فَإِنَّهُمْ يَأتُونَ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ)). رواه مسلم

(৫৫৯) উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) কবরস্থানে এসে (কবরবাসীদের সম্বোধন ক'রে) বললেন, "হে (পরকালের) ঘরবাসী মু'মিনগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ হোক। যদি আল্লাহ চান তো আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমার বাসনা যে, যদি আমরা আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পেতাম।" সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই?' তিনি বললেন, "তোমরা তো আমার সহচরবৃন্দ। আমার ভাই তারা, যারা এখনো পর্যন্ত আগমন করেনি।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনো পর্যন্ত আগমন করেনি, তাদেরকে

আপনি কিভাবে চিনতে পারবেন?' তিনি বললেন, "আচ্ছা বল, যদি খাঁটি কাল রঙের ঘোড়ার দলে, কোন লোকের কপাল ও পা সাদা দাগবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তাহলে সে তার ঘোড়া চিনতে পারবে না কি?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই পারবে, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তারা এই অবস্থায় (হাশরের মাঠে) আগমন করবে যে, ওযূ করার দরুন তাদের হাত-পা চমকাতে থাকবে। আর আমি 'হওযে কাউসার'-এ তাদের অগ্রগামী ব্যবস্থাপক হব।" (অর্থাৎ, তাদের আগেই আমি সেখানে পৌঁছে যাব।) *(মুসলিম ৬০৭নং)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)). رواه مسلم

(৫৬০) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা সমবেত সহচরদের উদ্দেশ্যে) বললেন, "তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলব না কি, যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন করে দেবেন এবং (জান্নাতে) তার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(তা হচ্ছে) কষ্টকর অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা, অধিক মাত্রায় মসজিদে গমন করা এবং এক অক্তের নামায আদায় ক'রে পরবর্তী অক্তের নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ।" *(মালেক ৩৮৪, মুসলিম ৬১০নং, তিরমিযী ৫১-৫২, নাসাঈ ১৪৩, ইবনে মাজাহ ৪২৮নং অনুরূপ অর্থে।)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)).

(৫৬১) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যার ওযূ নষ্ট হয়ে গেছে, তার পুনরায় ওযূ না করা পর্যন্ত নামায কবুল হবে না।" *(বুখারী ১৩৫, ৬৯৫৪, মুসলিম ৫৫৯নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((اسْتَقِيمُوا ، وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةُ ، وَلا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إلا مُؤْمِنٌ)).

(৫৬২) ষাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা (প্রত্যেক বিষয়ে) কর্তব্যনিষ্ঠ রহ; আর তাতে কখনই সক্ষম হবে না। জেনে রেখো, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায। আর মুমিন ব্যতীত কেউই ওযুর হিফাযত করবে না।" *(ইবনে মাজাহ ২৭৭, হাকেম ৪৪৮, ত্বাবারানী ১৪৪৪, বাইহাক্বী ৩৮৯, দারেমী ৬৫৬, সহীহ তারগীব ১৯০নং)*

وَعَنْ أَبي مالك الأشعري ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِ)). رواه مسلم

(৫৬৩) আবূ মালেক আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(বাহ্যিক) পবিত্রতা অর্জন করা হল অর্ধেক ঈমান।" *(মুসলিম ৫৫৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ « وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ».

(৫৬৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার উভয় পায়ের গোড়ালী (ভালোরূপে) ধৌত করেনি। এর ফলে তিনি বললেন, "(ঐ) গোড়ালীগুলির জন্য জাহান্নামের দুর্ভোগ।" *(বুখারী ১৬৫, মুসলিম ৫৯৬নং)*

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَشهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)). رواه مسلم ، وزاد الترمذي : ((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ)) .

(৫৬৫) উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "পরিপূর্ণরূপে ওযূ ক'রে যে ব্যক্তি এই দুআ বলবে, 'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।' অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল)। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম ৫৭৬, আবু দাউদ ১৬৯, ইবনে মাজাহ ৪৭০নং)*

ইমাম তিরমিযী (উক্ত দুআর শেষে) এ শব্দগুলি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'আল্লা-হুম্মাজ্আলনী মিনাত্তাওয়া-বীনা অজ্আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। *(তিরমিযী ৫৫নং, সহীহ, তামামুল মিন্নাহ দ্রঃ)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، كُتِبَ فِي رَقٍّ ، ثُم طُبِعَ بِطَابَعٍ ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ ألْقِيَامَةِ)).

(৫৬৬) আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল বলেছেন, "---আর যে ব্যক্তি ওযুর পর (নিম্নের যিক্র) বলে, তার জন্য তা এক শুভ্র পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা সীল করে দেওয়া হয়, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত নষ্ট করা হয় না।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"সুবহানাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তু, আস্তাগফিরকা অ আতূবু ইলাইক্।"

অর্থাৎ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি। *(নাসাঈর কুবরা ৯৯০৯, হাকেম ২০৭২, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ১৪৫৫, সহীহ তারগীব ২২৫নং)*

عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : أصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فدعا بلالا فقال :

((يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي))، فقال بلال : يا رسول الله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((بهذا)).

(৫৬৭) আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ নিজ পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা প্রভাতকালে আল্লাহর রসূল ﷺ বিলালকে ডেকে বললেন, "হে বিলাল! কী এমন কাজ করে তুমি জান্নাতে আমার আগে চলে গেলে? আমি গত রাত্রে (স্বপ্নে) জান্নাতে প্রবেশ করলে তোমার (জুতার) শব্দ আমার সামনে থেকে শুনতে পেলাম!" বিলাল বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যখনই আযান দিয়েছি, তখনই দুই রাকআত নামায পড়েছি। আর যখনই আমি অপবিত্র হয়েছি, তখনই আমি সাথে সাথে ওযু করে নিয়েছি।' এ শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এই কাজের জন্যই। (জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার শব্দ শুনলাম।)" *(ইবনে খুযাইমাহ ১২০৯, সহীহ তারগীব ২০১নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ « يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِى الإِسْلاَمِ مَنْفَعَةً فَإِنِّى سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ ». قَالَ بِلاَلٌ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِى الإِسْلاَمِ أَرْجَى عِنْدِى مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّى لاَ أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا فِى سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِى أَنْ أُصَلِّىَ.

(৫৬৮) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, একদা ফজরের নামাযের সময় আল্লাহর রসূল ﷺ বিলালকে বললেন, "হে বিলাল! তুমি ইসলামে তোমার নিকট সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক উপকারী যে কাজ করেছ, তা আমাকে বল। কারণ আমি জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার (জুতার) শব্দ শুনতে পেলাম!" বিলাল বললেন, 'আমি ইসলামে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক উপকারী এ ছাড়া অন্য কাজ করিনি যে, আমি দিবারাত্রে যখনই পরিপূর্ণ পবিত্র হয়েছি, তখনই সেই পবিত্রতা দ্বারা আল্লাহর লিখিত তকদীর অনুযায়ী নামায পড়েছি।' *(বুখারী ১১৪৯, মুসলিম ৬৪৭৮নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قال رسول الله ﷺ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ».

(৫৬৯) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে (কায়মনোবাক্যে) দুই রাকআত নামায পড়ে তখনই তার জন্য জান্নাত অবধার্য হয়ে যায়।" *(মুসলিম ৫৭৬, আবূ দাউদ ১৬৯নং)*

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

(৫৭০) যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি

সুন্দরভাবে ওযু করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সমূদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়।” *(আবু দাউদ ৯০৫, সহীহ তারগীব ২২১নং)*

তায়াম্মুম

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا))، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(৫৭১) উমার বিন খাত্তাব ﷺ ও আম্মার বিন ইয়াসের ﷺ-এর কাহিনী। আল্লাহর রসূল ﷺ কোন প্রয়োজনে উভয়কে কোথাও পাঠিয়েছিলেন। সফরে উমার ও আম্মার উভয়েই (স্বপ্নদোষ হওয়ার ফলে) অপবিত্র হয়ে যান। (পানি ছিল না কাছে।) আম্মার ﷺ নিজ ইজতিহাদে স্থির করলেন যে, পানি যেমন দেহকে পবিত্র করে, তেমনি মাটিও করবে। ফলে তিনি পশুর মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ার মত গড়াগড়ি দিলেন। কারণ, তিনি সর্ব শরীরে মাটি লাগানো জরুরী মনে করলেন, যেমন সারা শরীরকে পানি দিয়ে ধোয়া ওয়াজেব। সুতরাং তিনি ঐভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নামায আদায় করলেন। পক্ষান্তরে উমার ﷺ নামাযই পড়লেন না। অতঃপর যখন তাঁরা রসূল ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন, তখন (ঘটনা জেনে) তিনি তাঁদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। আম্মার ﷺ-কে বললেন, “তুমি তোমার হাত দ্বারা এইরূপ করলেই যথেষ্ট হত।” ---এই বলে তিনি নিজের উভয় হাতকে মাটিতে একবার মারলেন। অতঃপর (তাতে ফুঁক দিয়ে) উভয় হাত দ্বারা চেহারা মাসাহ করলেন। তারপর বাম হাতের চেটো দ্বারা ডান হাতের এবং ডান হাতের চেটো দ্বারা বাম হাতের চেটো মাসাহ করলেন। *(বুখারী ৩৩৮, ৩৪৭, মুসলিম ৮৪৪, মিশকাত ৫২৮ নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ».

(৫৭২) হুযাইফা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “সকল মানুষ (উম্মতের) উপর আমাদেরকে ৩টি বিষয়ের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে; আমাদের কাতারকে করা হয়েছে ফিরিশ্তাবর্গের কাতারের মত, সারা পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পানি না পাওয়া গেলে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে।” *(মুসলিম ১১৯৩, মিশকাত ৫২৬নং)*

عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)).

(৫৭৩) ইমরান বিন হুস্বাইন ﷺ বলেন, আমরা নবী ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এক সময় তিনি লোকেদের নিয়ে নামায পড়লেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন দেখলেন একটি লোক একটু সরে পৃথক দাঁড়িয়ে আছে। সে জামাআতে নামাযও পড়েনি। তিনি তাকে বললেন, "কি কারণে তুমি জামাআতে নামায পড়লে না?" লোকটি বলল, 'আমি নাপাকে আছি, আর পানিও নেই।' তিনি বললেন, "পাক মাটি ব্যবহার কর। তোমার জন্য তাই যথেষ্ট।" *(বুখারী ৩৪৮, মুসলিম ১৫৯৫, মিশকাত ৫২৭নং)*

عن أبي ذر قال قال النبي ﷺ: ((إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ)).

(৫৭৪) আবূ যার্র ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দশ বছর যাবৎ পানি না পাওয়া গেলে মুসলিমের ওযুর উপকরণ হল পাক মাটি। পানি পাওয়া গেলে গোসল করে নেওয়া উচিত। আর এটা অবশ্যই উত্তম।" *(আহমাদ ২১৩৭১, আবূ দাউদ ৩৩২, তিরমিযী ১২৪, মিশকাত ৫৩০নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِى سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِى رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِى رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ « قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ ».

(৫৭৫) জাবের ﷺ বলেন, একদা আমরা কোন সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত হয়েছিল। এরপর তার স্বপ্নদোষও হল। সে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জন্য কি তায়াম্মুম বৈধ মনে কর?' সকলে বলল, 'তুমি পানি ব্যবহার করতে অক্ষম নও। অতএব তোমার জন্য আমরা তায়াম্মুম বৈধ মনে করি না।' তা শুনে লোকটি গোসল করল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সে মারা গেল। অতঃপর আমরা যখন নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম তখন তাঁকে সেই লোকটার ঘটনা খুলে বললাম। তা শুনে তিনি বললেন, "ওরা ওকে মেরে ফেলল, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুক! যদি ওরা জানত না, তবে জেনে কেন নেয়নি? অজ্ঞতার ওষুধ তো প্রশ্নই। তার জন্য তায়াম্মুম ও (পটি বে)ধেঁ মাসাহ যথেষ্ট ছিল।" *(আবূ দাউদ ৩৩৬, বাইহাকী ১০১৬, দারাকুতনী ১/১৮৯নং)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِى الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ». فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى مَنَعَنِى مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّى سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

(৫৭৬) আম্‌র বিন আস ﷺ বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধ–সফরে এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হল। আমার ভয় হল যে, যদি গোসল করি তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে সঙ্গীদেরকে নিয়ে (ইমাম হয়ে) ফজরের নামায পড়লাম। আমার সঙ্গীরা একথা নবী ﷺ-এর নিকটে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "হে আম্‌র! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের ইমামতি করেছ?" আমি গোসল না করার কারণ তাঁকে বললাম। আরো বললাম যে, আল্লাহ তাআলার এ বাণীও আমি শুনেছি, তিনি বলেন, "তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়াশীল।" *(নিসা ঃ ২৯)* এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন এবং কিছুই বললেন না। *(আহমাদ ১৭৮১২, আবূ দাউদ ৩৩৪, হাকেম ৬২৯নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ « أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ ». وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ « لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ».

(৫৭৭) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হল। নামাযের সময় হলে তাদের নিকট পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুম করে উভয়েই নামায পড়ে নিল। অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন পানি দ্বারা ওযু করে পুনরায় ঐ নামায ফিরিয়ে পড়ল। কিন্তু অপর জন পড়ল না। তারপর তারা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এলে ঘটনা খুলে বলল। তিনি যে নামায ফিরিয়ে পড়েনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমার আমল সুন্নাহর অনুসারী হয়েছে এবং তোমার নামাযও যথেষ্ট (শুদ্ধ) হয়ে গেছে।" আর যে ওযু করে নামায ফিরিয়ে পড়েছিল, তার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "তোমার জন্য ডবল সওয়াব।" *(আবূ দাউদ ৩৩৮, নাসাঈ ৪৩৩, দারেমী ৭৪৪, মিশকাত ৫৩৩নং)*

স্বালাত বা নামায অধ্যায়

নামাযের জায়গা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ .....».

(৫৭৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের গৃহসমূহকে কবর বানিয়ে নিয়ো না।" *(মুসলিম ১৮৬০, তিরমিযী ২৮৭৭নংপ্রমুখ)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبُرَةَ ».

(৫৭৯) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কবরস্থান, প্রস্রাব-পায়খানা ও গোসল করার স্থান ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জায়গাই মসজিদ।" (তাতে নামায পড়া চলে।) *(আবূ দাউদ ৪৯২, তিরমিযী ৩১৭, ইবনে মাজাহ ৭৪৫ প্রমুখ)*

عن جندب عن النبي ﷺ قال: ((....أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ))،

(৫৮০) জুন্দুব কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়ো না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" *(মুসলিম ১২১৬নং)*

عن خالد بن معدان ((إن الإبل خلقت من الشياطين و إن وراء كل بعير شيطانا)).

(৫৮১) খালেদ বিন মা'দান হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় উট শয়তানী উপাদান থেকে সৃষ্ট এবং নিশ্চয় প্রত্যেক উটের পশ্চাতে শয়তান থাকে।" *(সুনান সাঈদ বিন মানসূর, মুরসাল, সঃ জামে' ১৫৭৯নং)*

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنِ الصَّلاَةِ فِى مَبَارِكِ الإِبِلِ فَقَالَ « لاَ تُصَلُّوا فِى مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ ». وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ « صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ ».

(৫৮২) বারা' বিন আযেব বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের আস্তাবলে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "তোমরা উটের আস্তাবলে নামায পড়ো না, কারণ উট শয়তানী উপাদান থেকে সৃষ্ট।" আর ছাগল-ভেড়ার গোয়ালে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "ছাগল-ভেড়ার গোয়ালে নামায পড়, কারণ তা হল বর্কত।" *(আহমাদ ১৮৫৩৮, আবূ দাউদ ১৮৪, ৪৯৩নং)*

কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া নিষেধ

عَن أَبِي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((لاَ تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)) . رواه مسلم

(৫৮৩) আবূ মারষাদ কান্নায ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কবরের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।" *(মুসলিম ২২৯৫, নাসাঈ ৭৬০নং)*

মসজিদ বিষয়ক হাদীসসমূহ

عن عثمان بن عفان ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: « مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى (يَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ) بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ».

(৫৮৪) উষমান বিন আফ্ফান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি ঘর বানিয়ে দেন।" *(বুখারী ৪৫০, মুসলিম ১২১৭, মিশকাত ৬৯৭নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: ((مَنْ حَفَرَ مَاءً ، لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى ، مِنْ جِنٍّ ، وَلاَ إِنْسٍ ، وَلاَ طَائِرٍ ، إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا

كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ ، أَوْ أَصْغَرَ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)).

(৫৮৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পানির কোন কূপ খনন করে এবং তা হতে মানব, দানব পশু-পক্ষী (প্রভৃতি) পিপাসার্ত জীব পানি পান করে তবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান প্রদান করবেন। আর যে ব্যক্তি তিতির পাখীর (পোকামাকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে) আঁচড়ানো স্থান (বা তার বাসা) পরিমাণ আয়তনের অথবা তদপেক্ষা ছোট আকারের মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।" *(ইবনে খুযাইমাহ ১২৯২, ইবনে মাজাহ ৭৩৮, সহীহ তারগীব ২৭১নং)*

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)). متفق عليه

(৫৮৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মসজিদের ভিতর থুথু ফেলা পাপ। আর তার কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল তা মাটিতে পুঁতে দেওয়া।" *(বুখারী ৪১৫, মুসলিম ১২৫৯নং প্রমুখ)*

অর্থাৎ, মসজিদের মেঝে কাঁচা মাটি বা বালির হলে তা মাটি বা বালি ঢাকা দিতে হবে। আমাদের (শাফেয়ী) মযহাবের আলেম আবুল মাহাসিন রুয়ানী তাঁর 'আল-বাহ্র' গ্রন্থে বলেন, বলা হয়েছে যে, দাফন করার অর্থ হল, তা মসজিদ থেকে দূর ক'রে দেওয়া। কিন্তু মসজিদের মেঝে যদি মোজাইক করা বা পাকা হয়, তাহলে তা জুতা বা অন্য কিছু দিয়ে রগড়ে দেওয়া---যেমন বহু জাহেল ক'রে থাকে---দাফন করা নয়। বরং তাতে পাপ বৃদ্ধি করা এবং মসজিদকে বেশি নোংরা করা হয়। যে কেউ এমন ক'রে থাকে, তার উচিত হল, তা কাপড়, হাত অথবা অন্য কিছু দিয়ে মুছে দেওয়া অথবা পানি দিয়ে ধুয়ে দেওয়া।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً ، أَوْ بُزَاقاً ، أَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَّهُ . متفق عَلَيْهِ

(৫৮৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে পোঁটা, থুথু কিংবা শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। সুতরাং তিনি রগড়ে পরিষ্কার ক'রে দিলেন। *(বুখারী ৪০৭, মুসলিম ১২৫৫নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ ، وَلاَ يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا ، فَقَالَ : ((أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ ، جَلَّ وَعَزَّ ، وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلاَ فِي قِبْلَتِهِ.....)).

(৫৮৮) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খেজুর কাঁদির ডাঁটা হাতে নিতে পছন্দ করতেন। একদা ঐ ডাঁটা হাতে তিনি মসজিদ প্রবেশ করলেন এবং মসজিদের কিবলায় (দেওয়ালে) কিছু শ্লেষ্মা লেগে আছে তা লক্ষ্য করলেন। তিনি ঐ (ডাঁটা দ্বারা) তা রগড়ে পরিষ্কার করে দিলেন। অতঃপর রাগের সাথে লোকেদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

“তোমাদের মধ্যে কেউ কি একথা পছন্দ করে যে, কোন ব্যক্তি তাকে সামনে করে তার চেহারায় থুথু মারে?! তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কেবলামুখে নামায পড়তে দাঁড়ায়, তখন তার মহান প্রতিপালক (আল্লাহ) তার সামনে থাকেন এবং তার ডানে থাকেন ফিরিশ্তা। সুতরাং সে যেন তার সামনের (কেবলার) দিকে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে----।” *(ইবনে খুযাইমাহ ৮৮০, সহীহ তারগীব ২৮২নং)*

عَنِ ابن عُمَرَ ، قال : قال رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: ((يُبْعَثُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ)).

(৫৮৯) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিবলার দিকে যে কফ্ ফেলে তার চেহারায় ঐ কফ্ থাকা অবস্থায় সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে।” *(বাযযার ৫৯০৪, ইবনে খুযাইমাহ ১৩১৩, ইবনে হিব্বান ১৬৩৮, সহীহ তারগীব ২৮৫নং)*

❁ বলা বাহুল্য নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থাতেও কেবলার দিকে থুথু বা কফ্ ফেলা বৈধ নয়।

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلاَ القَذَرِ ، إِنَّمَا هي لِذِكْرِ اللّهِ تَعَالَى ، وَقِراءةِ القُرْآنِ)) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ . رواه مسلم

(৫৯০) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয় এ মসজিদসমূহ পেশাব ও নোংরা-আবর্জনার উপযুক্ত স্থান নয়। এসব তো মহান আল্লাহর যিক্র এবং কুরআন তেলাঅত করার জন্য।” অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ কিছু বলেছেন। *(মুসলিম ৬৮৭নং)*

* মসজিদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ-হল্লা করা, হারানো বস্তুর খোঁজ বা ঘোষণা করা, কেনা-বেচা করা, ভাড়া বা মজুরী বা ইজারা চুক্তি ইত্যাদি অনুরূপ কর্ম নিষেধ।

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لاَ رَدَّها اللّهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا)) . رواه مسلم

(৫৯১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, “যে ব্যক্তি কাউকে হারানো জিনিস সন্ধান (ঘোষণা) করতে শোনে, সে যেন বলে, ‘আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন।’ কারণ, মসজিদ এর জন্য বানানো হয়নি।” *(মুসলিম ১২৮৮নং)*

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ ، فَقُولُوا : لاَ أَرْبَحَ اللّهُ تِجَارَتَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا : لاَ رَدَّهَا اللّه عَلَيْكَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৫৯২) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন তোমরা কাউকে মসজিদের মধ্যে কেনা-বেচা করতে দেখবে, তখন বলবে, ‘আল্লাহ তোমার ব্যবসায় যেন লাভ

না দেন।' আর যখন কাউকে হারানো জিনিস খুঁজতে দেখবে, তখন বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন।" *(তিরমিযী ১৩২১, নাসাঈর কুবরা ১০০০৪, ইবনে খুযাইমা ১৩০৫, হাকেম ২৩৩৯, সহীহ তারগীব ২৮৭নং)*

وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ)) . رواه مسلم

(৫৯৩) বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, একটি লোক মসজিদের মধ্যে (হারানো বস্তু সম্পর্কে) ঘোষণা পূর্বক বলল, 'আমাকে আমার লাল উটের সন্ধান কে দিতে পারবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি যেন তা না পাও। মসজিদ সেই কাজের জন্য নির্মিত হয়েছে, যে কাজের জন্য নির্মিত হয়েছে।" *(মুসলিম ১২৯০-১২৯১নং)*

(অর্থাৎ, ইবাদতের জন্য, হারানো জিনিস খোঁজার জন্য নয়।)

وَعَنْ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ؛ أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(৫৯৪) আম্‌র ইবনে শুআইব ﷺ স্বীয় পিতা থেকে, তিনি তাঁর (আম্‌রের) দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন মসজিদের মধ্যে কেনা-বেচা করতে, হারানো বস্তু সন্ধান করতে অথবা তাতে (অবৈধ) কবিতা আবৃত্তি করতে। *(আবূ দাউদ ১০৮১, তিরমিযী ৩২২নং, হাসান)*

وَعَنْ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ الصَّحَابِي ﷺ قَالَ : كُنْتُ فِي المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ فَقَالَ : اِذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَينِ ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا ؟ فَقَالاَ : مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ ، لأَوْجَعْتُكُمَا ، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ! رواه البخاري

(৫৯৫) সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নববীতে) ছিলাম। এমন সময় একটি লোক আমাকে কাঁকর ছুঁড়ে মারল। আমি তার দিকে তাকাতেই দেখি, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ। তিনি বললেন, 'যাও, ঐ দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে এস।' আমি তাদেরকে নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা কোথাকার?' তারা বলল, 'আমরা তায়েফের অধিবাসী।' তিনি বললেন, 'তোমরা যদি এই শহর (মদীনার) লোক হতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ!' *(বুখারী ৪৭০নং)*

عَنْ ابنَ مَسْعُود – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – : «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيْثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ لَيْسَ للهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ».

(৫৯৬) ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আখেরী যামানায় এক শ্রেণীর লোক হবে যারা মসজিদে (সাংসারিক) কথা-বার্তা বলবে। এদেরকে নিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(ইবনে হিব্বান ৬৭৬১, সহীহ তারগীব ২৯৬নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حُلَقًا حُلَقًا، إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا، فَلا تُجَالِسُوهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ)).

(৫৯৭) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "শেষ জামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে, যারা মসজিদে গোল হয়ে বসবে; যাদের ইমাম হবে দুনিয়া (তারা জাগতিক কথা আলোচনা করবে)। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে বসবে না। কারণ তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(ত্বাবারানী ১০৩০০, সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৬৩নং)*

(কাঁচা) রসূন, পিঁয়াজ, লীক পাতা তথা তীব্র দুর্গন্ধ জাতীয় কোন জিনিস খেয়ে, দুর্গন্ধ দূর না করে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। তবে নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ জায়েয।

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ – يَعنِي : الثُّومَ – فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)) . متفق عَلَيْهِ . وفي روايةٍ لمسلم : ((مَسَاجِدَنَا)) .

(৫৯৮) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই গাছ---অর্থাৎ রসুন---থেকে কিছু খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।" *(বুখারী ৮৫৩, মুসলিম ১২৭৭নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদসমূহের নিকটবর্তী না হয়।"

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا ، وَلاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا)) . متفق عَلَيْهِ

(৫৯৯) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই (রসুন) গাছ থেকে কিছু ভক্ষণ করল, সে যেন অবশ্যই আমাদের নিকটবর্তী না হয়, আর না আমাদের সাথে নামায পড়ে।" *(বুখারী ৮৫৬, মুসলিম ১২৭৮নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلنَا، أَو فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا)). متفق عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ : ((مَنْ أَكَلَ البَصَلَ ، وَالثُّومَ ، وَالكُرَّاثَ ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ)) .

(৬০০) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসূন অথবা পিঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।" *(বুখারী ৮৫৫, মুসলিম ১২৮১নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) পিঁয়াজ, রসূন এবং লীক পাতা খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা, ফিরিশ্তাগণ সেই জিনিসে কষ্ট পান, যাতে আদম-সন্তান কষ্ট পায়।" *(মুসলিম ১২৮২নং)*

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ : أَنَّهُ خَطَبَ يَومَ الجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْن: البَصَلَ وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِذَا وَجدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً. رواه مسلم

(৬০১) উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি এক জুমআর দিন খুতবা দিলেন, সে খুতবায় তিনি বললেন, “ অতঃপর তোমরা হে লোক সকল! দুই শ্রেণীর এমন গাছ (সব্জি) খেয়ে থাক; যা (কাঁচা অবস্থায়) খাওয়ার অনুপযুক্ত মনে করি; পিঁয়াজ আর রসুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি মসজিদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ দুই (সব্জি)র দুর্গন্ধ পেতেন, তখন তাকে (মসজিদ থেকে বহিষ্কার করতে) আদেশ দিতেন। ফলে তাকে বাকী’ (নামক জায়গা) পর্যন্ত বের করে দেওয়া হত। সুতরাং যে ঐ দুই সব্জি খেতে চায়, সে যেন ঐগুলি রান্না ক’রে তার গন্ধ মেরে খায়।” *(মুসলিম ১২৮৬নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

(৬০২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং তা পরিষ্কার ও সুগন্ধময় করে রাখতে আদেশ করেছেন।’ *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ৪৫৫, তিরমিযী ৫৯৪, ইবনে মাজাহ ৭৫৮, ইবনে খুযাইমা ১২৯৪,, ইবনে হিব্বান ১৬৩৪নং)*

قال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا.

(৬০৩) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ‘কেউ যেন মসজিদকে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানিয়ে না নেয়।’ *(তিরমিযী ৩২১নং)*

আযানের ফযীলত

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ، ولو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৬০৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কী মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে লটারির সাহায্য নিত। (অনুরূপ) তারা যদি জানত যে, আগে আগে মসজিদে আসার কি ফযীলত, তাহলে তারা সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত। আর তারা যদি জানত যে, এশা ও ফজরের নামায (জামাতে) পড়ার ফযীলত কত বেশি, তাহলে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছা ছেঁচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই আসত।” *(বুখারী ৬১৫নং,মুসলিম ১০০৯নং)*

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). رواه مسلم

(৬০৫) মুআবিয়াহ ইবনে আবূ সুফয়ান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিনে সমস্ত লোকের চাইতে মুআয্যিনদের গর্দান লম্বা হবে।" *(মুসলিম ৮৭৮নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَانِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ ﷺ ، قَالَ لَهُ : ((إِنِّي أَرَاكَ تُحبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِك – أَوْ بَادِيتِكَ – فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ ، وَلاَ إِنْسٌ ، وَلاَ شَيْءٌ ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ)) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . رواه البخاري

(৬০৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে স্বা'স্বাআহ হতে বর্ণিত, একদা আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ তাঁকে বললেন, 'আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি ছাগল ও মরুভূমি ভালবাসো। সুতরাং তুমি যখন তোমার ছাগলে বা মরুভূমিতে থাকবে আর নামাযের জন্য আযান দেবে, তখন উচ্চ স্বরে আযান দিয়ো। কারণ মুআয্যিনের আযান ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত মানব-দানব ও অন্যান্য বস্তু শুনতে পাবে, কিয়ামতের দিন তারা তার জন্য সাক্ষ্য দেবে।' আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, 'আমি এটি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি।' *(বুখারী ৬০৯, ৩২৯৬, ৭৫৪৮নং)*

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ)).

(৬০৭) বারা' বিন আযেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রথম কাতারের (নামাযীদের) উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। মুআয্যিনকে তার আযানের আওয়াযের উচ্চতা অনুযায়ী ক্ষমা করা হয়। তার আযান শ্রবণকারী প্রত্যেক সরস বা নীরস বস্তু তার কথার সত্যায়ন করে থাকে। তার সাথে যারা নামায পড়ে তাদের সকলের নেকীর সমপরিমাণ তার নেকী লাভ হয়।" *(আহমাদ ১৮৫০৬, নাসাঈ ৬৪৬, সহীহ তারগীব ২৩৫নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِى كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً ».

(৬০৮) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বারো বৎসর আযান দেবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক দিন আযানের দরুন তার আমলনামায় ষাটটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার ইকামতের দরুন লিপিবদ্ধ হবে ত্রিশটি নেকী।" *(ইবনে মাজাহ ৭২৮নং, দারাকুত্বনী ১/২৪০, হাকেম ৭৩৬, বাইহাক্বী ২১২০, সহীহ তারগীব ২৪৮নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ،

اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ ». فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتَنَا وَنَحْنُ نَتَنَافَسُ الأَذَانَ بَعْدَكَ زَمَانًا. قَالَ : « إِنَّ بَعْدَكُمْ زَمَانًا سَفِلَتُهُمْ مُؤَذِّنُوهُمْ ».

(৬০৯) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ইমাম (লোকেদের) যামিন, আর মুআয্যিন হল তাদের (নামায-রোযার) জিম্মেদার। হে আল্লাহ! তুমি ইমামগণকে পথপ্রদর্শন কর এবং মুআয্যিনগণকে ক্ষমা করে দাও।" এক ব্যক্তি বলল, 'এ কথা শুনিয়ে আপনি তো আমাদেরকে আযানে প্রতিযোগিতা করতে লাগিয়ে দিলেন।' তিনি বললেন, "তোমাদের পরে এমন যুগ আসবে, যে যুগের নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষরাই হবে মুআয্যিন।" *(বাইহাক্বী ১৮৬৯, ইবনে আসাকির, ইরওয়াউল গালীল ২১৭নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأذِينَ ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ للصَّلاةِ أَدْبَرَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ ، يَقُوْلُ : اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا – لِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ – حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৬১০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিঠ ঘুরিয়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযান শুনতে না পায়। তারপর আযান শেষ হলে ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত যখন 'তাকবীর' দেওয়া হয়, তখন আবার পিঠ ঘুরিয়ে পালায়। অতঃপর যখন 'তাকবীর' শেষ হয়, তখন আবার ফিরে আসে। পরিশেষে (নামাযী) ব্যক্তির মনে এই কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপ করে যে, অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, অমুক বস্তুটা খেয়াল কর। সে সমস্ত বিষয় (স্মরণ করায়) যা পূর্বে তার স্মরণে ছিল না। শেষ পর্যন্ত এ ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝতে পারে না, কত রাকআত নামায সে আদায় করল।" *(বুখারী ৬০৮, মুসলিম ১২৯৫নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ)). رواه مسلم

(৬১১) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, "তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুআয্যিন যা কিছু বলবে, তোমরাও ঠিক তাই বলবে। তারপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে তার প্রতি আল্লাহ দশটি রহমত নাযেল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'অসীলা' প্রার্থনা করবে। কারণ, 'অসীলা' হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা সমস্ত বান্দার মধ্যে কেবল আল্লাহর একটি বান্দা (তার উপযুক্ত) হবে। আর আশা করি, আমিই সেই বান্দা হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য (আমার)

সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।” *(মুসলিম ৮৭৫নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُوْلُ المُؤَذِّنُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৬১২) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন তোমরা আযান ধ্বনি শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুআয্যিন যা কিছু বলবে, তোমরাও ঠিক তাই বলো।” *(বুখারী ৬১১, মুসলিম ৮৭৪নং)*

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِي ، فَلَمَّا سَكَتَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(৬১৩) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় বিলাল উঠে আযান দিলেন। অতঃপর তিনি চুপ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘এ যা বলল, অনুরূপ যে অন্তরের একীনের (প্রত্যয়ের) সাথে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” *(আহমাদ ৮৬২৪, নাসাঈ ৬৭৪, ইবনে হিব্বান ১৬৬৭, হাকেম ৭৩৫, সহীহ তারগীব ২৫৫নং)*

وَعَنْ جَابرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ ، وَالفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه البخاري

(৬১৪) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আযান শুনে (আযানের শেষে) এই দুআ বলবে,

‘আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা’অতিত্ তা-ম্মাহ, অস্স্বালা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অবআষহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ।’

অর্থাৎ, হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ ﷺ-কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।

সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।” *(বুখারী ৬১৪নং, আবু দাঊদ ৫২৯, তিরমিযী ২১১, নাসাঈর কুবরা ১৬৪৪, ইবনে মাজাহ ৭২২নং)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ باللهِ رَبّاً ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَبِالإِسْلامِ دِيناً ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)). رواه مسلم

(৬১৫) সা’দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আযান শুনে যে ব্যক্তি এই দুআ পড়বে,

‘আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু, অ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু, রায়ীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁউ অ বিমুহাম্মাদির রাসূলাঁউ অ বিলইসলা-মি দ্বীনা।’

অর্থাৎ, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর

কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। আল্লাহকে প্রতিপালক বলে মেনে নিতে, মুহাম্মাদ (ﷺ)কে নবীরূপে স্বীকার করতে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত ও তুষ্ট হয়েছি।

সে ব্যক্তির (ছোট ছোট) গুনাহ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম ৮৭৭, আবূ দাউদ ৫২৫, তিরমিযী ২১০, নাসাঈ ৬৭৯, ইবনে মাজাহ ৭২১নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৬১৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আযান ও ইকামতের মধ্য সময়ে কৃত প্রার্থনা রদ করা হয় না।" (অর্থাৎ, এ সময়ের দুআ কবুল হয়)। *(আবূ দাউদ ৫২১, তিরমিযী ২১২, ৩৫৯৫, হাসান)*

আযানের পর বিনা ওযরে ফরয নামায না পড়ে মসজিদ থেকে চলে যাওয়া মাকরূহ

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : كُنَّا قُعُوداً مَع أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ فِي المَسْجِدِ ، فَأَذَّن المُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ . رواه مسلم

(৬১৭) আবূ শা'ষা' হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একবার) আবূ হুরাইরা ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে বসে ছিলাম। (এমন সময়) মুআয্যিন আযান দিল। তখন একটি লোক মসজিদ থেকে চলে যেতে লাগল। আবূ হুরাইরা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, শেষ পর্যন্ত সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। অতঃপর আবূ হুরাইরা বললেন, 'এই লোকটি আবুল কাসেম ﷺ-এর অবাধ্যাচরণ করল।' *(মুসলিম ১৫২১-১৫২২নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدِي هَذَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ، إِلا لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلا مُنَافِقٌ)).

(৬১৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে কেউই আমার এ মসজিদে আযান শোনার পর অপ্রয়োজনে বের হয়ে যাবে অতঃপর ফিরে আসবে না, সে মুনাফিক।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ৭৬৫, আওসাত্ব ৩৮৪২, সঃ তারগীব ২৬২নং)*

নামাযের ইকামত শুরু হবার পর নফল বা সুন্নত নামায পড়া মাকরূহ

মুআয্যিন ইকামত শুরু করলে আর কোন নামায শুরু করা মুক্তাদীর জন্য বৈধ নয়; চাহে সে নামায ঐ নামাযের পূর্ববর্তী সুন্নাতে মুআক্কাদাহ হোক বা অন্য কোন সুন্নত বা নফল নামায।

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ)). رواه مسلم

(৬১৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যখন নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হবে, তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায নেই।" *(আহমাদ ৯৮৭৩, মুসলিম ১৬৭৮, আবূ দাঊদ ১২৬৮, তিরমিযী ৪২১, নাসাঈ ৮৬৫, ইবনে মাজাহ ১১৫১, বাইহাক্বী ৪৩২৩, ত্বাবারানী ১১৭৮,)*

ফরয নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ এবং তা ত্যাগ করা সম্বন্ধে কঠোর নিষেধ ও চরম হুমকি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى } [البقرة : ٢٣٨]

অর্থাৎ, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৮ আয়াত)*

{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } [التوبة : ٥]

অর্থাৎ, যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। *(সূরা তাওবাহ ৫ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ، قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((بِرُّ الوَالِدَيْنِ)) قُلْتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قَالَ: ((الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيهِ

(৬২০) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সর্বোত্তম আমল কী?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে নামায আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী ৫২৭, ৫৯৭০, মুসলিম ২৬৪নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)). متفقٌ عَلَيهِ

(৬২১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) কা'বাগৃহের হজ্জ করা। (৫) রমযান মাসে রোযা পালন করা।" *(বুখারী ৮, মুসলিম ১২২নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ

وَأَمْوَالَهُمْ ، إلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ)). متفقٌ عَلَيهِ

(৬২২) উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লোকেদের বিরুদ্ধে আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত (সশস্ত্র) সংগ্রাম চালাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ' এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত আদায় করবে। সুতরাং যখনই তারা সেসব বাস্তবায়ন করবে, তখনই তারা ইসলামী হক ব্যতিরেকে নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে বাঁচিয়ে নিবে। আর তাদের (আভ্যন্তরীণ বিষয়ের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে থাকবে।" *(বুখারী ২৫, মুসলিম ১৩৮-নং)*

وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى اليَمَنِ ، فَقَالَ : ((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)). متفقٌ عَلَيهِ

(৬২৩) মুআয ইবনে জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামান পাঠালেন ও বললেন, "নিশ্চয় তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের কাছে যাত্রা করছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কথার প্রতি আহবান জানাবে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাটিও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবহিত করবে যে, মহান আল্লাহ তাদের (ধনীদের) উপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এই আদেশটিও পালন করতে সম্মত হয়, তাহলে তুমি (যাকাত আদায়ের সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল-ধন হতে বিরত থাকবে এবং মযলূম (অত্যাচারিত) ব্যক্তির বদ্দুআ থেকে দূরে থাকবে। কেননা, তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।" *(বুখারী ১৩৯৫, মুসলিম ১৩০নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفرِ ، تَرْكَ الصَّلاَةِ)). رواه مُسلِم

(৬২৪) জাবের ﷺ হতে বণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "মানুষ ও কুফরীর মধ্যে (পর্দা) হল, নামায ত্যাগ করা।" *(মুসলিম ২৫৬নং)*

وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اَلعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)). رواه التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح))

(৬২৫) বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে চুক্তি আমাদের ও তাদের

(কাফেরদের) মধ্যে বিদ্যমান, তা হচ্ছে নামায (পড়া)। অতএব যে নামায ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে।” *(আহমাদ ২২৯৩৭, তিরমিযী ২৬২১, নাসাঈ ৪৬৩, ইবনে মাজাহ ১০৭৯, ইবনে হিব্বান ১৪৫৪, হাকেম ১১, সহীহ তারগীব ৫৬১ নং)*

عن معاذ بن جبل قال: أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال: يا رسول الله علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة قال: ((لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ شيئاً وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، وَلاَ تَتْرُكِ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ)).

(৬২৬) মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, “একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব।’ তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর; যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করো না; কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।” *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৭৯৫৬, সহীহ তারগীব ৫৬৯নং)*

عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)).

(৬২৭) নাওফাল বিন মুআবিয়া ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তির কোন নামায ছুটে গেল, সে ব্যক্তির পরিবার ও ধন-সম্পদ যেন লুণ্ঠন হয়ে গেল।” *(ইবনে হিব্বান ১৪৬৮, সহীহ তারগীব ৫৭৭নং)*

عن بريدة قال قال النبي ﷺ: ((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)).

(৬২৮) বুইরাদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করে, সে ব্যক্তির আমল পন্ড হয়ে যায়।” *(বুখারী ৫৫৩, নাসাঈ ৪৭৪নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)).

(৬২৯) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল।” *(মালেক, বুখারী ৫৫২, মুসলিম ১৪৪৮-নং প্রমুখ)*

وَعَنْ شقِيق بن عبدِ الله التَّابعيِّ المتَّفَق عَلَى جَلاَلَتِهِ رَحِمهُ اللهُ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ محمَّدٍ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ . رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ فِي كِتابِ الإيمان بإسنادٍ صحيحٍ

(৬৩০) সর্বজন মহামান্য শাক্বীক ইবনে আব্দুল্লাহ তাবেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচরবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরীমূলক কাজ বলে মনে করতেন না।' *(তিরমিযী ২৬২২, হাকেম ১২, সহীহ তারগীব ৫৬৫নং)*

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((مَن تَرَكَ الصَّلاَةَ فَلاَ دِينَ لَه)).

(৬৩১) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে, তার দ্বীনই নেই।" *(ইবনে আবী শাইবাই ৭৬৩৭, ৩০৩৯৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৮৮৪৭-৮৮৪৮, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৩, সহীহ তারগীব ৫৭৪নং)*

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ((لاَ إيمَانَ لِمَن لاَ صَلاَةَ لَه وَلاَ صَلاَةَ لِمَن لاَ وضُوءَ لَه)).

(৬৩২) আবূ দারদা ﷺ বলেন, "যার নামায নেই তার ঈমানই নেই। আর যার উযূ নেই, তার নামায নেই।" *(ইবনে আব্দুল বার্র, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৭৫নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ – عَزَّ وَجَلَّ : اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبدِي مِن تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا)). رواه التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ))

(৬৩৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার (হক্কুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, 'দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ ক'রে দেওয়া হবে?' অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে। *(তিরমিযী ৪১৩, আবূ দাউদ ৮৬৪নং, হাসান)*

عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله)).

(৬৩৪) আব্দুল্লাহ বিন কুর্ত্ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে সর্বাগ্রে যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে তা হল নামায। সুতরাং তা সঠিক হয়ে থাকলে তার অন্যান্য আমলও সঠিক বলে বিবেচিত হবে। নচেৎ অন্যান্য সকল আমল নিষ্ফল ও ব্যর্থ হবে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ১৮৫৯, সতাঃ ৩৭৬নং)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ».

(৬৩৫) আম্‌র বিন শুআইব নিজ পিতা ও তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা ক'রে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামায শিক্ষা দাও এবং দশ বছর হলে তার (নামাযের) উপর তাদেরকে প্রহার কর। আর বিছানায় তাদের মাঝে তফাৎ কর।" *(আবূ দাউদ ৪৯৫, সহীহুল জামে' ৫৮৬৮নং)*

নামাযের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } [العنكبوت : ٤٥]

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। *(আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)).

(৬৩৬) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে স্ত্রী ও খোশবুকে প্রিয় করা হয়েছে। আর নামাযকে করা হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা।" *(আহমাদ ১২২৯৩, নাসাঈ ৩৯৩৯, হাকেম ২৬৭৬, সহীহুল জামে' ৩১২৪নং)*

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ((مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَخُلُقٍ حَسَنٍ)).

(৬৩৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আদম-সন্তান এমন কোন কাজ করেনি, যা নামায, সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতা থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ হতে পারে।" *(বুখারী তারীখ, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১১০৯১, সিঃ সহীহাহ ১৪৪৮নং)*

عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الصَّلاَةُ . قَالَ : ثُمَّ مَهْ ؟ قَالَ : الصَّلاَةُ . قَالَ : ثُمَّ مَهْ ؟ قَالَ : الصَّلاَةُ (ثَلاثَ مَرَّاتٍ)

(৬৩৮) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কী?' উত্তরে তিনি বললেন, "নামায।" সে আবার বলল, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "নামায।" সে আবার বলল, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "নামায।" এইরূপ তিনবার বললেন। *(আহমাদ ৬৬০২, ইবনে হিব্বান ১৭২২, সঃ তারগীব ৩৭৮নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟)) قَالُوا : لاَ يَبْقَى مِنْ دَرنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : ((فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا)). متفقٌ عَلَيْهِ .

(৬৩৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, "আচ্ছা তোমরা বল তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার ক'রে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি?" সাহাবীরা বললেন, '(না,) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।' তিনি বললেন, "পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণও সেইরূপ। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেন।" *(বুখারী*

৫২৮নং, মুসলিম ১৫৫৪, তিরমিযী ২৮৬৮, নাসাঈ ৪৬২নং)

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ)). رواه مسلم

(৬৪০) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণ ঠিক প্রবাহিত নদীর ন্যায়, যা তোমাদের কোন ব্যক্তির দরজার পাশে থাকে; যাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার ক'রে গোসল ক'রে থাকে।" *(মুসলিম ১৫৫৫নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : { أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } [هود : ١١٤] فَقَالَ الرَّجُلُ أَلِيَ هَذَا ؟ قَالَ : ((لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৬৪১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। অতঃপর সে (অনুতপ্ত হয়ে) নবী ﷺ-এর কাছে এসে ঘটনাটি বলে। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার অর্থ ঃ "তুমি নামায প্রতিষ্ঠা কর দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির প্রথম ভাগে, নিশ্চয় পুণ্য কর্মাদি পাপরাশিকে বিদূরিত ক'রে থাকে।" *(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত)* লোকটি বলল, 'এ বিধান কি কেবল আমার জন্য?' তিনি বললেন, "আমার উম্মতের সকলের জন্য।" *(বুখারী ৫২৬, ৪৬৮৭, মুসলিম ৭১৭৭, তিরমিযী ৩১১৪, ইবনে মাজাহ ৪২৫৪নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغشَ الكَبَائِرُ)). رواه مسلم

(৬৪২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পাঁচ অক্তের নামায, এক জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয়, সে সবের মোচনকারী হয় (এই শর্তে যে,) যদি মহাপাপে লিপ্ত না হয়।" *(মুসলিম ৫৭২, তিরমিযী ২১৪নং, প্রমুখ)*

وَعَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَا مِن امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا ، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا ، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوب مَا لَمْ تُؤتَ كَبِيرةٌ ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ)). رواه مسلم

(৬৪৩) উষমান ইবনে আফ্ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য ওযূ করবে এবং উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করবে। (অতঃপর) তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে 'রুকু' সমাধা করবে। তাহলে তার নামায পূর্বে সংঘটিত পাপরাশির জন্য কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যাবে; যতক্ষণ মহাপাপে লিপ্ত না হবে। আর এ (রহমতে ইলাহীর ধারা) সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য।" *(মুসলিম ৫৬৫নং)*

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتَّى

تَحَاتَّ وَرَقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا عُثْمَانَ أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا قُلْتُ وَلِمَ تَفْعَلُهُ فَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا فَقُلْتُ وَلِمَ تَفْعَلُهُ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ هَذَا الْوَرَقُ وَقَالَ { وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ }.

(৬৪৪) আবু উষমান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান ﷺ এর সাথে (বসে) ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলি ঝড়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আবু উষমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?' আমি বললাম, 'কেন করলেন?' তিনি বললেন, 'একদা আমিও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, "হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?" আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, "মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায় যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল। আর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

((وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّآتِ، ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِيْنَ))

অর্থাৎ, আর তুমি দিনের দু' প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথামাংশে নামায কায়েম কর। পুণ্যরাশি অবশ্যই পাপরাশিকে দূরীভূত করে দেয়। (আল্লাহর) স্মরণকারীদের জন্য এ হল এক স্মরণ। *(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত) (আহমাদ ২৩৭০৭, নাসাঈ, ত্বাবারানী ৬০২৮, সহীহ তারগীব ৩৬৩নং)*

ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলত

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৬৪৫) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা নামায পড়ে, সে জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(বুখারী ৫৭৪নং, মুসলিম ১৪৭০নং)*

দুই ঠান্ডা নামায হচ্ছে ঃ ফজর ও আসরের নামায।

وَعَنْ أَبِي زُهَيرٍ عُمَارَةَ بنِ رُؤَيْبَةَ ﷺ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)) يعني : الفَجْرَ والعَصْرَ . رواه مسلم

(৬৪৬) আবূ যুহাইর উমারাহ ইবনে রুআইবাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের

ও আসরের নামায) আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।” *(মুসলিম ১৪৬৮নং)*

وَعَنْ جُنْدُبِ بنِ سُفيَانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ ، لاَ يَطْلُبَنَّكَ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيءٍ)). رواه مسلم

(৬৪৭) জুন্দুব ইবনে সুফয়ান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ল, সে আল্লাহর জামানত লাভ করল। অতএব হে আদম সন্তান! লক্ষ্য রাখ, আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন।” *(মুসলিম ১৫২৫-১৫২৬নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ العَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ ـ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ـ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُوْلونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৬৪৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের নিকট দিবারাত্রি ফিরিশ্তাবর্গ পালাক্রমে যাতায়াত করতে থাকেন। আর ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের কাছে রাত কাটিয়েছেন, তাঁরা ঊর্ধ্বে (আকাশে) চলে যান। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন---অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালভাবে পরিজ্ঞাত, ‘তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?’ তাঁরা বলেন, ‘আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল।” *(বুখারী ৫৫৫নং, মুসলিম ১৪৬৪নং, নাসাঈ ৪৮৫, আহমাদ ৭৪৯১, ইবনে খুযাইমা ৩২১নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, “ফজর ও আসরের নামাযে রাত্রি ও দিনের ফিরিশ্তা একত্রিত হন। ফজরের সময় একত্রিত হয়ে রাতের ফিরিশ্তা উঠে যান এবং দিনের ফিরিশ্তা থেকে যান। অনুরূপ আসরের নামাযে একত্রিত হয়ে দিনের ফিরিশ্তা উঠে যান এবং রাতের ফিরিশ্তা থেকে যান। তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় ছেড়ে এলে?’ তাঁরা বলেন, ‘আমরা তাদের কাছে গেলাম, তখন তারা নামায পড়ছিল এবং তাদের কাছ থেকে এলাম, তখনও তারা নামায পড়ছিল, সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদেরকে মাফ ক’রে দিন।” *(আহমাদ ৯১৪০নং, ইবনে খুযাইমা ১/১৬৫, ইবনে হিব্বান)*

وَعَنْ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ البَجَلِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النبيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ، فَقَالَ : ((إِنَّكُمْ سَتَرَونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، فَافْعَلُوا)) متفقٌ عَلَيْهِ . وفي رواية : ((فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ)) .

(৬৪৯) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট পূর্ণিমার রাতে বসে ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিঃসন্দেহে তোমরা (পরকালে) তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক এইভাবে দর্শন করবে, যেভাবে তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং যদি তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে (নিয়মিত) নামায পড়তে পরাহত না হতে সক্ষম হও (অর্থাৎ এ নামায ছুটে না যায়), তাহলে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন কর।" *(বুখারী ৫৫৪, মুসলিম ১৪৬৬, আহমাদ ১৯১৯০নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি চৌদ্দ তারীখের রাতের চাঁদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন-- --। *(বুখারী ৪৮৫১নং)*

وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)). رواه البخاري

(৬৫০) বুরাইদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল, নিঃসন্দেহে তার আমল নষ্ট হয়ে গেল।" *(বুখারী ৫৫৩নং, আহমাদ ২২৯৫৭, নাসাঈ ৪৭৪, ইবনে খুযাইমা ৩৩৬নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ».

(৬৫১) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী বলেন, "যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল।" *(মালেক, বুখারী ৫৫২, মুসলিম ১৪৪৮, আবূ দাউ ৪১৪, তিরমিযী ১৭৫, নাসাঈ ৫১২ নং প্রমুখ)*

সানার একটি দুআ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– صَلاَتَهُ قَالَ « أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ ». فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ « أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا ». فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. فَقَالَ « لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَىْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا ».

(৬৫২) আনাস ﷺ বলেন, 'এক ব্যক্তি হাঁপাতে হাঁপাতে কাতারে শামিল হয়ে বলল,

اَلْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُّبَارَكاً فِيْهِ.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি হাম্‌দান কাসীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবা-রাকান ফীহ।

অর্থঃ- আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা; যে প্রশংসা অজস্র, পবিত্র ও প্রাচুর্যময়।

আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ করার পর বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে ঐ দুআ পাঠ করেছে?" লোকেরা সকলে চুপ থাকল। পুনরায় তিনি বললেন, "কে বলেছে ঐ দুআ? যে বলেছে, সে মন্দ বলে নি।" উক্ত ব্যক্তি বলল, 'আমিই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে

ফেলেছি।' তিনি বললেন, "আমি ১২ জন ফিরিশ্তাকে দেখলাম, তাঁরা ঐ দুআ (আল্লাহর দরবারে) উপস্থিত করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে!" *(মুসলিম ১৩৮৫, আবূ দাউদ ৭৬৩, নাসাঈ ৯০১নং আবূ আওয়ানাহ)*

নামাযে সূরা ফাতিহার গুরুত্ব

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).

(৬৫৩) উবাদাহ বিন সামেত ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সেই ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।" *(বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৯০০-৯০২, তিরমিযী ২৪৭, নাসাঈ ৯১০, ইবনে মাজাহ ৮৩৭, আবূ আওয়ানাহ, বাইহাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ৩০২নং)*

((لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب)).

(৬৫৪) এক বর্ণনায় আছে, "সেই ব্যক্তির নামায যথেষ্ট নয়, যে তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।" *(দারাকুত্বনী, ইবনে হিব্বান, ইরওয়াউল গালীল ৩০২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِىَ خِدَاجٌ – ثَلاَثًا – غَيْرُ تَمَامٍ ». فَقِيلَ لأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِى نَفْسِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِى عَبْدِى وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى. وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ). قَالَ مَجَّدَنِى عَبْدِى – وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى – فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). قَالَ هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ). قَالَ هَذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ ».

(৬৫৫) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোনও নামায পড়ে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ঐ নামায (গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ন্যায়) অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।" এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, (সূরা ফাতিহার এত গুরুত্ব হলে) ইমামের পশ্চাতে কিভাবে পড়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি তোমার মনে মনে পড়ে নাও। কারণ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে,

'আররাহমা-নির রাহীম।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইহদিনাস স্বিরা-ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগয়ুবি আলাইহিম অলায্ব য়্বা-ল্লীন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এ সব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।" *(আহমাদ ৭৮৩৬, ৯৯৩২, মুসলিম ৯০৪, আবু দাউদ ৮২১, তিরমিযী ২৯৫৩, নাসাঈ ৯০৯, ইবনে মাজাহ ৩৭৮৪, আবূ আওয়ানাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৮২৩নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ: ((أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} ثُمَّ قَالَ لِي: ((لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ))، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ)).

(৬৫৬) আবু সাঈদ বিন মুআল্লা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি সাড়া দিলাম না। অতঃপর নামায শেষ করে তাঁর নিকট এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।' তিনি বললেন, "আল্লাহ কি বলেননি যে, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে (রসূল) ডাকে---?' *(সূরা আনফাল ২৪ আয়াত)* অতঃপর তিনি বললেন,"মসজিদ থেকে তোমার বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের মধ্যে মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব না কি?" অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন আমি বললাম, 'হে আল্লার রসূল! আপনি বলেছিলেন "আমি তোমাকে কুরআনের মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব।" তিনি বললেন, "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।" এটাই হল সেই সপ্তপদী (সূরা) যা নামাযে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়, আর সেটাই হল মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(আহমাদ ১৭৮৫১, বুখারী ৪৪৭৪, ৪৬৪৭, ৪৭০৩, ৫০০৬, আবূ দাউদ ১৪৬০, নাসাঈ ৯১৩, ইবনে মাজাহ ৩৭৮৫নং)*

عن أبي بن كعب قال قال له رسول الله ﷺ: ((كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ))؟ قَالَ : فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ وَلاَ فِي الزَّبُورِ وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِى أُعْطِيتُهُ)).

(৬৫৭) উবাই বিন কা'ব হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বলেন, "তুমি নামাযে কীভাবে পড়?" তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী সূরা ফাতিহা)র মত আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ তাওরাতে ও ইঞ্জিলে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি। এই (সূরাই) হল (নামাযে প্রত্যেক রাকআতে)

পঠিত ৭টি আয়াত এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।” *(আহমাদ ৯৩৪৫, তিরমিযী ২৮৭৫, নাসাঈর কুবরা ১১২০৫, হাকেম ৩০১৯, মিশকাত ২১৪২ নং)*

সূরা ফাতিহার শেষে ‘আমীন’ বলার মাহাত্ম্য

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا « آمِينَ ». فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

(৬৫৮) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ইমাম যখন **‘গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলাযযা-ল্লীন,** বলে তখন তোমরা **‘আমীন’** বল। কারণ যার ‘আমীন’ বলা ফিরিশ্তাবর্গের ‘আমীন’ বলার সাথে একীভূত হয় তার পিছেকার সকল পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।” *(আহমাদ ৭১৮৭, মালেক ১৯৫, বুখারী ৭৮২, মুসলিম ৯৪৭, আবু দাঊদ ৯৩৬, নাসাঈ ৯২৭, ইবনে মাজাহ ইবনে হিব্বান ১৮০৪, ইবনে খুযাইমা ৫৭৫, দারেমী ১২৪৬, বাইহাক্বী ২২৬৪নং)*

« إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ. وَالْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

(৬৫৯) উক্ত সাহাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “ইমাম যখন ‘গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায যা-ল্লীন’ বলবে, তখন তোমরা ‘আমীন’ বল। কারণ, ফিরিশ্তাবর্গ ‘আমীন’ বলে থাকেন। আর ইমামও ‘আমীন’ বলে। (অন্য এক বর্ণনা মতে) ইমাম যখন ‘আমীন’ বলবে, তখন তোমরাও ‘আমীন’ বল। কারণ, যার ‘আমীন’ বলা ফিরিশ্তাবর্গের ‘আমীন’ বলার সাথে সাথে হয়, (অন্য এক বর্ণনায়) তোমাদের কেউ যখন নামাযে ‘আমীন’ বলে এবং ফিরিশ্তাবর্গ আকাশে ‘আমীন’ বলেন, আর পরস্পরের ‘আমীন’ বলা একই সাথে হয়, তখন তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ করে দেওয়া হয়।” *(বুখারী ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২, মুসলিম ৯৪২, ৯৪৪-৯৪৫, আবূ দাঊদ ৯৩২-৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাসাঈ, দারেমী)*

عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا قَالَ الإِمَامُ: "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلا الضَّالِّينَ" [الفاتحة: ٧]، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللَّهُ)).

(৬৬০) সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ইমাম ‘গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায যা-ল্লীন’ বললে তোমরা ‘আমীন’ বল। তাহলে (সূরা ফাতিহায় উল্লিখিত দুআ) আল্লাহ তোমাদের জন্য মঞ্জুর করে নেবেন।” *(ত্বাবারানী ৬৭৪৮, সহীহ তারগীব ৫১৬নং, মুসলিম আবূ মূসা কর্তৃক ৯৩১নং)*

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ)).

(৬৬১) আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,“ইয়াহুদ কোন কিছুর

উপর তোমাদের অতটা হিংসা করে না, যতটা সালাম ও 'আমীন' বলার উপর করে।" *(ইবনে মাজাহ ৮৫৬, ইবনে খুযাইমাহ ৫৭৪, সহীহ তারগীব ৫১৫নং)*

কওমার দুআ

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّى وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ». قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا آنِفًا ». فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ ».

(৬৬২) রিফাআহ বিন রাফে' যুরাক্বী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর পশ্চাতে নামায পড়ছিলাম। যখন রুকু থেকে মাথা উঠালেন, তখন তিনি বললেন, "সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ।" এই সময় তাঁর পশ্চাতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'রাব্বানা অলাকাল হামদু হামদান কাষীরান ত্বাইয়িবাম মুবারাকান ফীহ।' (অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, অজস্র, পবিত্র, বর্কতপূর্ণ প্রশংসা।) নামায শেষ করে (নবী ﷺ) বললেন, "ঐ যিক্‌র কে বলল?" লোকটি বলল, 'আমি।' তিনি বললেন, "ঐ যিক্‌র প্রথমে কে লিখবে এই নিয়ে ত্রিশাধিক ফিরিশ্তাকে আমি প্রতিযোগিতা করতে দেখলাম।" *(মালেক ৪৯৩, বুখারী ৭৯৯নং, আবু দাউদ ৭৭০, নাসাঈ ১০৬২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

(৬৬৩) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন ইমাম 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা 'আল্লা-হুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বল। কেননা যার ঐ বলা ফিরিশ্তাগণের বলার সাথে একীভূত হয়, তার পিছেকার সকল পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।" *(মালেক ১৯৭, বুখারী ৭৯৬নং, মুসলিম ৪০৯নং, আবু দাউদ ৮৪৮, তিরমিযী ২৬৭, নাসাঈ ১০৬৩নং)*

সিজদাহ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ».

(৬৬৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সিজদাহ অবস্থায় বান্দা আপন প্রভুর সবচেয়ে অধিক নিকটতম হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় তোমরা বেশী-বেশী করে দুআ কর।" *(মুসলিম ১১১১নং)*

মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৬৬৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য আপ্যায়ন সামগ্রী জান্নাতের মধ্যে প্রস্তুত করেন। সে যতবার সকাল অথবা সন্ধ্যায় গমনাগমন করে, আল্লাহও তার জন্য ততবার আতিথেয়তার সামগ্রী প্রস্তুত করেন।" *(বুখারী ৬৬২, মুসলিম ১৫৫৬নং)*

وَعَنْه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خُطُواتُهُ، إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)). رواه مسلم

(৬৬৬) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে ওযূ ক'রে আল্লাহর কোন ঘরের দিকে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যে, আল্লাহর নির্ধারিত কোন ফরয ইবাদত (নামায) আদায় করবে, তাহলে তার কৃত প্রতিটি দুই পদক্ষেপের মধ্যে একটিতে একটি ক'রে গুনাহ মিটাবে এবং অপরটিতে একটি ক'রে মর্যাদা উন্নত করবে।" *(মুসলিম ১৫৫৩নং)*

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِى عِلِّيِّينَ ».

(৬৬৭) আবু উমামা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে স্বগৃহ থেকে ওযু করে (মসজিদের দিকে) বের হয়, সেই ব্যক্তির সওয়াব হয় ইহরাম বাঁধা হাজীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশ্তের নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার সওয়াব হয় উমরাকারীর সমান। এক নামাযের পর অপর নামায; যে দুয়ের মাঝে কোন অসার (পার্থিব) ক্রিয়াকলাপ না থাকে তা এমন আমল যা ইল্লিয়্যীনে (সৎলোকের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আহমাদ ২/২১২, আবু দাউদ ৫৫৮, সহীহ তারগীব ৩২০, সহীহুল জামে' ৬৫৫৬নং)*

وَعَنْ أُبيّ بن كَعبٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ أَعْلَمُ أَحَداً أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَتْ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : لَو اشْتَرَيْتَ حِمَاراً لِتَرْكَبَهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، قَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى المَسْجِدِ ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لكَ ذَلِكَ كُلَّه)). رواه مُسلِم

(৬৬৮) উবাই ইবনে কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক আনসারী ছিল। মসজিদ থেকে তার চাইতে দূরে কোন ব্যক্তি থাকত বলে আমার জানা নেই। তবুও সে কোন নামায (মসজিদে জামাআতসহ) আদায় করতে ত্রুটি করত না। একদা তাকে বলা হল, 'যদি একটা

গাধা খরিদ করতে এবং রাতের অন্ধকারে ও উত্তপ্ত রাস্তায় তার উপর আরোহন করতে, (তাহলে ভাল হত)।' সে বলল, 'আমার বাসস্থান মসজিদের পার্শ্বে হলেও তা আমাকে আনন্দ দিতে পারত না। কারণ আমার মনস্কামনা এই যে, মসজিদে যাবার ও নিজ বাড়ি ফিরার সময় কৃত প্রতিটি পদক্ষেপ যেন লিপিবদ্ধ হয়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ (তার এহেন পুণ্যাগ্রহ দেখে) বললেন, "নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) তা সমস্তই জুটিয়েছেন।" *(মুসলিম ১৫৪৬নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : خَلَتِ البِقَاعُ حَولَ المَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ لَهُمْ : ((بَلَغَنِي أَنَّكُم تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ ؟)) قَالُوا : نَعَم، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ . فَقَالَ : ((بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُم تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ))، فَقَالُوا : مَا يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا . رواه مسلم ، وروى البخاري معناه من رواية أنس .

(৬৬৯) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে নববীর আশে-পাশে কিছু জায়গা খালি হল। (এ দেখে) সালেমা গোত্র মসজিদে (নববী)এর নিকট স্থানান্তরিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এ খবর নবী ﷺ জানতে পারলে তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মসজিদের কাছে চলে আসতে চাচ্ছ!" তারা বলল, 'জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এ ইচ্ছা করেছি।' তিনি বললেন, "হে সালেমা গোত্র! তোমরা নিজেদের (বর্তমান) বাড়িতেই থাক। তোমাদের (মসজিদের পথে) পদক্ষেপসমূহের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ করা হবে। তোমরা নিজেদের (বর্তমান) বাড়িতেই থাক। তোমাদের (মসজিদের পথে) পদক্ষেপসমূহের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ করা হবে।" তারা বলল, '(মসজিদের নিকট) স্থানান্তরিত হওয়া আমাদেরকে আনন্দ দেবে না।' *(মুসলিম ১৫৫১, ইমাম বুখারীও আনাস ﷺ হতে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৬৫৫-৬৫৬নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشىً ، فَأَبْعَدُهُمْ ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৬৭০) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "(মসজিদে জামাআতসহ) নামায পড়ার ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বেশী নেকী পায়, যে ব্যক্তি সব চাইতে দূর-দূরান্ত থেকে আসে। আর যে ব্যক্তি (জামাআতের সাথে) নামাযের অপেক্ষা না করেই একা নামায পড়ে শুয়ে যায়, তার চাইতে সেই বেশী নেকী পায়, যে নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করে ও ইমামের সাথে জামাআত সহকারে নামায আদায় করে।" *(বুখারী ৬৫১, মুসলিম ১৫৪৫নং)*

وَعَنْ بُرَيدَة ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((بَشِّرُوا المَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ

(৬৭১) বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "রাত্রির অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারী লোকেদেরকে, কিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ জ্যোতির শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।" *(আবু দাউদ ৫৬১, তিরমিযী ২২৩, সহীহ তারগীব ৩১৫নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فذلِكُمُ الرِّبَاطُ)). رواه مسلِم

(৬৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা সমবেত সহচরদের উদ্দেশ্যে) বললেন, "তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না কি, যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন ক'রে দেবেন এবং (জান্নাতে) তার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহ রসূল!' তিনি বললেন, "(তা হচ্ছে) কষ্টকর অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা, অধিক মাত্রায় মসজিদে গমন করা এবং এক অক্তের নামায আদায় ক'রে পরবর্তী অক্তের নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা। আর এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ।" *(মুসলিম ৬১০-৬১১, তিরমিযী ৫১, নাসাঈ ১৪৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)).

(৬৭৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নামাযের ইকামত শুনলে তোমরা ধীর ও শান্তভাবে (মসজিদে বা জামাআতে) যাও এবং তাড়াহুড়া করো না। অতঃপর ইমামের সঙ্গে নামাযের যতটুকু অংশ পাও ততটুকু পড়ে নাও এবং যেটুকু অংশ ছুটে যায় তা (একাকী) পূর্ণ করে নাও।" *(বুখারী ৬৩৬, মুসলিম ১৩৯২, মিশকাত ৬৮৬ নং)*

জামাআত সহকারে নামাযের ফযীলত

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৬৭৪) ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একাকীর নামায অপেক্ষা জামাআতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম।" *(বুখারী ৬৪৫নং, মুসলিম ১৫০৯নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ ، لاَ يُخرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّتْ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُولُ : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ)). متفقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ البخاري

(৬৭৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জামাতের সাথে পুরুষের নামায পড়া, তার ঘরে ও বাজারে একা নামায পড়ার চাইতে ২৫ গুণ বেশি শ্রেষ্ঠ। তা এই জন্য যে, যখন কোন ব্যক্তি ওযূ করে এবং উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করে। অতঃপর মসজিদ অভিমুখে

যাত্রা করে। আর একমাত্র নামাযই তাকে (ঘর থেকে) বের করে (অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না), তখন তার (পথে চলার সময়) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গোনাহ মাফ করা হয়। তারপর সে নামাযান্তে নামায পড়ার জায়গায় যতক্ষণ ওযূ সহকারে অবস্থান করে, ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করেন; তাঁরা বলেন, 'হে আল্লাহ! ওর প্রতি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! তুমি ওকে রহম কর।' আর সে ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ সে নামাযের প্রতীক্ষা করে।" *(বুখারী ৬৪৭, মুসলিম ১৫০৮-নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, এ শব্দগুলি বুখারীর)*

عثمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه)).

(৬৭৬) উষমান বিন আফ্ফান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে ওযু করে কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে (মসজিদে) যায়, অতঃপর তা ইমামের সাথে আদায় করে সে ব্যক্তির পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।" *(ইবনে খুযাইমাহ ১৪৮৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২৭২৭, সহীহ তারগীব ৩০০, ৪০৭নং)*

عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ « أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ ». قَالُوا لاَ. قَالَ « أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ ». قَالُوا لاَ. قَالَ « إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ».

(৬৭৭) উবাই বিন কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ার পর বললেন, "অমুক উপস্থিত আছে?" সকলে বলল, না। (দ্বিতীয় ব্যক্তির খোঁজে) তিনি বললেন, "অমুক উপস্থিত আছে?" সকলে বলল, না। অতঃপর তিনি বললেন, "অবশ্যই এই দুই নামায (এশা ও ফজর) মুনাফেকদের জন্য সবচেয়ে ভারী নামায। উক্ত দুই নামাযে কী সওয়াব নিহিত আছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে হাঁটুর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়েও তা জামাআতে আদায়ের উদ্দেশ্যে অবশ্যই হাজির হতে। আর প্রথম কাতার ফিরিশ্তাগণের কাতারের সমতুল্য। যদি তোমরা তাতে নিহিত মাহাত্ম্য বিষয়ে অবগত হতে, তবে নিশ্চয় (প্রথম কাতারে খাড়া হওয়ার জন্য) প্রতিযোগিতা করতে। এক ব্যক্তির কোন অন্য ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া নামায একাকী পড়া নামায অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। অনুরূপ অন্য দুই ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া নামায এক ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া নামায অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। এইভাবে জামাআতের লোক সংখ্যা যত অধিক হবে, ততই আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট অধিক প্রিয়।" *(আহমাদ ২১২৬৫, আবু দাউদ ৫৫৪, নাসাঈ ৮৪৩, ইবনে খুযাইমাহ ১৪৭৬, ইবনে হিব্বান ২০৫৬, হাকেম ৯০৪, বাইহাক্বী ৪৭৮০, সহীহ তারগীব ৪১১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ؟)) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ((فَأَجِبْ)). رواه مُسلِم

(৬৭৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, একটি অন্ধ লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কোন পরিচালক নেই, যে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে।' সুতরাং সে নিজ বাড়িতে নামায পড়ার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন সে পিঠ ঘুরিয়ে রওনা দিল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, "তুমি কি আহবান (আযান) শুনতে পাও?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি সাড়া দাও।" (অর্থাৎ মসজিদেই এসে নামায পড়। তোমার জন্য অনুমতি পাচ্ছি না।) *(মুসলিম ১৫১৮, আবূ দাউদ ৫৫২নং)*

وَعَنْ عَبدِ الله — وَقِيلَ : عَمْرِو بنِ قَيسٍ – المَعرُوفِ بِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْمُؤَذِّنِ ﷺ أَنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ المَدِينَةَ كَثِيرةُ الهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ ، فَحَيَّهلاً)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

(৬৭৯) আব্দুল্লাহ (মতান্তরে) আম্‌র ইবনে ক্বায়স ওরফে ইবনে উম্মে মাকতূম মুআযযিন ﷺ হতে বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মদীনায় সরীসৃপ (সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি বিষাক্ত জন্তু) ও হিংস্র পশু অনেক আছে। (তাই আমাকে নিজ বাড়িতেই নামায পড়ার অনুমতি দিন)।' আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ' (আযান) শুনতে পাও? (যদি শুনতে পাও), তাহলে মসজিদে এসো।" *(আবূ দাউদ ৫৫৩নং হাসান সূত্রে)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهمْ)). متفقٌ عَلَيهِ

(৬৮০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, জ্বালানী কাঠ জমা করার আদেশ দিই। তারপর নামাযের জন্য আযান দেওয়ার আদেশ দিই। তারপর কোন লোককে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ দিই। তারপর আমি স্বয়ং সেই সব (পুরুষ) লোকদের কাছে যাই (যারা মসজিদে নামায পড়তে আসেনি) এবং তাদেরকে-সহ তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিই।" *(বুখারী ৬৪৪, ৭২২৪, মুসলিম ১৫১৩নং)*

وَعَن ابن عباس ، وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ : أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِهِ : ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ)). رواه مسلم

(৬৮১) ইবনে আব্বাস ﷺ ও ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কাঠের মিম্বরের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় এ কথা বলতে শুনেছেন যে, "লোকেরা যেন জামাআত ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন, তারপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।" *(ইবনে মাজাহ ৭৯৪নং)*

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الجَمَاعَةِ أَوْ لأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ)).

(৬৮২) উসামা বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "লোকেরা জামাআত ত্যাগ করা হতে অবশ্য অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ আমি অবশ্যই তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।" *(ইবনে মাজাহ ৭৯৫, সহীহ তারগীব ৪৩৩নং)*

(এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নামায জামাতসহ পড়া ওয়াজেব; যদি কোন শরয়ী ওযর না থাকে।)

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ تَعَالَى غداً مُسْلِماً ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّة نَبِيِّكُم لَضَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَى بِهِ، يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ . رَوَاهُ مُسلِم

وفي رواية لَهُ قَالَ : إِنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى ؛ وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلاَةَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ .

(৬৮৩) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, সে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করবে, তার উচিত, সে যেন এই নামাযসমূহ আদায়ের প্রতি যত্ন রাখে, যেখানে তার জন্য আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ, মসজিদে)। কেননা, মহান আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺ-এর নিমিত্তে হিদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করেছেন। আর নিশ্চয় এই নামাযসমূহ হিদায়েতের অন্যতম পন্থা ও উপায়। যদি তোমরা (ফরয) নামায নিজেদের ঘরেই পড়, যেমন এই পিছিয়ে থাকা লোক নিজ ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার করবে। আর (মনে রেখো,) যদি তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার কর, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা পথহারা হয়ে যাবে। আমি আমাদের লোকেদের এই পরিস্থিতি দেখেছি যে, নামায (জামাতসহ পড়া) থেকে কেবল সেই মুনাফিক (কপট মুসলিম) পিছিয়ে থাকে, যে প্রকাশ্য মুনাফিক। আর (দেখেছি যে, পীড়িত) ব্যক্তিকে দু'জনের উপর ভর দিয়ে নিয়ে এসে (নামাযের) সারিতে দাঁড় করানো হতো।'

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'আমাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ হিদায়াতের (সৎপথপ্রাপ্তির) পন্থা বলে দিয়েছেন। আর হিদায়াতের অন্যতম পন্থা, সেই মসজিদে নামায পড়া, যেখানে আযান দেওয়া হয়।' *(মুসলিম ১৫১৯-১৫২০নং)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ ، وَلاَ بَدْوٍ ، لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِم الشَّيْطَانُ . فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنَمِ القَاصِيَةَ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

(৬৮৪) আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'রে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।" *(আহমাদ ২১৭১০, আবূ দাউদ ৫৪৭, নাসাঈ ৮৪৭, ইবনে হিব্বান ২১০১, ইবনে খুযাইমা ১৪৮৬, হাকেম ৭৬৫, সহীহ তারগীব ৪২৭নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ ».

(৬৮৫) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আযান শোনে অথচ (মসজিদে জামাআতে) উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তির কোন ওজর ছাড়া (ঘরে নামায পড়লেও তার) নামাযই হয় না।" *(ইবনে মাজাহ ৭৯৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৮৯৩, ত্বাবারানী ১২১০০, বাইহাক্বী ৪৭১৯, সহীহ তারগীব ৪২৬নং)*

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ)).

(৬৮৬) উষমান বিন আফ্ফান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হয়, অতঃপর বিনা কোন প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসার ইচ্ছা না রাখে, সে ব্যক্তি মুনাফিক।" *(ইবনে মাজাহ ৭৩৪, সহীহ তারগীব ২৬৩নং)*

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ)).

(৬৮৭) আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ৪০ দিন জামাআতে নামায আদায় করে এবং তাতে তাহরীমার তকবীরও পায়, (সেই ব্যক্তির জন্য দুটি মুক্তি লিখা হয়; দোযখ থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।" *(তিরমিযী ২৪১, সহীহ তারগীব ৪০৯নং)*

ফজর ও এশার জামাআতে হাযির হতে উৎসাহদান

عَن عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ)). رواه مُسلِم

وفي رواية الترمذي عَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي

جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ)). قَالَ الترمذي : ((حديث حسن صحيح))

(৬৮৮) উষমান ইবনে আফ্ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে এশার নামায আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম (ইবাদত) করল। আর যে ফজরের নামায জামাআতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত নামায পড়ল।" *(মুসলিম ১৫২৩, আবু দাঊদ ৫৫৫নং)*

তিরমিযীর বর্ণনায় উষমান ইবনে আফ্ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এশার নামাযের জামাআতে হাযির হবে, তার জন্য অর্ধরাত পর্যন্ত কিয়াম করার নেকী হবে। আর যে এশা সহ ফজরের নামায জামাআতে পড়বে, তার জন্য সারা রাত ব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকী হবে।" *(তিরমিযী ২২১নং, হাসান)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)). متفقٌ عَلَيهِ . وقد سبق بطولِهِ .

(৬৮৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি লোকে এশা ও ফজরের নামাযের ফযীলত জানতে পারত, তাহলে তাদেরকে হামাগুড়ি বা পাছা ছেঁচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই ঐ নামাযদ্বয়ে আসত।" *(বুখারী ৬১৫, মুসলিম ১০০৯নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)). متفقٌ عَلَيهِ

(৬৯০) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুনাফিক (কপট)দের উপর ফজর ও এশার নামায অপেক্ষা অধিক ভারী নামায আর নেই। যদি তারা এর ফযীলত ও গুরুত্ব জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছার ভরে অবশ্যই (মসজিদে) উপস্থিত হত।" *(বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ১৫১৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}

(৬৯১) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের জামাআতের নামায একাকী নামাযের তুলনায় ২৫ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। আর রাত্রি ও দিনের ফিরিশ্তা ফজরের নামাযে একত্রিত হন।"

উক্ত হাদীস বর্ণনার পর আবূ হুরাইরা বলেন, 'তোমাদের ইচ্ছা হলে তোমরা পড়ে নাও ঃ

{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}

অর্থাৎ, নিশ্চয় ফজরের নামাযে ফিরিশ্তা হাযির হয়। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৭৮) (বুখারী ৬৪৮, ৪৭১৭, নাসাঈ ৪৮৬, সহীহুল জামে' ২৯৭৪নং)*

عن عبد الله بن عمر قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ)).

(৬৯২) আব্দুল্লাহ বিন উমার কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ে, সে ব্যক্তি (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আল্লাহর দায়িত্বে থাকে।" *(ত্বাবারানী ১৩০৩২, সহীহুল জামে' ৬৩৪৩নং)*

মহিলাদের জামাআত

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ».

(৬৯৩) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মহিলাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মসজিদ তার গৃহের ভিতরের কক্ষ।" *(আহমাদ ২৬৫৪২, হাকেম ৭৫৬, ইবনে খুযাইমা ১৬৮৩, বাইহাক্বী ৫১৪৩, সজাঃ ৩৩২৭নং)*

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها)).

(৬৯৪) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মেয়ে মানুষ (সবটাই) লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তোলে। সে নিজ বাড়ির অন্দর মহলে অবস্থান ক'রে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী থাকে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ২৮৯০, সহীহ তারগীব ৩৪৪নং)*

عن ابن مسعود قال: إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها.

(৬৯৫) ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, "মহিলারা গোপন জিনিস। কোন অসুবিধা ছাড়াই মহিলা যখন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। অতঃপর তাকে বলে, 'তুমি যার পাশ বেয়েই অতিক্রম করবে, তাকেই মুগ্ধ করবে।' মহিলা যখন তার পোশাক পরিধান করে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ?' সে বলে, 'আমি কোন রোগীকে দেখা করতে যাব, কোন মরা-ঘর যাব অথবা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ব।' অথচ মহিলা তার ঘরে থেকে নিজ রবের ইবাদত করার মতো ইবাদত আর অন্য কোথাও করতে পারে না।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৪৮নং)*

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا أَنَّ نُصَلِّيَ مَعَكَ، وَنُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكُنَّ فِي حُجُرِكُنَّ، وَصَلاتُكُنَّ فِي حُجُرِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكُنَّ فِي دُورِكُنَّ، وَصَلاتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكُنَّ فِي الْجَمَاعَةِ)).

(৬৯৬) উম্মে হুমাইদ বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের স্বামীরা আমাদেরকে আপনার সাথে নামায পড়তে বাধা দেয়। অথচ আমরা আপনার সাথে নামায পড়তে ভালোবাসি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের খাস কক্ষের নামায সাধারণ কক্ষে নামায অপেক্ষা উত্তম, তোমাদের সাধারণ কক্ষের নামায বাড়ির ভিতরে কোন জায়গায় নামায অপেক্ষা উত্তম এবং তোমাদের বাড়ির ভিতরের নামায মসজিদে জামাআতে নামায অপেক্ষা উত্তম।" *(আহমাদ ২৭০৯০, ত্বাবারানী ২০৮৬৪, বাইহাক্বী ৫১৫৪, সহীহুল জামে' ৩৮৪৪নং)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ)).

(৬৯৭) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যদি তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কাছে রাত্রে মসজিদে আসার অনুমতি চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দাও।" *(বুখারী ৮৬৫, মুসলিম ১০১৯নং)*

قال سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا ». قَالَ فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.

(৬৯৮) সালেম বিন আব্দুল্লাহ বলেন, একদা (আব্বা) আব্দুল্লাহ বিন উমার বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের মহিলারা মসজিদে যেতে অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না।" এ কথা শুনে (আমার ভাই) বিলাল বিন আব্দুল্লাহ বলল, 'আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই ওদেরকে মসজিদ যেতে বাধা দিব।' প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ তার মুখোমুখি হয়ে এমন খারাপ গালি দিলেন, যেমনটি আর কোনদিন শুনিনি। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি তোকে আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে খবর দিচ্ছি। আর তুই বলিস, 'আল্লাহর কসম! আমরা ওদেরকে বাধা দেব।' *(মুসলিম ১০১৭নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ».

(৬৯৯) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নামাযের ইকামত হলে এবং রাতের খানা উপস্থিত হলে, আগে খানা খেয়ে নাও।" *(আহমাদ, বুখারী ৫৪৬৩, মুসলিম ১২৬৯, সহীহুল জামে' ৩৭৪নং)*

প্রথম কাতারের ফযীলত, প্রথম কাতারসমূহ পূরণ করা, কাতার সোজা করা এবং ঘন হয়ে কাতার বাঁধার গুরুত্ব

عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَة رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: ((أَلاَ تَصُفُّونَ

كَمَا تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا ؟)) فَقُلنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيفَ تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا ؟ قَالَ: ((يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)). رواه مُسلِم

(৭০০) জাবের ইবনে সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বললেন, "ফিরিশ্তামণ্ডলী যেরূপ তাদের প্রভুর নিকট সারিবদ্ধ হন, তোমরা কি সেরূপ সারিবদ্ধ হবে না।" আমরা নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! ফিরিশ্তামণ্ডলী তাদের প্রভুর নিকট কিরূপ সারিবদ্ধ হন?' তিনি বললেন, "প্রথম সারিগুলো পূর্ণ করেন এবং সারিতে ঘন হয়ে দাঁড়ান।" *(মুসলিম ৯৯৬, আবূ দাউদ ৬৬১, মিশকাত ১০৯১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلاَّ أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا)). متفقٌ عَلَيهِ

(৭০১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কী মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি ছাড়া অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে লটারির সাহায্য নিত।" *(বুখারী ৬১৫নং, মুসলিম ১০০৯নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)). رواه مُسلِم

(৭০২) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার, আর নিকৃষ্টতম কাতার হল শেষ কাতার। আর মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হল পিছনের (শেষ) কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হল প্রথম কাতার।" *(আহমাদ ৭৩৬২, মুসলিম ১০১৩, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১০৯২নং)*

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ)).

(৭০৩) নুমান বিন বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ প্রথম কাতার ও সামনের কাতারসমূহের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন।" *(আহমাদ ১৮৩৬৪, সহীহ তারগীব ৪৯২নং)*

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أصْحَابِهِ تَأَخُّراً ، فَقَالَ لَهُمْ : ((تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ)). رواه مُسلِم

(৭০৪) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সাহাবীদের মাঝে (প্রথম কাতার থেকে) পিছিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করে তাঁদেরকে বললেন, "এগিয়ে এসো, অতঃপর আমার অনুসরণ কর। আর যারা তোমাদের পরে আছে, তারা তোমাদের অনুসরণ করুক। (মনে রাখবে) লোকে সর্বদা পিছিয়ে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে (তাঁর করুণাদানে) পিছনে করে দেন।" *(মুসলিম ১০১০, আবূ দাউদ ৬৮০নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِى النَّارِ ».

(৭০৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন সম্প্রদায় প্রথম কাতার থেকে পিছনে সরে আসতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে পশ্চাদ্বর্তী করে দেবেন।" (অর্থাৎ, জাহান্নামে আটকে রেখে সবার শেষে জান্নাত যেতে দেবেন, আর সে প্রথম দিকে জান্নাত যেতে পারবে না।) *(আউনুল মা'বূদ ২/২৬৪নং, আবূ দাউদ ৬৭৯, ইবনে খুযাইমাহ ১৫৫৯, ইবনে হিব্বান ২ ১৫৬, সহীহ তারগীব ৫১০নং)*

وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ ، وَيَقُوْلُ : ((اِسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)). رَوَاهُ مُسلِم

(৭০৬) আবূ মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নামাযে (কাতার বাঁধার সময়) আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমরা (কাতার বাঁধার সময়ে) পরস্পরের বিরোধিতা করো না; নচেৎ তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তারা যেন আমার নিকটবর্তী থাকে। তারপর যারা (জ্ঞান ও যোগ্যতায়) তাদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে)। তারপর যারা (জ্ঞান ও যোগ্যতায়) তাদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে)।" *(মুসলিম ১০০০নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَوُّوْا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ)). متفقٌ عَلَيهِ ، وفي رواية للبخاري : ((فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ)) .

(৭০৭) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযে দাঁড়িয়ে) বললেন, "তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা, কাতার সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতার অংশ বিশেষ।" *(বুখারী ৭২২-৭২৩, মুসলিম ১০০৩, আবূ দাউদ ৬৬৮-নং)*

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, "কেননা, কাতার সোজা করা নামায প্রতিষ্ঠা করার অন্তর্ভুক্ত।"

وَعَنْه ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ)). رواه البُخَارِيُّ بلفظه ، ومسلم بمعناه .

وفي رواية للبخاري: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

(৭০৮) পূর্বোক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নামাযের তাকবীর (ইকামত) দেওয়া হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে মুখ ক'রে বললেন, "তোমরা কাতারসমূহ সোজা কর এবং মিলিতভাবে দাঁড়াও। কারণ, তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও দেখতে পাই।" *(এই শব্দে বুখারী ৭১৯ এবং একই অর্থে মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ১০০৪নং)*

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার পার্শ্বস্থ সঙ্গীর বাহুমূলে বাহুমূল ও পায়ে পা মিলিয়ে দিত।' *(বুখারী ৭২৫নং)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)). متفقٌ عَلَيهِ

وفي رواية لمسلم : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا ، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ حَتَّى رَأى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ، ثُمَّ خَرَجَ يَوماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ ، فَقَالَ : ((عِبَادَ اللّهِ ! لتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)) .

(৭০৯) নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা নিজেদের কাতার জরুর সোজা ক'রে নাও; নচেৎ আল্লাহ তোমাদের মুখমন্ডলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে দিবেন।" *(মালেক, বুখারী ৭১৭, মুসলিম ১০০৬নং প্রমুখ)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতারগুলি এমনভাবে সোজা করতেন, যেন তিনি এর দ্বারা তীর সোজা করেছেন। (তিনি তাতে প্রবৃত্ত থাকতেন) যতক্ষণ না তিনি জানতে পারতেন যে, আমরা তাঁর কথা বুঝে ফেলেছি। একদিন তিনি বাইরে এলেন (তারপর মুআয্যিন) তাকবীর দিতে উদ্যত হচ্ছিল, এমন সময় একটি লোকের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যার বুক কাতার থেকে আগে বেরিয়ে ছিল। তিনি বললেন, "আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা নিজেদের কাতার সোজা ক'রে নাও; নচেৎ তোমাদের মুখমন্ডলের মধ্যে আল্লাহ বিভিন্নতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।" *(মুসলিম ১০০৭নং)*

(অর্থ হল, তোমাদের চেহারার আকৃতি বদলে দেবেন, অথবা তাদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন। তোমাদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা জন্ম নেবে, যার অনিবার্য পরিণতি হবে অনৈক্য, অশান্তি, দ্বন্দ্ব-কলহ তথা অধঃপতন।)

আবূ দাউদ ও ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনায় আছে, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ লোকেদের প্রতি অভিমুখ করে বললেন, "তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের হৃদয়-মাঝে (পরস্পরের প্রতি) বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেবেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি দেখেছি, (প্রত্যেক) লোক তার পার্শ্ববর্তী ভাইয়ের বাহুমূলের সাথে বাহুমূল, হাঁটুতে হাঁটু ও গাঁটে গাঁট (টাখ্নাতে টাখ্না) লাগিয়ে দিত।' *(আবূ দাউদ ৬৬২, ইবনে হিব্বান ২১৭৬, ইবনে খুযাইমা ১৬০, সহীহ তারগীব ৫১২নং)*

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا ، وَيَقُوْلُ : ((لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ)). وَكَانَ يَقُوْل : ((إِنَّ اللّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ)). رواه أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

(৭১০) বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে কাতারের ভিতরে ঢুকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলা ফেরা করতেন এবং আমাদের বুকে ও কাঁধে হাত দিতেন (অর্থাৎ, হাত দিয়ে কাতার ঠিক করতেন) আর বলতেন, "তোমরা বিভেদ করো না (অর্থাৎ, কাতার থেকে আগে পিছে হয়ো না।) নচেৎ তোমাদের অন্তর রাজ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হবে।" তিনি আরো বলতেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রথম কাতারগুলির উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন।" *(আবূ*

দাউদ ৬৬৪নং, হাসান সূত্রে)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوانِكُمْ ، ولاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللهُ)). رواه أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح

(৭১১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা কাতারগুলি সোজা ক'রে নাও। পরস্পর বাহুমূলে বাহুমূল মিলিয়ে নাও। (কাতারের) ফাঁক বন্ধ ক'রে নাও। তোমাদের ভাইদের জন্য হাতের বাজু নরম ক'রে দাও। আর শয়তানের জন্য ফাঁক ছেড়ো না। (মনে রাখবে,) যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তার সাথে মিল রাখবেন, আর যে ব্যক্তি কাতার ছিন্ন করবে (মানে কাতারে ফাঁক রাখবে), আল্লাহও তার সাথে (সম্পর্ক) ছিন্ন করবেন।" *(আবূ দাউদ ৬৬৬নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ ، كَأَنَّهُ الحَذَفُ)). حديث صحيح رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسنادٍ عَلَى شرط مسلم

(৭১২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঘন ক'রে কাতার বাঁধ এবং কাতারগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি রাখ। ঘাড়সমূহ একে অপরের বরাবর কর। সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, কাতারের মধ্যেকার ফাঁকে শয়তানকে আমি প্রবেশ করতে দেখতে পাই, যেন তা কালো ছাগলের ছানা।" *(এ হাদীসটি বিশুদ্ধ, আবূ দাউদ ৬৬৭নং, মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান ৬৩৩৯, ইবনে খুযাইমা ১৫৪৫নং)*

حذف এর অর্থ কালো ছোট জাতের ছাগল, যা ইয়ামানে পাওয়া যায়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ)).

(৭১৩) আয়েশা رضي الله عنها প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই মহান আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করেন এবং ফিরিশ্তাবর্গ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন, যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়।" *(আহমাদ ২৪৩৮১, ইবনে মাজাহ ৯৯৫, ইবনে খুযাইমাহ ১৫৫০, ইবনে হিব্বান ২১৬৩, হাকেম)*

ইবনে মাজাহ এই উক্তি অধিক বর্ণনা করেছেন, "আর যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে সেই ব্যক্তিকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন।" *(সহীহ তারগীব ৫০১নং)*

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((من سدَّ فُرجةً في صفٍّ رفعه اللهُ بها درجةً ، وبنى له بيتاً في الجنَّةِ)).

(৭১৪) উক্ত আয়েশা رضي الله عنها হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ

বলেছেন, "যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করেন।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৫৭৯৭, সহীহ তারগীব ৫০৫নং)*

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قال رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا ».

(৭১৫) বারা' বিন আযেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ---আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলতেন, "অবশ্যই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাবর্গ দুআ করতে থাকেন তাদের জন্য যারা প্রথম কাতার মিলিয়ে (ব্যবধান না রেখে) দাঁড়ায়। আর যে পদক্ষেপ দ্বারা বান্দা কোন কাতারের ফাঁক বন্ধ করতে যায় তা অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অন্য কোন পদক্ষেপ অধিক পছন্দনীয় নয়।" *(আবু দাউদ ৫৪৩, ইবনে খুযাইমাহ ১৫৫৬নং, অবশ্য এতে পদক্ষেপের উল্লেখ নেই, সহীহ তারগীব ৫০৭নং)*

وَعَنْ أنس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)). رواه أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

(৭১৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামায প্রাক্কালে) বলেন, "তোমরা আগের কাতারটি পূর্ণ ক'রে নাও। তারপর ওর সংলগ্ন (কাতার পূর্ণ কর)। তারপর যে অসম্পূর্ণতা থাকে, তা শেষ কাতারে থাকুক।" *(আবূ দাউদ ৬৭১, হাসান সূত্রে)*

وَعَنِ الْبَرَاءِ ﷺ ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : ((رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ – أَو تَجْمَعُ – عِبَادَكَ)). رواه مُسلِمٌ

(৭১৭) বারা' ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসুল ﷺ-এর পিছনে যখন নামায পড়তাম তখন তাঁর ডান দিকে (দাঁড়ানো) পছন্দ করতাম। যাতে তিনি স্বীয় মুখমন্ডল আমাদের দিকে ফিরান। বস্তুতঃ আমি (একদিন) তাঁকে বলতে শুনেছি, 'রাব্বি ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআসু (অথবা তাজমাউ) ইবা-দাক।' হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার সেই দিনের আযাব থেকে বাঁচায়ো, যেদিন তুমি স্বীয় বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে কিংবা হিসাবের জন্য জমা করবে। *(মুসলিম ১৬৭৬নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَسِّطُوا الإِمَامَ، وَسُدُّوا الخَلَلَ)). رواه أَبُو دَاوُد.

(৭১৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা ইমামকে কাতারের ঠিক মাঝখানে কর। আর কাতারের ফাঁক বন্ধ করো।" *(আবূ দাউদ ৬৮১, হাদীসের প্রথমাংশ সহীহ নয়।)*

ইমামতি বিষয়ক হাদীসসমূহ

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ: ((ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاَةٌ ، وَلاَ تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلاَ تُجَاوِزُ رُؤُوسَهُمْ : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ ، وَامْرَأَةٌ

دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ)).

(৭১৯) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ কবুল করেন না, তাদের নামায আকাশের দিকে ওঠে না, এমনকি তাদের মাথাও অতিক্রম করে না; (এদের মধ্যে প্রথম হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন জামাআতের ইমামতি করে অথচ তারা তাকে অপছন্দ করে। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন জানাযার নামায পড়ায় অথচ তাকে পড়তে আদেশ করা হয়নি এবং তৃতীয় হল সেই মহিলা, যাকে রাত্রে তার স্বামী (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) ডাকে অথচ সে যেতে অস্বীকার করে।" *(ইবনে খুযাইমাহ ১৫১৯, সহীহ তারগীব ৪৮৫, ৪৮৬নং)*

عن أبي أُمَامَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صلى الله عليه وسلم: ((ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)).

(৭২০) আবূ উমামা ﷺ হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; প্রথম হল, পলাতক ক্রীতদাস; যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। দ্বিতীয় হল, এমন মহিলা যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে এবং তৃতীয় হল, সেই জামাআতের ইমাম যাকে ঐ লোকেরা অপছন্দ করে।" *(তিরমিযী ৩৬০, সহীহ তারগীব ৪৮৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ! أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ)). متفق عَلَيْهِ

(৭২১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ইমামের আগে মাথা তোলে, তখন তার মনে কি ভয় হয় না যে, মহান আল্লাহ তার মাথা, গাধার মাথায় পরিণত ক'রে দেবেন অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতি ক'রে দেবেন।" *(বুখারী ৬৯১, মুসলিম ৯৯২নং প্রমুখ।)*

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

(৭২২) আবূ মাসঊদ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "লোকেদের ইমামতি করবে সেই ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কুরআন (উত্তম ও বেশীরূপে) পাঠ করে। কুরআন পাঠে তারা সমমানের হলে যে ব্যক্তি সুন্নাহ বিষয়ে অধিক জ্ঞান রাখে সে ইমামতি করবে। এতেও তারা সমমানের হলে প্রথম হিজরতকারী , তাতেও সমান হলে প্রথম যে মুসলিম হয়েছে সে ইমামতি করবে। আর কোন ব্যক্তি যেন কারো ইমামতির জায়গায় ইমামতি না করে এবং কারো আসনে তার বিনা অনুমতিতে না বসে।" *(আহমাদ*

১৭০৬৩, মুসলিম ১৫৬৪-১৫৬৬, আবু দাউদ ৫৮২, তিরমিযী ২৩৫, নাসাঈ ৭৮০, ইবনে মাজাহ ৯৮০নং)

عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: ((صَلِّ صَلاةَ أَضْعَفِ الْقَوْمِ ، وَلا تَتَّخِذْ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا)).

(৭২৩) মুগীরাহ বিন শু'বাহ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আবেদন করলাম, তিনি যেন আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম বানিয়ে দেন। সুতরাং তিনি বললেন, "জামাআতের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির খেয়াল করে নামায পড়াও। আর এমন মুআয্যিন রেখো না, যে আযানের জন্য পারিশ্রমিক চায়।" *(ত্বাবারানী ১৭৪৩০, সহীহুল জামে' ৩৭৭৩নং)*

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ.

(৭২৪) দ্বিতীয় খলীফা উষমান ﷺ ফিতনার সময় যখন স্বগৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন উবাইদুল্লাহ বিন আদী বিন খিয়ার তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আপনি জনসাধারণের ইমাম। আর আপনার উপর যে বিপদ এসেছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ফিতনার ইমাম আমাদের নামাযের ইমামতি করছে; অথচ তার পশ্চাতে নামায পড়তে আমরা দ্বিধাবোধ করি।' তিনি বললেন, 'নামায হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। সুতরাং লোকে ভালো ব্যবহার করলে তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার কর। আর মন্দ ব্যবহার করলে তাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাক।' *(বুখারী ৬৯৫, মিশকাত ৬২৩নং)*

وَعَنْ أبي هريرة : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)). رواه البخاري

(৭২৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ইমামগণ তোমাদের নামায পড়ায়। সুতরাং তারা যদি নামায সঠিকভাবে পড়ায়, তাহলে তোমাদের নেকী অর্জিত হবে। আর যদি ভুল করে, তাহলে তোমাদের নেকী (যথারীতি) অর্জিত হবে এবং ভুলের খেসারত তাদের উপরেই বর্তাবে।" *(বুখারী ৬৯৪নং)*

নামাযীর সামনে দিয়ে পার হওয়া হারাম

عَنْ أَبِي الجُهَيْمِ عَبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) قَالَ الراوي : لاَ أدْرِي قَالَ : أَرْبَعينَ يَوماً ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً .متفق عَلَيْهِ

(৭২৬) আবুল জুহাইম আব্দুল্লাহ ইবনে হারেষ ইবনে স্বিম্মাহ আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত যে,

তা তার জন্য কত ভয়াবহ (অপরাধ), তাহলে সে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত।” রাবী বলেন, আমি জানি না যে, তিনি চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর বললেন। *(বুখারী ৫১০, মুসলিম ১১৬০নং, আসহাবে সুনান)*

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِى نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ».

(৭২৭) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ এমন সুতরার পশ্চাতে নামায পড়ে যা লোকদের থেকে তাকে আড়াল করে, অতঃপর কেউ তার সামনে দিয়ে পার হতে চায় তখন তার উচিত, তার বুকে হাত দিয়ে বাধা দেওয়া। তাতেও যদি সে অস্বীকার করে (এবং পার হতেই চায়) তবে তার (নামাযীর) উচিত, তার সাথে লড়াই করা। (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেওয়া।) কেননা সে শয়তান।” (অর্থাৎ এ কাজে তার সহায়ক হল শয়তান।) *(বুখারী ৫০৯, মুসলিম ১১৫৭নং)*

ফরয নামাযের পর যিক্‌র ও দুআ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ».

(৭২৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পরে سُبْحانَ الله ‘সুবহা-নাল্লাহ’ ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لله ‘আলহামদু লিল্লা-হ’ ৩৩ বার, اَللهَ أَكْبَر ‘আল্লা-হু আকবার’ ৩৩ বার সর্বমোট ৯৯ বার এবং ১০০ পূরণ করার জন্য নিম্নোক্ত দুআ একবার পাঠ করবে, তার সমুদ্রের ফেনা বরাবর পাপ হলেও মাফ হয়ে যাবে।

لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ- “ লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। *(আহমাদ ৮৮৩৪, মুসলিম ১৩৮০নং)*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ

يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ فَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ)).

(৭২৯) আব্দুর রহমান বিন গান্‌ম ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মাগরেব ও ফজরের নামায থেকে ফিরে বসা ও পা মুড়ার পূর্বে-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, অলাহুল হামদু, য়্যুহয়ী অয়্যুমীতু, অহুআ আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।" (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন, ও মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সর্ববস্তুর উপর সর্বক্ষমতাবান। ১০ বার পাঠ করে, আল্লাহ তার আমলনামায় প্রত্যেক বারের বিনিময়ে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশটি গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে দশটি মর্যাদায় উন্নীত করেন, প্রত্যেক অপ্রীতিকর বিষয় এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে (ঐ যিকর) রক্ষামন্ত্র হয়, নিশ্চিতভাবে শির্ক ব্যতীত তার অন্যান্য পাপ ক্ষমার্হ হয়। আর সে হয় আমল করার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠব্যক্তি; তবে সেই ব্যক্তি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, যে তার থেকেও উত্তম যিক্‌র পাঠ করবে।" *(আহমাদ ১৭৯৯০, সহীহ তারগীব ৪৭৭নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ)). قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ)).

(৭৩০) আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্‌র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।" বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।" অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। *(তিরমিযী ৫৮৬, সহীহ তারগীব ৪৬৪নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً ».

(৭৩১) উক্ত আনাস ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ইসমাঈলের বংশধরের চারটি মানুষকে দাসত্বমুক্ত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিক্‌রকারী দলের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। অনুরূপ চারটি জীবন দাসমুক্ত করার চেয়ে আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিক্‌রকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।" *(আবু দাউদ ৩৬৬৯, সহীহ তারগীব ৪৬৫নং)*

নামাযের প্রতীক্ষা করার ফযীলত

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّى، فَقَالَ: ((صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا)). رواه البُخَارِيُّ

(৭৩২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিলেন। অতঃপর নামায পড়ার পর আমাদের দিকে মুখ ক'রে বললেন, "লোকেরা নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা নামাযেই ছিলে; যখন থেকে তার অপেক্ষায় ছিলে।" *(বুখারী ৬৬১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ)).

وفي رواية للبخاري: إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ)).

(৭৩৩) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযের অবস্থাতেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে (অন্যান্য কর্ম হতে) আটকে রাখে। তাকে নামায ব্যতীত অন্য কিছু তার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে বাধা দেয় না।" *(বুখারী ৬৫৯নং, মুসলিম ১৫৪২নং)*

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এরূপ এসেছে, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে আটকে রাখে। (আগামী নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে মসজিদেই বসে থাকে।) আর সেই সময় ফিরিশ্তাবর্গ বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও।' (এই দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নামাযের স্থান ত্যাগ করেছে অথবা তার ওযু নষ্ট হয়েছে।" *(বুখারী ৩২২৯নং)*

وَعَنْه ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((اَلْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)). رواه البُخَارِيُّ

(৭৩৪) উক্ত রাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ফিরিশ্তাবর্গ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দুআ ক'রে থাকেন, যতক্ষণ সে সেই স্থানে অবস্থান করে, যেখানে সে নামায পড়েছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ওযূ নষ্ট হয়েছে; বলেন, 'হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা ক'রে দাও। হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও।" *(বুখারী ৪৪৫নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ كَفَارِسٍ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى كَشْحِهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُومُ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ)).

(৭৩৫) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি সেই অশ্বারোহীর সমতুল্য, যে তার অশ্বসহ আল্লাহর

পথে শত্রুর বিরুদ্ধে বিক্রমের সাথে সদা প্রস্তুত; যে থাকে বৃহৎ প্রতিরক্ষার কাজে।” *(আহমাদ ৮৬২৫, ত্বাবারানীর কাবীর ১১৭৫, আওসাত্ব ৮১৪৪, সহীহ তারগীব ৪৫০নং)*

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلاَةِ كالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ)).

(৭৩৬) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “নামাযের জন্য বসে প্রতীক্ষারত ব্যক্তি নামাযের দণ্ডায়মান ব্যক্তির মত। তার নাম নামাযে মশগুল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত থাকে ; তার স্বগৃহ থেকে বের হওয়া হতে পুনরায় গৃহে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত।” *(ইবনে হিব্বান ২০৩৮, আহমাদ ১৭৪৪০, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৪৫৪নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ فَجَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَادَ يَحْسِرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ عِبَادِي قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى)).

(৭৩৭) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বলেন, একদা আমরা মাগরেবের নামায পড়ে এশার নামাযের জন্য অপেক্ষারত ছিলাম। এমন সময় মহানবী ﷺ বললেন, “তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই যে তোমাদের পালনকর্তা আসমানের দরজাসমূহের একটি দরজা খুলে তাঁর ফিরিশ্তামন্ডলীর কাছে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করছেন; বলছেন, ‘তোমরা আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা এক ফরয (নামায) আদায় করেছে এবং অন্য এক ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। *(আহমাদ ৬৭৫০, ইবনে মাজাহ ৮০১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا يُوطِنُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ يَعْنِي حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ)).

(৭৩৮) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কোন ব্যক্তি যখন যিক্‌র ও নামাযের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শুরু করে, তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে সেইরূপ খুশী হন, যেরূপ প্রবাসী ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে নিয়ে তার বাড়ির লোক খুশী হয়।” *(আহমাদ ৯৮৪১, ইবনে মাজাহ ৮০০, ইবনে খুযাইমাহ ৩৫৯, ইবনে হিব্বান ১৬০৭, হাকেম ৭৭১, সহীহ তারগীব ৩২৭নং)*

عن أبي الدرداء قال قال رسول الله ﷺ: ((الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ)).

(৭৩৯) আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মসজিদ প্রত্যেক পরহেযগার (ধর্মভীরু) ব্যক্তির ঘর।” *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২৯৫০, ত্বাবারানীর কাবীর ৬০২০, বায্‌যার ২৫৪৬, সহীহ তারগীব ৩৩০নং)*

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((إن الله لينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني قال فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي ان يجاورك فيقول أين عمار المساجد)).

(৭৪০) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, 'আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? আমার প্রতিবেশীরা কোথায়?' ফিরিশ্তাগণ বলবেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রতিবেশী হওয়ার যোগ্য কে?' তিনি বললেবন, 'মসজিদ আবাদকারীরা কোথায়?" *(হিল্য়্যাহ ১০/২১৩, সিঃ সহীহাহ ২৭২৮-নং)*

এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ

উদ্দেশ্য, যে সব কথাবার্তা অন্য সময়ে বলা মুবাহ (অর্থাৎ, যা করা না করা সমান)। নচেৎ যে সব কথাবার্তা অন্য সময়ে হারাম বা মাকরূহ, সে সব এ সময়ে আরো অধিকভাবে হারাম ও মাকরূহ। পক্ষান্তরে কল্যাণমূলক কথাবার্তা; যেমন জ্ঞানচর্চা, নেক লোকদের কাহিনী ও চরিত্র আলোচনা, মেহমানের সঙ্গে বাক্যালাপ, কারো প্রয়োজন পূরণ প্রসঙ্গে কথা ইত্যাদি বলা মকরূহ নয়; বরং তা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে আকস্মিক কোন ঘটনাবশতঃ বা কোন সঠিক ওযরে কথা বলা অপছন্দনীয় কাজ নয়। উক্ত বিবৃতির সমর্থনে বহু বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكرَهُ النَّومَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا . متفقٌ عليه

(৭৪১) আবূ বারযা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ এশার নামাযের আগে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন। *(বুখারী ৫৬৮, ৭৭১, মুসলিম ১৪৯৪-১৪৯৫নং)*

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى العِشَاء فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قال : ((أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأسِ مِئَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليَومَ أَحَدٌ)).

متفق عليه

(৭৪২) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ জীবনের অন্তিম দিনগুলির কোন একদিন (লোকেদেরকে নিয়ে) এশার নামায পড়লেন এবং যখন সালাম ফিরলেন, তখন বললেন, "আচ্ছা বলত। এটা তোমাদের কোন রজনী? (এ কথা) সুনিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি আজ ধরাপৃষ্ঠে জীবিত আছে, একশত বছরের মাথায় সে ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না (অর্থাৎ, মারা যাবে)।" *(বুখারী ১১৬, ৫৬৪, ৬০১, মুসলিম ৬৬৪২নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّهُم انتَظَرُوا النَّبيَّ ﷺ ، فَجَاءَهُمْ قَرِيباً مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ – يَعْنِي : العِشَاءَ – ثمَّ خَطَبنا فَقَالَ : ((أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا ، ثُمَّ رَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ)) . رواه البخاري

(৭৪৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদিন (মসজিদে) সাহাবায়ে কেরাম নবী ﷺ-এর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রায় অর্ধ রাত্রিতে তাঁদের নিকট আগমন

করলেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে নামায অর্থাৎ, এশার নামায পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখলেন। তাতে তিনি বললেন, "শোন! লোকে নামায সমাধা ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষা করছিলে, ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে নামাযের মধ্যেই ছিলে।" *(বুখারী ৬০০নং)*

জুমআর দিনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

জুমআর জন্য গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া, এ দিনে দুআ করা, নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া ও এ দিনের কোন এক সময়ে দুআ কবুল হওয়ার বিবরণ এবং জুমআর পর বেশী বেশী মহান আল্লাহর যিক্‌র করা মুস্তাহাব

মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ، وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [الجمعة : ١٠]

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমআহ ১০ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا)). رواه مسلم

(৭৪৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমআর দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে বেহেশ্তে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে বেহেশ্ত থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে।" *(মুসলিম ২০১৩নং)*

عَنْ أَبِي لُبَابَةَ الْبَدْرِيِّ ابْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَهُ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَفِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)).

(৭৪৫) আবূ লুবাবাহ বাদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "জুমআর দিন সকল দিনের সর্দার এবং আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে মহান দিন। এমনকি এ দিনটি আল্লাহর নিকট আযহা ও ফিতরের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ। এই দিনে রয়েছে ৫টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; এই দিনে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে তাঁকে পৃথিবীতে অবতারণ করেছেন, এই দিনে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে; যদি কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর নিকট কোন কিছু বৈধ জিনিস প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে

থাকেন। এই দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পর্বত, সমুদ্র এই দিনকে ভয় করে।” *(আহমাদ ১৫৫৪৮নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى، فَقَدْ لَغَا)). رواه مسلم

(৭৪৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন ক’রে জুমআর নামায পড়তে আসবে এবং নীরবে মনোযোগসহকারে (খুতবা) শুনবে, তার সেই জুমআহ হতে পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী সময় তথা আরো তিন দিনের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র) পাপসমূহ ক্ষমা ক’রে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কাঁকর স্পর্শ করবে, সে বাজে কাজ করবে।” *(মুসলিম ২০২৫নং)*

وَعَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ)). رواه مسلم

(৭৪৭) উক্ত রাবী ﷺ হতে আরো বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “পাঁচ অক্ত নামায, এক জুমআহ হতে পরের জুমআহ পর্যন্ত, এক রামযান হতে অন্য রমযান পর্যন্ত (কৃত নামায-রোযা) সেগুলির মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র) পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত (মোচনকারী) হয় (এই শর্তে যে,) যখন মহাপাপ থেকে বিরত থাকা যাবে।” *(মুসলিম ৫৭৪নং)*

وَعَنْه ، وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ : أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ)). رواه مسلم

(৭৪৮) আবূ হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কাঠের মিম্বরের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় এ কথা বলতে শুনেছেন যে, “লোকেরা যেন জুমআহ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন, তারপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।” *(আহমাদ ৩০৯৯, মুসলিম ২০৩৯, নাসাঈ ১৩৭০, বাইহাক্বী ৫৩৬০, দারেমী ১৫৭০নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ ».

(৭৪৯) আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন,“আমি ইচ্ছা করেছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ করে ঐ শ্রেণীর লোকেদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিই যারা জুমআতে অনুপস্থিত থাকে।” *(মুসলিম ১৫১৭, হাকেম ১০৮০নং)*

عن أبي الْجَعْد الضمرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال قال رسول الله ﷺ: «من ترك الْجُمُعَة ثَلَاثًا من غير عذر فَهُوَ مُنَافِق».

(৭৫০) আবুল জা’দ য্বামরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তিনটি জুমআহ ত্যাগ করবে, সে ব্যক্তি মুনাফিক।” *(ইবনে খুযাইমাহ ১৮৫৭, ইবনে*

হিব্বান ২৫৮, সহীহ তারগীব ৭২৭নং)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال: ((عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة ثم قال في الثانية عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها وقال في الثالثة عسى يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة ويطبع الله على قلبه)).

(৭৫১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ জুমআর দিন খাড়া হয়ে খুতবা দানকালে বললেন, "সম্ভবতঃ এমনও লোক আছে, যার নিকট জুমআহ উপস্থিত হয়; অথচ সে মদীনা থেকে মাত্র এক মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাযির হয় না।" দ্বিতীয় বারে তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ এমন লোকও আছে যার নিকট জুমআহ উপস্থিত হয়; অথচ সে মদীনা থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাজির হয় না।" অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ এমন লোকও আছে যে মদীনা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাজির হয় না, তার হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন।" *(আবূ য়্যা'লা ২১৯৮, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩০১২, সহীহ তারগীব ৭৩২নং)*

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِىٌّ أَوْ مَرِيضٌ ».

(৭৫২) ত্বারেক বিন শিহাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জামাআত সহকারে জুমআহ ফরয। অবশ্য ৪ ব্যক্তির জন্য ফরয নয়; ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ।" *(আবূ দাঊদ ১০৬৯নং)*

عن ابن عباس قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.

(৭৫৩) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পরপর ৩টি জুমআহ ত্যাগ করল, সে অবশ্যই ইসলামকে নিজের পিছনে ফেলে দিল।" *(আবূ য়্যা'লা ২৭১২, সহীহ তারগীব ৭৩৩নং)*

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى)).

(৭৫৪) সালমান ফারেসী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল ও সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করে, নিজস্ব তেল গায়ে লাগায় অথবা নিজ ঘরের সুগন্ধি (আতর) ব্যবহার করে, অতঃপর (মসজিদে) গিয়ে দু'জনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করেই (যেখানে স্থান পায়, বসে যায়) এবং তার ভাগ্যে যত রাকআত নামায জোটে, আদায় করে। তারপর ইমাম খুতবা আরম্ভ করলে নীরব থাকে, সে ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ পর্যন্ত কৃত সমুদয় (সাগীরা) গুনাহরাশিকে মাফ ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ৮৮৩নং)*

وَعَنْ أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَقَالَ : ((فِيهَا سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)) وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৫৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা জুমআর দিন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে বললেন, "ওতে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি ঐ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নামায অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দান ক'রে থাকেন।" এ কথা বলে তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত। *(বুখারী ৯৩৫, মুসলিম ২০০৬-২০০৭নং)*

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي شَأْنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُوْل : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ)). رواه مسلم

(৭৫৬) আবূ বুর্দাহ ইবনে আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বললেন, 'আপনি কি জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে আপনার পিতাকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করতে শুনেছেন?' তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "সেই মুহূর্তটুকু ইমামের মেম্বারে বসা থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতরে।" *(মুসলিম ২০১২, আবূ দাউদ ১০৫১নং)*

وَعَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৭৫৭) আওস ইবনে আওস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম একটি দিন হচ্ছে জুমআর দিন। সুতরাং ঐ দিনে তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। কেননা, তোমাদের পাঠ করা দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।" *(আবূ দাউদ ১৫৩৩নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

রোযার জন্য জুমআর দিন এবং নামাযের জন্য জুমআর রাত নির্দিষ্ট করা মাকরূহ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلاَ تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) . رواه مسلم

(৭৫৮) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "রাত্রিসমূহের মধ্যে জুমআর রাতকে কিয়াম (নফল নামায) পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করো না এবং দিনসমূহের মধ্যে জুমআর দিনকে (নফল) রোযা রাখার জন্য নির্ধারিত করো না। তবে যদি তা তোমাদের কারো রোযা

রাখার তারীখ পড়ে (তাহলে সে কথা ভিন্ন)।” *(মুসলিম ২৭৪০নং)*

** (যেমন ঐ দিন যদি আরাফাত বা আশূরার দিন হয়, তাহলে রোযা রাখা যাবে।)*

وَعَنْه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يوماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ)) . متفق عَلَيْهِ

(৭৫৯) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “অবশ্যই কেউ যেন স্রেফ জুমআর দিনে রোযা না রাখে; তবে যদি তার একদিন আগে কিংবা পরে রাখে (তাহলে তাতে ক্ষতি নেই।)” *(বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ২৭৩৯নং)*

(অর্থাৎ, শুক্রবারের সাথে বৃহস্পতিবার কিংবা শনিবার রোযা রাখলে রাখা চলবে।)

وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِراً ﷺ : أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَومِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . متفق عَلَيْهِ

(৭৬০) মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবের ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘নবী ﷺ কি জুমআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ *(বুখারী ১৯৮৪, মুসলিম ২৭৩৭নং)*

وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُوَيرِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ((أَصُمْتِ أمْسِ ؟)) قَالَتْ : لاَ ، قَالَ: ((تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غداً ؟)) قَالَتْ : لاَ . قَالَ : ((فَأَفْطِرِي)) . رواه البخاري

(৭৬১) মু’মিন জননী জুয়াইরিয়্যাহ বিন্তে হারেষ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমআর দিনে তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি (জুয়াইরিয়াহ) রোযা অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, “তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে?” তিনি বললেন, ‘না।’ (নবী ﷺ) বললেন, “আগামীকাল রোযা রাখার ইচ্ছা আছে তো?” তিনি জবাব দিলেন, ‘না।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেল।” *(বুখারী ১৯৮৬নং)*

জুমআর আহকাম

عن أبي هريرة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى الْبَيْضَةَ ».

(৭৬২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “জুমআর দিল এলে মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফিরিশ্‌তা খাড়া হয়ে যান। অতঃপর তাঁরা প্রথম-দ্বিতীয় লিখতে থাকেন। পরিশেষে যখন ইমাম মিম্বরে বসেন, তখন তাঁরা খাতা গুটিয়ে দেন এবং খুতবা শুনতে (মসজিদের ভিতরে) এসে যান। আর যে সকাল-সকাল আসে, তার উপমা উট কুরবানীদাতার মতো, অতঃপর গাই কুরবানীদাতার মতো, অতঃপর মেষ কুরবানীদাতার

মতো, অতঃপর মুরগী কুরবানীদাতার মতো, অতঃপর ডিম কুরবানীদাতার মতো।” *(মুসলিম ২০২১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ ، حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)). متفقٌ عَلَيْهِ .

(৭৬৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন নাপাকির গোসলের ন্যায় গোসল করল এবং (সূর্য ঢলার সঙ্গে সঙ্গে) প্রথম অক্তে মসজিদে এল, সে যেন একটি উঁট দান করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে এল, সে যেন একটি গাভী দান করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে এল, সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা দান করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে এল, সে যেন একটি মুরগী দান করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে এল, সে যেন একটি ডিম দান করল। তারপর ইমাম যখন খুত্‌বাহ প্রদানের জন্য বের হন, তখন (লেখক) ফিরিশ্তাগণ যিক্‌র শোনার জন্য হাজির হয়ে যান।” *(বুখারী ৮৮১, মুসলিম ২০০১নং)*

عن أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ قال قال رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ».

(৭৬৪) আওস বিন আওস ষাক্বাফী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন (মাথা) ধৌত করে ও যথা নিয়মে গোসল করে, সকাল-সকাল ও আগে-আগে (মসজিদে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হয়, সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে (মসজিদে) যায়, ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ সহকারে (খোতবা) শ্রবণ করে, এবং কোন অসার ক্রিয়া-কলাপ করে না, সে ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসরের নেক আমল ও তার (সারা বছরের) রোযা ও নামাযের সওয়াব লাভ হয়।” *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬৮৭ নং)*

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : ((إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ صَلاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ)).

(৭৬৫) আবূ উবাইদাহ বিন জার্রাহ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “সবচেয়ে উত্তম নামায হল জুমআর দিন ফজরের জামাআত সহকারে নামায।” *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩০৪৫, বায্‌যার ১২৭৯, সিঃ সহীহাহ ১৫৬৬নং)*

عن أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ».

(৭৬৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক সাবালকের জন্য জুমআর দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি ব্যবহার করা কর্তব্য।” *(বুখারী ৮৮০, মুসলিম ১৯৯৭নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ – إِنْ كَانَ لَهَا – وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ».

(৭৬৭) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে, তার স্ত্রীর সুগন্ধি (আতর) থাকলে তা ব্যবহার করে, উত্তম লেবাস পরিধান করে, অতঃপর (মসজিদে এসে) লোকেদের কাতার চিরে (আগে অতিক্রম) করে না এবং ইমামের উপদেশ দানকালে কোন বাজে কর্ম করে না, সে ব্যক্তির জন্য তা উভয় জুমআর মধ্যবর্তী কৃত পাপের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি অনর্থক কর্ম করে এবং লোকেদের কাতার চিরে সামনে অতিক্রম করে, সে ব্যক্তির জুমআহ যোহরে পরিণত হয়ে যায়।” *(আবূ দাউদ ৩৪৭, বাইহাক্বী ৫৬৭৯, ইবনে খুযাইমাহ ১৮১০, সহীহ তারগীব ৭২০নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৬৮) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন জুমআতে আসার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন গোসল করে।” *(বুখারী ৮৭৭, ৮৯৪, ৯১৯, মুসলিম ১৯৮৯নং)*

وَعَنْ أَبي سعيدٍ الخُدْرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৬৯) আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক সাবালকের উপর জুমআর দিনের গোসল ওয়াজেব।” *(বুখারী ৮৫৮, ৮৭৯, মুসলিম ১৯৯৪নং)*

এখানে ওয়াজেবের অর্থ এখতিয়ারী ওয়াজেব (মুস্তাহাব) ধরা হয়েছে। যেমন কেউ তার সাথীকে বলে, ‘আমার উপর তোমার অধিকার ওয়াজেব।’ (অর্থাৎ, অবশ্য পালনীয়।) এর মানে প্রকৃত ওয়াজেব নয়; যা ত্যাগ করলে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হতে হয়। আর আল্লাহই অধিক জানেন। (ওয়াজেব না হওয়ার প্রমাণ পরবর্তী হাদীস।)

وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ)) رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৭৭০) সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিনে ওযূ করল, তাহলে তা যথেষ্ট ও উত্তম। আর যে গোসল করল, (তার) গোসল হল সর্বোত্তম।” *(আবূ দাউদ ৩৫৪, তিরমিযী ৪৯৭, হাসান)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–

يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ « يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا – ثُمَّ قَالَ – إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ».

(৭৭১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা সুলাইক গাতফানী মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে তিনি তাকে বললেন, "তুমি নামায পড়েছ কি?" লোকটা বলল, না। তিনি বললেন, "ওঠ এবং হাল্কা করে ২ রাকআত পড়ে নাও।" অতঃপর তিনি সকলের জন্য চিরস্থায়ী একটি বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোকেদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাদের কেউ যখন ইমামের খুতবা দেওয়া কালীন সময়ে উপস্থিত হয়, সে যেন (সংক্ষেপে) ২ রাকআত নামায পড়ে নেয়।" *(বুখারী, ৯৩০, ১১৭০, মুসলিম ২০৫৫-২০৬১, আবূ দাউদ ১১১৭, তিরমিযী ৫১০নং)*

عبد الله بن أبي سرح – رضي الله عنه – : «أَن أبا سعيد الخدريَّ دَخَلَ يوم الجمعة المسجد ومَرْوانُ يَخطُبُ ، فقام يصلي، فجاء الحرسُ ليُجْلِسُوه، فأبى ، حتى صلَّى، فلما انصرف أتيناه ، فقلنا: رحمك الله ، إن كادوا لَيَقَعُوا بك ، فقال : ما كنتُ لأتركهما بعد شيء رأيتُهُ من رسول الله –صلى الله عليه وسلم.

(৭৭২) আব্দুল্লাহ বিন আবী সার্‌হ বলেন, একদা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ মসজিদ প্রবেশ করলেন। তখন মারওয়ান খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি নামায পড়তে শুরু করলে প্রহরীরা তাঁকে বসতে আদেশ করল। কিন্তু তিনি তাদের কথা না শুনেই নামায শেষ করলেন। নামায শেষে লোকেরা তাকে বলল, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। এক্ষনি ওরা যে আপনার অপমান করত। উত্তরে তিনি বললেন, আমি সে নামায ছাড়ব কেন, যে নামায পড়তে নবী ﷺ-কে আদেশ করতে দেখেছি। *(তিরমিযী ৫১১নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: ((اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ)).

(৭৭৩) আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জুমআর দিনে এক ব্যক্তি লোকেদের কাতার চিরে (মসজিদের ভিতর) এল। সে সময় নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তাকে দেখে নবী ﷺ বললেন, "বসে যাও, তুমি বেশ কষ্ট দিয়েছ এবং দেরী করেও এসেছ।" *(আহমাদ ১৭৬৭৪, আবূ দাউদ ১১২০, ইবনে খুযাইমাহ ১৮১১, ইবনে হিব্বান ২৭৯০, সহীহ তারগীব ৭১৪নং)*

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت و ألغيت يعني و الإمام يخطب)).

(৭৭৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জুমআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে কথা বললে তুমি অনর্থ কর্ম করলে এবং (জুমআহ) বাতিল করলে।" *(ইবনে খুযাইমা ১৮০৪, সহীহ তারগীব ৭১৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغوتَ ».

(৭৭৫) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জুমআর দিন ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় যদি তুমি তোমার (কথা বলছে এমন) সঙ্গীকে 'চুপ কর' বল, তাহলে তুমিও অসার কর্ম করবে।" *(বুখারী ৯৩৪, মুসলিম ২০০২-২০০৫নং, আসহাবে সুনান, ইবনে খুযাইমাহ)*

عن أبي هريرة قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيقُ.....

(৭৭৬) আবূ হুরাইরা বলেন, একদা মহানবী ﷺ জুমআর দিন দাঁড়িয়ে জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এক মরুবাসী (বেদুঈন) উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল আর পরিবার পরিজন (খাদ্যের অভাবে) ক্ষুধার্ত থেকে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' তখন নবী ﷺ নিজের দুই হাত তুলে দুআ করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে দুআর জন্য হাত তুলল। ফলে এমন বৃষ্টি শুরু হল যে পরবর্তী জুমআতে উক্ত (বা অন্য এক) ব্যক্তি পুনরায় খাড়া হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ঘর-বাড়ি ভেঙে গেল এবং মাল-ধন ডুবে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন!' মহানবী ﷺ তখন নিজের হাত তুলে পুনরায় বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দুআ করলেন এবং বৃষ্টিও থেমে গেল। *(বুখারী ৯৩২, ৯৩৩, ১০১৩, ১০২৯, মুসলিম ২১১৫নং, নাসাঈ, আহমাদ ৩/২৫৬, ২৭১)*

জুমআর দিন খুৎবা চলাকালীন সময়ে দুই হাঁটুকে পেটে লাগিয়ে বসা অপছন্দনীয়

কেননা, তাতে ঘুম চলে আসে, যার ফলে খুৎবা শোনা থেকে বঞ্চিত হতে হয় এবং ওযূ নষ্ট হওয়ার (অনুরূপ পড়ে যাওয়ার) আশংকা থাকে। (যেমন নিচে থেকে লুঙ্গি সরে গিয়ে লজ্জাস্থান প্রকাশ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।)

عَنْ مُعاذِ بنِ أَنَسٍ الجُهَنِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقالا : ((حديث حسن))

(৭৭৭) মুআয ইবনে আনাস জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমআর দিনে ইমামের খুৎবা চলা অবস্থায় দুই হাঁটুকে পেটে লাগিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ ১১১২, তিরমিযী ৫১৪, হাসান)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ».

(৭৭৮) আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে।" *(বাইহাকী ৬২০৯, হাকেম ৩৩৯২, সহীহ তারগীব ৭৩৫ নং)*

রাতে উঠে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً } [الإسراء : ٧٩]

অর্থাৎ, রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম কর; এটা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৭৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [السجدة : ١٦]

অর্থাৎ, তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি, তা হতে তারা দান করে। *(সূরা সাজদাহ ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, { كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } [الذاريات : ١٧]

অর্থাৎ, তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত। *(সূরা যারিয়াত ১৭ আয়াত)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : ((أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟)) متفقٌ عَلَيْهِ . وَعَن الْمُغِيرَةِ بن شُعبة نَحْوُهُ متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৭৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রির একাংশে (নামাযে) এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা ফুলে ফাটার উপক্রম হয়ে পড়ত। একদা আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এত কষ্ট সহ্য করছেন কেন? অথচ আপনার তো পূর্ব ও পরের গুনাহসমূহকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়েছে।' তিনি বললেন, "আমি কি শুকরগুযার বান্দা হব না?" *(বুখারী ৪৮৩৭, মুসলিম ৭৩০৪নং)*

(৭৮০) মুগীরা ইবনে শু'বা হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ১১৩০, মুসলিম ৭৩০৩নং)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلاً ، فَقَالَ : ((أَلاَ تُصَلِّيَانِ ؟)) متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৮১) আলী ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর ও ফাতেমার নিকট রাত্রি বেলায় আগমন করলেন এবং বললেন, "তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) কি (তাহাজ্জুদের) নামায পড় না?" *(বুখারী ১১২৭, ৪৭২৪, মুসলিম ১৮৫৪নং)*

وَعَنْ سَالِمِ بنِ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ، عَن أَبيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ)). قَالَ سالِم : فَكَانَ عَبدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَنامُ مِنَ اللَّيلِ إلاَّ قَلِيلاً . متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৮২) সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) বললেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে উমার কতই না ভাল মানুষ হত, যদি সে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ত।" সালেম বলেন, 'তারপর থেকে (আমার আব্বা) আব্দুল্লাহ রাতে অল্পক্ষণই ঘুমাতেন।' *(বুখারী ১১২২, মুসলিম ৬৫২৫নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا عَبدَ اللهِ ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৮৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না। সে রাতে উঠে নামায পড়ত, তারপর রাতে উঠা ছেড়ে দিল।" *(বুখারী ১১৫২, মুসলিম ২৭৯০নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ ، قَالَ : ((ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيطَانُ فِي أُذُنَيْهِ – أَوْ قَالَ : فِي أُذُنِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন একটি লোকের কথা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হল, যে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করে। তিনি বললেন, "এ এমন এক মানুষ, যার দু' কানে শয়তান প্রস্রাব ক'রে দিয়েছে।" অথবা বললেন, "যার কানে প্রস্রাব ক'রে দিয়েছে।" *(বুখারী ৩২৭০, মুসলিম ১৮৫৩নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُوَ نَامَ ، ثَلاَثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِن اسْتَيقَظَ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى انحلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ ، انْحَلَّتْ عُقدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى ، انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৮৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায় তখন) তার গ্রীবাদেশে শয়তান তিনটি করে গাঁট বেঁধে দেয়; প্রত্যেক গাঁটে সে এই বলে মন্ত্র পড়ে যে, 'তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমাও।' অতঃপর যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিক্‌র করে, তাহলে একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওযূ করে, তবে তার আর একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি নামায পড়ে, তাহলে সমস্ত গাঁট খুলে যায়। আর তার প্রভাত হয় স্ফূর্তিভরা ভালো মনে। নচেৎ সে সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।" *(বুখারী ১১৪২, ৩২৬৯, মুসলিম ১৮৫৫নং আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

عن أَبي أُمَامَةَ ، عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ :عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ.

(৭৮৬) আবু উমামাহ বাহেলী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমরা তাহাজ্জুদের নামাযে অভ্যাসী হও। কারণ, তা তোমাদের পূর্বতন নেক বান্দাদের অভ্যাস; তা তোমাদের প্রভুর নৈকট্যদানকারী ও পাপক্ষালনকারী এবং গোনাহ হতে বিরতকারী আমল।" *(তিরমিযী ৩৫৪৯, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, ইবনে খুযাইমাহ ১১৩৫, হাকেম ১১৫৬, সহীহ তারগীব ৬২৪নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بن سَلاَمٍ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((أَيُّهَا النَّاسُ : أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৭৮৭) আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা ব্যাপকভাবে সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্ন দাও এবং **লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন নামায পড়**। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনে মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, দারেমী ১৪৬০নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ)).

(৭৮৮) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি কক্ষ আছে, যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।" তা শুনে আবু মালেক আশআরী ﷺ বললেন, 'সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্নদান করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।" *(আহমাদ ৬৬১৫, ত্বাবারানী ৩৩৮৮, হাকেম ২৭০, ১২০০, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৩০৯০, সহীহ তারগীব ৬১৭নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ : صَلاَةُ اللَّيْلِ)). رواه مسلم

(৭৮৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "রমযান মাসের রোযার পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহার্রামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের **(তাহাজ্জুদের)** নামায।" *(মুসলিম ২৮১২নং, আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৯০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "রাতের নামায দু' দু' রাকআত করে। অতঃপর যখন ফজর হওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাকআত বিত্‌র পড়ে নেবে।" *(বুখারী ৯৯০, মুসলিম ১৭৮৫নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ .متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৯১) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলায় দু' দু' রাকআত ক'রে নামায পড়তেন এবং এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন।' *(বুখারী ৯৯৫, মুসলিম ১৭৯৭নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئاً ، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيلِ مُصَلِّياً إِلاَّ رَأَيْتَهُ ، وَلاَ نَائِماً إِلاَّ رَأَيْتَهُ . رواه البخاري

(৭৯২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কোন কোন মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে রোযা ত্যাগ করতেন যে, মনে হত তিনি ﷺ উক্ত মাসে আর রোযাই রাখবেন না। অনুরূপভাবে কোন মাসে এমনভাবে (একাদিক্রমে) রোযা রাখতেন যে, মনে হত তিনি ঐ মাসে আর রোযা ত্যাগই করবেন না। (তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল যে,) যদি তুমি তাঁকে রাত্রিতে নামায পড়া অবস্থায় দেখতে না চাইতে, তবু বাস্তবে তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় দেখতে পেতে। আর তুমি যদি চাইতে যে, তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখবে না, কিন্তু বাস্তবে তুমি তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেতে।' *(বুখারী ১১৪১, ১৯৭২নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ تَعْنِي فِي اللَّيلِ ـ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأسَهُ ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ المُنَادِي للصَلاَةِ. رواه البخاري

(৭৯৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এগার রাকআত নামায পড়তেন, অর্থাৎ, রাতে। তিনি মাথা তোলার পূর্বে এত দীর্ঘ সাজদাহ করতেন যে, ততক্ষণে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারবে। আর ফরয নামাযের পূর্বে দু' রাকআত সুন্নত নামায পড়ে ডান পার্শ্বে শুয়ে আরাম করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট নামাযের ঘোষণাকারী এসে হাযির হত।' *(বুখারী ১১২৩নং)*

وَعَنْها ، قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ – فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ – عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةَ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৯৪) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান ও অন্যান্য মাসে (তাহাজ্জুদ তথা তারাবীহ) ১১ রাকআতের বেশী পড়তেন না। প্রথমে চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্নই করো না। তারপর (আবার) চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে প্রশ্নই করো না। অতঃপর তিন রাকআত (বিত্‌র) পড়তেন। (একদা তিনি বিত্‌র পড়ার আগেই শুয়ে গেলেন।) আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি বিত্‌র পড়ার পূর্বেই ঘুমাবেন?"

তিনি বললেন, “আয়েশা! আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়; কিন্তু অন্তর জেগে থাকে।” *(বুখারী ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯, মুসলিম ১৭৫৭নং)*

وَعَنْها : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي . متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৯৫) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ রাতের প্রথম দিকে ঘুমাতেন ও শেষের দিকে উঠে নামায পড়তেন। *(বুখারী ১১৪৬, মুসলিম ১৭৬২নং)*

(অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি এরূপ করতেন নচেৎ এর ব্যতিক্রমও করতেন।)

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ ! قِيلَ : مَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجلِسَ وَأَدَعَهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৯৬) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি একটা মন্দ কাজের ইচ্ছা ক’রে ফেলেছিলাম।’ ইবনে মাসঊদ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘সে ইচ্ছাটা কি করেছিলেন?’ তিনি বললেন, ‘আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি।’ *(বুখারী ১১৩৫, মুসলিম ১৮৫১নং)*

وَعَنْ حُذَيفَةَ ﷺ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ المئَةِ ، ثُمَّ مَضَى ، فَقُلتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى ، فَقُلتُ : يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ، يَقرَأُ مُتَرَسِّلاً : إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ : ((سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ)) فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ : ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ)) ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ : ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى)) فَكَانَ سجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلم.

(৭৯৭) হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক রাতে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ আরম্ভ করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, ‘একশত আয়াতের মাথায় তিনি রুকু করবেন।’ (কিন্তু) তিনি তারপরও কিরাআত চালু রাখলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, ‘তিনি এরই দ্বারা (সূরা শেষ করে) রুকু করবেন।’ কিন্তু তিনি সূরা নিসা পড়তে আরম্ভ করলেন এবং সম্পূর্ণ পড়লেন। তিনি স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে তেলাঅত করতেন। যখন এমন আয়াত আসত, যাতে তাসবীহ পাঠ করার উল্লেখ আছে, তখন (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করতেন। যখন কোন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। যখন কোন আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (অতঃপর) তিনি ﷺ রুকু করলেন। সুতরাং তিনি রুকুতে ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম’ পড়তে আরম্ভ করলেন। আর তাঁর রুকু ও কিয়াম (দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়া অবস্থা) এক সমান ছিল। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ’ (অর্থাৎ আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রশংসা শুনলেন, যে তা তাঁর জন্য করল। হে আমাদের পালনকর্তা তোমার সমস্ত প্রশংসা) পড়লেন।

অতঃপর বেশ কিছুক্ষণ (কওমায়) দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকুর কাছাকাছি সময় জুড়ে। তারপর সাজদাহ করলেন এবং তাতে তিনি পড়লেন, 'সুবহানাল্লা রাব্বিয়াল আ'লা' (অর্থাৎ আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। আর তাঁর সাজদা দীর্ঘ ছিল তার কিয়াম (দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়া অবস্থা)র কাছাকাছি। *(মুসলিম ১৮৫০নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((طُوْلُ الْقُنُوْتِ)). رواه مسلم

(৭৯৮) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বোত্তম নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন, "দীর্ঘ কিয়ামযুক্ত নামায।" *(মুসলিম ১৮০৪-১৮০৫নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ دَاوُدَ ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوماً وَيُفْطِرُ يَوْماً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৭৯৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ-স ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নামায, দাঊদ ﷺ-এর নামায এবং আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম রোযা, দাঊদ ﷺ-এর রোযা; তিনি অর্ধরাতে নিদ্রা যেতেন এবং রাতের তৃতীয় ভাগে ইবাদত করার জন্য উঠতেন। অতঃপর রাতের ষষ্টাংশে আবার নিদ্রা যেতেন। (অনুরূপভাবে) তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ত্যাগ করতেন।" *(বুখারী ১১৩১, ৩৪২০, মুসলিম ২৭৯৬-২৭৯৭নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ)). رواه مسلم

(৮০০) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "রাত্রিকালে এমন একটি সময় আছে, কোন মুসলিম ব্যক্তি তা পেয়েই দুনিয়া ও আখেরাত বিষয়ক যে কোন উত্তম জিনিস প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে তা দিয়ে থাকেন। ঐ সময়টি প্রত্যেক রাতে থাকে।" *(মুসলিম ১৮০৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ ».

(৮০১) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমাদের বর্কতময় মহান প্রতিপালক প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব। (ফজর পর্যন্ত এ আহবান থাকে।)" *(বুখারী ১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪, মুসলিম ১৮০৮-১৮১৩, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلاَةَ بِرَكْعَتَيْنِ

خَفِيفَتَيْنِ)). رواه مسلم

(৮০২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ রাতে নামায পড়ার জন্য উঠবে, সে যেন হাল্কাভাবে দু' রাকআত পড়ার মাধ্যমে নামায শুরু করে।" *(মুসলিম ১৮৪৩নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . رواه مسلم

(৮০৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যখন রাতে (তাহাজ্জুদের) জন্য উঠতেন, তখন দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায পড়ার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন।' *(মুসলিম ১৮৪২নং)*

وَعَنْها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِن اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً . رواه مسلم

(৮০৪) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দৈহিক ব্যথা-বেদনা বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায ছুটে যেত, তাহলে তিনি দিনের বেলায় ১২ রাকআত নামায পড়তেন।" *(মুসলিম ১৭৭৭নং)*

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ)). رواه مسلم

(৮০৫) উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় অযীফা (দৈনিক যথা নিয়মে তাহাজ্জুদের নামায) অথবা তার কিছু অংশ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর যদি সে ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়ে নেয়, তাহলে তার জন্য তা এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে তা রাতেই পড়েছে।" *(মুসলিম ১৭৭৯নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا المَاءَ ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৮০৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্ত্রীকেও জাগায়। অতঃপর যদি সে (জাগতে) অস্বীকার করে, তাহলে তার মুখে পানির ছিটা মারে। অনুরূপ আল্লাহ সেই মহিলার প্রতি দয়া করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্বামীকেও জাগায়। অতঃপর যদি সে (জাগতে) অস্বীকার করে, তাহলে সে তার মুখে পানির ছিটা মারে।" *(আহমাদ ৭৪১০, আবু দাউদ ১৩১০, নাসাঈ ১৬১০, হাকেম ১১৬৪নং)*

وَعَنْه وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا – أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعاً، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৮০৭) উক্ত রাবী ﷺ ও আবূ সাঈদ ﷺ উভয় হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাতে জাগিয়ে উভয়ে নামায পড়ে অথবা তারা উভয়ে দু' রাকআত ক'রে নামায আদায় করে, তবে তাদেরকে (অতীব) যিক্‌রকারী ও যিক্‌রকারিণীদের দলে লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আবূ দাউদ ১৩১১, নাসাঈর কুবরা ১৩১০, ইবনে মাজাহ ১৩৩৫নং)*

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم : الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه ؟ والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء)).

(৮০৮) আবু দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাদের প্রতি (সন্তুষ্ট হয়ে) হাসেন এবং তাদের কারণে খুশী হন; (প্রথম) সেই ব্যক্তি যার নিকট স্বদলের পরাজয় প্রকাশ পেলে নিজের জান দিয়ে আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার ওয়াস্তে যুদ্ধ করে। এতে সে হয় শহীদ হয়ে যায় নতুবা আল্লাহ তাকে সাহায্য (বিজয়ী) করেন ও তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন। তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার এই বান্দাকে তোমরা লক্ষ্য কর, আমার জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে কেমন ধৈর্য ধরেছে?'

(দ্বিতীয়) সেই ব্যক্তি যার আছে সুন্দরী স্ত্রী এবং নরম ও সুন্দর বিছানা। কিন্তু সে (এ সব ত্যাগ করে) রাত্রে উঠে নামায পড়ে। এর জন্য আল্লাহ বলেন, 'সে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে আমাকে স্মরণ করছে, অথচ ইচ্ছা করলে সে নিদ্রা উপভোগ করতে পারত।'

আর (তৃতীয়) সেই ব্যক্তি যে সফরে থাকে। তার সঙ্গে থাকে কাফেলা। কিছু রাত্রি জাগরণ করে সকলে ঘুমে ঢলে পড়ে। কিন্তু সে শেষরাত্রে উঠে কষ্ট ও আরামের সময় নামায পড়ে।" *(ত্বাবারানী কাবীর, হাকেম ৬৮, সহীহ তারগীব ৬২৯নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ ».

(৮০৯) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দশটি আয়াত নামাযে পড়ে সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হয় না, যে একশ'টি আয়াত নামাযে পড়ে সে আবেদদের তালিকাভুক্ত হয়। আর যে এক হাজারটি আয়াত নামাযে পড়ে সে অজস্র সওয়াব অর্জনকারীদের তালিকাভুক্ত হয়।" *(আবু দাউদ ১৪০০, ইবনে খুযাইমাহ ১১৪৪, ইবনে হিব্বান ২৫৭২, সহীহ তারগীব ৬৩৯নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৮১০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে তন্দ্রাভিভূত হবে, তখন সে যেন নিদ্রা যায়, যতক্ষণ না তার নিদ্রার চাপ দূর হয়ে যায়। কারণ, যখন কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নামায পড়বে, তখন সে খুব সম্ভবতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিতে লাগবে।" *(বুখারী ২১২, মুসলিম ১৮৭১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ ، فَلْيَضْطَجِع)). رواه مسلم

(৮১১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ রাতে উঠবে ও (ঘুমের চাপের কারণে) জিহ্বায় কুরআন পড়তে এমন অসুবিধা বোধ করবে যে, সে কি বলছে তা বুঝতে পারবে না, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে।" *(মুসলিম ১৮৭২নং)*

সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায

(৮১২) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদিন সূর্যে গ্রহণ লাগলে মহানবী ﷺ নামায পড়তে খাড়া হলেন। তাতে তিনি সুদীর্ঘ ক্বিরাআত ক'রে প্রত্যেক রাকআতে লম্বা লম্বা দু'টি ক'রে রুকূ করলেন। এই নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন,

« رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِى أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ أَلَمْ تَعِدْنِى أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ».

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আমাকে ওয়াদা দাওনি যে, আমি ওদের মাঝে থাকা অবস্থায় তুমি ওদেরকে আযাব দেবে না? তুমি কি আমাকে ওয়াদা দাওনি যে, ওদের ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকা অবস্থায় তুমি ওদেরকে আযাব দেবে না?" *(আবূ দাউদ ১১৯৬নং)*

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا...)).

(৮১৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে তাতে গ্রহণ লাগে না। সুতরাং গ্রহণ লাগা দেখলে তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর, তকবীর পড়, নামায পড় এবং সদকাহ কর।" *(বুখারী ১০৪৪, মুসলিম ২১২৭, মিশকাত ১৪৮৩ নং)*

চাশ্তের নামাযের ফযীলত

এর ন্যূনতম, অধিকতম ও মধ্যম রাকআত সংখ্যার উল্লেখ তথা অব্যাহতভাবে এটি পড়ার প্রতি উৎসাহ দান

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৮১৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে এই

তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন; (১) প্রতি মাসে তিনটি (১৩, ১৪, ১৫ তারীখে) রোযা রাখার। (২) চাশ্তের দু' রাকআত (সুন্নত) পড়ার। (৩) এবং ঘুমাবার আগে বিত্র পড়ে নেওয়ার।' *(বুখারী ১৯৮১, মুসলিম ১৭০৫নং)*

*** ঘুমাবার আগে বিত্র পড়ে নেওয়ার বিধান সেই ব্যক্তির জন্য, যে রাতের শেষে উঠতে পারবে বলে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। নচেৎ রাতের শেষভাগে বিত্র পড়াই বেশী উত্তম।*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى)). رواه مسلم

(৮১৫) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ এমন অবস্থায় সকালে ওঠে যে, তার (দেহের) প্রতিটি জোড়ের সাদকা দেওয়ার জন্য সে দায়বদ্ধ হয়। সুতরাং প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রত্যেক 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রত্যেক 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রতিটি 'আল্লাহু আকবার' বলা সাদকাস্বরূপ, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সাদকাস্বরূপ এবং মন্দকাজে বাধা দেওয়া সাদকাস্বরূপ। আর এ সমস্ত কিছুর পরিবর্তে দু' রাকআত (চাশ্তের) নামায পড়লে তা যথেষ্ট হবে।" *(মুসলিম ১৭০৪নং)*

عن بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَدْفِنُهَا أَوْ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنْ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ)).

(৮১৬) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মানবদেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ঐ প্রত্যেক গ্রন্থির তরফ থেকে দেয় সদকাহ রয়েছে।" সকলে বলল, 'এত সদকাহ দিতে আর কে সক্ষম হবে, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "মসজিদ হতে কফ (ইত্যাদি নোংরা) দূর করা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা-পাথর প্রভৃতি) দূর করা এক একটা সদকাহ। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে দুই রাকআত চাশ্তের নামায তোমার সে প্রয়োজন পূর্ণ করবে।" *(আহমাদ ২৩০৩৭,ও শব্দগুলি তাঁরই, আবু দাউদ ৫২৪৪, ইবনে খুযাইমাহ ১২২৬, ইবনে হিব্বান ২৫৪০, সহীহ তারগীব ৬৬৬নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ)). قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ)).

(৮১৭) আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।" বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।" অর্থাৎ

কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। *(তিরমিযী ৫৮৬, সহীহ তারগীব ৪৬৪নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ)).

(৮১৮) উক্ববাহ বিন আমের জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'হে আদম সন্তান! দিনের প্রথমাংশে তুমি আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়তে অক্ষম হয়ো না, আমি তার প্রতিদানে তোমার দিনের শেষাংশের জন্য যথেষ্ট হব।" *(আহমাদ ১৭৩৯০, আবু য়্যালা ১৭৫৭, সহীহ তারগীব ৬৭১নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّه . رواه مسلم

(৮১৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ চাশ্তের চার রাকআত নামায পড়তেন এবং আল্লাহ যতটা চাইতেন সেই মত তিনি আরো বেশী পড়তেন।' *(মুসলিম ১৬৯৮নং)*

وَعَنْ أُمِّ هَانِىءٍ فَاخِتَةَ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، عَامَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَذَلِكَ ضُحىً. متفقٌ عَلَيْهِ . وهذا مختصرٌ لفظِ إحدى روايات مسلم

(৮২০) উম্মে হানী ফাখেতাহ বিন্তে আবু তালেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মক্কা বিজয়ের বছরে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, তিনি গোসল করছেন। যখন তিনি গোসল সম্পন্ন করলেন, তখন আট রাকআত নামায পড়লেন। আর তখন ছিল চাশ্তের সময়।' *(বুখারী ৩৫৭, ১১০৩, ৩১৭১, ৪২৯২, মুসলিম ১৭০২নং, এ শব্দগুলি মুসলিমের একটি বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى فَهُوَ أَقْرَبُ مَغْزًى وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً وَأَوْشَكُ رَجْعَةً)).

(৮২১) আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এক যোদ্ধাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধ সফরে তারা বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ ক'রে খুব শীঘ্রই ফিরে আসে। লোকেরা তাদের যুদ্ধস্থানের নিকটবর্তিতা, লব্ধ সম্পদের আধিক্য এবং ফিরে আসার শীঘ্রতা নিয়ে সবিস্ময় বিভিন্ন আলোচনা করতে লাগল। তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে ওদের চেয়ে নিকটতর যুদ্ধক্ষেত্র, ওদের চেয়ে অধিকতর লব্ধ সম্পদ এবং ওদের চেয়ে শীঘ্রতর ফিরে আসার কথার সন্ধান বলে দেব না? যে ব্যক্তি সকালে ওযু করে চাশ্তের নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, সে ব্যক্তি ওদের চেয়ে

নিকটতর যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করে, ওদের চেয়ে অধিকতর সম্পদ লাভ করে এবং ওদের চেয়ে অধিকতর শীঘ্র ঘরে ফিরে আসে।” *(আহমাদ ৬৬৩৮, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৬৬৮নং)*

সূর্য উঁচুতে ওঠার পর থেকে ঢলা পর্যন্ত চাশ্তের নামায পড়া বিধেয়। উত্তম হল দিন উত্তপ্ত হলে এবং সূর্য আরো উঁচুতে উঠলে এ নামায পড়া

عَن زَيدِ بنِ أَرْقَم ﷺ : أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى ، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ)). رواه مسلم

(৮২২) যায়দ বিন আরক্বাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি দেখলেন, একদল লোক চাশ্তের নামায পড়ছে। তিনি বললেন, ‘যদি ওরা জানত যে, নামায এ সময় ছাড়া অন্য সময়ে পড়া উত্তম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আওয়াবীন (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)দের নামায যখন উঁটের বাচ্চার পা বালিতে গরম অনুভব করে।” *(মুসলিম ১৭৮০নং)*

বিত্‌রের প্রতি উৎসাহ দান, তা সুন্নতে মুআক্কাদাহ এবং তা পড়ার সময়

عَن عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(৮২৩) আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘বিত্‌রের নামায, ফরয নামাযের ন্যায় অপরিহার্য নয়। কিন্তু নবী ﷺ এটিকে প্রচলিত করেছেন (অর্থাৎ, এটি সুন্নত)। তিনি বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ বিত্‌র (বিজোড়) সেহেতু তিনি বিত্‌র (বিজোড়কে) ভালবাসেন। অতএব হে কুরআনের ধারকবাহকগণ! তোমরা বিত্‌র পড়।” *(আবূ দাউদ ১৪১৮, তিরমিযী ৪৫৩নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ৫৯২নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمِنْ أَوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৮২৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাতের প্রতিটি ভাগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌র পড়েছেন; রাতের প্রথম ভাগে, এর মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে। তাঁর বিত্‌রের শেষ সময় ছিল ভোরবেলা পর্যন্ত।’ *(বুখারী ৯৯৬, মুসলিম ১৭৭০-১৭৭২নং)*

(অর্থাৎ এর প্রথম সময় এশার পর পরই শুরু হয় আর শেষ সময় ফজর উদয়কাল অবধি অবশিষ্ট থাকে। এর মধ্যে যে কোন সময় ১,৩,৫,৭, প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যায় বিত্‌র পড়া বিধেয়।)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৮২৫) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের রাতের শেষ নামায বিত্‌র কর।" *(বুখারী ৯৯৮, মুসলিম ১৭৯১নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا)). رواه مسلم

(৮২৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ফজর হওয়ার পূর্বেই তোমরা বিত্‌র পড়ে ফেল।" *(মুসলিম ১৮০০নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ ، أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرتْ . رواه مسلم

وفي روايةٍ لَهُ : فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ ، قَالَ : ((قُومِي فَأَوتِرِي يَا عَائِشَة)).

(৮২৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ রাতে তাঁর (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন। আর তিনি (আয়েশা) তাঁর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতেন। অতঃপর যখন (সব নামায পড়ে) বিত্‌র বাকি থাকত, তখন তাঁকে তিনি জাগাতেন এবং তিনি (আয়েশা) বিত্‌র পড়তেন। *(বুখারী ৫১২, ৯৯৭, মুসলিম ১১৬৯, ১৭৬৯নং)*

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, যখন বিত্‌র অবশিষ্ট থাকত, তখন তিনি বলতেন, "আয়েশা! উঠ, বিত্‌র পড়ে নাও।" *(১৭৬৮নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৮২৮) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ফজর হওয়ার আগে ভাগেই বিত্‌র পড়ে নাও।" *(আহমাদ ৪৯৫২, মুসলিম ১৭৮৯, আবূ দাঊদ ১৪৩৮, তিরমিযী ৪৬৭নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ)). رواه مسلم

(৮২৯) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে না পারার আশংকা করবে, সে যেন শুরু রাতেই বিত্‌র পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি রাতের শেষ ভাগে উঠে (ইবাদত) করার লালসা রাখে, সে যেন রাতের শেষ ভাগেই বিত্‌র সমাধা করে। কারণ, রাতের শেষ ভাগের নামাযে ফিরিশ্তারা হাজির হন এবং এটিই উত্তম আমল। *(মুসলিম ১৮০২নং)*

নামায কাযা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ

تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ».

(৮৩০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এবং সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের এক রাকআত নামায পেয়ে যায়, সে (যথাসময়ে) নামায পেয়ে যায়।" *(বুখারী ৫৭৯, মুসলিম ১৪০৮, মিশকাত ৬০১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ)).

(৮৩১) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এক রাকআত নামায পায়, সে যেন (সূর্য ডুবে গেলেও) তার বাকী রাকআত নামায সম্পন্ন করে নেয়। আর যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের এক রাকআত নামায পায়, সে যেন (সূর্য উঠে গেলেও) তার বাকী রাকআত নামায সম্পন্ন করে নেয়।" *(বুখারী ৫৫৬, মিশকাত ৬০২নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ».

(৮৩২) আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, "যখন কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার কাফ্ফারা হল স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেওয়া।" *(মুসলিম ১৬০০নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ ».

(৮৩৩) আনাস ﷺ কর্তৃক অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি কোন নামায পড়তে ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ে নেয়। (এই কাযা আদায় করা ছাড়া) এর জন্য আর অন্য কোন কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নেই।" *(বুখারী ৫৯৭, মুসলিম ১৫৯৮, মিশকাত ৬০৩নং)*

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِىءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ».

وفي رواية أبي هريرة: « مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى) ».

(৮৩৪) আবূ কাতাদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শোনো! নিদ্রা অবস্থায় কোন শৈথিল্য নেই। শৈথিল্য তো (জাগ্রত অবস্থায়) তার থাকে, যে নামায পড়ল না, পরিশেষে অন্য নামাযের সময় এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং যখন কারো এমন হয় (কোন

নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে), তখন তার উচিত, (স্মরণ হওয়া বা) জাগা মাত্র তা পড়ে নেওয়া। অতঃপর আগামীতে সে নামায যথাসময়ে পড়া।”

আবূ হুরাইরার বর্ণনায় আছে, “কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তুমি নামায কায়েম কর।” *(ত্বাহা ঃ ১৪, মুসলিম ১৫৯২, ১৫৯৪, আবূ দাউদ ৪৩৭, তিরমিযী ১৭৭, নাসাঈ ৬১৫, ইবনে মাজাহ ৬৯৮, মিশকাত ৬০৪নং)*

নামাযে জায়েয কর্মাবলী

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ))، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: ((أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)).

(৮৩৫) আনাস বিন মালেক ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ ক্বিবলার দিকে কফ দেখলেন। এতে তাঁর কষ্ট হল। এমনকি তা তাঁর চেহারায় দেখা গেল। সুতরাং তিনি উঠে নিজ হাত দ্বারা পরিষ্কার করলেন, অতঃপর বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায় আলাপ করে। তার প্রতিপালক থাকেন তার ও তার কিবলার মাঝে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তার সামনের দিকে অবশ্যই থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলে।” অতঃপর তিনি তাঁর চাদরের এক প্রান্ত ধরে তার উপর থুথু ফেললেন এবং পাশাপাশি কাপড় ধরে কচলে দিলেন, আর বললেন, “অথবা সে যেন এইরূপ করে।” *(বুখারী ৪০৫, ৪১৭, মিশকাত ৭৪৬নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا)).

(৮৩৬) আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কারণ সে তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায় আলাপ (মুনাজাত) করে; যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় থাকে। তার ডান দিকেও যেন থুথু না ফেলে, কারণ ডানে থাকেন এক ফিরিশ্তা। সুতরাং সে যেন বাম দিকে থুথু ফেলে অথবা পায়ের নিচে ফেলে দাফন ক’রে দেয়।” *(বুখারী ৪১৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ».

(৮৩৭) আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যখন কেউ জুতা খুলে রেখে নামায পড়তে চায়, তখন সে যেন জুতা দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেয়। বরং সে

যেন তা তার দু’ পায়ের ফাঁকে রেখে নেয় অথবা পায়ে রেখেই নামায পড়ে।” *(আবূ দাউদ ৬৫৫, সহীহ আবূ দাউদ ৬১০নং)*

নামায মুনাজাত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ)).

(৮৩৮) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “অবশ্যই নামাযী তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায় আলাপ করে। সুতরাং কি নিয়ে আলাপ করছে, তা যেন সে লক্ষ্য করে। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের পাশে কুরআন সশব্দে না পড়ে।” *(আহমাদ ৫৩৪৯, ত্বাবারানী ১৩৩৯৬, সহীহুল জামে’ ১৯৫১নং)*

মুনাফিকের নামায

عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: « تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً ».

(৮৩৯) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে যখন সূর্য শয়তানের দু’টি শিঙের মধ্যবর্তী স্থানে (অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি সময়ে) পৌঁছে, তখন (ত্বরিঘড়ি) উঠে চারটি ঠোকর মেরে নেয়; তাতে সে সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।” *(মুসলিম ১৪৪৩নং)*

নামাযে যা নিষিদ্ধ

পুরুষের চুল বাঁধা

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا)).

(৮৪০) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “আমি (আমরা) আদিষ্ট হয়েছি যে, (রুকূ ও সিজদার সময়) যেন পরিহিত কাপড় ও চুল না গুটাই।” *(বুখারী ৮১০, ৮১৬, মুসলিম ১১২৪নং)*

(৮৪১) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার মাথার লম্বা চুল পিছন দিকে বেঁধে রাখা অবস্থায় নামায পড়লে তিনি বলেন,

« إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِى يُصَلِّى وَهُوَ مَكْتُوفٌ ».

“এ তো সেই ব্যক্তির মত, যে তার উভয় হাত বাঁধা অবস্থায় নামায পড়ে।” *(মুসলিম ১১২৯, আবূ দাউদ ৬৪৭নং, নাসাঈ, দারেমী, আহমাদ ১/৩০৪)*

(৮৪২) আবূ রাফে' কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

« ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ ». يَعْنِى مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ يَعْنِى مَغْرِزَ ضُفُرِهِ.

অর্থাৎ, তিনি চুলের ঐ বাঁধনকে শয়তান বসার জায়গা বলে মন্তব্য করেছেন। *(আবূ দাউদ ৬৪৬, তিরমিযী ৩৮৪নং)*

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মকরূহ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ . متفق عَلَيْهِ

(৮৪৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ১২১৯, মুসলিম ১২৪৬নং)*

(নামাযে কোমরে হাত রাখা নিষেধের কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, যেহেতু এ তরীকা ইয়াহুদীদের অথবা যেহেতু জাহান্নামীরা কোমরে হাত রেখে বিশ্রাম নিবে অথবা যেহেতু তা শয়তানের অভ্যাস অথবা যেহেতু তা অহংকারীর লক্ষণ; আর নামায আগাগোড়া সম্পূর্ণ কাকুতি-মিনতি ও বিনয় প্রকাশের ক্ষেত্র মাত্র। অবশ্য যদি কেউ অসুবিধার কারণে কোমরে হাত রাখে, তাহলে সে কথা ভিন্ন।)

খাবারের চাহিদা থাকা কালে খাবার উপস্থিত রেখে এবং পেশাব-পায়খানার খুব চাপ থাকলে উভয় অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ)) . رواه مسلم

(৮৪৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "খাবার হাযির থাকা কালীন অবস্থায় নামায নেই, আর পেশাব পায়খানার চাপ সামাল দেওয়া অবস্থায়ও নামায নেই।" *(মুসলিম ১২৭৪নং)*

নামাযে আসমান বা উপরের দিকে তাকানো নিষেধ

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا بَالُ أَقْوامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ !)) فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : ((لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ!)). رواه البخاري

(৮৪৫) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লোকদের কী হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলছে?" এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি তিনি বললেন, "তারা যেন অবশ্যই এ কাজ হতে বিরত থাকে; নচেৎ অবশ্যই তাদের দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।" *(বুখারী ৭৫০নং, আবূ দাউদ ৯১৪, নাসাঈ ১১৯৩, ইবনে মাজাহ ১০৪৪নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ

إِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ».

(৮৪৬) জাবের বিন সামুরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নামাযের মধ্যে আকাশের (উপরের) দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে লোকেরা অতি অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ ওদের দৃষ্টি আর ফিরে না-ও আসতে পারে। (ওরা অন্ধ হয়ে যেতে পারে।)" *(মুসলিম ৯৯৪নং)*

বিনা ওযরে নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো মাকরূহ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الِالتفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : ((هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ)) . رواه البخاري

(৮৪৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "এটা এক ধরণের অপহরণ, যার মাধ্যমে শয়তান নামাযের অংশ বিশেষ অপহরণ করে।" *(বুখারী ৭৫১, ৩২৯১নং)*

রুকূ-সিজদা সঠিকভাবে না করা

أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ))، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ؟ قَالَ: ((لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا)) أَوْ قَالَ ((لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)).

(৮৪৮) আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চোরদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম চোর হল সেই ব্যক্তি, যে নামায চুরি করে।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! সে নামায কিভাবে চুরি করে?' তিনি বললেন, "সে তার নামাযের রুকূ-সিজদা পূর্ণরূপে করে না।" অথবা তিনি বললেন, "সে রুকূ ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা করে না।" (অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে চট্‌পট রুকু-সিজদা করে।) *(আহমাদ ২২৬৪২, ত্বাবারানী ৩২০৭, ইবনে খুযাইমা ৬৬৩, হাকেম ৮৩৫, সহীহ তারগীব ৫২৪নং)*

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا لا يُتِمَّ رُكُوعَهُ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَثَلُ الَّذِي لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ ، مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَينِ لاَ تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا)).

(৮৪৯) আবু আব্দুল্লাহ আশআরী ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার নামাযে পূর্ণভাবে রুকূ করছে না এবং ঠক্‌ঠক্ করে (তাড়াতাড়ি) সিজদা করছে। এ দেখে তিনি বললেন, "এ ব্যক্তি যদি এই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার মরণ

মুহাম্মাদী মিল্লতের উপর হবে না।”

অতঃপর তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি তার রুকূ সম্পূর্ণরূপে করে না এবং ঠকাঠক্ (তাড়াহুড়া করে) সিজদা করে তার উদাহরণ সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত যে, একটি অথবা দু’টি খেজুর তো খায়, অথচ তা তাকে মোটেই পরিতৃপ্ত করে না।” *(ত্বাবারানী ৩৭৪৮, আবূ য়্যা’লা ৭১৮৪, ইবনে খুযাইমা ৬৬৫নং, সহীহ তারগীব ৫২৮নং)*

নফল নামাযের ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ((مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ)).

(৮৫০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি আমার অলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বান্দা যা কিছু দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম হল সেই ইবাদত, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর সে নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর আমি তার শোনার কান হয়ে যাই, তার দেখার চোখ হয়ে যাই, তার ধরার হাত হয়ে যাই, তার চলার পা হয়ে যাই! সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আর আমি যে কাজ করি তাতে কোন দ্বিধা করি না---যতটা দ্বিধা করি এজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে; কারণ, সে মরণকে অপছন্দ করে। আর আমি তার (বেঁচে থেকে) কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি।” *(বুখারী ৬৫০২নং)*

عن ثوبان قال قال له رسول الله ﷺ: « عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ».

(৮৫১) যাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন, “তুমি আল্লাহর জন্য অধিকাধিক সিজদা করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও; কারণ যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তার দরুন একটি গোনাহ মোচন করবেন।” *(মুসলিম ১১২১, তিরমিযী ৩৮৮-৩৯৯, নাসাঈ ১১৩৯, ইবনে মাজাহ ১৪২২নং)*

عن رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى « سَلْ ». فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ « أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ». قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. قَالَ « فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ».

(৮৫২) রবীআহ বিন কা'ব আসলামী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে রাত্রিবাস করতাম এবং তাঁর ওযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস হাজির করে দিতাম। একদা তিনি আমাকে বললেন, "তুমি আমার নিকট কিছু চাও।" আমি বললাম, 'আমি জান্নাতে আপনার সংসর্গ চাই।' তিনি বললেন, "এ ছাড়া আর কিছু?" আমি বললাম, 'ওটাই (আমার বাসনা)।' তিনি বললেন, "তাহলে অধিক অধিক সিজদা করে (নফল নামায পড়ে) এ ব্যাপারে আমার সহায়তা কর।" *(মুসলিম ১১২২, আবু দাউদ ১৩২২, নাসাঈ ১১৩৮-নং, প্রমুখ)*

عَنْ رَبِيعَةَ بن كَعْبٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَارِي ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَوَيْتُ إِلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَتُّ عِنْدَهُ ، فَلا أَزَالُ أَسْمَعُهُ ، يَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّي حَتَّى أَمَلُّ أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنِي فَأَنَامُ ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : يَا رَبِيعَةُ سَلْنِي فَأُعْطِيَكَ ، قُلْتُ : أَنْظِرْنِي حَتَّى أَنْظُرَ ، وتَذَكَرْتُ أَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ مُنْقَطِعَةٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ أَنْ يُجَنِّبَنِي مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قُلْتُ : مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ ، وَلَكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ فَانِيَةٌ وَأَنْتَ مِنَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ ، قَالَ : إِنِّي فَاعِلٌ ، فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ .

(৮৫৩) উক্ত রবীআহ বিন কা'ব বলেন, আমি দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করতাম এবং রাতে তাঁরই দরজার চৌকাঠে (মাথা রেখে) ঘুমিয়ে পড়তাম। এভাবে তাঁর নিকট এক রাত্রি যাপনকালে আমি শুনছিলাম, তিনি অনবরত বলে যাচ্ছিলেন, 'সুবহা-নাল্লা-হ' 'সুবহা-নাল্লা-হ' সুবহা-নাল্লা-হ' 'সুবহা-না রাব্বী' (আমি আমার মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি আমার মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।) পরিশেষে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম অথবা ঘুম পেয়ে বসলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তিনি ﷺ একদা আমাকে বললেন, "হে রাবীআ'! আমার কাছে কিছু চাও, আমি তোমাকে দেবো।" তখন আমি বললাম, 'আমাকে একটু সময় দিন যাতে ভেবে নিতে পারি (কী চাওয়া যায়)। অতঃপর আমি ভেবে দেখলাম যে, দুনিয়া ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। তাই বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি চাই যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করে দিন, যাতে তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।' (এ কথা শুনে) তিনি চুপ করে গেলেন। অতঃপর বললেন, "এ জিনিস চাওয়ার কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিয়েছে?" তিনি বললেন, 'এটা আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি, তবে আমি যখন জানলাম যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার রয়েছে বিশেষ মর্যাদা তাই এটাই ভালো মনে করলাম যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে

দুআ করে দেন।' তিনি ﷺ বললেন, "আমি দুআ করবো, কিন্তু তুমি অধিকাধিক সিজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল নামায পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য করো।" *(ত্বাবারানী ৪৪৪২, সঃ তারগীব ৩৮৮নং)*

নির্জন প্রান্তরের নামায

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّى فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ».

(৮৫৪) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমার প্রতিপালক বিস্মিত হন পর্বত চূড়ায় সেই ছাগলের রাখালকে দেখে যে নামাযের জন্য আযান দিয়ে (সেখানেই) নামায আদায় করে; আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ বলেন, "তোমরা আমার এই বান্দাকে লক্ষ্য কর, (এমন জায়গাতেও) আযান দিয়ে নামায কায়েম করছে! সে আমাকে ভয় করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।" *(আবু দাউদ ১২০৫, নাসাঈ ৬৬৬, সহীহ তারগীব ২৪৭নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الصَّلاَةُ فِى جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً فَإِذَا صَلاَّهَا فِى فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً ».

(৮৫৫) আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "জামাআতে পড়া নামায পঁচিশটি নামাযের সমতুল্য। যদি কেউ সেই নামায কোন জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে এবং তার রুকু ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে, তবে ঐ নামায পঞ্চাশটি নামাযের সমমানে পৌঁছায়।" *(আবু দাউদ ৫৬০, সহীহ তারগীব ৪১৩নং)*

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِيٍّ، فَحَانَتِ الصَّلاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لا يُرَى طَرَفَاهُ)).

(৮৫৬) সালমান ফারেসী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যখন কোন বৃক্ষ-পানিহীন প্রান্তরে থাকে, অতঃপর সেখানে নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন সে যেন ওযু করে। পানি না পেলে যেন তায়াম্মুম করে। অতঃপর সে যদি শুধু ইকামত দিয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার সাথে তার সঙ্গী দুই ফিরিশ্তা নামায পড়েন। কিন্তু সে যদি আযান দিয়ে ও ইকামত দিয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার পশ্চাতে আল্লাহর এত ফিরিশ্তা নামায পড়েন, যাদের দুই প্রান্ত নজরে আসে না!" *(ত্বাবারানী ৫৯৯৭, আঃ রায্যাক ১৯৫৫, সঃ তারগীব ২৪৯, ৪১৪নং)*

ফরয নামাযের সাথে সুন্নাতে 'মুআক্কাদাহ' পড়ার

ফযীলত। আর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ও তার মাঝামাঝি রাকআত-সংখ্যার বিবরণ

وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيرَ الفَرِيضَةِ ، إلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ، أَوْ إلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ)). رواه مُسلِمٌ

(৮৫৭) মু'মিন জননী উম্মে হাবীবাহ রামলা বিন্তে আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য প্রত্যহ ফরয নামায ছাড়া বারো রাকআত সুন্নত নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন অথবা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়।" *(মুসলিম ১৭২৯নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ فِي الْيَومِ وَاللَّيْلَة دَخَلَ الْجَنَّة ، أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَينِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعِشَاء وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْفَجْر».

(৮৫৮) আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিবারাত্রে বারো রাকআত নামায পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (অথবা জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে); যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে (এক সালামে) চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত।" *(নাসাঈ ১৭৯৪, এবং শব্দগুলি তাঁরই, তিরমিযী ৪১৪৭, ইবনে মাজাহ ১১৪০, সহীহ তারগীব ৫৮০নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ ، وَرَكْعَتَينِ بَعدَ المَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَينِ بَعدَ العِشَاءِ . متفقٌ عَلَيهِ

(৮৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমি দু' রাকআত যোহরের (ফরযের) আগে, দু' রাকআত তার পরে এবং দু' রাকআত জুমআর পরে, দু' রাকআত মাগরেব বাদ, আর দু' রাকআত নামায এশার (ফরযের) পরে পড়েছি।' *(বুখারী ১১৬৫, মুসলিম ১৭৩২নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاَةٌ)). قال في الثَّالِثةِ : ((لِمَنْ شَاءَ)). متفقٌ عَلَيهِ

(৮৬০) আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে।" তৃতীয়বারে বললেন, "যে চায় তার জন্য।" *(বুখারী ৬২৪, ৬২৭, মুসলিম ১৯৭৭নং)*

‘দুই আযানের মাঝখানে’ অর্থাৎ আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে।

ফজরের দু’ রাকআত সুন্নতের গুরুত্ব

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(৮৬১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত ও ফজরের আগে দু’ রাকআত নামায কখনো ত্যাগ করতেন না। *(বুখারী ১১৮২নং)*

وَعَنْها ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ . متفقٌ عَلَيهِ

(৮৬২) উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী ﷺ ফজরের দু’ রাকআত সুন্নতের প্রতি যেরূপ যত্নবান ছিলেন, সেরূপ অন্য কোন নফল নামাযের প্রতি ছিলেন না।’ *(বুখারী ১১৬৯, মুসলিম ১৭১৯নং)*

وَعَنْها ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)). رواه مُسلِمٌ . وفي رواية : ((لَهُمَا أحَبُّ إليَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً)) .

(৮৬৩) উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “ফজরের দু’ রাকআত (সুন্নত) পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে সবার চেয়ে উত্তম।” *(মুসলিম ১৭২১নং)*

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, “ঐ দুই রাকআত আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়।” *(১৭২২নং)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ بِلاَلِ بنِ رَبَاحٍ ﷺ ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، لِيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الغَدَاةِ ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالاً بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ ، حَتَّى أَصْبَحَ جِدّاً، فَقَامَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدّاً ، وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ ، فَقَالَ – يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ – : ((إنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَي الفَجْرِ)) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدّاً ؟ فقَالَ : ((لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ ، لَرَكَعْتُهُمَا ، وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا)). رواه أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

(৮৬৪) আবূ আব্দুল্লাহ বিলাল ইবনে রাবাহ যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআযযিন ছিলেন। (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের নামাযের খবর দেবার মানসে তাঁর নিকট হাযির হলেন। তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাঁকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত রাখলেন, তিনি যে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভোর খুব বেশি পরিস্ফুট হয়ে পড়ল, সুতরাং বিলাল দাঁড়িয়ে নবী ﷺ-কে নামাযের খবর দিলেন এবং বারংবার জানাতে থাকলেন। কিন্তু তিনি বাইরে এলেন না। (তার কিছুক্ষণ পর) তিনি এলেন ও লোকদেরকে নিয়ে নামায

পড়লেন। তখন বিলাল ﷺ নবী ﷺ-কে জানালেন যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) তাঁকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত রেখেছিলেন, যে সম্পর্কে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত খুব ফর্সা হয়ে গেল এবং তিনিও বাইরে আসতে দেরি করলেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, "আমি ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়ছিলাম।" বিলাল বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো একদম সকাল ক'রে দিলেন।' তিনি বললেন, "তার চেয়েও বেশি সকাল হয়ে গেলেও, আমি ঐ দু' রাকআত সুন্নত পড়তাম এবং সুন্দর ও উত্তমরূপে পড়তাম।" *(আবূ দাঊদ ১২৫৯নং, হাসান সূত্রে)*

ফজরের দু' রাকআত সুন্নত হাল্কা পড়া, তাতে কী সূরা পড়া হয় এবং তার সময় কী?

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ . متفقٌ عَلَيهِ .

وفي روايَةٍ لَهُمَا : يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ .

وفي رواية لمسلم: كَانَ يُصلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا. وفي رواية: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ.

(৮৬৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সময় আযান ও ইকামতের মাঝখানে সংক্ষিপ্ত দু' রাকআত নামায পড়তেন। *(বুখারী ৬১৯, মুসলিম ১৭১৬নং)*

উভয়ের অন্য বর্ণনায় আছে, আযান শোনার পর তিনি ফজরের দু' রাকআত সুন্নত এত সংক্ষেপে ও হাল্কাভাবে পড়তেন যে, আমি (মনে মনে) বলতাম, 'তিনি সূরা ফাতেহাও পাঠ করলেন কি না (সন্দেহ)?' *(বুখারী ১১৭১, মুসলিম ১৭১৭-১৭১৮নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, 'যখন তিনি আযান শুনতেন তখন ঐ দু' রাকআত সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন।' অন্য বর্ণনায় আরো আছে, 'যখন ফজর উদয় হয়ে যেত।' *(১৭১৪-১৭১৫নং)*

وَعَنْ حَفصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . متفقٌ عَلَيهِ .

وفي رواية لمسلم : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

(৮৬৬) হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, যখন মুআয্‌যিন আযান দিত ও ফজর উদয় হত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন। *(বুখারী ৬১৮, মুসলিম ১৭০৯নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যখন ফজর উদয় হত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায ছাড়া অন্য নামায পড়তেন না। *(মুসলিম ১৭১১নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ

بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الغَدَاةِ ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ . متفقٌ عَلَيهِ

(৮৬৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে (তাহাজ্জুদের নামায) দুই দুই রাকআত ক'রে পড়তেন। আর রাতের শেষ ভাগে এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন। ফজরের নামাযের পূর্বে দু' রাকআত (সুন্নত) পড়তেন। আর এত দ্রুত পড়তেন যেন তাকবীর-ধ্বনি তাঁর কানে পড়ছে।' *(বুখারী ৯৯৫, মুসলিম ১৭৯৭নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا : {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآيَةَ الَّتِي فِي البَقَرَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا : {آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} .

وفي رواية : وَفِي الآخِرَةِ الَّتي فِي آلِ عِمْرَانَ : {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} . رواه مسلم

(৮৬৮) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ ফজরের সুন্নত নামাযের প্রথম রাকআতে 'কুলূ আমান্না বিল্লাহি অমা উনযিলা ইলাইনা' (১৩৬নং) শেষ আয়াত পর্যন্ত - যেটি সূরা বাক্বারায় আছে - পাঠ করতেন। আর তার দ্বিতীয় রাকআতে 'আমান্না বিল্লাহি অশহাদ বিআন্না মুসলিমূন' (আলে ইমরানের ৫২নং আয়াত) পড়তেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, দ্বিতীয় রাকআতে আলে-ইমরানের (৬৪নং আয়াত) 'তাআলাউ ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা অবাইনাকুম' পাঠ করতেন। *(মুসলিম ১৭২৪-১৭২৫নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } . رَوَاهُ مُسلِم

(৮৬৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দু' রাকআত সুন্নতে সূরা 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন। *(মুসলিম ১৭২৩নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رَمَقْتُ النَّبيَّ ﷺ ، شَهْراً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ))

(৮৭০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এক মাস ব্যাপী লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি ফজরের আগে দু'রাকআত সুন্নত নামাযে এই দুই সূরা 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন। *(তিরমিযী ৪১৭নং, হাসান, নাসাঈ ৯৯২, ইবনে মাজাহ ১১৪৯নং)*

তাহাজ্জুদের নামায পড়ুক আর না পড়ুক ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়ে ডান পার্শ্বে শোয়া মুস্তাহাব ও তার প্রতি উৎসাহ দান।

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكعَتَي الفَجْرِ ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن . رَوَاهُ البُخَارِي

(৮৭১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ যখন ফজরের

দু’ রাকআত সুন্নত পড়তেন, তখন ডান পার্শ্বে শুয়ে (বিশ্রাম) নিতেন।’ *(বুখারী ১১৬০নং)*

وَعَنْها ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ ، وَجَاءهُ المُؤَذِّنُ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَينِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، هكَذَا حَتَّى يأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ . رَوَاهُ مُسلِم

(৮৭২) উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী ﷺ এশার নামায শেষ করার পর থেকে নিয়ে ফজরের নামায অবধি এগার রাকআত (তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন)। প্রত্যেক দু’ রাকআতে সালাম ফিরতেন এবং এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন। অতঃপর যখন মুআযযিন ফজরের নামাযের আযান দিয়ে চুপ হত এবং ফজর তাঁর সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, আর মুআযযিন (ফজরের সময় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য) তাঁর কাছে আসত, তখন তিনি উঠে সংক্ষিপ্তভাবে দু’ রাকআত নামায পড়ে নিতেন। তারপর ডান পার্শ্বে শুয়ে (জিরিয়ে) নিতেন। এইভাবে মুআযযিন নামাযের তাকবীর দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে হাযির হওয়া পর্যন্ত (তিনি শুয়ে থাকতেন)।’ *(মুসলিম ১৭৫২নং)*

‘প্রত্যেক দুই রাকআতে সালাম ফিরতেন।’ এরূপ মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হয়েছে। এর মানে ‘প্রত্যেক দু’ রাকআত পর।’

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَي الفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ)). رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح))

(৮৭৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু’ রাকআত সুন্নত পড়বে, তখন সে যেন তার ডান পার্শ্বে শুয়ে যায়।” *(আবূ দাউদ ১২৬৩, তিরমিযী ৪২০নং বিশুদ্ধ সূত্রে, তিরমিযীর উক্তিঃ হাদীসটি হাসান সহীহ)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ)).

(৮৭৪) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ফজরের ২ রাকআত (সুন্নত) না পড়ে থাকে, সে যেন তা সূর্য ওঠার পর পড়ে নেয়।” *(আহমাদ, তিরমিযী ৪২৩, হাকেম ১১৫৩, ইবনে খুযাইমা ১১১৭, সহীহুল জামে’ ৬৫৪২নং)*

যোহরের সুন্নত

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا . متفقٌ عَلَيهِ

(৮৭৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যোহরের আগে দু’ রাকআত ও তার পরে দু’ রাকআত সুন্নত পড়েছি।’ *(বুখারী ১১৬৫,*

মুসলিম ১৭৩২নং)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(৮৭৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যোহরের আগে চার রাকআত সুন্নত ত্যাগ করতেন না। *(বুখারী ১১৮২, আবূ দাউদ ১২৫৫নং)*

وَعَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً ، ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءِ ، وَيَدْخُلُ بَيتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ مُسلِم

(৮৭৭) উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ আমার ঘরে যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়তেন, তারপর (মসজিদে) বের হয়ে গিয়ে লোকেদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন। অতঃপর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন। তিনি লোকেদেরকে নিয়ে মাগরেবের নামায পড়ার পর আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন। (অনুরূপভাবে) তিনি লোকেদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর আমার ঘরে ফিরে এসে দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন।' *(মুসলিম ১৭৩৩নং)*

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)). رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: ((حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح))

(৮৭৮) উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত সুন্নত পড়তে যত্নবান হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম ক'রে দেবেন।" *(আবূ দাউদ ১২৭১, তিরিমিযী ৪২৮নং, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَقَالَ : ((إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ)).

رواه التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: ((حَدِيثٌ حَسَنٌ))

(৮৭৯) আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব ﷺ হতে বর্ণিত, সূর্য (পশ্চিম গগনে) ঢলে যাবার পর, যোহরের ফরযের পূর্বে নবী ﷺ চার রাকআত সুন্নত নামায পড়তেন। আর বলতেন, "এটা এমন সময়, যখন আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তাই আমার পছন্দ যে, সে সময়েই আমার সৎকর্ম ঊর্ধ্বে উঠুক।" *(তিরমিযী ৪৭৮নং, হাসান)*

عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ».

(৮৮০) আবূ আইউব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত; যার মাঝে কোন সালাম নেই, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়।" *(আবূ দাউদ ১২৭০, ইবনে মাজাহ ১১৫৭, ইবনে খুযাইমা ১২১৪, সহীহুল জামে' ৮৮৫নং)*

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس . فقلت : يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس ؟ فقال : ((إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير)). قلت : أفي كلهن قراءة ؟ قال : ((نعم)). قلت : هل فيهن تسليم فاصل ؟ قال : ((لا)).

(৮৮১) আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ বলেন, নবী ﷺ সূর্য ঢলার সময় ৪ রাকআত নামায প্রত্যহ পড়তেন। একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি সূর্য ঢলার সময় এই ৪ রাকআত প্রত্যহ পড়ছেন?' তিনি বললেন, "সূর্য ঢলার সময় আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং যোহরের নামায না পড়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। অতএব আমি পছন্দ করি যে, এই সময় আমার নেক আমল (আকাশে আল্লাহর নিকট) উঠানো হোক।" আমি বললাম, 'তার প্রত্যেক রাকআতেই কি ক্বিরাআত আছে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, 'তার মাঝে কি পৃথককারী সালাম আছে?' তিনি বললেন, "না।" *(মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, আলবানী ২৪৯নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعاً قَبلَ الظُّهْرِ ، صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا . رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ))

(৮৮২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়তে সুযোগ পেতেন না, তখন তার পরে তা পড়ে নিতেন। *(তিরমিযী ৪২৬নং, হাসান)*

আসরের সুন্নতের বিবরণ

عَن عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ . رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ))

(৮৮৩) আলী ইবনে আবী তালেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ আসরের ফরয নামাযের আগে চার রাকআত সুন্নত পড়তেন। তার মাঝখানে নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গ ও তাঁদের অনুসারী মুসলিম ও মু'মিনদের প্রতি সালাম পেশ করার মাধ্যমে পার্থক্য করতেন।' *(তিরমিযী ৪২৯নং, হাসান)*

অন্য বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ আসরের পূর্বে ৪ রাকআত নামায পড়তেন এবং প্রত্যেক দুই রাকআতে আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশ্তা, আম্বিয়া ও তাঁদের অনুসারী মুমিন-মুসলিমদের প্রতি সালাম (তাশাহহুদ) দিয়ে তা পৃথক করতেন। আর সর্বশেষে সালাম ফিরতেন।' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সিঃ সহীহাহ ২৩৭নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((رَحِمَ اللَّهُ امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ

أَرْبَعاً)). رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: ((حَدِيثٌ حَسَنٌ)).

(৮৮৪) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়ে।" *(আবূ দাউদ ১২৭৩, তিরমিযী ৪৩০নং, হাসান, আহমাদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৮৪নং)*

মাগরেবের ফরয নামাযের পূর্বে ও পরের সুন্নতের বিবরণ

এ বিষয়ে ইবনে উমার ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বিশুদ্ধ হাদীস পূর্বে গত হয়েছে; যাতে আছে যে, মাগরেবের পর নবী ﷺ দু' রাকআত নামায পড়তেন।

وَعَنْ عبد الله بن مُغَفَّلٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ)). قال في الثَّالِثَةِ : ((لِمَنْ شَاءَ)). رواه البُخَارِيُّ

(৮৮৫) আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ (দু'বার) বললেন, "তোমরা মাগরেবের পূর্বে (দু' রাকআত) নামায পড়।" অতঃপর তৃতীয় বারে তিনি বললেন, "যার ইচ্ছা হবে, (সে পড়বে।)" *(বুখারী ১১৮৩, ৭৩৬৮, আবূ দাউদ ১২৮৩নং)*

** (যদিও মাগরেবের পূর্বে এটি সুন্নাতে রাতেবা নয় তবুও তিনবার এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করাতে এর গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দান তথা জোর দেওয়ায় এর মুস্তাহাব হওয়ার কথা প্রতিপন্ন হয়।)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِندَ المَغْرِبِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(৮৮৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বড় বড় সাহাবীদেরকে দেখেছি, তাঁরা মাগরেবের সময় থামগুলির দিকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হতেন।' (দু' রাকআত সুন্নত পড়ার উদ্দেশ্যে।) *(বুখারী ৫০৩নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ المَغْرِبِ ، فَقِيلَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَّهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا . رواه مسلم

(৮৮৭) উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরেবের ফরয নামাযের আগে দু' রাকআত সুন্নত পড়তাম।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'নবী ﷺ ঐ দু' রাকআত পড়তেন কি?' তিনি বললেন, 'তিনি আমাদেরকে ওই দু' রাকআত পড়তে দেখতেন, কিন্তু আমাদেরকে (তার জন্য) আদেশও করতেন না এবং তা থেকে বারণও করতেন না।' *(মুসলিম ১৯৭৫নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ المَغْرِبِ ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا . رواه مسلم

(৮৮৮) উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা মদীনাতে ছিলাম। যখন

মুআয্যিন মাগরেবের আযান দিত, তখন লোকেরা থামগুলির দিকে দ্রুত অগ্রসর হত এবং দু' রাকআত নামায পড়ত। এমনকি কোন বিদেশী অচেনা মানুষ মসজিদে এলে, অধিকাংশ লোকের ঐ দু' রাকআত পড়া দেখে মনে করত যে, (মাগরেবের ফরয) নামায পড়া হয়ে গেছে (এবং তারা পরের সুন্নত পড়ছে)।' *(মুসলিম ১৯৭৬নং)*

জুমআর সুন্নত

ইবনে উমার ﷺ-এর পূর্বোক্ত হাদীস গত হয়েছে। তাতে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নবী ﷺ-এর সাথে জুমআর পর দু' রাকআত সুন্নত পড়েছেন। *(বুখারী ১১৬৫, মুসলিম ১৭৩২নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبعاً)). رواه مسلم

(৮৮৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি জুমআর নামায আদায় করবে, তখন সে যেন তারপর চার রাকআত (সুন্নত) পড়ে।" *(মুসলিম ২০৭৩নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . رواه مسلم

(৮৯০) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমআর পর (মসজিদ থেকে) ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন সুন্নত নামায পড়তেন না। সুতরাং নিজ বাড়িতে (এসে) দু' রাকআত নামায পড়তেন। *(মুসলিম ২০৭৭নং)*

নফল (ও সুন্নত নামায) ঘরে পড়া উত্তম; তা সুন্নতে মুআক্কাদাহ হোক কিংবা অন্য কিছু। সুন্নত বা নফলের জন্য, যে স্থানে ফরয নামায পড়া হয়েছে সে স্থান পরিবর্তন করা বা ফরয ও তার মধ্যে কোন কথা দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করার নির্দেশ

عَن زَيدِ بنِ ثَابتٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৮৯১) যায়েদ ইবনে সাবেত ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ বাড়িতে নামায পড়। কারণ, ফরয নামায ব্যতীত পুরুষের উত্তম নামায হল, যা সে নিজ বাড়িতে পড়ে থাকে।" *(বুখারী ৭৩১, ৭২৯০, মুসলিম ১৮৬১নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৮৯২) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের কিছু নামায তোমাদের বাড়িতে পড় এবং সে (ঘর-বাড়ি)গুলিকে কবরে পরিণত করো না।" *(বুখারী ৪৩৩,*

১১৮৭, মুসলিম ১৮৫৬, ১৮৫৭নং)

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاَتِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً)). رواه مسلم

(৮৯৩) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় (ফরয) নামায মসজিদে আদায় ক'রে নেবে, সে যেন তার কিছু নামায নিজ বাড়ির জন্যও নির্ধারিত করে। কেননা, তার নিজ ঘরে আদায়কৃত (সুন্নত) নামাযে আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ ও বর্কত প্রদান করেন।" *(মুসলিম ১৮৫৮নং)*

وَعَنْ عُمَرَ بنِ عَطَاءٍ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فِي المَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ ، قُمْتُ فِي مَقَامِي ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَن لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ . رواه مسلم

(৮৯৪) উমার ইবনে আত্বা হতে বর্ণিত, নাফে' ইবনে জুবাইর তাঁকে নামেরের ভাগ্নে সায়েবের নিকট এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে পাঠালেন, যা মুআবিয়া ﷺ তাঁকে নামাযের ব্যাপারে করতে দেখেছিলেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাঁর (মুআবিয়া)র সাথে মাকসূরায় (মসজিদের মধ্যে বাদশাদের জন্য তৈরী বিশেষ নিরাপদস্থান) জুমআর নামায পড়েছি। সুতরাং যখন ইমাম সালাম ফিরলেন, তখন আমি যেখানে ফরয নামায পড়ছিলাম, সেখানেই উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং (সুন্নত) নামায পড়লাম। তারপর যখন মুআবিয়া ﷺ বাড়ি প্রবেশ করলেন, তখন আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "তুমি যা করলে তা আগামীতে আর কখনো করো না। যখন তুমি জুমআর (ফরয) নামায পড়বে, তখন তার সাথে মিলিয়ে অন্য নামায পড়ো না; যতক্ষণ না তুমি কারো সাথে কথা বল অথবা সেখান থেকে অন্যত্র সরে যাও। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আদেশ আমাদেরকে করেছেন যে, আমরা যেন এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে না মিলাই, যতক্ষণ না কোন লোকের সাথে কথা বলে নিই, কিংবা সেখান হতে অন্যত্র সরে যাই।" *(মুসলিম ২০৭৯নং)*

عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ((فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع)).

(৮৯৫) আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবাগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, সম্ভবতঃ রসূল ﷺ-এর উক্তি হিসাবেই বর্ণনা করে তিনি বলেন, "লোকচক্ষুর সম্মুখে (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা মানুষের স্বগৃহে নামায পড়ার ফযীলত ঠিক সেইরূপ, যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা ফরয নামাযের ফযীলত বহুগুণে অধিক।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩২৫৯, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৪২১৭, সহীহ তারগীব ৪৪১নং)*

عَنْ صُهَيْب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم : ((صَلاَةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعاً

حَيْثُ لاَ يَراهُ النَّاسُ تَعْدِلُ صَلاَتَهُ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ خَمْساً وَعِشْرِينَ)).

(৮৯৬) সুহাইব থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যেখানে লোকে দেখতে পায় সেখানে মানুষের নফল নামায অপেক্ষা যেখানে লোকে দেখতে পায় না সেখানের নামায ২৫টি নামাযের বরাবর।" *(আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ৩৮২১নং)*

নফল নামাযের নিষিদ্ধ সময়

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((...وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ الشَّيْطَانِ)).

(৮৯৭) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা সূর্য উদয় ও অস্তকালকে তোমাদের নামাযের সময় নির্বাচন করো না। কারণ তা শয়তানের দুই শিঙের উপর উদয় হয় (এবং অস্ত যায়)।" *(বুখারী ৩২৭৩নং)*

عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: « تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً ».

(৮৯৮) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে যখন সূর্য শয়তানের দু'টি শিঙের মধ্যবর্তী স্থানে (অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি সময়ে) পৌঁছে, তখন (ত্বরিঘড়ি) উঠে চারটি ঠোকর মেরে নেয়; তাতে সে সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।" *(মুসলিম ১৪৪৩নং)*

عن عمرو بن عَبَسَة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له : « صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَىْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ».

(৮৯৯) আম্‌র বিন আবাসাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন, "তুমি ফজরের নামায পড়। তারপর সূর্য এক বল্লম বরাবর উঁচু হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কারণ তা শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যভাগে উদিত হয় (অর্থাৎ, এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং সে সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। পুনরায় তুমি নামায পড়। কেননা, নামাযে ফিরিশ্তা সাক্ষী ও উপস্থিত হন, যতক্ষণ না ছায়া বল্লমের সমান হয়ে যায়। অতঃপর নামায থেকে বিরত হও। কেননা, তখন জাহান্নামের আগুন উস্কানো হয়। অতঃপর যখন ছায়া বাড়তে আরম্ভ করে, তখন নামায পড়। কেননা, এ নামাযে ফিরিশ্তা সাক্ষী ও উপস্থিত হন। পরিশেষে তুমি আসরের নামায পড়। অতঃপর সূর্য ডোবা পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকো।

কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মধ্যে অস্ত যায় এবং তখন কাফেররা তাকে সিজদাহ করে।” (মুসলিম ১৯৬৭নং)

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قال: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

(৯০০) উক্ববা বিন আমের জুহানী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে এবং মুর্দা দাফন করতে নিষেধ করতেন; (১) ঠিক সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে একটু উঁচু না হওয়া পর্যন্ত, (২) সূর্য ঠিক মাথার উপর আসার পর থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং (৩) সূর্য ডোবার কাছাকাছি হওয়া থেকে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত। *(মুসলিম ১৯৬৬, আহমাদ ১৭৩৭৭, আবূ দাঊদ ৩১৯৪, তিরমিযী ১০৩০, নাসাঈ ৫৬০, ইবনে মাজাহ ১৫১৯, মিশকাত ১০৪০ নং)*

ওযূর পর তাহিয়্যাতুল ওযূর দু’ রাকআত নামায পড়া উত্তম

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ : ((يَا بِلاَلُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ)) قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي. متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري

(৯০১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল ﷺ-কে উদ্দেশ্য ক’রে বললেন, “হে বিলাল! আমাকে সর্বাধিক আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত করেছ। কেননা, আমি (মি’রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।” বিলাল ﷺ বললেন, ‘আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে, আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্রতা অর্জন (ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুম) করেছি, তখনই ততটুকু নামায পড়েছি, যতটুকু নামায পড়া আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল।’ *(বুখারী ১১৪৯, মুসলিম ৬৪৭৮নং, এ শব্দগুলি বুখারীর)*

عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ: ((ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب)).

(৯০২) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, “যখনই কোন মুসলিম পূর্ণরূপে ওযু করে নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং যা বলছে তা বুঝে (অর্থাৎ অর্থ জেনে মনোযোগ-সহকারে তা পড়ে), তখনই সে প্রথম দিনের শিশুর মত (নিষ্পাপ) হয়ে নামায সম্পন্ন করে।” *(হাকেম ৩৫০৮, ত্বাবারানী ১৪৩৭০নং)*

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ».

(৯০৩) অন্য বর্ণনায় আছে, "যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে (কায়মনোবাক্যে) দুই রাকআত নামায পড়ে, তক্ষণই তার জন্য জান্নাত অবধার্য হয়ে যায়।" *(মুসলিম ৫৭৬, আবু দাঊদ ১৬৯ ৯০৬, ইবনে খুযাইমা ২২২নং)*

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

(৯০৪) যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সমূদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়।" *(আহমাদ ১৭০৫৪, আবু দাঊদ, হাকেম ৪৫১, সহীহ তারগীব ২২৮, ৩৯৪নং)*

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

(মসজিদে প্রবেশ করলে দু' রাকআত নফল নামায পড়া) এর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। মসজিদে ঢুকে ঐ নফল পড়ার আগে বসা মকরূহ। যে কোন সময়েই প্রবেশ করা হোক না কেন তা পড়া চলে। উপরন্তু তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নিয়তে দু' রাকআত পড়লে অথবা ফরয বা সুন্নতে রাতেবা পড়লে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আর আলাদা ভাবে পড়তে হবে না।)

عَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯০৫) আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদ প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দু' রাকআত নামায না পড়া অবধি না বসে।" *(বুখারী ৪৪৪, ১১৬৩, মুসলিম ১৬৮৭- ১৬৮৮নং)*

وَعَنْ جابرٍ ﷺ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ ، فَقَالَ : ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯০৬) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, "দু' রাকআত নামায পড়।" *(বুখারী ৪৪৩, ২৩৯৪, মুসলিম ১৬৮৯নং)*

যাকাত ও সাদকা অধ্যায়

যাকাতের অপরিহার্যতা এবং তার ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [البقرة : ٤٣]

অর্থাৎ, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় কর। *(বাক্বারাহ ৪৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } [البينة : ٥]

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। *(বাইয়েনাহ ৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র আরো বলেছেন,

{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } [التوبة : ١٠٣]

অর্থাৎ, তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদকাহ গ্রহণ কর, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত ক'রে দেবে। *(সূরা তাওবাহ ১০৩ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯০৭) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পাঁচটি ভিত্তির উপর দ্বীনে ইসলাম স্থাপিত। (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা। (৩) **যাকাত আদায় করা**। (৪) বায়তুল্লাহর (কা'বা গৃহে)র হজ্জ করা। এবং (৫) রমযানের রোযা পালন করা।" *(বুখারী ৮, মুসলিম ১২২নং)*

وَعَن طَلْحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ يَسأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)) قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : ((لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ)) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ)) قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : ((لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ)) قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : ((لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ)) فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯০৮) ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নাজ্‌দ (রিয়ায এলাকার) অধিবাসীদের একজন আলুলায়িত কেশী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। আমরা তার ভন্‌ভন্‌ শব্দ শুনছিলাম, আর তার কথাও বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল এবং (তখন বুঝলাম,) সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "(ইসলাম হল,) দিবা-রাত্রিতে পাঁচ অক্তের নামায (প্রতিষ্ঠা করা)।" সে বলল, 'তা ছাড়া আমার উপর অন্য নামায আছে কি?' তিনি বললেন, "না, কিন্তু যা কিছু তুমি নফল হিসাবে পড়বে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, "এবং রমযান মাসের রোযা।"

লোকটি বলল, ‘তা ছাড়া আমার উপর অন্য রোযা আছে কি?’ তিনি বললেন, “না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে।” বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে **যাকাতের কথা বললেন**। সে বলল, ‘তাছাড়া আমার উপর অন্য দান আছে কি?’ তিনি বললেন, “না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে।” তারপর লোকটি পিঠ ফিরিয়ে এ কথা বলতে বলতে যেতে লাগল, ‘আল্লাহর কসম! আমি এর চাইতে বেশী কিছু করব না এবং এর চেয়ে কমও করব না।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “লোকটি সত্য বলে থাকলে পরিত্রাণ পেয়ে গেল।” *(বুখারী ৪৬, ২৬৭৮, মুসলিম ১০৯নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ بَعَثَ مُعاذاً ﷺ إِلَى اليَمَنِ ، فَقَالَ : ((ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى ، افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯০৯) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ মুআয ﷺ-কে ইয়ামান পাঠাবার সময়ে (তাঁর উদ্দেশ্যে) বললেন, “তাদের (ইয়ামানবাসীদেরকে সর্বপ্রথম) এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আর আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর রাতদিনে পাঁচ অক্তের নামায ফরয করেছেন। অতঃপর যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, **আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন**; যা তাদের মধ্যে যারা (নিসাব পরিমাণ) মালের অধিকারী তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের মাঝে তা বন্টন ক’রে দেওয়া হবে।” *(বুখারী ১৩৯৫, ১৪৯৬, মুসলিম ১৩০নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُم عَلَى اللّه)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯১০) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ সংগ্রাম করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর নামায কায়েম করবে ও (ধনের) **যাকাত আদায় করবে**। যখন তারা এগুলি বাস্তবায়ন করবে, তখন ইসলামী হক (অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তারা নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে সুরক্ষিত ক’রে নেবে। আর (অন্তরের গভীরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে) তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়।” *(বুখারী ২৫, মুসলিম ১৩৮নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ – وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ – وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ

حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللّه)). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ . وَاللّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . قَالَ عُمَرُ ﷺ : فَوَاللّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ . متفقٌ عَلَيْهِ .

(৯১১) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রসূল ﷺ ইন্তেকাল করলেন এবং আবূ বাকার ﷺ খলীফা নিযুক্ত হলেন। আর আরববাসীদের মধ্যে যার কাফের (মুর্তাদ্দ) হবার ছিল সে কাফের (মুর্তাদ্দ) হয়ে গেল, (এবং যারা সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগ করেনি; বরং যাকাত দিতে অস্বীকার করছে মাত্র, তাদের বিরুদ্ধে আবূ বাক্‌র ﷺ সশস্ত্র সংগ্রামের সংকল্প প্রকাশ করলেন) তখন উমার ﷺ বললেন, 'ঐ (যাকাত দিতে নারাজ) লোকেদের বিরুদ্ধে কেমন ক'রে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, "লোকেরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) না বলা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি তা বলবে, সে ইসলামী অধিকার (অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তার জান-মাল আমার নিকট থেকে নিরাপদ ক'রে নেবে। আর তার (অন্তরের গভীরে কুফ্‌রী বা পাপ লুকানো থাকলে) হিসাব আল্লাহর যিম্মায়"? আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, তার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব। কারণ, যাকাত মালের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রসূল ﷺ-কে যে রশি আদায় করত, তা যদি আমাকে না দেয়, তাহলে তা না দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করবই।' উমার ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! অচিরেই আমি দেখলাম যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আবূ বাক্‌র ﷺ-এর হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করেছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।' *(বুখারী ৭২৮৪-৭২৮৫, মুসলিম ১৩৩নং)*

وَعَن أَبِي أَيُّوبَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ ، قَالَ : ((تَعْبُدُ اللّهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯১২) আবূ আইয়ূব ﷺ হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।' তিনি বললেন, "আল্লাহর বন্দেগী করবে, আর তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।" *(বুখারী ১৩৯৬, ৫৯৮৩, মুসলিম ১১৩নং)*

অন্য বর্ণনার শব্দাবলীতে আছে, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন এক আমলের সন্ধান দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' সকলে বলল, 'আরে! কী হল, ওর কী হল?' নবী ﷺ বললেন, "ওর কোন প্রয়োজন আছে।" (অতঃপর ঐ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন,) "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে। আর আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।"

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ أَعْرَابِياً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ، دَخَلْتُ الجَنَّةَ . قَالَ : ((تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ)) قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا ، فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯১৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন এক আমলের কথা বলে দিন, যার উপর আমল করলে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।' তিনি বললেন, "আল্লাহর ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায কায়েম করবে, **ফরয যাকাত আদায় করবে** ও রমযানের রোযা পালন করবে।" সে বলল, 'সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে, আমি এর চেয়ে বেশী করব না।' তারপর যখন সে লোকটা পিঠ ফিরে চলতে লাগল, তখন নবী ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের কোন লোক দেখতে আগ্রহী, সে যেন এই লোকটিকে দেখে।" *(বুখারী ১২৯৭, মুসলিম ১১৬নং)*

وَعَن جَرِيرِ بْنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيَ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৯১৪) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ-এর হাতে নামায কায়েম করার, যাকাত আদায় করার ও প্রতিটি মুসলমানের মঙ্গল কামনা করার বায়আত করেছি।' *(বুখারী ৫৭, ৫২৪, মুসলিম ২০৮নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلاَ فِضَّةٍ ، لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِينُهُ ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)) قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : ((وَلاَ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَومَ وِرْدِهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)). قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ ؟ قَالَ : ((وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلاَ جَلْحَاءُ ، وَلاَ عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، كُلَّمَا مرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)). قِيلَ : يَا

رَسُولَ اللهِ فَالخَيْلُ ؟ قَالَ : ((الخَيلُ ثَلاثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ . فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا ، وَلاَ رِقَابِهَا ، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ ، أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ المَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَات وكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَات ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا، وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ)). قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَالْحُمُرُ ؟ قَالَ : ((مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الحُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الفَاذَّةُ الجَامِعَةُ : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ })). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

(৯১৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক সোনা ও চাঁদির অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদিকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরী করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখনই তা পুনরায় গরম ক'রে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে, যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর উটের ব্যাপারে কী হবে?' তিনি বললেন, "প্রত্যেক উটের মালিকও; যে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না---আর তার অন্যতম হক এই যে, পানি পান করাবার দিন তাকে দোহন করা (এবং সে দুধ লোকেদের দান করা)- যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন তাকে এক সমতল প্রশস্ত প্রান্তরে উপুড় ক'রে ফেলা হবে। আর তার উট সকল পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থিত হবে; ওদের মধ্যে একটি বাচ্চাকেও অনুপস্থিত দেখবে না। অতঃপর সেই উটদল তাদের খুর দ্বারা তাকে দলবে এবং মুখ দ্বারা তাকে কামড়াতে থাকবে। এইভাবে যখনই তাদের শেষ দল তাকে দলে অতিক্রম করে যাবে, তখনই পুনরায় প্রথম দলটি উপস্থিত হবে। তার এই শাস্তি সেদিন হবে, যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার শেষ পরিণাম দর্শন করবে; জান্নাতের অথবা জাহান্নামের।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের ব্যাপারে কী হবে?' তিনি বললেন, "আর প্রত্যেক গরু-ছাগলের মালিককেও; যে তার হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, তখন তাদের সামনে তাকে এক সমতল প্রশস্ত ময়দানে উপুড় ক'রে ফেলা হবে; যাদের একটিকেও সে অনুপস্থিত দেখবে না এবং তাদের কেউই শিং-বাঁকা,

শিংবিহীন ও শিং-ভাঙ্গা থাকবে না। প্রত্যেকেই তার শিং দ্বারা তাকে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দ্বারা দলতে থাকবে। তাদের শেষ দলটি যখনই (ঢুস মেরে ও দলে) পার হয়ে যাবে তখনই প্রথম দলটি পুনরায় এসে উপস্থিত হবে। এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার রাস্তা ধরবে; জান্নাতের দিকে, নতুবা জাহান্নামের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর ঘোড়া সম্পর্কে কী হবে?' তিনি বললেন, "ঘোড়া হল তিন প্রকারের; ঘোড়া কারো পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের বোঝা তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যে লোকপ্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা।

যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পর্দাস্বরূপ, তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রেখেছে। অতঃপর সে তার পিঠ ও গর্দানে আল্লাহর হক ভুলে যায়নি। তার যথার্থ প্রতিপালন করে জিহাদ করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের পক্ষে (দোযখ হতে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) পর্দাস্বরূপ।

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের বিষয়, তা হল সেই ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমদের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে কোন চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে ঘোড়া ঐ চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে, তার খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লেখা হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু'টি ময়দান অতিক্রম করবে, তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখিত হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও আল্লাহ তাআলা তার পান করা পানির সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ ক'রে দেবেন।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর গাধা সম্পর্কে কী হবে?' তিনি বললেন, "গাধার ব্যাপারে এই ব্যাপকার্থক একক আয়াতটি ছাড়া আমার উপর অন্য কিছু অবতীর্ণ হয়নি,

{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ }

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তাও (কিয়ামতে) প্রত্যক্ষ করবে এবং যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ অসৎকার্য করবে সে তাও (সেদিন) প্রত্যক্ষ করবে।" *(সূরা যিলযাল ৭-৮ আয়াত) (বুখারী ২৩৭১, মুসলিম ২৩৩৭নং, নাসাঈ, হাদীসের শব্দাবলী সহীহ মুসলিম শরীফের।)*

নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে যে, "যে ব্যক্তিই তার ধন-মালের যাকাত আদায় করবে না সেই ব্যক্তিরই ধন-মাল সেদিন আগুনের সাপরূপে উপস্থিত হবে এবং তদ্দ্বারা তার কপাল, পাঁজর ও পিঠকে দাগা হবে -যে দিনটি হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। এমন আযাব তার ততক্ষণ পর্যন্ত হতে থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বান্দার বিচার-নিষ্পত্তি শেষ না হয়েছে।"

عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره)).

(৯১৬) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী; যদি কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়?' উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়, সে ব্যক্তির নিকট থেকে তার অনিষ্ট দূর হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৭৪৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

(৯১৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন; কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতি বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) করে বলবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভান্ডার।' এরপর নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮০ আয়াত) (বুখারী১৪০৩নং, নাসাঈ ২৪৪১নং)*

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمَاهُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُؤْتَشِمَةُ وَلاَوِى الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ –صلى الله عليه وسلم.

(৯১৮) মাসরূক কর্তৃক বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেছেন, "সূদখোর, সূদদাতা, সূদের কারবার জেনেও তার দুই সাক্ষ্যদাতা, কোন অঙ্গ দেগে নকশা করে দেয় এবং করায় এমন মহিলা, যাকাত আদায়ে অনিচ্ছুক ও টালবাহানাকারী ব্যক্তি এবং হিজরতের পর মরুবাসী হয়ে ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মুহাম্মাদ ﷺ এর মুখে অভিশপ্ত।" *(আহমাদ ৩৮৮১, নাসাঈ ৫১০২, ইবনে খুযাইমা ২২৫০, আবূ য়্যা'লা ৫২৪১, ইবনে হিব্বান ৩২৫২, বাইহাক্বী ১৮২৪৭, সহীহ তারগীব ৭৫৭নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي

النَّارِ)).

(৯১৯) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে।" *(ত্বাবারানীর সাগীর ৯৩৫, সহীহ তারগীব ৭৬২নং)*

عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين)).

(৯২০) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে জাতিই যাকাত প্রদানে বিরত থেকেছে, সে জাতিকেই আল্লাহ দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছেন।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৪৫৭৭, ৬৭৮৮, হাকেম ২৫৭৭, বাইহাকী ৬৬২৫ অনুরূপ, সহীহ তারগীব ৭৬৩নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِى لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِى أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِى أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ)).

(৯২১) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে, তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত, তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৬৪নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خَمْسٌ بِخَمْسٍ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قَالَ: ((مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، وَلا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ، وَلا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَلا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ)).

(৯২২) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কী কী?' তিনি বললেন, "যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে, সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১০৮-৩০, সহীহ তারগীব ৭৬৫নং)*

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيْئًا مِنْ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا)).

(৯২৩) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখনই কোন ব্যক্তি কিছু সাদকা বের করে, তখনই সে ৭০টি শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়।" *(আহমাদ ২২৯৬২, ইবনে খুযাইমাহ ২৪৫৭, হাকেম ১৫২১, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ১০৩৪, বাইহাক্বী ৮০৭১, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৬৮-নং)*

অর্থাৎ, যাকাত ও সাদকা বের করার সময় মানুষ শয়তান কর্তৃক চরমভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

দানশীলতা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে পুণ্য কাজে ব্যয় করার বিবরণ

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ : ٣٩]

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। *(সূরা সাবা' ৩৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة : ٢٧٢]

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, তা নিজেদের উপকারের জন্যই। আল্লাহর

সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তোমরা দান করো না। আর তোমরা যা দান কর, তার পুরস্কার পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة : ٢٧٣]

অর্থাৎ, আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাকারাহ ২৭৩ আয়াত)*

وعن ابن مسعود ﷺ ، عن النبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لا حَسَدَ إلاَّ في اثْنَتَيْنِ : رَجُـلٌ آتَـاهُ اللهُ مَـالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا)) متفقٌ عَلَيْهِ

(৯২৪) ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ৭৩, মুসলিম ১৯৩০নং)*

** হাদীসের অর্থ হল, উক্ত দুই প্রকার মানুষ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ নয়।*

وَعَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أيُّكُم مَالُ وَارِثِهِ أحبُّ إلَيْـهِ مِـنْ مَالِـهِ ؟)) قَـالُوا: يَـا رَسُـولَ اللهِ، مَا مِنَّا أحَدٌ إلاَّ مَالُهُ أحَبُّ إلَيْهِ . قَـالَ : ((فـإنَّ مَالَـهُ مَـا قَـدَّمَ وَمَـالَ وَارِثِـهِ مَـا أخَّـرَ)). رواه البخاري

(৯২৫) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছে, যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার ওয়ারেসের সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে?" তাঁরা জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি কেউ নেই, যে তার নিজের সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে না।' তখন তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তাই, যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর এ ছাড়া যে মাল বাকী থাকবে, তা হল ওয়ারেসের মাল।" *(বুখারী ৬৪৪২নং)*

عَن عَدِي بنِ حَاتمٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ النَّبيّ ﷺ ، يَقُـولُ : ((اتَّقُـوا النَّـارَ وَلَـوْ بِـشِقِّ تَمْـرَةٍ)). مُتَّفَقٌ عليه

(৯২৬) আদী ইবনে হাতেম ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ ক'রে হয়! (যদি এক টুকরা খেজুরও না পাও, তবে উত্তম কথা বলে।)" *(বুখারী ১৪১৭, মুসলিম ২৩৯৪নং)*

عَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ: قلت يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِى فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنْ لَمْ تَجِدِى لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِى يَدِهِ ».

(৯২৭) উম্মে বুজাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! অনেক সময় মিসকীন আমার দরজায় দাঁড়ায়, কিন্তু আমি তাকে দেওয়ার মত কোন জিনিস পাই না।' মহানবী ﷺ বললেন, "যদি একটি পোড়া খুর ছাড়া দেওয়ার মত আর কিছু না পাও, তাহলে তার হাতে তাই দিয়েই বিদায় দাও।" *(আবূ দাউদ ১৬৬৯নং, তিরমিযী ৬৬৫নং)*

وَعَن جَابرٍ ﷺ ، قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئاً قَطُّ ، فَقَالَ : لاَ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৯২৮) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এমন কোন জিনিসই চাওয়া হয়নি, যা জবাব দিয়ে তিনি 'না' বলেছেন। *(বুখারী ৬০৩৪, মুসলিম ৬১৫৮নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯২৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন।' আর অপরজন বলেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।" *(বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ২৩৮৩নং)*

وَعَنهُ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((قَالَ الله تَعَالَى : أنفِق يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯৩০) উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি (অভাবীকে) দান কর, আল্লাহ তোমাকে দান করবেন।' *(বুখারী ৫৩৫২, মুসলিম ২৩৫৫নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَجُلاً سَألَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أيُّ الإسلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯৩১) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম?' তিনি জবাব দিলেন, "তুমি অন্নদান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।" *(বুখারী ১২, মুসলিম ১৬৯নং)*

وَعَنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((أرْبَعُونَ خَصْلَةً : أعْلاَهَا مَنيحَةُ العَنْزِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَة مِنْهَا ؛ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ، إلاَّ أدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ)). رواه البخاري

(৯৩২) উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "চল্লিশটি সৎকর্ম আছে, তার মধ্যে উচ্চতম হল, দুধ পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা। যে কোন আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর প্রতিদানের আশা করে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে আম্ল করবে, তাকে আল্লাহ তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" *(বুখারী ২৬৩১নং)*

وَعَن أَبي أُمَامَةَ صُدَيٍّ بنِ عَجْلاَنَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّكَ أن

تَبْذُلَ الفَضلَ خَيْرٌ لَكَ ، وَأن تُمْسِكَه شَرٌّ لَكَ ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَاليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). رواه مسلم

(৯৩৩) আবূ উমামাহ সুদাই বিন আজলান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। আর প্রয়োজন মত মালে তুমি নিন্দিত হবে না। প্রথমে তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। আর উপরের (উপুড়) হাত নিচের (চিৎ) হাত অপেক্ষা উত্তম।" *(মুসলিম ২৪৩৫নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ بِلالا ، فَأَخْرَجَ لَهُ صُبْرًا مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ : ((مَا هَذَا يَا بِلالُ ؟)) ، قَالَ : ادَّخَرْتُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ((أَمَا تَخْشَ أَنْ يُجْعَلَ لَكَ بُخَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، أَنْفِقْ بِلالُ ، وَلا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلالا)).

(৯৩৪) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ (পীড়িত) বিলাল ﷺ কে দেখতে গেলেন। বিলাল তাঁর জন্য এক স্তূপ খেজুর বের করলেন। নবী ﷺ বললেন, "হে বিলাল! একি?!" বিলাল বললেন, 'আমি আপনার জন্য ভরে রেখেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি কি ভয় কর না যে, তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনে বাষ্প তৈরী করা হবে? হে বিলাল! তুমি খরচ করে যাও। আর আরশ-ওয়ালার নিকটে (মাল) কম হয়ে যাওয়ার ভয় করো না।" *(আবূ য়্যা'লা ৬০৪০, ত্বাবারানীর কাবীর ১০১৩, ১০১৭-১০১৮, আউসাত্ব ২৫৭২, সহীহ তারগীব ৯২১-৯২২নং)*

وَعَن أَنَس ﷺ ، قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ ، وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ ، أَسْلِمُوا فإِنَّ مُحَمَّداً يُعطِي عَطَاءَ مَن لاَ يَخْشَى الفَقْر ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلاَّ الدُّنْيَا ، فَمَا يَلْبَثُ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى يَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . رواه مسلم

(৯৩৫) আনাস ﷺ বলেন, ইসলামের স্বার্থে (অর্থাৎ নও মুসলিমের পক্ষ থেকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যা চাওয়া হত, তিনি তা-ই দিতেন। (একবার) তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এল। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলের সমস্ত বকরীগুলো দিয়ে দিলেন। অতঃপর সে তার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা, মুহাম্মাদ ঐ ব্যক্তির মত দান করেন, যার দরিদ্রতার ভয় নেই।' যদিও কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়া অর্জন করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করত। কিন্তু কিছুদিন পরেই ইসলাম তার নিকট দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে প্রিয় হয়ে যেত। *(মুসলিম ৬১৬০-৬১৬১নং)*

وَعَن عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْماً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَغَيْرُ هؤلاَءِ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسأَلُونِي بِالفُحْشِ، أَوْ يُبَخِّلُونِي، وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ)). رواه مسلم

(৯৩৬) উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু মাল বন্টন করলেন। অতঃপর আমি বললাম,

‘হে আল্লাহর রসূল! অন্য লোকেরা এদের চেয়ে এ মালের বেশি হকদার ছিল।’ তিনি বললেন, “এরা আমাকে দু’টি কথার মধ্যে একটা না একটা গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। হয় তারা আমার নিকট অভদ্রতার সাথে চাইবে (আর আমাকে তা সহ্য ক’রে তাদেরকে দিতে হবে) অথবা তারা আমাকে কৃপণ আখ্যায়িত করবে। অথচ, আমি কৃপণ নই।” *(মুসলিম ২৪৭৫নং)*

وَعَن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ ﷺ ، قَالَ : بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْن ، فَعَلِقَهُ الأعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ ، فَخَطِفَت رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبيُّ ﷺ ، فَقَالَ : ((أعْطُونِي رِدَائي ، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ العِضَاهِ نَعَماً ، لَقَسَمْتُهُ بَينَكُمْ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذّاباً وَلاَ جَبَاناً)). رواه البخاري

(৯৩৭) জুবাইর ইবনে মুত্বইম ﷺ বলেন, তিনি হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আসছিলেন। (পথিমধ্যে) কতিপয় বেদুঈন তাঁর নিকট অনুনয়-বিনয় ক’রে চাইতে আরম্ভ করল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে বাধ্য ক’রে একটি বাবলা গাছের কাছে নিয়ে গেল। যার ফলে তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবী ﷺ থেমে গেলেন এবং বললেন, “তোমরা আমাকে আমার চাদরখানি দাও। যদি আমার নিকট এসব (অসংখ্য) কাঁটা গাছের সমান উঁট থাকত, তাহলে আমি তা তোমাদের মধ্যে বন্টন ক’রে দিতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যুক বা কাপুরুষ পেতে না।” *(বুখারী ২৮২১, ৩১৪৮নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إلاَّ عِزّاً ، وَمَا تَواضَعَ أحَدٌ للهِ إلاَّ رَفَعَهُ اللهُ – عز وجل –)). رواه مسلم

(৯৩৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “সাদকাহ করলে মাল কমে যায় না এবং ক্ষমা করার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা (ক্ষমাকারীর) সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর কেউ আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য বিনয়ী হলে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল তাকে উচ্চ করেন।” *(মুসলিম ৬৭৫৭নং)*

وَعَن أَبي كَبشَةَ عَمرِو بنِ سَعدٍ الأنمَاري ﷺ: أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزّاً ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسألَةٍ إلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فقر)) – أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا – ((وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ))، قَالَ : ((إنَّمَا الدُّنْيَا لأرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلماً ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقّاً ، فَهَذَا بِأَفضَلِ المَنَازِلِ . وَعَبْدٍ رَزَقهُ اللهُ عِلْماً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ ، يَقُولُ : لَوْ أنَّ لِي مَالاً لَعَمِلتُ بِعَمَلِ فُلانٍ ، فَهُوَ بنيَّتِهِ ، فأجْرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً ، وَلَمَ يَرْزُقْهُ عِلْماً ، فَهُوَ يَخبطُ فِي مَالِهِ بغَيرِ عِلْمٍ ، لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقّاً ، فَهذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ . وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً

وَلاَ عِلْماً ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بنِيَّتِهِ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৯৩৯) আবূ কাবশাহ আম্‌র ইবনে সা'দ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "আমি তিনটি জিনিসের ব্যাপারে শপথ করছি এবং তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ রাখো ঃ (১) কোন বান্দার মাল সাদকাহ করলে কমে যায় না। (২) কোন বান্দার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হলে এবং সে তার উপর ধৈর্য-ধারণ করলে আল্লাহ নিশ্চয় তার সম্মান বাড়িয়ে দেন, আর (৩) কোন বান্দা যাচ্ঞার দুয়ার উদ্‌ঘাটন করলে আল্লাহ তার জন্য দরিদ্রতার দরজা উদ্‌ঘাটন করে দেন।" অথবা এই রকম অন্য শব্দ তিনি ব্যবহার করলেন।

"আর তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ রাখো।" তিনি বললেন, "দুনিয়ায় চার প্রকার লোক আছে; (১) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে। আর তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা সে জানে। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। (২) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু মাল দান করেননি। সে নিয়তে সত্যনিষ্ঠ, সে বলে যদি আমার মাল থাকত, তাহলে আমি (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের প্রতিদান সমান। (৩) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন; কিন্তু (ইসলামী) জ্ঞান দান করেননি। সুতরাং সে না জেনে অবৈধরূপে নির্বিচারে মাল খরচ করে; সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে না, তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে না এবং তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। আর (৪) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান কিছুই দান করেননি। কিন্তু সে বলে, যদি আমার নিকট মাল থাকত, তাহলে আমিও (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের পাপ সমান।" *(তিরমিযী ২৩২৫নং, হাসান সহীহ সূত্রে)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟)) قَالَت : مَا بَقِيَ مِنْهَا إلاَّ كَتِفُها. قَالَ : ((بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث صحيح))

(৯৪০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত, একদা তাঁরা একটি ছাগল জবাই করলেন। অতঃপর নবী ﷺ বললেন, "ছাগলটির কতটা (মাংস) অবশিষ্ট আছে?" (আয়েশা) বললেন, 'কেবলমাত্র কাঁধের মাংস ছাড়া তার কিছুই বাকী নেই।' তিনি বললেন, "(বরং) কাঁধের মাংস ছাড়া সবটাই বাকী আছে।" *(তিরমিযী ২৪৭০নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

* অর্থাৎ, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বললেন, 'তার সবটুকু মাংসই সাদকা করে দেওয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র কাঁধের মাংস বাকী রয়ে গেছে।' উত্তরে তিনি বললেন, "কাঁধের মাংস ছাড়া সবই আখেরাতে আমাদের জন্য বাকী আছে।" (আসলে যা দান করা হয়, তাই বাকী থাকে।)

وَعَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَت : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ

تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ)). وَفِي رِوَايَةٍ : ((أنفقي أَوِ انْفَحِي ، أَوْ انْضَحِي ، وَلاَ تُحصِي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯৪১) আসমা বিন্তে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি সম্পদ বেঁধে (জমা ক'রে) রেখো না, এরূপ করলে তোমার নিকট (আসা থেকে) তা বেঁধে রাখা হবে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "খরচ কর, গুনে গুনে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন। আর তুমি জমা ক'রে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমার প্রতি (খরচ না করে) জমা ক'রে রাখবেন।" *(বুখারী ১৪৩৩, ২৫৯১, মুসলিম ২৪২৩-২৪২৫নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَثَل البَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ – أَوْ وَفَرَتْ – عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ ، وَتَعْفُو أَثَرَهُ ، وأَمَّا البَخِيلُ ، فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئاً إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯৪২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "কৃপণ ও দানশীলের দৃষ্টান্ত এমন দুই ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে দু'টি লোহার বর্ম রয়েছে। যা তাদের বুক থেকে টুঁটি পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং দানশীল যখন দান করে, তখনই সেই বর্ম তার সারা দেহে বিস্তৃত হয়ে যায়, এমনকি (তার ফলে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ত্রুটি) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই কিছু দান করার ইচ্ছা করে, তখনই বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে এঁটে যায়। সে তা প্রশস্ত করতে চাইলেও তা প্রশস্ত হয় না।" *(বুখারী ১৪৪৩, মুসলিম ২৪০৬নং)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ)).

(৯৪৩) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ধনবানরা কিয়ামতের দিন সর্বনিম্ন মানের হবে। তবে সে নয়, যে তার মাল দান করবে এবং তার উপার্জন হবে পবিত্র।" *(ইবনে মাজাহ ৪১৩০, ইবনে হিব্বান ৩৩৩১, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৬৬নং)*

وَعَن أبي هريرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَصَدَّقَ بعَدل تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيبَ ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯৪৪) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে---আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না---সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন; যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন ক'রে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।"

(বুখারী ১৪১০, মুসলিম ২৩৮৯-২৩৯০নং)

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقِةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ ».

(৯৪৫) আবূ মাসঊদ আনসারী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি দান করার জন্য একটি লাগাম লাগানো উটনী নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলল, 'এটি আল্লাহর রাস্তায় (দান করলাম)। এ কথা শুনে তিনি তাকে বললেন, "এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি ৭০০ টি উটনী পাবে; যাদের প্রত্যেকটি মুখে লাগাম লাগানো থাকবে।" *(মুসলিম ৫০০৫নং)*

وَعَن أبي هريرة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ ، اِسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ ، فإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَت ذَلِكَ الماءَ كُلَّهُ ، فَتَتَبَّعَ المَاءَ ، فإِذَا رَجُلٌ قَائمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الماءَ بِمِسحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسمُكَ ؟ قال : فُلانٌ لِلاِسمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبدَ اللهِ ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ ، يَقُولُ : اِسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاِسمِكَ ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَمَا إِذ قُلتَ هَذَا ، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أنَا وَعِيَالِي ثُلُثاً ، وَأرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ)). رواه مسلم

(৯৪৬) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, 'অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর।' অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল। তারপর (সেখানকার) নালাসমূহের মধ্যে একটি নালা সম্পূর্ণ পানি নিজের মধ্যে জমা ক'রে নিল। লোকটি সেই পানির অনুসরণ ক'রে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কী ভাই?' বলল, 'অমুক।' এটি ছিল সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান-ওয়ালা বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে?' লোকটি বলল, 'আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কি এমন কাজ কর?' বাগান-ওয়ালা বলল, 'এ কথা যখন বললে, তখন বলতে হয়; আমি এই বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে তিন ভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি আমার পরিজন সহ খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের চাষ-খাতে ব্যয় করি।" *(মুসলিম ৭৬৬৪নং)*

عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: ((دَاوُوا مَرْضاكُمْ بالصَّدَقَةِ)).

(৯৪৭) আবু উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা সদকাহ দ্বারা কর।" *(আবুশ শায়খ, সহীহুল জামে ৩৩৫৮-নং)*

عن عقبة بن عَامِرٍ قال قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ)) أَوْ قَالَ ((يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ)). قَالَ يَزِيدُ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُخْطِئُهُ يَوْمٌ إِلَّا تَصَدَّقَ

فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَعْكَةً أَوْ بَصَلَةً أَوْ كَذَا.

(৯৪৮) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(কিয়ামতের মাঠে রৌদ্রতপ্ত দিনে) সমস্ত লোকেদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ নিজ সাদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।"

এ হাদীস শ্রবণ করে আবু মারষাদ কোন দিন ভুলেও কিছু না কিছু সদকাহ করতে ছাড়তেন না। হয় কেক, না হয় পিঁয়াজ (ছোট কিছুও) তিনি দান করতেন। *(আহমাদ ১৭৩৩৩, ইবনে খুযাইমাহ ২৪৩১, ইবনে হিব্বান ৩৩১০, সহীহ তারগীব ৮৭২নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِيءُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ)).

(৯৪৯) উক্ত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সদকাহ অবশ্যই কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ঠান্ডা করে দেবে এবং মুমিন কিয়ামতে তার ছায়াতে অবস্থান করবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৪২০৭, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩৩৪৭, সহীহ তারগীব ৮৭৩নং)*

عَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ)).

(৯৫০) কা'ব বিন উজরাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "রোযা হল ঢাল স্বরূপ। আর সদকাহ গোনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে (নিশ্চিহ্ন) ক'রে দেয়।" *(আহমাদ ১৪৪৪১, তিরমিযী ৬১৪, আবূ য়্যা'লা ১৯৯৯, ত্বাবারানী ১৫৬৮৯, সহীহ তারগীব ৮৬৮নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِى مَالِى، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ ».

(৯৫১) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "বান্দা বলে, 'আমার মাল, আমার মাল।' অথচ তার আসল মাল হল তিনটি; যা খেয়ে শেষ করেছে অথবা পরে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে জমা রেখেছে। এ ছাড়া যা কিছু তার সবই চলে যাবে এবং লোকের জন্য ছেড়ে যাবে।" *(আহমাদ ৮৮১৩, ৯৩৩৯, মুসলিম ৭৬১১, সহীহুল জামে' ৮১৩৩নং)*

عن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ». قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ: « يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ». قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: « يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ ». قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: « يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: « يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ».

(৯৫২) আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের উপর সদকাহ করার দায়িত্ব আছে।" বলা হল, 'কী রায় আপনার, যদি সে (কিছু) না পায়?'

তিনি বললেন, “তাহলে সে স্বহস্তে কর্ম করে নিজেকে উপকৃত করবে এবং (ঐ থেকে) সদকাহ করবে।” বলা হল, ‘কী রায় আপনার, যদি তাতেও অক্ষম হয়?’ তিনি বললেন, “তাহলে বিপদগ্রস্ত অভাবীর সাহায্য করবে।” বলা হল, ‘কী রায় আপনার, যদি তাও না করতে পারে?’ তিনি বললেন, “তাহলে সৎকাজের আদেশ দেবে।” বলা হল, ‘কী রায় আপনার, যদি তাও না করে?’ তিনি বললেন, “তাহলে মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকবে। আর এটাই হবে তার জন্য সদকাহ।” *(বুখারী ১৪৪৫, ৬০২২, মুসলিম ২৩৮০নং)*

দুধ খেতে গাই ধার দেওয়া

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ « أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ وَتَرُوحُ بِعُسٍّ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ ».

(৯৫৩) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “শোনো! কোন ব্যক্তি কোন পরিবারকে এমন দুধাল পশু দুধ খাওয়ার জন্য (কিছুকাল অবধি) ধার দেয়; যে সকালে এক বড় পাত্রপূর্ণ দুধ দেয় এবং সন্ধ্যায়ও এক বড় পাত্রপূর্ণ দুধ দেয় তবে তার সওয়াব অবশ্যই খুব বড়।” *(মুসলিম ২৪০৪নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا ».

(৯৫৪) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “যে কোন দুগ্ধবতী পশু কাউকে দুধ খেতে ধার দেয়, তবে ঐ পশু (তার জন্য) সকালে সদকাহ্‌র সওয়াব অর্জন করে দেয় এবং সন্ধ্যাতেও সদকাহ্‌র সওয়াব অর্জন করে দেয়; সকালে সকালের পানীয় দুগ্ধ দেওয়ার মাধ্যমে এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যার পানীয় দুগ্ধ দেওয়ার মাধ্যমে (ঐ সদকাহ্‌র সওয়াব লাভ হয়)।” *(মুসলিম ২৪০৫নং)*

অন্নদান

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ « تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ».

(৯৫৫) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল যে, ইসলামের কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, “খাদ্য দান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত (সকল মুসলিম)কে সালাম দেওয়া।” *(বুখারী ১২, ২৮, ৬২৩৬ মুসলিম ১৬৯, আবূ দাউদ ৫১৯৬, নাসাঈ ৫০০০, ইবনে মাজাহ ৩২৫৩নং)*

عن صهيب قال قال رسول الله ﷺ: ((خِيَارُكُم مَن أَطعَمَ الطَّعَامَ)).

(৯৫৬) সুহাইব কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে অন্নদান করে।” *(আবুশ শায়খ, সহীহ তারগীব ৯৪৮নং)*

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ....)).

(৯৫৭) বারা বিন আযেব বলেন, এক মরুবাসী আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল যে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে বেহেশ্তে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, "বক্তব্য ছোট হলেও, বিষয়টি তুমি (স্পষ্ট) পেশ করে ফেলেছ। তুমি ক্রীতদাস স্বাধীন কর। তাতে সক্ষম না হলে ক্ষুধার্তকে অন্ন এবং তৃষ্ণার্তকে পানীয় দান কর---।" *(আহমাদ ১৯৬৪৭, বুখারীর আদব ৬৯, ইবনে হিব্বান ৩৭৪, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৩৩৫, সহীহ তারগীব ৯৫১নং)*

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ : ((أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا)).

(৯৫৮) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল হল, মুসলিমের হৃদয়কে আনন্দিত করা, তার কষ্ট দূর করে দেওয়া, তার ক্ষুধা দূর করা, তার তরফ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া, (এবং পরিধানের কাপড় দান করা)। *(আবুশ শায়খ, সহীহ তারগীব ৯৫৪-৯৫৫নং)*

عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ)).

(৯৫৯) আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর বাণী হতে সর্বপ্রথম যা শুনেছি তা হল, "হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" *(আহমাদ ২৩৭৮৪, তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনে মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, হাকেম ৪২৮৩, সহীহ তারগীব ৬১৬নং)*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً ، يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا))، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ : لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِمًا ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ)).

(৯৬০) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "বেহেশ্তে এমন এক কক্ষ আছে যার বাহিরের অংশ ভিতর হতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হতে পরিদৃষ্ট হবে।" এ কথা শুনে আবু মূসা আশআরী ﷺ বললেন, 'সে কক্ষ কার জন্য হবে হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি উত্তম (ও মিষ্টি) কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করে, আর লোকেরা যখন নিদ্রাভিভূত থাকে, তখন যে নামায পড়ে রাত্রি অতিবাহিত করে।" *(আহমাদ ৬৬১৫, ত্বাবারানী, হাকেম ১২০০, সহীহ তারগীব ৬১১নং)*

সাদকা-এ-জারিয়াহ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ».

(৯৬১) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সদকাহ জা-রিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), উপকারী ইল্ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে থাকে।" *(মুসলিম ৪৩১০, আবূ দাউদ ২৮৮২নং প্রমুখ)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ».

(৯৬২) আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অথবা ফসল বোনে অতঃপর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা পশু (তার ফল ইত্যাদি) খায়, তখন ঐ খাওয়া ফল-ফসল তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয়।" *(বুখারী ২৩২০, মুসলিম ৪০৫৫নং)*

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ)).

(৯৬৩) উক্ত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপন করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে।" *(আহমাদ ১২৯৮১, বুখারীর আদাব ৪৭৯, বায্যার ৭৪০৮, সহীহুল জামে' ১৪২৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)).

(৯৬৪) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সাথে মিলিত হয় তা হল; সেই ইল্ম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে, অথবা কুরআন শরীফ যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে, অথবা মসজিদ যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে, অথবা মুসাফিরখানা যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে, অথবা পানির নালা যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে, অথবা সদকাহ যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে; এসব কর্মের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২, বাইহাকী, ইবনে খুযাইমাহ ২৪৯০ ভিন্ন শব্দে, সহীহ তারগীব ৭৭, ১১২, ২৭৫নং)*

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ « الْمَاءُ ». قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ.

(৯৬৫) সা'দ বিন উবাদাহ হতে বর্ণিত, 'তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সা'দ (আমার মা) মারা গেছে। অতএব কোন্ দান সবচেয়ে উত্তম হবে?' তিনি বললেন, "পানি।"

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সা'দ ﷺ একটি কুয়া খনন করে বললেন, 'এটি উম্মে সা'দের।' *(আবু দাউদ ১৬৮৩নং)*

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّالَّةِ مِنْ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِي هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ أَسْقِيهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ مِنْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْر)).

(৯৬৬) সুরাক্বাহ বিন জু'শুম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সেই হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যা আমার জলাশয়ে অবতরণ করে; যে জলাশয় আমি আমার নিজ উটের জন্য তৈরী করে রেখেছি। (ঐ) উটকে পানি পান করালে আমি সওয়াবের অধিকারী হব কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণী(কে পানি পান করানো)তে সওয়াব আছে।" *(আহমাদ ১৭৫৮১, ১৭৫৮৪, ইবনে মাজাহ ৩৬৮৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ)).

(৯৬৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পাপমুক্ত করবেন না এবং তাদের জন্য হবে কঠিন আযাব। ওদের মধ্যে একজন হল সেই ব্যক্তি, যার নিকট গাছ-পানিহীন প্রান্তরে উদ্বৃত্ত পানি থাকে অথচ সে মুসাফিরকে তা দান করে না।" (এক বর্ণনায় এ কথা অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহ তাকে বলবেন, 'আজ আমি নিজ অনুগ্রহ তোমাকে দান করব না, যেমন তুমি তোমার উদ্বৃত্ত জিনিস দান করনি; যা তোমার মেহনতের উপার্জনও ছিল না। *(বুখারী ২৩৬৯, ৭৪৪৬, মুসলিম ৩১০নং আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

সর্বশ্রেষ্ঠ সাদকা

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ)).

(৯৬৮) আবূ আইয়ুব আনসারী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ সাদকা সেই সাদকা, যা শত্রুতাপোষণকারী নিকটাত্মীয়কে করা হয়।" *(আহমাদ ২৩৫৩০, হাকেম ১৪৭৫, ত্বাবারানী ৩৮-২৬, বাইহাক্বী ১৩৬০৩, দারেমী ১৬৭৯নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)).

تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الِابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي.

(৯৬৯) আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সেই দানই উত্তম, যার পরে অভাব আসে না। উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাত অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার নিকট-আত্মীয় থেকে দান করা শুরু কর।"

আবূ হুরাইরা ﵁ বলেন, (মাল না থাকলে) তোমার বিবি তোমাকে বলবে, 'আমার খরচ দাও, নচেৎ আমাকে তালাক দাও।' তোমার দাস বা দাসী বলবে, 'আমার খরচ দাও, নচেৎ আমাকে বিক্রি করে দাও।' তোমার ছেলে বলবে, 'আমাকে কার ভরসায় ছেড়ে যাবে?' *(বুখারী ৫৩৫৫নং, ইবনে খুযাইমাহ ২৪৩৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ فَقَالَ: « أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ ».

(৯৭০) আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! সওয়াবের দিক থেকে কোন সদকাহ সবচেয়ে বড়?' উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার সুস্থতা ও অর্থপ্রয়োজন থাকা অবস্থায় কৃত সদকাহ, যখন তুমি দারিদ্রকে ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা কর। আর এ ব্যাপারে গয়ংগচ্ছ করো না। পরিশেষে তোমার প্রাণ যখন কণ্ঠাগতপ্রায় হবে, তখন বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত (সদকাহ), অথচ তা তো (প্রকৃতপক্ষে) অমুক (ওয়ারিসের) জন্যই।" *(বুখারী ১৪১৯ নং, মুসলিম ২৪২৯-২৪৩০নং)*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ)).

(৯৭১) হাকীম বিন হিযাম ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "উঁচু (দাতা) হাত নিচু (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা উত্তম। তাদের মাধ্যমে ব্যয় করা আরম্ভ কর যাদের তুমি প্রতিপালন করছ। সবচেয়ে উত্তম হল সেই দান, যার পর সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ যে দানের পর অভাব না আসে।) আর যে ব্যক্তি (যাচ্ঞা হতে) পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন এবং যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী

(অভাবমুক্ত) রাখবেন।” *(বুখারী ১৪২৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ))، قَالُوا : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ((رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فأَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مائَةَ أَلْفِ فَتَصَدَّقَ بِهَا، سَبَقَ دِرْهَمٌ مائَةَ أَلفِ دِرْهَمٍ رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ أَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ)).

(৯৭২) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” এক ব্যক্তি বলল, ‘তা কী করে হয়, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “এক ব্যক্তির প্রচুর মাল আছে। সে তার এক কোণ নিয়ে ১ লাখ দিরহাম দান করে। আর অন্য এক ব্যক্তি মাত্র ২ দিরহামের মালিক। সে তা হতেই ১ দিরহাম দান করে।” *(নাসাঈ ২৫২৭-২৫২৮, ইবনে খুযাইমাহ ২৪৪৩, ইবনে হিব্বান ৩৩৪৭, হাকেম ১৫১৯, সহীহ তারগীব ৮৮৩নং)*

عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ : قال (سقى الماء) .

(৯৭৩) সা’দ বিন উবাদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! কোন দান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?’ তিনি উত্তরে বললেন, “পানি পান করানো।” *(আবু দাউদ ১৬৮১, ইবনে মাজাহ ৩৬৮৪নং)*

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ « الْمَاءُ ». قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ.

(৯৭৪) উক্ত সা’দ হতেই বর্ণিত, ‘তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সা’দ (আমার মা) মারা গেছে। অতএব কোন্ দান সবচেয়ে উত্তম হবে?’ তিনি বললেন, “পানি।”

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সা’দ ﷺ একটি কুয়া খনন করে বললেন, ‘এটি উম্মে সা’দের।’ *(আবু দাউদ ১৬৮৩নং)*

নিজের পছন্দনীয় ও প্রিয় জিনিস এবং আত্মীয়কে খরচ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } [آل عمران :٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। *(সূরা আলে ইমরান ৯২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } [البقرة : ٢٦٧]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে থাকি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। এমন মন্দ জিনিস দান করার সংকল্প করো না, যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৭ আয়াত)*

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ ﷺ أَكْثَرَ الأَنْصَار بالمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْل ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوالِهِ إِلَيْه بَيْرُحَاء ، وَكَانتْ مُسْتَقْبلَةَ المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُول الله ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّب . قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قام أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ : { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تَعَالَى ، أَرْجُو برَّهَا ، وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَى ، فَضَعْهَا يَا رَسُول الله حَيْثُ أَرَاكَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((بَخ ! ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ ، ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ ، وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأقْرَبينَ)) ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أفْعَلُ يَا رَسُولَ الله ، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أقَارِبِهِ ، وبَنِي عَمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৯৭৫) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা ﷺ সবচেয়ে অধিক খেজুর-বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাগানে প্রবেশ ক'রে সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস ﷺ বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল; যার অর্থ, "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।" *(আলে ইমরান ৯২আয়াত)* তখন আবূ তালহা ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর (আয়াত) অবতীর্ণ ক'রে বলেছেন, "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।" আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান করে দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আরে! এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা শুনেছি। আমি মনে করি, তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা বন্টন করে দাও।" আবূ তালহা ﷺ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব।' তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বন্টন ক'রে দিলেন। *(বুখারী ১৪৬১, মুসলিম ২৩৬২নং)*

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ». قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِى عَنِّى وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَتْ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ. قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ

اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حَاجَتِى حَاجَتُهَا – قَالَتْ – وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ – قَالَتْ – فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ أَتَجْزِى الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِى حُجُورِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ – قَالَتْ – فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ هُمَا ». فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَىُّ الزَّيَانِبِ ». قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ».

(৯৭৬) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে মহিলাগণ! তোমরা সাদকাহ কর; যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়।" যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সুতরাং আমি (আমার স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, 'আপনি গরীব মানুষ, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদকাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আপনি তাঁর নিকট গিয়ে এ কথা জেনে আসুন যে, (আমি যে, আপনার উপর ও আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করি তা) আমার পক্ষ থেকে সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? নাকি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে আমি অন্যকে দান করব?' ইবনে মাসঊদ ﷺ বললেন, 'বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জেনে এস।' সুতরাং আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, তাঁর দরজায় আরোও একজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ভাবগম্ভীরতা দান করা হয়েছিল। (তাঁকে সকলেই ভয় করত।) ইতিমধ্যে বিলাল ﷺ-কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, 'আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলুন, দরজার কাছে দু'জন মহিলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তারা যদি নিজ স্বামী ও তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করে, তাহলে তা সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? আর আমরা কে, সে কথা জানাবেন না।' তিনি প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তারা কে?" বিলাল ﷺ বললেন, 'এক আনসারী মহিলা ও যায়নাব।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ যায়নাব?" বিলাল ﷺ উত্তর দিলেন, 'আব্দুল্লাহর স্ত্রী।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাদের জন্য দু'টি সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার সওয়াব এবং সাদকাহ করার সওয়াব।" *(বুখারী ১৪৬২, ১৪৬৬, মুসলিম ২৩৬৫নং)*

عَنْ طَلْحَةَ بن يَحْيَى ، عَنْ جَدَّتِهِ سُعْدَى ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا طَلْحَةُ ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ ثِقَلا ، فَقُلْتُ : مَا لَكَ ، لَعَلَّ رَابَكَ مِنَّا شَيْءٌ فَنُعْتِبَكَ ؟ ، قَالَ : لا ، وَلَنِعْمَ حَلِيلَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْتِ ، وَلَكِنِ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ وَلا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ ، قَالَتْ : وَمَا يَغُمُّكَ مِنْهُ ؟ أُدْعُ قَوْمَكَ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : يَا غُلامُ ، عَلَيَّ قَوْمِي ، فَسَأَلْتُ الْخَازِنَ : كَمْ قَسَمَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفٍ.

(৯৭৭) ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী সু'দা একদা স্বামীকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? সম্ভবতঃ আমার ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ হয়েছে; তা থেকে বিরত হব?' উত্তরে তালহা বললেন, 'তুমি কত উত্তমই না মুসলিমের স্ত্রী! আসলে আমার কাছে কিছু মাল জমা হয়ে গেছে। জানি না সেগুলো কি করব?' স্ত্রী বললেন, 'সে ব্যাপারে আপনার দুশ্চিন্তা কিসের? আপনি আপনার গোত্রের লোককে ডেকে তা বিতরণ করে দিন!'

তালহা কিশোর খাদেমকে গোত্রের লোককে ডেকে হাযির করতে বললেন এবং সমস্ত মাল তাদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। সে মাল ছিল ৪ লক্ষ (দিরহাম)! *(ত্বাবারানী ১৯৪, সহীহ তারগীব ৯২৫নং)*

عَنْ سَلْمَانَ بن عَامِرِ الضَّبِّي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((الصدَقَةُ على الْمِسكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعلى ذِي القَرَابَةِ اَثنَتَانِ : صَدَقَة ، وَصِلَة)).

(৯৭৮) সালমান বিন আমের য্বাব্বী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মিসকীনকে দান করলে একটি দান করার সওয়াব হয়। কিন্তু আত্মীয়কে দান করলে দুটি সওয়াব হয়; দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তা বজায় করার সওয়াব।" *(তিরমিযী ৬৫৮, নাসাঈ ২৫৮২, ইবনে মাজাহ ১৮৪৪, ইবনে খুযাইমাহ ২৩৮৫, ইবনে হিব্বান ৩৩৪৪, হাকেম ১৪৭৬নং)*

গোপনে দান

عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ ، وَفِعْلُ المَعْرُوفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ)).

(৯৭৯) আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে, আয়ু বৃদ্ধি করে। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩৪৪২, সহীহুল জামে ৩৭৬০ নং)*

স্ত্রীর দান

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ».

(৯৮০) আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন, মহিলা যখন তার (স্বামী) গৃহের খাদ্য হতে (অনিষ্ট বা) অপব্যয় না করে (ক্ষুধার্তকে) দান করে, তখন তার জন্য তার দান করার সওয়াব হয়। তার স্বামীর জন্য তার উপার্জন করার সওয়াব লাভ হয়। আর অনুরূপ সওয়াব লাভ হয় খাজাঞ্চীরও। ওদের কেউই কারো সওয়াব কিছুমাত্র কমিয়ে দেয় না।" *(বুখারী ১৪২৫, মুসলিম ২৪১১-২৪১৩নং)*

عَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ قَالَ ، قال رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَا تنْفق امْرَأَة من بَيت

زَوجهَا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا)). قيل : يَا رَسُولَ الله وَلَا الطَّعَام ؟ قَالَ : ((ذَاك أفضل أَمْوَالنَا)).

(৯৮১) আবু উমামাহ বাহেলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী যেন স্বামীর ঘরের কিছু খরচ না করে।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খাবারও না?' তিনি বললেন, "তা তো আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মাল।" *(তিরমিযী ৬৭০, ২১২০, সহীহ তারগীব ৯৪৩নং)*

কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَأَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى }

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। আর সদ্বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করে, অচিরেই তার জন্য আমি সুগম ক'রে দেব (জাহান্নামের) কঠোর পরিণামের পথ। যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। *(সূরা লাইল ৮-১১)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَأولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [التغابن : ١٦]

অর্থাৎ, যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। *(সূরা তাগাবুন ১৬ আয়াত)*

এ বিষয়ে একাধিক হাদীস গত পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। আরো কিছু নিম্নরূপ ঃ-

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ . وَاتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ)). رواه مسلم

(৯৮২) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অত্যাচার করা থেকে বাঁচ। কেননা, অত্যাচার কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কৃপণতা থেকে দূরে থাক। কেননা, কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। (এই কৃপণতাই) তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল, ফলে তারা নিজেদের রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের উপর হারামকৃত বস্তুসমূহকে হালাল ক'রে নিয়েছিল।" *(মুসলিম ৬৭৪১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَداً ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً)).

(৯৮৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোনও বান্দার পেটে আল্লাহ রাস্তায় ধুলো ও দোযখের ধুঁয়ো কখনই একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনই জমা হতে পারে না।" *(আহমাদ ৭৪৮০, নাসাঈ ৩১১০, ইবনে হিব্বান ৩২৫১, হাকেম ২৩৯৫, সহীহুল জামে' ৭৬১৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « شَرُّ مَا فِى رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ

خَالِعٌ ».

(৯৮৪) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মানুষের মাঝে দু’টি চরিত্র বড় নিকৃষ্টতম; কাতরতাপূর্ণ কার্পণ্য এবং সীমাহীন ভীরুতা।” *(আহমাদ ৮০১০, আবূ দাউদ ২৫১১, ইবনে হিব্বান ৩২৫০, সহীহুল জামে’ ৩৭০৯নং)*

عَنْ جَرِيرِ بن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي رَحِمَهُ ، فَيَسْأَلُهُ فَضْلا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ ، إِلا أُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةٌ يُقَالُ لَهَا : شُجَاعٌ ، يَتَلَمَّظُ فَيُطَوَّقُ بِهِ)).

(৯৮৫) জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কোন (গরীব) নিকটাত্মীয় যখন তার (ধনী) নিকটাত্মীয়র নিকট এসে আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহ তার কাছে প্রার্থনা করে, তখন সে (ধনী) ব্যক্তি তা দিতে কার্পণ্য করলে (পরকালে) আল্লাহ তার জন্য দোযখ থেকে একটি ‘শুজা’ নামক সাপ বের করবেন; যে সাপ তার জিব বের করে মুখ হিলাতে থাকবে। এই সাপকে বেড়িস্বরূপ তার গলায় পরানো হবে।” *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৫৫৯৩, কাবীর, সহীহ তারগীব ৮৯৬নং)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ ، فَسَأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَمَنَعَهُ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلأِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(৯৮৬) আম্‌র বিন শুআইব, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে কোনও ব্যক্তির নিকট তার চাচাতো ভাই এসে তার উদ্বৃত্ত মাল চায় এবং সে যদি তাকে তা না দেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তাকে বঞ্চিত করবেন। আর যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঘাস না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার (কুয়া বা ঝরনার) অতিরিক্ত পানিও (গবাদি পশুকে) দান করে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করবেন না।” *(ত্বাবারানীর সাগীর ৯৩, আউসাত্ব ১১৯৫, সহীহ তারগীব ৮৯৭নং)*

عن أبي ذر قال قَالَ له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ذَرٍّ تَقُولُ كَثْرَةُ الْمَالِ الْغِنَى ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَقُولُ قِلَّةُ الْمَالِ الْفَقْرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ ذَلِكَ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْغِنَى فِي الْقَلْبِ ، وَالْفَقْرُ فِي الْقَلْبِ ، مَنْ كَانَ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ لا يَضُرُّهُ ، مَا لَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ ، فَلا يُغْنِيهِ مَا أَكْثَرَ لَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا.

(৯৮৭) আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, “তুমি কি বল যে, বেশী ধন হলে, তার নামই ধনবত্তা?”

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তারপর বললেন, “তুমি কি বল যে, ধন কম হলে, তার নামই দরিদ্রতা?” আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ এরূপ তিনবার বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “(না,)

বরং প্রকৃত ধনবত্তা হল হৃদয়ের ধনবত্তা এবং প্রকৃত দরিদ্রতা হল হৃদয়ের দরিদ্রতা। যার হৃদয়ে ধনবত্তা থাকে, দুনিয়ার কোন বঞ্চনা তার ক্ষতি করতে পারে না। আর যার হৃদয়ে দরিদ্রতা থাকে, দুনিয়ার ধনাধিক্য তাকে অভাবমুক্ত করতে পারে না। আসলে হৃদয়ের কার্পণ্যই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানী ১৬১৯, ইবনে হিব্বান ৬৮৫, সহীহুল জামে' ৭৮১৬নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৯৮৮) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন।' আর অপরজন বলেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।" *(বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ২৩৮৩নং)*

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً فِي حَائِطِي فَمُرْهُ فَلْيَبِعْنِيهَا أَوْ لِيَهَبْهَا لِي قَالَ فَأَبَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلْ وَلَكَ بِهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَذَا أَبْخَلُ النَّاسِ)).

(৯৮৯) একদা মহানবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট থেকে অন্য এক ব্যক্তির জন্য একটি খেজুর গাছ দান চাইলেন। কিন্তু লোকটি তা দিল না। তিনি তাকে মূল্যের বিনিময়ে তা বিক্রি করতে বললে তাতেও সে রাজি হল না। পরিশেষে জান্নাতের একটি গাছের বিনিময়ে তা দান করতে উৎসাহিত করলেন, কিন্তু তাতেও সে সম্মত হল না! লোকটির কার্পণ্য দেখে বললেন, "এ হল সবচেয়ে বড় কৃপণ।" *(আহমাদ ২৩০৮৫নং)*

عن قرة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الْحَيَاءَ، وَالْعَفَافَ، وَالْعِيَّ، عِيُّ اللِّسَانِ لا عِيَّ الْقَلْبِ، وَالْعَمَلَ، مِنَ الإِيمَانِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ، وَيُنْقِصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَمَا يَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ، أَكْثَرُ مِمَّا يُنْقِصْنَ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ الشُّحَّ، وَالْبَذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، وَيُنْقِصْنَ مِنَ الآخِرَةِ، وَلَمَا يُنْقِصْنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا)).

(৯৯০) কুর্রাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় লজ্জাশীলতা, যৌন-পবিত্রতা, মুখচোরামি ও দ্বীনী জ্ঞান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলি পরকালের সম্বল বৃদ্ধি করবে এবং ইহকালের সম্বল হ্রাস করবে। পক্ষান্তরে কার্পণ্য, অশ্লীলতা ও নোংরা ভাষা মুনাফিকীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি পরকালের সম্বল হ্রাস করে এবং ইহকালের সম্বল বৃদ্ধি করে। আর পরকালের যা হ্রাস পায়, তা ইহকালের যা বৃদ্ধি করে তা অপেক্ষা অধিক।" *(ত্বাবারানী ১৫৪০৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩৮১নং)*

উপহার বা দানের বস্তু ফেরৎ নেওয়া অপছন্দনীয়

কাজ

যে দানের বস্তু গ্রহীতাকে আদৌ অর্পণ করা হয়নি, তা ফেরৎ নেওয়া অপছন্দনীয়। আর নিজ সন্তানদেরকে কোন কিছু দান করার পর---তা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক আর না হোক---তা পুনরায় ফেরৎ নেওয়া অবৈধ। অনুরূপভাবে সাদকা, যাকাত বা কাফ্ফারা স্বরূপ কোন বস্তু কাউকে দেওয়ার পর তার নিকট থেকে দাতার সরাসরি খরিদ করা অপছন্দনীয়। তবে হ্যাঁ, গ্রহীতার নিকট থেকে যদি তা অন্য কারো কাছে হস্তান্তরিত হয়, তবে তা ক্রয় করলে কোন ক্ষতি নেই।

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ)) . متفق عَلَيْهِ . وفِي رواية : ((مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ)) . وفِي روايةٍ : ((العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)) .

(৯৯১) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের দান ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে, তারপর তা আবার খেয়ে ফেলে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি সাদকার মাল ফেরৎ নেয় তার উদাহরণ ঠিক ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তারপর আবার তা ভক্ষণ করে।"

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, "দান ক'রে ফেরৎ গ্রহণকারী ব্যক্তি, বমি করে পুনর্ভক্ষণ-কারীর মত।" *(বুখারী ২৫৮৯, ২৬২২, ৬৯৭৫, মুসলিম ৪২৫৫, ৪২৫৮, ৪২৬১নং)*

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : ((لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)) . متفق عَلَيْهِ

(৯৯২) উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার একটি ঘোড়া ছিল, যা আমি আল্লাহর রাস্তায় (ব্যবহারের জন্য এক মুজাহিদকে) দান করলাম। যার কাছে এটা ছিল, সে এটাকে নষ্ট ক'রে দিল। (অর্থাৎ, যথোচিত যত্ন করতে না পারলে ঘোড়াটি রুগ্ন বা দুর্বল হয়ে পড়ল)। ফলে আমি তা কিনে নিতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি সস্তা দামে বিক্রি করবে। (এ সম্পর্কে) আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার (দেওয়া) সাদকাহ ফিরিয়ে নিয়ো না; যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিতে চায়। কেননা, দান করে ফেরৎ গ্রহণকারী ব্যক্তি, বমি করে পুনর্ভক্ষণকারীর মত।" *(বুখারী ১৪৯০, মুসলিম ৪২৪৮, ৪২৫২, আবূ দাউদ ১৫৯৩নং)*

সাদকা জমা করতে খিয়ানত

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

(৯৯৩) আদী বিন আমীরাহ কিন্দী ﷺ বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যাকে আমরা কোন কর্মের কর্মচারী নিযুক্ত করলাম, অতঃপর সে আমাদের নিকটে একটি সুচ অথবা তার থেকে বড় কিছু গোপন করল, আসলে সে খিয়ানত করল। সে তা নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত হবে।" *(মুসলিম ৪৮৪৮, আবূ দাউদ ৩৫৯৩নং)*

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ ».

(৯৯৪) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে আমরা যাকাত আদায়কারীরূপে নির্বাচন করেছি এবং তার উপর তার রুজী (পারিশ্রমিক) নির্ধারিত করেছি, সে ব্যক্তি তা ছাড়া যদি অন্য কিছু গ্রহণ করে তবে তা খেয়ানত।" *(আবূ দাউদ ২৯৪৩, সহীহুল জামে' ৭৭৪নং)*

عَنْ عُبَادَةَ ين الصامت : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ : « يَا أَبَا الْوَلِيدِ اتَّقِ لاَ تَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٍ لَهَا ثُؤَاجٌ ». فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَالَ : « إِى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ». قَالَ : فَوَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَعْمَلُ عَلَى شَىْءٍ أَبَدًا أَوْ قَالَ عَلَى اثْنَيْنِ.

(৯৯৫) উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন তাঁকে (যাকাৎ) সদকাহ আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন, তখন বললেন, "হে আবূ অলীদ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তুমি যেন কিয়ামতের দিন (নিজ ঘাড়ে) কোন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই অথবা মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হয়ো না। (উবাদাহ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি সত্যই তাই?' বললেন, "হ্যাঁ, তাই। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে।" (উবাদাহ) বললেন, 'তাহলে সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন! আমি আপনার (বাইতুল মালের) কোন ব্যাপারে কখনো চাকুরী করব না।' *(বাইহাক্বী ৭৯১৩, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৮০নং)*

عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ – قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِى عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ – فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِى أُهْدِىَ لِى قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ « مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِى. أَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِى بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَىْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ». مَرَّتَيْنِ.

(৯৯৬) আবূ হুমাইদ সায়েদী ﷺ বলেন, নবী ﷺ আসাদ বা আযদের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মাল সহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কিনা? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ।"

আবূ হুমাইদ ﷺ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর (দু'বার) বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী ২৫৯৭, ৬৬৩৬, ৬৯৭৯, মুসলিম ৪৮৪৩-৪৮৪৫, আবূ দাউদ ২৯৪৮নং)*

যাকাতের হকদার

(৯৯৭) বিদায়ী হজ্জের সময়ে আল্লাহর রসূল ﷺ সাদকাহ বিতরণ করছিলেন। এমন সময় দুটি লোক এসে তাঁর কাছে যাচ্ঞা করল। তিনি লোক দুটির দিকে নজর তুলে পুনরায় নামিয়ে নিলেন। দেখলেন, তারা উভয়ে কর্মক্ষম লোক। অতঃপর তিনি বললেন,

« إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِىٍّ وَلاَ لِقَوِىٍّ مُكْتَسِبٍ ».

"তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি দিতে পারি। কিন্তু এ মালে কোন ধনী ও উপার্জনশীল কর্মঠ লোকের কোন অংশ নেই।" *(আবূ দাউদ ১৬৩৫নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ غَنِىٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِىٍّ. قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِىٍّ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِىٍّ وَعَلَى سَارِقٍ. فَأُتِىَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِىَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ ».

(৯৯৮) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, একদা (বনী ইসরাঈলের) এক ব্যক্তি এক রাতে অজান্তে এক চোরকে সাদকাহ করল। সকালে সে জানতে পারল যে সে চোর ছিল। কিন্তু তাতে সে আল্লাহর প্রশংসা করল। তারপরের রাতে আবার অজান্তে এক বেশ্যাকে সাদকাহ করল। সকাল বেলায় তা জানতে পেরে তার জন্যও আল-হামদু লিল্লাহ পড়ল। তৃতীয় রাতেও অজান্তে এক ধনীর হাতে সাদকাহ দিল। সকালে তা জানতে পেরে আল্লাহর প্রশংসা করল। অতঃপর (নবী অথবা স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল যে, তোমার সাদকাহ কবুল হয়ে গেছে। আর সম্ভবতঃ তোমার ঐ দান নিয়ে চোর চুরি করা হতে বিরত হবে, বেশ্যা বেশ্যাবৃত্তি হতে তাওবাহ করবে এবং ধনী উপদেশ গ্রহণ করে দান করতে শিখবে। *(বুখারী ১৪২১, মুসলিম ২৪০৯নং)*

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকা এবং অপরকে দান করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া প্রসঙ্গে

وَعَن أَبِي عَبدِ اللهِ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ يَأخُذَ أحَدُكُمْ أحبُلَهُ ثُمَّ يَأتِيَ الجَبَلَ ، فَيَأْتِيَ بحُزمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، فَيكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ)). رواه البخاري

(৯৯৯) আবূ আব্দুল্লাহ যুবাইর ইবনে আওয়াম ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে পাহাড় যাওয়া এবং কাঠের বোঝা পিঠে করে বয়ে আনা ও তা বিক্রি করা, যার দ্বারা আল্লাহ তার চেহারাকে (অপমান থেকে) বাঁচান, লোকেদের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম; চাহে তারা তাকে দিক বা না দিক।" *(বুখারী ১৪৭১, ২০৭৫, ২৩৭৩নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ يَحْتَطِبَ أحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَلَ أَحَداً ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০০০) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ ক'রে পিঠে ক'রে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে অনেক ভাল; চাহে সে দিক বা না দিক।" *(বুখারী ২০৭৪, ২৩৭৪, মুসলিম ২৪৪৯নং)*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ)).

(১০০১) হাকীম বিন হিযাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "উঁচু (দাতা) হাত নিচু (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা উত্তম। তাদের মাধ্যমে ব্যয় করা আরম্ভ কর যাদের তুমি প্রতিপালন করছ। সবচেয়ে উত্তম হল সেই দান, যার পর সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ যে দানের পর অভাব না আসে।) আর যে ব্যক্তি (যাচ্ঞা হতে) পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে

পবিত্র রাখবেন এবং যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী (অভাবমুক্ত) রাখবেন।” *(বুখারী ১৪২৭ নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ « مَا يَكُنْ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ ».

(১০০২) আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট আনসারদের কিছু লোক যাচ্ঞা করলে তিনি তাদেরকে দান করলেন। তারা আবার চাইলে আবারও দান করলেন। পরিশেষে তাঁর নিকট যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, “আমার নিকট যে মঙ্গল থাকবে, আমি তা তোমাদেরকে না দিয়ে কখনই জমা করে রাখব না। তবে যে ব্যক্তি (যাচ্ঞা থেকে) পবিত্র থাকতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন, যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।” *(বুখারী ১৪৬৯, মুসলিম ২৪৭১নং)*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ ».

(১০০৩) ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তির অভাব আসে এবং সেই অভাবের কথা মানুষের কাছে জানায়, তার অভাব দূর করা হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার অভাবের কথা আল্লাহর কাছে জানায়, আল্লাহ তাকে সত্বর অভাব দূর করেন; সত্বর মৃত্যু অথবা সত্বর ধনবত্তা দিয়ে।” *(আহমাদ ৩৬৯৬, ৪২১৯, আবূ দাউদ ১৬৪৭, তিরমিযী ২৩২৬, হাকেম ১৪৮২, সহীহ তারগীব ৮৩৮, ১৬৩৭নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ)).

(১০০৪) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যাচ্ঞা করতে থাকলে পরিশেষে যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার মুখমন্ডলে এক টুকরাও মাংস থাকবে না।” *(বুখারী ১৪৭৪, মুসলিম ২৪৪৫নং, নাসাঈ, আহমাদ ২/১৫)*

وعنه ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ....)).

(১০০৫) উক্ত ইবনে উমার ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যাচনা হল কিয়ামতের দিন যাচনাকারীর মুখের ক্ষত-স্বরূপ।” *(আহমাদ ৫৬৮০, সহীহ তারগীব ৭৯৩নং)*

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(১০০৬) ইমরান বিন হুস্বাইন কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অভাবমুক্ত মানুষের যাচনা কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলে কলঙ্কের ছাপ হবে।" *(আহমাদ ১৯৮২১, ১৯৯১১, ত্বাবারানী ১৪৭৭১, সঃ তারগীব ৭৯৮নং)*

عَنْ حُبْشِيٍّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَأَلَ مِن غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ)).

(১০০৭) হুবশী বিন জুনাদাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি অভাব না থাকা সত্ত্বেও যাচনা করে (খেলো), সে ব্যক্তি যেন জাহান্নামের অঙ্গার খেলো।" *(আহমাদ ১৭৫০৮, ত্বাবারানীর কাবীর ৩৪২৬, ইবনে খুযাইমা ২৪৪৬, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৮০২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ».

(১০০৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে লোকেদের নিকট যাচনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে (দোযখের) অঙ্গার যাচ্ঞা করে। চাহে সে কম করুক অথবা বেশী।" *(মুসলিম ২৪৪৬, ইবনে মাজাহ ১৮৩৮নং)*

عن عبد الرحمن بن عَوْفٍ قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثَلَاثٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا و قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ)).

(১০০৯) আব্দুর রহমান বিন আউফ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিনটি বিষয় এমন রয়েছে---সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে---যদি আমি (সেগুলির বাস্তবতার উপরে) শপথ করি (তাহলে অযথা হবে না।) দান করার ফলে মাল কমে যায় না। সুতরাং তোমরা দান কর। যে কোনও বান্দা কারো অন্যায়কে ক্ষমা করে দেবে তার বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বান্দার ইজ্জত বৃদ্ধি করবেন। আর যে বান্দা যাচ্ঞার দরজা খুলবে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেবেন।" *(আহমাদ ১৬৭৪, আবূ য়্যা'লা ৮৪৯, বায্যার ১০৩২, সহীহ তারগীব ৮১৪নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا لَهُ فِيهَا لَمْ يَسْأَلْ)).

(১০১০) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যাচ্ঞাকারী যদি যাচ্ঞায় কি শাস্তি আছে তা জানত, তাহলে সে যাচ্ঞা করত না।" *(ত্বাবারানী ১২৪৫০, সহীহ তারগীব ৭৯৭নং)*

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ((إنّ الله تعالى يَبْغُضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ)).

(১০১১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ নাছোড়-বান্দা হয়ে ভিক্ষাকারীকে ঘৃণা বাসেন।" *(আবূ নুআইম, সহীহুল জামে ১৮৭৬নং)*

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ((إنّ الله تعالى إذا أنْعَمْ على عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أنْ يَرَى أثَرَ النِّعْمَةِ عليْهِ وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ والتَّباؤُسَ ويُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ ويحِبُّ الحَيَّ العَفيفَ الْمُتَعفّفَ)).

(১০১২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দার উপর কোন সম্পদ দান করেন, তখন তিনি তার চিহ্ন ঐ বান্দার উপর দেখা যাক---তা পছন্দ করেন। তিনি অভাব ও দীনতা প্রকাশ করাকে অপছন্দ করেন। নাছোড়-বান্দা হয়ে যাচ্ঞাকারীকে ঘৃণা করেন এবং লজ্জাশীল ও যাচ্ঞা করে না এমন পবিত্র মানুষকে তিনি ভালোবাসেন।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৬২০২, সহীহুল জামে' ১৭০৭নং)*

عوف بن مالك الأشجعي قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ: « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ » ثلاثاً، قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ: « عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا – وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً – وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

(১০১৩) আওফ বিন মালেক আশজাঈ ﷺ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নয়, আট, বা সাত জন ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমরা কি রাসূলুল্লাহর হাতে বায়াত করবে না?" এ কথা তিনি তিনবার বললেন। সুতরাং আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম, 'আপনার হাতে বায়াত করলাম, কিন্তু কোন্ কথার উপর বায়াত হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পাঁচ অক্ত নামায আদায় কর। আনুগত্য কর (নিঃশব্দে কিছু বললেন) এবং লোকের কাছে কোন কিছু চেয়ো না।"

বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখেছি যে, তাঁদের কারো কারো হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলে তা তুলে দেওয়ার জন্য কাউকে বলতেন না। (বরং সওয়ারী থেকে নিজে নেমে গিয়ে তা তুলে নিতেন।) *(মুসলিম ২৪৫০, আবূ দাউদ ১৬৪৪, নাসাঈ ৪৬০, ইবনে মাজাহ ২৮৬৭নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ تَكَفَّلَ لِى أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ ». فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا. فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا.

(১০১৪) যাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ কথার নিশ্চয়তা দেবে যে, সে লোকের নিকট কিছু চাইবে না, আমি তার জন্য বেহেশ্তের নিশ্চয়তা দিব।" *(আহমাদ ২২৩৭৪, আবূ দাউদ ১৬৪৫, নাসাঈ ২৫৯০, ইবনে মাজাহ ১৮৩৭,*

সহীহ তারগীব ৮ ১৩নং)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنِّي ، وَلا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي ، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ ، وَلا تَأْخُذُنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ ، وَأَنْ لا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا .

(১০১৫) আবূ যার্র ﷺ বলেন, আমাকে আমার বন্ধু সাতটি কাজের অসিয়ত করে গেছেন; (১) আমি যেন মিসকীনদেরকে ভালোবাসি, (২) তাদের নিকটবর্তী হই (বসি), (৩) আমার থেকে যারা নিম্নমানের তাদের প্রতি লক্ষ্য (করে উপদেশ বা সান্ত্বনা গ্রহণ) করি ও আমার থেকে যে উর্ধ্বে তার প্রতি লক্ষ্য না করি, (৪) আমার প্রতি অন্যায় করা হলেও আমি আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখি, (৫) বেশী বেশী 'লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলি, (৬) তিক্ত হলেও যেন হক কথা বলি এবং (৭) লোকেদের কাছে যেন কিছুও না চাই। *(আহমাদ ২১৪১৫, ত্বাবারানী ১৬২৬, সহীহ তারগীব ৮ ১১নং)*

عن حَكِيمِ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا)).

(১০১৬) একদা হাকীম বিন হিযাম তিন তিনবার আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে যাচ্ঞা করলে তিনি তাঁকে প্রত্যেক বারেই দান করলেন। শেষবারে তিনি বললেন, "ওহে হাকীম! এই মাল তরোতাজা মিষ্টি (ফলের মত)। সুতরাং যে তা নিজের প্রয়োজন মত গ্রহণ করবে, তাকে তাতে বর্কত দান করা হবে। পক্ষান্তরে যে মনে লোভ রেখে তা গ্রহণ করবে, তাকে তাতে বর্কত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির মত, যে খাবে অথচ তৃপ্ত হবে না। আর উপুড়হস্ত চিতহস্ত অপেক্ষা উত্তম।"

এই কথার পর হাকীম কসম খেয়ে বলেছিলেন যে, তিনি এরপর আর কারো কাছে কিছু চাইবেন না। করেছিলেনও তাই। *(বুখারী ১৪৭২, ২৭৫০, ৩১৪৩, মুসলিম ২৪৩৪, তিরমিযী ২৪৬৩, নাসাঈ ২৬০২-২৬০৩নং)*

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ « أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ». قَالَ ثُمَّ قَالَ « يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ

الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ».

(১০১৭) কাবীসাহ বিন মুখারিক হিলালী ﷺ বলেন, একবার এক অর্থদন্ডের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে থাকলে আমি সে ব্যাপারে সাহায্য নিতে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, "তুমি আমাদের কাছে থাকো। সাদকার মাল এলে তোমাকে তা দিয়ে সাহায্য করব।"

অতঃপর তিনি বললেন, "হে কাবীসাহ! তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য চাওয়া বৈধ নয়;

(১) যে ব্যক্তি অর্থদন্ডে পড়বে (কারো দিয়াত বা জরিমানা দেওয়ার যামিন হবে), তার জন্য চাওয়া হালাল। অতঃপর তা পরিশোধ হয়ে গেলে সে চাওয়া বন্ধ করবে।

(২) যে ব্যক্তি দুর্যোগগ্রস্ত হবে এবং তার মাল ধ্বংস হয়ে যাবে, তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত চাওয়া বৈধ, যতক্ষণ তার সচ্ছল অবস্থা ফিরে না এসেছে।

(৩) যে ব্যক্তি অভাবী হয়ে পড়বে এবং তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী লোক এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, অমুক অভাবী, তখন তার জন্য চাওয়া বৈধ।

আর এ ছাড়া হে কাবীসাহ অন্য লোকের জন্য চেয়ে (মেগে) খাওয়া হারাম। সে মাল খেলে হারাম খাওয়া হবে।" *(মুসলিম ২৪৫১, আবূ দাউদ ১৬৪২, নাসাঈ ২৫৭৯-২৫৮০, সহীহ তারগীব ৮১৭নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– يَسْأَلُهُ فَقَالَ « أَمَا فِى بَيْتِكَ شَىْءٌ ». قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ « ائْتِنِى بِهِمَا ».

فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِيَدِهِ وَقَالَ « مَنْ يَشْتَرِى هَذَيْنِ ». قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ « مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِىَّ وَقَالَ « اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِى بِهِ ». فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ « اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ». فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِىءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِى وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِى فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِى دَمٍ مُوجِعٍ ».

(১০১৮) আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত, একদা এক আনসারী ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর নিকট চাইতে এল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বাড়িতে কি কিছুই নেই?" লোকটি বলল, 'অবশ্যই আছে। জিনপোশের একটি কাপড়; যার অর্ধেক পরি ও অর্ধেক

বিছাই। আর একটি বড় পাত্র; যাতে পানি পান করি।' নবী ﷺ বললেন, "নিয়ে এস সে দুটিকে।" লোকটি সে দুটিকে হাযির করলে আল্লাহর রসূল ﷺ তা হাতে নিয়ে বললেন, "এ দুটিকে কে কিনবে?" এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক দিরহাম দিয়ে কিনব।' নবী ﷺ বললেন, "কে এক দিরহাম থেকে বেশী দেবে?" এ কথা তিনি ২ অথবা ৩ বার বললেন। তারপর এক ব্যক্তি বলল, 'আমি ২ দিরহাম দিয়ে কিনব।' তিনি ২ দিরহামের বিনিময়ে ঐ জিনিস দুটিকে বিক্রয় করে দিলেন। অতঃপর ঐ দিরহাম আনসারীকে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে এক দিরহাম দিয়ে তুমি খাবার কিনে তোমার পরিবারকে দাও। আর অপর একটি দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কিনে নিয়ে আমার কাছে এস।"

লোকটি তাই করল। কুড়ালটি নিয়ে মহানবী ﷺ-এর দরবারে এসে উপস্থিত হল। তিনি নিজ হাতে তাতে একটি কাঠের বাঁট লাগিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও এটা দিয়ে কাঠ কাট এবং তা বিক্রয় কর। আর যেন আমি পনের দিন তোমাকে না দেখতে পাই।"

লোকটি নির্দেশমত চলে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রয় করতে লাগল। অতঃপর একদিন সে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তখন সে ১০ দিরহামের মালিক। সে তার কিছু দিয়ে কাপড় কিনল এবং কিছু দিয়ে খাবার। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, "কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় কালো দাগ নিয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে এটা তোমার জন্য উত্তম। আসলে তিন ব্যক্তি ছাড়া অপর কারো জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) বৈধ নয়; (১) অত্যন্ত অভাবী, (২) চূড়ান্ত দেনা বা জরিমানা দায়ে আবদ্ধ অথবা (৩) পীড়াদায়ক (খুনীর) রক্তপণের জন্য দায়ী ব্যক্তি।" *(আহমাদ ১২১৩৪, আবূ দাউদ ১৬৪৩, ইবনে মাজাহ ২১৯৮, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৮৩৪নং, হাদীসের শেষাংশ সহীহ, নিলামের কাহিনী সহীহ নয়।)*

(১০১৯) বিদায়ী হজ্জের সময়ে আল্লাহর রসূল ﷺ সাদকাহ বিতরণ করছিলেন। এমন সময় দুটি লোক এসে তাঁর কাছে যাচ্ঞা করল। তিনি লোক দুটির দিকে নজর তুলে পুনরায় নামিয়ে নিলেন। দেখলেন, তারা উভয়ে কর্মক্ষম লোক। অতঃপর তিনি বললেন,

« إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِىٍّ وَلاَ لِقَوِىٍّ مُكْتَسِبٍ ».

"তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি দিতে পারি। কিন্তু এ মালে কোন ধনী ও উপার্জনশীল কর্মঠ লোকের কোন অংশ নেই।" *(আবূ দাউদ ১৬৩৫নং)*

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا)).

(১০২০) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, "সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আল্লাহর নামে কিছু যাচ্ঞা করে। আর সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত, যার নিকট হতে আল্লাহর নামে কিছু যাচ্ঞা করা হয় অথচ সে যাচ্ঞাকারীকে দান করে না; যদি সে অবৈধ (বা অবৈধভাবে) কিছু না চেয়ে থাকে তবে। *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮৫১নং)*

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ ، قَالُوا بَلَى . قَالَ الَّذِى يُسْأَلُ

بِاللّهِ وَلاَ يُعْطِى بِهِ)).

(১০২১) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে ঘৃণ্য লোকের কথা বলে দেব না কি? যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয় অথচ সে তা প্রদান করে না।" *(তিরমিযী ১৬৫২, নাসাঈর কুবরা ২৩৫০, ইবনে হিব্বান ৬০৪-৬০৫, সহীহ তারগীব ৮৫৪নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ بِهِ الْجَنَّةَ ، قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ ، وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ لِلَّهِ – عز وجل)).

(১০২২) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তার অসীলায় জান্নাত প্রার্থনা কর, সেই জাতি আসার পূর্বে, যারা তার অসীলায় দুনিয়া প্রার্থনা করবে। কুরআন তিন শ্রেণীর লোক শিক্ষা করবে; কিছু লোক তা নিয়ে ফখর করে বেড়াবে, কিছু লোক তার মাধ্যমে পেট চালাবে এবং কিছু লোক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা তেলাঅত করবে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২৬৩০, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৮নং)*

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ)).

(১০২৩) আব্দুর রহমান বিন শিব্‌ল ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুরআন পাঠ কর এবং তার নির্দেশ পালন কর, তার ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন ও অতিরঞ্জন করো না এবং তার মাধ্যমে উদরপূর্তি ও ধনবৃদ্ধি করো না।" *(আহমাদ ১৫৫২৯, আবূ য়্যালা ১৫১৮, বাইহাক্বী ২৩৬২, সহীহুল জামে' ১১৬৮নং)*

বিনা চাওয়ায় এবং বিনা লোভ-লালসায় যে মাল পাওয়া যাবে, তা নেওয়া জায়েয

عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ، عَن أَبِيهِ عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ ، عَن عَمَرَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنّي. فَقَالَ: ((خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لاَ، فَلاَ تُتبِعهُ نَفْسَكَ)) قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبدُ اللّه لاَ يَسألُ أحَداً شَيْئاً، وَلاَ يَرُدُّ شَيْئاً أُعْطِيَه. متفقٌ عَلَيْهِ

(১০২৪) সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে এবং তিনি উমার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে যখন কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, 'আমার চেয়ে যে বেশি অভাবী তাকে দিন।' (একদা)

তিনি বললেন, “তুমি তা নিয়ে নাও। যখন তোমার কাছে এই মাল আসে, আর তোমার মনে লোভ না থাকে এবং তুমি তা যাচনাও না ক’রে থাক, তাহলে তা গ্রহণ কর এবং তা নিজের মালের সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর তোমার ইচ্ছা হলে তা খাও, নতুবা দান ক’রে দাও। এ ছাড়া তোমার মনকে তাতে ফেলে রেখো না।”

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেন, ‘এ কারণেই (আমার আব্বা) আব্দুল্লাহ কারো কাছে কিছু চাইতেন না এবং তাঁকে কেউ কিছু দিতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। (বরং গ্রহণ ক’রে নিতেন।)’ *(বুখারী ১৪৭৩, ৭১৬৩-৭১৬৪, মুসলিম ২৪৫২-২৪৫৩নং)*

عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ)).

(১০২৫) আয়েয বিন আম্‌র কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যাকে যাচনা না করা ও তার মনে কোন লোভ ছাড়াই এই মাল থেকে কোন কিছু দেওয়া হয়, সে যেন তা নিয়ে তার রুজি বাড়িয়ে নেয়। অতঃপর সে যদি তার অমুখাপেক্ষী হয়, তাহলে সে যেন এমন লোককে এ মাল দিয়ে দেয়, যাকে সে নিজের চেয়েও বেশী অভাবী মনে করে।” *(আহমাদ ২০৬৪২, ২০৬৪৮, ত্বাবারানী ১৪৪৫৮, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩৫৫৪, সঃ তারগীব ৮৫০নং)*

সিয়াম ও রোযা অধ্যায়
রমযানের ফযীলত

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ ».

(১০২৬) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “রমযান উপস্থিত হলে জান্নাতের দ্বারসমূহকে উন্মুক্ত করা হয়, দোযখের দ্বারসমূহকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, আর সকল শয়তানকে করা হয় শৃঙ্খলিত।” *(বুখারী ১৮৯৯, ৩২৭৭, মুসলিম ২৫৪৭নং)*

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ((إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ لَيْلَةٍ)).

(১০২৭) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “রমযান মাসের প্রথম রাত্রি যখন আগত হয়, তখন সকল শয়তান ও অবাধ্য জিনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও খোলা হয় না। পরন্তু জান্নাতের সকল দরজা খুলে রাখা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী এই বলে আহবান করে, ‘হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো (ক্ষান্ত হও)। আল্লাহর জন্য রয়েছে দোযখ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত

ব্যক্তিবর্গ (সম্ভবতঃ তুমিও তাদের দলভুক্ত হতে পার)।' এরূপ আহবান প্রত্যেক রাত্রেই হতে থাকে।" *(তিরমিযী ৬৮২, ইবনে মাজাহ ১৬৪২, ইবনে খুযাইমাহ ১৮৮৩, ইবনে হিব্বান ৩৪৩৫, বাইহাকী ৮২৮৪, হাকেম ১৫৩২, সহীহ তারগীব ৯৯৮নং)*

عن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال: ((آمين))، ثم رقي أخرى فقال: ((آمين))، ثم رقي عتبة ثالثة فقال: ((آمين))، ثم قال: ((أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله فقلت آمين)).

(১০২৮) মালেক বিন হাসান বিন মালেক বিন হুয়াইরিষ তাঁর পিতা হতে, তিনি (হাসান) তাঁর (মালেকের) পিতামহ (মালেক বিন হুয়াইরিষ) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়েন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, "আমীন।" অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, "আমীন" অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, "আ-মীন।" অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।' তখন আমি (প্রথম) 'আ-মীন' বললাম। তিনি আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (দ্বিতীয়) 'আ-মীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (তৃতীয়) 'আমীন' বললাম।" *(ইবনে হিব্বান ৯০৭, সহীহ তারগীব ৯৯৬নং)*

عن أنس بن مالك قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إنّ هذا الشَّهْرَ قد حَضَرَكمْ وفيه لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَها فقد حُرِمَ الخَيْرَ كُلَّهُ ولا يُحْرَمُ خَيْرَها إلاّ مَحْرُومٌ)).

(১০২৯) আনাস বিন মালেক ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযান উপস্থিত হলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েই গেল। এই মাসে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঐ রাত্রের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হল, সে যেন সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত থেকে গেল। আর একান্ত চিরবঞ্চিত ছাড়া ঐ রাত্রের কল্যাণ থেকে অন্য কেউ বঞ্চিত হয় না।" *(ইবনে মাজাহ ১৬৪৪, সহীহ তারগীব ১০০০নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتقاءُ)).

(১০৩০) আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যহ ইফতারী করার সময় আল্লাহ বহু মানুষকেই দোযখ থেকে মুক্তিদান করে থাকেন।" *(আহমাদ ২২২০২, ত্বাবারানী ৮০১৪, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩৬০৫, সহীহ তারগীব ১০০১নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة – يعني في رمضان – وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة)).

(১০৩১) আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই (রমযানের) দিবারাত্রে বর্কতময় মহান আল্লাহর জন্য রয়েছে বহু (দোযখ থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (যাদেরকে তিনি মুক্ত করে থাকেন)। আর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য রয়েছে প্রত্যহ দিবারাত্রে গ্রহণ (কবুল) যোগ্য দুআ। (প্রার্থনা করলে মঞ্জুর হয়ে থাকে।) *(আহমাদ ৭৪৫০, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৬৪০১, বায্যার, সহীহ তারগীব ১০০২নং)*

রোযার ফযীলত

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ».

(১০৩২) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, "আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তবে রোযা নয়, যেহেতু তা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।' রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল না বকে ও ঝগড়া-হৈচৈ না করে; পরন্তু যদি তাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে লড়তে চায় তবে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি, আমার রোযা আছে।' সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুবাস অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধময়। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী, যা সে লাভ করে; যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারী নিয়ে খুশী হয়। আর যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার রোযা নিয়ে খুশী হবে।" *(বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ২৭৬২নং)*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ».

(১০৩৩) সাহ্ল বিন সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম 'রাইয়ান।' কিয়ামতের দিন ঐ দ্বার দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে না। রোযাদারগণ প্রবিষ্ট হয়ে গেলে দ্বার রুদ্ধ করা হবে। ফলে সে দ্বার দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করবে না।" *(বুখারী ১৮৯৬ নং, মুসলিম ২৭৬৬নং, নাসাঈ, তিরমিযী)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ)).

(১০৩৪) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' আর কুরআন বলবে, 'আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' নবী ﷺ বলেন, "অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।" *(আহমাদ ৬৬২৬, হাকেম ২০৩৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৯৯৪, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার 'কিতাবুল জু', সহীহ তারগীব ৯৮৪, ১৪২৯নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِي فَقَالَ: ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ حَسَنٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

(১০৩৫) হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার বুকে হেলান দিয়ে ছিলেন। সেই সময় তিনি বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুটিলাভের আশায় কিছু সাদকাহ করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সেও জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ৯৮৫নং)*

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: ((عليك بالصوم فإنه لا عدل له))، قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: ((عليك بالصوم فإنه لا عدل له))، قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: ((عليك بالصوم فإنه لا مثل له)).

(১০৩৬) আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন আমলের আজ্ঞা করুন।' তিনি বললেন, রোযা রাখ, কারণ এর কোন তুলনাই নেই।' পুনরায় আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন আমলের আদেশ করুন।' তিনিও পুনঃ ঐ কথাই বললেন, "তুমি রোযা রাখ, কারণ এর কোন তুলনাই নেই।' *(নাসাঈ ২২২৩, ইবনে খুযাইমাহ ১৮৯৩, হাকেম ১৫৩৩, সহীহ তারগীব ৯৮৬নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ – رضى الله عنه – قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ».

(১০৩৭) আবু সাঈদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, 'যে বান্দা

আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে সেই বান্দাকে আল্লাহ ঐ রোযার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।” *(বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ১১৫৩ নং)*

عن عَمْرِو بنِ عَبَسَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ)).

(১০৩৮) আম্‌র বিন আবাসাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে, সেই ব্যক্তি থেকে জাহান্নাম ১০০ বছরের পথ পরিমাণ দূরে সরে যাবে।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ও আওসাত্ব ৩২৪৯, সহীহ তারগীব ৯৮৮নং)*

রমযানের রোযা ফরয, তার ফযীলত ও আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (১৮৩–১৮৫) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার। (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ ক’রে নেবে। আর যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না (যারা রোযা রাখতে অক্ষম) তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। পরন্তু যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে, তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৩- ১৮৫ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ

لَهُ إِلاَّ الصِّيَام ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَومُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطرِهِ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ روايةِ البُخَارِي.

وفي روايةٍ لَهُ : ((يَتْرُكُ طَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)).

وفي رواية لمسلم : ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ ، اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ . قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ . وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ)).

(১০৩৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি সৎকর্ম তার জন্যই; কিন্তু **রোযা স্বতন্ত্র**, তা আমারই জন্য, আর আমিই তার প্রতিদান দেব।' **রোযা ঢালস্বরূপ** অতএব তোমাদের কেউ যেন রোযার দিনে অশ্লীল না বলে এবং হৈ-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ তাকে গালি-গালাজ করে অথবা তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি।' সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে, নিঃসন্দেহে **রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ** আল্লাহর কাছে মৃগনাভির সুগন্ধ অপেক্ষা বেশী উৎকৃষ্ট। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দময় মূহূর্ত রয়েছে, তখন সে আনন্দিত হয়; (১) যখন সে ইফতার করে (ইফতারের জন্য সে আনন্দিত হয়)। আর (২) যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, স্বীয় রোযার জন্য সে আনন্দিত হবে।" *(বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ২৭৬২, এই শব্দগুলি বুখারীর)*

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, 'সে (রোযাদার) পানাহার ও যৌনাচার বর্জন করে একমাত্র আমারই জন্য। **রোযা আমার জন্যই**। আর আমি নিজে তার পুরস্কার দেব। আর প্রত্যেক নেকী দশগুণ বর্ধিত হয়।' *(বুখারী ১৮৯৪নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎকর্ম কয়েকগুণ বর্ধিত করা হয়। একটি নেকী দশগুণ থেকে নিয়ে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু রোযা ছাড়া। কেননা, তা **আমার উদ্দেশ্যে (পালিত) হয়**। আর আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব। সে পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি আমার (সন্তুষ্টি অর্জনের) উদ্দেশ্যেই বর্জন করে।' রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে। একটি আনন্দ হল ইফতারের সময়, আর অপরটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকালে। আর নিশ্চয় তার মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভির সুগন্ধ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট।" *(মুসলিম ২৭৬৩নং)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ

دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ)). قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرورةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبوَابِ كُلِّهَا ؟ فَقَالَ : ((نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৪০) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া বস্তু ব্যয় করে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, 'হে আল্লাহর বান্দাহ! এ দরজাটি উত্তম (এদিকে এস)।' সুতরাং যে নামাযীদের দলভুক্ত হবে, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাক দেওয়া হবে। আর যে মুজাহিদদের দলভুক্ত হবে। তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। **যে রোযাদারদের দলভুক্ত হবে, তাকে 'রাইয়ান' নামক দরজা থেকে আহবান করা হবে।** আর দাতাকে দানের দরজা থেকে ডাকা হবে।" এ সব শুনে আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, যাকে ডাকা হবে, তার ঐ সকল দরজার তো কোন প্রয়োজন নেই। (কেননা মুখ্য উদ্দেশ্য হল, কোনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা।) কিন্তু এমন কেউ হবে কি, যাকে উক্ত সকল দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ। আর আশা করি, তুমি তাদের দলভুক্ত হবে।" *(বুখারী ১৮৯৭, মুসলিম ২৪১৮নং)*

وَعَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ فِي الجنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أحدٌ غَيْرُهُمْ ، يقال : أيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৪১) সাহল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি দরজা আছে, যার নাম হল 'রাইয়ান'; সেখান দিয়ে **কেবল রোযাদারগণই** কিয়ামতের দিনে প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ সেদিক দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে, 'রোযাদাররা কোথায়?' তখন তারা দন্ডায়মান হবে। (এবং ঐ দরজা দিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে) তারপর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন দরজাটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। আর সেখান দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।" *(বুখারী ১৮৯৬, মুসলিম ২৭৬৬নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ إلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৪২) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (অর্থাৎ, জিহাদকালীন বা প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনকল্পে) একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ ঐ একদিন রোযার বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর (পরিমাণ পথ) দূরে রাখবেন।" *(বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ২৭৬৭নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৪৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় **রমযানের রোযা** পালন করে, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ৩৮, মুসলিম ১৮-১৭নং)*

মাহে রমযানে অধিকাধিক সৎকর্ম ও দান খয়রাত করা তথা এর শেষ দশকে আরো বেশী সৎকর্ম করা প্রসঙ্গে

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ ، حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِن الرِّيحِ المُرْسَلَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৪৪) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর মাহে রমযানে যখন জিব্রাঈল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরো বেশী বদান্যতা প্রদর্শন করতেন। জিব্রাঈল মাহে রমযানের প্রত্যেক রজনীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর কাছে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিব্রাঈলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অবশ্যই কল্যাণবহ মুক্ত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।' *(বুখারী ৬, ১৯০২, মুসলিম ৬১৪৯নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَشَدَّ المِئْزَرَ . متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৪৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(রমযানের) শেষ দশক প্রবেশ করলে আল্লাহর রসূল ﷺ স্বয়ং রাতে জাগতেন এবং পরিবার-পরিজনদেরকেও জাগাতেন। আর (ইবাদতের জন্য) কোমর বেঁধে নিতেন।' *(বুখারী ২০২৪, মুসলিম ২৮৪৪নং)*

রোযাদার নিজ জিভ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে রোযার পরিপন্থী ক্রিয়াকলাপ তথা গালি-গালাজ ও অনুরূপ অন্য অপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : ((إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৪৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কারো রোযার দিন হবে, সে যেন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করে ও হৈ-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে লড়াই ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে যে, 'আমি রোযাদার।" *(বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ২৭৬২নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ

طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)). رواه البخاري

(১০৪৭) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও তার উপর আমল করা পরিহার না করল, তখন আল্লাহর কোন দরকার নেই যে, সে তার পানাহার ত্যাগ করুক।" *(বুখারী ১৯০৩, ৬০৫৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ. إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ : إِنِّى صَائِمٌ ، إِنِّى صَائِمٌ ».

(১০৪৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই রোযা নয়। রোযা তো অসার, বাজে ও অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকার নাম। যদি তোমাকে কেউ গালি দেয় অথবা তোমার সাথে কেউ মূর্খামি করে তবে তাকে বল, 'আমি রোযা রেখেছি। আমি রোযা রেখেছি।" *(হাকেম ১৫৭০, বাইহাক্বী ৮০৯৬, ইবনে খুযাইমা ১৯৯৬, সহীহুল জামে' ৫৩৭৬নং)*

রোযা সম্পর্কিত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ ، فَأَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৪৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ কিছু খেয়ে বা পান করে ফেলবে, তখন সে যেন তার রোযা (না ভেঙ্গে) পূর্ণ ক'রে নেয়। কেননা, আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।" *(বুখারী ১৯৩৩, ৬৬৬৯, মুসলিম ২৭৭২নং)*

وَعَنْ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ ؟ قَالَ : ((أَسْبِغِ الوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১০৫০) লাক্বীত্ব ইবনে স্বাবেরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! ওযূ সম্পর্কে আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, "পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ কর। আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গাগুলো খিলাল কর। সজোরে নাকে পানি টেনে (নাক ঝাড়ো); তবে রোযার অবস্থায় নয়।" (অর্থাৎ রোযার অবস্থায় বেশি জোরে নাকে পানি টানা চলবে না।) *(আবূ দাউদ ১৪২, তিরমিযী ৭৮৮, নাসাঈ ৮৭, ইবনে মাজাহ ৪০৭, বাইহাক্বী ৩৬৪, ত্বাবারানী ১৫৮২৩নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ . رواه البخاري

(১০৫১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(কখনো কখনো) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভোর এভাবে হত যে, তিনি স্ত্রী-মিলন হেতু অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন।

অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা করতেন।' *(বুখারী ১৯২৫-১৯২৬নং)*

وَعَنْهما رَضِيَ اللّه عَنهُمَا ، قَالَتَا : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ . متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৫২) আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনা স্বপ্নদোষে (স্ত্রী সহবাসজনিত) অপবিত্র অবস্থায় ভোর করতেন, তারপর রোযা পালন করতেন। *(বুখারী ১৯৩০, মুসলিম ২৬৪৫-২৬৪৬নং)*

চাঁদ দেখে রোযা

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري .

وفي رواية لمسلم : ((فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْماً)) .

(১০৫৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। যদি (কালক্রমে) তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় (এবং চাঁদ দেখতে না পাওয়া যায়), তাহলে শা'বান (মাসের) গুনতি ত্রিশ পূর্ণ ক'রে নাও।" *(বুখারী ১৯০৯ মুসলিম ২৫৬৬নং, শব্দাবলী বুখারীর)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন রোযা রাখ।"

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–.

(১০৫৪) কুরাইব বলেন, একদা উম্মুল ফায্‌ল বিন্তুল হারেষ আমাকে শাম দেশে মুআবিয়ার নিকট পাঠালেন। আমি শাম (সিরিয়া) পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। অতঃপর আমার শামে থাকা কালেই রমযান শুরু হল। (বৃহস্পতিবার দিবাগত) জুমআর রাত্রে চাঁদ দেখলাম। অতঃপর মাসের শেষ দিকে মদীনায় এলাম। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ আমাকে চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ?' আমি বললাম, 'আমরা জুমআর রাত্রে দেখেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি নিজে দেখেছ?' আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আর লোকেরাও দেখে রোযা রেখেছে এবং মুআবিয়াও রোযা রেখেছেন।' ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, 'কিন্তু আমরা তো (শুক্রবার দিবাগত) শনিবার রাত্রে চাঁদ দেখেছি। অতএব

আমরা ৩০ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকব।' আমি বললাম, 'মুআবিয়ার দর্শন ও তাঁর রোযার খবর কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?' তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।' *(মুসলিম ১০৭৮ নং)*

নতুন চাঁদ দেখলে যা বলতে হয়

عَن طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الهلاَلَ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمانِ ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১০৫৫) ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এই দুআ পড়তেন,

"আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি অলঈমা-নি অসসালা-মাতি অলইসলা-ম, রাব্বী অরাব্বুকাল্লা-হ।"

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। (হেদায়াত ও কল্যাণময় চাঁদ!) *(আহমাদ ১৩৯৭, তিরমিযী ৩৪৫১, কোন কোন বর্ণনায় 'বিল-আমনি'র স্থলে 'বিল-য়ুমনি' আছে। হাকেম ৭৭৬৭, দারেমী ১৬৮৮, আবূ য়্যালা ৬৬১নং)*

সেহরী খাওয়ার ফযীলত
যদি ফজর উদয়ের আশংকা না থাকে, তাহলে তা বিলম্ব করে খাওয়া উত্তম

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৫৬) আনাস ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা সেহরী খাও। কেননা, সেহরীতে বর্কত নিহিত আছে।" *(বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ২৬০৩নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ)).

(১০৫৭) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন, যারা সেহরী খায়, আর ফিরিশ্তাবর্গও তাদের জন্য দুআ করে থাকেন।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৬৪৩৪, ইবনে হিব্বান ৩৬৬৭, সহীহ তারগীব ১০৫৩ নং)*

وَعَنْ عَمرِو بنِ العَاصِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أَهْلِ

الكِتَابِ ، أَكْلَةُ السَّحَرِ)). رواه مسلم

(১০৫৮) আম্‌র বিন আস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমাদের রোযা ও কিতাবধারীদের (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সেহরী খাওয়া।" *(মুসলিম ২৬০৪নং)*

وَعَنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ ﷺ ، قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ . قِيلَ : كَمْ كَانَ بَينَهُمَا ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ آيةً . متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৫৯) যায়েদ ইবনে যাবেত ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সেহরী খেয়েছি, অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়েছি।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'ওই দুয়ের (নামায ও সেহরীর) মাঝখানে ব্যবধান কতক্ষণ ছিল?' তিনি বললেন, '(প্রায়) পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মত সময়।' *(বুখারী ১৯২১, মুসলিম ২৬০৬নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ : بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)). قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا. متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৬০) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'জন মুআয্‌যিন ছিলেন; বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতূম। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বিলাল যখন রাতে আযান দেবে, তখন তোমরা পানাহার (সেহরী ভক্ষণ) কর; যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেবে।" (ইবনে উমার) বলেন, 'আর তাঁদের উভয়ের আযানের মাঝে এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, উনি নামতেন, আর ইনি চড়তেন।' *(বুখারী ১৯১৮, মুসলিম ২৫৯০নং)*

** ((উলামাগণ বলেন, 'ইনি নামতেন এবং উনি চড়তেন'-এর অর্থ হল, বিলাল ﷺ ফজরের পূর্বে (সেহরীর) আযান দিতেন, অতঃপর দুআ ইত্যাদির মাধ্যমে অপেক্ষা করে ফজর উদয় হওয়া লক্ষ্য করতেন। সুতরাং তিনি ফজর উদয় নিকটবর্তী লক্ষ্য করলে তিনি নেমে (অন্ধ সাহাবী) ইবনে উম্মে মাকতূমকে খবর দিতেন। তিনি ওযূ ইত্যাদি করে প্রস্তুতি নিতেন। অতঃপর (নির্দিষ্ট উঁচু জায়গায়) চড়ে আযান দিতে শুরু করতেন।))*

সূর্যাস্তের সাথে সাথে দেরী না করে ইফতার করার ফযীলত, কোন্ খাদ্য দ্বারা ইফতার করবে ও তার পরের দুআ

عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৬১) সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, "যতদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।" *(বুখারী মুসলিম)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ».

(১০৬২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "দ্বীন ততকাল বিজয়ী থাকবে, যতকাল লোকেরা ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে। কারণ, ইহুদ ও খ্রিষ্টানরা দেরী করে ইফতার করে।" *(আবূ দাউদ ২৩৫৫, হাকেম ১৫৭৩, ইবনে হিব্বান ৩৫০৩, ইবনে খুযাইমা ২০৬০, সঃ জামে' ৭৬৮৯নং)*

وَعَنْ أَبِي عطِيَّةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوق : رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، كِلاَهُمَا لاَ يَألُو عَنِ الخَيْرِ ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ؟ فَقَالَتْ : مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللّهِ – يعني : ابن مسعود – فَقَالَتْ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَصْنَعُ . رواه مسلم

(১০৬৩) আবূ আত্বিয়্যাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট উপস্থিত হলাম। মাসরুক তাঁকে বললেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচরদের মধ্যে দু'জন সহচর কল্যাণের ব্যাপারে আদৌ ত্রুটি করেন না। তাঁদের একজন মাগরিব ও ইফতার সত্বর সম্পাদন করেন এবং অপরজন মাগরিব ও ইফতার দেরীতে সম্পাদন করেন।' এ কথা শুনে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে মাগরিব ও ইফতার সত্বর করেন?' তিনি বললেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ এরূপই করতেন।' *(মুসলিম ২৬১১নং)*

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৬৪) উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন রাত্রি এ (পূর্ব) দিক থেকে আগমন করবে এবং দিন এ (পশ্চিম) দিক থেকে প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে, তখন অবশ্যই রোযাদার ইফতার করবে।" *(বুখারী ১৯৫৪, মুসলিম ২৬১২নং)*

وَعَنْ أَبِي إِبرَاهِيمَ عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي أَوفَى رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ لِبَعْضِ القَوْمِ : ((يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، لَوْ أَمْسَيْتَ ؟ قَالَ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)) قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً، قَالَ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)) قَالَ : فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) وَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৬৫) আবূ ইব্রাহীম আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে পথ চলছিলাম, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত গেল, তখন তিনি সফররত সঙ্গীদের একজনকে বললেন, "হে অমুক! বাহন থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও।" সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আর একটু সন্ধ্যা করতেন (তাহলে ভাল হত।)' তিনি বললেন, "তুমি বাহন থেকে নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও।" সে বলল, 'এখনো দিন হয়ে আছে।' তিনি

আবার বললেন, "তুমি নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও।" বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সে নেমে তাঁদের জন্য ছাতু ঘুলে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করলেন এবং বললেন, "যখন তোমরা প্রত্যক্ষ করবে যে, রাত্রি এ (পূর্ব) দিক থেকে এসে পড়েছে, তখন অবশ্যই রোযাদার ইফতার করবে।" আর সেই সাথে তিনি পূর্বদিকে ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ১৯৪১, ১৯৫৫, মুসলিম ২৬১৩-২৬১৫নং)*

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلا وَعْرًا ، فَقَالَا : اصْعَدْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أُطِيقُهُ ، فَقَالَا : إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ ؟ ، قَالُوا : هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ(٢)مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا ، فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ ، قَالَا : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ)).

(১০৬৬) আবূ উমামা বাহেলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার উভয় বাহুর উর্ধ্বাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, 'আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন।' আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে চড়তে আমি অক্ষম।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে দেব।' সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের?' তাঁরা বললেন, 'এ হল জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধ্বনি।' পুনরায় তাঁরা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশবেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।" *(ইবনে খুযাইমাহ ১৯৮৬, ইবনে হিব্বান ৭৪৯১, হাকেম ১৫৬৮, সহীহ তারগীব ১০০৫, ২৩৯৩নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن))

(১০৬৭) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ার আগে কতিপয় টাটকা পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি টাটকা পাকা খেজুর না পেতেন, তাহলে শুকনো কয়েকটি খেজুর যোগে ইফতার করতেন। যদি শুকনো খেজুরও না হত, তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।' *(আবূ দাউদ ২৩৫৮, তিরমিযী ৬৯৬নং)*

عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : ((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ)). رواه أبو داود

(১০৬৮) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন ইফতার করতেন, তখন এই দুআ বলতেন, "যাহাবায যামা-উ অবতাল্লাতিল উরুক্বু অষাবাতাল আজরু ইন শা-আল্লাহ।"

অর্থাৎ, পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং ইন শাআল্লাহ সওয়াব সাব্যস্ত হল। *(আবূ দাউদ ২৩৫৯নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ ﷺ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ؛ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(১০৬৯) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ সা'দ ইবনে উবাদাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি রুটি ও (যায়তুনের) তেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে পেশ করলেন। নবী ﷺ তা ভক্ষণ ক'রে এই দুআ পড়লেন,

'আফত্বারা ইন্দাকুমুস স্বা-য়িমূন, অআকালা ত্বাআমাকুমুল আবরার, অস্বাল্লাত আলাইকুমুল মালাইকাহ।'

অর্থাৎ, রোযাদারগণ তোমাদের নিকট ইফতার করল। সৎব্যক্তিগণ তোমাদের খাবার ভক্ষণ করল এবং ফিরিশ্তাগণ তোমাদের (ক্ষমার) জন্য দুআ করলেন। *(আবূ দাউদ ৩৮৫৬নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ فَطَّرَ صَائِماً ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১০৭০) যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে (রোযাদারের) সমান নেকীর অধিকারী হবে। আর তাতে রোযাদারের নেকীর কিছুই কমবে না।" *(তিরমিযী ৮০৭, নাসাঈর কুবরা ৩৩৩১-৩৩৩২, ইবনে মাজাহ ১৭৪৬, ইবনে হিব্বান ৩৪২৯, সহীহ তারগীব ১০৬৫ নং)*

সহবাসে রোযা নষ্ট করার কাফ্ফারা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « وَمَا أَهْلَكَكَ ». قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ « هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ». قَالَ لاَ – قَالَ – ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ « تَصَدَّقْ بِهَذَا ». قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ « اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ».

(১০৭১) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংসগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।' তিনি বললেন, "কোন্ জিনিস তোমাকে ধ্বংসগ্রস্ত ক'রে ফেলল?" লোকটি বলল, 'আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ক'রে ফেলেছি।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, "তুমি কি একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে পারবে?" লোকটি বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, "তাহলে কি তুমি একটানা দুই মাস রোযা রাখতে পারবে?" সে বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, "তাহলে কি তুমি ষাট জন মিসকীনকে খাদ্যদান করতে পারবে?" লোকটি বলল, 'জী না।' কিছুক্ষণ পর নবী ﷺ এক ঝুড়ি খেজুর এনে বললেন, "এগুলি নিয়ে দান ক'রে দাও।" লোকটি বলল, 'আমার চেয়ে বেশী গরীব মানুষকে হে আল্লাহর রসূল? আল্লাহর কসম! (মদীনার) দুই হার্রার মাঝে আমার পরিবার থেকে বেশী গরীব অন্য কোন পরিবার নেই!' এ কথা শুনে নবী ﷺ হেসে ফেললেন এবং তাতে তাঁর ছেদক দাঁত দেখা গেল। অতঃপর বললেন, "তোমার পরিবারকেই তা খেতে দাও!" *(বুখারী ১৯৩৬-১৯৩৭, মুসলিম ২৬৫১নং)*

কিয়ামে রমযান বা তারাবীহর নামায মুস্তাহাব

عن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রমযান মাসে কিয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে), তার পূর্বেকার পাপসমূহ মাফ ক'রে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ৩৭, ২০০৮-২০০৯, মুসলিম ১৮১৫নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُوْل : ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). رواه مسلم

(১০৭৩) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামে রমযান (তারাবীহ) সম্পর্কে দৃঢ় আদেশ (ওয়াজেব) না করেই, তার প্রতি উৎসাহ দান করতেন এবং বলতেন, "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানে কিয়াম (তারাবীহর নামায আদায়) করবে, তার অতীতের পাপ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম ১৮১৬নং)*

عن عائشة قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

(১০৭৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'নবী ﷺ রমযান-অরমযান সকল সময়ে ১১ রাকআতের বেশী (রাতের) নামায পড়তেন না।' *(বুখারী ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯, মুসলিম ১৭৫৭নং)*

রমযান মাসে ই'তিকাফ সম্পর্কে

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৭৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।' *(বুখারী ২০২৫, মুসলিম ২৮৩৮নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّهُ تَعَالَى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৭৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, 'নবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে মহান আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান করা পর্যন্ত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর (তিরোধানের) পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছেন।' *(বুখারী ২০২৬, মুসলিম ২৮৪১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً . رواه البخاري

(১০৭৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ প্রত্যেক রমযান মাসের (শেষ) দশদিন ই'তিকাফ করতেন। তারপর যে বছরে তিনি দেহত্যাগ করেন, সে বছরে বিশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন।' *(বুখারী ২০৪৪নং)*

শবেক্বদরের ফযীলত এবং সর্বাধিক সম্ভাবনাময় রাত্রি প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {١} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ {٢} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ {٣} تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {٤} سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {٥}

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে (শবেকদরে)। আর মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সম্বন্ধে তুমি কি জান? মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। ঐ রাত্রিতে ফিরিশ্তাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিময় সেই রাত্রি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। *(সূরা ক্বাদ্‌র)*

তিনি আরো বলেছেন,

حم {١} وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ {٢} إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ {٣} فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ {٤} أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ {٥} رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {٦}

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বর্কতময় (আশিসপূত শবেক্বদর) রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার আদেশক্রমে, আমি তো রসূল প্রেরণ করে থাকি। এ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে

করুণা; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা দুখান ৩ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৭৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি শবেক্বদরে (ভাগ্যরজনী অথবা মহিয়সী রজনীতে) ঈমানসহ নেকীর আশায় কিয়াম করে (নামায পড়ে), তার অতীতের গুনাহ মাফ ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ৩৫, ১৯০১, ২০১৪, মুসলিম ১৮১৭নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৭৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবাকে স্বপ্নযোগে (রমযান মাসের) শেষ সাত রাতের মধ্যে শবেক্বদর দেখানো হল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি দেখছি যে, শেষ সাত রাতের ব্যাপারে তোমাদের স্বপ্নগুলি পরস্পরের মুতাবিক। সুতরাং যে ব্যক্তি শবেক্বদর অনুসন্ধানী হবে, সে যেন শেষ সাত রাতে তা অনুসন্ধান করে।" *(বুখারী ২০১৫, মুসলিম ২৮১৮নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ويَقُوْل : ((تَحرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৮০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করতেন এবং বলতেন, "তোমরা রমযানের শেষ দশকে শবেক্বদর অনুসন্ধান কর।" *(বুখারী ২০২০, মুসলিম ২৮৩৩নং)*

وعنها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)). رواه البخاري

(১০৮১) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "রমযান মাসের শেষ দশকের বিজোড় (রাত)গুলিতে শবেক্বদর অনুসন্ধান কর।" *(বুখারী ২০১৭নং)*

وَعَنْهَا ، رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ ، أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ. متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৮২) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন রমযানের শেষ দশক প্রবেশ করত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নিজে জাগতেন, নিজ পরিজনদেরকেও জাগাতেন, কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং কোমরে লুঙ্গি বেঁধে নিতেন।' *(বুখারী ২০২৪, মুসলিম ২৮৪৪নং)*

وَعَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ.

(১০৮৩) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ (আল্লাহর ইবাদতের জন্য রমযানের) শেষ দশকে যত মেহনত করতেন অন্য দিনগুলিতে তত মেহনত করতেন না।' *(মুসলিম ২৮৪৫নং)*

وَعَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيهَا ؟ قَالَ : ((قُولِي : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ (كَرِيْمٌ) تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)).

(১০৮৪) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (ভাগ্যক্রমে) **শবেক্বদর** জেনে নিই, তাহলে তাতে কোন্ (দুআ) পড়ব?' তিনি বললেন, এই দুআ, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন (কারীমুন) তুহিবুব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, (মহানুভব) ক্ষমা ভালবাস। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। *(আহমহদ ২৫৩৮৪, তিরমিযী ৩৫১৩, নাসাঈর কুবরা ৭৭১২, ইবনে মাজাহ ৩৮৫০, হাকেম ১৯৪২)*

রোযার কাযা

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

(১০৮৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রোযা বাকী রেখে মারা যায়, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক রোযা রেখে দেবে।" *(বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ২৭৪৮নং)*

عن عمرة: أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين.

(১০৮৬) আমরাহর মা রমযানের রোযা বাকী রেখে ইন্তিকাল করলে তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আমার মায়ের তরফ থেকে কাযা করে দেব কি?' আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'না। বরং তার তরফ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে এক একটি মিসকীনকে অর্ধ সা' (প্রায় ১কিলো ২৫০ গ্রাম খাদ্য) সদকাহ করে দাও।' *(ত্বাহাবী ৩/১৪২, মুহাল্লা ৭/৪, আহকামুল জানাইয, টীকা ১৭০পৃঃ)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِى رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

(১০৮৭) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'কোন ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং তারপর রোযা না রাখা অবস্থায় মারা গেলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে; তার কাযা নেই। পক্ষান্তরে নযরের রোযা বাকী রেখে মারা গেলে তার তরফ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।' *(আবূ দাউদ ২৪০১নং প্রমুখ)*

শওয়াল মাসের ছ’দিন রোযা পালনের ফযীলত

عَن أَبِي أَيُّوبَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)). رواه مسلم

(১০৮৮) আবূ আইয়ূব আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালনের পর শওয়াল মাসের ছয়দিন রোযা রাখল, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।” *(মুসলিম ২৮১৫, আবু দাঊদ ২৪৩৫, তিরমিযী ৭৫৯, নাসাঈর কুবরা ২৮৬২, ইবনে মাজাহ ১৭১৬নং)*

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ফযীলত

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَومِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ ، فَقَالَ : ((ذَلِكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَيَومٌ بُعِثْتُ ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)). رواه مسلم

(১০৮৯) আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সোমবার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, “ওটি এমন একটি দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, যেদিন আমি (নবীরূপে) প্রেরিত হয়েছি অথবা ঐ দিনে আমার প্রতি (সর্বপ্রথম) ‘অহী’ অবতীর্ণ করা হয়েছে।” *(মুসলিম ২৮০৪নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَومَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১০৯০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “(মানুষের) আমলসমূহ সোম ও বৃহস্পতিবারে (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি ভালবাসি যে, আমার আমল এমন অবস্থায় পেশ করা হোক, যখন আমি রোযার অবস্থায় থাকি।” *(তিরমিযী ৭৪৭ সহীহ তারগীব ১০২৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا – أَوِ ارْكُوا – هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا ».

(১০৯১) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। আর (ঐ উভয় দিনে) আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে মার্জনা করে দেন যে কোন কিছুকে তাঁর অংশী স্থাপন করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না যার নিজ ভাইয়ের সাথে বিদ্বেষ থাকে; এই দুই ব্যক্তির জন্য (ফিরিশ্তার উদ্দেশ্যে) তিনি বলেন, উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও। উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত

ওদেরকে অবকাশ দাও।” *(মুসলিম ৬৭১২নং, প্রমুখ)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا ، قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَومَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيس . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১০৯২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার জন্য সমধিক সচেষ্ট থাকতেন।’ *(তিরমিযী ৭৪৫নং)*

প্রত্যেক মাসে তিনটি ক’রে রোযা রাখা মুস্তাহাব

প্রতি মাসে শুক্ল পক্ষের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে রোযা পালন করা উত্তম।। অন্য মতে ১২, ১৩, ও ১৪ তারীখে। প্রথমোক্ত মতটিই প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ : صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أنَامَ . متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৯৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি কাজের অসিয়ত করেছেন; প্রত্যেক মাসে তিনটি ক’রে রোযা পালন করা। চাশ্তের দু’ রাকআত নামায আদায় করা এবং নিদ্রা যাবার পূর্বে বিত্র নামায পড়া।’ *(বুখারী ১১৭৮, মুসলিম ১৭০৫নং)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، قَالَ : أَوصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوْتِرَ . رواه مسلم

(১০৯৪) আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমার প্রিয় বন্ধু ﷺ আমাকে এমন তিনটি কাজের অসিয়ত করেছেন, যা আমি যতদিন বেঁচে থাকব, কখনোই ত্যাগ করব না; প্রতি মাসে তিনটি ক’রে রোযা পালন করা, চাশ্তের নামায পড়া এবং বিত্র না পড়ে নিদ্রা না যাওয়া।’ *(মুসলিম ১৭০৮নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((صَوْمُ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১০৯৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ’স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রতি মাসে তিনটি ক’রে রোযা রাখা, সারা বছর ধরে রোযা রাখার সমান।” *(বুখারী ১৯৭৯, মুসলিম ২৭৯৩নং)*

وَعَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ : أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا : أَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَة أيَّامٍ ؟ قَالَت : نَعَمْ . فقلتُ : مِنْ أيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَت : لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ . رواه مسلم

(১০৯৬) মুআযাহ আদাবিয়্যাহ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আল্লাহর রসূল কি প্রতি মাসে তিনটি ক’রে রোযা রাখতেন?’ তিনি

বললেন, 'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'মাসের কোন্ কোন্ দিনে রোযা রাখতেন?' তিনি বললেন, 'মাসের যে কোন দিনে রোযা রাখতে তিনি পরোয়া করতেন না।' *(মুসলিম ২৮০১নং)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثاً، فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১০৯৭) আবূ যার্র ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "প্রত্যেক মাসে (নফল) রোযা পালন করলে (শুক্লপক্ষের) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে পালন করো।" *(তিরমিযী ৭৬১নং)*

وَعَنْ قَتَادَةَ بنِ مِلْحَانَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواه أَبُو داود

(১০৯৮) ক্বাতাদাহ ইবনে মিলহান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শুক্লপক্ষের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে রোযা রাখার জন্য আদেশ করতেন।' *(আবূ দাঊদ ২৪৫১নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ . رواه النسائي بإسنادٍ حسن

(১০৯৯) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ও সফরে কোথাও শুক্লপক্ষের (তিন) দিনের রোযা ছাড়তেন না।' *(নাসাঈ ২৩৪৫নং, হাসান সূত্রে)*

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ)).

(১১০০) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ধৈর্যের (রমযান) মাসে রোযা আর প্রত্যেক মাসের তিনটি রোযা অন্তরের বিদ্বেষ ও খট্কা দূর করে দেয়।" *(আহমাদ ২৩০৭০ আ'রাবী থেকে, বায্যার ৬৮৮নং আলী থেকে, সহীহ তারগীব ১০৩২নং)*

عَن أبي ذَر قَالَ : قَالَ رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((من صَامَ من كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام فَذَلِك صِيَام الدَّهْر ، فَأَنْزل الله تَصْدِيق ذَلِك فِي كِتَابه : {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا} الْيَوْم بعشْرَة أَيَّام)).

(১১০১) আবূ যার্র ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে ৩টি করে রোযা রাখবে, তার সারা বছর রোযা রাখা হবে। আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ এর সত্যায়ন অবতীর্ণ করে বলেন, কেউ কোন ভাল কাজ করলে, সে তার ১০ গুণ প্রতিদান পাবে। *(সূরা আনআম ১৬০ আয়াত)* এক দিন ১০ দিনের সমান।" *(তিরমিযী ৭৬২, ইবনে মাজাহ ১৭০৮নং)*

আরাফার রোযা রাখার ফযীলত

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَومِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، قَالَ : ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ

الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ)). رواه مسلم

(১১০২) আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে আরাফার দিনে রাযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, "তার পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গোনাহ মোচন ক'রে দেয়।" *(মুসলিম ২৮০৪নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَتَيْنِ مُتَتابِعَتَيْنِ)).

(১১০৩) সাহ্ল বিন সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আরাফার দিন রোযা রাখে তার উপর্যুপরি দুই বৎসরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানী ৫৭৯০, আবু য়্যা'লা ৭৫৪৮, সহীহ তারগীব ১০১২নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعدَ الفَرِيضَةِ : صَلاَةُ اللَّيْلِ)). رواه مسلم

(১১০৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মাহে রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা, আল্লাহর মাস মুহার্রাম। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায।" *(মুসলিম ২৮১২নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ يَومَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ

(১১০৫) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার (মুহার্রম মাসের দশম) দিনে স্বয়ং রোযা রেখেছেন এবং ঐ দিনে রোযা রাখতে আদেশ করেছেন। *(বুখারী ২০০৪, মুসলিম ২৭১৪নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى تَصُومُونَهُ ». فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ». فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

(১১০৬) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, মহানবী ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশূরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কী এমন দিন যে, তোমরা এ দিনে রোযা রাখছ?" ইয়াহুদীরা বলল, 'এ এক উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। তাই মূসা এরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই দিনে রোযা পালন করেছিলেন। (আর সেই জন্যই আমরাও এ দিনে রোযা রেখে থাকি।)' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "মূসার স্মৃতি পালন করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আমি অধিক হকদার।"

সুতরাং তিনি ঐ দিনে রোযা রাখলেন এবং সকলকে রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। *(বুখারী ২০০৪, মুসলিম ২৭১৪নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتَوَخَّى فَضْلَ يَوْمٍ عَلَى يَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلا يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

(১১০৭) ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রমযানের রোযার পর আশুরার দিন ছাড়া কোন দিনকে অন্য দিন অপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন না।' *(ত্বাবারানী আওসাত্ব ২৭২০, সহীহ তারগীব ১০০৬ নং)*

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ : ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ)). رواه مسلم

(১১০৮) আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে আশূরার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, "তা বিগত এক বছরের গুনাহ মোচন ক'রে দেয়।" *(আহমাদ ৫/২৯৭, মুসলিম ২৮০৪, আবূ দাউদ ২৪২৫, বাইহাক্বী ৪/২৮৬)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ)). رواه مسلم

(১১০৯) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আগামী বছর যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে মুহার্রম মাসের নবম তারীখে অবশ্যই রোযা রাখব।" (অর্থাৎ, নবম ও দশম দু'দিন ব্যাপী রোযা রাখব।) *(মুসলিম ২৭২৩নং)*

عن ابن عَبَّاسٍ قال: حِينَ صَامَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ ». فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–.

(১১১০) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আশূরার রোযা রাখলেন এবং সকলকে রাখার আদেশ দিলেন, তখন লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ দিনটিকে তো ইয়াহুদ ও নাসারারা তা'যীম করে থাকে।' তিনি বললেন, "তাহলে আমরা আগামী বছরে ৯ তারীখেও রোযা রাখব ইনশাআল্লাহ।" কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল। *(মুসলিম ২৭২২, আবূ দাউদ ২৪৪৭নং)*

عن ابن عباس قال: صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ.

(১১১১) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'তোমরা ৯ ও ১০ তারীখে রোযা রাখ এবং ইয়াহুদীদের বৈপরীত্য কর।' *(তিরমিযী ৭৫৫, বাইহাকী ৮৬৬৫, আব্দুর রাযযাক ৭৮৩৯নং)*

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى

قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ « مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ». فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

(১১১২) রুবাইয়ে' বিন্তে মুআউবিয বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আশূরার সকালে মদীনার আশেপাশে আনসারদের বস্তিতে বস্তিতে খবর পাঠিয়ে দিলেন যে, "যে রোযা অবস্থায় সকাল করেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি রোযা না রাখা অবস্থায় সকাল করেছে সেও যেন তার বাকী দিন পূর্ণ করে নেয়।" রুবাইয়ে' বলেন, 'আমরা তার পর হতে ঐ রোযা রাখতাম এবং আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও রাখাতাম। তাদের জন্য তুলোর খেলনা তৈরী করতাম এবং তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ খাবারের জন্য কাঁদতে শুরু করলে তাকে ঐ খেলনা দিতাম। আর এইভাবে ইফতারের সময় এসে পৌঁছত।' *(আহমাদ ৬/৩৫৯, বুখারী ১৯৬০, মুসলিম ২৭২৫, ইবনে খুযাইমা ২০৮৮নং, বাইহাক্বী ৪/২৮৮)*

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ « مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ».

(১১১৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'কুরাইশরা জাহেলিয়াতের যুগে আশূরার রোযা পালন করত। আর আল্লাহর রসূল ﷺ-ও জাহেলিয়াতে ঐ রোযা রাখতেন। (ঐ দিন ছিল কাবায় গিলাফ চড়াবার দিন।) অতঃপর তিনি যখন মদীনায় এলেন, তখনও তিনি ঐ রোযা রাখলেন এবং সকলকে রাখতে আদেশ দিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন আশূরার রোযা ছেড়ে দিলেন। তখন অবস্থা এই হল যে, যার ইচ্ছা হবে সে রাখবে এবং যার ইচ্ছা হবে সে রাখবে না।' *(বুখারী ১৯৫২, ২০০২, মুসলিম ২৬৯৩নং প্রমুখ)*

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ قال قال رسول الله ﷺ: « هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ ».

(১১১৪) মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আজকে আশূরার দিন; এর রোযা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেননি। তবে আমি রোযা রেখেছি। সুতরাং যার ইচ্ছা সে রোযা রাখবে, যার ইচ্ছা সে রাখবে না।" *(বুখারী ২০০৩, মুসলিম ২৭০৯নং)*

শা'বানের রোযা

عَن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ

شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

(১১১৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে রমযান ছাড়া অন্য কোন মাস সম্পূর্ণ রোযা রাখতে দেখিনি। আর শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে তাঁকে রোযা রাখতে দেখিনি।' *(আহমাদ, বুখারী ১৯৬৯, মুসলিম ২৭৭৭নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . وفي رواية : كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً . متفقٌ عَلَيْهِ

(১১১৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ শাবান মাস চাইতে বেশি নফল রোযা অন্য কোন মাসে রাখতেন না। নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন।'

অন্য বর্ণনায় আছে, 'অল্প কিছুদিন ছাড়া তিনি পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন।' *(বুখারী ১৯৭০, মুসলিম ২৭৭৮নং)*

عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: ((ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)).

(১১১৭) উসামাহ বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে শা'বান মাসে যত রোযা রাখতে দেখি তত অন্য কোন মাসে তো রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কী)?' উত্তরে তিনি বললেন, "এটা তো সেই মাস, যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, যা হল রজব ও রমযানের মাঝে। আর এটা তো সেই মাস; যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক। *(আহমাদ ২১৭৫৩, নাসাঈ ২৩৫৭, সহীহ তারগীব ১০০৮নং, তামামুল মিন্নাহ ৪১২পৃঃ)*

অর্ধ শা'বানের পর রমযানের এক-দু'দিন আগে থেকে রোযা রাখা নিষেধ। তবে সেই ব্যক্তির জন্য অনুমতি রয়েছে যার রোযা পূর্বের রোযার সাথে মিলিত হয়ে অথবা সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে ঐ দিনে পড়ে

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১১১৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন রমযান মাসের এক বা দু'দিন আগে (শা'বানের শেষে) রোযা পালন শুরু না করে। অবশ্য সেই ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে, যে ঐ দিনে রোযা রাখতে অভ্যস্ত।" *(বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ২৫৭০নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمضَانَ ، صُومُوا لِرُؤيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْماً)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسنٌ صحيح))

(১১১৯) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা রমযানের পূর্বে রোযা রেখো না। তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। আর যদি তার সামনে কোন মেঘ আড়াল করে, তবে (মাসের) ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।" *(তিরমিযী ৬৮৮নং, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১১২০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন শা'বান মাসের অর্ধেক বাকী থাকবে, তখন তোমরা রোযা রাখবে না।" *(তিরমিযী ৭৩৮নং, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي اليَقْظَانِ عَمَّارِ بن يَاسِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১১২১) আবুল ইয়াক্বাযান আম্মার ইবনে ইয়াসির ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোযা রাখল, সে অবশ্যই আবুল কাসেম ﷺ-এর নাফরমানী করল।' *(আবূ দাউদ ২৩৩৬, তিরমিযী ৬৮৬নং, হাসান সহীহ)*

দাউদী রোযা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو – رضى الله عنهما – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ».

(১১২২) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় রোযা হল দাউদ ﷺ-এর রোযা। আর আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নামায হল দাউদ ﷺ-এর নামায। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন। অতঃপর তৃতীয় প্রহরে নামায পড়ে পুনরায় ষষ্ঠভাগে ঘুমাতেন, আর তিনি একদিন পানাহার করতেন ও পরদিন রোযা রাখতেন।" *(বুখারী ১১৩১, মুসলিম ২৭৯৬নং, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

সওমে বিসাল, অর্থাৎ একাদিক্রমে দুই বা ততোধিক দিন ধরে বিনা পানাহারে রোযা রাখা হারাম

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الوِصَالِ .متفق عَلَيْهِ

(১১২৩) আবূ হুরাইরা ﷺ ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ৭২৪২, মুসলিম ২৬২১-২৬২২নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ . قَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : ((إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى)) . متفق عَلَيْهِ . وهذا لفظ البخاري

(১১২৪) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমে বিসাল রাখতে নিষেধ করলেন। লোকেরা নিবেদন করল, 'আপনি তো সওমে বিসাল রাখেন? তিনি বললেন, "(এ বিষয়ে) আমি তোমাদের মতো নই। আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) পানাহার করানো হয়।" *(বুখারী ১৯৬২, মুসলিম ২৬১৮নং)*

** (অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আমি তোমাদের মতো নই। এতে যে কষ্ট তোমরা পাবে, আমি পাব না। কারণ মহান আল্লাহ আমাকে পানাহার করান। সুতরাং এ রোযা আল্লাহর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট, অন্যের জন্য তা বৈধ নয়।)*

عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا))، وَقَبَضَ كَفَّهُ.

(১১২৫) আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সমস্ত দিনগুলি রোযা রাখে, তার প্রতি জাহান্নামকে এত সংকীর্ণ করা হয়, পরিশেষে তা এতটুকু হয়ে যায়।" আর এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি তাঁর হাতের মুঠোকে বন্ধ করলেন। *(আহমাদ ১৯৭১৩, বাইহাকী ৮২৬০, ইবনে হিব্বান ৩৫৮৪, ইবনে খুযাইমা ২১৫৪, ২১৫৫নং)*

স্বামীর বর্তমানে স্ত্রীর রোযা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((....وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ)).

(১১২৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে রমযানের রোযা ছাড়া একটি দিনও রোযা না রাখে।" *(আহমাদ ৭৩৪৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ...)).

(১১২৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মহিলার জন্য এ হালাল নয় যে, তার স্বামী (ঘরে) উপস্থিত থাকাকালে তার বিনা অনুমতিকে সে (নফল) রোযা রাখে এবং তার বিনা অনুমতিতে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে কাউকে অনুমতি দেয়।" *(বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ২৪১৭নং প্রমুখ)*

ঈদ অধ্যায়

ঈদের বিবরণ

عَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَومُ عيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ . رواه البخاري

(১১২৮) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ ঈদের দিনে রাস্তা পরিবর্তন করতেন। *(বুখারী ৯৮৬নং)*

** রাস্তা পরিবর্তনের মানে হচ্ছে, এক রাস্তায় যেতেন আর অন্য রাস্তায় ফিরতেন।*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « دَعْهُمَا » فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.

(১১২৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ঈদের দিন আল্লাহর রসূল ﷺ আমার নিকট এলেন। সেই সময় আমার কাছে দুটি কিশোরী 'দুফ' বাজিয়ে বুআষ (যুদ্ধের বীরত্বের) গীত গাচ্ছিল। অবশ্য তারা গায়িকা ছিল না। তা দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি কাপড় ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুয়ে গেলেন। ইত্যবসরে আবূ বাক্‌র ﷺ প্রবেশ করলেন এবং আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'শয়তানের সুর আল্লাহর রসূলের কাছে?' (এ কথা শুনে) আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ চেহারা খুলে আবূ বাক্‌রের দিকে ঘুরে বললেন, "ওদেরকে ছেড়ে দাও, হে আবূ বাক্‌র। আজ তো ঈদের দিন। প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে। আর আজ হল আমাদের ঈদ।" অতঃপর তিনি একটু অন্যমনস্ক হলে আমি তাদেরকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলাম। তখন তারা বেরিয়ে গেল। *(বুখারী ৯৪৯, মুসলিম ২১০২নং)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ « مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ». قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ ».

(১১৩০) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করলে দেখলেন, মদীনাবাসীরা দুটি ঈদ পালন করছে। তা দেখে তিনি বললেন, (জাহেলিয়াতে) তোমাদের দুটি দিন ছিল যাতে তোমরা খেলাধূলা করতে। এক্ষণে ঐ দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন; ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন।' *(আবূ দাউদ ১১৩৬, নাসাঈ ১৫৫৬নং)*

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِى كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ وَأَىُّ آيَةٍ قَالَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى لأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِى نَزَلَتْ فِيهِ وَالْمَكَانَ الَّذِى نَزَلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِعَرَفَاتٍ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ.

(১১৩১) ত্বারেক বিন শিহাব বলেন, উমার বিন খাত্তাব ﷺকে ইহুদীদের এক ব্যক্তি বলল,

‘হে আমিরুল মুমেনীন! আপনাদের কিতাবের এক আয়াত যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, ঐ আয়াত যদি ইহুদী সম্প্রদায় আমাদের উপর অবতীর্ণ হত, তাহলে (যে দিনে অবতীর্ণ হয়েছে) ঐ দিনটাকে আমরা ঈদ বলে গণ্য করতাম।’ তিনি বললেন, ‘কোন্ আয়াত?’ বলল, “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম” (এই আয়াত)। উমার ﷺ বললেন, ‘ঐ দিনটিকে আমরা জেনেছি এবং সেই স্থানটিকেও চিনেছি; যে স্থানে ঐ আয়াত নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি জুমআর দিন আরাফার ময়দানে দন্ডায়মান ছিলেন। *(বুখারী ৪৫, মুসলিম ৭৭ ১২নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(১১৩২) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, নবী ﷺ ঈদুল ফিতর ও আযহার দিনে ঈদগাহে বের হতেন। তিনি প্রথম কাজ হিসাবে নামায শুরু করতেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে দন্ডায়মান হতেন। লোকেরা নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে নসীহত করতেন, অসিয়ত করতেন এবং বিভিন্ন আদেশ দিতেন। কোন যুদ্ধের সৈন্য প্রস্তুত করার থাকলে তা করতেন। কোন কিছুর আদেশ করার থাকলে তা করতেন। অতঃপর তিনি বাড়ি ফিরতেন। তাঁর পরবর্তীকালের লোকেরাও অনুরূপ করতে থাকল। অবশেষে একদা মদীনার আমীর মারওয়ানের সাথে ঈদের নামায পড়তে ঈদুল আযহা অথবা ফিতরের দিন বের হলাম। ঈদগাহে পৌঁছে দেখি কাষীর বিন সাল্ত মিম্বর তৈরী করে রেখেছে। নামায শুরু করার আগেই মারওয়ান তাতে চড়তে গেলেন। আমি তাঁর কাপড় ধরে টান দিলাম। তিনিও আমাকে টান দিলেন। অতঃপর মিম্বরে চড়ে নামাযের আগেই খুতবা দিলেন। (নামাযের পর) আমি তাঁকে বললাম, ‘আল্লাহর কসম! আপনি (সুন্নত) পরিবর্তন করে ফেললেন।’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘আবূ সাঈদ! আপনি যা জানেন তা গত হয়ে গেছে।’ আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, তা না জানা জিনিস অপেক্ষা উত্তম।’ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, ‘কক্ষনো না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি যা জানি, তার থেকে উত্তম কিছু আপনারা আনয়ন করতে পারেন না।’ উত্তরে মারওয়ান বললেন, ‘লোকেরা নামাযের পরে আমাদের খুতবা শুনতে বসে না। তাই নামাযের পূর্বেই খুতবা দিলাম।’ *(বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ২০৯০নং)*

সাদাকাতুল ফিতর

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّى أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

(১১৩৩) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আমাদের মাঝে ছিলেন, তখন আমরা ফিতরার সদকাহ প্রত্যেক ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের তরফ থেকে এক সা' খাদ্য; এক সা' পনির, এক সা' যব, এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিসমিস আদায় দিতাম। এইভাবেই আমরা সদকাহ আদায় দিতাম; অতঃপর একদা মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান হজ্জ অথবা উমরাহ করতে এসে (মদীনায়) এলেন। সেই সময় তিনি মিম্বরে খুতবাহ দেওয়ার সময় লোকেদের উদ্দেশ্যে যে সব কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে, 'আমি মনে করি শামের অর্ধ সা' (উৎকৃষ্ট) গম এক সা' খেজুরের সমতুল্য।' ফলে লোকেরা তাঁর এ মত গ্রহণ করে নিল। আবূ সাঈদ বলেন, 'কিন্তু আমি ততটা পরিমাণ খাদ্যই আজীবন আদায় দিতে থাকব, যতটা পরিমাণ আমি পূর্বে (আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে) আদায় দিতাম।' *(বুখারী ১৫০৮, মুসলিম ২৩৩১, আবূ দাঊদ ১৬১৬নং)*

হজ্জ অধ্যায়

হজ্জের অপরিহার্যতা ও তার ফযীলত

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ }

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের উপর নির্ভরশীল নন। *(সূরা আলে ইমরান ৯৭ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১১৩৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ইসলামের ভিত পাঁচটি জিনিসের উপর স্থাপিত আছে। (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং (৫) মাহে রমযানের সিয়াম (রোযা) পালন করা।" *(বুখারী ৮, মুসলিম ১২২নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُم الحَجَّ فَحُجُّوا)). فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثاً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ)) ثُمَّ قَالَ : ((ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَدَعُوهُ)). رواه مسلم

(১১৩৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দানকালে বললেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর (বায়তুল্লাহর) হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন কর।" একটি লোক বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রতি বছর তা করতে হবে কি?' তিনি নিরুত্তর থাকলেন এবং লোকটি শেষ পর্যন্ত তিনবার জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ। তাহলে (প্রতি বছরে) হজ্জ ফরয হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হতে।" অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে (আমার অবস্থায়) ছেড়ে দাও, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে (তোমাদের স্ব স্ব অবস্থায়) ছেড়ে রাখব। কেননা, তোমাদের পূর্বেকার জাতিরা অতি মাত্রায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করার দরুন ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন করবে। আর যা করতে নিষেধ করব, তা থেকে বিরত থাকবে।" *(মুসলিম ৩৩২ ১নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((إِيمَانٌ بِاللهِ وَرسولِهِ)) قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ((الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ((حَجٌّ مَبرُورٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১১৩৬) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সর্বোত্তম কাজ কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান রাখা।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'অতঃপর কী?' তিনি বললেন, "মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ।" *(বুখারী ২৬, মুসলিম ২৫৮নং)*

'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ সেই হজ্জকে বলা হয়, যাতে হাজী কোন প্রকার আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়নি।

وَعَنْه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ حَجَّ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১১৩৭) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি (আল্লাহর জন্য) হজ্জ পালন করল এবং (তাতে) কোন অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক ঐ দিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।" *(বুখারী ১৫২১, ১৮১৯-১৮২০, মুসলিম ৩৩৫৭-৩৩৫৮নং)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا ، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১১৩৮) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একটি উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপরাশির জন্য কাফফারা (মোচনকারী) হয়। আর 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।" *(বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ৩৩৫৫নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن النبي ﷺ قَالَ: ((أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً ، وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً ، وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ ، فَيَقُولُ:هَؤُلاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي ، وَيَخَافُونَ عَذَابِي ، وَلَمْ يَرَوْنِي ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ، أَوْ مِثْلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا ، أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا غَسَلَ اللَّهُ عَنْكَ ، وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّهُ مَذْخُورٌ لَكَ ، وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةٌ ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ)).

(১১৩৯) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "পবিত্র কা'বার দিকে স্বগৃহ থেকে তোমার বের হওয়াতে, তোমার সওয়ারীর প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ একটি করে সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং একটি করে পাপ মোচন করবেন।

আরাফায় অবস্থান কালে আল্লাহ নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'আমার ঐ বান্দাগণ আলুথালু কেশে ধূলামলিন বেশে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে আমার কাছে এসে আমার রহমতের আশা করে এবং আমার আযাবকে ভয় করে, অথচ তারা আমাকে দেখেনি। তাহলে তারা আমাকে দেখলে কি করত? সুতরাং তোমার যদি বালির পাহাড় অথবা পৃথিবীর বয়স অথবা আকাশের বৃষ্টি পরিমাণ গোনাহ থাকে, আল্লাহ তা ধৌত করে দেবেন।

পাথর মারার সওয়াব তোমার জন্য জমা থাকবে।

মাথা নেড়ার করলে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব লিখা হবে।

অতঃপর কা'বাগৃহের তওয়াফ করলে তুমি তোমার পাপরাশি থেকে সেই দিনের মত বের হবে, যেদিন তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছিল।" *(ত্বাবারানী ১৩৩৯০, সহীহুল জামে' ১৩৬০নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ)).

(১১৪০) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা হজ্জকে উমরাহ ও উমরাহকে হজ্জের অনুগামী কর। (অর্থাৎ হজ্জ করলে উমরাহ ও উমরাহ করলে হজ্জ কর।) কারণ, হজ্জ ও উমরাহ উভয়েই দারিদ্র ও পাপরাশিকে সেইরূপ দূরীভূত করে

যেরূপ (কামারের) হাপর লোহার ময়লাকে দূরীভূত করে ফেলে।” *(নাসাঈ ২৬৩০-২৬৩১, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ অন্য সাহাবী হতে, ত্বাবারানী ১১০৩৩নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عن النبي ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ((إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ جِسْمَهُ وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِى الْمَعِيشَةِ تَأْتِى عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَمْ يَفِدْ إِلَىَّ لَمَحْرُومٌ)).

(১১৪১) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, “যে বান্দাকে আমি দৈহিক সুস্থতা দিয়েছি এবং আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছি, অতঃপর তার পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ আমার দিকে (হজ্জব্রত পালন করতে) আগমন করে না, সে অবশ্যই বঞ্চিত।” *(ইবনে হিব্বান ৩৭০৩, বাইহাকী ১০৬৯৫, আবূ য়্যা'লা ১০৩১নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬৬২নং)*

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ)).

(১১৪২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “হজ্জ ও উমরাহকারিগণ আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধিদল (অতিথি)। তারা আল্লাহকে আহবান করলে তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। আর তারা তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন।” *(ইবনে মাজাহ ২৮৯২, সঃ তারগীব ১১০৯নং)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ)).

(১১৪৩) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর পথে মুজাহিদ, হজ্জ ও উমরাহকারিগণ আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধিদল (অতিথি)। আল্লাহ তাদেরকে (জিহাদ ও কা'বা শরীফ যিয়ারতের জন্য) আহবান করলে তারা সারা দিয়ে (উপস্থিত হয়ে) থাকে। আর তারা তাঁর নিকট চাইলে তিনি তাদেরকে দান করে থাকেন।” *(ইবনে মাজাহ ২৮৯৩নং)*

وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحجاج والعمار وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ)).

(১১৪৪) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “হজ্জ ও উমরাহকারিগণ আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধিদল (অতিথি)। আল্লাহ তাদেরকে (কা'বা শরীফ যিয়ারতের জন্য) আহবান করলে তারা সারা দিয়ে (উপস্থিত হয়ে) থাকে। আর তারা তাঁর নিকট চাইলে তিনি তাদেরকে দান করে থাকেন।” *(বাযযার, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮২০, সহীহুল জামে ৩১৭৩ নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : ((لَكِنَّ أَفْضَلُ الجِهَادِ : حَجٌّ مَبْرُورٌ)). رواه البخاري

(১১৪৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম,

‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে সর্বোত্তম কাজ মনে করি, তাহলে কি আমরা জিহাদ করব না?’ তিনি বললেন, “কিন্তু (মহিলাদের জন্য) সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে ‘মাবরূর’ (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ।” *(বুখারী ১৫২০, ১৮৬১নং)*

وَعَنْها : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَن يُعْتِقَ اللّهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ)). رواه مسلم

(১১৪৬) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোন দিন নেই, যেদিন আল্লাহ সর্বাধিক বেশী সংখ্যায় বান্দাকে দোযখমুক্ত করেন।” *(মুসলিম ৩৩৫৪নং)*

وَعَن ابن عباس : أَنَّ امرَأَةً قَالَت : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبي شَيْخاً كَبِيراً ، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১১৪৭) ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, একজন মহিলা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর স্বীয় বান্দাদের উপর হজ্জের ফরয আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমতাবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, তিনি বাহনের উপর চড়ে বসে থাকতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ পালন করব?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” *(বুখারী ১৫১৩, মুসলিম ৩৩১৫নং)*

وَعَنْ لَقِيطِ بن عَامِرٍ ﷺ : أَنَّهُ أَتَى النَّبيَّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لاَ يَسْتَطِيعُ الحَجَّ ، وَلاَ العُمْرَةَ ، وَلاَ الظَّعَنَ ؟ قَالَ : ((حُجَّ عَنْ أَبيكَ وَاعْتَمِرْ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১১৪৮) লাক্বীত ইবনে আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘আমার পিতা এত বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তিনি না হজ্জ করতে সক্ষম, না উমরা করতে সক্ষম, আর না সফর করতে পারবেন।’ তিনি বললেন, “তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর।” *(আবূ দাউদ ১৮১২, তিরমিযী ৯৩০, হাসান সহীহ)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ)).

(১১৪৯) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা (ফরয) হজ্জ পালনে ত্বরা কর। যেহেতু তোমাদের কেউ জানে না যে, তার সম্মুখে কোন্ অসুবিধা এসে উপস্থিত হবে।” *(আহমাদ ১/৩১৪, ২৮৬৭নং, ইরওয়া ৪/১৬৮, সঃ জামে’ ২৯৫৭নং)*

وَعَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيْدَ ﷺ ، قَالَ : حُجَّ بي مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ ، وَأَنَا ابنُ سَبعِ سِنِينَ . رواه البخاري

(১১৫০) সায়েব ইবনে য়্যাযীদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘বিদায় হজ্জে নবী ﷺ-এর সঙ্গে আমাকে নিয়ে হজ্জ করা হয়েছে। আমি তখন সাত বছরের শিশু।’ *(বুখারী ১৮৫৮, তিরমিযী ৯২৫নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ : ((مَنِ القَوْمُ ؟)) قَالُوا: المُسلِمُونَ . قَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : ((رَسُولُ اللهِ)) . فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ)). رواه مسلم

(১১৫১) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ 'রাওহা' নামক স্থানে একটি যাত্রীদলের সাথে সাক্ষাৎকালে বললেন, "তোমরা কোন্ জাতি?" তারা বলল, 'আমরা মুসলমান।' তারা বলল, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর রসূল।" এই সময়ে একজন মহিলা একটি শিশুকে তুলে ধরে বলল, 'এর কি হজ্জ হবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ। আর (ওকে হজ্জ করানো বাবত) তোমারও সওয়াব হবে।" *(মুসলিম ৩৩১৭-৩৩১৯, তিরমিযী ৯২৪নং)*

عَن أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. رواه البخاري

(১১৫২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বাহনে চড়ে হজ্জ সমাধা করেন। আর ঐ বাহনটিই ছিল প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামের বাহক। *(বুখারী ১৫১৭নং)*

** (অর্থাৎ, তিনি যে উঁটের বাহনে চড়ে হজ্জ করেছেন সেই বাহনেই তাঁর খাদ্য-পানীয় তথা অন্যান্য আনুষঙ্গিক আসবাবপত্রও চাপানো ছিল।)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَتْ عُكَاظُ ، وَمَجِنَّةُ ، وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقاً فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي المَوَاسِمِ ، فَنَزَلَتْ : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة : ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ . رواه البخاري

(১১৫৩) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, উকায, মাজিন্নাহ ও যুল-মাজায নামক স্থানগুলিতে (ইসলাম আসার পূর্বে) জাহেলী যুগের বাজার ছিল। তাই সাহাবায়ে কেরাম হজ্জের মৌসমে ব্যবসা-বাণিজ্যমূলক কাজ-কর্মকে পাপ মনে করলেন। তার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হল, যার অর্থ, "(হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৮ আয়াত, বুখারী ২০৫০, ২০৯৮, ৪৫১৯নং)*

রমযানে উমরাহ করার মাহাত্ম্য

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً – أَوْ حَجَّةً مَعِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১১৫৪) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মাহে রমযানের উমরাহ একটি হজ্জের সমতুল্য অথবা আমার সঙ্গে হজ্জ করার সমতুল্য।" *(বুখারী ১৭৮২, ১৮৬৩, মুসলিম ৩০৯৭-৩০৯৮নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ « مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِى حَجَجْتِ مَعَنَا ». قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِى فُلاَنٍ – زَوْجِهَا – حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى

أَحَدِهِمَا وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِى عَلَيْهِ غُلاَمُنَا. قَالَ « فَعُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَعِى ».

(১১৫৫) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ আনসার গোত্রের উম্মে সিনান নাম্নী এক মহিলাকে বললেন, "আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কে বাধা দিল?" মহিলাটি বলল, 'অমুকের বাপের (স্বামীর) মাত্র দুটি সেচনকারী উট ছিল; তার মধ্যে একটি নিয়ে ওরা বাপ-বেটায় হজ্জে গিয়েছিল। আর অপরটি দিয়ে আমাদের এক খেজুর বাগান সেচতে হচ্ছিল। (তাই আমার সওয়ার হয়ে যাওয়ার মত আর উট ছিল না।) তিনি বললেন, "তাহলে রমযানে একটি উমরাহ একটি হজ্জের অথবা আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমান সওয়াব রয়েছে। (অতএব তা তুমি করে ফেল।)" *(বুখারী ১৮৬৩, মুসলিম ৩০৯৭-৩০৯৮নং)*

যুলহিজ্জার চাঁদ উঠার পর কুরবানী হওয়া পর্যন্ত কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিজ নখ, চুল-গোঁফ ইত্যাদি কাটা নিষিদ্ধ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الحِجَّةِ ، فَلاَ يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ)) . رواه مسلم

(১১৫৬) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যার কাছে এমন কুরবানীর পশু আছে যাকে যবেহ করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন যুলহিজ্জার চন্দ্রোদয়ের পর থেকে কুরবানী যবেহ না করা পর্যন্ত নিজ চুল, নখ কিছু অবশ্যই না কাটে।" *(মুসলিম ৫২৩৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় বলেন, "সে যেন তার (মরা বা ফাটা) চর্মাদির কিছুও স্পর্শ না করে।" *(মুসলিম ৫২৩২নং)*

ইহরাম

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيكِ)) قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ، قَالَ: ((لَعَلَّكِ نُفِسْتِ))، قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: ((فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)).

(১১৫৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হজ্জ সফরে রসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। রাস্তায় তাঁর ঋতু শুরু হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি কাঁদতে লাগি। সেই সময় নবী ﷺ আমার নিকটে এলেন। বললেন, "কাঁদছ কেন?" আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! যদি এ বছরে হজ্জে বের না হতাম (তাহলে ভাল হত)!' তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ তোমার মাসিক শুরু হয়েছে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "এটি তো এমন জিনিস যা আদম কন্যাদের উপর আল্লাহ অনিবার্য করেছেন। সুতরাং তুমি হাজী যা করে তাই কর, তবে পবিত্রা না হওয়া পর্যন্ত তওয়াফ করো না।" *(বুখারী ২৯৪, ৩০৫, মুসলিম ২৯৭৭নং)*

ফিদ্‌য়াহ ও দম

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ)).

(১১৫৮) আল্লাহর রসূল ﷺ কা'ব বিন উজরাহকে বলেছিলেন, "সম্ভবতঃ তোমার মাথার উকুণগুলি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে?" বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমার মাথা মুন্ডন করে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ, কিংবা ছয়টি মিসকীন খাওয়াও, কিংবা একটি ছাগ কুরবানী কর।" *(বুখারী ১৮১৪, মুসলিম ২৯৩৬-২৯৩৮নং)*

তালবিয়্যাহর মাহাত্ম্য

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الْعَجُّ وَالثَّجُّ)).

(১১৫৯) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ জিজ্ঞাসিত হলেন, 'কোন হজ্জ সর্বশ্রেষ্ঠ?' তিনি বললেন, "উচ্চ কণ্ঠে তালবিয়্যাহ এবং কুরবানীবিশিষ্ট (হজ্জ)।" *(তিরমিযী ৮২৭, দারেমী ১৭৯৭, হাকেম ১/৬২০)*

عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَتَانِى جِبْرِيلُ – صلى الله عليه وسلم– فَأَمَرَنِى أَنْ آمُرَ أَصْحَابِى وَمَنْ مَعِى أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ – أَوْ قَالَ – بِالتَّلْبِيَةِ ».

(১১৬০) খাল্লাদ বিন সায়েব আনসারী নিজ পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার নিকট জিব্রীল এসে বললেন, আমি যেন আমার সঙ্গী সাহাবাগণকে উচ্চ স্বরে তালবিয়্যাহ পড়তে আদেশ করি।" *(আহমাদ ৫১৯২, আবূ দাউদ ১৮১৬, তিরমিযী ৮২৯, নাসাঈ ২৮৫৩, ইবনে মাজাহ ২৯২৩নং)*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا)).

(১১৬১) সাহল বিন সা'দ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখনই কোন মুসলিম তালবিয়্যাহ পাঠ করে, তখনই (তার সাথে) তার ডানে ও বামের পাথর, গাছপালা ও (পাথুরে) মাটি প্রত্যেকেই তালবিয়্যাহ পড়ে থাকে; এমন কি পূর্ব ও পশ্চিম হতে পৃথিবীর শেষ সীমান্তও (তালবিয়্যাহ পাঠ করে থাকে।)" *(তিরমিযী ৮২৮, ইবনে মাজাহ ২৯২১নং)*

তাওয়াফের মাহাত্ম্য

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ)).

(১১৬২) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কা'বাগৃহের তওয়াফ ক'রে দুই রাকআত নামায পড়ে, সে ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।" *(ইবনে মাজাহ ২৯৫৬নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭২৫নং)*

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ)).

(১১৬৩) উক্ত ইবনে উমার ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাত চক্র তওয়াফ করার সওয়াব একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান।" *(নাসাঈ ২৯১৯, ইবনে খুযাইমাহ ২৭৫৩নং)*

রুক্নদ্বয়ের মাহাত্ম্য

عن عبد اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)).

(১১৬৪) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের পদ্মরাগরাজির দুই পদ্মরাগ। আল্লাহ এ দু'য়ের নূর (প্রভা)কে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। যদি উভয়মণির প্রভাকে তিনি নিষ্প্রভ না করতেন, তাহলে উদয় ও অস্তাচল (দিগ্‌দিগন্ত)কে উভয়ে জ্যোতির্ময় করে রাখত।" *(তিরমিযী ৮৭৮নং, সহীহুল জামে ১৬৩৩ নং)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ)).

(১১৬৫) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "হাজারে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তা দুধের চেয়েও সাদা ছিল। পরবর্তীতে আদম সন্তানের পাপ তাকে কালো ক'রে দিয়েছে।" *(তিরমিযী ৮৭৭নং)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ: ((وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ)).

(১১৬৬) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই এই পাথর (হাজরে আসওয়াদ)কে কিয়ামতের দিন আল্লাহ উপস্থিত করবেন; এর হবে দুটি চক্ষু, যদ্দ্বারা সে দর্শন করবে। এর হবে জিহ্বা, যদ্দ্বারা সে কথা বলবে; সেদিন সেই ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দান করবে, যে ব্যক্তি যথার্থরূপে তাকে চুম্বন বা স্পর্শ করবে।" *(তিরমিযী ৯৬১, ইবনে মাজাহ ২৯৪৪, দারেমী, ইবনে খুযাইমাহ ২৩৮২ নং)*

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيئَةَ)).

(১১৬৭) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "(হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়্যামানী) উভয়কে স্পর্শ পাপ মোচন করে।" *(আহমাদ ৫৭০১, নাসাঈ ২৯১৯, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ ২৭৩২ নং)*

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

(১১৬৮) উমার ﷺ পাথর চুম্বন দেওয়ার সময় বলেছিলেন, '(হে পাথর!) আমি জানি তুমি একটি পাথর। তুমি কোন উপকার করতে পার না, অপকারও না। যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তোমাকে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।' *(আহমাদ ৯৯ প্রভৃতি, বুখারী ১৫৯৭, মুসলিম ৩১৩৬-৩১২৯, আবূ দাউদ ১৮৭৫, তিরমিযী ৮৬০, নাসাঈ ২৯৩৭নং)*

عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَفْعَلُهُ.

(১১৬৯) নাফে' বলেন, আমি দেখেছি, একদা ইবনে উমার ﷺ হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ ক'রে হাত চুম্বন দিলেন অতঃপর বললেন, 'আমি যখন থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তা চুম্বন দিতে দেখেছি, তখন থেকে চুম্বন দিতে ছাড়িনি।' *(মুসলিম ৩১২৪নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ: ((إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ..)).

(১১৭০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হিজ্‌র কি কা'বার অংশ?' উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, 'তাহলে তা কা'বার মধ্যে শামিল নয় কেন?' বললেন, "তোমার সম্প্রদায়ের অর্থ কম পড়ে গিয়েছিল।" *(বুখারী ১৫৮৪, মুসলিম ৩৩১৩নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ، فَأَخَذَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، فَقَالَ: ((صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوهُ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ)).

(১১৭১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'একদা আমি আগ্রহ প্রকাশ করলাম যে, কা'বাগৃহে প্রবেশ ক'রে নামায পড়ব। সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ আমার হাত ধরে হিজ্‌রে প্রবেশ করালেন এবং বললেন, "কা'বাগৃহের ভিতরে নামায পড়তে চাইলে এখানে নামায পড়। যেহেতু এটিও কা'বাগৃহের একটি অংশ। কিন্তু তোমার সম্প্রদায় কা'বা নির্মাণের সয়ম সংক্ষেপ করে মূল অংশ থেকে বের করে দিয়েছে।" *(তিরমিযী ৮৭৬, নাসাঈ ২৯১৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম,

يَا رَسُول اللَّهِ! أَلَا أَدْخُلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: ((ادْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ)).

‘হে আল্লাহর রসূল! কা’বা ঘরে প্রবেশ করব না কি?’ তিনি বললেন, “তুমি হিজ্‌রে প্রবেশ কর। তা কা’বা ঘরেরই অংশ।” *(নাসাঈ ২৯১৪নং)*

মুযদালিফার মাহাত্ম্য

عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ غَدَاةَ جَمْعٍ: ((يَا بِلَالُ أَسْكِتْ النَّاسَ أَوْ أَنْصِتْ النَّاسَ))، ثُمَّ قَالَ ((إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ ادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ)).

(১১৭২) বিলাল বিন রাবাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ মুযদালিফার প্রভাতে তাঁকে বললেন, “হে বিলাল! জনমন্ডলীকে নীরব হতে আদেশ কর।” অতঃপর তিনি বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের এই (মুযদালিফার) অবস্থান ক্ষেত্রে তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। ফলে তোমাদের মধ্যে সৎশীলব্যক্তির কারণেই গোনাহগারকে প্রদান করেছেন (বহু কিছু)। আর সৎশীল লোকদেরকে তাই প্রদান করেছেন, যা তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছে। আল্লাহর নাম নিয়ে (মিনার দিকে) যাত্রা শুরু কর।” *(ইবনে মাজাহ ৩০২৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২৪ নং)*

যুলহজ্জের প্রথম দশকে রোযা পালন তথা অন্যান্য পূণ্যকর্ম করার ফযীলত

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ أَيَّامٍ ، العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّام)) يعني أَيَّامَ العَشرِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : ((وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ)). رواه البخاري

(১১৭৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “এই দিনগুলির (অর্থাৎ, যুল হিজ্জার প্রথম দশ দিনের) তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে কোন সৎকাজ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।” লোকেরা বলল, ‘আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে কোন (মুজাহিদ) ব্যক্তি যদি তার জান মালসহ বের হয়ে যায় এবং তার কোন কিছুই নিয়ে আর ফিরে না আসে।” (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করে, তাহলে হয়তো তার সমান হতে পারে।) *(বুখারী ৯৬৯, প্রমুখ)*

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أفضلُ أيامِ الدُّنْيا أيامُ العَشْرِ)).

(১১৭৪) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল (যুলহজ্জের) দশ দিন।” *(বায্‌যার, সহীহুল জামে’ ১১৩৩নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ

وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ ».

(১১৭৫) আব্দুল্লাহ বিন কুর্ত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাবারাকা অতাআলার নিকট সবচেয়ে বড় (মর্যাদাপূর্ণ) দিন হল কুরবানীর দিন, অতঃপর মিনায় অবস্থানের দিন (যুলহজ্জের ১১ তারীখ)।" *(আবূ দাউদ ১৭৬৬নং)*

আরাফার দিনের গুরুত্ব

قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ ».

(১১৭৬) আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আরাফার দিন অপেক্ষা আর এমন কোন দিন নেই, যেদিনে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বান্দাদেরকে দোযখ হতে অধিকরূপে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি এদিনে (বান্দাদের) নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তামন্ডলীর নিকট গর্ব করে বলেন, 'ওরা কী চায়?' *(মুসলিম ৩৩৫৪নং)*

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِى كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ وَأَىُّ آيَةٍ قَالَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى لأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِى نَزَلَتْ فِيهِ وَالْمَكَانَ الَّذِى نَزَلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِعَرَفَاتٍ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ.

(১১৭৭) ত্বারেক বিন শিহাব হতে বর্ণিত, ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি উমারের নিকট এসে বলল, 'হে আমীরুল মুমেনীন! আপনাদের কিতাবের এক আয়াত যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, ঐ আয়াত যদি ইয়াহুদী সম্প্রদায় আমাদের উপর অবতীর্ণ হত, তাহলে (যে দিনে অবতীর্ণ হয়েছে) ঐ দিনটাকে আমরা ঈদ বলে গণ্য করতাম।' তিনি বললেন, 'কোন্ আয়াত?' বলল, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম" (এই আয়াত)। উমার ﷺ বললেন, 'ঐ দিনটিকে আমরা জেনেছি এবং সেই স্থানটিকেও চিনেছি; যে স্থানে ঐ আয়াত নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি জুমআর দিন আরাফার ময়দানে দন্ডায়মান ছিলেন। *(বুখারী ৪৫, মুসলিম ৭৭১২নং)*

عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِىَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ».

(১১৭৮) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আরাফাহ, কুরবানী ও তাশরীকের দিনসমূহ আহলে ইসলাম, আমাদের ঈদ। আর তা হল পান-ভোজনের দিন।" *(আবূ দাউদ ২৪১৯, তিরমিযী ৭৭৩, নাসাঈ ৩০০৪নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا)).

(১১৭৯) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলতেন, "আল্লাহ তাআলা আরাফার দিন বিকালে আরাফাত-ওয়ালাদের নিয়ে আসমানবাসী ফিরিশ্তাদের নিকট গর্ব করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, 'আমার বান্দাদেরকে দেখ, আমার নিকট ধূলিমলিন ও আলুথালু রুক্ষ কেশে উপস্থিত হয়েছে!" *(আহমাদ ৭০৮৯, ত্বাবারানী ১৫০৪, ইবনে খুযাইমা ২৮৩৯নং)*

তাশরীকের দিনগুলির মাহাত্ম্য

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ ».

(১১৮০) নুবাইশা হুযালী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তাশরীকের দিন হল পানাহার ও আল্লাহর যিক্‌র করার দিন।" *(মুসলিম ২৭৩৩-২৭৩৪নং)*

কুরবানী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا)).

(১১৮১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করে না, সে যেন অবশ্যই আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।" *(মুসনাদ আহমাদ ৮২৭৩, ইবনে মাজাহ ৩১২৩, হাকেম ৭৫৬৫-৭৫৬৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায়, "যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে ব্যক্তি যেন আমাদের ঈদগাহে উপস্থিত না হয়। *(হাকেম ৩৪৬৮, সহীহ তারগীব ১০৭২নং)*

عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.

(১১৮২) আনাস ﷺ বলেন, 'রসূল ﷺ দীর্ঘ (ও সুন্দর) দু' শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন (করতেন)।' *(বুখারী ৫৫৬৪-৫৫৬৫, মুসলিম ৫১৯৯-৫২০০নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)).

(১১৮৩) উক্ত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে যবেহ করে, সে নিজের জন্য যবেহ করে। আর যে নামাযের পরে যবেহ করে, তার কুরবানী সিদ্ধ হয় এবং সে মুসলমানদের তরীকার অনুসারী হয়।" *(বুখারী ৫৫৪৫-৫৫৪৬, মুসলিম ৫১৮১নং)*

عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ ، وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ ، الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُورُ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَأَنْ نُظْهِرَ التَّكْبِيرَ وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ)).

(১১৮৪) হাসান বিন আলী ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, (কুরবানীর দিনে) আমরা যেন যথাসাধ্য সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরি, যথাসাধ্য সবচেয়ে ভাল সুগন্ধি ব্যবহার করি, যথাসাধ্য সবচেয়ে মোটা-তাজা কুরবানী দিই---গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট দশজনের পক্ষ থেকে। আর আমরা যেন 'তকবীর' সশব্দে বলি এবং প্রশান্তি ও ভদ্রতা বজায় রাখি।' *(ত্বাবারানীর কাবীর ৩/১৫২, ২৬৯০নং, হাকেম ৪/২৫৬, ৭৫৬০নং, ত্বাহাবী ১৪/৩৩, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৩/৩৪২)*

কুরবানী যবেহ

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قال قَالَ النبي –صلى الله عليه وسلم– « أَعْجِلْ أَوْ أَرْنِى مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ».

(১১৮৫) রাফে' বিন খাদীজ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যা খুন বহায়, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা ভক্ষণ কর। তবে যেন (যবেহ করার অস্ত্র) দাঁত বা নখ না হয়। আমি তোমাকে তার কারণ বলছি, দাঁত হল হাড়। আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।" *(আহমাদ, বুখারী ২৪৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ৫২০৪ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৫৫৬৫নং)*

وَعَن أَبي يَعلَى شَدَّادِ بنِ أَوسٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإذَا قَتَلْتُم فَأحْسِنُوا القِتْلَة ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَأحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، وَلْيُرِح ذَبِيحَتَهُ)). رواه مسلم

(১১৮৬) আবূ ইয়া'লা শাদ্দাদ ইবনে আওস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ প্রতিটি কাজকে উত্তমরূপে (অথবা অনুগ্রহের সাথে) সম্পাদন করাটাকে ফরয ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে) হত্যা করবে, তখন ভালভাবে হত্যা করো এবং যখন (পশু) জবাই করবে, তখন ভালভালে জবাই করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, সে যেন নিজ ছুরি ধারাল করে নেয় এবং যবেহযোগ্য পশুকে আরাম দেয়।" (অর্থাৎ জবাই-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে।) *(মুসলিম ৫১৬৭নং)*

عن عبد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ : « إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ ».

(১১৮৭) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুরি শানিয়ে নিতে, তা পশুর চোখ থেকে আড়াল করতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি করে।" *(মুসনাদ আহমাদ ৫৮৬৪, ইবনে মাজাহ ৩১৭২নং, বাইহাক্বী ১৯৬১৪, সহীহ তারগীব ১০৯১নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَا هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ قَالَ: ((اذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا)).

(১১৮৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা একদল লোক নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'এক নও-মুসলিম সম্প্রদায় আমাদের নিকট গোশ্ত নিয়ে আসে। আমরা জানি না যে, তার যবেহকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে কি না। তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তা ভক্ষণ করো।" *(বুখারী ২০৫৭, ৫৫০৭, ৭৩৯৮নং)*

عَنْ أَبِى وَاقِدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهِىَ مَيْتَةٌ ».

(১১৮৯) আবূ ওয়াক্বেদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পশু জীবিত থাকতে যে অংশ কেটে নেওয়া হয়, তা মৃত (পশুর মাংসের) সমান।" *(আহমাদ ২১৯০৩-২১৯০৪, আবূ দাউদ ২৮৬০, তিরমিযী ১৪৮০, হাকেম ৭১৫০, সহীহুল জামে' ৫৬৫২নং)*

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ (وسميت) فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ)).

(১১৯০) আদী বিন হাতেম ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ-কে (শিকার প্রসঙ্গে) জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "যখন তুমি তোমার শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর (শিকার করার জন্য) 'বিসমিল্লাহ' বলে প্রেরণ করবে (অতঃপর সে তোমার জন্য যে শিকার) হত্যা করবে তা খাও। আর যদি সে (তার কিছু অংশ) খায়, তাহলে খেয়ো না। কারণ সে তা নিজের জন্য ধরেছে।" *(বুখারী ১৭৫, মুসলিম ৫০৮২-৫০৮৩নং)*

কেশমুন্ডন

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ « وَلِلْمُقَصِّرِينَ ».

(১১৯১) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ (হজ্জের সময় দুআ করে) বললেন, "হে আল্লাহ! কেশমুন্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসুল! আর কেশকর্তন- কারীদেরকে?' তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! কেশমুন্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর কেশ কর্তনকারী-দেরকে?' তিনি পনুরায় বললেন, "হে আল্লাহ! কেশমুন্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর কেশকর্তন-কারীদেরকে?' এবারে তিনি বললেন, "আর কেশকর্তনকারীদেরকেও (ক্ষমা কর।)" *(বুখারী ১৭২৮ নং, মুসলিম ৩২০৮নং)*

বিশেষ বিশেষ মসজিদের মাহাত্ম্য

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عن النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِى هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ».

(১১৯২) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন (স্থানের বর্কতলাভ বা যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না; আমার মসজিদ (মদীনা শরীফে মসজিদে নববী), মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ) ও মসজিদে আকসা (প্যালেষ্টাইনের জেরুজালেমের মসজিদ)।" *(বুখারী ১১৮৯, ১৯৯৫, মুসলিম ৩৪৫০নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَمَسْجِدِي)).

(১১৯৩) জাবের ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "যে জায়গার জন্য সওয়ারীতে সওয়ার হওয়া যায়, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা হল ইব্রাহীম ﷺ-এর মসজিদ ও আমার মসজিদ।" *(আহমাদ ১৪৬১২, নাসাঈর কুবরা ১১৩৪৭, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৭৪০, ইবনে হিব্বান ১৬১৬, সঃ তারগীব ১২০৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عن النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ».

(১১৯৪) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার এই মসজিদে (নববীতে) একটি নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ১১৯০, মুসলিম ৩৪৪০নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ)).

(১১৯৫) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার মসজিদে একটি নামায মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর মসজিদে হারামে (কা'বার মসজিদে) একটি নামায অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(আহমাদ ১৪৬৯৪, ১৫২৭১, ইবনে মাজাহ ১৪০৬, সহীহুল জামে' ৩৮৩৮ নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلَالًا ثَلَاثَةً سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيَهُ، وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ، وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).

(১১৯৬) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সুলাইমান

বিন দাঊদ (আলাইহিমাস সালাম) যখন বায়তুল মাক্বদিস নির্মাণ করেন, তখন তিনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করলেন; তিনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট এমন বিচার মীমাংসা প্রার্থনা করলেন যা তাঁর মীমাংসার অনুরূপ হয়। তাঁকে তাই দেওয়া হল। তিনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট এমন সাম্রাজ্য চাইলেন যা তাঁর পরে যেন কেউ পেতে না পারে। তাই তাঁকে প্রদান করা হল। আর তিনি যখন মসজিদ নির্মাণ শেষ করলেন, তখন আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট প্রার্থনা করলেন যে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঐ মসজিদে উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেন ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে; যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।" *(নাসাঈ ৬৯৩, ইবনে মাজাহ ১৪০৮নং)*

عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ)).

(১১৯৭) সাহ্‌ল বিন হুনাইফ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (স্বগৃহ হতে ওযূ করে) বের হয়ে এই মসজিদে (কুবায়) উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করে, সে ব্যক্তির একটি উমরাহ আদায় করা সমান সওয়াব লাভ হয়।" *(নাসাঈ ৬৯৯, ইবনে মাজাহ ১৪১২নং, সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নং)*

أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِىَّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ ».

(১১৯৮) উসাইদ বিন যুহাইর আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কুবার মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব একটি উমরাহ করার সমতুল্য।" *(তিরমিযী ৩২৪, ইবনে মাজাহ ১৪১১, বাইহাক্বী ১০৫৯৪, হাকেম ১৭৯২, ত্বাবারানী ৫৬৯, সহীহুল জামে' ৩৮৭২ নং)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ « الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ». قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « الْمَسْجِدُ الأَقْصَى ». قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ « أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ ».

(১১৯৯) আবূ যার্র ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্‌টি?' উত্তরে তিনি বললেন, "হারাম (কা'বার) মসজিদ।" আবূ যার্র বললেন, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, "তারপর মসজিদুল আকসা।" আবূ যার্র বললেন, দুই মসজিদ স্থাপনের মাঝে ব্যবধান কত ছিল? তিনি বললেন, "চল্লিশ বছর। আর শোন, সারা পৃথিবী তোমার জন্য মসজিদ। সুতরাং যেখানেই নামাযের সময় এসে উপস্থিত হবে, সেখানেই নামায পড়ে নেবে।" *(বুখারী ৩৪২৫, মুসলিম ৫২০নং)*

যমযমের পানির মাহাত্ম্য

عن جابر بن عَبْدِ اللَّهِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ)).

(১২০০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে সে নিয়ত পূর্ণ হওয়ায় ফলপ্রসূ।" *(ইবনে মাজাহ ৩০৬২নং, ইরওয়াউল গালীল ১১২৩ নং)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ)).

(১২০১) আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় তা (যমযমের পানি) বর্কতপূণ। তা তৃপ্তিকর খাদ্য এবং রোগনিরাময়ের ঔষধ।" *(ত্বাবারানীর স্বাগীর ২৯৫, বাযযার ৩৯২৯, সহীহুল জামে' ২৪৩৫ নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ)).

(১২০২) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ পানি হল যমযমের পানি। তাতে রয়েছে তৃপ্তির খাদ্য এবং ব্যাধির আরোগ্য।" *(ত্বাবারানীর আসাত্ব ৩৯১২, ৮১২৯, কাবীর ১১০০৪, সঃ জামে' ৩৩২২নং)*

বিদায়ী তওয়াফ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ».

(১২০৩) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন (কা'বা)গৃহের সাথে শেষ সময় অতিবাহিত না ক'রে প্রস্থান না করে।" *(আহমাদ ১৯৩৬, মুসলিম ৩২৮৩নং)*

জানাযা অধ্যায়

রোগীকে সাক্ষাৎ ক'রে জিজ্ঞাসাবাদ করার মাহাত্ম্য

عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(১২০৪) বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, কেউ হাঁচলে তার জবাব দেওয়া, কসমকারীর কসম পুরা করা, অত্যাচারিতের সাহায্য করা, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ও সালাম প্রচার করার আদেশ দিয়েছেন।' *(বুখারী ২৪৪৫, মুসলিম ৫৫১০নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ)). متفقٌ عَلَيْه

(১২০৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক মুসলমানের অধিকার অপর মুসলমানের উপর পাঁচটি ঃ সালামের জবাব দেওয়া, রুগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচলে তার জবাব দেওয়া।" *(বুখারী ১২৪০, মুসলিম ৫৭৭৭নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ – عَزَّ وَجَلَّ – يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أعُودُكَ وَأنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : أمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ! أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَني عِنْدَهُ ! يَا ابْنَ آدَمَ ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : أمَا عَلِمْتَ أنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ! أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ! يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ ! أمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي !)) رواه مسلم

(১২০৬) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল কিয়ামতের দিন বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি।' সে বলবে, 'হে প্রভু! কিভাবে আমি আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা?' তিনি বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি।' সে বলবে, 'হে প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে খাবার দেব, আপনি তো সারা জাহানের প্রভু?' আল্লাহ বলবেন, 'তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাবার দাওনি? তোমার কি জানা ছিল না যে, যদি তাকে খাবার দিতে, তাহলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানি পান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি।' বান্দা বলবে, 'হে প্রভু! আপনাকে কিরূপে পানি পান করাবো, আপনি তো সমগ্র জগতের প্রভু?' তিনি বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে পান করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে? " *(মুসলিম ৬৭২১নং)*

وَعَنْ أَبي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عُودُوا المَرِيضَ ، وَأطْعِمُوا الجَائِعَ ، وَفُكُّوا العَانِي)). رواه البخاري

(১২০৭) আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা রুগী দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর।" *(বুখারী ৫৩৭৩, ৫৬৪৯নং)*

وَعَنْ ثَوبَانَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ المُسْلِمَ إذَا عَادَ أخَاهُ المُسْلِمَ ، لَمْ يَزَلْ في خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ)). قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ ؟ قَالَ : ((جَنَاهَا)). رواه مسلم

(১২০৮) ষওবান ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কোন মুসলিম যখন তার অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের রোগ জিজ্ঞাসা করতে যায়, সে না ফিরা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে সর্বদা অবস্থান করে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খুরফাহ কী?' তিনি বললেন, "জান্নাতের ফল-পাড়া।" *(আহমাদ ২১৮৬৮, মুসলিম ৬৭১৭-৬৭১৯, তিরমিযী ৯৬৭নং)*

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سَمِعتُ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم يقول : ((مَن عَاد مَريضاً خَاضَ فِي الرَّحمَةِ حَتى إذا قَعدَ استَقرَّ فِيهَا)).

(১২০৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনি শুনেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায়, সে আসলে রহমতে বিচরণ করতে থাকে। অতঃপর সে যখন (রোগীর নিকটে) বসে যায়, তখন রহমতে স্থিতিশীল হয়ে যায়।" *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৫২২নং)*

وَعَن أبي هريرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أخاً لَهُ في اللهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ : بِأنْ طِبْتَ ، وَطَابَ مَمْشَاكَ ، وَتَبَوَّأتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))، وفي بعض النسخ : ((غريب))

(১২১০) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান ক'রে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" *(তিরমিযী ২০০৮নং, হাসান বা গরীব সূত্রে, ইবনে মাজাহ ১৪৪৩, ইবনে হিব্বান ২৯৬১নং)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً غُدْوةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَإنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في الْجَنَّةِ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

(১২১১) আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে কোন মুসলিম অন্য কোন (অসুস্থ) মুসলিমকে সকাল বেলায় কুশল জিজ্ঞাসা করতে যাবে, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা কল্যাণ কামনা করবেন। আর যদি সে সন্ধ্যা বেলায় তাকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা তার মঙ্গল কামনা করেন। আর তার জন্য জান্নাতের মধ্যে পাড়া ফল নির্ধারিত হয়। *(তিরমিযী ৯৬৯নং, হাসান)*

عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا)).

(১২১২) উসামা বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কোন স্থানে প্লেগরোগ চলছে শুনলে সেখানে প্রবেশ করো না। আর সেখানে তোমাদের থাকাকালে তা শুরু হলে সেখান হতে বের হয়ে যেয়ো না।" *(বুখারী ৫৭২৮, মুসলিম ৫৯০৫-৫৯০৬নং)*

অসুস্থ মানুষের জন্য যে সব দুআ বলা হয়

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا : أنَّ النَّبيَّ ﷺ ، كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ ، قَالَ النَّبيُّ ﷺ بِأُصْبُعِهِ هكَذا – وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة الرَّاوي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَها – وَقَالَ: ((بِسمِ اللّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১২১৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, যখন কোন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট নিজের কোন অসুস্থতার অভিযোগ করত অথবা (তার দেহে) কোন ফোঁড়া কিংবা ক্ষত হত, তখন নবী ﷺ নিজ আঙ্গুল নিয়ে এ রকম করতেন। (হাদীসের রাবী) সুফ্য়ান তাঁর শাহাদত আঙ্গুলটিকে যমীনের উপর রাখার পর উঠালেন। (অর্থাৎ, তিনি এভাবে মাটি লাগাতেন।) অতঃপর দুআটি পড়তেন ঃ 'বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরয্বিনা, বিরীক্বাতি বা'য্বিনা, য়্যুশফা বিহী সাক্বীমুনা, বিইযনি রাব্বিনা।' অর্থাৎ, আল্লাহর নামের সঙ্গে আমাদের যমীনের মাটি এবং আমাদের কিছু লোকের থুথু মিশ্রিত করে (ফোঁড়াতে) লাগালাম। আমাদের প্রতিপালকের আদেশে এর দ্বারা আমাদের রুগী সুস্থতা লাভ করবে। *(বুখারী ৫৭৪৫-৫৭৪৬, মুসলিম ৫৮-৪৮নং)*

وَعَنْها : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بيدِهِ اليُمْنَى ، وَيَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ البَأسَ ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১২১৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ আপন পরিবারের কোন রোগী-দর্শন করার সময় নিজের ডান হাত তার ব্যথার স্থানে ফিরাতেন এবং এ দুআটি পড়তেন, "আযহিবিল বা'স, রাব্বান্না-স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উক, শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তোমারই আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল ক'রে দেয়। *(বুখারী ৫৬৭৫, ৫৭৪৩, ৫৭৫০ মুসলিম ৫৮-৩৬-৫৮-৩৯নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ اللّهُ : أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ البَأسِ ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً)). رواه البخاري

(১২১৫) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি সাবেত (রাহিমাহুল্লাহ)কে বললেন, 'আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করব না?' সাবেত বললেন, 'অবশ্যই।' আনাস ﷺ এই দুআ পড়লেন, "আল্লাহুম্মা রাব্বান্না-স, মুযহিবাল বা'স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা শা-ফিয়া ইল্লা আন্ত, শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ!

মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তুমি ছাড়া আরোগ্যকারী আর কেউ নেই। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল ক'রে দেয়। *(বুখারী ৫৭৪২নং)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً ، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً ، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً)). رواه مسلم

(১২১৬) সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমার অসুস্থ অবস্থায়) আমাকে দেখা করতে এসে বললেন, "হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্ত কর, হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্ত কর। হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্ত কর।" *(বুখারী ৫৬৫৯, মুসলিম ৪৩০২নং)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ عُثْمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ ﷺ : أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ : بِسمِ اللهِ ثَلاثاً ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)). رواه مسلم

(১২১৭) আবূ আব্দুল্লাহ উষমান ইবনে আবুল আ'স ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐ ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তার দেহে অনুভব করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি তোমার দেহের ব্যথিত স্থানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' এবং সাতবার 'আউযু বিইয্যাতিল্লাহি অক্বুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু অউহাযিরু' বল।" অর্থাৎ, আল্লাহর ইজ্জত এবং কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করছি, সেই মন্দ থেকে যা আমি পাচ্ছি এবং যা থেকে আমি ভয় করছি। *(মুসলিম ৫৮৬৭নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ ، رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ ، أَنْ يَشْفِيَكَ ، إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ : ((حديث حسن)) ، وَقَالَ الحاكم : ((حديث صحيح عَلَى شرط البخاري))

(১২১৮) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন রুগ্ন মানুষকে সাক্ষাৎ করবে, যার এখন মরার সময় উপস্থিত হয়নি এবং তার নিকট সাতবার এই দুআটি বলবে, 'আসআলুল্লাহাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আঁই য়্যাশ্‌ফিয়াক' (অর্থাৎ, আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি), আল্লাহ তাকে সে রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন।" *(আবূ দাউদ ৩১০৮, তিরমিযী ২০৮৩, হাসান সূত্রে, হাকেম ১২৬৮, বুখারীর শর্তে সহীহ সূত্রে)*

وَعَنْه: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُوْدُهُ ، قَالَ: ((لاَ بَأْسَ ؛ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ)). رواه البخاري

(১২১৯) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এক পীড়িত বেদুঈনের সাক্ষাতে গেলেন। আর নবী ﷺ যে রোগীকেই সাক্ষাৎ করতে যেতেন, তাকে বলতেন, "লা-বা'স, ত্বাহুরুন

ইনশাআল্লাহ।” অর্থাৎ, কোন ক্ষতি নেই, (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে ইন শাআল্লাহ। *(বুখারী ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২নং)*

وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدري ﷺ : أَنَّ جِبرِيلَ أَتَى النَّبيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) قَالَ : بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، اللهُ يَشْفِيكَ ، بِسمِ اللهِ أُرقِيكَ . رواه مسلم

(১২২০) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, জিবরীল নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” জিবরীল তখন এই দুআটি পড়লেন, ‘বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ’যীক, অমিন শার্রি কুল্লি নাফসিন আউ আইনি হা-সিদ, আল্লা-হু য়্যাশফীক, বিসমিল্লা-হি আরক্বীক।’

অর্থাৎ,আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি। *(মুসলিম ৫৮২৯নং)*

وَعَنْ أَبي سعيد الخدري وأَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ ، أنّه قَالَ : ((مَنْ قَالَ : لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ ، فَقَالَ : لاَ إلهَ إلاَّ أنَا وَأَنَا أكْبَرُ . وَإِذَا قَالَ : لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، قَالَ : يَقُولُ : لاَ إِلَهَ إلاَّ أنَا وَحْدِي لاَ شَرِيكَ لِي . وَإِذَا قَالَ : لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، قَالَ : لاَ إلهَ إلاَّ أنَا لِيَ المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ . وَإِذَا قَالَ : لاَ إله إلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ باللهِ، قَالَ: لاَ إلهَ إلاَّ أنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِي)) وَكَانَ يقُولُ: ((مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

(১২২১) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ এবং আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকবার’ (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়) বলে, আল্লাহ তার সত্যায়ন ক’রে বলেন, ‘আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি সবচেয়ে বড়।’

আর যখন সে বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ’ (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই), তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আমি একক, আমার কোন অংশী নেই।’

আর যখন সে বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্‌দ’ (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁরই এবং তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা), তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা আমারই এবং আমারই যাবতীয় প্রশংসা।’

আর যখন সে বলে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অলা হাওলা অলা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে

ফিরার এবং সৎকাজ করার বা নড়া-সরার শক্তি নেই), তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমার প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার বা নড়া-সরার শক্তি নেই।'

নবী ﷺ বলতেন, "যে ব্যক্তি তার পীড়িত অবস্থায় এটি পড়ে মারা যাবে, জাহান্নামের আগুন তাকে খাবে না।" (অর্থাৎ, সে জাহান্নামে যাবে না।) *(তিরমিযী ৩৪৩০নং, হাসান সূত্রে)*

রোগীর বাড়ির লোককে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উত্তম

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَبَا الحَسَنِ ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئاً . رواه البخاري

(১২২২) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আলী ইবনে আবী ত্বালেব ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে তাঁর সেই অসুস্থ অবস্থায় বের হলেন, যাতে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। অতঃপর লোকেরা বলল, 'হে হাসানের পিতা! রাসূলুল্লাহ ﷺ **কী অবস্থায় সকাল করলেন**?' তিনি বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ, তিনি ভাল অবস্থায় সকাল করলেন।' *(বুখারী ৪৪৪৭, ৬২৬৬নং)*

পীড়িতের পরিবার এবং তার সেবাকারীদেরকে পীড়িতের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং সে ক্ষেত্রে কষ্ট বরণ করা ও তার পক্ষ থেকে উদ্ভূত বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করার জন্য উপদেশ প্রদান। অনুরূপভাবে কোন ইসলামী দন্ডবিধি প্রয়োগজনিত কারণে যার মৃত্যু আসন্ন, তার সাথেও সদ্ব্যবহার করার উপর তাকীদ

عَنْ عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا)) فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَت ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . رواه مسلم

(১২২৩) ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়েছিল। সে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি শাস্তি পাওয়ার যোগ্যা, সুতরাং আপনি আমাকে শাস্তি দিন।' অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অভিভাবককে ডেকে বললেন, "**এর সাথে সদ্ব্যবহার কর।** অতঃপর সে যখন সন্তান ভূমিষ্ট করবে তখন একে আমার নিকট নিয়ে এসো।" সে তাই করল। নবী ﷺ তার উপর তার কাপড়খানি মযবুত করে বাঁধার আদেশ করলেন। অতঃপর তাকে নবী ﷺ-এর আদেশক্রমে

পাথর মারা হল। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। *(মুসলিম ৪৫২৯, আবূ দাউদ ৪৪৪২, তিরমিযী ১৪৩৫নং)*

রুগ্ন ব্যক্তির জন্য 'আমার যন্ত্রণা হচ্ছে' অথবা 'আমার প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে' কিংবা 'আমার জ্বর হয়েছে' কিংবা 'হায়! আমার মাথা গেল' ইত্যাদি বলা জায়েয; যদি তা আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য না হয়

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ ، فَمَسسْتُهُ ، فَقُلْتُ : إنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكاً شَديداً ، فَقَالَ : ((أجَلْ ، إنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১২২৪) ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম যখন তাঁর জ্বর হয়েছিল। অতঃপর আমি তাঁকে স্পর্শ ক'রে বললাম, 'আপনার প্রচন্ড জ্বর এসেছে।' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, **তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর হয়।**" *(বুখারী ৫৬৪৮, ৫৬৬০, ৫৬৬৭, মুসলিম ৬৭২৪নং)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بي ، فَقُلْتُ: بَلَغَ بي مَا تَرَى ، وَأنَا ذُو مَالٍ ، وَلاَ يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَتِي .. وذكر الحديث . متفقٌ عَلَيْهِ

(১২২৫) সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ বলেন, **আমার (দৈহিক) যন্ত্রণা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাওয়ার** কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমি বললাম, 'আমার কী অবস্থা আপনি তা দেখছেন এবং আমি একজন ধনবান মানুষ। আর আমার উত্তরাধিকারী আমার একমাত্র কন্যা।---' অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করলেন। *(বুখারী ১২৯৫, ৩৯৩৬, মুসলিম ৪২৯৬নং)*

وَعَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : وَارَأسَاهُ ! فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((بَلْ أنَا ، وَارَأسَاهُ !)) ... وذكر الحديث . رواه البخاري

(১২২৬) কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, একদা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বললেন, 'হায়! আমার মাথার ব্যথা।' নবী ﷺ বললেন, "বরং **হায়! আমার মাথার ব্যথা!**" (অর্থাৎ, আমার মাথাতেও প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে।) *(বুখারী ৭২১৭নং)*

عن أبي مُوسَى قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)).

(১২২৭) আবু মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফরে যায়, তখন তার জন্য সেই আমলের সওয়াবই লেখা হয়, যে আমল সে স্বগৃহে অবস্থানকালে সুস্থ থাকা অবস্থায় করত।" *(বুখারী ২৯৯৬নং)*

(১২২৮) একদা শাদ্দাদ বিন আউস ও সুনাবিহী এক রোগীকে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

كَيْفَ أَصْبَحْتَ قَالَ أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّادٌ أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنْ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ)).

'আজ সকালে তুমি কেমন আছ?' লোকটি বলল, '(আল্লাহর) নিয়ামতে আছি।' শাদ্দাদ বললেন, 'পাপসমূহ মাফ হয়ে যাওয়া এবং গোনাহসমূহ ঝরে যাওয়ার সুসংবাদ নাও। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, "আমি যখন আমার কোন মুমিন বান্দাকে (রোগ-বালা দিয়ে) পরীক্ষা করি এবং সে ঐ রোগ-বালাতে আমার প্রশংসা করে, তখন সে তার ঐ বিছানা থেকে সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ওঠে, যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।" রব্ব তাবারাকা অতাআলা (কিরামান কাতেবীনকে) বলেন, "আমি আমার বান্দাকে (অনেক আমল থেকে) বিরত রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তার জন্য সেই আমলের সওয়াব লিখতে থাক, যে আমলের সওয়াব তার সুস্থ অবস্থায় লিখতে।" *(আহমাদ ১৭১১৮, সহীহ তারগীব ৩৪২৩নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: ((كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا فُلانُ))؟ قَالَ: أَحْمَدُ اللَّهَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَذَا الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ)).

(১২২৯) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ সকালে তুমি কেমন আছ হে অমুক?" লোকটি বলল, 'আমি আপনার নিকট আল্লাহর প্রশংসা করি হে আল্লাহর রসূল!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি তোমার নিকট থেকে এটাই চেয়েছিলাম।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৪৭৫, আওসাত্ব ৪৩৭৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৫২নং)*

وعن ابن مسعود قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)).

(১২৩০) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন মুমিনকে যখনই কোন রোগ অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট পৌঁছে, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপরাশিকে ঝরিয়ে দেন; যেমন বৃক্ষ তার পত্রাবলীকে ঝরিয়ে থাকে।" *(বুখারী ৫৬৬০, ৫৬৬৭, মুসলিম ৬৭২৪নং)*

عَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ ، أَو أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : ((مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ ـ أَو يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ ـ تُزَفْزِفِينَ ؟)) قَالَتْ : الحُمَّى لاَ بَارَكَ اللهُ فِيهَا ! فَقَالَ : ((لاَ تَسُبِّي الحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ)) . رواه مسلم

(১২৩১) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) উম্মে সায়েব কিংবা উম্মে

মুসাইয়িবের নিকট প্রবেশ ক'রে বললেন, "হে উম্মে সায়েব কিংবা উম্মে মুসাইয়িব! তোমার কী হয়েছে যে, থরথর্ করে কাঁপছ?" সে বলল, 'জ্বর হয়েছে; আল্লাহ তাতে বর্কত না দেন।' (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, "জ্বরকে গালি দিয়ো না। জ্বর তো আদম সন্তানের পাপ মোচন করে; যেমন হাপর (ও ভাটি) লোহার ময়লা দূর ক'রে ফেলে।" *(মুসলিম ৬৭৩৫নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ ».

(১২৩২) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে পানাহারের জন্য বাধ্য করো না। যেহেতু (তারা না খেলেও) মহান আল্লাহ তাদেরকে পানাহার করিয়ে থাকেন।" *(তিরমিযী ২০৪০, ইবনে মাজাহ ৩৪৪৪, হাকেম ১২৯৬, বাইহাক্বী ২০০৬৭, সহীহুল জামে' ৭৪৩৯নং)*

রোগের চিকিৎসা

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ: « لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

(১২৩৩) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ আছে। যখন রোগের সঠিক ওষুধ নিরূপিত হয়, তখন মহান আল্লাহর হুকুমে সে রোগটি সেরে ওঠে।" *(মুসলিম ৫৮৭১নং)*

عن عبد الله بن مَسْعُود ، عَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنه قَالَ : ((مَا أنزل الله دَاء إِلَّا أنزل لَهُ دَوَاء)).

(১২৩৪) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "এমন কোন রোগ নেই, আল্লাহ যার ওষুধ অবতীর্ণ করেন নি। *(ইবনে মাজাহ ৩৪৩৮, সহীহুল জামে ৫৫৫৮নং)*

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ فَتَدَاوَوْا، وَلا تَتَدَاووا بِحَرَامٍ)).

(১২৩৫) উম্মে দার্দা কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ রোগ ও ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা কর। তবে হারাম কিছু দিয়ে চিকিৎসা করো না। (আল্লাহ হারামকৃত বস্তুর ভিতরে আরোগ্য রাখেন নি।)" *(ত্বাবারানী ২০১১৬, সিঃ সহীহাহ ১৬৩৩নং)*

عن أبي أمامة فال فال رسول الله ﷺ: ((دَاوُوا مَرْضاكُمْ بالصَّدَقَةِ)).

(১২৩৬) আবু উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা সদকাহ দ্বারা কর।" *(আবুশ শায়খ, সহীহুল জামে ৩৩৫৮নং)*

وعن عطَاء بن أبي رَباحٍ ، قَالَ : قَالَ لي ابنُ عَباسٍ رضي اللهُ عنهما : ألاَ أُريكَ امْـرَأةً مِـنْ أَهْـلِ الجنَّة؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ : هذِهِ المَرْأةُ السَّوداءُ أتَتِ النَّبيَّ ﷺ، فَقَالَتْ : إنّي أُصْرَعُ، وإنِّي أتَكَشَّفُ ، فادْعُ اللهَ تَعَالَى لي . قَالَ : ((إنْ شئْتِ صَبَرتِ وَلَـكِ الجنَّـةُ ، وَإنْ شـئْتِ دَعَـوتُ اللهَ تَعَـالَى أنْ يُعَافِيكِ)) فَقَالَتْ : أَصْبِرُ ، فَقَالَتْ : إنِّي أتَكَشَّفُ فَادعُ اللهَ أنْ لا أَتَكَشَّف ، فَدَعَا لَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১২৩৭) আত্বা ইবনে আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনে আব্বাস ﷺ আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না!' আমি বললাম, 'হ্যাঁ!' তিনি বললেন, 'এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগী রোগ আছে, আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য দুআ করুন।' তিনি বললেন, "তুমি যদি চাও তাহলে সবর কর; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে দুআ করব।" স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি সবর করব।' অতঃপর সে বলল, '(রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আমার দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়।' ফলে নবী ﷺ তার জন্য দুআ করলেন। *(বুখারী ৫৬৫২, মুসলিম ৬৭৩৬নং)*

وَعَنْ سَعِيدِ بنِ زَيدٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُـوْلُ : ((اَلكَمْـأَةُ مِـنَ المَـنِّ ، وَمَاؤُهَـا شِـفَاءٌ لِلْعَيْنِ)). متفق عَلَيْهِ

(১২৩৮) সাঈদ ইবনে যায়েদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "ছত্রাক 'মান্ন'-এর অন্তর্ভুক্ত আর এর রস চক্ষুরোগ নিরাময়কারী।" *(বুখারী-মুসলিম)*

** ((প্রকাশ থাকে যে, বানী ইস্রাঈলের উপর 'মান্ন' নামক খাদ্য (মধুর ন্যায় মিষ্ট বরফ বা পানি) আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হত। যেহেতু তারা তা বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে লাভ করত সেহেতু ছত্রাককে তারই শ্রেণীভুক্ত বলা হয়েছে। কেননা, এটি বিনা কষ্টে ও বিনা যত্নে পাওয়া যায়।))*

عَن أبي هُرَيرة ، قال : قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((خير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر ويجلوا البصر)).

(১২৩৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সুর্মা হল ইষমিদ। তা চোখের পাতায় লোম উদ্‌গত করে এবং দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল করে।" *(বায্‌যার ৮৮১১, সঃ তারগীব ২১০৫নং)*

এ উম্মতের গড় আয়ু

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ)).

(১২৪০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে, কম লোকই এ বয়স অতিক্রম করে।" *(তিরমিযী*

২৩৩১, ৩৫৫০, ইবনে মাজাহ ৪২৩৬, হাকেম ৩৫৯৮, বাইহাক্বী ৬৭৫৯, সহীহুল জামে' ১০৭৩নং)

বিশেষ মরণের বিশেষ মাহাত্ম্য

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ)).

(১২৪১) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে মুসলিম জুমআর দিন মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের ফিতনা থেকে বাঁচান।" *(আহমাদ ৬৬৪৬, ৭০৫০, তিরমিযী ১০৭৪নং)*

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتَّ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ الْحَكَمُ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّجَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ قَالَ الْحَكَمُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ)).

(১২৪২) মিক্বদাম বিন মা'দিকারিব কিন্দী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে ৬টি দান; তার রক্তের প্রথম ক্ষরণের সাথে তার পাপ ক্ষমা করা হবে, জান্নাতে তার বাসস্থান দেখানো হবে, কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে, কিয়ামতের মহাত্রাস থেকে নিরাপত্তা পাবে, ঈমানের অলঙ্কার পরিধান করবে, সুনয়না হুরীদের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে এবং তার নিজ পরিজনের মধ্যে ৭০ জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে।" *(আহমাদ ১৭১৮২, তিরমিযী ১৬৬৩, ইবনে মাজাহ ২৭৯৯, সহীহ তিরমিযী ১৩৫৮নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ « إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِى إِذًا لَقَلِيلٌ ». قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ ».

(১২৪৩) আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কাকে কাকে তোমরা শহীদ বলে গণ্য কর?" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) নিহত হয় সেই ব্যক্তি শহীদ।' তিনি বললেন, "তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদ-সংখ্যা নেহাতই কম।" সকলে বলল, 'তবে তারা আর কারা, হে আল্লাহর রসূল?' বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে (গাজী হয়ে) মারা যায় সে শহীদ, যে প্লেগরোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের পীড়ায় মারা

যায় সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ।” *(আহমাদ ৮০৯২নং প্রভৃতি, মুসলিম ৫০৫০নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

(১২৪৪) আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “শহীদ হল পাঁচ ব্যক্তি; প্লেগরোগে মৃত, পেটের রোগে মৃত, পানিতে ডুবে মৃত শহীদ, দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত শহীদ এবং আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত ব্যক্তি শহীদ।” *(বুখারী ৬১৫, ২৮২৯, মুসলিম ৫০৪৯নং)*

عن جابر بن عتيك قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِى يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ ».

(১২৪৫) জাবের বিন আতীক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হওয়া ছাড়া আরো সাত ব্যক্তি শহীদ হয়; প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ডুবে গিয়ে ব্যক্তি মৃত শহীদ, প্লুরিসি রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পুড়ে গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ এবং সে মহিলাও শহীদ যে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়।” *(আহমাদ ২৩৭৫৩, আবু দাউদ ৩১১৩, নাসাঈ ১৮৪৬, হাকেম ১৩০০, ত্বাবারানী ১৭৫৫, সহীহ আবু দাউদ ২৬৬৮নং)*

“-----ক্ষয় রোগের ফলে মরণ শহীদের মরণ।” *(মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩১৭, ৫/৩০১)*

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ».

(১২৪৬) সাঈদ বিন যায়দ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে তার নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ এবং যে নিজের দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।” *(আবু দাউদ ৪৭৭৪, তিরমিযী ১৪২১, নাসাঈ ৪০৯৫নং)*

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ ».

(১২৪৭) সালমান ফারেসী ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “একটি দিন ও রাতের প্রতিরক্ষা কাজ একমাস (নফল) রোযা ও নামায অপেক্ষা উত্তম। মরার পরেও তার সেই আমল জারী থাকে যা সে জীবিত অবস্থায় করত। তার রুজী জারী হয় এবং (কবরের) যাবতীয় ফিতনা থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করে।” *(মুসলিম ৫০৪৭, তিরমিযী*

১৬৬৫, নাসাঈ ৩১৬৮)

মরণকে স্মরণ

وَ عن أبي هريرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّـذَّاتِ)) يَعْنِـي : المَـوْتَ .

رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১২৪৮) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আনন্দনাশক বস্তু অর্থাৎ, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।" *(তিরমিযী ২৩০৭, নাসাঈ ১৮২৪, ইবনে মাজাহ ৪২৫৮, হাকেম ৭৯০৯নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – : ((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ))– يَعْنِي الْمَوْتَ — ((فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ اللَّهُ ، وَلَا ذَكَرَهُ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ)).

(১২৪৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আনন্দনাশক বস্তু অর্থাৎ, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।" কারণ, যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটে তা স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সে সঙ্কট সহজ হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি তা কোন সুখের সময়ে স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সুখ তিক্ত হয়ে উঠবে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৫৬০, ইবনে হিব্বান ২৯৯৩, সহীহুল জামে' ১২১০-১২১১নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : ((أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا))، قَالَ فَأَىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ : ((أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ)).

(১২৫০) ইবনে উমার ﷺ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক আনসারী ব্যক্তি এসে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ মু'মিন সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে চরিত্রে যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" সাহাবী বললেন, 'কোন্ মু'মিন সবচেয়ে জ্ঞানী?' তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে বেশি মরণকে স্মরণ করে এবং মরণের পরবর্তীকালের জন্য বেশি ভাল প্রস্তুতি নেয়। তারাই হল জ্ঞানী লোক।" *(ইবনে মাজাহ ৪২৫৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৮৪নং)*

عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ((اذْكُر المَوْتَ فِي صَلاَتِكَ فإنَّ الرَّجُلَ إذا ذَكَرَ المَوْتَ فِي صَلاَتِهِ لَحَرِيٌّ أنْ يُحْسِنَ صلاتَهُ وَصَلِّ صلاةَ رَجُلٍ لا يَظُنُّ أنَّهُ يُصَلِّي صلاةً غَيْرَها وإيَّاكَ وكُلَّ أمْرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ)).

(১২৫১) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার নামাযে মরণকে স্মরণ কর। কারণ, মানুষ যখন তার নামাযে মরণকে স্মরণ করে, তখন যথার্থই সে

তার নামাযকে সুন্দর করে। আর তুমি সেই ব্যক্তির মত নামায পড়, যে মনে করে না যে, এ ছাড়া সে অন্য নামায পড়তে পারবে। তুমি প্রত্যেক সেই কর্ম থেকে দূরে থাক, যা ক'রে তোমাকে (অপরের নিকটে) ক্ষমা চাইতে হয়। *(মুসনাদে ফিরদাউস, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪২১, সহীহুল জামে' ৮৪৯নং)*

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي وَأَوْجِزْ. قَالَ : ((إِذَا قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ ، فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ ، وَلاَ تَكَلَّمْ بِكَلاَمٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ ، وَأَجْمِعْ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ)).

(১২৫২) আবী আইয়ুব ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "যখন তুমি তোমার নামাযে দাঁড়াবে তখন (মরণ পথের পথিকের বিদায় নেওয়ার সময়) শেষ নামায পড়ার মত নামায পড়। এমন কথা বলো না, যা বলে (অপরের নিকট) ক্ষমা চাইতে হয়। আর লোকেদের হাতে যা আছে তা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে যাও।" *(বুখারী তারীখ, ইবনে মাজাহ ৪১৭১ নং, আহমাদ ৫/৪১২, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪০১ নং)*

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ)).

(১২৫৩) মাহমূদ বিন লাবীদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "দু'টি জিনিসকে আদম-সন্তান অপছন্দ করে; (তার মধ্যে প্রথম হল) মৃত্যু, অথচ মু'মিনের জন্য ফিতনা থেকে মৃত্যুই উত্তম। আর (দ্বিতীয় হল) ধন-স্বল্পতা, অথচ ধন-স্বল্পতা হিসাবের জন্য কম (প্রশ্ন হবে)। *(আহমাদ ২৩৬২৫, মিশকাত ৫২৫১নং)*

অসিয়ত

وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أُحُدٌ دعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْناً فَاقْضِ ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْراً ، فَأَصْبَحْنَا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ. رواه البخاري

(১২৫৪) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়। রাতে আমাকে আমার পিতা ডেকে বললেন, 'আমার মনে হয় যে, নবী ﷺ-এর সহচরবৃন্দের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম শহীদ হবেন, আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর, তোমাকে ছাড়া ধরাপৃষ্ঠে প্রিয়তম আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না। আমার উপর ঋণ আছে, তা পরিশোধ ক'রে দেবে। তোমার বোনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।' সুতরাং যখন আমরা ভোরে উঠলাম, তখন দেখলাম যে, সর্বপ্রথম উনিই শাহাদত বরণ করেছেন। *(বুখারী ১৩৫১নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا حَـقُّ امْـرِئٍ مُـسْلِمٍ ، لَـهُ شَـيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، هَذَا لفظ البخاري .

وفي روايةٍ لمسلمٍ : ((يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ)) قَالَ ابنُ عُمَرَ : مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي .

(১২৫৫) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে মুসলমানের নিকট অসিয়ত করার মত কোন কিছু আছে, তার জন্য দু' রাত কাটানো জায়েয নয়; এমন অবস্থা ছাড়া যে, তার অসিয়ত-নামা তার নিকট লিখিত (প্রস্তুত) থাকা উচিত।" *(বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ৪২৯৪নং, শব্দগুলি বুখারীর)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় তিন রাত কাটানোর কথা রয়েছে। ইবনে উমার ﷺ বলেন, 'আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমার উপর এক রাতও পার হয়নি এমন অবস্থা ছাড়া যে আমার অসিয়ত-নামা আমার নিকট প্রস্তুত আছে।'

وَعَنْ سَعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ ﷺ، قَالَ : جَاءَنِي رسولُ اللّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بي ، فقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إنِّي قَدْ بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مالٍ وَلا يَـرِثُني إلا ابْنَةٌ لِي ، أفأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : ((لا)) ، قُلْتُ : فالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فقَالَ : ((لا)) ، قُلْتُ : فالثُّلُثُ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ((الثُّلُثُ والثُّلُـثُ كَـثيرٌ _ أَوْ كـبيرٌ _ إنَّـكَ إنْ تَـذَرْ وَرَثَتَـكَ أغنِيَاءَ خيرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بِهَا وَجهَ اللّهِ إلاَّ أُجِـرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِيِّ امْرَأَتِكَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ .

(১২৫৬) সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ বলেন, বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রুগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখা করতে এলেন। সে সময় আমার শরীরে চরম ব্যথা ছিল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (দৈহিক) জ্বালা-যন্ত্রণা কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে--যা আপনি স্বচক্ষে দেখছেন। আর আমি একজন ধনী মানুষ; কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র কন্যা। তাহলে আমি কি আমার মাল-সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব?' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তাহলে অর্ধেক মাল হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ দান করতে পারি?' তিনি বললেন, "এক তৃতীয়াংশ (দান করতে পার), তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ এই যে, তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনবান অবস্থায় ছেড়ে যাও, তাহলে তা এর থেকে ভাল যে, তুমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে ছেড়ে যাবে এবং তারা লোকের কাছে হাত পাতবে। (মনে রাখ,) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে।" *(বুখারী ১২৯৫, ৩৯৩৬, মুসলিম ৪২৯৬নং)*

عن أبي أُمَامَةَ قال قال رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ».

(১২৫৭) আবূ উমামাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত বৈধ নয়।" *(আহমাদ ২২২৯৪, আবু দাউদ ২৮৭২, ৩৫৬৭, তিরমিযী, ২১২০, ইবনে মাজাহ ২৭১৩নং)*

শেষ বয়সে অধিক পরিমাণে পুণ্য করার প্রতি উৎসাহ দান

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন,

{ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ } [فاطر : ٣٧]

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। *(সূরা ফাত্বির ৩৭ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস ﷺ ও সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, আমরা কি তোমাদেরকে ৬০ বছর বয়স দিইনি? পরবর্তী হাদীসটি এই অর্থের কথা সমর্থন করে। কেউ বলেন যে, এর অর্থ ১৮ বছর। আর কিছু লোক ৪০ বছর বলেন। এটি হাসান (বাসরী) কালবী ও মাসরুকের মত। বরং এ কথা ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, যখন কোন মদীনাবাসী চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিজেকে ইবাদতের জন্য মুক্ত করেন। কিছু লোক এর অর্থ পরিণত বয়স করেছেন। আর আল্লাহর বাণীতে উক্ত 'সতর্ককারী' বলতে ইবনে আব্বাস ﷺ ও বেশীরভাগ আলেমের মতে স্বয়ং নবী ﷺ। কিছু লোকের নিকট সতর্ককারী হল বার্ধক্য। এটা ইকরিমাহ, ইবনে উয়াইনাহ ও অন্যান্যদের মত।

এ মর্মে হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عن النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : ((أَعْذَرَ الله إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً)). رواه البخاري

(১২৫৮) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য কোন ওজর পেশ করার অবকাশ রাখেন না (অর্থাৎ, ওজর গ্রহণ করবেন না), যার মৃত্যুকে তিনি এত পিছিয়ে দিলেন যে, সে ৬০ বছর বয়সে পৌঁছল।" *(বুখারী ৬৪১৯নং)*

উলামাগণ বলেন, 'এই বয়সে পৌঁছে গেলে ওজর-আপত্তি পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবে না।'

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ ﷺ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نفسِهِ ، فَقَالَ : لِمَ يَدْخُلُ هَذَا معنا ولَنَا أبْنَاءٌ مِثْلُهُ ؟! فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ مَنْ حَيثُ عَلِمْتُمْ ! فَدعانِي

ذاتَ يَومٍ فَأدْخَلَنِي مَعَهُمْ فَمَا رَأيتُ أَنَّهُ دَعَاني يَومَئذٍ إلاَّ لِيُرِيَهُمْ ، قَالَ : مَا تَقُولُونَ في قَولِ اللّه : {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ } ؟ [النصر : ١] فَقَالَ بعضهم : أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرَنَا وَفَتحَ عَلَيْنَا ، وَسَكتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيئاً . فَقَالَ لي : أَكَذلِكَ تقُولُ يَا ابنَ عباسٍ ؟ فقلت : لا. قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : هُوَ أجَلُ رَسُولِ اللّه ﷺ أعلَمَهُ لَهُ، قَالَ : { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ } وَذلِكَ عَلاَمَةُ أجَلِكَ { فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً } فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : مَا أعلَمُ مِنْهَا إلاَّ مَا تَقُولُ . رواه البخاري

(১২৫৯) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন যে, উমার ﷺ আমাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে (তাঁর সভায়) প্রবেশ করাতেন। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক যেন মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন। অতএব বললেন, 'এ আমাদের সঙ্গে কেন প্রবেশ করছে? এর মত (সমবয়স্ক) ছেলে তো আমাদেরও আছে।' (এ কথা শুনে) উমার ﷺ বললেন, 'এ কে, তা তোমরা জান।' সুতরাং তিনি একদিন আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁদের সঙ্গে (সভায়) প্রবেশ করালেন। আমার ধারণা ছিল যে, এদিন আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে আমার মর্যাদা দেখানো। তিনি (পরীক্ষাস্বরূপ সভার লোককে) বললেন, 'তোমরা আল্লাহর এই কথা "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় উপস্থিত হবে।" *(সূরা নাস্‌র ১ আয়াত)* এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কী বলছ?' কিছু লোক বললেন, 'আমাদেরকে এতে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করবেন, তখন যেন আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাই।' আর কিছু লোক নিরুত্তর থাকলেন; তাঁরা কিছুই বললেন না। (ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন,) অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে ইবনে আব্বাস! তুমিও কি এ কথাই বলছ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি (এর ব্যাখ্যা) কী বলছ?' আমি বললাম, 'তা হল আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মৃত্যু সংবাদ, যা আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন।' তিনি বলেন, "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় সমাগত হবে।" আর সেটা হল তোমার মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। "তখন তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর ও তাঁর কাছে স্বীয় ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা গ্রহণকারী।" *(সূরা নাস্‌র ৩ আয়াত)* অতঃপর উমার ﷺ বললেন, এর অর্থ আমি তাই জানি, যা তুমি বললে। *(বুখারী ৪২৯৪, ৪৯৭০নং)*

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَا صَلّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلتْ عَلَيهِ : {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} إلاَّ يَقُولُ فِيهَا : ((سُبحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وَفي رِوَايَةٍ في الصَّحِيحَينِ عَنهَا : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يُكْثِرُ أنْ يقُولَ في رُكُوعِه وسُجُودِهِ : ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) ، يَتَأوَّلُ القُرآنَ . معنى : ((يَتَأَوَّلُ القُرآنَ)) أي يعمل مَا أُمِرَ بِهِ في القرآن في قوله تَعَالَى : { فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ }.

وفي رواية لمسلم : كَانَ رَسُول اللّه ﷺ يُكثِرُ أنْ يَقُولَ قَبلَ أنْ يَمُوتَ : ((سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَبِحَمدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) . قَالَتْ عائشة : قُلْتُ : يَا رَسُول الله ، مَا هـذِهِ الكَلِمـاتُ الَّـتي أَرَاكَ أَحْدَثْتَها تَقُولُهَا ؟ قَالَ : ((جُعِلَتْ لي عَلامَةٌ في أُمَّتِـي إِذَا رَأَيْتُهـا قُلتُهـا {إِذَا جَـاءَ نَـصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} ... إِلَى آخِرِ السورة)).

وفي رواية لَهُ : كَانَ رسولُ الله ﷺ يُكثِرُ مِنْ قَول : ((سبْحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ أَسْـتَغفِرُ اللهَ وأَتُـوبُ إِلَيْهِ)) . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رسولَ اللهِ ، أَراكَ تُكثِرُ مِنْ قَول سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إِلَيْه ؟ فَقَالَ : ((أخبَرَني رَبِّي أنِّي سَأَرَى عَلامَةً في أُمَّتي فإذا رَأَيْتُها أكْثَرْتُ مِنْ قَـول : سُـبْحَانَ اللهِ وبِحَمدِهِ أَسْتَغْفرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه فَقَدْ رَأَيْتُهَا: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} فتح مكّة ، {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً})) .

(১২৬০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি অলফাত্হ’ অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযে অবশ্যই এই (দুআ) পড়তেন ‘সুবহানাকা রাব্বানা অবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী’ (অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার প্রশংসায় তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর। *(বুখারী ৪৯৬৭, মুসলিম ১১১৫নং)*

সহীহায়নের তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকু ও সাজদায় অধিকাধিক ‘সুবহানাকাল্লাহুম্মা রাব্বানা অবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী’ পড়তেন। তিনি কুরআনের হুকুম তামিল করতেন। অর্থাৎ এই দুআ পড়ে তিনি কুরআনে বর্ণিত “(হে নবী) তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।” আল্লাহর এই আদেশ পালন করতেন। *(বুখারী ৮১৭, ৪৯৬৮, মুসলিম ১১১৩নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অধিক পরিমাণে (এই দুআ) পড়তেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবিহামদিকা আস্তাগফিরুকা অআতূবু ইলায়ক।’ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! এই শব্দগুলো কি, যেগুলোকে আমি আপনাকে নতুন ক’রে পড়তে দেখছি?’ তিনি বললেন, “আমার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট ক’রে দেওয়া হয়েছে, যখন আমি তা দেখব তখন এটি পড়ব। (চিহ্নটি হল) ‘ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি অল্ফাত্হ---- শেষ সূরা পর্যন্ত।” *(মুসলিম ১১১৪নং)*

মুসলিমের আর একটি বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ’ (দুআটি) বেশী বেশী পড়তেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে বেশী বেশী “সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ” (দুআটি) পড়তে দেখছি (কী ব্যাপার)?’ তিনি বললেন, “আমার প্রভু আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে একটি চিহ্ন দেখব। সুতরাং আমি যখন তা দেখব, তখন ‘সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ’ (দুআটি) বেশী বেশী পড়ব। এখন আমি তা দেখে নিয়েছি, ‘ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি অলফাত্হ।’ যখন আসবে

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। অর্থাৎ, মক্কাবিজয়। আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তওবা গ্রহণকারী। *(মুসলিম ১১১৬নং)*

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ – عَزَّ وَجَلّ – تَابَعَ الوَحيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيَ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১২৬১) আনাস ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর **মৃত্যুর পূর্বে** (পূর্বাপেক্ষা) বেশী অহী নিরবচ্ছিন্নভাবে অবতীর্ণ করেছেন। *(বুখারী ৪৯৮২, মুসলিম ৭৭০৯নং)*

মহান আল্লাহ বান্দাকে আমলের তওফীক দেন

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ))، قَالُوا وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ: ((يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ)).

(১২৬২) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ কারো সাথে কল্যাণের ইচ্ছা রাখলে তাকে ব্যবহার ক'রে নেন।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যবহার ক'রে নেন কিভাবে?' তিনি বললেন, "মৃত্যুর পূর্বে তাকে নেক আমলের তওফীক দেন।" *(আহমাদ ১২০৩৬, তিরমিযী ২১৪২, হাকেম ১২৫৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ কারো সাথে কল্যাণের ইচ্ছা রাখলে তাকে ধুয়ে নেন।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'ধুয়ে নেন কিভাবে?' তিনি বললেন, "মৃত্যুর পূর্বে তাকে নেক আমলের তওফীক দেন। অতঃপর তার উপর তার মৃত্যু ঘটান।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪৬৫৬নং)*

প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীসের এক শব্দে আছে, "আল্লাহ কারো সাথে কল্যাণের ইচ্ছা রাখলে তাকে মধুময় করে নেন।"

মরণের পূর্বে আল্লাহর প্রতি সুধারণা

وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبلَ مَوْتِه بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، يَقُولُ : ((لاَ يَمُوتَنّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ – عَزَّ وَجَلَّ)). رواه مسلم

(১২৬৩) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে।" *(মুসলিম ৭৪১২, ইবনে মাজাহ ৪১৬৭ নং)*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى شَابٍّ ، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَ : وَاللهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَرْجُو اللَّهَ ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ ، فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو ، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ)).

(১২৬৪) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, "একদা নবী ﷺ একজন মরণাপন্ন যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, "কেমন লাগছে তোমাকে?" যুবকটি বলল, 'আল্লাহর কসম; হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি আল্লাহর (রহমতের) আশাধারী। তবে স্বকৃত পাপের ব্যাপারেও ভয় হচ্ছে।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এহেন অবস্থায় যে বান্দারই হৃদয়ে আল্লাহর রহমতের আশা ও আযাবের ভয় পাশাপাশি থাকে, সে বান্দাকেই আল্লাহ তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করে থাকেন। আর যা সে ভয় করে তা হতে তাকে নিরাপত্তা দান করেন।" *(তিরমিযী ৯৮৩, ইবনে মাজাহ ৪২৬১, সহীহ তিরমিযী ৭৯৫নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ((قَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : أَنَا عِنْـدَ ظَـنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي ، وَاللهِ ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بالفَلاَةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْـهِ بَاعـاً ، وَإِذَا أَقْبَـلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ)). متفقٌ عليه

(১২৬৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।" *(বুখারী ৭৮০৫ নং, মুসলিম ৭১২৮নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرتُهُ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ)). متفق عَلَيْهِ

(১২৬৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। (অর্থাৎ, সে যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার তওবা কবুল করবেন, বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহলে তাই করি।) আর আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সুতরাং সে যদি তার মনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি, সে যদি কোন সভায় আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের (ফিরিশ্তাদের) সভায় স্মরণ করি।" *(বুখারী ৭৪০৫, মুসলিম ৬৯৮১, ৭০০৮নং)*

কোন কষ্টের কারণে মৃত্যু-কামনা করা বৈধ নয়, দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কায় বৈধ

عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لا يَـتَمَنَّ أحَـدُكُمُ المَـوْتَ ، إمَّـا مُحْـسِناً فَلَعَلَّـهُ يَزْدَادُ ، وَإمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري .

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسلِمٍ عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَـوْتَ ، وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ يَأتِيَهُ ؛ إنَّهُ إذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ، وَإنَّهُ لاَ يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمُرُهُ إلاَّ خَيْراً)) .

(১২৬৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে পুণ্যবান হলে সম্ভবতঃ সে পুণ্য বৃদ্ধি করবে। আর পাপী হলে (পাপ থেকে) তাওবাহ করতে পারবে।" *(বুখারী ৫৬৭৩, ৭২৩৫নং)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং তা আসার পূর্বে কেউ যেন তার জন্য দুআ না করে। কারণ, সে মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ মু'মিনের আয়ু কেবল মঙ্গলই বৃদ্ধি করবে।" *(মুসলিম ৬৯৯৫নং)*

وعن أنس ﷺ ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ : ((لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوتَ لضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ فاعلاً ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أحْيني مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيراً لِي، وَتَوفّنِي إذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَـيراً لـي)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১২৬৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কোন বিপদে পড়ার কারণে যেন মরার আকাঙ্ক্ষা না করে। আর যদি তা করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ; যে পর্যন্ত জীবিত থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর আমাকে মরণ দাও; যদি মরণ আমার জন্য মঙ্গলময় হয়।" *(বুখারী ৬৩৫১, মুসলিম ৬৯৯০নং)*

وَعَن قَيسِ بنِ أَبي حَازِمٍ ، قَـالَ : دَخَلْنَـا عَلَـى خَبَّـابِ بـنِ الأرَتِّ ﷺ نَعُـودُهُ وَقَـدِ اكْتَـوَى سَـبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ : إنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا ، وَلَمْ تَنْقُـصْهُمُ الـدُّنْيَا ، وَإنَّـا أصَـبْنَا مَـا لاَ نَجِـدُ لَـهُ مَوْضِعاً إلاَّ التُّرَابَ وَلَولاَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أنْ نَدْعُوَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ . ثُمَّ أتَيْنَـاهُ مَـرَّةً أُخْـرَى وَهُـوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ ، فَقَالَ : إنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إلاَّ فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَـذَا التُّـرَابِ . متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ رواية البخاري

(১২৬৯) কাইস ইবনে আবী হাযেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব বিন আরাত্ ﷺ-কে দেখা করতে গেলাম। সে সময় তিনি (তাঁর দেহে চিকিৎসার জন্য) সাতবার দেগেছিলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের সাথীরা যাঁরা (পূর্বেই) মারা গেছেন তাঁরা এমতাবস্থায় চলে গেছেন যে, দুনিয়া তাদের আমলের সওয়াবে কোন রকম কমতি করতে পারেনি। আর আমরা এমন (সম্পদ) লাভ করেছি, যা মাটি ছাড়া অন্য কোথাও রাখার জায়গা পাচ্ছি না। যদি নবী ﷺ আমাদেরকে মৃত্যু-কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে (রোগ-যন্ত্রণার কারণে) আমি মৃত্যুর জন্য দুআ করতাম।' (কাইস বলেন,) অতঃপর আমরা অন্য এক সময়

তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি তাঁর (বাড়ির) দেওয়াল তৈরী করছিলেন। তিনি বললেন, 'মুসলিম ব্যক্তিকে তার সকল প্রকার ব্যয়ের উপর সওয়াব দান করা হয়, তবে এ মাটিতে ব্যয়কৃত জিনিস ব্যতীত।' *(বুখারী ৫৬৭২, মুসলিম ৬৯৯৩নং শব্দাবলী বুখারীর)*

عن أم الفضل : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليهم و عباس عم رسول الله صلى الله عليه و سلم يشتكي فتمنى عباس الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((يا عم لا تتمن الموت فإنك إن كنت محسنا فإن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خيرا لك، و إن كنت مسيئا فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمن الموت)).

(১২৭০) উম্মুল ফায্‌ল (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রসূলের চাচা পীড়িত হলে তিনি তাঁর নিকট এলেন। আব্বাস মৃত্যুকামনা প্রকাশ করলে আল্লাহর রসূল তাঁকে বললেন, "হে চাচাজান! মৃত্যু কামনা করেন না। কারণ, আপনি নেক লোক হলে এবং হায়াত বেশী পেলে বেশী-বেশী নেকী করে নিতে পারবেন; যা আপনার জন্য মঙ্গলময়। আর গোনাহগার হলে এবং বেশী হায়াত পেলে আপনি গোনাহ থেকে তওবা করার সুযোগ পাবেন, সুতরাং তাও আপনার জন্য মঙ্গলময়। অতএব মৃত্যুকামনা করেন না।" *(হাকেম ১২৫৪নং, আহকামুল জানায়েয, আলবানী ৪পৃঃ)*

عن أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ))، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: ((مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ)).

(১২৭১) আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে উত্তম লোক কে?' তিনি বললেন, "যার আয়ু লম্বা হয় এবং কর্ম উত্তম হয়।" লোকটি বলল, 'আর সবচেয়ে খারাপ লোক কে?' তিনি বললেন, "যার আয়ু লম্বা হয় এবং কর্ম খারাপ হয়।" *(আহমাদ ২০৪১৫নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِكُمْ))؟ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا)).

(১২৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথা বলব না কি?" সাহাবাগণ বললেন, 'জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে বয়সে বেশি এবং (নেক) কাজে উত্তম।" *(আহমাদ ৭২১২, ৯২৩৫, সিঃ সহীহাহ ১২৯৮নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ثَلَاثَةً أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفِنِيهِمْ قَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ فَكَانُوا عِنْدَ طَلْحَةَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَخَرَجَ أَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيهِمْ آخَرُ فَاسْتُشْهِدَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدِي فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَرَأَيْتُ الَّذِي اسْتُشْهِدَ أَخِيرًا يَلِيهِ وَرَأَيْتُ الَّذِي اسْتُشْهِدَ أَوَّلَهُمْ آخِرَهُمْ قَالَ

فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ)).

(১২৭৩) আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ ﷺ বলেন, বানী উযরার তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর তারা ত্বালহার তত্ত্বাবধানে বাস করতে লাগল। এক সময় নবী ﷺ যুদ্ধে কিছু লোক প্রেরণ করলেন। তাদের মধ্যে একজন লোকে তাতে যোগদান ক'রে শহীদ হয়ে গেল। তারপর আরো এক অভিযানে লোক পাঠালে তাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন যোগ দিয়ে শহীদ হয়ে গেল। আর তৃতীয়জন বিছানায় মৃত্যুবরণ করল।

ত্বালহা বলেন, 'অতঃপর এক রাতে আমি ঐ তিনজনকে স্বপ্নে দেখি, ওদের মধ্যে যে বিছানায় মারা গেছে সে সবার আগে আছে, অতঃপর যে পরে শহীদ হয়েছে সে আছে এবং সর্বপ্রথম যে শহীদ হয়েছে সে সবার শেষে রয়েছে। এতে আমার সন্দেহ হলে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "এতে আপত্তিকর কি আছে? আল্লাহর নিকট সেই মু'মিন অপেক্ষা উত্তম কেউ নয়, যাকে ইসলামে তার তসবীহ, তকবীর ও তহলীলের জন্য বেশি বয়স দেওয়া হবে।" *(আহমাদ ১৪০১নং)*

(১২৭৪) অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন,

((أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً))؟ قَالُوا بَلَى، ((وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ))؟ قَالُوا بَلَى، ((وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ))؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)).

"(ওদের মধ্যে দীর্ঘজীবী ব্যক্তি যে) সে কি ঐ (দ্বিতীয় ব্যক্তির) পরে এক বছর বেশি জীবিত ছিল না।" সকলে বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "সে (ঐ বছরে) রমযান পেয়ে কি রোযা রাখেনি, এত এত নামায পড়েনি ও সিজদাহ করেনি?" সকলে বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "তাই ওদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা আসমান-যমীনের মধ্যবর্তীর দূরত্ব থেকেও বেশি!" *(আহমাদ ১৪০৩, ইবনে মাজাহ ৩৯২৫নং)*

জীবন থেকে নিরাশ হওয়ার সময়ে দুআ

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ ، يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي ، وأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১২৭৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এই দুআ বলতে শুনেছি, যখন তিনি (তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে) আমার উপর ঠেস লাগিয়ে ছিলেন, 'আল্লা-হুম্মাগফিরলী অরহামনী অ আলহিক্বনী বির্রাফীক্বিল আ'লা।' অর্থাৎ, আল্লাহ গো! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান সাথীর সাথে মিলিত কর। *(বুখারী ৪৪৪০, ৫৬৭৪, মুসলিম ৬৪৪৬নং)*

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ دَخَلَ الجنَّةَ)).

رواه أَبُو داود والحاكم ، وَقَالَ : ((صحيح الإسناد))

(১২৭৬) মুআয ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তির শেষ কথা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হবে (অর্থাৎ এই কালেমা পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” *(আহমাদ ২২০৩৪, ২২১২৭, আবূ দাউদ ৩১১৮, হাকেম ১২৯৯, সহীহুল জামে’ ৬৪৭৯নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِي فَقَالَ: ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

(১২৭৭) হুযাইফা ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ-কে আমার বুকে লাগালাম। অতঃপর তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ বলে এবং সেটাই তার শেষ কথা হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে একদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখে এবং সেটাই তার শেষ আমল হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কিছু সাদকাহ করে এবং সেটা তার শেষ কর্ম হয় তবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।” *(আহমাদ ২৩৩২৪নং)*

عَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيهِ)). رواه مسلم

(১২৭৮) জাবের ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ অবস্থায় উঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। *(মুসলিম ৭৪১৩নং)*

وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ)). رواه مسلم

(১২৭৯) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ স্মরণ করিয়ে দাও।” *(মুসলিম ২১৬২নং)*

عَنْ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ». فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

(১২৮০) মুসাইয়িব কর্তৃক বর্ণিত, আবূ তালেবের যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন মহানবী

ﷺ তাঁকে বললেন, “চাচাজান! আপনি কলেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ে নিন। আমি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সাক্ষ্য দেব। এই কলেমা দলীল স্বরূপ পেশ ক’রে আপনার পরিত্রাণের জন্য সুপারিশ করব।”কিন্তু পাশে বড় বড় নেতা বসে ছিল। আবূ জাহ্ল, আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া বলল, ‘আপনি কি শেষ অবস্থায় বিধর্মী হয়ে মরবেন? আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন?’ যতবার মহানবী ﷺ তাঁর উপর পরিত্রাণের জন্য ঐ কালেমা পেশ করেন, ততবার তারা তা নাকচ ক’রে দেয়। ফলে কলেমা না পড়েই তাঁর জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়। *(বুখারী ১৩৬০, ৩৮৮৪, ৪৬৭৫, ৪৭৭২, মুসলিম ১৪১নং)*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَا خَالُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))، فَقَالَ أَوَخَالٌ أَنَا أَوْ عَمٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا بَلْ خَالٌ))، فَقَالَ لَهُ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ خَيْرٌ لِي قَالَ: ((نَعَمْ)).

(১২৮১) আনাস ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আনসারদের এক (মরণাপন্ন) ব্যক্তিকে দেখা করতে গিয়ে বললেন, “হে মামা! ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বল।” লোকটি বলল, ‘মামা নাকি চাচা?’ তিনি বললেন, “বরং মামা।” অতঃপর লোকটি বলল, ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বলা কি আমার জন্য কল্যাণকর?’ নবী ﷺ বললেন, “অবশ্যই।” *(আহমাদ ১২৫৪৩নং)*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: ((أَسْلِمْ))، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ)).

(১২৮২) আনাস ﷺ বলেন, একজন ইহুদী কিশোর নবী ﷺ-এর খিদমত করত। সে পীড়িত হলে মহানবী ﷺ তাকে দেখা করতে এলেন এবং তার শিথানে বসে বললেন, “ইসলাম গ্রহণ কর (তুমি মুসলিম হয়ে যাও)।” তাঁর এই কথা শুনে সে তার পিতার দিকে (তার মত জানতে) দৃষ্টিপাত করল। তার পিতা তার নিকটেই বসে ছিল। সে বলল, ‘আবুল কাসেম ﷺ-এর কথা তুমি মেনে নাও। ফলে কিশোরটি মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর নবী ﷺ এই বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন, “সেই আল্লাহর সকল প্রশংসা যিনি ওকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।” *(আহমাদ ১২৭৯২, বুখারী ১৩৫৬নং)*

তারপর কিশোরটি মারা গেলে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, “তোমরা তোমাদের এক সাথীর উপর (জানাযার) নামায পড়।” *(আহমাদ ১৩৭৩৬নং)*

وَعَنْ عائشة ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ)) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَرَاهِيَةُ المَوتِ ، فَكُلُّنَا نَكْرَهُ المَوتَ ؟ قَالَ : ((لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ

الكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذابِ اللهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ)) . رواه مسلم

(১২৮৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" এ কথা শুনে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তার মানে কি মরণকে অপছন্দ করা? আমরা তো সকলেই মরণকে অপছন্দ করি।' তিনি বললেন, "ব্যাপারটি এরূপ নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, (মৃত্যুর সময়) মু'মিনকে যখন আল্লাহর করুণা, তাঁর সন্তুষ্টি তথা জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকেই পছন্দ করে, আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর কাফেরের (অন্তিমকালে) যখন তাকে আল্লাহর আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ অপছন্দ করে। আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" *(বুখারী ৬৫০৭, মুসলিম ৬৯৯৮নং)*

عن بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ)).

(১২৮৪) বুরাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মুমিনের মৃত্যুকালে তার কপালে ঘাম ঝরে।" *(তিরমিযী ৯৮২নং, নাসাঈ ১৮২৭নং, ইবনে মাজাহ ১৪৫২নং, আহমাদ ৫/৩৫০, ৩৫৭, ৩৬০, হাকেম ১/৩৬১, ইবনে হিব্বান ৭৩০ প্রমুখ)*

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

(১২৮৫) আয়েশা ﵂ বলেন, "আল্লাহর রসূল ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁকে চেককাটা ইয়ামানী চাদর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।" *(বুখারী ৫৮১৪, আবু দাউদ ৩১২২নং, প্রমুখ)*

মৃতের চোখ বন্ধ করার পর দুআ

عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ ، تَبِعَهُ البَصَرُ)) فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : ((لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)) ثُمَّ قَالَ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَة ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ)). رواه مسلم

(১২৮৬) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ সালামার নিকট গেলেন। তখন তাঁর (আত্মা বের হওয়ার পর) চোখ খোলা ছিল। নবী ﷺ তা বন্ধ করার পর বললেন, "যখন (কারো) প্রাণ নিয়ে নেওয়া হয়, তখন চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।" (এ কথা শুনে) তাঁর পরিবারের কিছু লোক চিল্লিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। নবী ﷺ বললেন,

“তোমরা নিজেদের আত্মার জন্য মঙ্গলেরই দুআ কর। কেননা, ফিরিশ্তাবর্গ তোমাদের কথার উপর ‘আমীন’ বলেন।” অতঃপর তিনি এই দুআ বললেন,

‘আল্লা-হুম্মাগফির লি আবী সালামাহ, **(এখানে মৃতের নাম নিতে হবে)** অরফা’ দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়্যীন, অখ্লুফহু ফী আক্বিবিহী ফিল গা-বিরীন, অগফির লানা অলাহু ইয়া রাব্বাল আ-লামীন, অফ্সাহ লাহু ফী ক্বাবরিহী অ নাউবিরলাহু ফীহ।’

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি (অমুককে) মাফ ক’রে দাও এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের দলে ওর মর্যাদা উন্নত কর, অবশিষ্টদের মধ্যে ওর পশ্চাতে ওর উত্তরাধিকারী দাও। আমাদেরকে এবং ওকে মার্জনা ক’রে দাও হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! ওর কবরকে প্রশস্ত করো এবং ওর জন্য কবরকে আলোকিত করো। *(মুসলিম ২১৬৯নং)*

মৃতের নিকট কী বলা যাবে? এবং মৃতের পরিজনরা কী বলবে?

عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((إِذَا حَضَرتُمُ المَرِيضَ أَو المَيِّتَ ، فَقُولُوا خَيْراً ، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)) ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إنَّ أَبَا سَلَمَة قَدْ مَاتَ، قَالَ : ((قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً)). فَقُلتُ ، فَأَعْقَبَنِيَ اللّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ : مُحَمَّداً ﷺ . رواه مسلم

(১২৮৭) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা পীড়িত অথবা মৃতের নিকট উপস্থিত হলে ভাল কথা বল। কেননা, ফিরিশ্তারা তোমাদের কথায় ‘আমীন’ বলেন।” (উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, অতঃপর যখন (আমার স্বামী) আবূ সালামাহ মারা গেলেন, তখন আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আবূ সালামাহ মারা গেছেন। (সুতরাং আমি এখন কী বলব?)’ তিনি বললেন, তুমি এই দুআ বল, ‘আল্লাহুম্মাগফির লী অলাহু, অআ’ক্বিবনী মিনহু উক্ববা হাসানাহ।’ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও তাঁকে মার্জনা কর এবং আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান কর। সুতরাং আমি তা বললাম, ফলে মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় মুহাম্মাদ ﷺ-কে (স্বামীরূপে) প্রদান করলেন। *(মুসলিম ২১৬৮, আবূ দাউদ ৩১১৭নং)*

(মুসলিম ‘পীড়িত অথবা মৃত’ সন্দেহের সাথে বর্ণনা করেছেন। আর আবূ দাউদ প্রমুখ বিনা সন্দেহে ‘মৃতের নিকট উপস্থিত’ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।)

وَعَنْها ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ تُصيبُهُ مُصِيبَةٌ ، فَيَقُولُ : إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيراً مِنْهَا ، إلاَّ أَجَرَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَتِهِ وَأخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا)). قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَة قُلتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ ،

فَأَخْلَفَ اللّهُ لِي خَيْراً مِنْهُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ . رواه مسلم

(১২৮৮) উক্ত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে বান্দা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় এই দুআ বলবে,

'ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন, আল্লা-হুম্মা'জুরনী ফী মুসীবাতী অখ্লুফলী খাইরাম মিনহা।' (যার অর্থ, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার এই বিপদে প্রতিদান দাও এবং তার জায়গায় উত্তম বিনিময় প্রদান কর।)

আল্লাহ তাকে তার বিপদে প্রতিদান ও তার জায়গায় উত্তম বিনিময় দান করবেন।"

উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, 'যখন আবূ সালামাহ মারা গেলেন, তখন আমি সেইরূপ বললাম, যেরূপ বলার আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দিয়েছিলেন। সুতরাং আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (স্বামীরূপে) প্রদান করলেন।' *(মুসলিম ২১৬৫-২১৬৬নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي الجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

(১২৮৯) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় আল্লাহ ফিরিশ্তাদেরকে বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ নিয়েছ?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তার অন্তরের ফল কেড়ে নিয়েছ?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তারপর তিনি বলেন, 'আমার বান্দা কী বলেছে?' তাঁরা উত্তরে বলেন, 'সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং "ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন" পড়েছে।' আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ---প্রসংশা-গৃহ।' *(আহমাদ ১৯৭২৫, তিরমিযী ১০২১, বাইহাক্বী ৭৩৯৭, ইবনে হিব্বান ২৯৪৮নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى : مَا لِعَبْدِي المُؤمِن عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّةَ)). رواه البخاري

(১২৯০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন আমি আমার বান্দার পছন্দনীয় পার্থিব জিনিসকে কেড়ে নিই, অতঃপর সে (তাতে) সওয়াবের আশা রাখে, তখন তার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া অন্য কোন বিনিময় নেই।' *(বুখারী ৬৪২৪নং)*

وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَرْسَلَتْ إِحْدى بَنَاتِ النَّبيِّ ﷺ إِلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا – أَوْ ابْناً – فِي المَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ : ((اِرْجِعْ إِلَيْهَا ، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للّهِ تَعَالَى مَا أَخَذَ

وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمّى ، فَمُرْهَا ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ)) ... وذكر تمام الحديث . متفقٌ عَلَيْهِ

(১২৯১) উসামাহ ইবনে যায়দ ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যা তাঁকে ডাকার জন্য এবং এ সংবাদ দেওয়ার জন্য দূত পাঠালেন যে, তাঁর শিশু অথবা পুত্র মরণাপন্ন। অতঃপর তিনি দূততে বললেন, "তুমি তার নিকট ফিরে গিয়ে বল, 'তা আল্লাহরই--যা তিনি নিয়েছেন এবং যা কিছু দিয়েছেন--তাও তাঁরই। আর তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।' অতএব তাকে বল, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং নেকীর আশা রাখে।" ---অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। *(বুখারী ১২৮৪, ৬৬৫৫, মুসলিম ২১৭৪নং)*

মৃতের গোসল ও কাফন

وَعَنْ أَبي رَافِعٍ أَسلَمَ مَولَى رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ غَسَّلَ مَيتاً فَكَتَمَ عَلَيْهِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أربَعِينَ مَرَّة)). رواه الحاكم ، وَقَالَ : صحيح عَلَى شرط مسلم

(১২৯২) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস আবূ রাফে' আসলাম ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেবে এবং তার দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করবেন।" *(হাকেম ১৩০৭নং, মুসলিমের শর্তে সহীহ)*

আর এক বর্ণনায় আছে, "৪০টি কাবীরাহ গোনাহ মাফ করে দেন।" *(হাকেম ১/৩৫৪, ৩৬২, বাইহাকী ৩/৩৯৫, ৬৯০০নং, ত্বাবারানী ৯২৪নং, মাযমাউয যাওয়াইদ ৩/২১)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'সে তার পাপরাশি হতে সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বের হবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।"

"আর যে ব্যক্তি মৃতব্যক্তিকে কাফন পড়াবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে বেহেশ্তের সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের বস্ত্র পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি তার জন্য কবর খুঁড়ে তাতে তাকে দাফন করবে, আল্লাহ তার জন্য এমন এক গৃহের সওয়াব জারী করে দেবেন যা সে কিয়ামত পর্যন্ত বাস করার জন্য দান করে থাকে।" *(হাকেম, বাইহাক্বী, ত্বাবারানীর কাবীর, আহকামুল জানায়েয ৫১ পৃঃ)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَكَتَمَ عَلَيْهِ طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ، فَإِنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ)).

(১২৯৩) আবূ উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুর্দাকে গোসল দেয় এবং তার ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ সে ব্যক্তির গোনাহ গোপন (মাফ) করে দেন। আর যে ব্যক্তি মুর্দাকে কাফনায় আল্লাহ তাকে (বেহেশ্তী) ফাইন রেশমের বস্ত্র পরিধান করাবেন।" *(ত্বাবারানী কাবীর ৮০০৪, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯২৬৭, সহীহুল জামে' ৬৪০৩নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ

صُدَاعًا فِى رَأْسِى وَأَنَا أَقُولُ وَارَأْسَاهُ قَالَ : « بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةَ وَارَأْسَاهُ ». ثُمَّ قَالَ : « وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِى فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ثُمَّ دَفَنْتُكِ ».

(১২৯৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'একদা নবী ﷺ কারো জানাযা পড়ে বাকী' (গোরস্থান) থেকে আমার নিকট এলেন। তখন আমার মাথায় ছিল যন্ত্রণা। আমি বলছিলাম, 'হায় আমার মাথা গেল!' তিনি বললেন, "বরং আমার মাথাও গেল! (হে আয়েশা!) তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যাও এবং আমি তোমাকে গোসল দিই, কাফনাই, অতঃপর তোমার উপর জানাযা পড়ে তোমাকে দাফন করি, তাহলে এতে তোমার নোকসান আছে কি?" *(নাসাঈর কুবরা ৭০৭৯, ইবনে মাজাহ ১৪৬৫, ইবনে হিব্বান ৬৫৮৬, দারাকুত্বনী ১৯২নং, বাইহাক্বী ৬৯০৪নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ».

(১২৯৫) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি (ইহরাম বাঁধা অবস্থায়) নিজ সওয়ারী উট থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেল। নবী ﷺ বললেন, "কুলের পাতা-মিশ্রিত পানি দ্বারা ওর গোসল দাও, (যে দুই ইহরামের কাপড় ও পরে আছে সে) দুই কাপড়েই ওকে কাফনিয়ে দাও, কোন খোশবু ওর দেহে লাগাবে না। আর ওর মাথা ও চেহারা ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন ও তালবিয়াহ পড়া অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।" *(বুখারী ১২৬৫, মুসলিম ২৯৪৮, প্রমুখ)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ».

(১২৯৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মৃতের গোসল দেয়, সে যেন গোসল করে এবং যে তা বহন করে, সে যেন ওযু করে।" *(আবু দাউদ ৩১৬৩, তিরমিযী ৯৯৩, ইবনে মাজাহ ১৪৬৩, সহীহ আবু দাউদ ২৭০৭নং)*

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)).

(১২৯৭) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা যখন তোমাদের মুর্দাকে গোসল দাও, তখন তোমাদের জন্য গোসল জরুরী নয়। কেননা, তোমাদের মুর্দা তো নাপাক নয়। সুতরাং কেবল হাত ধুয়ে নেওয়াই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।" *(হাকেম ১/৩৮৬, ১৪২৬নং, বাইহাকী ৩/৩৯৮)*

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال: قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ ».

(১২৯৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইকে কাফন পরায় তখন তার উচিত, সাধ্যমত উত্তম কাফন সংগ্রহ করা।" *(আহমাদ ১৪১৪৫, মুসলিম ২২২৮, আবু দাউদ ৩১৫০নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .....وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ يُكَفَّنُونَ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ – زَادَ قُتَيْبَةُ – ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ

(১২৯৯) আনাস ﷺ বলেন, "উহুদের যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা কাফনের তুলনায় বেশী ছিল। ২/৩ জনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। কুরআন কে বেশী জানে তা জিজ্ঞাসা করে এমন লোককে লহদ (কবরে) আগে রাখা হয়েছিল। আর একই কাপড়ে ২/৩ জন নিহতকে কাফনানো হয়েছিল। *(আবু দাউদ ৩১৩৮, তিরমিযী ১০১৬, প্রমুখ)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

(১৩০০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহ রসূল ﷺ-কে ইয়ামানের সহুল শহরে প্রস্তুত সাদা রঙের তিনটি সুতির কাপড় দ্বারা কাফনানো হয়েছিল। তাতে কোন কামীস বা পাগড়ী ছিল না। (সাধারণভাবে তাঁকে তার মধ্যে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।)' *(বুখারী ১২৬৪, ১২৭৩, মুসলিম ২২২৫, প্রমুখ)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)).

(১৩০১) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের লেবাসের মধ্যে সাদা কাপড় পরিধান কর। কারণ, তা সব চাইতে উত্তম। আর ঐ সাদা কাপড় দ্বারা তোমাদের ম্যাইয়্যেতকেও কাফনাও।" *(আহমাদ ২২১৯, ৩৪২৬, আবু দাউদ ৩৮৮০, ৪০৬৩, তিরমিযী ৯৯৪, ইবনে মাজাহ ৩৫৬৬নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِذَا تُوُفِّىَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِى ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ».

(১৩০২) জাবের ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কেউ মারা গেলে এবং তার পরিবারবর্গ কাফন দেওয়ার মত সামর্থ্য রাখলে তারা যেন চেক কাটা কাপড় দ্বারা তাকে কাফনায়।" *(আবু দাউদ ৩১৫২, বাইহাকী ৩/৪০৩, সহীহ আবু দাউদ ২৭০২নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا)).

(১৩০৩) জাবের ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা তোমাদের মাইয়্যেতকে সুগন্ধ ধুঁয়া দিয়ে সুগন্ধময় করবে, তখন যেন তা তিনবার কর।" *(আহমাদ ১৩০১৪ক, ইবনে শাইবাহ, মাওয়ারিদুয যামআন ৭৫২, হাকেম ১/৩৫৫, বাইহাকী ৩/৪০৫)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ وَقَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ يَا جَابِرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا فَإِنِّي وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا.

(১৩০৪) জাবের ﷺ বলেন, (ভাবানুবাদ) উহুদের যুদ্ধের দিন মুসলিমদের লাশ বাকী'তে দাফন করার জন্য বহন করা শুরু হলে রসূলুল্লাহর তরফ থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ তোমাদেরকে তোমাদের লাশসমূহকে তাদের মৃত্যুস্থলে দাফন করতে আদেশ করেছেন।' আমার আম্মাজান তখন আমার আব্বাজান ও মামাজানকে একটি সেচক উটের পিঠে পাশাপাশি রেখে বাকীতে দাফন করার উদ্দেশ্যে বহন করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাদেরকেও (ঐ আদেশানুসারে) ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।' *(আহমাদ ১৫২৮১, আবু দাউদ ৩১৬৭, তিরমিযী ১৭১৭, মাওয়ারেদুয যামআন ১৯৬ নং, বাইহাকী ৪/৫৭)*

জানাযার সাথে যাওয়া, তাকে কবরস্থ করার কাজে অংশ নেওয়ার মাহাত্ম্য এবং জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ)).

(১৩০৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুসলিমের উপর মুসলিমের ৫টি অধিকার রয়েছে; সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা।" *(বুখারী ১২৪০, মুসলিম ৫৭৭৭নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((عُودُوا الْمَرِيضَ وَامْشُوا مَعَ الْجَنَائِزِ تُذَكِّرْكُمْ الْآخِرَةَ)).

(১৩০৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ কর এবং জানাযার অনুসরণ কর (দাফন কার্যের জন্য যাও); তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেবে।" *(আহমাদ ১১১৮০, বুখারীর আদাব ৫১৮, আবূ য়্যা'লা ১১১৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯১৮০, সঃ জামে' ৪১০৯নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ». قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ « مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ».

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً.

(১৩০৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায পড়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার হবে এক 'ক্বীরাত্ব' নেকী। আর যে ব্যক্তি দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার হবে দুই 'ক্বীরাত্ব' নেকী। জিজ্ঞাসা করা হল, 'দুই ক্বীরাত্ব কি? তিনি বললেন, "দুই সুবৃহৎ পর্বত সমতুল্য।" *(বুখারী ১৩২৫নং , মুসলিম ২২৩২নং)*

ইবনে উমার ﷺ জানাযা পড়ে ফিরে যেতেন। অতঃপর যখন তাঁর নিকট আবূ হুরাইরার এ হাদীস পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'বহু ক্বীরাত আমরা নষ্ট ক'রে ফেলেছি।' *(মুসলিম ২২৩২নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ)).

(১৩০৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং নেকী লাভের আশায় জানাযার অনুগমন করে তার নামায ও দাফন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, সে ব্যক্তি এক ক্বীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। প্রত্যেক ক্বীরাত উহুদ পাহাড় সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি তার নামায পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সে ব্যক্তি এক ক্বীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। " *(বুখারী ৪৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ – لَعَلَّهُ قَالَ – تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ».

(১৩০৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা জানাযা নিয়ে তাড়াতাড়ি চল। কেননা, সে যদি নেককার হয় তবে তো ভালো; ভালোকে তোমরা তাড়াতাড়ি তার ভালো ফলের দিকে পৌঁছে দেবে। আর যদি এর অন্যথা হয়, তবে সে খারাপ; খারাপকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দেবে।" *(বুখারী ১৩১৫, মুসলিম ২২২৯-২২৩১, তিরমিযী ১০১৫নং)*

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ)).

(১৩১০) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লাশ যখন খাটে রাখা হয় এবং লোকে তাকে তাদের কাঁধে বহন করতে শুরু করে, তখন সে যদি নেককার হয় তাহলে বলে, 'আমাকে নিয়ে অগ্রসর হও।' নচেৎ, বদকার হলে বলে, 'হায় হায়! আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' আর তার এই শব্দ মানুষ ছাড়া সকলে শুনতে পায়। মানুষ শুনতে পেলে বেহুশ হয়ে যেত।" *(বুখারী ১৩১৪নং, প্রমুখ)*

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عن النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– – قَالَ « الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِى يَمْشِى خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ».

(১৩১১) মুগীরাহ বিন শু'বাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আরোহী ব্যক্তি জানাযার পশ্চাতে পশ্চাতে যাবে, যে হেঁটে যাবে সে পশ্চাতে, সামনে, ডাইনে ও বামে তার কাছা-কাছি চলবে। আর শিশুরও জানাযা পড়া হবে এবং তার পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা ও রহমত লাভের দুআ করা হবে।" *(আহমাদ ১৮-১৭৪, আবু দাউদ ৩১৮২নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أُتِىَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِىَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ « إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ كَانَتْ تَمْشِى فَلَمْ أَكُنْ لأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ ».

(১৩১২) ষওবান ﷺ বলেন, 'একদা আল্লাহর রসূল ﷺ জানাযার সাথে যাচ্ছিলেন। তাঁর নিকট এক সওয়ারী পেশ করা হলে তিনি তাতে চড়তে রাজী হলেন না। অতঃপর ফেরার পথে সওয়ারী পেশ করা হলে তিনি তাতে সওয়ার হলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "ফিরিশ্তাবর্গ পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাই তাঁরা পায়ে হেঁটে যাবেন আর আমি সওয়ার হয়ে যাব তা চাইলাম না। অতঃপর তাঁরা ফিরে গেলে সওয়ার হলাম।" *(আবু দাউদ ৩১৭৯, হাকেম ১/৩৫৫, বাইহাকী ৪/২৩)*

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . متفقٌ عَلَيْهِ .

ومعناه : وَلَمْ يُشَدَّدْ فِي النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ فِي المُحَرَّمَاتِ .

(১৩১৩) উম্মে আত্বিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু (এ ব্যাপারে) আমাদের উপর জোর দেওয়া হয়নি।' *(বুখারী ১২৭৮, মুসলিম ২২০৯-২২১০নং)*

এর অর্থ হল, যেমন অন্যান্য হারাম কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, তেমন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি।

وَعَن أنس بن مالك، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ : فَيَرْجِعُ اثْنَانِ ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيبْقَى عَمَلُهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৩১৪) আনাস বিন মালেক ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে (সঙ্গে যায়)। দাফনের পর দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথেই থেকে যায়। সে তিনটি হল তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল। দাফনের পর তার পরিবারবর্গ ও মাল ফিরে আসে। আর তার আমল তার সাথেই থেকে যায়।" *(বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ৭৬১৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : «مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَمَاله وَأَهْله وَعَمَلِه كَرَجُلٍ لَهُ ثَلاَثَةُ إِخْوَة أَوْ ثَلاَثَةُ أَصْحَابٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَنَا مَعَكَ حَيَاتكَ فَإِذَا مِتَّ فَلَسْتُ مِنكَ وَلَسْتَ مِنِّي ، وَقَالَ الآخَرُ : أَنَا مَعَكَ فَإِذَا بَلَغْتَ تَلْكَ الشَّجَرَة فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي ، وَقَالَ الآخَر : أَنَا مَعَكَ حَيًّا وَمَيِّتاً»

(১৩১৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তানের মাল, তার পরিবার এবং তার আমলের দৃষ্টান্ত হল এমন ব্যক্তির মত, যার তিনজন ভাই অথবা তিনজন সাথী থাকে। তাদের একজন বলে, 'আমি তোমার সাথে আছি, যত দিন তুমি জীবিত আছ। যখন তুমি মারা যাবে, তখন না তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে, আর না আমার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে।' দ্বিতীয়জন বলে, 'আমি তোমার সাথে আছি, যতক্ষণ না তুমি ঐ গাছটার কাছে পৌঁছে গেছো। যখন ঐ গাছটার কাছে পৌঁছে যাবে, তখন না তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে, আর না আমার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে।' আর তৃতীয়জন বলে, 'আমি তোমার জীবদ্দশায়ও তোমার সাথে আছি এবং তোমার মরণের পরও তোমার সাথে আছি।" *(বায্যার ৮-৩৫৬, সঃ তারগীব ৩২৩২নং)*

কার জানাযা পড়া হবে?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

(১৩১৬) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, "বাদশা নাজাশী যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন নবী ﷺ তাঁর মৃত্যু-সংবাদ সকলকে জানান এবং মুসাল্লায় বের হয়ে গিয়ে কাতার বানিয়ে চার তকবীর দিয়ে (গায়েবানা) জানাযার নামায পড়েন।" *(বুখারী ১২৪৫, মুসলিম ২২৪৭নং)*

عن أبي قتادة الأنصاري ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا حَتَّى لَقُوا الْعَدُوَّ فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ....)).

(১৩১৭) আবূ কাতাদাহ আনসারী কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের যোদ্ধাদলের সংবাদ দেব না? তারা বহু পথ চলার পর শত্রুদলের সম্মুখীন হয়েছে। অতঃপর যায়দ শহীদ হয়ে গেছে, অতএব তোমরা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" এতে সকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। তিনি পুনঃ বললেন, "এরপর পতাকা ধারণ করেছে জা'ফর বিন আবী তালেব। সে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিনভাবে লড়ে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেছে। আমি তার শাহাদতের সাক্ষী। সুতরাং তোমরা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর পতাকা ধারণ করেছে আব্দুল্লাহ বিন

রাওয়াহা। দৃঢ়পদে লড়াই লড়ে শেষে সেও শহীদ হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা তার জন্যও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।----" *(আহমাদ ২২৫৫১,২২৫৬৬নং)*

وَعَنْ عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ الخُزَاعِيِّ رضي الله عنهما : أنَّ امْـرَأةً مِـنْ جُـهَيْنَـةَ أتَـتْ رسـولَ الله ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى ، فقالتْ : يَا رسولَ الله، أصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبيُّ الله ﷺ وَلِيَّهـا ، فقالَ : ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فإذا وَضَعَتْ فَـأْتِني)) فَفَعَـلَ فَـأَمَرَ بهَـا نـبيُّ الله ﷺ، فَـشُدَّتْ عَلَيْهَـا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فقالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُول الله وَقَـدْ زَنَـتْ ؟ قَالَ: ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَـدْتَ أَفـضَلَ مِـنْ أنْ جَادَتْ بنفْسِها لله – عز وجل – ؟!)) رواه مسلم .

(১৩১৮) ইমরান ইবনে হুস্বাইন খুযায়ী ﷺ হতে বর্ণিত যে, জুহাইনা গোত্রের একটি মহিলা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খিদমতে হাজির হল। সে অবৈধ মিলনে গর্ভবতী ছিল। সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি দন্ডনীয় অপরাধ ক'রে ফেলেছি তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিন!' সুতরাং আল্লাহর নবী ﷺ তার আত্মীয়কে ডেকে বললেন, "তুমি একে নিজের কাছে যত্ন সহকারে রাখ এবং সন্তান প্রসবের পর একে আমার নিকট নিয়ে এসো।" সুতরাং সে তাই করল (অর্থাৎ, প্রসবের পর তাকে রসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে এল)। আল্লাহর নবী ﷺ তার কাপড় তার (শরীরের) উপর মজবুত ক'রে বেঁধে দেওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। উমার ﷺ তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই মেয়ের জানাযার নামায পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছিল?' তিনি বললেন, "(উমার! তুমি জান না যে,) এই স্ত্রী লোকটি এমন বিশুদ্ধ তওবা করেছে, যদি তা মদীনার ৭০টি লোকের মধ্যে বন্টন করা হত তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত। এর চেয়ে কি তুমি কোন উত্তম কাজ পেয়েছ যে, সে আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে কুরবান ক'রে দিল?" *(মুসলিম ৪৫২৮-৪৫২৯নং)*

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

(১৩১৯) সালামাহ বিন আক্ওয়া' বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর নিকট বসে ছিলাম। ইতি মধ্যে একটি জানাযা উপস্থিত হলে লোকেরা তাঁকে তার জানাযা পড়তে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর কি ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" সকলে বলল, 'না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' অতঃপর তিনি

তার জানাযা পড়লেন।

এরপর আর একটি জানাযা উপস্থিত হলে সকলে তাঁকে তার জানাযা পড়তে অনুরোধ করল। তিনি তার সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলা হল, 'হ্যাঁ।' বললেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'তিন দীনার।' তা শুনে তিনি তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর তৃতীয় জানাযা উপস্থিত হলে এবং লোকেরা শেষ নামায পড়তে আবেদন জানালে তার সম্বন্ধেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলল, "তিন দীনার।" বললেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' একথা শুনে বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।" তখন আবু কাতাদাহ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ওর জানাযা আপনি পড়ুন। আমি ওর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিচ্ছি।' *(বুখারী ২২৮৯, মিশকাত ২৯০৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ « هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلاَّ قَالَ « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ « أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ».

(১৩২০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট জানাযা পড়ার জন্য যখন কোন ঋণগ্রস্ত মুর্দাকে হাযির করা হত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, "ঋণ পরিশোধ করার মত কোন মাল ও ছেড়ে যাচ্ছে কি?" সুতরাং উত্তরে যদি তাঁকে বলা হত যে, 'হ্যাঁ, পরিশোধ করার মত মাল ছেড়ে যাচ্ছে' তাহলে তিনি তার জানাযা পড়তেন। নচেৎ বলতেন, "তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও।"

অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁর জন্য বিভিন্ন বিজয় দান করলেন তখন তিনি বললেন, "মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে আমিই অধিক হকদার (দায়িত্বশীল।) সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং যে সম্পদ রেখে মারা যাবে, তার অধিকারী হবে তার ওয়ারেসীনরা।" *(মুসলিম ৪২৪২নং)*

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مات رجل – وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده – فدفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه فقال : ما منعكم أن تعلموني ؟ قالوا : كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك . فأتى قبره فصلى عليه قال : فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا.

(১৩২১) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, 'এক ব্যক্তিকে তার পীড়িত অবস্থায় নবী ﷺ সাক্ষাতে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সে মারা গেলে তাকে রাতে-রাতেই দাফন করে দেওয়া হল। অতঃপর সকাল হলে সে কথা তাঁর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "আমাকে তার মৃত্যু খবর জানাতে তোমাদের কী বাধা ছিল?" সকলে বলল, 'গভীর রাত্রি ছিল আর অন্ধকারও ছিল খুব বেশী। তাই আপনাকে কষ্ট দিতে আমরা অপছন্দ করলাম। এ শুনে তিনি তার

কবরের নিকট এসে তার জানাযা পড়লেন। তিনি আমাদের ইমামতি করলেন। আমরা তাঁর পশ্চাতে কাতার দিয়েছিলাম। ঐ কাতারে আমিও শামিল ছিলাম। তিনি তাঁর জন্য চার তকবীর দিয়ে নামায পড়লেন।' *(বুখারী ১২৪৭, ১৩২২, মুসলিম ২২৫৫, তিরমিযী ৯৫৮, ইবনে মাজাহ ১৫৩০, বাইহাক্বী ৭২৪৯নং)*

জানাযায় নামাযীর সংখ্যা বেশি হওয়া এবং তাদের তিন অথবা ততোধিক কাতার করা উত্তম

عَن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ مَيتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ)). رواه مسلم

(১৩২২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে মৃতের জানাযার নামায একটি বড় জামাআত পড়ে, যারা সংখ্যায় একশ' জন পৌঁছে এবং সকলেই তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করে, তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।" *(মুসলিম ২২৪১নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১২০৯নং)*

وَعَنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً، إلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ)). رواه مسلم

(১৩২৩) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে কোন মুসলমান মারা যাবে এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক নামায পড়বে, যারা আল্লাহর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করে না, আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।" *(মুসলিম ২২৪২নং)*

وَعَنْ مَرثَدِ بنِ عَبدِ اللهِ اليَزَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بنُ هُبَيْرَةَ ﷺ إذَا صَلَّى عَلَى الجنَازَةِ ، فَتَقَالَّ النَّاس عَلَيْهَا ، جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

(১৩২৪) মারষাদ ইবনে আব্দুল্লাহ য়্যাযানী বলেন, মালেক ইবনে হুবাইরাহ ﷺ যখন (কারো) জানাযার নামায পড়তেন এবং লোকের সংখ্যা কম বুঝতে পারতেন, তখন তিনি তাদেরকে তিন কাতারে বন্টন করতেন। তারপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন কাতার (লোক) যার জানাযা পড়ল, সে (জান্নাত) ওয়াজেব ক'রে নিল।" *(আবু দাউদ ৩১৬৮, তিরমিযী ১০২৮নং, হাসান সূত্রে, ইবনে মাজাহ ১৪৯০নং)*

জানাযার নামাযে যে সব দুআ পড়া হয়

জানাযার নামাযে চার তকবীর বলবে। প্রথম তকবীরের পর 'আউযু বিল্লাহ' পড়ে সূরা

ফাতিহা পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয় তকবীর বলে নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পড়বে। বলবে, 'আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদ, অআলা আ-লি মুহাম্মাদ।' উত্তম হল 'কামা স্বাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' পর্যন্ত পুরো পড়া। অধিকাংশ সাধারণ লোকের মত শুধু (সূরা আহযাবের ৫৬নং) এই আয়াতটি 'ইন্নাল্লাহা অমালাইকাতাহু ইউস্বাল্লূনা আলান নাবী' যেন না পড়ে। কারণ, এইটুকু পড়েই যথেষ্ট করলে নামায শুদ্ধ হবে না।

অতঃপর তৃতীয় তকবীর বলে মৃতের এবং সকল মুসলমানের জন্য যে সমস্ত দুআ পড়বে সে সম্পর্কিত একাধিক হাদীস আমি পরবর্তীতে বর্ণনা করব--ইনশাআল্লাহু তাআলা। পুনরায় চতুর্থ তকবীর বলবে এবং দুআ করবে। এখানে সর্বোত্তম দুআর মধ্যে এটি একটি, 'আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তাফতিন্না বা'দাহু, অগফির লানা অ লাহু।'

চতুর্থ তকবীরের পর লম্বা দুআ করা পছন্দনীয়, অথচ অধিকাংশ লোকের এর বিপরীত অভ্যাস রয়েছে। এ ব্যাপারে ইবনে আবী আওফা ﷺ হতে প্রমাণিত আছে, যা পরবর্তীতে উল্লেখ করব---ইনশাআল্লাহু তাআলা।

পক্ষান্তরে তৃতীয় তকবীরের পর যে দুআগুলি প্রমাণিত আছে তার মধ্যে কিছু নিম্নরূপ ঃ-

عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ عَوفِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس ، وَأَبدِلْهُ داراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيراً مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلهُ الجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ)). حَتَّى تَمَنَّيتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّت . رواه مسلم

(১৩২৫) আবূ আব্দুর রহমান আওফ ইবনে মালেক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জানাযায় নামায পড়লেন। আমি তাঁর দুআ মুখস্থ ক'রে ফেললাম। সে দুআ হল এই ঃ-

'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআ-ফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মুদখালাহু, অগ্সিলহু বিলমা-ই অস্সালজি অল-বারাদ। অনাক্বিহী মিনাল খাত্বায়্যা কামা নাক্বাইতাস সাউবাল আবয়্যায়্যা মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আইযহু মিন আযা-বিল ক্বাবরি অমিন আযা-বিন্নার।'

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা ক'রে দাও, ওর মেহেমানী সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। ওকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে এমন পরিষ্কার কর, যেমন তুমি সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করেছ। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও দোযখের আযাব থেকে রেহাই দাও।

(বর্ণনাকারী সাহাবী আউফ বিন মালেক ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে যখন এই দুআ বলতে শুনলাম) তখন আমি এই কামনা করলাম যে, যদি আমি এই মাইয়্যেত হতাম! *(মুসলিম*

২২৭৬-২২৭৮, নাসাঈ ১৯৮৩নং)

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي إِبرَاهِيمَ الأَشهَلِي، عَنْ أَبِيهِ – وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ، فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ عَلَى الإِيمَان ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعدَهُ)) رواه الترمذي من رواية أَبِي هُرَيرَةَ والأشهلي . ورواه أَبُو داود من رواية أَبِي هُرَيرَةَ وأبي قتادة . قَالَ الحاكم : ((حديث أَبِي هُرَيرَةَ صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم)) ، قَالَ الترمذي : ((قَالَ البخاري : أَصَحُّ رواياتِ هَذَا الحديث رواية الأَشْهَلِيِّ، قَالَ البخاري : وأصح شيء في هَذَا الباب حديث عَوْفِ ابن مَالِكٍ))

(১৩২৬) আবূ হুরাইরা ﷺ আবূ কাতাদাহ ﷺ এবং আবূ ইব্রাহীম আশহালী ﷺতাঁর পিতা হতে যিনি সাহাবী ছিলেন বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এক জানাযার নামায পড়ার সময় এই দুআ পড়লেন,

'আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অমাইয়িতিনা অস্বাগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা, আল্লা-হুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহ, অলা তাফতিন্না বা'দাহ।'

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারী, উপস্থিত ও অনুপস্থিতকে ক্ষমা ক'রে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দিবে তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না। *(তিরমিযী ১০২৪নং আবূ হুরাইরা ও আশহালী হতে, আবূ দাউদ ৩২০৩নং আবূ হুরাইরা ও আবূ ক্বাতাদাহ হতে। হাকেম বলেছেন, আবূ হুরাইরার হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। তিরমিযী বলেন, বুখারী বলেছেন, এ হাদীসের সবচেয়ে সহীহ বর্ণনা হল আশহালীর বর্ণনা। বুখারী বলেন, এ বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ হল আওফ বিন মালেকের হাদীস। নাসাঈ ১৯৮৬, ইবনে মাজাহ ১৪৯৮নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعاء)). رواه أَبُو داود

(১৩২৭) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যখন তোমরা মৃতের জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দুআ করো।" *(আবূ দাউদ ৩২০১, ইবনে মাজাহ ১৪৯৭নং)*

وَعَنْ وَاثِلَة بنِ الأَسْقَعِ ﷺ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ ، وَعذَابَ النَّار ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَمْدِ ؛ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ)). رواه أَبُو داود

(১৩২৮) ওয়াষেলাহ ইবনে আসকা' ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক মুসলিম

ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ালেন। সুতরাং আমি তাঁকে এই দুআটি বলতে শুনলাম,

'আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা অহাবলি জিওয়ারিক, ফাক্বিহী ফিতনাতাল ক্বাবরি অ আযা-বান্নার, অ আন্তা আহলুল অফা-ই অলহাম্‌দ, ফাগ্‌ফির লাহু অরহামহু ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।'

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার আমানতে। অতএব ওকে তুমি কবর ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও প্রশংসার পাত্র। সুতরাং ওকে তুমি মাফ ক'রে দাও এবং ওর প্রতি দয়া কর। নিঃসন্দেহে তুমিই মহাক্ষমাশীল অতি দয়াবান। *(আবূ দাউদ ৩২০৪, ইবনে মাজাহ ১৪৯৯নং)*

وَعَنْ عبدِ الله بنِ أبي أَوْفى رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ هكَذَا.

وفي رواية : كَبَّرَ أَرْبَعاً فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْساً ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنِّي لاَ أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ، أَوْ : هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . رواه الحاكم ، وَقَالَ : ((حديث صحيح))

(১৩২৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা ﷺ তাঁর এক মেয়ের জানাযায় চার তাকবীর দিলেন। অতঃপর তিনি চতুর্থ তাকবীরের পর দুই তাকবীরের মধ্যস্থলে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে তার (কন্যার) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ করলেন। তারপর তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এই রকমই করতেন।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি চার তাকবীর বলার পর কিছুক্ষণ থেমে গেলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম যে, তিনি পাঁচ তাকবীর বলবেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরলেন। তারপর তিনি যখন নামায শেষ করলেন, তখন আমরা তাঁকে বললাম, 'এ কী!?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা করতে দেখেছি, তার চেয়ে বেশী করব না' অথবা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এ রকমই করেছেন।' *(হাকেম ১৩৩০, সহীহ সূত্রে, বাইহাক্বী ৭২৩৮নং)*

মৃতের ঋণ পরিশোধ করা এবং তার কাফন-দাফনের কাজে শীঘ্রতা করা প্রসঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা কর্তব্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((نَفْسُ المؤمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)).

(১৩৩০) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (মরণের পর ঐ ঋণের কারণে) মু'মিনের আত্মা (বেহেশ্তের পথে) লটকে থাকবে; যতক্ষণ না তার তরফ থেকে তার সেই ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।" *(আহমাদ ১০৫৯৯, তিরমিযী ১০৭৮, ইবনে মাজাহ ২৪১৩, আবূ য়্যা'লা ৬০২৬নং)*

দাফন-কার্য

عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَمَّا تُوُفِّيَ آدَمُ غَسَّلَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ بِالْمَاءِ وِتْراً وَأَلْحَدُوا لَهُ وَقَالُوا هذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ)).

(১৩৩১) উবাই বিন কা'ব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন আদম মৃত্যুবরণ করলেন, তখন ফিরিশ্তা বেজোড় সংখ্যায় পানি দ্বারা তাঁর গোসল দিলেন এবং তাঁকে বগলী কবরে দাফন করা হল। আর বলা হল, এ হল আদমের সুন্নত তাঁর সন্তানদের মধ্যে।" *(হাকেম ৪০০৪, সঃ জামে' ৫২০৭নং)*

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قال: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

(১৩৩২) উক্ববা বিন আমের ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে এবং মুর্দা দাফন করতে নিষেধ করতেন; (১) ঠিক সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে একটু উঁচু না হওয়া পর্যন্ত, (২) সূর্য ঠিক মাথার উপর আসার পর থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং (৩) সূর্য ডোবার কাছাকাছি হওয়া থেকে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত। *(মুসলিম ১৯৬৬, আহমাদ ১৭৩৭৭, আবূ দাঊদ ৩১৯৪, তিরমিযী ১০৩০, নাসাঈ ৫৬০, ইবনে মাজাহ ১৫১৯, মিশকাত ১০৪০ নং)*

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

(১৩৩৩) আবূ রাফে' ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, "--- আর যে ব্যক্তি (নেক নিয়তে) মাইয়্যেতের জন্য কবর খুঁড়বে এবং তাকে তাতে দাফন করবে আল্লাহ তার জন্য সেই ঘর তৈরী করে দেওয়ার সওয়াব জারী করে দেবেন; যা কিয়ামত পর্যন্ত বাস করতে দেওয়ার জন্য করা হয়।" *(হাকেম ১৩০৭, ১৩৪০, বাইহাক্বী ৬৯০০নং)*

وَعَن خَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ ﷺ ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُل مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً ، مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ ﷺ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُد ، وَتَرَكَ نَمِرَةً ، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ ، بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ ، بَدَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَنْ نُغَطِّي رَأْسَهُ ، وَنَجْعَلُ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৩৩৪) খাব্বাব ইবনে আরাত্ত ﷺ বলেন, 'আমরা আল্লাহর চেহারা (সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মদীনা) হিজরত করলাম। যার সওয়াব আল্লাহর নিকট আমাদের প্রাপ্য। এরপর আমাদের কেউ এ সওয়াব দুনিয়াতে ভোগ করার পূর্বেই বিদায় নিলেন। এর মধ্যে মুসআব ইবনে উমাইর ﷺ; তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলেন এবং শুধুমাত্র

একখানা পশমের রঙিন চাদর রেখে গেলেন। আমরা (কাফনের জন্য) তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর পা বেরিয়ে গেল। আর পা ঢাকলে তাঁর মাথা বেরিয়ে গেল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, "তা দিয়ে ওর মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর 'ইযখির' ঘাস বিছিয়ে দাও।" আর আমাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছেন, যাঁদের ফল পেকে গেছে। আর তাঁরা তা সংগ্রহ করছেন।' *(বুখারী ১২৭৬, মুসলিম ২২২০নং)*

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ».

(১৩৩৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মৃত (মুসলিমের) হাড় ভাঙ্গা জীবিত (মুসলিমের) হাড় ভাঙ্গার সমান।" (অর্থাৎ উভয়ের পাপ সমান।) *(আবূ দাউদ ৩২০৯, ইবনে মাজাহ ১৬১৬,, ইবনে হিব্বান, আহমাদ, সহীহুল জামে' ৪৪৭৯নং)*

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَعَدَ ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجنَّةِ)) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا ؟ فَقَالَ : ((اِعْمَلُوا ؛ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ...)) وذكَر تَمَامَ الحديث . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৩৩৬) আলী ﷺ বলেন, আমরা এক জানাযার সাথে বাক্বীউল গারক্বাদ (কবর স্থানে) ছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর আশপাশে বসে গেলাম। তাঁর সাথে একটি ছড়ি ছিল, তিনি মাথা নীচু করে তা দিয়ে (চিন্তাগ্রস্তের মত) মাটিতে আঁক কাটতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, "তোমাদের প্রত্যেকের জাহান্নামে ও জান্নাতে ঠিকানা লিখে দেওয়া হয়েছে।" সাহাবীরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের (ভাগ্য) লিপির উপর ভরসা করব না?' তিনি বললেন, "(না, বরং) তোমরা কর্ম করতে থাক। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে কাজ সহজ হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" *(বুখারী ১৩৬২, ৪৯৪৮, মুসলিম ৬৯০১-৬৯০৩নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

(১৩৩৭) জাবের ﷺ বলেন, "আল্লাহর রসূল ﷺ কবর চুনকাম করা, তার উপর বসা এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করা হতে নিষেধ করেছেন।" *(মুসলিম ২২৮৯নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ».

(১৩৩৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানকে অভিসম্পাত করুন (অথবা করেছেন), তারা তাদের পয়গম্বরদের সমাধিসমূহকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে।" *(বুখারী ১৩৩০, ১৩৯০, মুসলিম ১২১২নং)*

عن جندب عن النبي ﷺ قال: ((....أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ))،

(১৩৩৯) জুন্দুব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়ো না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" *(মুসলিম ১২১৬নং)*

عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ الأَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

(১৩৪০) আবুল হাইয়াজ আসাদী (রঃ) বলেন, 'একদা আলী বিন আবী তালেব ﷺ আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই নির্দেশ দিয়ে পাঠাব না, যে নির্দেশ দিয়ে আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ পাঠিয়েছিলেন? (তিনি বলেছিলেন,) "কোন মূর্তি (বা ছবি) দেখলেই তা নষ্ট করে ফেলো এবং কোন উঁচু কবর দেখলেই তা মাটি বরাবর করে দিয়ো।" *(মুসলিম ২২৮৭, আবূ দাউদ ৩২২০নং)*

وَعَنْ أَبِي عَمرٍو – وَقِيلَ : أَبُو عَبدِ اللهِ ، وَقِيلَ : أَبُو لَيلَى – عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فُرِغَ مِن دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : ((اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسأَلُ)). رواه أَبُو داود

(১৩৪১) আবূ আম্‌র মতান্তরে আবূ আব্দুল্লাহ বা আবূ লাইলা উসমান ইবনে আফ্‌ফান ﷺ বলেন, নবী ﷺ মৃতকে সমাধিস্থ করার পর তার নিকট দাঁড়িয়ে বলতেন, "তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য স্থিরতার দুআ কর। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।" *(আবূ দাউদ ৩২২৩নং)*

وَعَنْ عَمرِو بنِ العَاصِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا دَفَنْتُمُونِي ، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ ، وَيُقَسَّمُ لَحمُهَا حَتَّى أَسْتَأنِسَ بِكُمْ، وَأعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رواه مسلم. وَقَدْ سبق بطوله.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : وَيُسْتَحَبُّ أنْ يُقْرَأ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ ، وَإنْ خَتَمُوا القُرآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنَاً.

(১৩৪২) আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ বলেছেন, 'তোমরা যখন আমাকে সমাধিস্থ করবে, তখন আমার কবরের আশ-পাশে তোমরা ততক্ষণ অবস্থান করবে, যতক্ষণ একটা উট যবেহ ক'রে তার মাংস বন্টন করতে লাগে। যেন আমি তোমাদের পেয়ে নিঃসঙ্গতা বোধ না করি এবং জেনে নিই যে, আমি আমার প্রভুর দূতগণকে কী জবাব দিচ্ছি।' *(মুসলিম ৩৩৬নং)*

মৃতব্যক্তির ঋণ পরিশোধ

عن ابْنَ عُمَرَ قال: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(১৩৪৩) ইবনে উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর (বলেছেন,) কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত নেই।" *(মুসনাদুল হারেয, ইরওয়াউল গালীল ১৬৫৫ নং)*

عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ قَالَ مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهُ))، قَالَ فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَدَّعِي دِينَارَيْنِ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: ((أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ)).

(১৩৪৪) সা'দ বিন আত্বঅল ﷺ বলেন, তার ভাই মাত্র ৩ শত দিরহাম রেখে মারা যান। আর ছেড়ে যান সন্তান-সন্ততিও। আমার ইচ্ছা ছিল ও দিরহামগুলো আমি তাঁর পরিবারবর্গের উপর খরচ করব। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে বললেন, "তোমার ভাই তো ঋণ-জালে আবদ্ধ। সুতরাং তুমি গিয়ে (আগে) তার ঋণ শোধ কর।" অতএব আমি গিয়ে তার ঋণ শোধ করে এলাম এবং নবী ﷺ-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি তার সমস্ত ঋণ শোধ করে দিয়েছি। তবে একটি মহিলা দুই দীনার পাওয়ার কথা দাবী করছে, কিন্তু তার কোন সবুত নেই। তিনি বললেন, "ওকেও দিয়ে দাও। কারণ ও সঠিক বলছে।" *(আহমাদ ১৭২২৭, ইবনে মাজাহ ২৪৩৩নং)*

মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হারাম। তবে স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে

عَنْ زَيْنَبَ بِنتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أبُو سُفْيَانَ بنُ حَربٍ ﷺ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : ((لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إلاَّ علَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)). قالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيرَ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : ((لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ علَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)). متفق عليه

(১৩৪৫) যয়নাব বিন্তে আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন শাম (সিরিয়া) থেকে নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র পিতা আবূ সুফয়ান ﷺ-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল, তখন আমি তাঁর বাসায় প্রবেশ করলাম। (মৃত্যুর

তিনদিন পর) তিনি হলুদ বর্ণ দ্রব্য বা অন্য দ্রব্য মিশ্রিত সুগন্ধি আনালেন। তা থেকে কিছু নিয়ে স্বীয় দাসীকে এবং নিজের দুই গালে মাখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বরের উপর (খুতবাদান কালে) এ কথা বলতে শুনেছি যে, "যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। অবশ্য তার স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।" যয়নাব বলেন, তারপর যখন যয়নাব বিন্তে জাহ্শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ভাই মারা গেলেন, তখন আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি সুগন্ধি আনালেন এবং তা থেকে কিছু নিয়ে মাখার পর বললেন; আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বরের উপর (খুতবা দানকালে) এ কথা বলতে শুনেছি যে, "যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। অবশ্য তার স্বামীর জন্য সে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।" *(বুখারী ১২৮২, ৫৩৩৪, মুসলিম ৩৭৯৮-৩৭৯৯নং)*

((শোকপালনে মহিলা, সৌন্দর্যময় কাপড় পরবে না, কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, কোন অলঙ্কার ব্যবহার করবে না, কোন প্রসাধন (পাউডার, সুরমা, কাজল, লিপষ্টিক ইত্যাদি) ব্যবহার করবে না এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না।))

মৃত্যের জন্য মাতম করে কাঁদা, গাল চাপড়ানো, বুকের কাপড় ছিঁড়া, চুল ছেঁড়া, মাথা নেড়া করা ও সর্বনাশ ও ধ্বংস ডাকা নিষিদ্ধ

عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)) . وَفِي رِوايةٍ : ((مَا نِيحَ عَلَيْهِ)) . متفق عليه

(১৩৪৬) উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার কবরের মধ্যে তার জন্য মাতম ক'রে কান্না করার দরুন শাস্তি দেওয়া হয়।" *(বুখারী ১২৯২, মুসলিম ২১৮২নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ তার জন্য মাতম ক'রে কান্না করা হয়, (ততক্ষণ মৃতব্যক্তির আযাব হয়।) *(আবূ য়্যা'লা ১৫৬, বায্যার ১৪৬নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ)) . متفق عليه

(১৩৪৭) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (শোকের সময়) গালে আঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলিয়াতের ডাকের ন্যায় ডাক ছাড়ে।" *(বুখারী ১২৯৪, ১২৯৭, মুসলিম ২৯৬নং)*

** (অর্থাৎ চিল্লে চিল্লে মৃত ব্যক্তির বীরত্ব, দানশীলতা ও বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করে, যেমনঃ ও আমার বাঘ! ও আমার চাঁদ! ও আমার রাজা! ও আমার সাত কোদালের মুনিস! ইত্যাদি)*

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : وَجَعَ أَبُو مُوسَى ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ،

فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ ، وَالحَالِقَةِ ، وَالشَّاقَّةِ . متفق عليه

(১৩৪৮) আবূ বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (তাঁর পিতা) আবূ মূসা আশআরী ﷺ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আর (ঐ সময়) তাঁর মাথা তাঁর এক স্ত্রীর কোলে রাখা ছিল এবং সে চিৎকার ক'রে কান্না করতে লাগল। তিনি (অজ্ঞান থাকার কারণে) তাকে বাধা দিতে পারলেন না। সুতরাং যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, 'আমি সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত, যে মহিলা থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল ﷺ সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন, যে শোকে উচ্চ স্বরে মাতম ক'রে কান্না করে, মাথা মুন্ডন করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।' *(বুখারী ১২৯৬, মুসলিম ২৯৮নং)*

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ)) . متفق عليه

(১৩৪৯) মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, "যার জন্য মাতম ক'রে কান্না করা হয়, তাকে কিয়ামতের দিনে তার জন্য মাতম করার দরুন শাস্তি দেওয়া হবে।" *(বুখারী ১২৯১, মুসলিম ২২০০নং)*

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عِندَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ . متفق عليه

(১৩৫০) উম্মে আত্বিআহ নুসাইবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বায়আতের সময় নবী ﷺ আমাদের কাছে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করব না।' *(বুখারী ১৩০৬, মুসলিম ২২০৬নং)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ﷺ ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ : وَاجَبَلاهُ ، وَاكَذَا ، وَاكَذَا : تُعَدِّدُ عَلَيْهِ . فقالَ حِينَ أَفَاقَ : مَا قُلْتِ شَيْئاً إِلاَّ قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ ؟! . رواه البخاري

(১৩৫১) নু'মান বিন বাশীর ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ ﷺ (একবার) অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁর বোন কান্না করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'ও (আমার) পাহাড় গো! ও আমার এই গো! ও আমার ওই গো!' এভাবে তাঁর একাধিক গুণ বর্ণনা করতে লাগলেন। সুতরাং যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, 'তুমি যা কিছু বলেছ, সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে, তুমি ঐরূপ ছিলে নাকি?' *(বুখারী ৪২৬৭নং)*

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : اشْتَكَى سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ ﷺ شَكْوَى ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَعُودُهُ مَعَ عَبدِ الرَّحمانِ بْنِ عَوفٍ ، وَسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ. فَلَمَّا دَخَلَ

عَلَيْهِ ، وَجَدَهُ فِي غَشْيَةٍ فَقَالَ : ((أَقَضَى ؟)) قَالُوا : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا ، قَالَ : ((أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا – وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ – أَو يَرْحَمُ)) . متفق عليه

(১৩৫২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনে উবাদাহ ﷺ একবার পীড়িত হলে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গেলেন। যখন তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি মারা গেছে?" লোকেরা জবাব দিল, 'হে আল্লাহর রসূল! না (মারা যায়নি)।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কেঁদে ফেললেন। সুতরাং লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কান্না করতে দেখল, তখন তারাও কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না? নিঃসন্দেহে আল্লাহ চোখের অশ্রু ঝরাবার জন্য শাস্তি দেন না এবং আন্তরিক দুঃখ প্রকাশের জন্যও শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি তো এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।" এই বলে তিনি নিজ জিভের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ১৩০৪, মুসলিম ২১৭৬নং)*

وَعَن أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِي ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِربَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ)) . رواه مسلم

(১৩৫৩) আবূ মালেক আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মরণের পূর্বে তাওবাহ না করে, তাহলে আল-কাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়ার জামা পরিহিতা অবস্থায় তাকে কিয়ামতের দিনে দাঁড় করানো হবে।" *(মুসলিম ২২০৩নং)*

وَعَنْ أُسَيدِ بنِ أَبِي أُسَيدٍ التَّابِعِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ المُبَايعَاتِ ، قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ : أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهَاً ، وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً ، وَلاَ نَشُقَّ جَيْباً ، وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْراً . رواه أبو داود بإسناد حسن

(১৩৫৪) উসাইদ ইবনে আবূ উসাইদ তাবেয়ী, এমন এক মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, যিনি নবী ﷺ-এর নিকট বায়আতকারিণী মহিলাদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যে সব সৎকর্ম করতে ও তাতে তাঁর অবাধ্যতা না করতে আমাদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সে সবের মধ্যে এটিও ছিল যে, (শোকাহত হয়ে) আমরা চেহারা খামচাব না, ধ্বংস ও সর্বনাশ কামনা করব না, বুকের কাপড় ছিঁড়ব না এবং মাথার চুল আলুথালু করব না।' *(আবূ দাঊদ ৩১৩৩নং, হাসানসূত্রে)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ : وَاجَبَلاَهُ، وَاسَيِّدَاهُ ، أَو نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ : أَهَكَذَا كُنْتَ ؟)) . رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن))

(১৩৫৫) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখনই কোন

মৃত্যুগামী ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে রোদনকারিণী রোদন করে এবং বলে, 'ও আমার পাহাড় গো! ও আমার সর্দার গো!' অথবা অনুরূপ আরো কিছু বলে, তখনই সেই মৃতের জন্য দু'জন ফিরিশ্তা নিযুক্ত করা হয়, যাঁরা তার বুকে ঘুষি মেরে বলতে থাকেন, 'তুই কি ঐ রকম ছিলি নাকি?' *(তিরমিযী ১০০৩, হাসান)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)). رواه مسلم

(১৩৫৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষের মধ্যে দুটো আচরণ এমন পাওয়া যায়, যা তাদের ক্ষেত্রে কুফরীমূলক কর্ম; বংশে খোঁটা দেওয়া ও মৃতের জন্য মাতম ক'রে কান্না করা।" *(মুসলিম ২৩৬নং)*

عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ وَفِى أَرْضِ غُرْبَةٍ لأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ. فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِى فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– وَقَالَ « أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِى الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ ». مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ.

(১৩৫৭) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখন (আমার স্বামী) আবূ সালামাহ (মক্কা থেকে মদীনায় এসে) মারা যান, তখন আমি বললাম, 'বিদেশী বিদেশে থেকেই মারা গেল! আমি তার জন্য এত কান্না কাঁদব যে, লোকমাঝে তার চর্চা হবে। এরপর আমি স্বামীর জন্য কাঁদার প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। এমন সময় মদীনার পার্শ্ববর্তী পল্লী থেকে এক মহিলা আমার মাতমে যোগদান করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হল।

কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ তার সামনে এসে বললেন, "যে ঘর থেকে আল্লাহ শয়তানকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন সেই ঘরেই তুমি কি শয়তানকে পুনরায় প্রবেশ করাতে চাও।" এরূপ তিনি দু'বার বললেন। ফলে কান্না করা হতে আমি বিরত হলাম, আর কাঁদলাম না।' *(মুসলিম ২১৭৩নং)*

মৃতের জন্য মাতমবিহীন কান্না বৈধ

মাতম করা হারাম। কাঁদা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "মৃতকে তার পরিবার-পরিজনদের কাঁদার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়" তার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কাঁদার অসিয়ত ক'রে মারা যাবে। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র সেই কান্না নিষিদ্ধ, যাতে মৃতের প্রশংসা করা হয় অথবা মাতম করা হয়। আর প্রশংসা ও মাতমবিহীন কান্নার বৈধতার ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে; তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

পূর্বের এক হাদীস, যা ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে উবাদার সাক্ষাতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁদা দেখে লোকেরাও কাঁদতে আরম্ভ করল। অতঃপর তিনি বললেন,

“তোমরা কি শুনতে পাও না যে, আল্লাহ চোখের অশ্রু এবং অন্তরের দুঃখের উপর শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।” সেই সাথে তিনি নিজের জিভের দিকে ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ১৩০৪, মুসলিম ২১৭৬নং)*

وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ ابنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِي المَوتِ ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ سَعدٌ : مَا هَذَا يَا رَسُولِ اللهِ ؟! قَالَ : ((هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৩৫৮) উসামাহ বিন যায়দ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর নাতিকে তার মুমূর্ষ অবস্থায় নিয়ে আসা হল। (ওকে দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। সা’দ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! এ কী?’ তিনি বললেন, “এটা রহমত (দয়া); যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।” *(বুখারী ১২৮৪, মুসলিম ২১৭৪নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ ، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفسِهِ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ . فَقَالَ لَهُ عَبدُ الرَّحمَانِ بنُ عَوفٍ : وَأَنتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! فَقَالَ : ((يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ)) ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى ، فَقَالَ : ((إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ والقَلبُ يَحْزَنُ ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبرَاهِيمُ لَمَحزُونُونَ)). رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه.

(১৩৫৯) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের নিকট গেলেন, যখন সে মারা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু’চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগল। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাঁকে বললেন, ‘আপনিও (কাঁদছেন)? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি ﷺ বললেন, “হে আওফের পুত্র! এটা তো মমতা।” অতঃপর দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, “চোখ অশ্রুপাত করছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে। আমরা সে কথাই বলব, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। আর হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিরহে দুঃখিত।” *(বুখারী ১৩০৩, মুসলিম ৬১৬৭নং, কিছু অংশ)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا .

(১৩৬০) আনাস ﷺ বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক কন্যা (উম্মে কুলষূম)এর দাফন কার্যের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, আল্লাহর রসূল ﷺ কবরের পাশে বসে আছেন। আর তাঁর চোখ দু’টি অশ্রুসিক্ত ছিল। অতঃপর (লাশ নামানোর সময়) তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে (গত) রাত্রে স্ত্রী সহবাস করেনি?” আবু তালহা বললেন, ‘আমি আছি, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “তাহলে তুমি ওর কবরে নামো।” এ কথা শুনে আবূ তালহা কবরে নামলেন। *(বুখারী ১২৮৫নং, হাকেম ৪/৪৭, বাইহাকী ৪/৫৩, আহমাদ ৩/১২৬ প্রমুখ)*

وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ ، فَنَزَلَ بِنَا فَانْتَهَى إِلَى رَسْمِ قَبْرٍ ، فَجَلَسَ وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ ، فَجَعَلَ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ كَالْمُخَاطِبِ ثُمَّ بَكَى فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه – فَقَالَ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُبْكِيكَ ؟ ، فَقَالَ : ((هَذَا قَبْرُ أُمِّي آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ، اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الاسْتِغْفَارِ لَهَا فَأَبَى عَلَيَّ فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنْ النَّارِ)).

(১৩৬১) বুরাইদাহ আসলামী কর্তৃক বর্ণিত, প্রায় এক হাজার সাহাবা সহ এক সফরের এক মঞ্জিলে নেমে নবী ﷺ দু'রাকআত নামায পড়লেন। অতঃর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালে আমরা দেখলাম, তাঁর দু'টি চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। তাঁর কান্না দেখে সাহাবাগণ কাঁদতে লাগলেন। উমার ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কী হয়েছে? (আপনি কাঁদছেন কেন?)' তিনি বললেন, "আল্লাহর নিকট আমি আমার মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে যিয়ারতের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। তাই আমি তাঁর উপর জাহান্নামের ভয়ে কাঁদছি!....." *(আহমাদ ২৩০০৩, মুসলিম ২৩০৩-২৩০৪, প্রমুখ)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ.

(১৩৬২) আয়েশা ﷺ বলেন, 'উষমান বিন মাযঊন মারা গেলে নবী ﷺ তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি তাঁর চেহারার কাপড় খুলে ঝুঁকে তাঁকে চুম্বন করলেন। অতঃপর তিনি এমন কাঁদলেন যাতে দেখলাম, তাঁর চোখের পানি তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।' *(আবু দাউদ ৩১৬৫, তিরমিযী ৯৮৯, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৪৫৬নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

(১৩৬৩) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, মু'তা যুদ্ধে যায়দ, জা'ফর ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) শহীদ হলে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত খবর মহানবী ﷺ মদীনায় বলতে লাগলেন, "যায়দ পতাকা ধারণ ক'রেছিল, সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর জা'ফর পতাকা ধারণ করেছিল, সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ পতাকা ধারণ করেছিল, সেও শহীদ হয়ে গেল। তারপর আল্লাহর এক তরবারি খালেদ বিন অলীদ পতাকা ধারণ করল এবং আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করলেন।" এ কথা তিনি বলছিলেন, আর তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরছিল। *(বুখারী ২৭৯৮নং)*

عن جابر بن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ)).

(১৩৬৪) জাবের ﷺ বলেন, 'যখন আমার পিতা (আব্দুল্লাহ) ইন্তিকাল করলেন, তখন আমি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। এ দেখে সকলে আমাকে নিষেধ করল। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেন নি। অতঃপর নবী ﷺ-এর আদেশক্রমে তাঁর জানাযা উঠানো হল। এতে আমার ফুফু ফাতেমা কাঁদতে শুরু করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "কাঁদ অথবা না কাঁদ, ওর লাশ উঠানো পর্যন্ত ফিরিশ্তাবর্গ নিজেদের পক্ষ দ্বারা ওকে ছায়া করে রেখেছিল।" *(বুখারী ১২৪৪, মুসলিম ৬৫০৮-৬৫০৯নং)*

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا.

(১৩৬৫) আয়েশা ﷺ বলেন, 'আবু বকর ﷺ তাঁর বাসা সুন্হ থেকে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এলেন। ঘোড়া থেকে নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর নবী ﷺ এর নিকট গেলেন। তিনি তখন চেককাটা ইয়ামানী চাদরে ঢাকা ছিলেন। আব্বা (আবু বকর) তাঁর চেহারার কাপড় খুলে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাঁর দুই চক্ষের মাঝে চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, 'আমার মা ও বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ আপনার মধ্যে দুটি মরণ একত্রিত করবেন না। এখন যে মরণ আপনার উপর অবধার্য ছিল তা আপনি বরণ করে নিয়েছেন।' *(বুখারী ১২৪২নং, নাসাঈ ১৮৪১নং, প্রমুখ)*

সমবেদনা প্রকাশ

عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(১৩৬৬) আম্র বিন হায্ম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে কোনও মুমিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিপদে (সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ করার সাথে) তাকে সান্ত্বনা দান করবে, আল্লাহ সুবহানাহ তাকে দিয়ামতের দিন সম্মানের লেবাস পরিধান করাবেন।" *(ইবনে মাজাহ ১৬০১, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০১নং)*

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِى فِى مُصِيبَتِى وَأَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا. إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ». قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَىُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِى

سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–. ثُمَّ إِنِّى قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِى رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–. قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حَاطِبَ بْنَ أَبِى بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِى لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِى بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ. فَقَالَ « أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ ».

(১৩৬৭) উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, কোনও মুসলিমের উপর যখন কোন বিপদ আসে এবং সে যদি আল্লাহর আদেশমত 'ইন্না লিল্লা-হি-----খাইরাম মিনহা' বলে তাহলে আল্লাহ তার ঐ বিপদ অপেক্ষা উত্তম বিনিময় দান করেন।" উম্মে সালামাহ বলেন, অতঃপর যখন (আমার স্বামী) আবু সালামাহ মারা গেলেন তখন আমি বললাম, 'মুসলিমদের মধ্যে আর কে এমন ব্যক্তি আছে যে (আমার নিকট) আবু সালামার চেয়ে ভালো হবে? যার পরিবার ছিল আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি প্রথম হিজরতকারী পরিবার।' আমি (মনে মনে) এরূপ বারবার বলতাম। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ-কে বিনিময় স্বরূপ আমাকে দান করলেন। তিনি হাত্বেব বিন আবী বালতাআহকে আমার নিকট বিবাহের পয়গাম দিয়ে পাঠালেন। আমি বললাম, 'আমার একটি মেয়ে আছে, আর আমি বড় (সপত্নীর বিষয়ে) ঈর্ষাবতী।' কিন্তু তিনি বললেন, 'আমরা তার মেয়ের জন্য দুআ করব, যাতে আল্লাহ তার নিকট থেকে মায়ের প্রয়োজন দূর করে দেন এবং আরো দুআ করব যাতে তার (উম্মে সালামার) ঈর্ষা দূরীভূত হয়ে যায়।" *(আহমাদ ১৬৩৪৪, ২৬৬৩৫, মুসলিম ২১৬৫-২১৬৬, বাইহাক্বী ৭৩৭৬নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ ».

(১৩৬৮) আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বলেন, জা'ফর ﷺ শহীদ হওয়ার পর যখন তাঁর সে খবর পৌঁছল, তখন নবী ﷺ বললেন, "জা'ফরের পরিজনের জন্য তোমরা খানা প্রস্তুত কর। কারণ, ওদের নিকট এমন খবর পৌঁছেছে; যা ওদেরকে বিভোর করে রাখবে।" *(আবূ দাউদ ৩১৩৪নং, তিরমিযী ৯৯৮নং, ইবনে মাজাহ ১৬১০নং প্রমুখ, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৮৬নং)*

عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ :«مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤمِن مِنْ مُصِيبَة كَسَاهُ اللهُ حُلَّة خَضْرَاء يُحْبَرُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَة».

(১৩৬৯) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মসীবতের সময় তার মুসলিম ভাইকে সাক্ষাৎ ক'রে সমবেদনা প্রকাশ করে, তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সবুজ রঙের লেবাস পড়াবেন; যা অন্যান্য লোকে দেখে ঈর্ষা করবে।" *(তারীখে বাগদাদ, খতীব, ৭/৩৯৭, তারীখে দিমাশ্‌ক, ইবনে আসাকির ১৫/৯১/১, ইবনে আবী শাইবাহ ৪/১৬৪, ইরওয়াউল গালীল ৭৫নং)*

وعَنْ أُسَامَةَ بنِ زيدٍ قَالَ: أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبيِّ ﷺ إنَّ ابْني قَد احْتُضِرَ فَاشْهَدنَا ، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ

السَّلامَ ، ويقُولُ : ((إنَّ للّهِ مَا أخَذَ وَلَهُ مَا أعطَى وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأجَلٍ مُسَمًّى فَلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৩৭০) উসামাহ ইবনে যাইদ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ-এর কন্যা তাঁর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, 'আমার ছেলের মর মর অবস্থা, তাই আপনি আমাদের এখানে আসুন।' তিনি সালাম দিয়ে সংবাদ পাঠালেন যে, "আল্লাহ তাআলা যা নিয়েছেন, তা তাঁরই এবং যা দিয়েছেন তাও তাঁরই। আর তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের এক নির্দিষ্ট সময় আছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে। *(আহমাদ ৫/ ২০৪, ২০৬, ২০৭, বুখারী ১২৮৪, ৭৩৭৭, মুসলিম ২১৭৪নং)*

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ.

(১৩৭১) জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ বলেন, 'দাফনের পর মরা বাড়িতে খানা ও ভোজের আয়োজনকে এবং লোকদের জমায়েতকে আমরা জাহেলিয়াতের মাতম হিসাবে গণ্য করতাম। (যা ইসলামে হারাম।) *(আহমাদ ৬৯০৫নং, ইবনে মাজাহ ১৬১২নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৮নং)*

মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষের প্রশংসার মাহাত্ম্য

عَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((وَجَبَتْ)) ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرّاً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((وَجَبَتْ)) ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﷺ : مَا وَجَبَت ؟ فَقَالَ : ((هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً ، فَوَجَبتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً ، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّهِ فِي الأَرضِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৩৭২) আনাস ﷺ বলেন, কিছু লোক একটা জানাযা নিয়ে পার হয়ে গেল। লোকেরা তার প্রশংসা করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, "অবধারিত হয়ে গেল।" অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা নিয়ে পার হলে লোকেরা তার দুর্নাম করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, "অবধারিত হয়ে গেল।" উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বললেন, 'কী অবধারিত হয়ে গেল?' তিনি বললেন, "তোমরা যে এর প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত, আর ওর দুর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেল। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।" *(বুখারী ১৩৬৭, ২৬৪২, মুসলিম ২২৪৩নং)*

وَعَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، قَالَ : قَدِمْتُ المَدِينَةَ ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرّاً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، قَالَ أَبُو الأَسوَدِ: فَقُلتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمْيرَ المُؤمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ

لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيرٍ ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجنَّةَ)) فَقُلْنَا : وَثَلاثَةٌ ؟ قَالَ : ((وَثَلاثَةٌ)) فَقُلنَا : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : ((وَاثْنَانِ)) ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ . رواه البخاري

(১৩৭৩) আবূল আসওয়াদ ﷺ বলেন, আমি মদীনায় এসে উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ-এর নিকট বসলাম। অতঃপর তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা পার হলে তার প্রশংসা করা হল। উমার ﷺ বললেন, 'ওয়াজেব (অনিবার্য) হয়ে গেল।' অতঃপর আর একটা জানাযা পার হলে তারও প্রশংসা করা হলে উমার ﷺ বললেন, 'ওয়াজেব হয়ে গেল।' অতঃপর তৃতীয় একটা জানাযা পার হলে তার নিন্দা করা হলে উমার ﷺ বললেন, 'ওয়াজেব হয়ে গেল।' আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি বললাম, 'কী ওয়াজেব হয়ে গেল? হে আমীরুল মু'মিনীন!' তিনি বললেন, 'আমি বললাম, যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন, "যে মুসলমানের নেক হওয়ার ব্যাপারে চারজন লোক সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" আমরা বললাম, 'আর তিনজন?' তিনি বললেন, "তিনজন হলেও।" আমরা বললাম, 'আর দু'জন?' তিনি বললেন, "দু'জন হলেও।" অতঃপর আমরা এক জনের (সাক্ষ্য) সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা করলাম না। *(বুখারী ১৩৬৮, ২৬৪৩নং)*

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ « مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ « الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ».

(১৩৭৪) আবী কাতাদাহ বিন রিব্ঈ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা পার হলে তিনি বললেন, "সে নিজে শান্তি পেল অথবা অন্যরা তার থেকে শান্তি লাভ করল।" লোকেরা প্রশ্ন করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! "সে নিজে শান্তি পেল অথবা অন্যরা তার থেকে শান্তি লাভ করল"---এ কথার অর্থ কী? তিনি উত্তরে বললেন, "মু'মিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ ক'রে শান্তি লাভ করল। আর পাপাচারী বান্দার ক্ষতিকর আচার-আচরণ থেকে সকল লোক, দেশ, গাছ-পালা এবং জীব-জন্তু পর্যন্ত (অর্থাৎ, গোটা সৃষ্টিজগৎ) শান্তি লাভ করল।" *(আহমাদ ২২৫৩৬, বুখারী ৬৫১২, মুসলিম ২২৪৫নং)*

যার নাবালক সন্তান মারা যায়, তার ফযীলত

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الجنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৩৭৫) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে কোন মুসলমানের তিনটি নাবালক সন্তান মারা যাবে, তাকে আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বর্কতে জান্নাত দেবেন।" *(বুখারী ১২৪৮, ১৩৮১, মুসলিম ?)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ

لاَ تَمسُّهُ النَّارُ إلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৩৭৬) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে কোন মুসলমানের তিনটি (নাবালক) সন্তান মারা যাবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। কিন্তু (আল্লাহ) তাঁর কসম পূরা করার জন্য (তাদেরকে জাহান্নামের উপর পার করাবেন)।" *(বুখারী ১২৫১, ৬৬৫৬, মুসলিম ৬৮৬৫নং)*

আল্লাহর কসম পুরা করার ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

{وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا} (٧١) سورة مريم

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তাতে প্রবেশ করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। *(সূরা মারয়্যাম ৭১ আয়াত)*

আর মু'মিনদের প্রত্যেকের জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত পার হওয়া। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। (আমীন।)

وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدري ﷺ، قَالَ : جَاءَتِ امْرأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ ، قَالَ : ((اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا)) فَاجْتَمَعْنَ ، فَأَتَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : ((مَا مِنْكُنَّ مِن امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنَ الوَلَدِ إلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ)). فقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَينِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَاثْنَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৩৭৭) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কেবলমাত্র পুরুষেরাই আপনার হাদীস শোনার সৌভাগ্য লাভ করছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যও একটি দিন নির্ধারিত করুন। আমরা সে দিন আপনার নিকট আসব, আপনি আমাদেরকে তা শিক্ষা দেবেন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।' তিনি বললেন, "তোমরা অমুক অমুক দিন একত্রিত হও।" অতঃপর নবী ﷺ তাদের নিকট এসে সে শিক্ষা দিলেন, যা আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে কোন মহিলার **তিনটি সন্তান মারা যাবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড় হয়ে যাবে।**" এক মহিলা বলল, 'আর দু'টি সন্তান মারা গেলে?' তিনি বললেন, "দু'টি মারা গেলেও (তাই হবে)।" *(বুখারী ১০১, ৭৩১০, মুসলিম ৬৮৬৮নং)*

وَعَنْ أَبي مُوسَى الأَشعَري ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤادِهِ ؟ فيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيتاً فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(১৩৭৮) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় ফিরিশ্তাদেরকে বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জীবন হনন করেছ কি?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'তোমরা তার হৃদয়ের

ফলকে হনন করেছ?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'সে সময় আমার বান্দা কী বলেছে?' তারা বলে, 'সে আপনার হাম্‌দ (প্রশংসা) করেছে ও ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন (অর্থাৎ, আমরা তোমার এবং তোমার কাছেই অবশ্যই ফিরে যাব) পাঠ করেছে।' মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার (সন্তানহারা) বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর, আর তার নাম রাখ, 'বায়তুল হাম্‌দ' (প্রশংসাভবন)।" *(তিরমিযী ১০২১নং)*

وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أنَّ رسولَ اللّه ﷺ قَالَ : ((يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى : مَا لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلاَّ الجَنَّةَ)). رواه البخاري

(১৩৭৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নিই এবং সে সওয়াবের নিয়তে সবর করে।" *(বুখারী ৬৪২৪নং)*

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَل، قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ)).

(১৩৮০) মুআয বিন জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! গর্ভচ্যুত (মৃত) শিশু তার নাভির নাড়ী ধরে নিজের মাতাকে বেহেশ্তের দিকে টেনে নিয়ে যাবে- যদি ঐ মা (তার গর্ভপাত হওয়ার সময়) ঐ সওয়াবের আশা রাখে তবে।" *(আহমাদ ২২০৯০, ইবনে মাজাহ ১৬০৯, ত্বাবারানী ১৬৭২১নং)*

(১৩৮১) আবু তালহা এক সময় নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন। এদিকে বাড়িতে তাঁর ছেলে মারা গেল। উম্মে সুলাইম সকলকে নিষেধ করলেন, যাতে আবু তালহার নিকট খবর না যায়। তিনি ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে ঢেকে রেখে দিলেন। অতঃপর স্বামী আবু তালহা রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে বাড়ি ফিরলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার বেটা কেমন আছে?' রুমাইসা বললেন, 'যখন থেকে ও পীড়িত তখন থেকে যে কষ্ট পাচ্ছিল তার চেয়ে এখন খুব শান্ত। আর আশা করি সে আরাম লাভ করেছে!'

অতঃপর পতিপ্রাণা স্ত্রী স্বামী এবং তাঁর সাথে আগত আরো অন্যান্য মেহমানদের জন্য রাত্রের খাবার পেশ করলেন। সকলে খেয়ে উঠে গেল। আবু তালহা উঠে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। (স্ত্রীর কথায় ভাবলেন, ছেলে আরাম পেয়ে ঘুমাচ্ছে।) ওদিকে পতিব্রতা রুমাইসা সব কাজ সেরে উত্তমরূমে সাজ-সজ্জা করলেন, সুগন্ধি মাখলেন। অতঃপর স্বামীর বিছানায় এলেন। স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে সৌন্দর্য, সৌরভ এবং নির্জনতা পেলে উভয়ের মধ্যে যা ঘটে তা তাঁদের মাঝে (মিলন) ঘটল। তারপর রাত্রির শেষ দিকে রুমাইসা স্বামীকে বললেন, 'হে আবু তালহা! যদি কেউ কাউকে কোন জিনিস ধার স্বরূপ ব্যবহার করতে দেয়, অতঃপর সেই জিনিসের মালিক যদি তা ফেরৎ নেয় তবে ব্যবহারকারীর কি বাধা দেওয়া বা কিছু বলার থাকতে পারে?' আবু তালহা বললেন, 'অবশ্যই না।' স্ত্রী বললেন, 'তাহলে শুনুন, আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল আপনাকে যে ছেলে ধার দিয়েছিলেন তা ফেরৎ নিয়েছেন। অতএব আপনি ধৈর্য ধরে নেকীর আশা করুন!'

এ কথায় স্বামী রেগে উঠলেন; বললেন, 'এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না বলে চুপ থেকে, এত কিছু হওয়ার পর তুমি আমাকে আমার ছেলে মরার খবর দিচ্ছ?!' অতঃপর তিনি 'ইন্না লিল্লাহি-----' পড়লেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট ঘটনা খুলে বললে তিনি তাঁকে বললেন, "তোমাদের উভয়ের ঐ গত রাত্রে আল্লাহ বর্কত দান করুন।" সুতরাং ঐ রাত্রের রুমাইসা তাঁর গর্ভে আবার একটি সন্তান ধারণ করে। *(ত্বায়ালিসী ২০৫৬, বাইহাকী ৪/৬৫-৬৬, ইবনে হিব্বান ৭২৫, আহমাদ ৩/১০৫-১০৬ প্রভৃতি। দেখুন আহকামুল জানায়েয ২৪-২৬ পৃঃ)*

কবরের (বারযাখী) জীবন

(১৩৮২) একদা নবী ﷺ সাহাবাদের এক ব্যক্তির জানাযায় বের হয়ে কবর খুঁড়তে দেরী হচ্ছিল বলে সেখানে বসে গেলেন। তাঁর আশে-পাশে সকল সাহাবাগণও নিশ্চুপ, ধীর ও শান্তভাবে বসে গেলেন। তখন নবী ﷺ-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল যার দ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, "তোমরা আল্লাহ্র নিকট কবরের আযাব হতে পানাহ্ চাও।" তিনি এ কথা দুই কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফিরিশ্তা আসেন; যাদের চেহারা যেন সূর্যস্বরূপ। তাদের সাথে বেহেশ্তের কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকে এবং বেহেশ্তের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টি-সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন ঃ 'হে পবিত্র রূহ (আত্মা)! বের হয়ে এস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে।'

তখন তার রূহ সেই রকম (সহজে) বের হয়ে আসে; যে রকম (সহজে) মশক হতে পানি বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মাওত তা গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না বরং ঐ সকল অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তা এসে তা গ্রহণ করেন এবং ঐ কাফন ও ঐ খোশবুতে রাখেন। তখন তা হতে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু অপেক্ষা উত্তম মিশ্কের খোশবু বের হতে থাকে।

তা নিয়ে ফিরিশ্তাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তাঁরা ফিরিশ্তাদের মধ্যে কোন ফিরিশ্তাদলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই পবিত্র রূহ (আত্মা) কার?' তখন তাঁরা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তম উপাধি দ্বারা ভূষিত ক'রে বলেন, 'এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ।'

যতক্ষণ তারা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে।) অতঃপর তাঁরা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাঁদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফিরিশ্তাগণ তাঁদের পশ্চাদ্গামী হন তার উপরের আসমান পর্যন্ত। এভাবে তাঁরা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীন'-এ লিখ এবং তাকে (তার কবরে) জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে

যাও। কেননা, আমি তাদেরকে জমিন হতে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব। অতঃপর জমিন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব (হাশরের মাঠে।)" সুতরাং তার রূহ্ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার রব কে?' তখন উত্তরে সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' তখন সে বলে, 'আমার দ্বীন হল ইসলাম।' আবার তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' সে উত্তরে বলে, 'তিনি হলেন আল্লাহর রসূল।' পুনরায় তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি তা কি ক'রে জানতে পারলে?' সে বলে, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছিলাম।' তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, "আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশ্তের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশ্তের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও!"

তখন তার প্রতি বেহেশ্তের সুখ-শান্তি ও বেহেশ্তের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, 'তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল।' তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখবার মত চেহারা! তা যেন কল্যাণের বার্তা বহন করে।' তখন সে বলে, 'আমি তোমার নেক আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন এ বলে, 'হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি কিয়ামত কায়েম কর! যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি। (অর্থাৎ হুর, গিলমান ও বেহেশ্তী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি)।'

কিন্তু কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন। যাঁদের সাথে শক্ত চট থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল-মাওত আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসেন। অতঃপর বলেন, 'হে খবীস রূহ্ (আত্মা)! বের হয়ে আয় আল্লাহর রোষের দিকে।'

এ সময় রূহ্ ভয়ে তার শরীরে এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মাওত তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজে পশম হতে টেনে বের করা হয়। (আর তাতে পশম লেগে থাকে।) তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন মুহূর্তকালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং তা অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তাগণ তাড়াতাড়ি সেই আত্মাকে দুর্গন্ধময় চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশী। তা নিয়ে তাঁরা উঠতে থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁরা তা নিয়ে ফিরিশ্তাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই খবীস রূহ্ কার?' তখন তাঁরা তাকে দুনিয়াতে যে সকল মন্দ উপাধি দ্বারা

ভূষিত করা হত তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ নামটি দ্বারা ভূষিত ক'রে বলেন, 'অমুকের পুত্র অমুকের।'

এইভাবে তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় নবী ﷺ এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতটি পাঠ করলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} (٤٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। *(আ'রাফ ঃ ৪০)*

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার ঠিকানা 'সিজ্জীন'-এ লিখ; জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং তার রূহকে জমিনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় নবী ﷺ এর সমর্থনে এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

{وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ }

(٣١) سورة الحج

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, সে যেন আকাশ হতে পড়েছে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্ঝা তাকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করেছে। *(হাজ্জ ঃ ৩১)*

সুতরাং তার রূহ্ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার পরওয়ারদেগার কে?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?' সে বলে, 'হায়, হায় আমি তাও তো জানি না।'

এ সময় আকাশের দিক হতে আকাশ বাণী হয় (এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন), 'সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।

সুতরাং তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায়; যাতে তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, 'তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর! এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হত।' তখন সে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা; যা মন্দ সংবাদ বহন করে!' সে বলে, 'আমি তোমার সেই বদ আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন সে বলে, 'আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম করো না। (নচেৎ তখন আমার উপায় থাকবে না।) *(আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮, আবুদাউদ ৪৭৫৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ ، أَوْ قَالَ : أَحَدُكُمْ ، أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ ، يُقَالُ لأَحَدِهِمَا : الْمُنْكَرُ ، وَالآخَرُ النَّكِيرُ ، فَيَقُولاَنِ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ : مَا كَانَ يَقُولُ : هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولاَنِ : قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : نَمْ ، فَيَقُولُ : أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ ، فَيَقُولاَنِ : نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لاَ يُوقِظُهُ إِلاَّ أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ....

(১৩৮৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা হলে তার নিকট নীল চক্ষুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের দুই ফিরিশ্‌তা আসেন। একজনকে বলা হয় 'মুনকির' এবং অপরকে বলা হয় 'নাকীর'। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই (নবী) ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কী বলতে?' সে বলে, 'উনি যা বলতেন তাই, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল।' তাঁরা বলেন, 'আমরা জানতাম যে, তুমি তাই বলবে।' অতঃপর তার কবরকে সত্তর হাত দৈর্ঘ্য ও সত্তর হাত প্রস্থ পরিমাপে প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়। অতঃপর তা আলোকিত করা হয়। অতঃপর তাকে বলা হয়, 'তুমি ঘুমিয়ে যাও।' সে বলে, 'আমি আমার পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে খবর দেব।' তাঁরা বলেন, 'তুমি সেই বাসর রাতের বরের মতো ঘুমিয়ে যাও, যাকে তার পরিবারের প্রিয়তম ছাড়া কেউ জাগাবে না।' পরিশেষে আল্লাহ তাঁকে এই শয়নক্ষেত্র থেকে পুনরুত্থিত করবেন।....." *(তিরমিযী ১০৭১, সিঃ সহীহাহ ১৩৯১নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

(১৩৮৪) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার অবস্থানক্ষেত্র তাকে প্রদর্শন করা হয়। জান্নাতী হলে জান্নাতের এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের। তাকে বলা হয়, 'এই হল তোমার থাকার জায়গা; যে পর্যন্ত না তোমাকে কিয়ামতে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন।" *(বুখারী ১৩৭৯, মুসলিম ৭৩৯০নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَذَا الَّذِى تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ.

(১৩৮৫) উক্ত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এই ব্যক্তি, যার (মৃত্যুর) জন্য আরশ কম্পিত হয়েছে, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে

এবং তার জানাযায় সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা উপস্থিত হয়েছেন, তাকেও একবার চেপে ধরা হয়েছে। অতঃপর মুক্তি দেওয়া হয়েছে।” *(নাসাঈ ২০৫৫নং)*

মৃতের পক্ষ থেকে সাদকাহ এবং তার জন্য দুআ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}(١٠) سورة الحشر

অর্থাৎ, যারা তাদের পর আগমন করে তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতৃগণকে ক্ষমা ক’রে দেন।’ *(সূরা হাশ্‌র ১০)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أجْرٌ إنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৩৮৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, ‘আমার মা হঠাৎ মারা গেছে। আমার ধারণা যে, সে কথা বলার সুযোগ পেলে সাদকাহ করত। সুতরাং আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদকাহ করি, তাহলে কি সে নেকী পাবে?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” *(বুখারী ১৩৮৮, ২৭৬০, মুসলিম ২৩৭৩, ৪৩০৭-৪৩০৮নং)*

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ: ((نَعَمْ)) قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

(১৩৮৭) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সা’দ বিন উবাদাহর মা যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার অনুপস্থিত থাকা কালে আমার আম্মা মারা গেছেন। এখন যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু দান করি তাহলে তিনি উপকৃত হবেন কি?’ নবী ﷺ বললেন, “হ্যাঁ হবে।” সা’দ বললেন, ‘তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমার মিখরাফের বাগান তাঁর নামে সদকাহ করলাম।’ *(বুখারী ২৭৫৬, ২৭৬২নং প্রমুখ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)). رواه مسلم

(১৩৮৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি জিনিস নয়; (১) সাদকা জারিয়াহ, (২) যে বিদ্যা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় অথবা (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।” *(মুসলিম ৪৩১০, আবূ দাউদ ২৮৮০, নাসাঈ ৩৬৫৩নং প্রমুখ)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ)).

(১৩৮৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা অজাল্ল জান্নাতে নেক বান্দার দর্জা উঁচু করেন। সে তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! এ উন্নতি কীভাবে?' আল্লাহ বলেন, 'তোমার জন্য তোমার ছেলের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে।" *(আহমাদ ১০৬১০নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا.

وفي رواية : قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ ، فَقالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، وَإِنَّهَا تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ ، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟قالتْ: نَعَمْ ، قَالَ: دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

(১৩৯০) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'এক মহিলা সমুদ্র-সফরে বের হলে সে নযর মানল যে, যদি আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তাকে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ দান করেন, তাহলে সে একমাস রোযা রাখবে। অতঃপর সে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু রোযা না রেখেই সে মারা গেল। তার এক কন্যা নবী ﷺ এর নিকট এসে সে ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "মনে কর, তার যদি কোন ঋণ বাকী থাকত, তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি না?" বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধ-যোগ্য। সুতরাং তুমি তোমার মায়ের তরফ থেকে রোযা কাযা করে দাও।" *(আহমাদ ১৮৬১, ৩১৩৮, আবূ দাউদ ৩৩১০নং, ত্বাবারানী ১২১৯৫, প্রমুখ)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ)).

(১৩৯১) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমার বোন হজ্জ করার নযর মেনে মারা গেছে। (এখন কি করা যায়?) নবী ﷺ বললেন, "তার ঋণ বাকী থাকলে কি তুমি পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করে দাও। কারণ, তা অধিক পরিশোধ-যোগ্য।" *(বুখারী ৬৬৯৯নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

(১৩৯২) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'কোন ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং তারপর রোযা না রাখা অবস্থায় মারা গেলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে; তার কাযা নেই। পক্ষান্তরে নযরের রোযা বাকী রেখে মারা গেলে তার তরফ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।' *(আবূ দাউদ ২৪০৩নং প্রমুখ)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ

ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَتَى النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ ».

(১৩৯৩) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বলেন, আস বিন ওয়াইল সাহমী তার তরফ হতে ১০০টি ক্রীতদাস মুক্ত করার অসিয়ত করে মারা যায়। সুতরাং তার ছোট ছেলে হিশাম ৫০টি দাস মুক্ত করে। অতঃপর তার বড় ছেলে আম্‌র বাকী ৫০টি দাস মুক্ত করার ইচ্ছা করলে বললেন, '(বাপ তো কাফের অবস্থায় মারা গেছে) তাই আমি এ কাজ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না করে করব না।' সুতরাং তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি বাকী ৫০টি দাস তার তরফ থেকে মুক্ত করব?' উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "সে যদি মুসলিম হতো এবং তোমরা তার তরফ থেকে দাস মুক্ত করতে, অথবা সদকাহ করতে অথবা হজ্জ করতে তাহলে তার সওয়াব তার নিকট পৌঁছত।" *(আবূ দাউদ ২৮৮৫নং, বাইহাকী ৬/ ২৭৯, আহমাদ ৬৭০৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)).

(১৩৯৪) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সাথে মিলিত হয় তা হল; সেই ইল্‌ম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে, অথবা কুরআন শরীফ যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে, অথবা মসজিদ যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে, অথবা মুসাফিরখানা যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে, অথবা পানির নালা যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে, অথবা সাদকাহ যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে এসব কর্মের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩৪৪৮, ইবনে খুযাইমাহ ২৪৯০ ভিন্ন শব্দে, সহীহ তারগীব ১০৭নং)*

পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব এবং তার দুআ

عَن بُرَيْدَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا)). رواه مسلم . وفي رواية : ((فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ القُبُورَ فَلْيَزُرْ ؛ فإِنَّهَا تُذَكِّرُنَا الآخِرَةَ)) .

(১৩৯৫) বুরাইদাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে (পূর্বে) কবর

যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত কর।" *(মুসলিম ৫২২৮নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সুতরাং যে ব্যক্তি কবর যিয়ারত করতে চায়, সে যেন তা করে। কারণ তা পরকাল স্মরণ করায়।"

"(কবরের ধারে-পাশে এবং মৃতদেরকে নিয়েই শির্ক ও মূর্তিপূজা শুরু হয়েছে বলে) আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কারণ, তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম ২৩০৫, আবূ দাউদ ৩২৩৫নং, আহমাদ ৫/৩৫০-৩৫৫)* এক বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কবর যিয়ারত যেন তোমাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করে।" *(আহমাদ ৫/৩৫০-৩৫৫ প্রমুখ)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "সুতরাং যে ব্যক্তি যিয়ারত করার ইচ্ছা করে সে করতে পারে; তবে যেন (সেখানে) তোমরা অশ্লীল ও বাজে কথা বলো না।" *(নাসাঈ ২০৩২নং)*

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((كنت نهيتكم عن زيـارة القبـور ألا فزوروها فإنه يرق القلب و تدمع العين و تذكر الآخرة و لا تقولوا هجرا)).

(১৩৯৬) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। শোনো! এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। কারণ, কবর যিয়ারত হৃদয় নম্র করে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে (যিয়ারতে গিয়ে) বাজে কথা বলো না।" *(হাকেম ১৩৯৩নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى فِى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِى أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِى فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ».

(১৩৯৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর আম্মার কবর যিয়ারত করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর আশে-পাশে সকলকে কাঁদিয়ে তুললেন। (কারণ, জিজ্ঞাসা করা হলে) তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর নিকট আমার আম্মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। অতঃপর আমি তাঁর নিকট তাঁর কবর যিয়ারত করতে অনুমতি চাইলে তিনি তাতে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ, তা মরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম ২৩০৪, আবূ দাউদ ৩২৩৪, নাসাঈ ২০৩৩, ইবনে মাজাহ ১৫৭২নং)*

عن عائشة قالت : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال: ((إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم)).

(১৩৯৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাত্রে নবী ﷺ বাড়ি হতে বের হলে গেলেন। তিনি কোথায় গেলেন তা দেখার জন্য আমি (দাসী) বারীরাহকে তাঁর পশ্চাতে

পাঠালাম। বারীরাহ দেখল, তিনি বাকী'তে গিয়ে নিচের দিকে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন। অতঃপর ফিরে এলেন। বারীরাহ আমাকে সে খবর দিল। সকালে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাত্রে আপনি কোথায় বের হয়েছিলেন?' বললেন, "বাকী'তে গিয়ে সেখানকার কবরবাসীর জন্য দুআ করতে যেতে আমি আদিষ্ট হয়েছিলাম।" *(নাসাঈ ২০৩৮, হাকেম ১৭৯৪, মালেক ৫৭৫নং)*

মুসলিম শরীফ প্রভৃতির এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি নিজে তাঁর পশ্চাতে গিয়ে দেখলেন, বাকী'তে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দন্ডায়মান থাকলেন। অতঃপর তিন বার হাত তুললেন। *(মুসলিম ২৩০১নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ – كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ – يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى البَقِيعِ ، فَيَقُولُ: ((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَداً مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ)). رواه مسلم

(১৩৯৯) আয়েশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর বাড়িতে তাঁর পালাতে রাতের শেষভাগে বাকী' (নামক মদীনার কবরস্থান) যেতেন এবং বলতেন, 'আস্সালামু আলাইকুম দা-রা ক্বাওমিম মু'মিনীন অআতাকুম মা তূআদূন, গাদাম মুআজ্জালূন। অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লাহিকূন। আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাকীইল গারক্বাদ।'

অর্থাৎ, হে মুসলমান কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের নিকট তা চলে এসেছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল, আগামী কাল (কিয়ামত) পর্যন্ত (বিস্তারিত পুরস্কার ও শাস্তি) বিলম্বিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ! তুমি বাক্বীউল গারক্বাদবাসীদেরকে ক্ষমা কর। *(মুসলিম ২২৯৯নং)*

وَعَن بُرَيدَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ : ((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أهلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسلمينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقونَ ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ)). رواه مسلم

(১৪০০) বুরাইদা ﷺ বলেন, যখন সাহাবীগণ কবরস্থান যেতেন, তখন নবী ﷺ তাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, তোমরা এ দুআ পড়ো,

'আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ্দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীন, অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূন, আসআলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল আ-ফিয়াহ।'

অর্থাৎ, হে মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসিগণ! যদি আল্লাহ চান তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমি আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা চাচ্ছি। *(মুসলিম ২৩০২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ».

(১৪০১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না (অর্থাৎ কবরে যেমন নামায বা তেলাঅত হয় না তেমনি বিনা নামায ও তেলাঅতে ঘরকেও তার মত করো না; বরং তাতে নামায ও তেলাঅত করতে থাক।) অবশ্যই শয়তান সেই ঘর হতে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়।" *(মুসলিম ১৮৬০নং)*

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن زَوّارات القبور.

(১৪০২) আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, "অধিক কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।" *(তিরমিযী ১০৫৬, ইবনে মাজাহ ১৫৭৬নং, ইবনে হিব্বান, আহমাদ ২/৩৩৭, ৩৫৬)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ».

(১৪০৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানকে অভিসম্পাত করুন (অথবা করেছেন), তারা তাদের পয়গম্বরদের সমাধিসমূহকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে।" *(বুখারী ১৩৩০, ১৩৯০, মুসলিম ১২১২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عن النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِى هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ».

(১৪০৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের প্রতি সফর করা হবে না; আমার এই মসজিদ (নববী), মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসা।" *(বুখারী ১১৮৯, মুসলিম ৩৪৫০নং)*

عن أبي هريرة قال لقيت أبا بصرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي من أين أقبلت قلت من الطور حيث كلم الله موسى فقال له لو لقيتك قبل أن تذهب لزجرتك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي بالمدينة)).

(১৪০৫) সাহাবী আবূ বাসরাহ ﷺ-এর সঙ্গে আবূ হুরাইরা ﷺ-এর দেখা হল। আবূ বাসরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে আসছেন?' তিনি বললেন, 'তূর থেকে, যেখানে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।' আবূ বাসরা বললেন, 'আপনার যাওয়ার পূর্বে যদি আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো, তাহলে আমি আপনাকে খবর দিতাম। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না, (মক্কার) মসজিদে হারাম, (জেরুজালেমের) মসজিদে আক্বসা এবং মদীনার আমার এই মসজিদ।" *(ত্বাহাবী ১/২৪৪)*

(১৪০৬) ক্বাযআহ বলেন, 'আমি তূর যাওয়ার সংকল্প করলাম। সুতরাং এ ব্যাপারে ইবনে উমার ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে, নবী ﷺ

বলেছেন, “তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না.....।” *(আখবারু মাক্কাহ, আযরাক্বী ৩০৪পৃঃ, আহকামুল জানায়েয আলবানী ২২৬পৃঃ)*

কবরের সম্মান

عَن أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((لاَ تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)) . رواه مسلم

(১৪০৭) আবূ মারষাদ কান্নায ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “তোমরা কবরের দিকে মুখ ক’রে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।” *(মুসলিম ২২৯৫, নাসাঈ ৭৬০নং)*

عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)). رواه مسلم

(১৪০৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কারো অঙ্গারের উপর বসা---যা তার কাপড় জ্বালিয়ে তার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়---কবরের উপর বসা অপেক্ষা তার জন্য উত্তম।” *(মুসলিম ২২৯২, আবূ দাউদ ৩২২৮নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

عَنْ بَشِيرٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِى رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ « لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيرًا ». ثَلاَثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ « لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيرًا ». وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَظْرَةٌ فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِى فِى الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ فَقَالَ « يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ ». فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا.

(১৪০৯) বাশীর বিন হানযালাহ বলেন, ‘একদা আমি নবী ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। চলতে চলতে কবরস্থানে এলে তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি পায়ে জুতো পরেই কবরের ফাঁকে ফাঁকে চলছে। তা দেখে তিনি বললেন, “হে লোমহীন জুতা-ওয়ালা! তোমার জুতা খুলে ফেল।” লোকটি তাকিয়ে দেখে নবী ﷺ-কে চিনতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গে জুতা খুলে দূরে ছুঁড়ে দিল। *(আবূ দাউদ ৩২৩০, নাসাঈ ২০৪৭, ইবনে মাজাহ ১৫৬৮ নং)*

কুরআন অধ্যায়

কুরআন পাঠের ফযীলত

عَنْ أَبي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((اقْرَؤُوا القُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ)). رواه مسلم

(১৪১০) আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে।" *(মুসলিম ১৯১০নং)*

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ)).

(১৪১১) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "এই কুরআন (কিয়ামতে) সুপারিশকারী; তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। (কুরআন) সত্যায়িত প্রতিবাদী। যে ব্যক্তি তাকে নিজ সামনে রাখবে, সে ব্যক্তিকে সে জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাকে পিছনে রাখবে, সে ব্যক্তিকে সে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করবে।" *(ইবনে হিব্বান ১২৪, সঃ তারগীব ১৪২৩নং)*

وعن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ». قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِى أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

(১৪১২) আবু উমামাহ বাহেলী ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা দুই জ্যোতির্ময় সূরা; বাক্বারাহ ও আ-লে ইমরান পাঠ কর। কারণ উভয়েই মেঘ অথবা উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়ে তাদের পাঠকারীদের হয়ে (আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ তা গ্রহণ করায় বর্কত এবং বর্জন করায় পরিতাপ আছে। আর বাতেলপন্থীরা এর মোকাবেলা করতে পারে না।" মুআবিয়াহ বিন সাল্লাম বলেন, 'আমি শুনেছি যে, বাতেলপন্থীরা অর্থাৎ যাদুকরদল।' *(মুসলিম ১৯১০নং)*

عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ)).

(১৪১৩) ইবনে মাসঊদ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি চায় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে (অধিক) ভালবাসুক (অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে ভালবাসুন), সে যেন কুরআন দেখে পাঠ করে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২২১৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৪২নং)*

وعن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِىِّ قال قال النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ ». وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ « كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ

أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ».

(১৪১৪) নাউওয়াস বিন সামআন কিলাবী ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন কুরআনকে হাজির করা হবে এবং আহলে কুরআনকেও; যারা তার মুতাবেক আমল করত। যার সর্বাগ্রে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আ-লে ইমরান।" আল্লাহর রসূল ﷺ (সূরা দুটি যেরূপ হাজির হবে তার) তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, আমি এখনও ভুলে যাইনি; তিনি বলেছেন, "যেন সে দুটি দুই খন্ড মেঘ অথবা কালো ছায়া যার মাঝে থাকবে দীপ্তি, অথবা যেন উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক; উভয়েই তাদের সপক্ষে (পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে।" *(মুসলিম ১৯১২নং)*

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)). رواه البخاري

(১৪১৫) উষমান ইবনে আফ্ফান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিখে অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ৫০২৭-৫০২৮নং)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ فَقِيلَ مَنْ أَهْلُ اللَّهِ مِنْهُمْ قَالَ أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ)).

(১৪১৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মানবমন্ডলীর মধ্য হতে আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট লোক আছে; আহলে কুরআন (কুরআন বুঝে পাঠকারী ও তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিরাই) হল আল্লাহর বিশেষ ও খাস লোক।" *(আহমাদ ১২২৭৯, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ২১৬৫ নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اَلَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أجْرَانِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৪১৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুরআনের (শুদ্ধভাবে পাঠকারী ও পানির মত হিফয্কারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার (ফিরিশ্তাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফ্য না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব।" (একটি তেলাঅত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।) *(বুখারী ৪৯৩৭, মুসলিম ১৮৯৮নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ : لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقرَأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الرَّيحَانَةِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ : لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৪১৮) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুরআন

পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে ঠিক বাতাবী লেবুর মত; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক খেজুরের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ তো নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট। (অন্যদিকে) কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধিময় (তুলসী) গাছের মত; যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক মাকাল ফলের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত।" *(বুখারী ৫০২০, মুসলিম ১৮৯৬নং)*

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ)). رواه مسلم

(১৪১৯) উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ এই গ্রন্থ (কুরআন মাজীদ) দ্বারা (তার উপর আমলকারী) জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং এরই দ্বারা (এর অবাধ্য) অন্য গোষ্ঠীর পতন সাধন করেন।" *(মুসলিম ১৯৩৪নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৪২০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'জনের ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা সিদ্ধ। (১) যাকে আল্লাহ কুরআন (মুখস্থ করার শক্তি) দান করেছেন, সুতরাং সে ওর (আলোকে) দিবা-রাত্রি পড়ে ও আমল করে। (২) যাকে আল্লাহ তাআলা মালধন দান করেছেন এবং সে (আল্লাহর পথে) দিন-রাত ব্যয় করে।" *(বুখারী ৫০২৫, মুসলিম ১৯৩০নং)*

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ ، وَجَعَلَ فَرَسُه يَنْفِرُ مِنْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ((تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৪২১) বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি লোক সূরা কাহাফ পাঠ করছিল। তার পাশেই দুটো রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ইতোমধ্যে লোকটিকে একটি মেঘে ঢেকে নিল। মেঘটি লোকটির নিকটবর্তী হতে থাকলে ঘোড়াটি তা দেখে চকতে আরম্ভ করল। অতঃপর যখন সকাল হল তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তা (শুনে) তিনি বললেন, "ওটি প্রশান্তি ছিল, যা তোমার কুরআন পড়ার দরুন অবতীর্ণ হয়েছে।" *(বুখারী ৫০১১, মুসলিম ১৮৯২নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ : الـم حَرفٌ ، وَلَكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৪২২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ)এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী, দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ।" (অর্থাৎ, তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত 'আলিফ-লাম-মীম, যার নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ।) *(তিরমিযী ২৯১০নং, হাসান)*

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ ، كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ)).

(১৪২৩) তামীম দারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এক রাতে একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, সে ব্যক্তির আমলনামায় ঐ রাত্রির কিয়াম (নামাযের) সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।" *(আহমাদ ১৬৯৫৮, নাসাঈর কুবরা ১০৫৫৩, ত্বাবারানী ১২৩৮, দারেমী ৩৪৫০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪৪ নং)*

عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ ، كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).

(১৪২৪) ফায়্বালাহ বিন উবাইদ ﷺ ও তামীম দারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে দশটি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য 'ক্বিন্তার' পরিমাণ সওয়াব লেখা হবে। 'ক্বিন্তার' পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ। *(ত্বাবারানীর কাবীর ১২৩৯নং, আওসাত্ব ৮৪৫১, সঃ তারগীব ৬৩৮নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ». قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ « فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ».

(১৪২৫) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে, সে যখন তার ঘরে ফিরে যাবে তখন বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট তিনটি গাভিন উষ্ট্রী পাবে?" আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো তিনটি আয়াত পাঠ করা তিনটি বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট গাভিন উষ্ট্রী অপেক্ষা উত্তম!" *(মুসলিম ১৯০৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: ((يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، حَلِّهِ ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، زِدْهُ ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، ارْضَ عَنْهُ ، فَيَرْضَى عَنْهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : اقْرَأْ وَارْقَ ، وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً)).

(১৪২৬) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন কুরআন উপস্থিত হয়ে বলবে, 'হে প্রভু! ওকে (কুরআন পাঠকারীকে) অলংকৃত করুন।' সুতরাং ওকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। পুনরায় কুরআন বলবে, 'হে প্রভু! ওকে আরো অলংকার প্রদান করুন।' সুতরাং ওকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতঃপর বলবে,

‘হে প্রভু! আপনি ওর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।’ সুতরাং আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, ‘তুমি পাঠ করতে থাক আর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক।’ আর প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে।” *(তিরমিযী ২৯১৫, হাকেম ২০২৯, দারেমী ৩৩১১, সহীহুল জামে ৮০৩০ নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৪২৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “পবিত্র কুরআনের পাঠক, হাফেয ও তার উপর আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, ‘তুমি কুরআন কারীম পড়তে থাক ও চড়তে থাক। আর ঠিক সেইভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা, (জান্নাতের ভিতর) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে, যেখানে তোমার শেষ আয়াতটি খতম হবে।” *(আবূ দাউদ ১৪৬৬, তিরমিযী ২৯১৪নং, হাসান)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ)).

(১৪২৮) আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “কুরআন তেলাঅতকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, ‘(কুরআন) পাঠ কর ও (জান্নাতের) মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। সুতরাং সে পাঠ করবে এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত হবে। এইভাবে সে তার (মুখস্থ করা) শেষ আয়াতটুকুও পড়ে ফেলবে।” *(আহমাদ ১১৩৬০, ইবনে মাজাহ ৩৭৮০, সহীহুল জামে ৮১২১ নং)*

কুরআন মাজীদ সযত্নে নিয়মিত পড়া ও তা ভুলে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ

عَن أَبِي مُوسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((تَعَاهَدُوا هَذَا القُرْآنَ ، فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإِبلِ فِي عُقُلِهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৪২৯) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “এই কুরআনের প্রতি যত্ন নাও। (অর্থাৎ, নিয়মিত পড়তে থাক ও তার চর্চা রাখ।) সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে, উট যেমন তার রশি থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়।” (অর্থাৎ, অতিশীঘ্র ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে।) *(বুখারী ৫০৩৩, মুসলিম ১৮৮০নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৪৩০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুরআন-ওয়ালা হল বাঁধা উট-ওয়ালার মত। সে যদি তা বাঁধার পর তার যথারীতি দেখাশোনা করে, তাহলে বাঁধাই থাকবে। নচেৎ ঢিল দিলেই উট পালিয়ে যাবে।" *(বুখারী ৫০৩১, মুসলিম ১৮৭৫নং)*

وعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنُّوا بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ)).

(১৪৩১) উকবাহ বিন আমের ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর কিতাব শিক্ষা কর, (পাঠ করার মাধ্যমে) তার যত্ন কর, তা ঘরে রাখ এবং সুরেলা কণ্ঠে তা তেলাঅত কর। কারণ, উট যেমন রশির বন্ধন থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়।" *(আহমাদ ১৭৩১৭, দারেমী ৩৩৪৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩২৮৫নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ))،

(১৪৩২) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কারো এ কথা বলা নিকৃষ্ট যে, 'আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি।' বরং তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।" *(বুখারী ৫০৩৯, মুসলিম ১৮৭৭নং)*

সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়া মুস্তাহাব। মধুরকণ্ঠের কারীকে তা পড়ার আবেদন করা ও তা মনোযোগ সহকারে শোনা প্রসঙ্গে

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৪৩৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "মহান আল্লাহ এভাবে উৎকর্ণ হয়ে কোন কথা শোনেন না, যেভাবে সেই মধুরকণ্ঠী পয়গম্বরের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে শোনেন, যিনি মধুর কণ্ঠে উচ্চ স্বরে কুরআন মাজীদ পড়তেন।" *(বুখারী ৫০২৪, মুসলিম ১৮৮৩নং)*

*** আল্লাহর উৎকর্ণ হয়ে শোনার মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি সেই তেলাঅতে সন্তুষ্ট হন এবং তা কবুল করেন।*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لَهُ : ((لَقدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)). متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لَهُ : ((لَوْ رَأَيْتَنِي وَأنَا أسْتَمِعُ لِقِراءتِكَ الْبَارِحَةَ)) .

(১৪৩৪) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "তোমাকে দাউদের সুললিত কণ্ঠের মত মধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।" *(বুখারী ৫০৪৮, মুসলিম*

১৮৮৭- ১৮৮৮নং)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "যদি তুমি আমাকে গত রাতে তোমার তেলাঅত শোনা অবস্থায় দেখতে (তাহলে তুমি কতই না খুশি হতে)!"

وَعَنِ البَراءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৪৩৫) বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এশার নামাযে সূরা 'অত্তীন অয্যাইতূন' পড়তে শুনেছি। বস্তুতঃ আমি তাঁর চেয়ে মধুর কণ্ঠ আর কারো শুনিনি।" *(বুখারী ৭৬৯, ৭৫৪৬, মুসলিম ১০৬৭নং)*

وَعَنْ أَبي لُبَابَةَ بَشِيرِ بنِ عَبدِ المُنذِرِ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ.

(১৪৩৬) আবূ লুবাবাহ বাশীর ইবনে আব্দুল মুনযির ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিষ্ট স্বরে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের মধ্যে নয়।" (অর্থাৎ আমাদের ত্বরীকা ও নীতি-আদর্শ বহির্ভূত।) *(আবূ দাউদ ১৪৭৩নং, উত্তম সূত্রে)*

عن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فإِنَّ الصَّوْتَ الحَسَنَ يَزِيدُ القُرْآنَ حُسْناً)).

(১৪৩৭) বারা' ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের (সুমিষ্ট) শব্দ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত কর। কারণ, মধুর শব্দ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।" *(হাকেম ২ ১২৫, দারেমী ৩৫০১, সঃ জামে' ৩৫৮১নং)*

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ ؟ قَالَ : ((مَنْ إِذَا قَرَأَ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ)).

(১৪৩৮) ইবনে উমার ﷺ বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কুরআন পাঠে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আওয়াজ কার?' উত্তরে তিনি বললেন, "তার, যার কুরআন পাঠ করা শুনে মনে হয়, সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।" *(যুহ্দ, ইবনুল মুবারক, দারেমী ৩৪৮৯, ত্বাবারানী ৬৭৩নং)*

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ ».

(১৪৩৯) উকবাহ বিন আমের জুহানী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সশব্দে কুরআন তেলাঅতকারী প্রকাশ্যে দানকারীর মত এবং নিঃশব্দে তেলাঅতকারী গোপনে দানকারীর মত।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ জামে' ৩১৫০নং)*

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ)).

(১৪৪০) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই নামাযী তাঁর সুমহান প্রভুর কাছে মুনাজাত করে। অতএব তার লক্ষ্য করা উচিত, সে কি দিয়ে তাঁর কাছে মুনাজাত করছে। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের কাছে উচ্চস্বরে কুরআন না পড়ে।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহ আবূ দাঊদ ১২০৩নং, সহীহুল জামে' ১৯৫১নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبيُّ ﷺ : ((اِقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ)) ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قَالَ : ((إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)). فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيداً } قَالَ :((حَسْبُكَ الآنَ)) فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৪৪১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "(হে ইবনে মাসঊদ!) আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপরে তা অবতীর্ণ করা হয়েছে?' তিনি বললেন, "অপরের মুখ থেকে (কুরআন পড়া) শুনতে আমি ভালবাসি।" সুতরাং তাঁর সামনে আমি সূরা নিসা পড়তে লাগলাম, পড়তে পড়তে যখন এই (৪১নং) আয়াতে পৌঁছলাম---যার অর্থ, "তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?" তখন তিনি বললেন, "যথেষ্ট, এখন থাম।" অতঃপর আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখি, তাঁর নয়ন যুগল অশ্রু ঝরাচ্ছে। *(বুখারী ৪৫৮২, মুসলিম ১৯০৩-১৯০৫নং)*

বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াত পাঠ করার উপর উৎসাহ দান

عَن أَبي سَعِيدٍ رَافِعِ بن الْمُعَلَّى ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآن قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟)) فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّكَ قُلْتَ : لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ ؟ قَالَ : ((اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِيْ أُوتِيتُهُ)). رواه البخاري

(১৪৪২) আবূ সাঈদ রাফে' ইবনে মুআল্লা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি সাড়া দিলাম না। অতঃপর নামায শেষ করে তাঁর নিকট এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।' তিনি বললেন, "আল্লাহ কি বলেননি যে, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে (রসূল) ডাকে---?' *(সূরা আনফাল ২৪ আয়াত)* অতঃপর) তিনি আমাকে বললেন, "মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কি কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব না?" এই সাথে তিনি আমার হাত ধরলেন। অতঃপর যখন আমরা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি নিবেদন করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ!

আপনি যে আমাকে বললেন, তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব?' সুতরাং তিনি বললেন, "(তা হচ্ছে) 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সূরা ফাতেহা)। এটি হচ্ছে 'সাবউ মাসানী' (অর্থাৎ, নামাযে বারংবার পঠিতব্য সপ্ত আয়াত) এবং মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(বুখারী ৪৪৭৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ)).

(১৪৪৩) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ 'উম্মুল কুরআন' (কুরআনের জননী) সম্পর্কে বলেছেন, "এটাই হল (সেই সূরা হিজরের ৮৭ আয়াতে উল্লেখিত আমাকে প্রদত্ত) সপ্তপদী (সূরা) যা নামাযে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং সেটাই হল মহা কুরআন।" *(বুখারী ৪৭০৪ নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ فِي : { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ)) .

وفِي روايةٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : ((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟))، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : (({ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ } : ثُلُثُ الْقُرْآنِ)). رواه البخاري

(১৪৪৪) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সূরা) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সম্পর্কে বলেছেন, "সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল।" *(বুখারী ৫০১৩, ৬৬৪৩, ৭৩৭৪নং)*

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, 'তোমরা কি এক রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অপারগ?' প্রস্তাবটি তাঁদের পক্ষে ভারী মনে হল। তাই তাঁরা বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ কাজ আমাদের মধ্যে কে করতে পারবে?' (অর্থাৎ, কেউ পারবে না।) তিনি বললেন, "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস স্বামাদ' (সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল।" (অর্থাৎ, এই সূরা পড়লে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার সমান নেকী অর্জিত হয়।) *(ঐ ৫০১৫নং)*

وَعَنْه : أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ : ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)) يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ)). رواه البخاري

(১৪৪৫) উক্ত সাহাবী ﷺ আরো বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কোন লোককে সূরাটি বারবার পড়তে শুনল। অতঃপর সে সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। সে সূরাটিকে নগণ্য মনে করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এই সূরা (ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" *(বুখারী ৫০১৩, ৬৬৪৩, ৭৩৭৪নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ فِي : { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } ((إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)). رواه مسلم

(১৪৪৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সূরা) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সম্পর্কে বলেছেন, "নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।" *(মুসলিম ১৯২৪-১৯২৫নং)*

وعن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَدَلَتْ لَهُ بِرُبْعِ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ عَدَلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ)).

(১৪৪৭) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কা-ফিরূন' পাঠ করবে, তার এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠের সমান সওয়াব লাভ হবে। আর যে, ব্যক্তি 'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পাঠ করবে তার এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের সমান সওয়াব লাভ হবে।" *(তিরমিযী ২৮৯৩, সহীহুল জামে' ৬৪৬৬ নং)*

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ)). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَنْ أَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ)).

(১৪৪৮) মুআয বিন আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি 'কুল হুঅল্লা-হু আহাদ' শেষ পর্যন্ত ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে এক মহল নির্মাণ করবেন।" এ কথা শুনে উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বললেন, 'তাহলে আমরা বেশি বেশি করে পড়ব হে আল্লাহর রসূল!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহও বেশি দানশীল ও বেশি পবিত্র।" *(আহমাদ ১৫৬১০, প্রমুখ, সিসিলাহ সহীহাহ ৫৮৯নং)*

عن أبي هريرة– رضي الله عنه – قال : أقبلت مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فسمع رجلا يقرأ { قل هو الله أحد } فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (وجبت (قلت : ما وجبت ؟ قال : (الجنة).

(১৪৪৯) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ-এর সাথে (একস্থানে) আগমন করলাম। তিনি এক ব্যক্তির নিকট শুনলেন, সে 'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়ছে। অতঃপর তিনি বললেন, "অনিবার্য।" আমি বললাম, 'কি অনিবার্য?!' তিনি বললেন, "জান্নাত।" *(তিরমিযী ২৮৯৭নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ : { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } قَالَ : ((إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن)) . ورواه البخاري في صَحِيحِهِ تعليقاً.

(১৪৫০) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি

এই (সূরা) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি।' তিনি বললেন, "এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" *(তিরমিযী ২৯০১নং হাসান সূত্রে, বুখারী বিচ্ছিন্ন সনদে ৭৭৫নং এর আগে)*

وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِى صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « سَلُوهُ لأَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ ». فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ ».

(১৪৫১) আয়েশা رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে এক (জিহাদের) সৈন্যদলের সেনাপতিরূপে প্রেরণ করলেন। সে তাদের নামাযে ইমামতিকালে প্রত্যেক সূরার শেষে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' যোগ করে ক্বিরাআত শেষ করত। যখন তারা ফিরে এল তখন সে কথা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট উল্লেখ করল। তিনি বললেন, "তোমরা ওকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমনটি করে?" সুতরাং তারা ওকে জিজ্ঞাসা করলে লোকটি বলল, 'কারণ, সূরাটিতে পরম দয়ালু (আল্লাহর) গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি ওটাকে (বারবার) পড়তে ভালোবাসি।' একথা শুনে তিনি বললেন, "ওকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ আয্যা অজাল্লও ওকে ভালো বাসেন।" *(বুখারী ৭৩৭৫ নং, মুসলিম ৮-১৩ নং)*

وَعَنْ عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ؟ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ })). رواه مسلم

(১৪৫২) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, "তুমি কি দেখনি, আজ রাত্রে আমার উপর কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যার অনুরূপ আর কিছু দেখা যায়নি? (আর তা হল,) 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস।" *(মুসলিম ১৯২৭, তিরমিযী ২৯০২নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ ، وَعَيْنِ الإِنْسَانِ ، حَتَّى نَزَلَتْ المُعَوِّذَتَانِ ، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(১৪৫৩) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সূরা ফালাক্ব ও নাস অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ ভাষাতে) জিন ও বদ নজর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরিশেষে যখন উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হল, তখন ঐ সূরা দু'টি দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং অন্যান্য সব পরিহার করলেন।' *(তিরমিযী ২০৫৮নং, হাসান)*

وعن ابْنِ عَابِسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا ابْنَ عَابِسٍ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذَ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ؟)) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)).

(১৪৫৪) একদা ইবনে আবেস জুহানী ﷺ-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে ইবনে আবেস! আমি তোমাকে উত্তম ঝাড়-ফুঁকের কথা বলে দেব না কি, যার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে থাকে?" তিনি বললেন, 'অবশ্যই বলে দিন, হে রাসূলাল্লাহ!' তিনি ফালাক ও নাস সূরা দুটিকে উল্লেখ ক'রে বললেন, "এ সূরা দুটি হল মুআব্বিযাতান (ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র)।" *(আহমাদ ১৫৪৪৮, ১৭২৯৭, নাসাঈ কুবরা ৭৮৪৭নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((مِنَ القُرْآنِ سُورَةٌ ثَلاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ})). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(১৪৫৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুরআনে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা এমন আছে, যা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে এবং শেষাবধি তাকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে 'তাবা-রাকাল্লাযী বিয়্যাদিহিল মুল্ক' (সূরা মুল্ক)।" *(আবূ দাউদ ১৪০২, তিরমিযী ২৮৯১নং, হাসান)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ)) . وفي رواية : ((مِنْ آخِرِ سُورَةِ الكَهْفِ)) رواهما مسلم

(১৪৫৬) আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুরা কাহফের প্রথম দিক থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের (ফিৎনা) থেকে পরিত্রাণ পাবে।" অন্য বর্ণনায় 'কাহফ সূরার শেষ দিক থেকে' উল্লেখ হয়েছে। *(মুসলিম ১৯১৯-১৯২০নং)*

وعن أَبِي سَعِيدٍ قال قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ)).

(১৪৫৭) আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করে, সে ব্যক্তির জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তী কাল জ্যোতির্ময় হয়ে যায়।" *(হাকেম, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৬৪৭০নং)*

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ ، وَقَالَ : ((إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ)).

(১৪৫৮) ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শয়ন করার আগে শুরুতে তসবীহ (সুবহা-না, সাব্বাহা, য়্যুসাব্বিহু, ও সাব্বিহ)বিশিষ্ট (বানী ইসরাঈল, হাদীদ, হাশ্র, সাফ্ফ, জুমুআহ, তাগাবুন, ও আ'লা এই সাতটি) সূরা পাঠ করতেন। তিনি বলেন, "ঐ সূরাগুলির মধ্যে এমন একটি আয়াত নিহিত আছে যা এক হাজার আয়াত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(আহমাদ ১৭২৯২, আবূ দাউদ ৫০৫৭, তিরমিযী ২৯২১নং)*

عَنْ ابن مسعود ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامًا ، وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)).

(১৪৫৯) ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই প্রত্যেক বস্তুরই

চূড়া আছে; আর কুরআনের চূড়া হল সূরা বাক্বারাহ---।” *(হাকেম ২০৬০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৮৮নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقرَةِ)). رواه مسلم

(১৪৬০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কেননা, যে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে।” *(মুসলিম ১৮৬০নং)*

(অর্থাৎ সুন্নত ও নফল নামায তথা পবিত্র কুরআন পড়া ত্যাগ ক’রে ঘরকে কবর বানিয়ে দিয়ো না। যেহেতু কবরে এ সব বৈধ নয়।)

وَعَنْ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟)) قُلْتُ : { اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ } فَضَرَبَ فِي صَدْرِي ، وَقَالَ : ((لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ)). رواه مسلم

(১৪৬১) উবাই ইবনে কা’ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “হে আবূ মুনযির! তুমি কি জান, মহান আল্লাহর গ্রন্থ (আল-কুরআন)এর ভিতর তোমার যা মুখস্থ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় (মর্যাদাপূর্ণ) আয়াত কোন্‌টি?” আমি বললাম, ‘সেটা হচ্ছে আয়াতুল কুর্সী।’ সুতরাং তিনি আমার বুকে চাপড় মেরে বললেন, “আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান তোমাকে ধন্য করুক।” *(মুসলিম ১৯২১নং)*

(অর্থাৎ তুমি, নিজ জ্ঞানের বর্কতে উক্ত আয়াতটির সন্ধান পেয়েছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।)

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : إِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَبَا هُرَيرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً ، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . فَقَالَ : ((أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ)) فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ ، لِقَولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَصَدْتُهُ ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ ، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَبَا هُرَيرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً ، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . فَقَالَ : ((إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ)) فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَة ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لاَ تَعُودُ ! فَقَالَ : دَعْنِي فَإِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا ، قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ

: ((مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، قَالَ : ((مَا هِيَ ؟)) قُلْتُ : قَالَ لِي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ : { اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ } وَقَالَ لِي : لاَ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟)) قُلْتُ : لاَ . قَالَ : ((ذَاكَ شَيْطَانٌ)). رواه البخاري

(১৪৬২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত (ফিৎরার মাল-ধন) দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। বস্তুতঃ (আমি পাহারা দিচ্ছিলাম ইত্যবসরে) একজন আগমনকারী এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, 'তোকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করব।' সে আবেদন করল, 'আমি একজন সত্যিকারের অভাবী। পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর, আমার দারুণ অভাব।' কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আবূ হুরাইরা! গত রাতে তোমার বন্দী কী আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে তার অভাব ও (অসহায়) পরিবার-সন্তানের অভিযোগ জানাল। সুতরাং তার প্রতি আমার দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।"

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ উক্তি শুনে সুনিশ্চিত হলাম যে, সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার প্রতীক্ষায় থাকলাম। সে (পূর্ববৎ) এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে বললাম, 'অবশ্যই তোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পেশ করব।' সে বলল, 'আমি অভাবী, পরিবারের দায়িত্ব আমার উপর, (আমাকে ছেড়ে দাও) আমি আর আসব না।' সুতরাং আমার মনে দয়া হল। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে উঠে (যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম তখন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "আবূ হুরাইরা! গত রাত্রে তোমার বন্দী কিরূপ আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার অভাব ও অসহায় সন্তান-পরিবারের অভিযোগ জানাল। সুতরাং আমার মনে দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।"

সুতরাং তৃতীয়বার তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে (এসে) আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম, "এবারে তোকে নবী ﷺ-এর দরবারে হাযির করবই। এটা তিনবারের মধ্যে শেষবার। 'ফিরে আসবো না' বলে তুই আবার ফিরে এসেছিস।" সে বলল, 'তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে এমন কতকগুলি শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন।' আমি বললাম, 'সেগুলি কী?' সে বলল, 'যখন তুমি (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুর্সী পাঠ ক'রে (ঘুমাবে)। তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না।'

সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আবার সকালে (রাসূলুল্লাহ ﷺএর কাছে গেলাম।) তিনি আমাকে বললেন, "তোমার বন্দী কী আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল!

সে বলল, “আমি তোমাকে এমন কতিপয় শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ আমার কল্যাণ করবেন।” বিধায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।’ তিনি বললেন, “সে শব্দগুলি কী?” আমি বললাম, ‘সে আমাকে বলল, “যখন তুমি বিছানায় (শোয়ার জন্য) যাবে, তখন আয়াতুল কুর্সী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ‘আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম’ পড়ে নেবে।” সে আমাকে আরো বলল, “তার কারণে আল্লাহর তরফ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসবে না।” (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, “শোনো! সে নিজে ভীষণ মিথ্যাবাদী; কিন্তু তোমাকে সত্য কথা বলেছে। হে আবূ হুরাইরা! তুমি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে?” আমি বললাম, ‘জী না।’ তিনি বললেন, “সে শয়তান ছিল।” *(বুখারী ২৩১১নং)*

عَن أبي أُمَامَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ((مَن قَرَأَ آيَة الْكُرْسِيّ دبر كل صَلَاة مَكْتُوبَة لم يمنعهُ من دُخُول الْجنَّة إِلَّا أَن يَمُوت)).

(১৪৬৩) আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পশ্চাতে ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাত প্রবেশের পথে বাধা হবে না। *(নাসাঈ কুবরা ৯৯২৮, ত্বাবারানী ৭৫৩২, সহীহুল জামে ৬৪৬৪ নং)*

وَعَنْ أَبي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ.

(১৪৬৪) আবূ মাসঊদ বদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত দু’টি পাঠ করবে, তার জন্য সে দু’টি যথেষ্ট হবে।” *(বুখারী ৪০০৮, মুসলিম ১৯১৪-১৯১৬নং)*

বলা হয়েছে যে, সে রাতে অপ্রীতিকর জিনিসের মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে। অথবা তাহাজ্জুদের নামায থেকে যথেষ্ট হবে।

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : بَيْنَمَا جِبْرِيلُ عليه السلام قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوقِهِ ، فَرَفَعَ رَأسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إلاَّ اليَوْمَ ، فنَزلَ منهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطّ إلاَّ اليَومَ فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤتَهُمَا نَبيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إلاَّ أُعْطِيتَه. رواه مسلم

(১৪৬৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল عليه السلام নবী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলেন। এমন সময় উপর থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি (জিবরীল) মাথা তুলে বললেন, ‘এটি আসমানের একটি দরজা, যা আজ খোলা হল। ইতোপূর্বে এটা কখনও খোলা হয়নি। ওদিক দিয়ে একজন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হল। এই ফিরিশ্তা যে দুনিয়াতে অবতরণ করেছে, ইতোপূর্বে কখনও অবতরণ করেনি।’ সুতরাং তিনি এসে নবী ﷺ-কে সালাম জানিয়ে বললেন, “আপনি দু’টি জ্যোতির সুসংবাদ নিন। যা আপনার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (সে দু’টি হচ্ছে) সূরা ফাতেহা ও সূরা বাক্বারার শেষ

আয়াতসমূহ। ওর মধ্য হতে যে বর্ণটিই পাঠ করবেন, তাই আপনাকে দেওয়া হবে।” *(মুসলিম ১৯১৩নং)*

কুরআন পঠন-পাঠনের মাহাত্ম্য

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُمْ ، إلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ)). رواه مسلم

(১৪৬৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ (কুরআন) পাঠ করে, তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অধ্যয়ন করে, তাহলে তাদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাঁর রহমত ঢেকে নেয়, আর ফিরিশ্তাবর্গ তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নিকটস্থ ফিরিশ্তামন্ডলীর কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন।” *(মুসলিম ৭০২৮, আবূ দাউদ ১৪৫৭নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ « أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِى غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ « أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ ».

(১৪৬৭) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা সুফ্ফাহ (মসজিদে নববীর এক বিষেশ মন্ডপ; যাতে দরিদ্র মুহাজিরগণ অবস্থান করতেন সেই স্থানে) ছিলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ গৃহ হতে বের হয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন, “তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, প্রত্যহ বুত্বহান (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) অথবা আক্বীক্ব (মদীনার এক উপত্যকা) গিয়ে দুটি করে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট উটনী নিয়ে আসবে; যাতে কোন পাপ ও নাহক কারো অধিকার হরণও হবে না?” আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! এতো আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করে।’ তিনি বললেন, “তাহলে সে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত শিক্ষা অথবা (বুঝে) মুখস্থ করে না কেন? এটাই দুটি উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অনুরূপ ৩টি আয়াত ৩টি উষ্ট্রী, ৪টি আয়াত ৪টি উষ্ট্রী এবং এর চেয়ে অধিক সংখ্যক আয়াত ঐরূপ অধিক সংখ্যক উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!” *(মুসলিম ৮০৩ নং)*

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ قَالُوا فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ.

(১৪৬৮) আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রঃ) বলেন, 'আমাদেরকে আমাদের ওস্তাদগণ বর্ণনা করেছেন যে, যাঁরা নবী ﷺ-এর ছাত্র ছিলেন তাঁরা দশটি আয়াত শিখলে ততক্ষণ পর্যন্ত আর আগে বাড়তেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দশ আয়াতের বর্ণিত ইল্ম ও আমল শিক্ষা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা ইল্ম ও আমল উভয়ই (একই সময়ে) শিক্ষা করেছি।' *(আহমাদ ২৩৪৮২নং)*

قَالَ (رجل) إِنِّى لأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِى الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ...

(১৪৬৯) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ-কে এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক রাকআতে মুফাস্স্বাল (সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত অংশ) পাঠ করি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'কবিতা আওড়ানোর মত পড়? কিছু সম্প্রদায় আছে যারা কুরআন পড়ে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নিচে নামে না। আসলে সেই কুরআন পাঠ কাজে দেবে, যা হৃদয়ে এসে গেঁথে যাবে এবং তা পাঠকারীকে উপকৃত করবে---।' *(বুখারী ৭৭৫, মুসলিম ১৯৪৫নং)*

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ ».

(১৪৭০) আব্দুল্লাহ বিন আম্র কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি কুরআন বুঝে না, যে তিন দিনের কম সময়ে তা খতম করে।" *(আবূ দাঊদ ১৩৯৬, তিরমিযী ২৯৪৯, ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৭৭৪৩নং)*

وعن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قال قال رسول الله ﷺ : ((لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ)).

(১৪৭১) আম্র বিন হাযম কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আর পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে।" *(মালেক ৪৬৮, ইরওয়াউল গালীল ১২২নং)*

(১৪৭২) মুসআব বিন সা'দ বিন আবী অক্কাস বলেন, আমি সা'দ বিন আবী অক্কাসের জন্য মুসহাফ ধারণ করতাম। একদা আমি চুলকালাম। তা দেখে সা'দ বললেন, সম্ভবতঃ তুমি তোমার প্রস্রাব-দ্বার স্পর্শ করলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি ওঠো এবং ওযূ করে এসো। অতঃপর আমি উঠে ওযূ করে এলাম। *(মুঅত্ত্বা, বাইহাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৬১)*

(১৪৭৩) একদা উমার ﷺ এক সম্প্রদায়ের নিকট এলেন; তখন তারা কুরআন পড়ছিল। সেখান থেকে তিনি (পেশাব অথবা পায়খানার) প্রয়োজনে গেলেন এবং কুরআন পড়তে পড়তে ফিরে এলেন। তা দেখে এক ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে বলল, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! ওযূ না করেই আপনি কুরআন পাঠ করছেন?' তার এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমাকে এ ফতোয়া কে দিয়েছে (যে, বিনা ওযূতে কুরআন পড়া যাবে না)? (ঝুটা নবী) মুসাইলিমাহ নাকি?' *(মুঅত্ত্বা ৪৬৯নং)*

عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ: ((لا تجادلوا بالقرآن ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض فوا الله إن المؤمن ليجادل بالقرآن فيغلب وإن المنافق ليجادل بالقرآن فيغلب)).

(১৪৭৪) আব্দুর রহমান বিন জুবাইর বিন নুফাইর, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা নুফাইর থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করো না এবং আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ দ্বারা কিছু অংশকে মিথ্যাজ্ঞান করো না। আল্লাহর কসম! মু'মিন কুরআন নিয়ে বিতর্ক করলে পরাজিত হবে এবং মুনাফিক কুরআন নিয়ে বিতর্ক করলে বিজয়ী হবে।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪৪৭নং)*

(১৪৭৫) যিয়াদ বিন হুদাইর বলেন, একদা আমাকে উমার ﷺ বললেন,

هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا، قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين.

'তুমি জান কি, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে?' আমি বললাম, 'জী না।' তিনি বললেন, 'ইসলামকে ধ্বংস করবে আলেমের পদস্খলন, কুরআন নিয়ে মুনাফিকের বিতর্ক এবং ভ্রষ্টকারী শাসকদের রাষ্ট্রশাসন।' *(দারেমী ২১৪নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ بِهِ الْجَنَّةَ ، قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ ، وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ لِلَّهِ – عز وجل)).

(১৪৭৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তার অসীলায় জান্নাত প্রার্থনা কর, সেই জাতি আসার পূর্বে, যারা তার অসীলায় দুনিয়া প্রার্থনা করবে। কুরআন তিন শ্রেণীর লোক শিক্ষা করবে; কিছু লোক তা নিয়ে ফখর করে বেড়াবে, কিছু লোক তার মাধ্যমে পেট চালাবে এবং কিছু লোক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা তেলাঅত করবে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২৬৩০, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৮নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَخْلُفُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً (أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةٌ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ)).

قَالَ بَشِيرٌ : فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ مَا هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ فَقَالَ الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ.

(১৪৭৭) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (সূরা মারয়্যামের ৫৯ আয়াত পাঠ করার পর) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "ষাট বছর পর কিছু অপদার্থ

পরবর্তীগণ আসবে, তারা নামায নষ্ট করবে ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হবে; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। অতঃপর এক জাতি আসবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের অক্ষকাস্থি পার হবে না। (হৃদয়ে জায়গা পাবে না।) কুরআন তিন ব্যক্তি পাঠ করে; মু'মিন, মুনাফিক ও ফাজের।"

বর্ণনাকারী বাশীর বলেন, আমি অলীদকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা তিন ব্যক্তি কে কে?' তিনি বললেন, 'মুনাফিক তা অস্বীকার করে, ফাজের তার অসীলায় পেট চালায় এবং মু'মিন তার প্রতি ঈমান রাখে।' *(আহমাদ ১১৩৬০, হাকেম ৩৪১৬, ৮৬৪৩নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/২৫৭)*

عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَانِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا ، فَسَكَتُوا ، فَقَالَ : ((لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ ، لَيْلَةَ الْجِنِّ ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ : (فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) قَالُوا : لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ ، فَلَكَ الْحَمْدُ)).

(১৪৭৮) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিকট বের হয়ে সূরা রহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ নীরব বসে তেলাঅত শুনছিলেন। তিনি বললেন, "যে রাত্রে আমার নিকট জিনের দল আসে, সে রাত্রে আমি উক্ত সূরা ওদের নিকট পাঠ করলে ওরা সুন্দর জওয়াব দিচ্ছিল। যখনই আমি পাঠ করছিলাম, (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার কর?) তখনই তারাও এর জওয়াবে বলছিল, অর্থাৎ, তোমার নেয়ামতসমূহের কোন কিছুকেই আমরা অস্বীকার করি না হে আমাদের প্রতিপালক! *(তিরমিযী ৩২৯১, সিঃ সহীহাহ ২১৫০নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ – أو – يَا وَيْلِى – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ».

(১৪৭৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আদম-সন্তান যখন সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করে, তখন শয়তান সরে গিয়ে কাঁদে ও বলে, 'হায় আমার দুর্ভোগ! আদম-সন্তান সিজদা করতে আদিষ্ট হয়ে সিজদা করেছে, ফলে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর আমি সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েও তা করতে অস্বীকার করেছি, ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম!" *(মুসলিম ২৫৪নং)*

কুরআনের তফসীর

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : يَا عَدِيُّ ، اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ

وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ) قَالَ : أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.

(১৪৮০) আদী বিন হাতেম ﷺ বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন আমার ঘাড়ে সোনার ক্রুশ ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, "হে আদী! এই প্রতিমা তোমার নিকট থেকে খুলে ফেল।" শুনলাম তিনি সূরা তাওবার এই আয়াত পাঠ করলেন,

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ)

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (তাওবাহ ঃ ৩১)

আমি নবী ﷺ-এর মুখে উক্ত আয়াত শুনে আরজ করলাম যে, ইয়াহুদী-নাসারারা তো নিজেদের আলেমদের কখনো ইবাদত করেনি, তাহলে এটা কেন বলা হয়েছে যে, তারা তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে? তিনি বললেন, "এ কথা ঠিক যে, তারা তাদের ইবাদত করেনি। কিন্তু এটা তো সঠিক যে, তাদের আলেমরা যা হালাল করেছে, তাকে তারা হালাল এবং যা হারাম করেছে,তাকে তারা হারাম বলে মেনে নিয়েছে। আর এটাই হল তাদের ইবাদত করা।" *(তিরমিযী ৩০৯৫নং)*

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ – رضى الله عنه – قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) قَالَ لَهُ عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِى عِقَالَيْنِ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ».

(১৪৮১) আদী বিন হাতেম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,

(حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

অর্থাৎ, তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) হতে ঊষার সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি (মাথায় রুমালের উপর ব্যবহার্য) একটি সাদা ও একটি কালো মোটা রশি (বালিশের নিচে) রাখলেন। রাত্রি হলে তিনি লক্ষ্য করলেন, কিন্তু (কোন্টা সাদা ও কোন্টা কালো) তা স্পষ্ট হল না। সকাল হলে তিনি এ কথা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, "তোমার বালিশ তাহলে খুবই বিশাল! কালো সুতা ও সাদা সুতা তোমার বালিশের নিচে ছিল?!" *(বুখারী ৪৫০৯নং)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তার মানে হল, রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।" *(বুখারী ১৯১৬, মুসলিম ২৫৮৫নং)*

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَقَالُوا أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله

عليه وسلم– « لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ (يَا بُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)

(১৪৮২) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন,

(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ)

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। (আন্‌আম ঃ ৮২)

'এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হল, তখন মুসলিমদের নিকট বিষয়টি কঠিন মনে হল। বলল, 'আমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের উপর যুল্‌ম (অন্যায় বা পাপ) করে না?' তা শুনে রসূল ﷺ বললেন, (তোমরা যে যুল্‌ম মনে করছ) তা নয়। বরং তা (সবচেয়ে বড় যুল্‌ম) কেবলমাত্র শির্ক। তোমরা কি পুত্রকে সম্বোধন করে লুকমানের উক্তি শ্রবণ করনি? (তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন),

(يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ)

অর্থাৎ, হে বৎস্য! আল্লাহর সাথে শির্ক করো না, নিশ্চয় শির্ক বড় যুল্‌ম। *(বুখারী ৬৯৩৭, মুসলিম ৩৪২নং)*

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ « صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ».

(১৪৮৩) একদা য়্যা'লা বিন উমাইয়া ﷺ উমার ﷺ-কে বলেন, কী ব্যাপার যে, লোকেরা এখনো পর্যন্ত নামায কসর পড়েই যাচ্ছে, অথচ মহান আল্লাহ তো কেবল বলেছেন যে, "যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর কর, তখন তোমরা নামায সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; যদি তোমরা এই আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।" আর বর্তমানে তো ভীতির সে অবস্থা অবশিষ্ট নেই?

উমার ﷺ উত্তরে বললেন, যে ব্যাপারে তুমি আশ্চর্যবোধ করছ, আমিও সেই ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করে নবী ﷺ-এর নিকট এ কথার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "এটা তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর একটি সদকাহ। সুতরাং তোমরা তাঁর সদকাহ গ্রহণ কর।" *(আহমাদ, মুসলিম ১৬০৫, মিশকাত ১৩৩৫নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِهِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ)).

(১৪৮৪) আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই কুরআনের ব্যাখ্যার উপর লড়বে, যেমন আমি ওর অবতরণের উপর লড়ছি।" *(মুসনাদে আহমাদ ১১২৮৯, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

সুন্নাহ অধ্যায়

সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব ও তার কিছু আদব প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر : ٧]

অর্থাৎ, আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى } [النجم :٣-٤]

অর্থাৎ, সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। *(সূরা নাজ্‌ম ৩-৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } [آل عمران : ٣١]

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرِ } [الأحزاب:٢١]

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(সূরা আহ্‌যাব ২১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } [النساء : ٦٥]

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ } [النساء : ٥٩] قَالَ العلماء : معناه إِلَى الكتاب والسُّنّة،

অর্থাৎ, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। *(ঐ ৫৯ আয়াত)*

উলামাগণ বলেন, এর অর্থ হল ঃ কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দাও।

তিনি আরো বলেন, { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ } [النساء : ٨٠]

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল। *(ঐ ৮০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

{ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللهِ } [الشورى : ٥٢-٥٣]

অর্থাৎ, আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর---সেই আল্লাহর পথ । *(সূরা শুরা ৫২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور : ٦٣]

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ } [الأحزاب : ٣٤]

অর্থাৎ, আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখ। *(সূরা আহযাব ৩৪ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((دَعُونِي مَا تَـرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَـا أَهْلَـكَ مَـنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَـاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَـرْتُكُمْ بِـأَمْرٍ فَـأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৪৮৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমি যে ব্যাপারে তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি, সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা হতে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর।" *(বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ৩৩২ ১নং)*

عَنْ أَبِي نَجيحٍ العِرباضِ بنِ سَارِيَةَ ﷺ قَالَ : وَعَظَنَـا رسـولُ اللهِ ﷺ مَوعظـةً بَليغَـةً وَجِلَـتْ مِنْهَـا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رسولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِـنَا، قَـالَ: ((أُوصِـيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِـشْ مِـنْكُمْ فَـسَيَرَى اختِلافـاً كَثيراً ، فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِـذِ ، وَإِيَّـاكُمْ وَمُحْـدَثَاتِ

الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

(১৪৮৬) আবূ নাজীহ ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২নং)*

আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।"

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ((كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أبَى)). قيلَ : وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُول الله ؟ قَالَ : ((مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى)). رواه البخاري

(১৪৮৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে?' তিনি বললেন, "যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাত যেতে স্বীকার করবে।" *(বুখারী ৭২৮০নং)*

عَنْ أَبِي مُسلِمٍ ، وَقِيلَ : أَبِي إيَاسٍ سَلَمَةَ بنِ عَمرِو بنِ الأكوَعِ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : ((كُلْ بِيَمِينِكَ)) قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ . قَالَ : ((لاَ اسْتَطَعْتَ)) مَا مَنَعَهُ إلاَّ الكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إلَى فِيهِ . رواه مسلم

(১৪৮৮) আবূ মুসলিম মতান্তরে আবূ ইয়াস সালামাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আকওয়া' ﷺ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বাম হাতে খাবার খেল। তিনি বললেন, "তুমি তোমার ডান হাতে খাও।" সে বলল, 'আমি পারব না।' তখন তিনি বললেন, "তুমি যেন না পারো।" একমাত্র অহংকার তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বাধা দিয়েছিল। অতঃপর সে তার ডান হাত তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি। *(মুসলিম ৫৩৮৭নং)*

عَنْ أَبِي عَبدِ الله النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عنهما ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يقول : ((لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية لمسلم : كَانَ رَسُول الله ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كأنَّما يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ حَتَّى إذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ . ثُمَّ خَرَجَ يَوماً فقامَ حَتَّى كَادَ أنْ يُكَبِّرَ فرأَى رَجلاً بَادياً صَدْرُهُ ، فَقَالَ : ((عِبَادَ

اللّه ! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)) .

(১৪৮৯) নু'মান বিন বাশীর ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা তোমাদের (নামাযের) কাতার অবশ্যই সোজা কর, নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। (অথবা তোমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।)" *(বুখারী ৭১৭, মুসলিম ১০০৬নং)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতারসমূহ এমনভাবে সোজা করতেন, যেন তিনি তার দ্বারা তীর সোজা করছেন। যতক্ষণ না তিনি অনুভব করতেন যে, আমরা তাঁর নিকট থেকে এর গুরুত্ব বুঝে নিয়েছি। অতঃপর একদিন তিনি (নামায পড়ার জন্য) বের হয়ে তিনি (ইমামের জায়গায়) দাঁড়ালেন। এমনকি তিনি তকবীর বলে নামায শুরু করতে যাচ্ছেন, এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে দেখলেন যে, সে তার বুক কাতার থেকে বের ক'রে রেখেছে। সুতরাং তিনি বললেন, "হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে, নচেৎ তিনি তোমাদের চেহারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। (অথবা তোমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।)" *(মুসলিম ১০০৭নং)*

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رسولُ اللّه ﷺ بِشَأْنِهِمْ ، قَالَ : ((إنَّ هذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৪৯০) আবূ মূসা ﷺ বলেন যে, মদীনায় রাতের বেলায় একটি ঘর তার বাসিন্দা সমেত পুড়ে গেল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের সংবাদ দেওয়া হল, তখন তিনি বললেন, "এই আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন ঘুমোতে যাবে, তখন তা নিভিয়ে দাও।" *(বুখারী ৬২৯৪, মুসলিম ৫৩৭৭নং)*

عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ((إنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللّه بِهِ مِنَ الهُدَى والعِلْم كَمَثَلِ غَيثٍ أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ ، قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ والعُشْبَ الكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أمسَكَتِ المَاء فَنَفعَ اللّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ طَائفةً مِنْهَا أخْرَى إنَّمَا هِيَ قيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللّهِ وَنَفَعَهُ بمَا بَعَثَنِي اللّه بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأساً وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৪৯১) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ যা যমীনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সব্জি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করলেন। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল।

আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর সেই হিদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।” *(বুখারী ৭৯, মুসলিম ৬০৯৩নং)*

عَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا ، وَأَنَا آخذٌ بحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيَّ)). رواه مسلم

(১৪৯২) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্বলিত করল। অতঃপর তাতে উচ্চুঙ্গ ও পতঙ্গ পড়তে আরম্ভ করল, আর সে ব্যক্তি তা হতে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাচ্ছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে (জাহান্নামের আগুনে) পতিত হচ্ছ।” *(মুসলিম ৬০৯৮, বুখারী ৬৪৮৩নং)*

عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنْ الْمَأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ الْمَأْدُبَةِ فَقَالُوا أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ)).

(১৪৯৩) জাবের ﷺ বলেন, একদিন একদল ফিরিশ্তা নবী ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ফিরিশ্তাগণ একে অপরকে বলতে লাগলেন, ‘তোমাদের এই বন্ধুর একটি উপমা আছে, অতএব তোমরা সেটি বর্ণনা কর।’ তখন তাঁদের কেউ বললেন, ‘তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন।’ তাঁদের কেউ বললেন, ‘তাঁর চোখে ঘুম থাকলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত।’ তখন তাঁরা বললেন, ‘তাঁর উপমা হল; এক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করে খাবারের দস্তরখানা প্রস্তুত করে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে আনার জন্য একজন আহবায়ককে প্রেরণ করল। অতঃপর যে ঐ আহবায়কের আহবানে সাড়া দিল, সে ঐ গৃহে প্রবেশ করে সেখানে রাখা খাবার খেতে পেল। আর যে আহবায়কের আহবানে সাড়া দিল না, সে ঐ গৃহে প্রবেশ করে সেখানে রাখা খাবার খেতে পেল না।’ অতঃপর তাঁরা আপোসে বললেন, ‘তোমরা এই উপমার তাৎপর্য বলে দাও, যাতে তিনি বুঝতে পারেন।’ এবারও তাঁদের কেউ বললেন, ‘তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন।’ তাঁদের কেউ বললেন, ‘তাঁর চোখে ঘুম থাকলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত।’ তখন তাঁরা বললেন, ‘ঐ গৃহ হল জান্নাত। ঐ আহবায়ক হলেন মুহাম্মাদ। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করবে, সে আসলে আল্লাহর

আনুগত্য করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের নাফরমানি করবে, সে আসলে আল্লাহরই নাফরমানি করবে। আর মুহাম্মদ হলেন মানুষের (মুমিন ও কাফেরের) মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী (মানদন্ড)। *(বুখারী ৭২৮১, মিশকাত ১৪৪নং)*

عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِىَ اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَإِنِّى أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِى وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِى وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ».

(১৪৯৪) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "আমার এবং যে জিনিস দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হল এই যে, এক ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার এই দু' চোখে একদল শত্রুসৈন্য দেখে আসছি এবং আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা (বাঁচার জন্য) তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।' এ কথা শুনে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক তার কথা মেনে নিয়ে রাতারাতি পলায়ন করল এবং এতে তারা ধীরে-সুস্থে যেতে পারল, আর (শত্রুর কবল থেকে) মুক্তিও পেল। পক্ষান্তরে অন্য একদল লোক তার সেই কথাকে মিথ্যা মনে করল। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে রাত্রিবাস করল। কিন্তু ভোর হতেই শত্রুসৈন্য তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিল। এই হল সেই ব্যক্তির উদাহরণ, যে আমার আনুগত্য করে আমি যা আনয়ন করেছি তার অনুসরণ করে এবং সেই ব্যক্তির উদাহরণ, যে আমার অবাধ্য হয় এবং আমার আনীত সত্য বিষয়কে মিথ্যায়ন করে।" *(বুখারী ৬৪৮২, মুসলিম ৬০৯৪, মিশকাত ১৪৮নং)*

وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُول الله ﷺ بِمَوعِظَةٍ ، فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ مَحْشُورونَ إِلَى الله تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } [الأنبياء: ١٠٤] ألا وَإِنَّ أَوَّلَ الخَلائِقِ يُكْسى يَومَ القِيَامَةِ إبراهيمُ ﷺ ، أَلاَ وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرجَالٍ مِنْ أُمَّتي فَيُؤخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي . فَيُقَالُ : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبدُ الصَّالِحُ : { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ } إِلَى قولِهِ: { العَزِيزُ الحَكِيمُ } [المائدة : ١١٧ – ١١٨] فَيُقَالُ لِي : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৪৯৫) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নসীহত করার জন্য আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে লোক সকল! তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। (আল্লাহ বলেন,) 'যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছি আমি পুনর্বার তাকে সেই অবস্থায় ফিরাবো। এটা আমার প্রতিজ্ঞা, যা আমি পুরা করব।' *(সূরা আম্বিয়া ১০৪ আয়াত)*

জেনে রাখো! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্রাহীম ﷺ-কে বস্ত্র পরিধান করানো হবে। আরো শুনে রাখ! সে দিন আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে অতঃপর তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আমি বলব, 'হে প্রভু! এরা তো আমার সঙ্গী।' কিন্তু আমাকে বলা হবে, 'এরা আপনার (মৃত্যুর) পর (দ্বীনে) কী কী নতুন নতুন রীতি আবিষ্কার করেছিল, তা আপনি জানেন না।' (এ কথা শুনে) আমি বলব--যেমন নেক বান্দা (ঈসা ﷺ) বলেছিলেন, "যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক। আর তুমি সর্ববস্তুর উপর সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' *(সূরা মায়েদা ১১৭ আয়াত)* অতঃপর আমাকে বলা হবে যে, 'নিঃসন্দেহে আপনার ছেড়ে আসার পর এরা (ইসলাম থেকে) পিছনে ফিরে গিয়েছিল।' *(বুখারী ৩৩৪৯, মুসলিম ৭৩৮০নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبدِ اللّهِ بنِ مُغَفَّلٍ ﷺ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّه ﷺ عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ : ((إِنَّـهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَنْكَأُ العَدُوَّ ، وإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وفي رواية : أنَّ قَريباً لابْنِ مُغَفَّل خَذَفَ فَنَهَاهُ ، وَقـالَ : إنَّ رَسُـول اللّه ﷺ نَهَـى عَـن الخَـذْفِ ، وَقَالَ: ((إنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيداً)) ثُمَّ عادَ ، فَقَالَ : أُحَدِّثُكَ أنَّ رسولَ اللّه ﷺ نَهَـى عَنْـهُ ، ثُـمَّ عُـدْتَ تَخذفُ!؟ لا أُكَلِّمُكَ أَبَداً.

(১৪৯৬) আবূ সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা দিয়ে শিকার করা যায় না এবং শত্রুকে ঘায়েলও করা যায় না। বরং তাতে চোখ নষ্ট হয় ও দাঁত ভাঙ্গে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইবনে মুগাফ্ফাল ﷺ-এর এক আত্মীয় দুই আঙ্গুল দিয়ে কাঁকর ছুঁড়ছিল। তা দেখে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (ঐভাবে) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা দিয়ে শিকার করা যায় না। কিন্তু সে আবার ঐ কাজ করতে লাগল। তখন তিনি বলে উঠলেন, 'আমি তোমাকে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন আবার তুমি ছুঁড়তে লাগলে? যাও! তোমার সাথে আর কথাই বলব না।' *(বুখারী ৬২২০, মুসলিম ৫১৬২-৫১৬৪নং)*

وعَن عَابِسِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ يُقَبِّلُ الحَجَرَ – يَعْنِي : الأَسْوَدَ – وَيَقُولُ: إني أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ، وَلَولا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৪৯৭) আ'বেস ইবনে রাবীআহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ-কে 'হাজরে আসওয়াদ' চুমতে দেখেছি, তিনি বলছিলেন, 'আমি সুনিশ্চিত জানি যে, তুমি একটা পাথর; তুমি না উপকার করতে পার, আর না অপকার? আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমাকে চুমতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমতাম না। *(বুখারী ১৫৯৭, ১৬১০, মুসলিম ৩১২৬-৩১২৮নং)*

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : ((يَا عَدِيُّ ! اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ))، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ) قَالَ : ((أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ)).

(১৪৯৮) আদী বিন হাতেম ﷺ বলেন, একদা আমি আল্লাহর নবী ﷺ-এর নিকট এলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, "হে আদী! তোমার দেহ থেকে এই প্রতিমা খুলে ফেলো।" আমি শুনলাম তিনি সূরা তওবার এই আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ, "তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (তাওবাহ ঃ ৩১) (আমি বললাম, আল্লাহ তো ইবাদতের কথা বলেছেন। কিন্তু ওরা তো পাদরীদের ইবাদত করত না।) তিনি বললেন, "ওরা তাদের ইবাদত করত না। কিন্তু তারা যা হালাল বলত, ওরা তাই হালাল এবং যা হারাম বলত, তাই হারাম বলে মেনে নিত।" (আদী বললেন, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, "এটাই হল তাদের ইবাদত করা।") *(তিরমিযী ৩০৯৫নং)*

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ... أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ)).

(১৪৯৯) মিকদাম বিন মা'দিকারিব বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শোন! আমাকে কুরআন দান করা হয়েছে এবং তারই সাথে তারই মতো (সুন্নাহ) দান করা হয়েছে। শোন! সম্ভবতঃ নিজ গদিতে বসে থাকা কোন পরিতৃপ্ত লোক বলবে, 'তোমরা এই কুরআনের অনুসরণ কর; তাতে যা হালাল পাও, তাই হালাল মনে কর এবং তাতে যা হারাম পাও, তাই হারাম মনে কর। ---সতর্ক হও! আল্লাহর রসূল যা হারাম করেন, তাও আল্লাহর হারাম করার মতোই।" *(আবূ দাউদ ৪৬০৬, ইবনে মাজাহ ১২, দারেমী ৫৮৬, মিশকাত ১৬৩নং)*

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((تَرَكْتُ فيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُما كِتابَ الله وسُنَّتي وَلَنْ يَتَفَرَّقا حَتَّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوْضَ)).

(১৫০০) আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। 'হওয' (কাওসারে) আমার নিকট অবতরণ না করা পর্যন্ত তা বিচ্ছিন্ন হবে না।" *(হাকেম ৩১৯নং)*

عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب الناس في حجة الوداع فقال : ((قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم و لكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله و سنة

نبيه ﷺ)).

(১৫০১) ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, বিদায়ী হজ্জে আল্লাহর রসূল ﷺ লোকেদের মাঝে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই মাটিতে তার উপাসনা হবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তোমরা যে সমস্ত কর্মসমূহকে অবজ্ঞা কর, তাতে তার আনুগত্য করা হবে---এ নিয়ে সে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে থাকো তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)" *(হাকেম ৩ ১৮, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

وعن عبد الله بن مسعود قال ((إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار)).

(১৫০২) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "এই কুরআন (কিয়ামতে) সুপারিশকারী; এর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে সে তাকে জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যাবে। আর যে তাকে বর্জন করবে অথবা তার থেকে বিমুখ হবে তাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(বায্যার হাদীসটিকে মওকূফ; সাহাবীর নিজস্ব উক্তি রূপে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি জাবের ﷺ কর্তৃক উক্ত হাদীসটিকেই মরফূ' (রসূল ﷺ এর উক্তি) রূপে বর্ণনা করেছেন। সহীহ তারগীব ৪৩, ১৪২৩নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ)).

(১৫০৩) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গন্ডির ভিতরেই থাকে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে) অতিক্রম করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(ইবনে আবী আসেম, ইবনে হিব্বান, আহমাদ ৬৯৫৮, ত্বাহাবী, সহীহ তারগীব ৫৬নং)*

عن أنس قال: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ ((أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)).

(১৫০৪) আনাস ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী

ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ৩৪৬৯নং)*

عن العرباض بن سارية قال قَالَ رسول الله ﷺ: ((قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ)).

(১৫০৫) ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, "অবশ্যই তোমাদেরকে উজ্জ্বল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) উপর ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতই। আমার পর ধ্বংসোন্মুখ ছাড়া অন্য কেউ তা হতে ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।" *(ইবনে আবী আসেম, আহমাদ ১৭১৪২, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬নং)*

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال : ((أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي)).

(১৫০৬) জাবের ﷺ বলেন, একদা উমার ﷺ-এর হাতে একটি পাতা ছিল, যার মধ্যে তাওরাতের কিছু অংশ লিখা ছিল। মহানবী ﷺ তা দেখে রাগান্বিত হয়ে তাঁকে বললেন, "আমার ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ আছে হে ইবনে খাত্ত্বাব? আমি কি শুভ্র ও নির্মল শরীয়ত নিয়ে আগমন করিনি? যদি আমার ভাই মূসা জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর অন্য কোন এখতিয়ার ছিল না।" অন্য বর্ণনামতে উমার ﷺ তাঁর নিকট এসে বললেন, আমরা ইয়াহুদীদের নিকট কিছু এমন কথা শুনি যা আমাদেরকে ভালো লাগে। আপনার কী রায়, তার কিছু লিখে নেব কি? তা শুনে তিনি বললেন, "তোমরাও কি নির্বিচারে সব কিছু মেনে নিতে চাও, যেমন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা মেনে নিয়েছে? যদি মূসা জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর অন্য কোন এখতিয়ার ছিল না।" *(আহমাদ ১৫১৫৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৬নং)*

(১৫০৭) একদা উমার ﷺ তাওরাতের কয়েকটি পাতা নিয়ে পড়ছিলেন। তা দেখে নবী ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন,

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ إِنَّكُمْ حَظِّي مِنْ الْأُمَمِ وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنْ النَّبِيِّينَ)).

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসাও জীবিত হয়ে এসে যান, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যাও এবং আমাকে বর্জন কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। নিশ্চয় উম্মতের মধ্যে তোমরা আমার অংশ এবং নবীগণের মধ্যে আমি তোমাদের অংশ।" *(আহমাদ ১৫৮৬৪, ১৮৩৩৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যদি মূসা তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর জন্য অন্য কিছু বৈধ হতো না। *(আহমাদ ১৪৬৩১, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ১৭৯, আবূ য়্যা'লা ২১৩৫নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ».

(১৫০৮) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, সেই সত্তার কসম! এই উম্মতের যে কেউ---ইয়াহুদী হোক বা খ্রিস্টান আমার কথা শুনবে, অতঃপর যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান আনবে না, সেই জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(মুসলিম ৪০৩নং)*

عن زيد بن أرقم قال: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِىَ رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ».

(১৫০৯) যায়দ বিন আরকাম বলেন, একদিন মক্কা-মদীনার মধ্যপথে 'খুম' নামক জলাশয়ের ধারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। সুতরাং তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে ওয়ায-নসীহত করার পর বললেন,

"অতঃপর হে লোক সকল! শোনো, আমি একজন মানুষ মাত্র, শীঘ্রই (আমার নিকট) আমার প্রতিপালকের দূত আসবেন এবং আমি (আল্লাহর নিকট যাওয়ার জন্য) তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তা মযবুত ক'রে ধারণ কর।" *(মুসলিম ৬৩৭৮নং)*

قال ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول : قال أبو بكر ، وعمر!!

(১৫১০) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আমার মনে হয় ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বলছি, 'নবী ﷺ বলেছেন' আর ওরা বলছে, 'আবু বকর ও উমর বলেছেন।' *(হাজ্জ ইবনে হায্‌ম, আহমাদ ৩১২১নং)*

আল্লাহর বিধান মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। আর যাকে এর দিকে আহ্বান করা হবে ও তাকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া হবে, সে কী উত্তর দেবে?

মহান আল্লাহ বলেন,

{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } [النساء : ٦٥]

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [النور : ٥١]

অর্থাৎ, যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই হল সফলকাম। *(সূরা নূর ৫১ আয়াত)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُول الله ﷺ : { للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ } الآية[البقرة : ٢٨٣] اشْتَدَّ ذلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَأَتَوا رَسُولَ الله ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ ، فَقَالُوا : أيْ رسولَ الله ، كُلِّفْنَا مِنَ الأَعمَالِ مَا نُطِيقُ : الصَّلاةَ والجِهَادَ والصِّيامَ والصَّدَقَةَ ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هذِهِ الآيَةُ وَلا نُطيقُها .قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((أتُرِيدُونَ أنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكتَابَينِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُولُوا سَمِعنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ)) فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا القومُ ، وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسنَتُهُمْ أنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي إثرِهَا : { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } [البقرة : ٢٨٥

] فَلَمَّا فَعَلُوا ذلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى ، فَأنزَلَ الله – عز وجل – : { لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة : ٢٨٦] قَالَ : نَعَمْ { رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا } قَالَ : نَعَمْ { رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به } قَالَ : نَعَمْ { وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } قَالَ : نَعَمْ . رواه مسلم

(১৫১১) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল, অর্থাৎ, "আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। যদি তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব গ্রহণ করবেন।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৪ আয়াত)* তখন এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য প্রচন্ড ভারী মনে হল। ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং তাঁরা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা (এমন) অনেক কাজের আদিষ্ট হয়েছি, যা (সম্পাদন) করা আমাদের ক্ষমতাধীন; (যেমন) নামায, জিহাদ, রোযা ও সাদকাহ। আর এই আয়াতটি যে আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্‌লে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান)দের মত বলতে চাও যে, 'আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম?' বরং তোমরা বল, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।' সুতরাং যখন লোকেরা আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিভে সেটি পঠিত হতে থাকল, তখন আল্লাহ তাআলা তারপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন, "রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও। সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) 'আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।" *(সূরা বাক্বারা ২৮৫ আয়াত)* যখন তাঁরা এ কাজ করলেন, তখন পূর্ববর্তী আয়াতটিকে আল্লাহ মনসূখ (রহিত) ক'রে দিলেন। অতঃপর (তার পরিবর্তে) অবতীর্ণ করলেন, "আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 'হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 'আর তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য

প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! *(মুসলিম ৩৪৪নং)*

অনুসরণের নমুনা

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– صَلاَتَهُ قَالَ « مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ». قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ جِبْرِيلَ –صلى الله عليه وسلم– أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا ».

(১৫১২) আবূ সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত, একদা নামায পড়তে পড়তে জিবরীল ﷺ মারফৎ মহানবী ﷺ তাঁর জুতায় নাপাকী লেগে থাকার সংবাদ পেলে তিনি তা খুলে ফেলে বাম দিকে রাখলেন। তা দেখে সাহাবাগণ সকলে নিজ নিজ জুতা খুলে ফেললেন। নামায শেষে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদেরকে তোমাদের জুতা খুলে ফেলতে কে উদ্বুদ্ধ করল?" তাঁরা বললেন, 'আমরা দেখলাম, আপনি আপনার জুতা খুলে ফেলেছেন, তাই আমরাও আমাদের জুতা খুলে ফেললাম।' তিনি বললেন, "জিবরীল আমাকে খবর দিলেন যে, তাতে নাপাকী লেগে আছে" (তাই আমি খুলে ফেলেছিলাম। তোমাদের জুতায় নাপাকী না থাকলে তা খুলে ফেলা জরুরী ছিল না।) *(আবূ দাউদ ৬৫০, দারেমী, মিশকাত ৭৬৬নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّى لأُقَبِّلُكَ وَإِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

(১৫১৩) আব্দুল্লাহ বিন সারজিস বলেন, আমি দেখেছি, একদা উমার ﷺ হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে চুমা দিচ্ছি। অথচ আমি জানি যে, তুমি কোন উপকার করতে পার না, অপকারও না। তবে যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।' *(মুসলিম ৩১২৮, বুখারী ১৫৯৭, ১৬১০নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ « اجْلِسُوا ». فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ».

(১৫১৪) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিতত, একদা জুমআর দিন আল্লাহর নবী ﷺ খুতবা দেওয়ার জন্য খাড়া হলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ মসজিদে এলেন। তিনি

সকলকে বসতে আদেশ করলে তা শুনেই ইবনে মাসঊদ ﷺ দরজার উপরেই বসে গেলেন। তা দেখে নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "(ভিতরে) এস হে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ!" *(আবূ দাউদ ১০৯৩নং, হাকেম ১/৪২৩, বাইহাক্বী ৩/২১৮)*

عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ النبي ﷺ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ قِبل مكة صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ.

(১৫১৫) বারা থেকে বর্ণিত, মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে এক ব্যক্তি আসরের নামায পড়ে কতিপয় আনসারদের নিকট দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বাইতুল মাক্বদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখে কসম খেয়ে বললেন যে, 'তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়ে আসছেন, আর (কিবলা পরিবর্তন করে) নবী ﷺ-এর মুখ কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" তাঁরা এই সংবাদ শুনেই আসরের নামাযের রুকুর অবস্থাতেই কা'বার দিকে ঘুরে পড়লেন। *(বুখারী ৪০, মুসলিম ১২০৮নং)*

...ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا.

(১৫১৬) হুদাইবিয়্যার সন্ধির সময় মক্কার কুরাইশদের প্রতিনিধি দল ও মুসলিমদের মাঝে কথাবার্তা ও টানাপোড়েন চলছিল। সেই অবস্থায় উরওয়াহ বিন মাসঊদ সাক্বাফী মুসলিমদের আচরণ সচক্ষে দর্শন করছিলেন। মুসলিমরা তাঁদের নবীর সাথে কী ব্যবহার করছে, তা তিনি সন্তর্পণে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কফ ফেলতেই তা ওদের কারো হাতে পড়ছিল এবং সে তা নিয়ে নিজের চেহারা ও চামড়ায় মেখে নিচ্ছিল। তিনি কোন আদেশ করলে তারা তাঁর আদেশ পালনে তৎপর ছিল। তিনি উযূ করলে তাঁর উযূর পানি নেওয়ার জন্য মারামারি করছিল। তিনি কথা বললে তারা নিজেদের আওয়াজ তাঁর কাছে নিচু ক'রে নিচ্ছিল। অতি সমীহতে তাঁর প্রতি তারা এক দৃষ্টে তাকাচ্ছিল না।'

উরওয়াহ নিজ সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! অনেক রাজা-বাদশার দরবারে গেছি, ক্বাইসার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারে গেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! কোন রাজাকে দেখিনি, তার প্রজারা তাকে তেমন সমীহ করে, যেমন মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিষ্যরা করে মুহাম্মাদের! *(বুখারী ২৭৩২নং)*

عن خزيمة بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرسا فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما حملك على الشهادة و لم تكن معه ؟ قال : صدقت يا رسول الله و لكن صدقتك بما قلت و عرفت أنك لا تقول إلا حقا فقال : من شهد له خزيمة و أشهد عليه فحسبه. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

(১৫১৭) খুযাইমা বিন ষাবেত কর্তৃক বর্ণিত, একদা মহানবী ﷺ সাওয়া বিন কাইস মুহারেবী বেদুঈনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। কিন্তু সে ঐ বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে এবং বলে, তুমি যদি আমার কাছে ঘোড়া কিনেছ, তাহলে সাক্ষী উপস্থিত কর। এ কথা শুনে খুযাইমাহ বিন ষাবেত সাহাবী তাঁর সপক্ষে সাক্ষি দিয়ে বললেন, এই ঘোড়া তোমার নিকট থেকে উনি খরীদ করেছেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তো আমাদের ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপস্থিত ছিলে না, তাহলে সাক্ষি দিলে কীভাবে? তিনি বললেন, আপনি যা বলেন, তাতেই আমি আপনাকে সত্যবাদী বলে জানি। আরো জানি যে আপনি কখনো মিথ্যা বলবেন না।' মহানবী ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তির সপক্ষে অথবা বিপক্ষে খুযাইমাহ সাক্ষি দেবে, সাক্ষির জন্য সে একাই যথেষ্ট।" আর তখন থেকেই তাঁর উপাধি পড়ে গেল 'ডবল সাক্ষি-ওয়ালা' সাহাবী। *(আবূ দাউদ ৩৬০৯, নাসাঈ ৪৬৪৭নং, ত্বাবারানী, হাকেম ২/২২, বাইহাকী ১০/১৪৬)*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ « لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ ». قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ « مَا لِنَخْلِكُمْ ». قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ».

(১৫১৮) আনাস ﷺ বলেন, একদা তিনি সাহাবাদেরকে দেখলেন, তাঁরা খেজুর মোছার পরাগ-মিলন সাধন করছেন; অর্থাৎ, ষাঁড়া গাছের মোছা নিয়ে মাদা গাছের মোছার সাথে বেঁধে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় ঐরূপ করাতে কোন লাভ নেই। ঐরূপ না করলেও খেজুর ফলবে।" তাঁর এ মন্তব্য শুনে সাহাবাগণ তা ত্যাগ করলেন। কিন্তু খেজুর ফলার সময় দেখা গেল, খেজুর পরিপুষ্ট হয়নি; ফলে তার ফলনও ভালো হয়নি। তিনি তা দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, তোমাদের খেজুরের ফলন নেই কেন?" তাঁরা বললেন, যেহেতু আপনি পরাগ-মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু তা না করার ফলে ফলন কম হয়েছে। তিনি বললেন, "আমি ওটা ধারণা করে বলেছিলাম। তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখ। অতএব তা ভালো হলে, তোমরা তা করতে পার।" *(মুসলিম ২৩৬১-২৩৬৩নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتْ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أُكِلَتْ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

(১৫১৯) আনাস ﷺ বলেন, খায়বারের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, গাধাগুলিকে খেয়ে নেওয়া হচ্ছে! রাসুলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন। দ্বিতীয় বার পুনরায় এসে বলল, 'গাধাগুলি খেয়ে নেওয়া হচ্ছে।' তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয় বার এসে বলল, 'গাধাগুলি শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।' অতঃপর নবী ﷺ একজন ঘোষণাকারীকে এই কথা ঘোষণা করার আদেশ করলেন, "আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করছেন।" এই ঘোষণা শোনামাত্র ফুটন্ত হাঁড়ির গোশ্ত মাটিতে ঢেলে দেওয়া হল। *(বুখারী ৪১৯৯নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِى يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ « يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

(১৫২০) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত দোযখের আঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?" অতঃপর নবী ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হল, 'তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাও। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও।)' কিন্তু লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি আর কক্ষনো তা গ্রহণ করব না, যা আল্লাহর রসূল ﷺ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।" *(মুসলিম ৫৫৯৩নং)*

عن أبي جحيفة قال أكلت ثريدة بلحم سمين فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أتجشأ فقال: ((اكفف عليك جشاءك أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة)). فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا كان إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لايتغدى.

(১৫২১) একদা আবূ জুহাইফা ﷺ গোশ্ত মিশ্রিত সারীদ খেয়ে মহানবী ﷺ-এর সামনে ঢেকুর তুললে তিনি তাঁকে বললেন, "আমাদের সামনে তোমার ঢেকুর তোলা বন্ধ কর। পার্থিব জীবনে যে বেশী পরিতৃপ্ত হয়, কিয়ামতের দিনে সে বেশী ক্ষুধার্ত হবে।" এ হাদীস শোনার পর তিনি মরণকাল পর্যন্ত কোনদিন পেট পুরে খানা খাননি। তিনি রাতের খাবার খেলে, দুপুরের খাবার খেতেন না এবং দুপুরের খাবার খেলে আর রাতের খাবার খেতেন না। *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৮৯২৯, আল-ইস্তিআব ৪/১৬২০, উসুদুল গাবাহ ৪/৪০০)*

عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لِلنِّسَاءِ « اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.

(১৫২২) আবূ উসাইদ আনসারী বলেন, এক সময় মসজিদ থেকে বের হয়ে পুরুষ ও মহিলাদেরকে এক সঙ্গে পাশাপাশি রাস্তায় চলতে দেখে নবী ﷺ বলেছিলেন, "হে মহিলাগণ! তোমরা পিছিয়ে যাও। পথের মধ্যভাগে চলা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়; বরং তোমরা পথের এক পাশ দিয়ে চলাচল কর।" মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল ঘেষে চলতে আরম্ভ করল। এমন কি তারা এমনভাবে দেওয়াল ঘেষে চলতে লাগল যে, তার ফলে তাদের দেহের পরিহিত কাপড় দেওয়ালে আটকে যেত! *(আবু দাউদ ৫২৭৪নং)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا « أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ». قَالَتْ لاَ. قَالَ « أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ». قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

(১৫২৩) আম্‌র বিন শুআইব, তিনি তাঁর পিতা থেকে এব তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদা জনৈক মহিলা তার কন্যাকে সঙ্গে করে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। তার মেয়ের হাতে দুই খানা সোনার মোটা বালা ছিল। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, "তুমি এর যাকাত প্রদান কর কি?" সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি পছন্দ কর যে, এই দুই খানা বালার পরিবর্তে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে আগুনের তৈরি দুই খানা বালা পরিধান করাবেন?" সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি বালা দুটি খুলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, 'এই বালা দুই খানা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য।' *(আবু দাউদ ১৫৬৫, নাসাঈ)*

قال عمر الفاروق ﷺ: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.

وفي رواية: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام ، فلن نبتغي العز بغيره.

(১৫২৪) উমার ফারূক ﷺ বলেছেন, 'আমরা ছিলাম সবার চেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মান দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে যে জিনিস দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তা ছাড়া অন্য জিনিস দ্বারা যখনই আমরা সম্মান অনুসন্ধান করব, তখনই আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আমরা এমন এক জাতি, যাদেরকে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আমরা তা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সম্মান অনুসন্ধান করব না।' *হাকেম ২০৭-২০৮, ৪৪৮ ১, (সিলসিলাহ সহীহাহ ১/১১৭)*

ইসলামের সরলতা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « ....ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ...».

(১৫২৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ভাষণে বলেছেন, "তোমাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে তোমরা আমাকেও ছেড়ে দাও। (যা তোমাদেরকে কিছু বলা হয়নি, তার ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না।) কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ধ্বংসের মূল কারণ ছিল, বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীদের সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়া।" *(মুসলিম ৩৩২ ১নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: ((الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ)).

(১৫২৬) ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ দ্বীন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়?' তিনি বললেন, "একনিষ্ঠ সরল।" *(আহমাদ ২১০৭, আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী ২৮৩, সিঃ সহীহাহ ৮৮ ১নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)). رواه أحمد

وفي رواية: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)).

(১৫২৭) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতি গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি অপছন্দ করেন যে, তাঁর অবাধ্যতা করা হোক।" *(আহমাদ ৫৮৬৬, ৫৮৭৩নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতিসমূহ গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি পছন্দ করেন যে, তাঁর ফরযসমূহ পালন করা হোক।" *(বাইহাক্বী, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান ৩৫৪নং, বায্যার প্রমুখ)*

একতা ও বিচ্ছিন্নতা

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَامَ فِينَا فَقَالَ « أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ ».

(১৫২৮) মুআবিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়ে বললেন, "শোনো! তোমাদের পূর্বে যে কিতাবধারী জাতি ছিল তারা ৭২ ফির্কায় বিভক্ত হয়েছিল। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফির্কায়; এদের মধ্যে ৭২টি ফির্কাহ হবে জাহান্নামী আর একটি মাত্র জান্নাতী। আর ঐ ফির্কাটি হল (আহলে) জামাআত। *(আহমাদ ১৬৯৩৭, আবূ দাউদ ৪৫৯৯নং)*

عن عبد الله بن عمرو ومعاوية قالا قال رسول الله ﷺ: ((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في

النار إلا واحدة)). قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ((الجماعة)). وفي رواية : ((ما أنا عليه وأصحابي)).

(১৫২৯) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ ও মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

উক্ত হাদীসেরই শেষাংশ,

« وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ ».

"আমার উম্মতের কয়েকটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের মাঝে ঐ খেয়াল-খুশী প্রতিক্রিয়াশীল হবে, যেমন কুকুরে কামড় দেওয়া লোকের ভিতরে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিক্রিয়াশীল হয়। প্রত্যেক শিরা-উপশিরা ও জোড়ে-জোড়ে তা প্রবেশ করে।" *(আবূ দাঊদ ৪৫৯৯, হাকেম ৪৪৩, ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ৪৯নং)*

قال ابن مسعود ﷺ: الجَمَاعَة مَا وَافَقَ الحَقَّ وَإِن كُنتَ وَحدَك.

(১৫৩০) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'হকের অনুসারীই হল জামাআত; যদিও তুমি একা হও।' *(ইবনে আসাকের, তারীখু দিমাশ্‌ক ৪৬/৪০৯, মিশকাত ১/৬১ টীকা নং ৫)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ قَالَ يَزِيدُ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ: (وَأَنَّ هذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ).

(১৫৩১) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ আমাদের জন্য স্বহস্তে একটি রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এটি আল্লাহর সরল পথ।" অতঃপর ঐ রেখার ডাইনে ও বামে কতকগুলি রেখা টেনে বললেন, "এগুলি বিভিন্ন পথ। এই পথগুলির প্রত্যেটির উপর একটি করে শয়তান আছে; যে ঐ পথের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।" অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করলেন,

অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এ

ভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা সাবধান হও। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত, আহমাদ ৪১৪২, নাসাঈ কুবরা ১১১৭৪, হাকেম ৩২৪১, মিশকাত ১/৫৯)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ».

(১৫৩২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে, যেমন শুরুতে আগমন করেছিল। সুতরাং সুসংবাদ ঐ মুষ্টিমেয় লোকেদের জন্য।" *(মুসলিম ৩৮৯নং)*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ الإِسْلامَ بَدَا غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، قِيلَ : وَمَنِ الْغُرَبَاءُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ)).

(১৫৩৩) সাহ্ল বিন সা'দ সায়েদী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে, যেমন শুরুতে আগমন করেছিল। সুতরাং শুভ সংবাদ ঐ (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য।" জিজ্ঞাসা করা হল, '(প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক লোক কারা? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "যারা মানুষ অসৎ হয়ে গেলে তাদেরকে সংস্কার করে সঠিক পথে রাখতে সচেষ্ট হয়।" *(আহমাদ ১৬৬৯০, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৫৫৪, আওসাত্ব ৩০৫৬নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ : ((طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ)). فَقِيلَ مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ((أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ)).

(১৫৩৪) আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ বলেন, একদা আমরা রসূল ﷺ-এর নিকটে ছিলাম, তিনি দুআ করে বললেন, "কল্যাণ ঐ (প্রবাসীর মত অসহায়) মুষ্টিমেয় লোকেদের জন্য।" জিজ্ঞাসা করা হল, '(প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক লোক কারা? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "যারা বহু অসৎ লোকের মাঝে অল্পসংখ্যক সৎলোক। তাদের অনুগত লোকের চেয়ে অবাধ্য লোকের সংখ্যা অধিক।" *(আহমাদ ৬৬৫০নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ».

(১৫৩৫) ষওবান থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এক দল চিরকাল হক (সত্যের) উপর বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত) আসা পর্যন্ত, যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(মুসলিম ৫০৫৯নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى الأَوْثَانَ)).

(১৫৩৬) ষওবান থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামত আসবে না, যে পর্যন্ত না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং আমার উম্মতের কিছু গোত্র মূর্তিপূজা করবে।" *(আবূ দাউদ ৪২৫৪নং)*

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ))

(১৫৩৭) মুআবিয়া বিন ক্বুর্রাহ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা ক'রে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শামবাসী অসৎ হয়ে গেলে তোমাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। আর চিরকালের জন্য আমার উম্মতের একটি দল সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে, কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(আহমাদ ১৫৫৯৭নং)*

عن الْعِرْبَاضِ بْنَ سَارِيَةَ قال قال رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « ... مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ».

(১৫৩৮) ইরবায বিন সারিয়াহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "---তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, দাঁতে কামড়ে ধরো। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল 'বিদআত'। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।" *(আহমাদ ১৭১৪৪, আবূ দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৮১৫ নং, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم : ((الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلَافِ أُمَّتِي كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ)).

(১৫৩৯) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মতবিরোধের সময় আমার সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণকারী হবে হস্তমুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর মত।" *(হাকীম, সহীহুল জামে' ৬৬৭৬নং)*

عن عوف بن مالك الأشجعي ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: (تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلالَ).

(১৫৪০) আওফ বিন মালেক আশজাঈ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মত সত্তরাধিক (তিয়াত্তর) ফির্কায় বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে আমার উম্মতের

জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা (ও ক্ষতি)র কারণ হবে একটি এমন সম্প্রদায়, যারা নিজ রায় দ্বারা সকল ব্যাপারকে 'কিয়াস' (অনুমান) করবে; আর এর ফলে তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে।" *(আল-ইবানাহ, ইবনে বাত্ত্বাহ ১/৩৭৪, হাকেম ৪/৪৩০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭৯)*

عن سَعْدِ بن أبي وقاص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ –صلى الله عليه وسلم– « سَأَلْتُ رَبِّى ثَلاَثًا فَأَعْطَانِى ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّى أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا ».

(১৫৪১) সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আলিয়া থেকে আগমন করলেন। অতঃপর বনী মুআবিয়ার মসজিদে প্রবেশ ক'রে দু' রাকআত নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট সুদীর্ঘ দুআ করলেন। অতঃপর ঘুরে বসে বললেন, "আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দু'টি জিনিস দান করলেন এবং একটি জিনিস দিলেন না। আমি প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ-কবলিত ক'রে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে বন্যা-কবলিত ক'রে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব না রাখেন, তিনি আমাকে তা দিলেন না।" *(মুসলিম ৭৪৪২নং, মিশকাত ৩/২৫০)*

عن خباب بن الأرت قال : صلى الله عليه و سلم صلاة فأطالها قالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ؟ قال: ((أجل إنها صلاة رغبة ورهبة إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها)).

وفي رواية : ((وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا)).

(১৫৪২) খাব্বাব বিন আরাত্ত ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে খুব লম্বা নামায পড়লেন। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এমন নামায পড়লেন, যা আগে পড়তেন না।' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এটি ছিল আগ্রহ ও ভীতির নামায। আমি এতে আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দু'টি জিনিস দান করলেন এবং একটি জিনিস দিলেন না। আমি প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ-কবলিত ক'রে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের উপর কোন পর-শত্রুকে আধিপত্য না দেন, তিনি আমাকে তা দিলেন।

আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব না রাখেন, তিনি আমাকে তা দিলেন না।" *(তিরমিযী ২১৭৫, নাসাঈ, আহমাদ ২১০৫৩নং, মিশকাত ৩/২৫০)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি চাইলাম, তিনি যেন তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ক'রে এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ না করান, কিন্তু তিনি আমাকে তা দিলেন না।" *(সহীহুল জামে' ২৪৩৩নং)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قال قال النبي ﷺ: ((مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ)).

(১৫৪৩) আম্‌র বিন শুআইব তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, (একদা কুরআনী কোন বিষয় নিয়ে কিছু সাহাবাকে তর্ক করতে দেখে) নবী ﷺ বললেন, "থামো হে লোক সকল! নবীদের ব্যাপারে মতভেদ এবং কিতাবের একাংশকে অন্য অংশের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি ক'রে তোমাদের পূর্বের বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। কুরআন এভাবে অবতীর্ণ হয়নি যে, তার একাংশ অন্য অংশকে মিথ্যায়ন করবে। বরং তার একাংশ অন্য অংশকে সত্যায়ন করে। সুতরাং যা তোমরা বুঝতে পার, তার উপর আমল কর এবং যা বুঝতে পার না, তা তার জ্ঞানীর দিকে ফিরিয়ে দাও।" *(আহমাদ ৬৭০২নং, শারহুল আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাহ ১/২১৮)*

ইল্‌ম অধ্যায়

ইল্‌মের ফযীলত

আল্লাহ বলেন, { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا } [طه : ١١٤]

অর্থাৎ, বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। *(ত্বা-হা ১১৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ } [الزمر : ٩]

অর্থাৎ, বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? *(যুমার ৯ আয়াত)*

আল্লাহ আরো বলেন,

{ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ } [المجادلة : ١١]

অর্থাৎ, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। *(মুজাদালা ১১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, { إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ } [فاطر : ٢٨]

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় ক'রে থাকে। *(ফাত্বের ২৮ আয়াত)*

আর এ কথা বিদিত যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, "ইল্‌ম অনুসন্ধান করা প্রত্যেক (নর-নারী) মুসলিমের জন্য আবশ্যক।" *(সঃ জামে' ২৯১৩, সঃ তারগীব ৭২নং)*

وَعَن مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৫৪৪) মুআবিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন।" *(বুখারী ৭১, ৩১১৬, ৭৩১২, মুসলিম ২৪৩৬, ২৪৩৯নং, ইবনে মাজাহ)*

وَعَن ابن مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْن : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৫৪৫) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কেবল দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা ক'রে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ৭৩, ১৪০৯, মুসলিম ১৯৩৩নং)*

** এখানে ঈর্ষা বলতে, অপরের ধন ও জ্ঞান দেখে মনে মনে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। সেই সাথে এই কামনা থাকে না যে, অপরের ধ্বংস হয়ে যাক।*

وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ ، وَالعُشْبَ الكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ ؛ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأساً ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৫৪৬) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ যা যমীনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সব্জি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করলেন। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর সেই হিদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।" *(বুখারী ৭৯, মুসলিম ৬০৯৩নং)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لِعَلِيٍّ ﷺ : ((فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৫৪৭) সাহল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলী ﷺ-কে

সম্বোধন ক'রে বললেন, "আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উট অপেক্ষা উত্তম হবে।" *(বুখারী ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসলিম ৬৩৭৬নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). رواه البخاري

(১৫৪৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়। বনী-ইস্রাঈল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা কর, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদীস) আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় জাহান্নামে বানিয়ে নিল।" *(বুখারী ৩৪৬১নং)*

*** (প্রকাশ থাকে যে, বনী-ইস্রাঈল হতে কেবল ইসলাম সমর্থিত হাদীস বর্ণনা করতে পারা যায়। ব্যাপকভাবে তাদের সব রকম হাদীস গ্রহণ করা সমীচীন নয়। আর রসূল ﷺ-এর নামে মিথ্যা আরোপ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ফলে হাদীস অতি সতর্কভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক এবং জাল ও দুর্বল হাদীস থেকে বিরত থাকা নৈতিক কর্তব্য। সহীহ-যয়ীফ হাদীসের গ্রন্থ ও কম্পিউটার প্রোগাম বর্তমানে প্রায় সর্বত্র সুলভ। সুতরাং হাদীস সম্বন্ধেও যাচাই-বাছাই করা মুসলিমদের একটি দ্বীনী কর্তব্য।)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ».

(১৫৪৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন পথ অবলম্বন করে চলে যাতে সে ইল্‌ম (শরয়ী জ্ঞান) অন্বেষণ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। যখনই কোন একদল মানুষ আল্লাহর গৃহসমূহের কোন এক গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং আপোসে তা অধ্যয়ন করে তখনই ফিরিশ্তাবর্গ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে নেন, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদন করে নেয় এবং তাদের কথা আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের মধ্যে আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করেছে, তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে না।" *(মুসলিম ৭০২৮নং, বুখারী শিরোনামে, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

وَعَنه أَيضاً ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً)) . رواه مسلم

(১৫৫০) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান জানাবে, সে তার অনুসারীদের সমতুল্য নেকীর অধিকারী হবে; তাতে তাদের নেকীর কিছুই হ্রাস পাবে না।" *(মুসলিম ৬৯৮০নং)*

وَعَنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) . رواه مسلم

(১৫৫১) উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সাদকাহ জারিয়াহ (বহমান দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন ক'রে দেওয়া ইত্যাদি) অথবা ইল্ম (জ্ঞান সম্পদ) যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য নেক দুআ করতে থাকে।" *(মুসলিম ৪৩১০নং প্রমুখ)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)).

(১৫৫২) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সাথে মিলিত হয় তা হল; সেই ইল্ম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে, অথবা কুরআন শরীফ যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে, অথবা মসজিদ যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে, অথবা মুসাফিরখানা যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে, অথবা পানির নালা যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে, অথবা সাদকাহ যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে এসব কর্মের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩৪৪৮, ইবনে খুযাইমাহ ২৪৯০ ভিন্ন শব্দে, সহীহ তারগীব ১০৭নং)*

وَعَنه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا وَالاَهُ ، وَعَالِماً ، أَوْ مُتَعَلِّماً)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১৫৫৩) উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার সকল বস্তু। তবে আল্লাহর যিক্র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, এবং আলেম (দ্বীন শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীন শিক্ষার্থী অভিশপ্ত) নয়।" *(তিরমিযী ২৩২২, ইবনে মাজাহ ৪১১২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭০৮, সহীহ তারগীব ৭০নং)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(১৫৫৪) আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর।" তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, আসমান-যমীনের

সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দুআ ক'রে থাকে।" *(তিরমিযী ২৬৮৫, সঃ তারগীব ৭৭নং)*

عنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ)).

(১৫৫৫) উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।" *(আহমাদ ২২৭৫৫, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৫ নং)*

عن حذيفة بن اليمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع)).

(১৫৫৬) হুযাইফাহ বিন ইয়ামান ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ইলমের (শরয়ী জ্ঞানের) মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হল সংযমশীলতা। (পরহেযগারী; অর্থাৎ, সর্বপ্রকার অবৈধ, সন্দিগ্ধ ও ঘৃণিত আচরণ, কর্ম ও বস্তু থেকে নিজেকে সংযত রাখা।) *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩৯৬০, বাযযার ২৯৬৯, সহীহ তারগীব ৬৫নং)*

عن معاذ بن أنس عن النبي ﷺ قال: ((مَنْ عَلَّمَ عِلْماً فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ)).

(১৫৫৭) মুআয বিন আনাস ﷺ বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ইল্ম শিক্ষা দেয়, তার জন্য রয়েছে সেই ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব, যে সেই ইল্ম অনুযায়ী আমল করে। এতে আমলকারীরও সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণ হ্রাস হবে না।" *(ইবনে মাজাহ ২৪০, সহীহ তারগীব ৭৬নং)*

وَعَن أَبي الدَّرداءِ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجنَّةِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظٍّ وَافِرٍ)). رواه أَبُو داود والترمذي

(১৫৫৮) আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম ক'রে দেন। আর ফিরিশ্তাবর্গ তালেবে ইলমের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ

পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে থাকে। আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। উলামা সম্প্রদায় পয়গম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইল্‌মের (দ্বীনী জ্ঞানভান্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পর্যাপ্ত অংশ লাভ করল।" *(আবু দাউদ ৩৬৪৩, তিরমিযী ২৬৮২, ইবনে মাজাহ ২২৩, ইবনে হিব্বান ৮৮, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৬৯৬, সহীহ তারগীব ৬৭নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً ، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(১৫৫৯) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করুন, যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে (আমার কোন) হাদীস শুনে যথাযথরূপে হুবহু অপরকে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাকে হাদীস বর্ণনা করা হয় এমনও হতে পারে যে, সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও স্মৃতিধর।" *(আবূ দাউদ ৩৬৬২, তিরমিযী ২৬৫৬, ইবনে মাজাহ ২৩০, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৩নং)*

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((...فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ..)).

(১৫৬০) আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ (হজ্জের খুতবায়) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে (এই বাণী বা ইল্‌ম) পৌঁছে দেয়। সম্ভবতঃ উপস্থিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাছে তা পৌঁছে দেবে, যে তার থেকে বেশী স্মৃতিধর।" *(বুখারী ৬৭, ১০৪, ১০৫, মুসলিম ৪৪৭৭নং)*

وَعَنْ أَبِي زَيدٍ عَمرِو بنِ أَخْطَبَ الأنصاريِّ ﷺ قَالَ : صلَّى بِنَا رَسُول اللهِ ﷺ الفَجْرَ ، وَصَعِدَ المِنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ ، فَنَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ العَصْرُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا . رواه مسلم

(১৫৬১) আবূ যায়েদ আম্‌র ইবনে আখত্বাব আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন, অতঃপর মিম্বরে চড়ে ভাষণ দিলেন। শেষ পর্যন্ত যোহরের সময় হয়ে গেল। সুতরাং তিনি নীচে নামলেন ও নামায পড়লেন। তারপর আবার মিম্বরে চাপলেন (ও ভাষণ দানে প্রবৃত্ত হলেন) শেষ পর্যন্ত আসরের সময় হয়ে গেল। তিনি পুনরায় নীচে অবতরণ করলেন ও নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি আবার মিম্বরে উঠলেন এবং খুতবা পরিবেশনে ব্রতী হলেন, শেষ পর্যন্ত সূর্য অস্ত গেল। সুতরাং অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সমস্ত বিষয়গুলি তিনি আমাদেরকে জানালেন। অতএব আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বড় জ্ঞানী, যিনি এসব কথাগুলি সবার চাইতে বেশি মনে রেখেছেন।' *(মুসলিম ৭৪৪৯নং)*

عن صَفْوَانِ بن عَسَّالٍ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بُرْدٍ لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بطالبِ الْعِلْمِ، طَالِبُ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلائِكَةُ وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ)).

(১৫৬২) স্বাফওয়ান বিন আস্সাল মুরাদী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি মসজিদে তাঁর এক লাল রঙের চাদরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ইল্ম অন্বেষণ করতে এলাম।' আমার এ কথা শুনে তিনি বললেন, "ইল্ম অন্বেষী (দ্বীন শিক্ষার্থী)কে আমি স্বাগত জানাই। অবশ্যই ইল্ম অন্বেষীকে ফিরিশ্তাগণ তাঁদের পক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে নেন। অতঃপর একে অন্যের উপর আরোহণ করেন। অনুরূপভাবে তাঁরা নিম্ন আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যান। এতদ্বারা তাঁরা তার ঐ ইল্ম অন্বেষণের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকেন।" *(আহমাদ ১৮০৯৩, ত্বাবারানী ৭ ১৯৬, ইবনে হিব্বান, হাকেম, ইবনে মাজাহ ২২৬নং ভিন্ন শব্দে, সহীহ তারগীব ৭ ১নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: ((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ)).

(১৫৬৩) আবু উমামা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণমূলক কিছু (দ্বীন) শিক্ষা করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের প্রতি যাত্রা করে, তার জন্য (তার আমলনামায়) এক পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(ত্বাবারানী ৭৩৪৬, সহীহ তারগীব ৮৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ ، أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ)).

(১৫৬৪) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে আসে, এবং তার উদ্দেশ্য কেবল কল্যাণমূলক (দ্বীনী ইল্ম) শিক্ষা করা অথবা দেওয়াই হয়, তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদায় সমুন্নত হয়। আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে আসে, সে সেই ব্যক্তির সমতুল্য যে পরের আসবাব-পত্রের প্রতি তাকিয়ে থাকে।" *(ইবনে মাজাহ ২২৭, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৬৯৮, সহীহ তারগীব ৮২নং)*

عَنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ ، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ)).

(১৫৬৫) কা'ব বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি

উলামাদের সাথে তর্ক করার জন্য, অথবা মূর্খ লোকেদের সাথে বচসা করার জন্য এবং জন সাধারণের সমর্থন (বা অর্থ) কুড়াবার জন্য ইল্ম অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নাম প্রবেশ করাবেন।" *(তিরমিযী ২৬৫৪, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, হাকেম ২৯৩, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৭২, সহীহ তারগীব ১০০ নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ ، وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ ، وَلاَ تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَالنَّارُ النَّارُ)).

(১৫৬৬) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা উলামাগণের সাথে তর্ক-বাহাস করার উদ্দেশ্যে ইল্ম শিক্ষা করো না, ইল্ম দ্বারা মূর্খ লোকেদের সাথে বাগ্‌বিতন্ডা করো না এবং তদ্দ্বারা আসন, পদ বা নেতৃত্ব) লাভের আশা করো না। কারণ, যে ব্যক্তি তা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।" *(ইবনে মাজাহ ২৫৪, ইবনে হিব্বান ৭৭, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৭১, সহীহ তারগীব ১০১নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». يَعْنِى رِيحَهَا.

(১৫৬৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন এমন ইল্ম অন্বেষণ করে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা হয়, যদি তা সে কেবলমাত্র পার্থিব সম্পদলাভের উদ্দেশ্যেই অন্বেষণ করে তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" *(আহমাদ ৮৪৫৭, আবু দাউদ ৩৬৬৬, ইবনে মাজাহ ২৫২, ইবনে হিব্বান ৭৮নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ سُئِلَ عَن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১৫৬৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যাকে ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে (যদি উত্তর না দিয়ে) তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে (জাহান্নামের) আগুনের লাগাম পরানো হবে।" *(আবূ দাউদ ৩৬৬০, তিরমিযী ২৬৪৯, ইবনে মাজাহ ২৬৪, ইবনে হিব্বান, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৪৩, হাকেম অনুরূপ।)*

ইবনে মাজার এক বর্ণনায় আছে, তিনি ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার সংরক্ষিত (ও জানা) ইল্ম গোপন করবে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন মুখে আগুনের লাগাম দেওয়া অবস্থায় হাযির করা হবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৬১, সহীহ তারগীব ১১৫ নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً ، فَسُئِلُوا فَأَفْتوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)) . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৫৬৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে

ইল্‌ম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নেবেন (অর্থাৎ, আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে।) অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" *(বুখারী ৭৩০৭, মুসলিম ৬৯৭১নং)*

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير و يهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل : ومتى ذلك ؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة.

(১৫৭০) ইবনে মসঊদ ﷺ বলেন, 'তোমাদের তখন কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে? যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে লোকেরা বলবে, 'এ কাজ গর্হিত!'

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, '(হে ইবনে মসঊদ!) এমনটি কখন ঘটবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশী হবে, ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখা বেশী হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।' *(আব্দুর রায্যাক ২০৭৪২, ইবনে আবী শাইবা ৩৭১৫৬, সহীহ তারগীব ১১১নং)*

ইল্‌ম লেখার গুরুত্ব

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِى قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ « اكْتُبْ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ ».

(১৫৭১) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট যা কিছু শুনতাম, সবই লিখে নিতাম মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর কুরাইশদের কিছু লোক আমাকে (লিখতে)নিষেধ করলেন আর বললেন, 'আপনি সব কিছুই লেখেন যা রাসূল ﷺ এর নিকট শুনেন ! তিনি তো একজন মানুষ, রাগান্বিত অবস্থায়ও বলেন এবং খুশী অবস্থায়ও বলেন।' সুতরাং আমি লেখা থেকে বিরত থাকি । অতঃপর আমি রাসূল ﷺ সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি ﷺ তাঁর আঙুল দ্বারা নিজ মুখের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বললেন, 'তুমি লেখো । যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম ! এ (মুখ) হতে সত্য ছাড়া অন্য

কিছুই বের হয় না। *(আহমাদ ৬৫১০, আবু দাউদ ৩৬৪৬, হাকেম ৩৫৭, ইবনে আবী শায়বা ২৬৪২৮, দারেমী ৪৮৪নং)*

নবী ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলা

عن علي قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّارَ)).

(১৫৭২) আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার উপর মিথ্যা বলো না। যেহেতু যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন দোযখে প্রবেশ করল।" *(বুখারী ১০৬, মুসলিম ২নং)*

عَنْ سَلَمَةَ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ)).

(১৫৭৩) সালামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলে, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়। *(বুখারী ১০৯নং)*

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ».

(১৫৭৪) মুগীরাহ বিন শু'বাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন এমন হাদীস বর্ণনা করে যার বিষয়ে সে মনে করে যে তা মিথ্যা, তাহলে সে (বর্ণনাকারী) মিথ্যাবাদীদের একজন।" *(মুসলিম, সহীহুল জামে' ৬১৯৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « سَيَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِى أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ».

(১৫৭৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক লোক হবে, যারা তোমাদেরকে সেই হাদীস বর্ণনা করবে, যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরাও শ্রবণ করেনি সুতরাং তোমরা তাদের হতে সাবধান থেকো।" *(মুসলিম ১৫নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قال قال رسول الله ﷺ: « يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ ».

(১৫৭৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আখেরী যামানায় বহু ধোকাবাজ মিথ্যাবাদী হবে; যারা তোমাদের কাছে এমন এমন হাদীস নিয়ে উপস্থিত হবে, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারাও কোন দিন শ্রবণ করেনি। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সাবধান থেকো; তারা যেন তোমাদেরকে ভ্রষ্টতা ও ফিতনায় না ফেলে।" *(মুসলিম ১৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

(১৫৭৭) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" *(বুখারী ১১০, ৬১৯৭, মুসলিম ৪নং)*

ফতোয়া সম্বন্ধে

عن عبد اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قال قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ».

(১৫৭৮) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে যে ইল্‌ম দান করেছেন তা তোমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার মত তুলে নেবেন না। বরং ইল্‌ম-ওয়ালা (বিজ্ঞ) উলামা তুলে নিয়ে ইল্‌ম তুলে নেবেন। এমতাবস্থায় যখন কেবল জাহেলরা অবশিষ্ট থাকবে, তখন লোকেরা তাদেরকেই ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে। ফলে তারা নিজেদের রায় দ্বারা ফতোয়া দেবে, যাতে তারা নিজেরা ভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও ভ্রষ্ট করবে। *(বুখারী ১০১, ৭৩০৭, মুসলিম ৬৯৭১নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ». زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِىُّ فِى حَدِيثِهِ « وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِى غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ ».

(১৫৭৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বিনা ইল্‌মে যাকে ফতোয়া দেওয়া হয় (এবং সেই ভুল ফতোয়া দ্বারা সে ভুলকর্ম করে) তবে তার পাপ ঐ মুফতীর উপর এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন পরামর্শ দেয় অথচ সে জানে যে তার জন্য মঙ্গল অন্য কিছুতে আছে, তবে সে ব্যক্তি তার খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে।" *(আবূ দাউদ ৩৬৫৯, হাকেম ৩৫০, সহীহুল জামে' ৬০৬৮-নং)*

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)).

(১৫৮০) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ইল্‌ম (জ্ঞান) গোপন করে, কিয়ামতে আল্লাহ তার মুখে আগুনের লাগাম দেবেন।" *(হাকেম ৩৪৬, ইবনে হিব্বান ৯৬নং)*

عن وابصة بن معبد ، قال : قال النبي ﷺ: ((استفتِ نفسَك وإن أفتاك المفتون)).

(১৫৮১) ওয়াবেস্বাহ বিন মা'বাদ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার হৃদয়ের কাছে ফতোয়া নাও, যদিও মুফতীরা তোমাকে ফতোয়া দিয়েছে।" *(তারীখুল কাবীর বুখারী, আহমাদ ১৮০০১, দারেমী ২৫৩৩, সহীহুল জামে' ৯৪৮ নং)*

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করা নিষেধ

(লৌকিকতার বশবর্তী হয়ে অথবা সুনাম ও প্রশংসার লোভে সাধ্যাতীত বা কষ্টসাধ্য) এমন কাজ করা বা কথা বলা নিষিদ্ধ, যাতে কোন মঙ্গল নেই।

আল্লাহ পাক বলেন,

{ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } [ص : ٨٦]

অর্থাৎ, বল, আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। *(সূরা স্বাদ ৮৬ আয়াত)*

وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ : نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ . رواه البخاري

(১৫৮২) উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।' *(বুখারী ৭২৯৩নং)*

وَعَنْ مَسرُوقٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ ﷺ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلْيَقُلْ : اللهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ : اللهُ أَعْلَمُ . قالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ : { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } . رواه البخاري

(১৫৮৩) মাসরূক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন 'হে লোক সকল! যে ব্যক্তির কিছু জানা থাকে, সে যেন তা বলে। আর যার জানা নেই, সে যেন বলে, 'আল্লাহই ভালো জানেন।' কারণ তোমার অজানা বিষয়ে 'আল্লাহই ভালো জানেন' বলাও এক প্রকার ইল্ম (জ্ঞান)। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে সম্বোধন ক'রে বলেছেন, "বল, আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" *(সূরা স্বাদ ৮৬ আয়াত, বুখারী ৪৮০৯, মুসলিম ৭২৪৪নং)*

ইল্ম অনুযায়ী আমল

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا))،

(১৫৮৪) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মুনাফিকদের অধিকাংশ হল ক্বারীর দল।" *(আহমাদ ১৭৩৬৭, ত্বাবারানী ১৪২৫৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৬৯৬০, সঃ জামে' ১২০৩নং)*

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ)).

(১৫৮৫) আবূ বার্যাহ আসলামী কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার পা সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তার আয়ু কী কাজে ব্যয় করেছে, তার ইল্ম দ্বারা কী আমল করেছে, তার সম্পদ কোথা হতে অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে, তার দেহ কোথায় ধ্বংস করেছে?---এসব সম্পর্কে। *(তিরমিযী ২৪১৭, দারেমী ৫৩৭, সহীহুল জামে' ৭৩০০নং)*

ইল্মের নামে অর্থোপার্জন

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ: ((تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا ؛ فإن القرآن يتعلمه ثلاثة : رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله)).

(১৫৮৬) আবূ সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তার দ্বারা আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা কর, তাদের পূর্বে পূর্বে যারা কুরআন শিক্ষা করে তার দ্বারা দুনিয়া যাচনা করবে। যেহেতু কুরআন তিন ব্যক্তি শিক্ষা করে; প্রথমতঃ সেই ব্যক্তি যে তার দ্বারা বড়াই করবে। দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যে তার দ্বারা উদরপূর্তি করবে এবং তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে তেলাঅত করবে।' *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২৬৩০, সিঃ সহীহাহ ২৫৮নং)*

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَلَّدَهُ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ ».

(১৫৮৭) আবুদ দারদা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষাদানের উপর একটি ধনুকও গ্রহণ করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনের ধনুক তার গলায় লটকাবেন।" *(বাইহাক্বী ১১৪৬৫, সহীহুল জামে' ৫৯৮২নং)*

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ وَالنَّصْرِ وَالرِّفْعَةِ فِي الدِّينِ وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ)).

(১৫৮৮) উবাই বিন কা'ব কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এই উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য, সমুন্নতি, দ্বীন সহ সুউচ্চ মর্যাদা, দেশসমূহে তাদের ক্ষমতা বিস্তার এবং বিজয়ের সুসংবাদ দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরকালের কর্ম করবে তার জন্য পরকালে প্রাপ্য কোন অংশ নেই।" *(আহমাদ ২১২২৪, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৬৮৩৩ ইবনে হিব্বান ৪০৫, সহীহ তারগীব ২১নং)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّهِ – عَزَّ وَجَلَّ – لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ)) يَعْنِي : رِيحَهَا. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ

(১৫৮৯) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।" *(আবু দাউদ ৩৬৬৬, আহমাদ ৮৪৫৭, ইবনে মাজাহ ২৫২, ইবনে হিব্বান ৭৮-নং)*

দাওয়াত অধ্যায়

ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [آل عمران : ١٠٤]

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম। *(সূরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } [آل عمران : ١١٠]

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, আর অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ কর, আর আল্লাহতে বিশ্বাস কর। *(সূরা আলে ইমরান ১১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } [الأعراف : ١٩٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ }

অর্থাৎ, আর বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসিনী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। *(সূরা তাওবাহ ৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ

لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}[المائدة : ٧٨-٧٩]

অর্থাৎ, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাঊদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। *(সূরা মায়েদাহ ৭৮-৭৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

{ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } [الكهف : ٢٩]

অর্থাৎ, বলে দাও, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক। *(সূরা ক্বাহফ ২৯ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ } [الحجر : ٩٤]

অর্থাৎ, অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর। *(সূরা হিজ্‌র ৯৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

{ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ }

অর্থাৎ, যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল, তখন যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সাথে পাকড়াও করলাম। *(সূরা আ'রাফ ১৬৫ আয়াত)*

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আর হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي ﷺ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: ((مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)). رواه مسلم

(১৫৯০) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্যে **যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়**। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" *(আহমাদ ১১০৭৪, মুসলিম ১৮৬নং, আসহাবে সুনান)*

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)). رواه مسلم

(১৫৯১) ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমার পূর্বে আল্লাহ যে

কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হয় যে, তারা যা বলে, তা করে না এবং তারা তা করে, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন, **যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন** এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু'মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।" *(মুসলিম ১৮৮নং)*

عَنْ أَبِي الوَلِيدِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ فِي العُسْرِ واليُسْرِ، والمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أنْ لاَ نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أنْ نَقُولَ بِالحَقِّ أيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৫৯২) আবূ অলীদ উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। **আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।**' *(বুখারী ৭২০০, মুসলিম ৪৮৭৪নং)*

عَن أُمِّ المُؤمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِندِ بِنتِ أَبِي أُمَيَّةَ حُذَيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ((إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نُقَاتِلهم؟ قَالَ: ((لاَ، مَا أَقَامُوا فيكُمُ الصَّلاةَ)). رواه مسلم

(১৫৯৩) উম্মুল মু'মেনীন উম্মে সালামাহ হিন্দ্ বিন্তে আবী উমাইয়া হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত। সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত কাজকে) ঘৃণা করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং **যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাবে, সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।** কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে)।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, "না; যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করবে।" *(আহমাদ ২৬৫২৮, মুসলিম ৪৯০৬নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحَسَنِ البَصرِي : أَنَّ عَائِذَ بنَ عَمرو ﷺ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَاد ، فَقَالَ : أي بُنَيَّ ، إنِّي سَمِعتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ)) فَإيَّاكَ أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ : اجلِسْ فَإنَّمَا أنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أصْحَابِ مُحَمَّد ﷺ ، فَقَالَ : وهل كَانَتْ لَهُم نُخَالَةٌ إنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ . رواه مسلم

(১৫৯৪) আবূ সাঈদ হাসান বাসরী বর্ণনা করেন যে, আয়েয ইবনে আম্‌র ﷺ (ইরাকের গভর্নর) উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর (উপদেশ স্বরূপ) বললেন, 'বেটা! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো।' যিয়াদ তাঁকে বলল, 'আপনি বসুন, আপনি তো মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীদের চালা আটার অবশিষ্ট ভুসি (অপদার্থ)!' তিনি বললেন, 'তাঁদের মধ্যেও কি ভুসি আছে? (কখনই না।) বরং ভুসি তো তাঁদের পরবর্তী এবং তাঁরা ছাড়া অন্যদের মধ্যে আছে।' *(মুসলিম ৪৮৩৮নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن)) .

(১৫৯৫) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "অত্যাচারী বাদশাহর নিকট হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।" *(আবূ দাউদ ৪৩৪৬, তিরমিযী ২১৭৪, ইবনে মাজাহ ৪০১১নং)*

عَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ طَارِقِ بن شِهَابٍ البَجَلِيِّ الأَحْمَسِيِّ ﷺ : أنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبيَّ ﷺ وَقَد وَضَعَ رِجلَهُ فِي الغَرْزِ: أيُّ الجِهادِ أفضَلُ؟ قَالَ: ((كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ)). رواه النسائي بإسناد صحيح

(১৫৯৬) আবূ আব্দিল্লাহ ত্বারেক ইবনে শিহাব বাজালী আহমাসী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল এমতাবস্থায় যে, তিনি (সওয়ারীর উপর আরোহণ করার জন্য) পাদানে পা রেখে দিয়েছিলেন, 'কোন্ জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ?' তিনি বললেন, "অত্যাচারী বাদশাহর সামনে হক কথা বলা।" *(নাসায়ী ৪২০৯, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: ((مَثَلُ القَائِمِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا: لَوْ أنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أخَذُوا عَلَى أيدِيهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَمِيعاً)). رواه البخاري

(১৫৯৭) নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি ক'রে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।')

নিচের তলার লোকেরা বলল, ‘আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র ক’রে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) **পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।**” *(বুখারী ২৪৯৩, ২৬৮৬, তিরমিযী ২১৭৩নং)*

عَن أُمِّ المُؤمِنِينَ أُمِّ الحَكَمِ زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أن النَّبيّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً ، يَقُولُ: ((لا إلهَ إلاّ اللهُ ، وَيلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مِثلَ هذِهِ)) ، وحلّق بأُصبُعيهِ الإبهامِ وَالَّتِي تَلِيهَا ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৫৯৮) উম্মুল মু’মিনীন উম্মুল হাকাম যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট শঙ্কিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। তিনি বলছিলেন, “আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই, আরবের জন্য ঐ পাপ হেতু সর্বনাশ রয়েছে যা সন্নিকটবর্তী। আজকে ইয়া’জূজ-মা’জূজের দেওয়াল এতটা খুলে দেওয়া হয়েছে।” এবং তিনি (তার পরিমাণ দেখানোর জন্য) নিজ বৃদ্ধা ও তর্জনী দুই আঙ্গুল দ্বারা (গোলাকার) বৃত্ত বানালেন। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে সৎলোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, **যখন নোংরামি বেশী হবে।**” *(বুখারী ৩৩৪৬, ৩৫৯৮, মুসলিম ৭৪১৬-৭৪১৮নং)*

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : ((إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ !)) فقالوا : يَا رَسُول اللهِ ، مَا لَنَا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ ، نتحدث فِيهَا . فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ((فَإذَا أَبَيْتُمْ إلاَّ المَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ)) . قالوا : وما حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلامِ ، وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفِ ، والنَّهيُ عن المُنْكَرِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৫৯৯) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমরা রাস্তায় বসা হতে বিরত থাক।” সাহাবীগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে মজলিসে না বসলে তো আমাদের উপায় নেই; আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেই না, তখন তোমরা রাস্তার হক আদায় কর।” তাঁরা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কি?’ তিনি বললেন, “দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, **ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।**” *(বুখারী ২৪৬৫, ৬২২৯, মুসলিম ৫৬৮-৫নং)*

عَنْ أَبي ذَرٍّ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى منْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ

تَسبيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَة ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صَـدَقَةٌ ، وَأَمْـرٌ بـالمعرُوفِ صَدَقَةٌ ، ونَهيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجزِىءُ مِنْ ذلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ الضُّحَى)). رواه مسلم

(১৬০০) আবূ যার্র ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশ্তের দু'রাক্আত নামায যথেষ্ট হবে।" *(মুসলিম ১৭০৪নং)*

وَعَنْهُ : أَنَّ نَاساً قَـالُوا : يَـا رَسُـولَ اللهِ ، ذَهَـبَ أهـلُ الـدُّثُور بـالأُجُور ، يُـصَلُّونَ كَمَـا نُـصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : ((أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُـمْ مَـا تَـصَدَّقُونَ بِهِ : إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقةً ، وَكُلِّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَـدَقَةً ، وَكُـلِّ تَهْلِيلَـةٍ صَـدَقَةً ، وَأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)) قَالُوا : يَا رَسُـولَ اللهِ ، أيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْرٌ ؟ قَالَ : ((أرَأيـتُمْ لَـوْ وَضَـعَهَا في حَـرامٍ أَكَـانَ عَلَيـهِ وِزرٌ ؟ فكذَلِكَ إذَا وَضَعَهَا في الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)). رواه مسلم

(১৬০১) উক্ত বর্ণনাকারী থেকেই বর্ণিত, কিছু সাহাবা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই করছে যে,) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ করছে।' তিনি বললেন, "আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন ক'রে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?' তিনি বললেন, "কী রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।" *(মুসলিম ২৩৭৬নং)*

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ يُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ)).

(১৬০২) আব্দুর রহমান বিন হায়্বরামী এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যাদেরকে পূর্বের (সাহাবার) মত সওয়াব দান করা হবে। তারা মন্দকাজে বাধাদান করবে।" *(আহমাদ ১৬৫৯২, ২৩১৮১, সহীহুল জামে' ২২২৪নং)*

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنهُمَا : أن رَسُولَ اللّه ﷺ رَأى خاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ، وَقالَ : ((يَعْمدُ أحَدُكُمْ إلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ !)) فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّه ﷺ : خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ وَاللّه لاَ آخُذُهُ أبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ. رواه مسلم

(১৬০৩) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ একটি লোকের হাতে সোনার আংটি দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি তা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় আগুনের টুকরা নিয়ে তা স্বহস্তে রাখতে চায়!" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলে সেই লোকটিকে বলা হল, 'তুমি তোমার আংটিটা তুলে নাও এবং (তা বিক্রি করে অথবা উপঢৌকন দিয়ে) তার দ্বারা উপকৃত হও।' সে বলল, 'না। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ যা ফেলে দিয়েছেন, তা আমি কখনই তুলে নেব না।' *(মুসলিম ৫৫৯৩নং)*

عَن حُذَيفَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ)). رواه الترمذي، وَقالَ : ((حديث حسن)) .

(১৬০৪) হুযাইফাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে দুআ করবে; কিন্তু তা কবুল করা হবে না।" *(আহমাদ, তিরমিযী ২ ১৬৯, সহীহুল জামে ৭০৭০নং)*

عَنْ أَبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنّكُم لتَقرَؤُون هَذِهِ الآيَةَ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } [المائدة : ١٠٥] وَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ : ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يأخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)). رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة

(১৬০৫) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পড়ছ, "হে মু'মিনগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" *(সূরা মায়েদাহ ১০৫ আয়াত)* কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যখন লোকেরা অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে (আমভাবে) তার শাস্তির কবলে নিয়ে নেবেন।" *(আবূ দাউদ ৪৩৪০, তিরমিযী ২ ১৬৮, ৩০৫৭, নাসাঈর কুবরা ১১১৫৭, ইবনে মাজাহ ৪০০৫নং)*

عن جَرِيرِ بن عبد الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِي ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ ، لاَ يُغَيِّرُونَ ، إِلاَّ عَمَّهُمُ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، بِعِقَابٍ)).

(১৬০৬) জারীর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে সম্প্রদায় যখন বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকে, যার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তাদেরকে বাধা না দেয় (এবং ঐ পাপাচরণ বন্ধ না করে), তাহলে (তাদের জীবদ্দশাতেই) মহান আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপকভাবে তাঁর কোন শাস্তি ভোগ করান।" *(আহমাদ ৪/৩৬৪, আবূ দাউদ ৪৩৩৯, ইবনে মাজাহ ৪০০৯, ইবনে হিব্বান, সহীহ আবূ দাউদ ৩৬৪৬ নং)*

(১৬০৭) অন্য শব্দে, "যে কোন সম্প্রদায়ে যখন পাপাচার চলতে থাকে, তখন তারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যদি বন্ধ করার লক্ষ্যে কোন চেষ্টা-সাধনা না করে, তাহলে আল্লাহ ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে আযাব প্রেরণ করে থাকেন।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৩৮-নং)*

وَعَنْ أبي هريرة ﷺ : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } [آل عمران : ١١٠] قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ . رواه البخاري

وَعَنْ أبي هريرة : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)). رواه البخاري

(১৬০৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, (মহান আল্লাহ বলেছেন,) "তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে।" *(সূরা আলে ইমরান ১১০ আয়াত)* এর ব্যাখ্যায় তিনি (আবূ হুরাইরা) বলেছেন যে, 'মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যারা তাদের গর্দানে শিকল পরিয়ে নিয়ে আসে এবং পরিশেষে তারা ইসলামে প্রবেশ করে।' *(বুখারী ৪৫৫৭নং)*

عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ: « تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ».

(১৬০৯) হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।" *(মুসলিম ৩৮-৬নং)*

মঙ্গলের প্রতি পথ-নির্দেশনা এবং সৎপথ অথবা অসৎপথের দিকে আহবান করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ} [القصص : ٨٧]

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর। *(সূরা ক্বাস্বাস্ব ৮৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل : ١٢٥]

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। *(সূরা নাহল ১২৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة : ٢]

অর্থাৎ, সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} [آل عمران : ١٠٤]

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে। *(সূরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত)*

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ إِنِّى أُبْدِعَ بِى فَاحْمِلْنِى فَقَالَ « مَا عِنْدِى ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ».

(১৬১০) আবূ মাসঊদ আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমার সওয়ারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আমাকে একটি সওয়ারী দিন।' তিনি বললেন, "আমার কাছে নেই।" তা শুনে এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ওকে বলতে পারি, যে ওকে সওয়ারী দেবে।' তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।" *(মুসলিম ৫০০৭, ইবনে হিব্বান ১৬৬৮-নং)*

অন্য বর্ণনা মতে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে যাচ্ঞা করল। তিনি বললেন, "আমার কাছে এমন কিছু নেই যা আমি তোমাকে দান করব। তবে তুমি অমুকের নিকট যাও।" সে ঐ লোকটির নিকট গেল। লোকটি তাকে দান করল। এ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।" *(আহমাদ ২২৩৫১, ইবনে হিব্বান ২৮৯নং)*

বায্যার উক্ত হাদীসটিকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দগুলি এইরূপ ঃ "কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশক কল্যাণ সম্পাদনকারীরই অনুরূপ।" *(সহীহ তারগীব*

১১১নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখের শব্দাবলী আলাদা)

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ فتىً مِنْ أَسلَمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللّه ، إنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ معي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ ، قَالَ : ((ائتِ فُلاَناً فإنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ)) فَأَتَاهُ ، فَقَالَ: إنَّ رسولَ اللّه ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ : أعْطني الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلاَنَةُ ، أعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلا تَحْبِسي مِنْهُ شَيئاً ، فَواللّهِ لاَ تَحْبِسِين مِنْهُ شَيئاً فَيُبَارِكَ لَكِ فِيهِ . رواه مسلم

(১৬১১) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আসলাম গোত্রের এক যুবক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদে যাবার ইচ্ছা করছি; কিন্তু আমার কাছে তার প্রস্তুতির সরঞ্জাম নেই।' তিনি বললেন, "**তুমি অমুকের কাছে যাও।** কেননা সে (জিহাদের জন্য) প্রস্তুতি নেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।" সুতরাং সে (যুবকটি) তার নিকট এসে বলল, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে সালাম দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যে সরঞ্জাম তুমি (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করেছ, তা তুমি আমাকে দাও।' অতএব সে (তার স্ত্রীকে) বলল, 'হে অমুক! আমি জিহাদের জন্য যে সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিলাম, তুমি সব একে দিয়ে দাও এবং তা হতে কোন জিনিস আটকে রেখো না। আল্লাহর কসম! তুমি তার মধ্য হতে কোন জিনিস আটকে রাখলে, তোমার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না।' *(মুসলিম ৫০১০নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أجُورِ مَنْ تَبِعَه ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أجُورِهِمْ شَيئاً ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ ، كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئاً)). رواه مسلم

(১৬১২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (কাউকে) সৎপথের দিকে আহবান করবে, সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। এটা তাদের নেকীসমূহ থেকে কিছুই কম করবে না। আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। এটা তাদের গোনাহ থেকে কিছুই কম করবে না।" *(মুসলিম ৬৯৮০নং প্রমুখ)*

وَعَنْ أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيْ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ ، قَالَ يَومَ خَيبَر : ((لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجلاً يَفْتَحُ اللّه عَلَى يَدَيهِ ، يُحبُّ اللّهَ وَرَسولَهُ ، ويُحِبُّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ)) ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أيُّهُمْ يُعْطَاهَا . فَلَمَّا أصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رسولِ اللّه ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أنْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ : ((أينَ عَلِيُّ ابنُ أَبي طالب ؟)) فقيلَ: يَا رسولَ اللّه، هُوَ يَشْتَكي عَيْنَيهِ . قَالَ : ((فَأَرْسِلُوا إلَيْه)) فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رسولُ اللّه ﷺ فِي عَيْنَيْهِ ، وَدَعَا لَهُ فَبَرِىءَ حَتَّى كأنْ لَمْ يكُن بِهِ وَجَعٌ ، فأعْطاهُ الرَّايَةَ . فقَالَ عَليٌّ ﷺ : يَا رَسُول اللّهِ ، أقاتِلُهمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ : ((انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بسَاحَتهمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَمِ ، وَأخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّهِ تَعَالَى فِيهِ ، فَوَاللّه لأَنْ يَهْدِيَ اللّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৬১৩) আবূল আব্বাস সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, "নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ-পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন।" অতঃপর লোকেরা এই আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আলী ইবনে আবী ত্বালেব কোথায়?" তাঁকে বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে।' তিনি বললেন, "তাকে ডেকে পাঠাও।" সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চক্ষুদ্বয়ে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ-পতাকা দিলেন। আলী ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকব?' তিনি বললেন, "তুমি প্রশান্ত হয়ে চলতে থাক; যতক্ষণ না তাদের নগর-প্রাঙ্গনে অবতরণ করেছ। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং তাদের উপর ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে তাদেরকে সে ব্যাপারে অবগত করাও। **আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি মানুষকে হিদায়াত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য (আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল উট অপেক্ষাও উত্তম।"** *(বুখারী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, মুসলিম ৬৩৭৬নং)*

ওয়ায-নসীহত এবং তাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } [النحل: ١٢٥]

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। *(সূরা নাহল ১২৫ আয়াত)*

وَعَن أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابنُ مَسْعُودٍ ﷺ يُذَكِّرُنَا فِي كُلِّ خَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمانِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৬১৪) আবূ ওয়ায়েল শাক্বীক্ব ইবনে সালামা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনে মাসঊদ ﷺ প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আমাদেরকে নসীহত শুনাতেন। একটি লোক তাঁকে নিবেদন করল, 'হে আবূ আব্দুর রহমান! আমার বাসনা এই যে, আপনি আমাদেরকে যদি প্রত্যেক দিন নসীহত শুনাতেন (তো ভাল হত)।' তিনি বললেন, 'স্মরণে রাখবে, আমাকে এতে বাধা

দিচ্ছে এই যে, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে অপছন্দ করি। আমি নসীহতের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ঠিক ঐভাবে লক্ষ্য রাখছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিরক্ত হবার আশংকায় উক্ত বিষয়ে আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।' (অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে বিশেষ প্রয়োজন মাফিক নসীহত শুনাতেন।) *(বুখারী ৭০, ৬৪১১, মুসলিম ৭৩০৫-৭৩০৭নং)*

وَعَن أَبي اليَقَظَانِ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ)). رواه مسلم

(১৬১৫) আবুল য়্যাক্বাযান আম্মার ইবনে ইয়াসের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "মানুষের (জুমআর) দীর্ঘ নামায ও তার সংক্ষিপ্ত খুতবা তার শরয়ী জ্ঞানের পরিচায়ক। অতএত তোমরা নামায লম্বা কর এবং খুতবা ছোট কর।" *(মুসলিম ২০৪৬নং)*

وَعَن مُعاوِيَةَ بنِ الحكَمِ السُّلَمِيِّ ﷺ ، قَالَ : بَيْنَا أنَا أُصَلّي مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللّهُ ، فَرَمَانِي القَوْمُ بِأبْصَارِهِمْ ! فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ ، مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَّ ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيدِيهِم عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ! فَلَمَّا رَأيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ ، فَلَمَّا صَلّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، فَبِأبِي هُوَ وَأُمِّي ، مَا رَأيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ ، فَوَاللّهِ مَا كَهَرَنِي ، وَلاَ ضَرَبَنِي ، وَلاَ شَتَمَنِي . قَالَ : ((إنَّ هذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ ، وَقِراءةُ القُرْآنِ)) ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ . قلتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إنّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، وَقَدْ جَاءَ اللّهُ بِالإسْلاَمِ ، وَإنَّ مِنّا رِجَالاً يَأتُونَ الْكُهّانَ؟ قَالَ : ((فَلاَ تَأتِهِمْ)). قُلْتُ : وَمِنّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ؟ قَالَ : ((ذَاكَ شَيْء يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ)).

رواه مسلم

(১৬১৬) মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম। ইত্যবসরে হঠাৎ একজন মুক্তাদীর ছিক (হাঁচি) হলে আমি (তার জবাবে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বললাম। তখন অন্য মুক্তাদীরা আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। আমি বললাম, 'হায়! হায়! আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখছো?' (এ কথা শুনে) তারা তাদের নিজ নিজ হাত দিয়ে নিজ নিজ উরুতে আঘাত করতে লাগল। তাদেরকে যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে (তখন তো আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল); কিন্তু আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায সমাপ্ত করলেন---আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক, **আমি তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষাদাতা না আগে দেখেছি আর না এর পরে। আল্লাহর শপথ! তিনি না আমাকে তিরস্কার করলেন, আর না আমাকে মারধর করলেন, আর না আমাকে গালি দিলেন** ---তখন তিনি বললেন, "এই নামাযে লোকেদের কোন কথা বলা বৈধ নয়। (এতে যা বলতে হয়,) তা হল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ।" অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মত কোন কথা বললেন।

আমি বললাম, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জাহেলিয়াতের লাগোয়া সময়ের (নও মুসলিম)। আল্লাহ ইসলাম আনয়ন করেছেন। আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকের কাছে (অদৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ জানতে) যায়।’ তিনি বললেন, “তুমি তাদের কাছে যাবে না।” আমি বললাম, ‘আমাদের মধ্যে কিছু লোক অশুভ লক্ষণ গ্রহণ ক’রে থাকে।’ তিনি বললেন, “এটা এমন একটি অনুভূতি, যা লোকেরা নিজেদের অন্তরে উপলব্ধি ক’রে থাকে। সুতরাং এই অনুভূতি তাদেরকে যেন (বাঞ্ছিত কর্ম সম্পাদনে) বাধা না দেয়।” *(মুসলিম ১২২৭নং)*

عَنْ أَبِي نَجيحٍ العِرباضِ بنِ سَارِيَةَ ﷺ قَالَ : وَعَظَنَا رسولُ اللهِ ﷺ مَوعظةً بَليغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رسولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: ((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافاً كَثيراً ، فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

(১৬১৭) আবূ নাজীহ ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।’ তিনি বললেন, “আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক’রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।” *(আবু দাউদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২নং)*

আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, “আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।” *(১৫৭৮নং)*

সেই ব্যক্তির শাস্তির বিবরণ যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে; কিন্তু সে নিজেই তা মেনে চলে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ } [البقرة : ٤٤]

অর্থাৎ, কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না? *(সূরা বাক্বারাহ ৪৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ ২-৩ আয়াত)*

তিনি শুআইব ﷺ-এর কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

{ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ } [هود :٨٨]

অর্থাৎ, (শুআইব বলল,) আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি, যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি। *(সূরা হূদ ৮৮ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

وَعَنْ أَبِي زَيدٍ أُسَامَةَ بن زيد بنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((يُؤْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ القيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أقْتَابُ بَطْنِهِ فَيدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ فِي الرَّحَى ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْه أهْلُ النَّارِ ، فَيَقُولُونَ : يَا فُلانُ ، مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تَكُ تَأمُرُ بالمعْرُوفِ وَتنهَى عَنِ المُنْكَرِ ؟ فَيقُولُ : بَلَى ، كُنْتُ آمُرُ بالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ ، وأنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৬১৮) আবূ যায়দ উসামাহ ইবনে যায়দ ইবনে হারেষাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, 'ওহে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ, আর অসৎ কাজে বাধা দান করতে?' সে বলবে, 'অবশ্যই। আমি (তোমাদেরকে) সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম; অথচ আমি নিজেই তা করতাম!" *(বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ৭৬৭৪নং)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ)).

(১৬১৯) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমি মি'রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কাঁইচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরীল! ওরা কারা?' তিনি বললেন, 'ওরা আপনার উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দিত, অথচ ওরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন করত, তবে কি ওরা বুঝত না।" *(আহমাদ ১২২১১, ১২৮৫৬ প্রভৃতি, ইবনে হিব্বান ৫৩, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ২৮৩২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৭৩, আবূ য়্যা'লা ৩৯৯২, সহীহ তারগীব ১২৫নং)*

عَنْ أَبِي بُرْزَة وَجُنْدب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – : «مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ ، مَثَلُ الْفَتِيلَة تُضِيءُ لِلنَّاسِ ، وَتُحْرِقُ نَفْسَهَا».

(১৬২০) আবূ বারযাহ আসলামী ﷺ ও জুন্দুব ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে ভালো শিক্ষা দেয় এবং নিজেকে ভুলে বসে সেই ব্যক্তির উদাহরণ একটি (প্রদীপের) পলিতার মত; যে লোকেদেরকে আলো দান করে, কিন্তু নিজেকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে!" *(বায্যার, সহীহ তারগীব ১৩০নং)*

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا من أعلم منا من أفقه منا))؟ ثم قال لاصحابه: ((هل في أولئك من خير))؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال: ((أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار)).

(১৬২১) উমার বিন খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইসলাম বিজয় লাভ করবে। যার ফলশ্রুতিতে বণিক্‌দল সমুদ্রে বাণিজ্য-সফর করবে। এমন কি অশ্বদল আল্লাহর পথে (জিহাদে) অবতরণ করবে। অতঃপর এমন একদল লোক প্রকাশ পাবে; যারা কুরআন পাঠ করবে (দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করে ক্বারী ও আলেম হবে)। তারা (বড়াই করে) বলবে, 'আমাদের চেয়ে ভালো ক্বারী আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় আলেম আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় ফকীহ (দ্বীন-বিষয়ক পন্ডিত) আর কে আছে?' অতঃপর নবী ﷺ সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "ওদের মধ্যে কি কোন প্রকারের মঙ্গল থাকবে?" সকলে বলল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "ওরা তোমাদেরই মধ্য হতে এই উম্মতেরই দলভুক্ত। কিন্তু ওরা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৬২৪২, বায্যার, সহীহ তারগীব ১৩৫নং)*

যে ব্যক্তি ভাল অথবা মন্দ রীতি চালু করবে

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} [الفرقان : ٧٤]

অর্থাৎ, যারা (প্রার্থনা করে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।' *(সূরা ফুরক্বান ৭৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا } [الأنبياء : ٧٣]

অর্থাৎ, আর আমি তাদেরকে করলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। *(সূরা আম্বিয়া ৭৩ আয়াত)*

عَنْ أَبِي عَمرو جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ قَومٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوْ العَبَاء ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوف ، عَامَّتُهُمْ مِن مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ ، فَتَمَعَّرَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا رَأَى بِهِمْ مِنَ الفَاقَةِ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ : (({ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ } إِلَى آخر الآيـة : { إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } ، والآية الأُخْرَى التي فِي آخر الحَشْرِ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرهمِهِ، مِنْ ثَوبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ – حَتَّى قَالَ – وَلَوْ بِشِقِّ تَمرَةٍ)) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعجِزُ عَنهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَومَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ. فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: ((مَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ سنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أجْرُهَا، وَأجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أوْزَارِهِمْ شَيءٌ)). رواه مسلم

(১৬২২) আবূ আম্‌র জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। অতঃপর তাঁর নিকট কিছু লোক এল, যাদের দেহ বিবস্ত্র ছিল, পশমের ডোরা কাটা চাদর (মাথা প্রবেশের মত জায়গা মাঝে কেটে) পরে ছিল অথবা 'আবা' (আংরাখা) পরে ছিল, তরবারি তারা নিজেদের গর্দানে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তাদের অধিকাংশ মুযার গোত্রের (লোক) ছিল; বরং তারা সকলেই মুযার গোত্রের ছিল। তাদের দরিদ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। সুতরাং তিনি (বাড়ির ভিতর) প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হলেন। তারপর তিনি বেলালকে (আযান দেওয়ার) আদেশ করলেন। ফলে তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়ে লোকদেরকে (সম্বোধন ক'রে) ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" *(সূরা নিসা ১ আয়াত)* অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত যেটি সূরা হাশরের শেষে আছে সেটি পাঠ করলেন, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে অগ্রিম কী পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।" *(সূরা হাশ্‌র ১৮ আয়াত)*

"সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), কাপড়, এক সা' গম ও এক সা' খেজুর থেকে সাদকাহ করে।" এমনকি তিনি বললেন, "খেজুরের আধা টুকরা হলেও (তা যেন দান করে)।" সুতরাং আনসারদের একটি লোক (চাঁদির) একটি থলে নিয়ে এল, লোকটির করতল যেন তা ধারণ করতে পারছিল না; বরং তা ধারণ করতে অক্ষমই ছিল। অতঃপর (তা দেখে) লোকেরা পরস্পর দান আনতে আরম্ভ করল। এমনকি খাদ্য সামগ্রী ও কাপড়ের দু'টি স্তূপ দেখলাম। পরিশেষে আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

চেহারা যেন সোনার মত ঝলমল করছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।" *(মুসলিম ২৩৯৮, নাসাঈ ২৫৫৪, ত্বাবারানী ২২৬২, ইবনে মাজাহ ২০৩, তিরমিযী ২৬৭৫নং)*

عَنْ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا مَا عَمِلَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ إِثْمُهَا حَتَّى يَتْرُكَ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَرَى لَهُ أَجْرُ الْمُرَابِطِ حَتَّى يُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(১৬২৩) ওয়াষিলাহ বিন আসকা' ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ভালো রীতি প্রবর্তন করে তার জন্য নির্দিষ্ট সওয়াব রয়েছে, যতদিন সেই রীতির উপর আমল হতে থাকবে; তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরেও; যতক্ষণ না তা বর্জিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ রীতির প্রচলন করে তার জন্য রয়েছে তার নির্দিষ্ট পাপ, যতক্ষণ না সে রীতি (বা কর্ম) বর্জন করা হয়েছে। আবার যে ব্যক্তি প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কার্যে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত তার ঐ প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের সওয়াব জারী থাকে। *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৭৬৪৫, সহীহ তারগীব ৬২নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْماً إلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتلَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৬২৪) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে কোন প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, তার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম সন্তান (কাবীল)এর উপর বর্তাবে। কেননা, সে হত্যার রীতি সর্বপ্রথম চালু করেছে।" *(বুখারী ৩৩৩৫, মুসলিম ৪৪৭৩, তিরমিযী ২৬৭৩, নাসাঈ ৩৯৮৫, ইবনে মাজাহ ২৬১৬নং)*

عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: ((إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحاً لِلْخَيْرِ مِغْلاَقاً لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحاً لِلشَّرِّ مِغْلاَقاً لِلْخَيْرِ)).

(১৬২৫) সাহল বিন সাদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "এই মঙ্গলসমূহের রয়েছে বহু ভান্ডার। এই ভান্ডারগুলোর জন্য রয়েছে একাধিক চাবি। সুতরাং শুভসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ আযযা অজাল্ল মঙ্গলের (দরজা খোলার) চাবিকাঠি এবং অমঙ্গলের (দরজা বন্ধ করার) খিল করেছেন। আর ধ্বংস সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ অমঙ্গলের চাবিকাঠি ও মঙ্গলের (দরজা বন্ধ করার) খিল করেছেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ২৩৮, হিল্য়্যাহ ৮/৩২৯ সিঃ সহীহাহ ১৩৩২নং)*

দন্ডবিধি অধ্যায়

প্রাণ-হত্যা

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاء)) . متفق عليه

(১৬২৬) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন (মানবিক অধিকারের বিষয়) সর্বপ্রথমে লোকেদের মধ্যে যে বিচার করা হবে তা রক্ত সম্পর্কিত হবে।" *(বুখারী ৬৮-৬৪, মুসলিম ৪৪৭৫নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ)) . رواه مسلم

(১৬২৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদ অন্য মুসলিমের উপর হারাম।" *(মুসলিম ৬৭০৬নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)). متفق عَلَيْهِ

(১৬২৮) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।" *(বুখারী ৪৮, ৬০৪৪, মুসলিম ২৩০নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، والنَّبيُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَلا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الوَدَاعِ حَتَّى حَمِدَ اللهَ رَسُول الله ﷺ وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ ذَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَّال فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ ، وَقَالَ : ((مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبيٍّ إلاَّ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ إنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ فَما خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِه فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُم ، إنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَعْوَرَ وإنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ اليُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ . ألا إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُم هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ ؟)) قالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)) ثلاثاً ((وَيْلَكُمْ – أَوْ وَيْحَكُمْ – انْظُروا : لا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه

(১৬২৯) ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমরা বিদায়ী হজ্জের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। এমতবস্থায় যে, নবী ﷺ আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আর আমরা জানতাম না যে, বিদায়ী হজ্জ কী? পরিশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর কানা দাজ্জালের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ যে নবীই পাঠিয়েছেন, তিনি নিজ জাতিকে তার ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন। নূহ ও তাঁর পরে আগমনকারী নবীগণ তার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যদি সে তোমাদের মধ্যে বের হয়, তবে তার অবস্থা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। তোমাদের কাছে এ কথা গোপন নয় যে, তোমাদের প্রভু কানা নয়, আর দাজ্জাল কানা হবে। তার ডান চোখ কানা হবে, তার চোখটি যেন (গুচ্ছ

থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর। সতর্ক হয়ে যাও, **নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি তোমাদের রক্ত ও মাল হারাম ক'রে দিয়েছেন;** যেমন তোমাদের এদিন হারাম তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই মাসে। শোনো! আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি?" সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (অতঃপর বললেন,) তোমাদের জন্য বিনাশ অথবা আফশোস। দেখো, তোমরা আমার পর এমন কাফের হয়ে যেয়ো না যে, তোমরা এক অপরের গর্দান মারবে।" *(বুখারী ৪৪০২, কিছু অংশ মুসলিম ২৩৪নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا)).

(১৬৩০) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে সে ব্যক্তি বেহেশ্তের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(বুখারী ৩১৬৬, ৬৯১৪, ইবনে মাজাহ ২৬৮৬নং)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا)).

(১৬৩১) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তি তার দ্বীনের প্রশস্ততায় থাকে; যতক্ষণ না সে অবৈধ রক্তপাতে লিপ্ত হয়।" *(আহমাদ ৫৬৮১, বুখারী ৬৮৬২নং)*

وعَنْ أَبِي بَكرَةَ نُفيع بنِ الحارثِ الثقفيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا التَقَى المُسلِمَان بسَيْفَيهِمَا فالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النّارِ)) قُلتُ : يا رَسُولَ اللهِ! هذا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المقْتُولِ ؟ قَالَ : ((إنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قتلِ صَاحِبِهِ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.

(১৬৩২) আবূ বাকরাহ নুফাই বিন হারেষ ষাক্বাফী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন দু'জন মুসলমান তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই দোযখে যাবে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হত্যাকারীর দোযখে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কি?' তিনি বললেন, "সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।" *(বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, মুসলিম ৭৪৩৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاَحَ فَهُمَا فِى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعًا ».

"দুইজন মুসলিম যখন একে অপরের উপর অস্ত্র চালনা করে, তখন তারা দোযখের কিনারায় অবস্থান করে। অতঃপর যখন তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে, তখন উভয়েই দোযখে যায়।" *(মুসলিম ৭৪৩৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ».

(১৬৩৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কী কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ২৭২, আবূ দাউদ ২৮৭৬, নাসাঈ ৩৬৭১নং)*

عن مُعَاوِيَةَ قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ».

(১৬৩৪) মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে মারা যায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, সে ব্যক্তির পাপ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির পাপকে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।" *(আহমাদ ১৬৯০৭, নাসাঈ ৩৯৮৪, হাকেম ৮০৩১-৮০৩২, আবূ দাউদ ৪২৭২নং আবূ দারদা হতে, সহীহুল জামে' ৪৫২৪নং)*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ: ((لَزَوَالُ الدُّنْيَا ، أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ ، مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ)).

(১৬৩৫) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "একজন মুসলিমকে খুন করার চাইতে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ।" *(তিরমিযী ১৩৯৫, নাসাঈ ৩৯৮৭নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((يَجِىءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا يَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِى حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ)).

(১৬৩৬) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন খুন হয়ে নিহত ব্যক্তি তার খুনীকে তার মাথা ও কপালের চুল ধরে উপস্থিত করবে। আর সে সময় তার শিরাগুলো থেকে রক্তের ফিনকি ছুটবে। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি একে জিজ্ঞাসা করুন, ও কেন আমাকে খুন করেছে?' পরিশেষে সে তাকে আরশের নিকটবর্তী করবে।" *(তিরমিযী ৩০২৯, নাসাঈ ৪০০৫, ইবনে মাজাহ ২৬২১, সহীহুল জামে' ৮০৩১নং)*

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ».

(১৬৩৭) উবাদাহ বিন সামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করে তা নিয়ে আনন্দ উপভোগ করবে সে ব্যক্তির নফল, ফরয কোন ইবাদতই আল্লাহ কবুল করবেন না।" *(আবূ দাউদ ৪২৭২, সহীহুল জামে' ৬৪৫৪নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ».

(১৬৩৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের প্রতি কোন লৌহদন্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে সে ব্যক্তিকে ফিরিশ্তাবর্গ অভিশাপ করেন; যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।" (অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত করে ভয় দেখানো গোনাহর কাজ।) *(মুসলিম ২৬১৬নং)*

عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنْ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ)).

(১৬৩৯) জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(মরণের পর) মানুষের যে অংশটি সবার আগে পঁচে দুর্গন্ধময় হবে তা হল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সক্ষম যে, সে কেবল হালাল ছাড়া অন্য কিছু (হারাম) ভক্ষণ করবে না, সে যেন তা-ই করে। আর যে ব্যক্তি সক্ষম যে, সে আঁজলা পরিমাণ খুন বহিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করবে না, সেও যেন তা-ই করে।" *(বুখারী ৭১৫২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِى لِذِى عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ ».

(১৬৪০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।

যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহবান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।

আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি বের করে ভালো-মন্দ সকল মানুষকে হত্যা করবে এবং তার মুমিনকেও হত্যা করতে ছাড়বে না, চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তিও পূরণ করবে না, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই।" *(আহমাদ*

৭৯৪৪, মুসলিম ৪৮৯২নং)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ)).

(১৬৪১) আম্‌র বিন শুআইব নিজ পিতা ও তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা ক'রে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার সবচেয়ে বেশি অবাধ্য মানুষ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর হারাম-সীমানার ভিতরে খুন করেছে অথবা যে তার খুনী নয়, তাকে খুন করেছে অথবা জাহেলী যুগের খুনের বদলা নিতে খুন করেছে।" *(আহমাদ ৬৭৫৭, আঃ রায্‌যাক ৯১৮৮নং)*

ব্যভিচার

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يا نعايا العرب يا نعايا العرب! إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية)).

(১৬৪২) আব্দুল্লাহ বিন যায়দ ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আরবের মরণ! আরবের মরণ! আমি তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয়, তা হল ব্যভিচার ও গুপ্ত কুপ্রবৃত্তি।" *(ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ২৩৯০নং)*

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ)).

(১৬৪৩) আবূ বারযাহ আসলামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য যে সকল জিনিস ভয় করি, তার মধ্যে অন্যতম হল তোমাদের উদর ও যৌন-সংক্রান্ত ভ্রষ্টকারী কুপ্রবৃত্তি এবং ভ্রষ্টকারী ফিতনা।" *(আহমাদ ১৯৭৭২নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ ».

(১৬৪৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের ব্যভিচারের অংশ লিখে দিয়েছেন, যা সে অবশ্যই পেয়ে থাকবে। সুতরাং চক্ষুর ব্যভিচার দর্শন, জিহ্বার ব্যভিচার হল কথন, মন আশা ও কামনা করে এবং জননেন্দ্রিয় তা সত্যায়ন অথবা মিথ্যায়ন করে। *(বুখারী ৬২৪৩, ৬৬১২, মুসলিম ৬৯২৪নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَزْنِى الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ».

(১৬৪৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর

যখন চুরি করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।" (বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ২১১নং, আসহাবে সুনান)

وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ)). متفق عَلَيْهِ

(১৬৪৬) সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী (অঙ্গ জিভ) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী (অঙ্গ গুপ্তাঙ্গ) সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।" *(বুখারী ৬৪৭৪নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১৬৪৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত অঙ্গ (জিহ্বা) ও দু'পায়ের মাঝখানের অঙ্গ (লজ্জাস্থান)এর ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখবেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী ২৪০৯, হাসান)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : ....وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أخَافُ اللهَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

(১৬৪৮) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া থাকবে না; তন্মধ্যে--- একজন সেই ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্তা সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।" *(বুখারী ৬৬০ নং মুসলিম ২৪২৭নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قَالَ : سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول : ((انطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبيتُ إلى غَارٍ فَدَخلُوهُ، فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ ، فَقالُوا : إنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ إلاَّ أنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أعْمَالِكُمْ . قَالَ رجلٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ إنَّهُ كانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمّ ، كَانَتْ أَحَبَّ النّاسِ إليَّ – وفي رواية : كُنْتُ أُحِبُّها كأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النساءَ – فأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فامْتَنَعَتْ منِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بها سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دينَارٍ عَلَى أنْ تُخَلِّيَ بَيْني وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفعَلَتْ ، حَتَّى إذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا – وفي رواية : فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا ، قالتْ : اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاّ بِحَقِّهِ، فَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إليَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أعْطَيْتُها . اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيهِ ، فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا.

(১৬৪৯) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্বে (বানী ইসরাঈলের যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হল। চলতে চলতে রাত এসে গেল। সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল। অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ দেখে তারা বলল যে, 'এহেন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক আমলসমূহকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর।' সুতরাং তারা স্ব স্ব আমলের অসীলায় (আল্লাহর কাছে) দুআ করতে লাগল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার ছিল এক চাচাতো বোন। সে ছিল আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়া। একদিন আমি তার সাথে ব্যভিচার করতে চাইলে সে সম্মত হল না। অতঃপর এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বাধ্য হয়ে সে আমার নিকট এল। আমি তাকে একশত বিশ দীনার এই শর্তে দিলাম যে, সে আমাকে তার দেহ সমর্পণ করে দেবে। একদা সে তাই করল। অতঃপর যখন আমি তাকে আমার আয়ত্তে পেলাম (অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, অতঃপর আমি যখন তার দুই পায়ের ফাঁকে বসলাম) তখন সে আমাকে বলল, 'আল্লাহকে ভয় কর। আর অবৈধভাবে তুমি আমার কৌমার্য নষ্ট করে দিও না।' এই কথা শুনামাত্র আমি তার সাথে যৌন-মিলন করতে দ্বিধাবোধ করলাম। আমি তাকে ছেড়ে সরে গেলাম অথচ সে আমার নিকট একান্ত প্রিয়পাত্রী ছিল। আর যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে প্রদান করেছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম। আল্লাহ গো! যদি তুমি জান যে, আমি একাজ কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টিলাভের আশায় করেছি তাহলে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা হতে আমাদেরকে রক্ষা কর। এরপর পাথরটি (একটু) সরে গেল।---" *(বুখারী ২২৭২ নং, মুসলিম ২৭৪৩নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ».

(১৬৫০) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি ছাড়া 'আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথায় সাক্ষ্যদাতা কোন মুসলিমের খুন (কারো জন্য) বৈধ নয়; বিবাহিত ব্যভিচারী, খুনের বদলে হত্যাযোগ্য খুনী এবং দ্বীন ও জামাআত ত্যাগী।" *(বুখারী ৬৮৭৮, মুসলিম ৪৪৬৮-৪৪৭০নং আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

عن عَبْدِ اللَّهِ قال قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ « أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ». قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ». قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ » فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا).

(১৬৫১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমি (অথবা এক ব্যক্তি) আল্লাহর রসূল

ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কী?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর---অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "এই যে, তোমার সাথে খাবে---এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা করা।" আমি বললাম, 'অতঃপর কোন পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।" আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (٦٩) سورة الفرقان

অর্থাৎ, (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ সব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। *(সূরা ফুরকান ৬৮-৬৯ আয়াত) (বুখারী ৪৪৭৭, ৭৫৩২ প্রভৃতি, মুসলিম ২৬৭-২৬৮-নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

(১৬৫২) সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﷺ হতে বর্ণিত, নিবী ﷺ এক স্বপ্নের বর্ণনায় বলেন, "---সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। সেখানে শোরগোল ও নানা শব্দ ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার ক'রে উঠছে। আমি বললাম, 'এরা কারা?' ফিরিশ্তারা আমাকে বললেন, 'চলুন, চলুন।' অতঃপর তাঁরা বললেন, 'যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা (তন্দুর) চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে, তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল।" *(বুখারী ১৩৮৬নং)*

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلاَّ كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ وَلاَ ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ وَلاَ مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ ».

(১৬৫৩) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন জাতি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তখনই তাদের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যখনই কোন জাতির মাঝে অশ্লীলতা আত্মপ্রকাশ করে, তখনই সে জাতির জন্য আল্লাহ মৃত্যুকে আধিপত্য প্রদান করেন। (তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।) আর যখনই কোন জাতি যাকাৎ-দানে বিরত হয়, তখনই তাদের জন্য (আকাশের) বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়।" *(হাকেম ২৫৭৭, বাইহাকী ৬৬২৫, ১৯৩২৩, বায্যার ৩২৯৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ: « إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ

فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ».

(১৬৫৪) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ক্রীতদাসী ব্যভিচার করলে এবং তা প্রমাণিত হলে তাকে কশাঘাতের দণ্ড দেবে এবং ভর্ৎসনা করবে না। দ্বিতীয়বার ব্যভিচার করলে তাকে অনুরূপ দণ্ড দেবে এবং ভর্ৎসনা করবে না। তৃতীয়বার ব্যভিচার করলে একটি চুলের রশির বিনিময়েও তাকে বিক্রয় করে দেবে।" *(বুখারী ২১৫২, ২১৫৩, মুসলিম ৪৫৪২-৪৫৪৪নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.

(১৬৫৫) আবূ উমামা ﷺ বলেন, একদা এক যুবক আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন!'

এ কথা শুনে লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'থামো, থামো! (এ কী বলছ তুমি?)'

কিন্তু মহানবী ﷺ তাকে বললেন, "আমার কাছে এসো।"

সে তাঁর কাছে এসে বসলে তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি কি নিজ মায়ের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের মায়েদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের মেয়েদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার বোনের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের বোনেদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার ফুফুর জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের ফুফুদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার খালার জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, ‘না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।’

তিনি বললেন, “তাহলে লোকেরাও তো তাদের খালাদের জন্য তা পছন্দ করে না।”

অতঃপর তিনি তার বুকে হাত রাখলেন এবং তার জন্য দুআ ক’রে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ওর গোনাহ মাফ করে দাও, ওর হৃদয়কে পবিত্র করে দাও এবং ওকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা কর।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সেই যুবক আর ব্যভিচারের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি। *(আহমাদ ২২২১১, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৬৭৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫৪১৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৭০নং)*

বিকৃত যৌনাচার

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ)).

(১৬৫৬) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “নিঃসন্দেহে আমি আমার উম্মতের উপর যে পাপাচারের সবচেয়ে অধিক আশঙ্কা করি তা হল, লূত নবী ﷺ-এর উম্মতের কর্ম।” (সমলিঙ্গি ব্যভিচার বা পুরুষে-পুরুষে যৌন-মিলন।) *(আহমাদ ১৫০৯৩, তিরমিযী ১৪৫৭, ইবনে মাজাহ ২৫৬৩, হাকেম ৪/৩৫৭, সহীহুল জামে’ ১৫৫২নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ».

(১৬৫৭) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেলো।” *(আহমাদ ২৭৩২, আবূ দাউদ ৪৪৬৪, তিরমিযী ১৪৫৬, ইবনে মাজাহ ২৫৬১, বাইহাকী ১৭৪৭৫, সহীহুল জামে’ ৬৫৮৯নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ ».

(১৬৫৮) উক্ত ইবনে আব্বাস ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।” *(তিরমিযী ১৪৫৫, ইবনে মাজাহ ২৫৬৪, হাকেম ৮০৪৯, বাইহাক্বী ১৭৪৯১, ১৭৪৯২, সহীহুল জামে’ ৬৫৮৮নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِى الدُّبُرِ)).

(১৬৫৯) উক্ত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির দিকে চেয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষের

মলদ্বারে অথবা কোন স্ত্রীর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম করে।” *(তিরমিযী ১১৬৫, নাসাঈর কুবরা ৯০০১, ইবনে হিব্বান ৪৪১৮, সহীহুল জামে’ ৭৮০১নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ».

(১৬৬০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন ঋতুমতী স্ত্রী (মাসিক অবস্থায়) সঙ্গম করে অথবা কোন স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে, অথবা কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।” (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এ সব কুকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।) *(আহমাদ ৯২৯০, আবূ দাউদ ৩৯০৬, তিরমিযী ১৩৫, ইবনে মাজাহ ৬৩৯, বাইহাক্বী ১৪৫০৪নং)*

চুরি-ডাকাতি

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ».

(১৬৬১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আল্লাহ চোরকে অভিশপ্ত করুন; সে ডিম (অথবা হেলমেট) চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা যায় এবং রশি চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা যায়।” *(বুখারী ৬৭৮৩, ৬৭৯৯, মুসলিম ৪৫০৩নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَزْنِى الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ».

(১৬৬২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন মু’মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে, তখন মু’মিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে, তখন মু’মিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।” (বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ২১১নং, আসহাবে সুনান)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم قال: ((....وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِى. وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ...)).

(১৬৬৩) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, “--- এমনকি (সূর্য-গ্রহণের নামায পড়ার সময়) জাহান্নামে আমি এক মাথা বাঁকানো লাঠি-ওয়ালাকেও দেখলাম, সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে; যে তার ঐ লাঠি দিয়ে হাজীদের সামান চুরি করত। লাঠির ঐ বাঁক দিয়ে সামান টেনে নিত। অতঃপর কেউ তা টের পেলে বলত, আমার লাঠিতে আপনা-আপনিই ফেঁসে গেছে, আর কেউ টের না পেলে সামানটি নিয়ে চলে যেত। *(মুসলিম ২১৪০নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِيهَا، فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ». ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ».

(১৬৬৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত, মহানবী ﷺ-এর যুগে (এক উচ্চবংশীয়া) মাখযূমী মহিলা লোকের কাছে জিনিস ধার নিত, অতঃপর তা অস্বীকার করত। এই শ্রেণীর চুরি করার ফলে ধরা পড়লে নবী ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। তাকে নিয়ে তার আত্মীয়-স্বজন সহ কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলবে?' পরিশেষে তারা বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়দ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সাথে কথা বলার দুঃসাহস করবে?' সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন)। এর ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে উসামাহ! তুমি কি আল্লাহর দন্ডবিধিসমূহের এক দন্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!" অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে তারা তাকে (দন্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন (নিম্নবংশীয়, গরীব বা) দুর্বল লোক চুরি করলে তারা তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।" *(বুখারী ৩৪৭৫, ৬৭৮৮, মুসলিম ৪৫০৫-৪৫০৭নং, আসহাবে সুনান)*

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِىَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ ».

(১৬৬৫) মুস্তাওরিদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অসীলা বানিয়ে (তার কোন ক্ষতি সাধন করে অথবা তাকে কষ্ট দিয়ে) এক গ্রাসও কিছু ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে অনুরূপ গ্রাস জাহান্নাম থেকে ভক্ষণ করাবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অসীলা বানিয়ে (তার কোন ক্ষতি সাধন করে অথবা তাকে কষ্ট দিয়ে) একটি কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে অনুরূপ কাপড় জাহান্নাম থেকে পরিধান করাবেন। ---।" *(আহমাদ ১৮০১১, আবূ দাউদ ৪৮৮৩, হাকেম ৭ ১৬৬, সহীহুল জামে' ৬০৮৩নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

(১৬৬৬) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন অপরের পশু তার বিনা অনুমতিতে অবশ্যই না দোয়ায়। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার খাদ্য ও পানীয়র পাত্র ভেঙ্গে দেওয়া হোক এবং খাবারগুলো ছড়িয়ে পড়ুক? লোকেদের পশুর স্তন তো তাদের খাবার সঞ্চয় করে রাখে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন অপরের পশু তার বিনা অনুমতিতে অবশ্যই না দোহায়।" *(বুখারী ২৪৩৫, মুসলিম ৪৬০৮নং)*

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ قال رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ ». أَوْ « إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ ».

(১৬৬৭) এক আনসারী সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ছিনিয়ে নেওয়া মাল মৃত প্রাণী অপেক্ষা অধিক পবিত্র নয়।" *(আবূ দাঊদ ২৭০৭, সহীহুল জামে' ১৯৮৬নং)*

মদ্যপান

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ((الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ)).

(১৬৬৮) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মদ হল যাবতীয় অশ্লীলতার প্রধান এবং সবচেয়ে বড় পাপ। যে ব্যক্তি তা পান করল, সে যেন নিজ মা, খালা ও ফুফুর সাথে ব্যভিচার করল!" *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৩৩৪৫নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَزْنِى الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ».

(১৬৬৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।" *(বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ২১১নং, আসহাবে সুনান)*

عن ابن عُمَرَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ».

(১৬৭০) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত

করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।” *(আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)*

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, “তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।” *(সহীহুল জামে’ ৫০৯১নং)*

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ.

(১৬৭১) আনাস বিন মালেক ﷺ বলেছেন, “মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ প্রকার মানুষের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন। তার প্রস্তুরকারীর উপর, যে প্রস্তুত করায় তার উপর, তার পানকারীর উপর, যে তা বয়ে নিয়ে যায় তার উপর, যার জন্য বয়ে নিয়ে যায় তার উপর, যে পান করায় তার উপর, যে তা বিক্রি করে তার উপর, যে (বিক্রি ক’রে) তার অর্থ খায় তার উপর এবং যে ক্রয় করে ও যার জন্য ক্রয় করা হয় তাদের উপর।” *(সুনানে তিরমিযী ১২৯৫, ইবনে মাজাহ ৩৩৮১, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ১৩৫৫নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ ».

(১৬৭২) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রত্যেক প্রমত্ততা (জ্ঞানশূন্যতা) আনয়নকারী বস্তুই হল মদ এবং প্রত্যেক প্রমত্ততা আনয়নকারী বস্তুই হল হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করতে করতে তাতে অভ্যাসী হয়ে মারা যায়, সে ব্যক্তি আখেরাতে (জান্নাতে পবিত্র) মদ পান করতে পাবে না।” (বেহেশ্তে যেতে পারবে না।) *(বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম ৫৩৩৬নং প্রমুখ)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».

(১৬৭৩) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে বস্তুর বেশী পরিমাণ মাদকতা আনে তার অল্প পরিমাণও হারাম।” *(আহমাদ ১৪৭০৩, আবূ দাউদ ৩৬৮৩, তিরমিযী ১৮৬৫, ইবনে মাজাহ ৩৩৯৩, সহীহুল জামে’ ৫৫৩০নং)*

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم : أَنْ ((لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ)).

(১৬৭৪) আবূ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার বন্ধু ﷺ বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন যে, “তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না -যদিও (এ ব্যাপারে) তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে, তার উপর থেকে (আল্লাহর) দায়িত্ব উঠে যায়। আর মদ পান করো না, কারণ মদ হল প্রত্যেক অমঙ্গলের (পাপাচারের)

চাবিকাঠি।” *(ইবনে মাজাহ ৪০৩৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৫৯নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً)).

(১৬৭৫) আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মদ যাবতীয় নোংরামির মূল। যে কেউ তা পান করবে, তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যে ব্যক্তি তার মূত্রথলিতে ঐ মদের কিছু পরিমাণ রাখা অবস্থায় মারা যাবে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে এবং যে কেউ তা নিজ পেটে রেখে মারা যাবে, সে জাহেলী যুগের মরণ মরবে।” *(ত্বাবারানী ১৫৪৩, দারাকুত্বনী ৪/২৪৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৯৫নং)*

عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – قال : «اجْتَنِبُوا الخمرَ ، فإنها أم الخبَائث ، إنه كان رجل مِمَّن خلا قَبْلَكم يَتَعَبَّدُ ، فَعَلِقَتْهُ امرأة أَغْوَتْهُ ، فأرسَلَتْ إليه جاريتها ، فقالت له : إنها تَدْعوك للشهادة ، فانْطَلَقَ مع جاريتها ، فَطَفِقَ كلما دخلَ بابا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ ، حَتى أَفضى إلى امرأة وضِيئَة عندها غُلام وباطيَةُ خمْر ، فقالت: والله ما دَعَوتُك للشهادة ، ولكن دعوتكَ لِتَقَعَ عليَّ أَو تَشرَبَ من هذه الخمر كأسا ، أو تَقْتُلَ هذا الغُلامَ. قال : فاسقِيني من هذه الخمر كأسا ، فسَقتهُ كأسا فقال: زيدوني ، فلم يَرِم حتى وقع عليها ، وقتل الغلام ، فاجتنبو الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويُوشكُ أن يخرجَ أحدُهما صاحبه».

(১৬৭৬) উষমান বিন আফ্ফান ﷺ বলেছেন, “তোমরা মদ থেকে দূরে থাকো। কারণ তা হল সকল নোংরা কাজের প্রধান। তোমাদের পূর্বযুগে একটি লোক ছিল, যে সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করত এবং লোকজন থেকে দূরে থাকত। এক ভ্রষ্ট মেয়ে তাকে ভালোবেসে ফেলল। সে এক সময় তার দাসী দ্বারা কোন ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার নাম ক’রে তাকে ডেকে পাঠাল। সে দাসীর সাথে এসে তার বাড়িতে প্রবেশ করল। এক একটা দরজা পার হতে তা বন্ধ করা হল। অবশেষে এক সুন্দরী মহিলার নিকট পৌঁছল। তার সাথে ছিল একটি কিশোর ও মদের পাত্র।

মেয়েটি বলল, ‘আমি আসলে তোমাকে কোন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি। আমি তোমাকে ডেকেছি আমার সাথে মিলন করার জন্য অথবা এই কিশোরকে খুন করার জন্য অথবা এই মদ পান করার জন্য। তাতে যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহলে আমি চিৎকার ক’রে তোমার নামে অপবাদ দিয়ে তোমাকে লাঞ্ছিত করব।’

সুতরাং সে যখন নিরুপায় অবস্থা দেখল, তখন মদপানকে হাল্কা মনে করল। বলল, ‘ঠিক আছে, আমাকে এক গ্লাস মদ দাও।’ সে তা পান করল। কিন্তু সে দ্বিতীয় গ্লাস চাইল। অতঃপর নেশায় চুর হলে সে মেয়েটির সাথে ব্যভিচার করল এবং সবশেষে কিশোরটিকেও খুন ক’রে বসল।

সুতরাং তোমরা মদপান থেকে দূরে থাকো। যেহেতু বান্দার মধ্যে মদ ও ঈমান কখনই একত্র হতে পারে না। আর হলে অদূর ভবিষ্যতে একটি তার সঙ্গীকে বহিষ্কার ক'রে দেয়।" *(নাসাঈ ৫৬৬৬, বাইহাক্বী ১৭১১৬নং)*

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ – وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ – فَسَأَلَ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « أَوَمُسْكِرٌ هُوَ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ « عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ ».

(১৬৭৭) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইয়ামানের এক শহর জাইশান থেকে (মদীনায়) আগমন করল। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তার দেশের লোকেরা পান করে এমন ভুট্টা থেকে প্রস্তুত 'মিযর' নামক এক পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তা কি মাদকতা আনে?" লোকটি বলল, 'জী হ্যাঁ।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "প্রত্যেক মাদকতা আনয়নকারী বস্তু মাত্রই হারাম। আর যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করবে তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আছে যে, তাকে তিনি 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ত্বীনাতুল খাবাল কী জিনিস?' তিনি বললেন, জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ।" *(মুসলিম ৫৩৩৫, নাসাঈ ৫৭০৯নং)*

عن ابن عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَه صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ)). قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ.

(১৬৭৮) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করবে, সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে পুনরায় পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি এর পরেও সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেবেন। অন্যথা যদি সে তৃতীয়বার পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এর পরেও যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে চতুর্থবার তা পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপরে সে যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন না, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং (পরকালে) তাকে 'খাবাল নদী' থেকে পানীয় পান করাবেন।"

ইবনে উমার ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আবূ আব্দুর রহমান! 'খাবাল-নদী' কী?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তা হল জাহান্নামবাসীদের পুঁজ দ্বারা প্রবাহিত (জাহান্নামের) এক নদী।' *(তিরমিযী ১৮৬২, হাকেম ৪/১৪৬, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৬৩১২-৬৩১৩নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ)).

(১৬৭৯) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যাস থাকা অবস্থায় মারা যাবে, সে ব্যক্তি মূর্তিপূজকের মতো (পাপী) হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১২২৫৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৭৭নং)*

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ((...وثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الجنَّةَ العاقُّ لِوَالِدَيْهِ والمُدْمِنُ الخَمْرَ والمَنَّانُ بما أعْطَى)).

(১৬৮০) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "---আর তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার নাফরমান ছেলে, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করার পর যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি।" *(আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈর কুবরা ২৩৪৩, হাকেম ২৫৬২, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে,

((ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ)).

"তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্যজন এবং এমন বেহায়া, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।" *(আহমাদ ৫৩৭২, ৬১১৩নং)*

عن أبي مَالِكٍ الأَشْعَرِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ».

(১৬৮১) আবূ মালেক আশআরী ﷺ শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের একদল লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা অবশ্যই পান করবে।" *(আহমাদ ২২৯০০, আবূ দাউদ ৩৬৯০, সহীহুল জামে ৫৪৫৩নং)*

ইসলামী দন্ড বিধান প্রয়োগ না করার জন্য সুপারিশ করা হারাম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ } [النور : ٢]

অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, এদের প্রত্যেককে একশো করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর

বিধান প্রয়োগ করার সময় তাদের প্রতি কোন দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি (সত্যিকারে) তোমরা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনে থাক। *(সূরা নূর ২ আয়াত)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؟!)) ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)). متفق عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ : فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ!؟)) فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا .

(১৬৮২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, চুরির অপরাধে অপরাধিণী মাখযূম গোত্রের একজন মহিলার ব্যাপার কুরাইশ বংশের লোকেদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। সাহাবীগণ বললেন, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে?' তাঁরা বললেন, 'রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না।' সুতরাং উসামা রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বলে উঠলেন, "তুমি আল্লাহর এক দণ্ডবিধান (প্রয়োগ না করার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?" পরক্ষণেই তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিলেন এবং বললেন, "(হে লোক সকল!) নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, যখন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের কোন দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাতও কেটে দিতাম।" *(বুখারী ৩৪৭৫, মুসলিম ৪৫০৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (উসামার সুপারিশে) আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চেহারা রঙিন (লাল) হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তুমি কি আল্লাহর এক দণ্ডবিধান (কায়েম না করার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!" উসামা বললেন, 'আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, হে আল্লাহর রসূল!' বর্ণনাকারী বলেন, 'অতঃপর নবী ﷺ আদেশ দিলে ঐ মহিলার হাত কেটে দেওয়া হল।' *(বুখারী ৪৩০৪, মুসলিম ৪৫০৬নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قال قال رَسُول اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ ».

(১৬৮৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর 'হদ্দ' (দন্ডবিধি) সমূহ হতে কোন 'হদ্দ' কায়েম করাতে বাধা সৃষ্টি করল, সে ব্যক্তি নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা অজাল্লার বিরোধিতা করল।" *(আবূ দাউদ ৩৫৯৯, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী ১৩২৫৪, বাইহাকী ১১৭৭৩, সহীহুল জামে' ৬১৯৬নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « ....وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

(১৬৮৪) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "---আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত (খুনী দ্বারা) খুন হবে, সেই খুনীকে খুনের বদলে খুন করা হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি খুনী ও দন্ডের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের অভিশাপ।" *(আবূ দাউদ ৪৫৯৩, সহীহ নাসাঈ ৪৪৫৬, সহীহ ইবনে মাজাহ ২১৩১নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قال النبي ﷺ: ((مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِى رُدِّىَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ)).

(১৬৮৫) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যায়ে নিজ গোত্রকে সহযোগিতা করে (সর্বনাশিতায়) সে ব্যক্তির উদাহরণ সেই উটের মত যে কোন কুয়াতে পড়ে যায়। অতঃপর তাকে তার লেজ ধরে তোলার অপচেষ্টা করা হয়। (যা অসম্ভব।)" *(আহমাদ ৩৮০১, আবূ দাউদ ৫১১৯নং, হাকেম ৭২৭৫, ইবনে হিব্বান ৫৯৪২, বাইহাক্বী ২১৬০৮, সহীহুল জামে' ৬৫৭৫, ৫৮৩৮নং)*

হক ও অধিকার অধ্যায়

নবী ﷺ-এর অধিকার, তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার আদেশ, তার মাহাত্ম্য ও শব্দাবলী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }

নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। *(সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ، رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً)) . رواه مسلم

(১৬৮৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দরুন তার উপর দশটি রহমত (করুণা) অবতীর্ণ করবেন।" *(মুসলিম ৮৭৫নং)*

وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا)).

(১৬৮৭) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা জুমআর দিন আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পড়। যেহেতু ক্ষণকাল পূর্বে জিবরীল তাঁর প্রতিপালক আয্যা অজাল্লার নিকট থেকে আগমন ক'রে বললেন, '(হে নবী!) পৃথিবীর বুকে যে কোন মুসলিম তোমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আমি তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করব এবং আমার ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য ১০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৬৬২নং)*

عن أنس بن مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ)).

(১৬৮৮) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, (তার বিনিময়ে) সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি পাপ মোচন করেন এবং তাকে দশটি মর্যাদায় উন্নীত করেন।" *(নাসাঈ ১২৯৭নং)*

عن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ)).

(১৬৮৯) আমের বিন রাবীআহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুতবায় বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আমার উপর যত দরূদ পাঠ করবে, ফিরিশ্তা তার জন্য তত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। সুতরাং বান্দা চাহে তা কম করুক অথবা বেশী করুক।" *(আহমাদ ১৫৬৮০, ইবনে মাজাহ ৯০৭, সহীহ তারগীব ১৬৬৯নং)*

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((.... فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة)).

(১৬৯০) আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "---যে ব্যক্তি যত বেশী আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি (বেহেশ্তী) মর্যাদায় তত বেশী আমার নিকটবর্তী হবে।" *(বাইহাক্বী, সহীহ তারগীব ১৬৭৩নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((أَوْلَى النَّاسِ بِي يَومَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً)) . رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن)) .

(১৬৯১) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সব লোকের চাইতে আমার বেশী নিকটবর্তী হবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার উপর দরূদ পড়বে।" *(তিরমিযী ৪৮৪নং, হাসান, সঃ তারগীব ১৬৬৮, সঃ মাওয়ারিদ ২০২৭নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ)).

(১৬৯২) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার

উপর দরূদ পড়তে ভুল করল, সে আসলে বেহেশ্তের পথ ভুল করল।” *(ইবনে মাজাহ ৯০৮, ত্বাবারানী ১২৬৪৮, সহীহ তারগীব ১৬৮-২নং)*

وَعَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ)). قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟! قَالَ : يَقُولُ بَلِيتَ . قَالَ : ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ)) . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

(১৬৯৩) আওস ইবনে আওস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমআর দিন। সুতরাং ঐ দিন তোমরা আমার উপর অধিকমাত্রায় দরূদ পড়। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।” লোকেরা বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো (মারা যাওয়ার পর) পচে-গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ পয়গম্বরদের দেহসমূহকে খেয়ে ফেলা মাটির উপর হারাম ক’রে দিয়েছেন।” (বিধায় তাঁদের শরীর আবহমান কাল ধরে অক্ষত থাকবে।) *(আবু দাউদ ১৫৩৩নং, বিশুদ্ধ সানাদ)*

عن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال: ((آمين))، ثم رقي أخرى فقال: ((آمين))، ثم رقي عتبة ثالثة فقال: ((آمين))، ثم قال: ((أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله فقلت آمين)).

(১৬৯৪) মালেক বিন হাসান বিন মালেক বিন হুয়াইরিষ তাঁর পিতা হতে, তিনি (হাসান) তাঁর (মালেকের) পিতামহ (মালেক বিন হুয়াইরিষ) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়লেন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, “আমীন।” অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, “আমীন” অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, “আমীন।” অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, “আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।’ তখন আমি (প্রথম) ‘আ-মীন’ বললাম। তিনি আবার বললেন, ‘যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।’ এতে আমি (দ্বিতীয়) ‘আ-মীন’ বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, ‘যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।’ এতে আমি (তৃতীয়) ‘আমীন’ বললাম।” *(ইবনে হিব্বান ৪০৯, ৯০৭, সহীহ তারগীব ৯৮-২নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ

عَلَيَّ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১৬৯৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অভিশাপ দিলেন যে, "সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না।" (অর্থাৎ, 'স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম' বলল না।) *(তিরমিযী ৩৫৪৫নং, হাসান)*

وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً ، وَصَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ)) . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

(১৬৯৬) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে উৎসব কেন্দ্রে পরিণত করো না (যেমন কবর-পূজারীরা উরস ইত্যাদির মেলা লাগিয়ে ক'রে থাকে)। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পেশ কর। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের পেশকৃত দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।" *(আবূ দাঊদ ২০৪৪নং, বিশুদ্ধ সূত্রে, সহীহুল জামে' ৭২২৬নং)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ)) . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

(১৬৯৭) উক্ত রাবী হতে এটি বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি যখন আমার উপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ আমার মধ্যে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন, ফলে আমি তার সালামের জবাব দিই।" *(আবূ দাঊদ ২০৪৩, বিশুদ্ধ সানাদ)*

(এর ধরন আল্লাহই জানেন। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, সরাসরি তিনি শুনতে পান বা তাঁর জবাব কেউ শুনতে পায়।)

عن سهيل قال: (رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي (ص)، فقال: (إذا دخلت المسجد فسلم) ثم قال: إن رسول الله (ص) قال: (لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). ما أنتم ومن بالاندلس إلا سواء.

(১৬৯৮) সুহাইল বলেন, একদা (নবী ﷺ-এর নাতির ছেলে) হাসান বিন হাসান বিন আলী আমাকে কবরের নিকট দেখলেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেই সময় তিনি ফাতেমার বাড়িতে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি বললেন, 'এসো খানা খাও।' আমি বললাম, 'খাবার ইচ্ছা নেই।' অতঃপর তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার যে, আমি তোমাকে কবরের পাশে দেখলাম?' আমি বললাম, 'নবী ﷺ-কে সালাম দিলাম।' তিনি বললেন, 'যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দেবে।' অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিয়ো না। তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না। তোমরা যেখানেই থাক, সেখান থেকেই আমার উপর দরূদ

পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট (ফিরিশ্তার মাধ্যমে) পৌঁছে যায়। আল্লাহ ইয়াহুদকে অভিশাপ করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।” (এ ব্যাপারে এখানে) তোমরা এবং উন্দুলুসের লোকেরা সমান।’ *(সুনান সাঈদ বিন মানসূর, আহকামুল জানায়েয, আলবানী ২২০পৃঃ)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ)).

(১৬৯৯) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “পৃথিবীতে মহান আল্লাহর ভ্রমণরত বহু ফিরিশ্তা রয়েছেন, যাঁরা আমার উম্মতের নিকট হতে আমাকে সালাম পৌঁছে দেন।” *(আহমাদ ৩৬৬৬, ৪২১০, ৪৩২০, নাসাঈ ১২৮২, ইবনে হিব্বান ৯১৪, সঃ তারগীব ১৬৬৪নং)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)) .

رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৭০০) আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।” *(তিরমিযী ৩৫৪৬নং, হাসান সহীহ)*

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أخبركم بأبخل الناس))؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: ((من ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل الناس)).

(১৭০১) আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা বের হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বললেন, “তোমাদেরকে কি বলে দেব না, সবচেয়ে বড় বখীল কে?” সকলে বলল, ‘অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না, সেই হল সব চাইতে বড় বখীল।” *(ইবনে আবী আস্বেম, সহীহ তারগীব ১৬৮৪নং)*

وَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ الله تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَجِلَ هَذَا)) ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ – أَوْ لِغَيْرِهِ – : ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৭০২) ফায়্যালা ইবনে উবাইদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি লোককে নামাযে প্রার্থনা করতে শুনলেন। সে কিন্তু তাতে আল্লাহর প্রশংসা করেনি এবং নবী ﷺ-এর উপর দরূদও পড়েনি। এ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “লোকটি তাড়াহুড়ো করল।” অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন ও তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন, “যখন কেউ দুআ করবে, তখন সে যেন

তার পবিত্র প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা যোগে ও আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ ক'রে দুআ আরম্ভ করে, তারপর যা ইচ্ছা (যথারীতি) প্রার্থনা করে।" *(আবূ দাউদ ১৪৮৩, তিরমিযী ৩৪৭৭নং)*

عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما قالا : إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه و سلم.

(১৭০৩) উমার ﷺ ও আলী ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও যমীনের মাঝে লটকে থাকে, (আকাশে ওঠে না বা আল্লাহর কাছে কবুল হয় না) যতক্ষণ না নবীর উপর দরূদ পাঠ করা হয়।' *(তিরমিযী ৪৮৬, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৬৭৫, ১৬৭৬নং)*

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، عَن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَا جلس قوم مَجْلِسا لم يذكرُوا الله تَعَالَى فِيهِ ، وَلم يصلوا عَلَى نَبيّهم فِيهِ ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِم ترة ، فَإِن شَاءَ عذبهم ، وَإِن شَاءَ غفر لَهُم)).

(১৭০৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে সম্প্রদায়ই এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে তারা মহান আল্লাহর যিক্‌র করে না এবং নবীর ﷺ উপর দরূদ পাঠ করে না, সেই সম্প্রদায়েরই ক্ষতিকর পরিণাম হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন, নচেৎ ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন।" *(আবূ দাউদ ৪৮৫৮, সহীহ তিরমিযী ২৬৯১নং, বাইহাকী, আহমাদ, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪নং, আর হাদীসের শব্দাবলী তিরমিযীর।)*

وَعَنْ أَبي مُحَمَّدٍ كَعْبِ بن عُجْرَةَ ﷺ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبيُّ ﷺ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : ((قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجْيدٌ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৭০৫) আবূ মুহাম্মাদ কা'ব ইবনে উজরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (একদা) আমাদের নিকট এলেন। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতি কিভাবে সালাম পেশ করতে হয় তা জেনেছি, কিন্তু আপনার প্রতি দরূদ কিভাবে পাঠাব?' তিনি বললেন, "তোমরা বলো ঃ-

'আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'

যার অর্থ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ তথা মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর; যেমন রহমত বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও অতি সম্মানার্হ। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনবর্গের প্রতি বর্কত নাযেল কর; যেমন বর্কত নাযেল করেছ ইব্রাহীমের পরিজনবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহা

সম্মানীয়।” *(বুখারী ৩৩৭০, ৬৩৫৭, মুসলিম ৯৩৫নং)*

وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ البَدرِي ﷺ ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَنَحنُ فِي مَجْلِسِ سَعدِ بن عُبَادَةَ ﷺ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعدٍ : أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قُولُوا : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ)) . رواه مسلم

(১৭০৬) আবূ মাসঊদ বদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সা’দ ইবনে উবাদা ﷺ-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন। বাশীর ইবনে সা’দ তাঁকে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহ আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ পড়তে আদেশ করেছেন, কিন্তু কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব?’ আল্লাহর রসূল ﷺ নিরুত্তর থাকলেন। পরিশেষে আমরা আশা করলাম, যদি (বাশীর) তাঁকে প্রশ্ন না করতেন (তো ভাল হত)। ক্ষণেক পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমরা বলো,

‘আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। অবা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।’

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ তথা মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর; যেমন রহমত বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের উপর। আর তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনবর্গের প্রতি বর্কত নাযেল কর; যেমন বর্কত নাযেল করেছ ইব্রাহীমের পরিজনবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহা সম্মানীয়।

আর সালাম কেমন, তা তো তোমরা জেনেছ।” *(মুসলিম ৯৩৪, আবূ দাঊদ ৯৮২, তিরমিযী ৩২২০নং)*

وَعَنْ أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : ((قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৭০৭) আবূ হুমাইদ সায়েদী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পেশ করব?’ তিনি বললেন, “তোমরা বলো, “আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আযওয়া-জিহি অযুর্রিয়্যাতিহি কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম, অবা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আযওয়া-জিহি অযুর্রিয়্যাতিহি কামা বারাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।”

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর; যেমন তুমি ইব্রাহীমের বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। এবং তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইবরাহীমের বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। *(বুখারী ৩৩৬৯, ৬৩৬০, মুসলিম ৯৩৮নং)*

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً } [العنكبوت : ٨]

অর্থাৎ, আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি। *(সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً } [الإسراء : ٢٣ – ٢٤]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।' *(সূরা বানী ইস্রাঈল ২৩-২৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك} [لقمان : ١٤]

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ ক'রে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু'বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। *(সূরা লুকমান ১৪ আয়াত)*

وَعَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ عَبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : سَأَلتُ النَّبِيَّ ﷺ : أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : ((الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا)) ، قُلْتُ : ثُمَّ أيٌّ ؟ قَالَ : ((برُّ الوَالِدَيْنِ)) ، قُلْتُ :

ثُمَّ أيٌّ ؟ قَالَ : ((الجِهَادُ في سبيلِ الله)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭০৮) আবূ আব্দুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে নামায আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "**পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।**" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী ৫২৭নং, মুসলিম ২৬২নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِداً إلاَّ أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً ، فَيَشْتَرِيهُ فَيُعْتِقَهُ)) رواه مسلم

(১৭০৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন সন্তান (তার) পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু সে যদি তার পিতাকে ক্রীতদাসরূপে পায় এবং তাকে কিনে মুক্ত ক'রে দেয়। (তাহলে তা পরিশোধ হতে পারে।)" *(মুসলিম ৩৮৭২নং)*

وَعَنهُ ﷺ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، مَنْ أحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : ((أُمُّكَ)) قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((أُمُّكَ)) ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((أُمُّكَ))، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((أبُوكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَحَقُّ بحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : ((أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أَبَاكَ ، ثُمَّ أدْنَاكَ أدْنَاكَ)) .

(১৭১০) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে?' তিনি বললেন, "**তোমার মা।**" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার বাপ।" *(বুখারী ৫৯৭১, মুসলিম ৬৬৬৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'হে আল্লাহর রসূল! সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাপ, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী।" *(মুসলিম ৬৬৬৫নং)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((رَغِمَ أَنفُ ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُ ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُ مَنْ أدْرَكَ أبَويهِ عِنْدَ الكِبَرِ ، أَحَدهُما أَوْ كِليهمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ)). رواه مسلم

(১৭১১) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল; একজনকে অথবা দু'জনকেই। অতঃপর সে (তাদের খিদমত ক'রে) জান্নাত যেতে পারল না।" *(মুসলিম ৬৬৭৪নং)*

عن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال صعد رسول الله

صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال: ((آمين))، ثم رقي أخرى فقال: ((آمين))، ثم رقي عتبة ثالثة فقال: ((آمين))، ثم قال: ((أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله فقلت آمين)).

(১৭১২) মালেক বিন হাসান বিন মালেক বিন হুয়াইরিষ তাঁর পিতা হতে, তিনি (হাসান) তাঁর (মালেকের) পিতামহ (মালেক বিন হুয়াইরিষ) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়েন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, "আমীন।" অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, "আমীন" অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, "আ-মীন।" অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।' তখন আমি (প্রথম) 'আ-মীন' বললাম। তিনি আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (দ্বিতীয়) 'আ-মীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (তৃতীয়) 'আমীন' বললাম।" *(ইবনে হিব্বান ৯০৭, সহীহ তারগীব ৯৯৬নং)*

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ((ثلاثةٌ لا يَنْظُرُ الله إليْهِمْ يَوْمَ القِيامَةِ العاقُّ والمَرْأةُ المُتَرَجِّلَةِ المُتَشَبِّهَةُ بالرِّجالِ والدَّيُّوثُ وثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الجنَّةَ العاقُّ لِوَالِدَيْهِ والمُدْمِنُ الخَمْرَ والمَنَّانُ بما أعْطَى)).

(১৭১৩) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং মেড়া পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।)

আর তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার নাফরমান ছেলে, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করার পর যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি।" *(আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈর কুবরা ২৩৪৩, হাকেম ২৫৬২, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أقبلَ رَجُلٌ إِلَى نَبيِّ الله ﷺ ، فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةِ وَالجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله تَعَالَى . قَالَ : ((فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أحَدٌ حَيٌّ؟)) قَالَ : نَعَمْ ، بَلْ كِلاهُمَا . قَالَ : ((فَتَبْتَغِي الأجْرَ مِنَ الله تَعَالَى ؟)) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ((فارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ، وهذا لَفْظُ مسلِم .

وفي رواية لَهُمَا : جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأذَنَهُ في الجِهَادِ ، فقَالَ : ((أحَيٌّ وَالِداكَ ؟)) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ: ((فَفيهِمَا فَجَاهِدْ)) .

(১৭১৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর নিকট এসে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত এবং জিহাদের বায়আত করছি।' নবী ﷺ বললেন, "তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছে?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ; বরং দু'জনই জীবিত রয়েছে।' রসূল ﷺ বললেন, "তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পেতে চাও?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে তাদের খিদমত কর।" *(বুখারী ৫৯৭২, মুসলিম ৬৬৭১, আর শব্দগুলি মুসলিমের)*

উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিহাদ করার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, "তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "অতএব তুমি তাদের (সেবা করার) মাধ্যমে জিহাদ কর।" *(বুখারী ৩০০৪, মুসলিম ৬৬৬৮নং)*

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا)).

(১৭১৫) মুআবিয়া বিন জাহেমাহ সুলামী বলেন, একদা জাহেমাহ ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "তোমার মা আছে কি?" জাহেমাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।" *(আহমাদ ১৫৫৩৮, নাসাঈ ৩১০৪, ইবনে মাজাহ ২৭৮১, বাইহাক্বী ১৮২৮৮, হাকেম ২৫০২নং)*

وَعَن أسماءَ بِنتِ أَبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشرِكَةٌ في عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قُلْتُ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، أفَأَصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭১৬) আসমা বিন্তে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এল। আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম; বললাম, 'আমার মা (ইসলাম) অপছন্দ করা অবস্থায় (আমার সম্পদের লোভ রেখে) আমার নিকট এসেছে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ।" *(বুখারী ২৬২০, ৩১৮৩, ৫৯৭৯, মুসলিম ২৩৭১-২৩৭২নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَقَالَ لي : طَلِّقْهَا ، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرُ ﷺ النَّبيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبيّ ﷺ : ((طَلِّقْهَا)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

(১৭১৭) ইবনে উমার ﷺ বলেন, 'আমার বিবাহ বন্ধনে এক স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু (আমার পিতা) উমার তাকে অপছন্দ করতেন। সুতরাং তিনি আমাকে বললেন, "তুমি ওকে ত্বালাক দাও।" কিন্তু আমি (তা) অস্বীকার করলাম। অতঃপর উমার ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট এলেন এবং এ কথা উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ (আমাকে) বললেন, "তুমি ওকে ত্বালাক দিয়ে দাও।" (সুতরাং আমি তাকে ত্বালাক দিয়ে দিলাম।) *(আবূ দাউদ ৫১৪০, তিরমিযী ১১৮৯নং, হাসান সহীহ সূত্রে)*

** (পিতা উমার ﷺ ঐ মহিলার চরিত্রে এমন কিছু দেখেছিলেন, যার জন্য তাঁর কথা মেনে ত্বালাক দেওয়া জরুরী ছিল। অনুরূপ কারো পিতা দেখলে বা জানতে পারলে তাঁর কথা মেনে পুত্রের উচিত স্ত্রীকে ত্বালাক দেওয়া। নচেৎ পিতামাতার কথা শুনে ভালো স্ত্রীকে অকারণে ত্বালাক দেওয়া পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় নয়।)*

وَعَن أَبي الدَّرداءِ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ ، قَالَ : إنّ لِي امـرَأةً وإنّ أُمّـي تَـأمُرُني بطَلاقِهَـا، فَقَـالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((الوَالِدُ أوْسَطُ أبْوَابِ الجنَّةِ ، فَإنْ شِئْتَ ، فَأضِعْ ذلِكَ البَابَ ، أَو احْفَظْهُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

(১৭১৮) আবূ দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, 'আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে ত্বালাক দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।' আবূ দার্দা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "পিতা-মাতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার। সুতরাং তুমি যদি চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর।" *(তিরমিযী ১৯০০নং, হাসান সহীহ সূত্রে)*

عن معاذ بن جبل قال: أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال: يا رسول الله علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة قال: « لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ شيئاً وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، وَلاَ تَتْرُكِ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ

(১৭১৯) মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর; যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করো না; কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৭৯৫৬, সহীহ তারগীব ৫৬৯নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَات لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ المَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ)). رواه أَبُو داود والترمذي

(১৭২০) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন জনের দুআ সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত হয় ঃ (১) নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ, (২) মুসাফিরের দুআ এবং (৩) ছেলের জন্য মাতা-পিতার (দুআ বা) বদ্দুআ।" *(আবূ দাউদ ১৫৩৮, তিরমিযী ১৯০৫, ৩৪৪৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৬নং)*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((رِضَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي رِضَى الْوَالِدِ ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ)).

(১৭২১) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলার সন্তুষ্টি, আর তাদের অসন্তুষ্টিতে রয়েছে তাঁর অসন্তুষ্টি।" *(তিরমিযী ১৮৯৯, হাকেম ৭২৪৯, বাযযার ২৩৯৪, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১৬নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَلَكَ وَالِدَانِ))؟ قَالَ لَا، قَالَ: ((فَلَكَ خَالَةٌ))؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَبِرَّهَا إِذًا)).

(১৭২২) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি অনেক (বড়) গোনাহ করে ফেলেছি। আমার কি কোন তওবাহ (প্রায়শ্চিত্ত) আছে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা-বাপ আছে কি?" লোকটি বলল, 'জী না।' তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে তোমার খালা আছে কি?" লোকটি বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার সেবাযত্ন কর।" *(আহমাদ ৪৬২৪, তিরমিযী ১৯০৪নং, ইবনে হিব্বান ৪৩৫, হাকেম ৭২৬১নং)*

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

(১৭২৩) বারা ইবনে আযেব ﷺ কৃর্তক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "খালা মায়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।" *(তিরমিযী ১৯০৪নং)*

وَعَن أَبي بَكرَةَ نُفَيعِ بنِ الحَارِثِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ألا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟)) – ثلاثاً – قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُول الله، قَالَ: ((الإشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ))، وكان مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: ((ألاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭২৪) আবূ বাকরাহ নুফাই ইবনে হারেষ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কাবীরাহ গোনাহগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না?" সবাই বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(সেগুলো হচ্ছে) আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।" এতক্ষণ তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, "শুনে রাখ, আর মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" এ কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ বলতে

থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, 'এবার যদি তিনি চুপ হতেন!' *(বুখারী ২৬৫৪, ৫৯৭৬, মুসলিম ২৬৯নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الكَبَائِرُ : الإشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ)). رواه البخاري

(১৭২৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "কাবীরাহ গুনাহসমূহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।" *(বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০নং)*

وَعَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: ((مِنَ الكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيهِ !))، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟! قَالَ : ((نَعَمْ ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُّ أبَاه ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رِوَايَةٍ : ((إنَّ مِنْ أكْبَرِ الكَبَائِرِ أنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ !)) ، قِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ ؟! قَالَ: ((يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُّ أباهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ)) .

(১৭২৬) উক্ত সাহাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল আপন পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া।" জিজ্ঞেস করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপন পিতা-মাতাকে কি কোন ব্যক্তি গালি দেয়?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সে লোকের পিতাকে গালি-গালাজ করে, তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ ক'রে থাকে এবং সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, সুতরাং সেও তার মা-কে গালি দেয়।" *(বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ২৭৩নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল নিজের পিতা-মাতাকে অভিশাপ করা।" জিজ্ঞেস করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষ নিজের পিতা-মাতাকে কিভাবে অভিশাপ করে?' তিনি বললেন, "সে অপরের পিতাকে গালি-গালাজ করে, তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ ক'রে থাকে। আর সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, বিনিময়ে সেও তার মা-কে গালি দেয়।"

وَعَن أَبي عِيسَى المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الأمَّهَاتِ ، وَمَنْعاً وَهَاتِ ، وَوَأْدَ البَنَاتِ ، وكَرِهَ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإضَاعَةَ المَالِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭২৭) আবূ ঈসা মুগীরা বিন শু'বাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কর্মকে) হারাম করেছেন; মায়ের অবাধ্যাচরণ করা, অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু প্রার্থনা করা এবং কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা।" *(বুখারী ৫৯৭৫, মুসলিম ৪৫৮০নং)*

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((بَابَانِ مُعَجَّلانِ عُقُوبَتُهُما فِي الدُّنْيا البَغْيُ والعُقُوقُ)).

(১৭২৮) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দুটি (পাপ) দরজা এমন রয়েছে, যার শাস্তি দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত করা হয়; বিদ্রোহ ও পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ।" *(হাকেম ৭৩৫০, সহীহুল জামে' ২৮১০নং)*

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إنّ أَبَرَّ البرِّ أنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أبيـهِ))

.

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِـيَ اللهُ عَنهُمَـا : أنَّ رَجُـلاً مِـنَ الأعْـرَابِ لَقِيَـهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأعْطَـاهُ عِمَامَـةً كَانَـتْ عَلَى رَأسِهِ ، قَالَ ابنُ دِينَار : فَقُلْنَا لَهُ : أصْلَحَكَ الله ، إنَّهُمُ الأعرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ باليَـسير ، فَقَـالَ عبد الله بن عمر : إن أَبَا هَذَا كَانَ وُدّاً لِعُمَرَ بنِ الخطاب ﷺ ، وإنِّي سَمِعتُ رَسُـولَ الله ﷺ ، يَقُـولُ : ((إنَّ أبرَّ البرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أهْلَ وُدِّ أبيهِ)) .

وفِي رِوايَةٍ عَنِ ابنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابنِ عُمَرَ : أنَّهُ كَانَ إذَا خَرَجَ إلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيهِ إذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلةِ ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأسَهُ ، فَبَيْنَا هُوَ يَوماً عَلَى ذلِكَ الحِمَـارِ إذْ مَـرَّ بِـهِ أعْرابِـيٌّ، فَقَالَ : ألَسْتَ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ ؟ قَالَ : بَلَى . فَأعْطَاهُ الحِمَارَ ، فَقَالَ : ارْكَبْ هَذَا ، وَأعْطَـاهُ العِمَامَـةَ وَقالَ : اشْدُدْ بِهَا رَأسَكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعضُ أصْحَابِهِ : غَفَرَ الله لَكَ أعْطَيْتَ هَذَا الأعْرَابيَّ حِمَاراً كُنْـتَ تَرَوَّحُ عَلَيهِ ، وعِمَامةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأسَكَ ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ مِنْ أبَرِّ البرِّ أنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أهْلَ وُدِّ أبيهِ بَعْدَ أنْ يُولِّيَ)). وَإنَّ أبَـاهُ كَـانَ صَـديقاً لعُمَـرَ ﷺ . رَوَى هـذِهِ الرواياتِ كُلَّهَا مسلم

(১৭২৯) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যার সাথে পিতার মৈত্রী সম্পর্ক ছিল, তা অক্ষুণ্ন রাখা সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ।"

আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার আব্দুল্লাহ ﷺ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক বেদুঈন মক্কার পথে তাঁর সাথে মিলিত হল। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার উপর সওয়ার ছিলেন তার উপর চাপিয়ে নিলেন। আর যে পাগড়ী তাঁর মাথায় ছিল, তিনি তা তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে দীনার বলেন, আমরা বললাম, 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, এরা তো বেদুঈন, এরা তো স্বল্পেই তুষ্ট হয় (ফলে এর সাথে এত কিছু করার কী প্রয়োজন)?' আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বললেন, 'এর পিতা উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, **"পিতার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকী।"**

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে দীনারের সূত্রে ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, ইবনে উমারের মক্কা

যাওয়ার সময় তার সাথে একটি গাধা থাকত। তিনি যখন উটের উপরে চেপে বিরক্ত হয়ে পড়তেন, তখন (এক ঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য) ঐ গাধার উপর চেপে বিশ্রাম নিতেন। তাঁর একটি পাগড়ী ছিল, তিনি তা মাথায় বাঁধতেন। একদিন তিনি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন, এমতাবস্থায় এক বেদুঈন তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, 'তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও?' সে বলল, 'অবশ্যই!' অতঃপর তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে বললেন, 'এর উপর আরোহন কর' এবং তাকে পাগড়ীটি দিয়ে বললেন, 'এটি তোমার মাথায় বাঁধ।' (এ দেখে) তাঁকে তাঁর কিছু সাথী-সঙ্গী বলল, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি এই বেদুঈনকে ঐ গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর চড়ে আপনি বিশ্রাম নিতেন এবং তাকে ঐ পাগড়ীটিও দিলেন, যেটি আপনি নিজ মাথায় বাঁধতেন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, **"পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ।"** আর এর পিতা উমার ﷺ-এর বন্ধু ছিলেন।

এ সমস্তগুলি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। *(৬৬৭৭-৬৬৭৯নং)*

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

(১৭৩০) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সা'দ বিন উবাদাহর মা যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার অনুপস্থিত থাকা কালে আমার আম্মা মারা গেছেন। এখন যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু দান করি, তাহলে তিনি উপকৃত হবেন কি?' নবী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ হবে।" সা'দ বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমার মিখরাফের বাগান তাঁর নামে সদকাহ করলাম।' *(বুখারী ২৭৫৬নং প্রমুখ)*

আত্মীয়তা অক্ষুন্ন রাখার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ } [النساء : ١]

অর্থাৎ, সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। *(সূরা নিসা ১ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ } [الرعد : ٢١]

অর্থাৎ, আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে। *(সূরা রা'দ ২১ আয়াত)*

{ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } [الرعد : ٢٥]

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস। *(সূরা রা'দ ২৫ আয়াত)*

عَن أَبي أَيُّوبٍ خَالِدِ بنِ زَيدٍ الأَنصَارِي ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((تَعْبُدُ اللهَ ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وتُؤتِي الزَّكَاةَ ، وتَصِلُ الرَّحمَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৩১) আবূ আইয়ূব খালেদ ইবনে যায়েদ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' নবী ﷺ বললেন, "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে এবং রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে।" *(শব্দাবলী মুসলিমের ১১৫নং)*

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبٌ مَا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ)).

বুখারীতে আছে, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন এক আমলের সন্ধান দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' লোকেরা বলল, 'আরে, কী হল ওর কী হল?' নবী ﷺ বললেন, "ওর কোন প্রয়োজন আছে।" (অতঃপর ঐ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন,) "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।" *(বুখারী ১৩৯৬, ৫৯৮৩নং)*

عن رجل من خثعم قال : أتيت النبي – صلى الله عليه و سلم – وهو في نفر من أصحابه قال : قلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله ؟ قال : نعم، قال : قلت : يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : إيمان بالله، قال : قلت : يا رسول الله ثم مه ؟ قال : ثم صلة الرحم.

قال : قلت : يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله ؟ قال : الإشراك بالله، قال : قلت : يا رسول الله ثم مه ؟ قال : ثم قطيعة الرحم، قال : قلت يا رسول الله ثم مه ؟ قال : ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.

(১৭৩২) খাষআম গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন তিনি তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথীর সাথে ছিলেন। আমি বললাম, আপনিই কি মনে করেন, আপনি রাসূলুল্লাহ?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়?' উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?' তিনি বললেন, "তারপর আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?' তিনি বললেন, "তারপর ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা।"

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?' তিনি বললেন, "তারপর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?' তিনি বললেন, "তারপর মন্দ কাজের আদেশ ও ভালো কাজে বাধা দান করা।" *(আবূ য়্যা'লা ৪৮৩৯, সঃ তারগীব ২৫২২নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بن سَلاَمٍ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৭৩৩) আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "হে লোক সকল! তোমরা সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং লোকে যখন (রাতে) ঘুমিয়ে থাকে, তখন তোমরা নামায পড়। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনে মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, হাকেম ৪২৮৩, সহীহ তারগীব ৬১০নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৩৪) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী ৬১৩৮, মুসলিম ?)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ

الرَّحِمُ، فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعةِ ، قَالَ : نَعَمْ ، أمَا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَـنْ وَصَـلَكِ ، وَأقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَذَلِكَ لَكِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((اقْـرَؤُوا إنْ شِـئْتمْ: { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِـكَ الَّـذِينَ لَعَـنَهُمُ اللهُ فَأَصَـمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } [محمد : ٢٢ – ٢٣] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية للبخاري : فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : ((مَنْ وَصَلَكِ ، وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ ، قَطَعْتُهُ)) .

(১৭৩৫) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সকল কিছুকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ করলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠে বলল, '(আমার এই দণ্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দণ্ডায়মান হওয়া।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হ্যাঁ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।' সে (রক্ত সম্পর্ক) বলল, 'অবশ্যই।' আল্লাহ বললেন, 'তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হল।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা চাইলে (এ আয়াতটি) পড়ে নাও; 'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত ক'রে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।" *(সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) (বুখারী ৪৮৩০, ৫৯৮৭, ৭৫০২, মুসলিম ৬৬৮২নং) বুখারীর ৫৯৮৮নং অন্য বর্ণনায় ভিন্ন শব্দ বর্ণিত হয়েছে।*

وَعَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِي ، وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَنِي ، قَطَعَهُ اللهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৩৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জ্ঞাতিবন্ধন আরশে ঝুলন্ত আছে এবং সে বলছে, 'যে আমাকে অবিচ্ছিন্ন রাখবে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে অবিচ্ছিন্ন রাখবেন। আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে বিচ্ছিন্ন করবেন।" *(বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ৬৬৮৩নং, শব্দাবলী মুসলিমের)*

وَعَن أبي هريرة ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنّ لِي قَرَابةً أصِلُهُمْ وَيَقْطَعـوني ، وَأُحْـسِنُ إلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَيَّ ، وَأحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : ((لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكأنَّمَا تُـسِفُّهُمْ الْمَلَّ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ)). رواه مسلم

(১৭৩৭) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে।' তিনি বললেন, "যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ

পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় থাকবে।” *(মুসলিম ৬৬৮৯নং)*

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)). رواه البخاري

(১৭৩৮) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সেই ব্যক্তি সম্পর্ক বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সেই ব্যক্তি, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে।” *(বুখারী ৫৯৯১নং)*

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ((لا يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً))، قَالُوا: وَمَا الإِمَّعَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: ((يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا مَعَ النَّاسِ إِنِ اهْتَدَوا اهْتَدَيْتُ، وَإِنْ ضَلُّوا ضَلَلْتُ، أَلا لِيُوَطِّنْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَى إِنْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ لا يَكْفُرَ)).

(১৭৩৯) ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যেন পরানুগামী (ইয়েস-ম্যান) না হয়।’ লোকেরা বলল, ‘পরানুগামিতা কী?’ তিনি বললেন, ‘এই বলা যে, আমি লোকেদের অনুগামী। তারা সৎ হলে, আমিও সৎ আর তারা পথভ্রষ্ট হলে আমিও পথভ্রষ্ট। বরং প্রত্যেকের মনকে প্রস্তুত রাখা উচিত যে, লোকে কাফের হলে, সে কাফের হবে না।’ *(ত্বাবারানী ৮৬৭৮নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ)).

(১৭৪০) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমার সঙ্গে যে আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে, তুমি তার সাথে তা বজায় কর, তোমাকে যে বঞ্চিত করেছে, তুমি তাকে প্রদান কর এবং যে তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা ক’রে দাও।” *(আহমাদ ১৭৪৫২, হাকেম ৭২৮৫, ত্বাবারানী ১৪২৫৮, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৮০৭৯, সিঃ সহীহাহ ৮৯১নং)*

عن علي قال قال رسول الله ﷺ: ((صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَقُلِ الحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ)).

(১৭৪১) আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক জুড়ে চল যে তোমার সাথে তা নষ্ট করতে চায়, তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং হক কথা বল; যদিও তা নিজের বিরুদ্ধে হয়।” *(ইবনে নাজ্জার, সহীহুল জামে ৩৭৬৯নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَن أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، ويُنْسأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৪২) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি চায় যে, তার রুযী (জীবিকা) প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ

রাখো।” *(বুখারী ২০৬৭, ৫৯৮৬, মুসলিম ৬৬৮৭-৬৬৮৮নং)*

وعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يُعَمِّرْنَ الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِي الأَعْمَارِ)).

(১৭৪৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।” *(আহমাদ ২৫২৫৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭৯৬৯, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)*

عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ ، وَفِعْلُ المَعْرُوفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ)).

(১৭৪৪) আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে, আয়ু বৃদ্ধি করে। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।” *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩৪৪২, সহীহুল জামে ৩৭৬০ নং)*

عن عَمْرُو بن سَهْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((صِلَةُ الْقَرَابَةِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَجَلِ)).

(১৭৪৫) আম্‌র বিন সাহ্‌ল ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখাতে সম্পদ বৃদ্ধি হয়, পরিজনের মধ্যে সম্প্রীতি থাকে এবং আয়ুষ্কাল বেড়ে যায়।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৭২১, আওসাত্ব ৭৮১০, সহীহুল জামে ৩৭৬৮নং)*

عن أنس بن مالك وسويد بن عامر الأنصاري رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((بلوا أرحامكم ولو بالسلام)).

(১৭৪৬) আনাস বিন মালেক ﷺ ও সুওয়াইদ বিন আমের আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আর্দ্র রাখ; যদিও তা সালাম দিয়ে হয়।” *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭৯৭২-৭৯৭৩, সহীহুল জামে’ ২৮৩৮নং)*

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ ﷺ أكْثَرَ الأنْصَار بالمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْل ، وَكَانَ أَحَبُّ أمْوالِهِ إلَيْه بَيْرُحَاء ، وَكَانتْ مُسْتَقْبلَةَ المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُول الله ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّب . قَالَ أنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قام أَبُو طَلْحَةَ إلَى رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إنَّ الله تَعَالَى أنْزَلَ عَلَيْكَ : { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَإنَّ أَحَبَّ مَالِي إلَيَّ بَيْرُحَاءُ ، وَإنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تَعَالَى ، أرْجُو برَّهَا ، وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَى ، فَضَعْهَا يَا رَسُول الله حَيْثُ أرَاكَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((بَخ ! ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ ، ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ ، وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإنِّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأقْرَبينَ)) ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ :

أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ ، وَبَنِي عَمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৪৭) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা ﷺ সবচেয়ে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাগানে প্রবেশ ক'রে সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস ﷺ বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল; যার অর্থ, "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।" *(আলে ইমরান ৯২আয়াত)* তখন আবূ তালহা ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর (আয়াত) অবতীর্ণ ক'রে বলেছেন, "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।" আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান ক'রে দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আরে! এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা শুনেছি। আমি মনে করি, **তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা বন্টন করে দাও।**" আবূ তালহা ﷺ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব।' তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বন্টন ক'রে দিলেন। *(বুখারী ১৪৬১, মুসলিম ২৩৬২নং)*

وَعَن أُمِّ الْمُؤمِنِينَ مَيمُونَةَ بِنتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَستَأذِنِ النَّبيَّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنِّي أعتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: ((أَوَ فَعَلْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((أما إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৪৮) উম্মুল মু'মেনীন মায়মূনাহ বিন্তুল হারেষ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি তাঁর একটি ক্রীতদাসীকে নবী ﷺ-এর অনুমতি না নিয়েই মুক্ত করলেন। অতঃপর যখন ঐ দিন এসে পৌঁছল, যেদিন তাঁর কাছে নবী ﷺ-এর যাওয়ার পালা, তখন মায়মূনাহ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যে আমার ক্রীতদাসীকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি, আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন?' তিনি বললেন, "তুমি কি (সত্যই) এ কাজ করেছ?" মায়মূনা বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তুমি যদি ক্রীতদাসীটিকে তোমার মামাদেরকে দিতে, তাহলে তুমি বেশী সওয়াব পেতে।" *(বুখারী ২৫৯২, ২৫৯৪, মুসলিম ২৩৬৪নং)*

وَعَن زَينَبَ الثَّقَفِيَّةِ امرَأَةِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَعَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ)) ، قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ، فَقُلتُ لَهُ : إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ اليَدِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ ، فَاسأَلهُ ، فَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَجْزِئُ عَنِّي وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ . فَقَالَ عَبدُ اللهِ : بَلِ ائْتِيهِ أنتِ ، فانْطَلَقتُ ، فَإِذَا امْرأةٌ مِنَ الأَنْصارِ بِبَابِ رسولِ اللهِ ﷺ حَاجَتي حَاجَتُها ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيهِ المَهَابَةُ ،

فَخَرجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ ، فَقُلْنَا لَهُ : ائْتِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالبَابِ تَسألانِكَ : أَتُجْـزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْواجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِما ؟ ، وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ ، فَدَخلَ بِلاَلٌ عَلَـى رَسُولِ اللّه ﷺ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((مَنْ هُمَا ؟)) قَالَ : امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَـبُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ((أيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ ؟)) ، قَالَ : امْرَأَةُ عَبدِ اللّه ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ((لَهُمَا أجْرَانِ : أجْرُ القَرَابَةِ وَأجْرُ الصَّدَقَةِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৪৯) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে মহিলাগণ! তোমরা সাদকাহ কর; যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়।" যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সুতরাং আমি (আমার স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, 'আপনি গরীব মানুষ, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদকাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আপনি তাঁর নিকট গিয়ে এ কথা জেনে আসুন যে, (আমি যে, আপনার উপর ও আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করি তা) আমার পক্ষ থেকে সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? নাকি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে আমি অন্যকে দান করব?' ইবনে মাসঊদ ﷺ বললেন, 'বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জেনে এসো।' সুতরাং আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, তাঁর দরজায় আরও একজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ভাবগম্ভীরতা দান করা হয়েছিল। (তাঁকে সকলেই ভয় করত।) ইতোমধ্যে বিলাল ﷺ-কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলুন, 'দরজার কাছে দু'জন মহিলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তারা যদি নিজ স্বামী ও তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করে, তাহলে তা সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? আর আমরা কে, সে কথা জানাবেন না।' তিনি প্রবেশ ক'রে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তারা কে?" বিলাল ﷺ বললেন, 'এক আনসারী মহিলা ও যায়নাব।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ যায়নাব?" বিলাল ﷺ উত্তর দিলেন, 'আব্দুল্লাহর স্ত্রী।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাদের জন্য দু'টি সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার সওয়াব এবং সাদকাহ করার সওয়াব।" *(বুখারী ১৪৬২, ১৪৬৬, মুসলিম ২৩৬৫নং)*

وَعَن سَلمَانَ بنِ عَامِرٍ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : .... ((الصَّدَقَةُ عَلَى المِسكينِ صَـدَقةٌ ، وعَلَـى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن)) .

(১৭৫০) সালমান ইবনে আমের ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "---মিসকীনকে সাদকাহ করলে সাদকাহ (করার সওয়াব) হয়। আর আত্মীয়কে সাদকাহ করলে দু'টি সওয়াব হয় ঃ সাদকাহ করার ও আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার।" *(তিরমিযী ৬৫৮, উল্লেখ্য যে, হাদীসের প্রথম অংশ সহীহ নয় বলে উল্লেখ করা হয়নি।)*

وَعَن أَبي سُفيَانَ صَخرِ بنِ حَربٍ ﷺ في حَديثِهِ الطويل في قِصَّةِ هِرَقْلَ: أنَّ هِرَقْلَ قَالَ لأَبي سُفْيَانَ:

فَمَاذَا يَأمُرُكُمْ بِهِ؟ يَعْنِي النَّبيّ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُ: ((اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً، واتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأمُرُنَا بِالصَّلاةِ ، وَالصِّدْقِ ، والعَفَافِ ، والصِّلَةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৫১) আবূ সুফ্য়ান স্বাখ্র ইবনে হার্ব ﷺ থেকে (রোম-সম্রাট) হিরাক্লের ঘটনা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, হিরাক্ল আবূ সুফিয়ানকে বললেন, 'তিনি (নবী ﷺ) তোমাদেরকে কী নির্দেশ দেন?' আবূ সুফ্য়ান বলেন, আমি বললাম, 'তিনি বলেন, "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ কর।" আর তিনি আমাদেরকে নামায পড়ার, সত্যবাদিতার, চারিত্রিক পবিত্রতার এবং আত্মীয়তা বজায় রাখার আদেশ দেন।' *(বুখারী ৭, ৫৯৮০, মুসলিম ৪৭০৭নং)*

(১৭৫২) সাহাবী ﷺ বলেন, আমি নবুঅতের শুরুর দিকে মক্কায় নবী ﷺ-এর নিকটে এলাম এবং বললাম, 'আপনি কী?' তিনি বললেন, "আমি নবী।" আমি বললাম, 'নবী কী?' তিনি বললেন, "আমাকে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন।" আমি বললাম, 'কি নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন?' তিনি বললেন, "জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আল্লাহকে একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিয়ে।---" (এ হাদীস অন্যত্রে উল্লিখিত হয়েছে।)

وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكَرُ فِيهَا القِيرَاطُ)) . وفي رِوَايَةٍ : ((سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا القِيراطُ ، فَاسْتَوْصُوا بأَهْلِهَا خَيْراً ؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّـةً وَرَحِماً)) وفي رواية : ((فَإِذَا افتَتَحتُمُوهَا ، فَأَحسِنُوا إِلَى أَهلِهَا ؛ فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةً وَرَحِماً))، أَوْ قَالَ : ((ذِمَّةً وصِهْراً)). رواه مسلم

(১৭৫৩) আবূ যার্র ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা অদূর ভবিষ্যতে এমন এক এলাকা জয় করবে, যেখানে ক্বীরাত্ব (এক দীনারের ২০ ভাগের একভাগ স্বর্ণমুদ্রা) উল্লেখ করা হয়।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা অচিরে মিসর জয় করবে এবং এটা এমন ভূখন্ড যেখানে ক্বীরাত্ব (শব্দ) সচরাচর বলা হয়। (সেখানে ঐ মুদ্রা প্রচলিত।) তোমরা তার অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। কেননা, তাদের প্রতি (আমাদের) দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং আত্মীয়তা রয়েছে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সুতরাং যখন তোমরা তা জয় করবে, তখন তার অধিবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করো। কেননা, তাদের প্রতি (আমাদের) দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং আত্মীয়তা রয়েছে।" অথবা বললেন, "দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।" *(মুসলিম ৬৬৫৭-৬৬৫৮নং)*

** উলামাগণ বলেন, তাদের সাথে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা এভাবে যে, ইসমাঈল ﷺ-এর মা হাজার (বা হাজেরা) তাদেরই বংশের ছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্ক এভাবে যে, রসূল ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীমের মা মারিয়াহ তাদের বংশের ছিলেন।*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ : { وَأَنْـذِرْ عَـشِيرَتَكَ الأَقْـرَبِينَ } [الـشعراء : ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشاً ، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ ، وَقالَ : ((يَا بَنِي عَبْدِ شَـمْسٍ ، يـا بَنِـي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ ، أنقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي مُرَّةَ بن كَعْبٍ ، أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِـي عَبْدِ مَنَاف ، أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِـي هَاشِـم ، أَنقِـذُوا أَنفُـسَكُم مِـنَ النَّـار ، يَـا بَـني عَبـدِ الْمُطَّلِب ، أَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّار ، يَا فَاطِمَةُ ، أنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ . فَإنِّي لاَ أمْلِكُ لَكُـمْ مِـنَ اللهِ شَيئاً ، غَيْرَ أنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأبُلُّهَا بِبلالِهَا)). رواه مسلم

(১৭৫৪) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল যার অর্থ হল, "তুমি তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর।" *(সূরা শুআরা ২১৪ আয়াত)* তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়েশ (সম্প্রদায়)কে আহবান করলেন। সুতরাং তারা একত্রিত হল। অতঃপর তিনি সাধারণ ও বিশেষভাবে (সম্বোধন ক'রে) বললেন, "হে বানী আব্দে শাম্স! হে বানী কা'ব ইবনে লুআই! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী মুর্রাহ ইবনে কা'ব! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে দোযখ থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের (উপকার-অপকার) কিছুরই মালিক নই। **তবে তোমাদের সাথে (আমার) যে আত্মীয়তা রয়েছে তা আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই আর্দ্র রাখব।** (পরকালে আমার আনুগত্য ছাড়া আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না।)" *(মুসলিম ৫২২নং)*

** উক্ত হাদীসে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে আগুনের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, যা পানি দিয়ে নিভাতে হয়। তাই আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখাকে তা আর্দ্র বা ভিজে রাখা বলা হয়েছে।*

وَعَن أَبي عَبدِ اللهِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَـمِعتُ رَسُـولَ اللهِ ﷺ جِهَـاراً غَيْـرَ سِرٍّ ، يَقُولُ : ((إنَّ آل أَبِي فُلاَنٍ لَيْسُوا بِأولِيَائِي ، إنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِـمٌ أَبُلُّهَا بِبلاَلِهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ، واللفظ للبخاري

(১৭৫৫) আবূ আব্দুল্লাহ আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গোপনে নয় প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "অমুক গোত্রের লোকেরা (যারা আমার প্রতি ঈমান আনেনি তারা) আমার বন্ধু নয়। আমার বন্ধু তো আল্লাহ এবং নেক মু'মিনগণ। কিন্তু ওদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, **আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই তা আর্দ্র রাখব।**" *(বুখারী ৫৯৯০, মুসলিম ৫৪১, শব্দ বুখারীর)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَـى أحَـدٍ مِـنْ نِـسَاءِ الـنَّبيِّ ﷺ مَـا غِـرْتُ عَلَـى خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، وَمَا رَأيْتُهَا قَطُّ ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ، ثُـمَّ يقَطِّعُهَـا

أعْضَاء ، ثُمَّ يَبْعثُهَا في صَدَائِقِ خَديجَةَ ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأنْ لَمْ يَكُنْ في الدُّنْيَا إلاَّ خَديجَةَ ! فَيَقُولُ: ((إنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية : وإنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاءَ ، فَيُهْدِي في خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ .

وفي رواية :كَانَ إذَا ذبح الشاة، يقولُ : ((أَرْسِلُوا بهَا إلَى أصْدِقَاءِ خَديجَةَ)) .

وفي رواية : قَالَت : اسْتَأذَنتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَديجَةَ ، فَارتَاحَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ هَالةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ)) .

قولُهَا : ((فَارتَاحَ)) هُوَ بالحاء ، وفي الجمعِ بَيْنَ الصحيحين للحُميدِي: ((فَارتَاعَ)) بالعينِ ومعناه : اِهتَمَّ بِهِ.

(১৭৫৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)র প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা নবী ﷺ-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি হতো না। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু নবী ﷺ অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি ছাগল যবাই করতেন, তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠাতেন।

আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে (রসিকতা ছলে) বলতাম, 'মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন মেয়েই নেই।' তখন তিনি (তাঁর প্রশংসা ক'রে) বলতেন, "সে এই রকম ছিল, ঐ রকম ছিল। আর তাঁর থেকেই আমার সন্তান-সন্ততি।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন, তখন খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এতটা পরিমাণে মাংস পাঠাতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন, তখন বলতেন, "খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এই মাংস পাঠিয়ে দাও।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, 'একদা খাদীজার বোন হালা বিনতে খুআইলিদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। তিনি খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করলেন, সুতরাং তিনি আনন্দবোধ করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ! হালা বিনতে খুআইলিদ?"

এ বর্ণনায় فَارتَاحَ (আনন্দবোধ করলেন) শব্দ এসেছে। আর হুমাইদীর 'আল-জামউ বাইনাস স্বাহীহাইন'-এ এসেছে فَارتَاعَ শব্দ। অর্থাৎ, তার প্রতি যত্ন নিলেন ও আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

وَعَن أَبي مُحَمَّدٍ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ)). قَالَ سُفيَانُ في رِوَايَتِهِ : يَعْنِي : قَاطِعُ رَحِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৫৭) আবূ মুহাম্মাদ জুবাইর ইবনে মুত্বইম ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" সুফিয়ান তাঁর বর্ণনায় বলেন, অর্থাৎ, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।" *(বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ৬৬৮৪-৬৬৮৫নং, তিরমিযী)*

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا – مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الآخِرَةِ – مِثْلُ الْبَغْىِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ».

(১৭৫৮) আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যুলুমবাজী ও (রক্তের) আত্মীয়তা ছিন্ন করা ছাড়া এমন উপযুক্ত আর কোন পাপাচার নেই যার শাস্তি পাপাচারীর জন্য দুনিয়াতেই আল্লাহ অবিলম্বে প্রদান করে থাকেন এবং সেই সাথে আখেরাতের জন্যও জমা করে রাখেন।" *(আহমাদ ২০৩৭৪, ২০৩৯৯, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ২৯, আবূ দাউদ ৪৯০৪, তিরমিযী ২৫১১, ইবনে মাজাহ ৪২১১নং, হাকেম ৩৩৫৯, ইবনে হিব্বান ৪৫৫, সহীহুল জামে' ৫৭০৪নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « لَيْسَ شَىْءٌ أُطِيعَ اللَّهُ فِيهِ أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَلَيْسَ شَىْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلاَقِعَ ».

(১৭৫৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর আনুগত্য করা হয় এমন আমলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি যে আমলের সওয়াব পাওয়া যায়, তা হল আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। আর যে বদ আমলের শাস্তি সত্বর দেওয়া হয়, তা হল বিদ্রোহ, আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া, যা দেশ-মাটিকে মরুময় ক'রে তোলে।" *(বাইহাকী ২০৩৬৪, সহীহুল জামে ৫৩৯১নং)*

প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৬০) ইবনে উমার ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জিব্রাইল আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত ক'রে থাকেন। এমনকি আমার মনে হল যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারেস বানিয়ে দেবেন।" *(বুখারী ৬০১৪-৬০১৫, মুসলিম ৬৮-৫৪নং)*

وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً ، فَأَكثِرْ مَاءهَا ، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ)). رواه مسلم

وفي روايةٍ لَهُ عن أَبي ذر ، قَالَ : إنّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَاني : ((إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَاً فَأَكْثِرْ مَاءها ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بمعرُوفٍ)).

(১৭৬১) আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আবূ যার্র! যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখ।"

অন্য এক বর্ণনায় আবূ যার্র বলেন, আমাকে আমার বন্ধু (নবী ﷺ) অসিয়ত ক'রে বলেছেন যে, "যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারী) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে রীতিমত পৌঁছে দাও।" *(মুসলিম ৬৮-৫৫-৬৮-৫৬নং)*

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ – أَوْ قَالَ لأَخِيهِ – مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ».

(১৭৬২) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী অথবা (কোন) ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য করে।" *(মুসলিম ১৮০নং)*

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ : « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ ».

(১৭৬৩) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে মুমিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।" *(বুখারীর আদাব ১১২, ত্বাবারানী ১২৫৭৩, হাকেম, বাইহাকী ২০১৬০, সহীহুল জামে ৫৩৮-২নং)*

عن أنس بن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ)).

(১৭৬৪) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে আমার প্রতি ঈমান আনে নি, যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রিযাপন করে, অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে এবং এ কথা সে জানে।" *(বাযযার, ত্বাবারানী ৭৫০, সহীহুল জামে ৫৫০৫নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)).

(১৭৬৫) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন বান্দার ঈমান দুরস্ত হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয় দুরস্ত হয় এবং তার হৃদয়ও দুরস্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত

না তার জিহ্বা দুরস্ত হয়। আর সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা না পায়।” *(আহমাদ ১৩০৪৮, ত্বাবারানী ১০৪০ ১নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُـؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُـؤْمِنُ !)) قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((الَّذِي لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ !)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية لمسلم : ((لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) .

(১৭৬৬) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু’মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু’মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু’মিন নয়।” জিজ্ঞেস করা হল, ‘কোন্ ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।”

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না। *(বুখারী ৬০১৬, মুসলিম ১৮১নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَـارةٌ لِجَارَتِهَـا وَلَـوْ فِرْسِـنَ شَاةٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৬৭) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে না করে; যদিও তা ছাগলের পায়ের ক্ষুর হোক না কেন। *(বুখারী ২৫৬৬, ৬০১৭, মুসলিম ২৪২৬নং)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ)) ، ثُمَّ يقُـولُ أَبُو هُرَيرَةَ : مَا لِي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ! وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أكْتَافِكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৬৮) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালে কাঠ (বাঁশ ইত্যাদি) গাড়তে নিষেধ না করে। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ ﷺ বললেন, ‘কী ব্যাপার আমি তোমাদেরকে রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাতে দেখছি! আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এ (সুন্নাহ)কে তোমাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করব (অর্থাৎ এ কথা বলতে থাকব)।’ *(বুখারী ২৪৬৩, মুসলিম ৪২১৫নং)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخرِ ، فَـلاَ يُـؤْذِ جَـارَهُ ، وَمَـنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِـرِ ، فَلْيَقُـلْ خَيْـراً أَوْ لِيَسْكُتْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৭৬৯) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।” *(বুখারী ৬০১৮, মুসলিম ১৮২নং)*

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ: اطْرَحْ

مَتَاعَكَ عَلَى الطَّرِيقِ فَطَرَحَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ وَيَلْعَنُونَهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: وَمَا لَقِيتَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يَلْعَنُونِي، قَالَ: قَدْ لَعَنَكَ اللَّهُ قَبْلَ النَّاسِ، قَالَ: فَإِنِّي لا أَعُودُ فَجَاءَ الَّذِي شَكَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ مَتَاعَكَ فَقَدْ كُفِيتَ.

(১৭৭০) আবূ জুহাইফা ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে নিজ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি তোমার আসবাব-পত্র রাস্তায় বের ক'রে ফেলো।' সে ফিরে গিয়ে তাই করল। তা দেখে পথচারী লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রতিবেশীর কষ্ট দেওয়ার কথা জানানো হল। সুতরাং সকলে ঐ প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিতে লাগল। সে তা শুনে মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে লোকেদের অভিশাপ দেওয়ার কথা জানালে তিনি তাকে বললেন, 'তাদের আগে আল্লাহ তোমাকে অভিশাপ দিয়েছেন।' প্রতিবেশীটি বলল, 'আমি ওকে আর কষ্ট দেব না।' অতঃপর অভিযোগকারী মহানবী ﷺ-এর কাছে এলে তাকে তার আসবাবপত্র তুলে নিতে আদেশ করলেন এবং তাকে আশ্বস্ত করলেন। *(আবূ দাউদ ৫১৫৫নং আবূ হুরাইরা কর্তৃক, ত্বাবারানী, বায্যার, সঃ তারগীব ২৫৫৮-২৫৫৯নং)*

وَعَن أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ)). رواه مسلم بهذا اللفظ ، وروى البخاري بعضه.

(১৭৭১) আবূ শুরায়হ খুযায়ী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে।" *(মুসলিম ১৮৫নং, কিছু শব্দ বুখারীর)*

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى قُرَادٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قال: ((إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ تعالى وَرَسُولُهُ فأَدُّوا إذا ائْتُمِنْتُمْ واصْدُقوا إذا حَدَّثْتُمْ وأَحْسِنُوا جِوارَ مَنْ جاوَرَكُمْ)).

(১৭৭২) আব্দুর রহমান বিন আবী কুরাদ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তাহলে তোমরা আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর, সত্য কথা বল এবং তোমাদের প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৬৫১৭, সহীহুল জামে ১৪০৯নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ ((اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ))

(১৭৭৩) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় আবেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ধনী হবে। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন বিবেচিত হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়।" *(আহমাদ ৮০৯৫, তিরমিযী ২৩০৫নং, সহীহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩নং)*

عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ : ((أُوصِيكُم بالجَار)).

(১৭৭৪) আবূ উমামাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করছি।" *(মাকারিমুল আখলাক, খারাইত্বী, সহীহুল জামে ২৫৪৮-নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ لِي جارَيْنِ ، فَإِلَى أيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ : ((إِلَى أقْرَبِهِمَا مِنكِ بَاباً)). رواه البخاري

(১৭৭৫) আয়েশা (রাযিআল্লাহু আন্হা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। (যদি দু'জনকেই দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে) আমি তাদের মধ্যে কার নিকট হাদিয়া (উপঢৌকন) পাঠাব?' তিনি বললেন, "যার দরজা তোমার বেশী নিকটবর্তী, তার কাছে (পাঠাও)।" *(বুখারী ২২৫৯, ২৫৯৫, ৬০২০নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: ((هِيَ فِي النَّارِ))، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: ((هِيَ فِي الْجَنَّةِ)).

(১৭৭৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা বেশী বেশী (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে দোযখে যাবে।" লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে বেহেশ্তে যাবে।" *(আহমাদ ৯৬৭৫, ইবনে হিব্বান ৫৭৬৪, হাকেম ৭৩০৫, সহীহ তারগীব ২৫৬০নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ :

((حديث حسن))

(১৭৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম। আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম, যে তার প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে সর্বাধিক উত্তম।" *(আহমাদ ৬৫৬৬, তিরমিযী ১৯৪৪, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১০৩নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ)).

(১৭৭৮) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, 'আমি ভালো কাজ করেছি, না মন্দ কাজ করেছি, তা কীভাবে জানতে পারব?' নবী ﷺ বললেন, "যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীর মুখে বলতে শুনবে যে, তুমি ভাল কাজ করেছ, তাহলে তুমি (সত্যই) ভাল কাজ করেছ। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীর মুখে বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছ, তাহলে তুমি (সত্যই) মন্দ কাজ করেছ।" *(আহমাদ ৩৮০৮, ইবনে মাজাহ ৪২২২-৪২২৩, ত্বাবারানী ১০২৮০, সহীহুল জামে ৬১০নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ)).

(১৭৭৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন কোন মুসলিম বান্দা মারা যায় এবং তার জন্য নিকটবর্তী তিন ঘর প্রতিবেশী ভালো হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তখন মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার বান্দাদের সাক্ষ্য সেই বিষয়ে গ্রহণ করলাম, যে বিষয় তারা জানে এবং যে বিষয় আমি জানি (ওরা জানে না), সে বিষয়ে ওকে ক্ষমা করে দিলাম।' *(আহমাদ ৮৯৮৯, ৯২৯৫, সঃ তারগীব ৩৫১৬নং)*

عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَرْبَعٌ مِنَ اَلسعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَسْكَنُ ألوَاسِعُ ، وَالجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ اَلهَنِيءُ ، وَأَرْبَعٌ مِنَ اَلشَّقَاوَةِ : اَلْجَارُ السُّوءُ ، وَألْمَرْأَةُ اَلسُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ اَلضيقُ ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ)).

(১৭৮০) সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, সংকীর্ণ বাড়ি এবং খারাপ সওয়ারী (গাড়ি)।" *(ইবনে হিব্বান ৪০৩২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯৫৫৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يُعَمِّرْنَ

الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِي الأَعْمَارِ)).

(১৭৮ ১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।" *(আহমাদ ২৫২৫৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭৯৬৯, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ « أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ». قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ». قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ » فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا).

(১৭৮২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কী?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর -অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "এই যে, তোমার সাথে খাবে -এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা করা।" আমি বললাম, 'অতঃপর কোন পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।" আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (٦٩) سورة الفرقان

অর্থাৎ, (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ সব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। *(সূরা ফুরকান ৬৮-৬৯ আয়াত) (বুখারী ৪৪৭৭, ৭৫৩২ প্রভৃতি, মুসলিম ২৬৭-২৬৮নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

(১৭৮৩) মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ ﷺ বলেন, একদা মহানবী ﷺ সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা ব্যভিচার সম্বন্ধে কী বল?" সকলে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম করেছেন, অতএব তা হারাম।' তিনি বললেন,

(لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ).

"প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি মহিলার সাথে ব্যভিচার অধিকতর নিকৃষ্ট।"

অতঃপর বললেন, "তোমরা চুরি সম্বন্ধে কী বল?" সকলে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম করেছেন, অতএব তা হারাম।' তিনি বললেন,

(لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ).

"প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি বাড়িতে চুরি করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি বাড়িতে চুরি

করা অধিকতর নিকৃষ্ট।” *(আহমাদ ২৩৮৫৪, বুখারীর আদাব ১০৩, ত্বাবারানী ১৬৯৯৩, সহীহুল জামে ৫০৪৩নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ)).

(১৭৮৪) উক্ববা বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন প্রথম বাদী-প্রতিবাদী হবে দুই প্রতিবেশী।” *(আহমাদ ১৭৩৭২, ত্বাবারানী ১৪২৫২, ১৪২৬৮, সহীহ তারগীব ২৫৫৭নং)*

عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: ((كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ)).

(১৭৮৫) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “কত প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কিয়ামতের দিন (আল্লাহর কাছে) ধরে এনে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! একে জিজ্ঞাসা করুন, কেন এ আমার মুখে দরজা বন্ধ রেখেছিল এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু থেকে বিরত রেখেছিল?” *(আসবাহানী, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ১১১, সিঃ সহীহাহ ২৬৪৬নং)*

عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ: (ثَلاثَةٌ يُحِبُّهُمُ الله وثَلاثَةٌ يَشْنُؤهُمُ الله، الرَّجُلُ يَلْقَى العَدُوَّ في فِئَةٍ فَيَنْصُبُ لَهُمْ نَحْرَهُ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لأَصْحابِهِ، والقَوْمُ يُسافِرُونَ فَيَطُولُ سُرَاهُمْ حَتَّى يُحِبُّوا أنْ يَمَسُّوا الأَرْضَ فَيَنْزِلُونَ فَيَتَنَحَّى أحَدُهُمْ فَيُصَلِّي حَتَّى يُوقِظَهُمْ لِرَحِيلِهِمْ، والرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الجَارُ يُؤذِيهِ جارُهُ فَيَصْبِرُ على أذَاهُ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُما مَوْتٌ أوْ ظَعْنٌ، والذِينَ يَشْنؤهُمُ الله التَّاجِرُ الحَلافُ والفَقِيرُ المُخْتالُ والبَخِيلُ المَنَّانُ).

(১৭৮৬) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন ও তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। (১) সেই ব্যক্তি, যে কোন দলে থেকে দুশমনের মোকাবেলার জন্য নিজের বুক পেতে দেয়। পরিশেষে সে খুন হয়ে যায় অথবা সাথীদের বিজয় লাভ হয়। (২) সেই ব্যক্তি, যে কোন সম্প্রদায়ের সাথে সফরে থাকে, তাদের রাত্রি-ভ্রমণ দীর্ঘায়িত হয়, পরিশেষে তারা মাটি স্পর্শ করতে (ঘুমাতে) চায়। সুতরাং তারা অবতরণ করে (ঘুমিয়ে যায়)। আর তাদের ঐ ব্যক্তি এক ধারে সরে গিয়ে নামায পড়তে লাগে। অবশেষে তাদেরকে কুচ করার জন্য জাগ্রত করে। (সে মোটেই ঘুমায় না।) (৩) সেই ব্যক্তি, যার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে তার কষ্টে ধৈর্যধারণ করে। পরিশেষে মৃত্যু অথবা স্থানান্তর তাদেরকে পৃথক করে দেয়।

আর যাদেরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন, (তারা হল,) (১) অনেকানেক কসমখোর ব্যবসায়ী, (২) অহংকারী গরীব এবং (৩) অনুগ্রহ প্রকাশকারী কৃপণ। *(আহমাদ ২১৩৪০, সঃ জামে’ ৩০৭৪নং)*

শাসন অধ্যায়

আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((.... وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ)).

(১৭৮৭) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "--এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নেতারা (শাসক গোষ্ঠী ও ইমামগণ) আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিধান (ও ফায়সালা) না দেয় এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বরণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব বহাল রাখেন।" *(ইবনে মাজাহ ৪০১৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৫৫০নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

পদ চাওয়া নিষেধ এবং রাষ্ট্রীয় পদ পরিহার করাই উত্তম; যদি সেই একমাত্র তার যোগ্য অথবা তার নিযুক্ত হওয়া জরুরী না হয়

মহান আল্লাহ বলেন,

{ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوّاً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ }

অর্থাৎ, এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। *(সূরা ক্বাসাস ৮৩ আয়াত)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ عَبدِ الرَّحمَانِ بن سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا عَبْدَ الرَّحمَانِ بنَ سَمُرَةَ ، لاَ تَسْأَلِ الإمَارَةَ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৭৮৮) আবূ সাঈদ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, "হে আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ! তুমি সরকারী পদ চেয়ো না। কারণ তুমি যদি তা না চেয়ে পাও, তাহলে তাতে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি তা চাওয়ার কারণে পাও, তাহলে তা তোমাকে সঁপে দেওয়া হবে। (এবং তাতে আল্লাহর সাহায্য পাবে না।) আর যখন তুমি কোন কথার উপর কসম খাবে, অতঃপর তা থেকে অন্য কাজ উত্তম মনে করবে, তখন উত্তম কাজটা কর এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দাও।" *(বুখারী ৬৭২২, ৭১৪৬, মুসলিম ৪৩৭০নং)*

وَعَن أَبي ذرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً ، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي . لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ)). رواه مسلم

(১৭৮৯) আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, "হে আবূ যার্র! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি এবং আমি তোমার জন্য তাই ভালবাসি, যা আমি নিজের জন্য ভালবাসি। (সুতরাং) তুমি অবশ্যই দু'জনের নেতা হয়ো না এবং এতীমের মালের

তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না।” *(মুসলিম ৪৮২৪নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ألا تَسْتَعْمِلُني ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ، ثُمَّ قَالَ : ((يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا)). رواه مسلم

(১৭৯০) সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে (কোন স্থানের সরকারী) কর্মচারী কেন নিযুক্ত করছেন না?’ তিনি নিজ হাত আমার কাঁধের উপর মেরে বললেন, “হে আবূ যার্র! তুমি দুর্বল এবং (এ পদ) আমানত ও এটা কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা হকের সাথে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) গ্রহণ করল এবং নিজ দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করল (তার জন্য এ পদ লজ্জা ও অনুতাপের কারণ নয়)।” *(মুসলিম ৪৮২৩নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ ، وَسَتَكونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه البخاري

(১৭৯১) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা অতি সত্বর নেতৃত্বের লোভ করবে। (কিন্তু স্মরণ রাখো) এটি কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে। সুতরাং তা কত (ইহলোকে) উৎকৃষ্ট ও (পরলোকে) নিকৃষ্ট বিষয়!” *(বুখারী ৭১৪৮নং, নাসাঈ প্রভৃতি)*

যে ব্যক্তি নেতা, বিচারক অথবা অন্যান্য সরকারী পদ চাইবে অথবা পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে অথবা তার জন্য ইঙ্গিত করবে তাকে পদ দেওয়া নিষেধ

عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِي عَمِّي ، فَقَالَ أحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللهُ – عز وجل – ، وَقَالَ الآخَرُ مِثلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ((إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أحَداً سَأَلَهُ، أَوْ أحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৭৯২) আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন যে, আমি এবং আমার চাচাতো দু’ভাই নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। সে দু’জনের মধ্যে একজন বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যে সব শাসন-ক্ষমতা দান করেছেন, তার মধ্যে কিছু (এলাকার) শাসনভার আমাকে প্রদান করুন।’ দ্বিতীয়জনও একই কথা বলল। উত্তরে তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম! যে সরকারী পদ চেয়ে নেয় অথবা তার প্রতি লোভ রাখে, তাকে অবশ্যই আমরা এ কাজ দিই না।” *(বুখারী ৭১৪৯, মুসলিম ৪৮২১নং)*

ন্যায়-বিচার ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ } [النحل : ٩٠]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন---। *(সূরা নাহল ৯০ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [الحجرات : ٩]

অর্থাৎ, সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা হুজুরাত ৩৮-১ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ – عز وجل – ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

(১৭৯৩) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আয্যা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান ক'রে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৮০৬, মুসলিম ২৪২৭নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ». رواه مسلم

(১৭৯৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।" *(মুসলিম*

৪৮২৫নং)

وَعَن عِياض بن حِمارٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((أهلُ الجنَّةِ ثَلاثَةٌ : ذُو سُلطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لكُلِّ ذي قُرْبَى ومُسْلِمٍ ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ)).

رواه مسلم

(১৭৯৫) ইয়ায ইবনে হিমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "জান্নাতী তিন প্রকার। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যাকে ভাল কাজ করার তওফীক দেওয়া হয়েছে। (২) ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিমের প্রতি দয়ালু ও নম্র-হৃদয় এবং (৩) সেই ব্যক্তি যে বহু সন্তানের (গরীব) পিতা হওয়া সত্ত্বেও হারাম ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকে। *(মুসলিম ৭৩৮৬নং)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أن رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ».

(১৭৯৬) আম্‌র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসে, তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব।" *(বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ৪৫৮৪নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ ».

وفي رواية : « مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ ».

(১৭৯৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিচারক-পদ গ্রহণ করল অথবা যাকে লোকেদের (কাযী বা) বিচারক নিযুক্ত করা হল, তাকে যেন বিনা ছুরিতে যবাই করা হল।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭১, তিরমিযী ১৩২৫, ইবনে মাজাহ ২৩০৮, হাকেম ৪/৯১, সহীহুল জামে' ৬৫৯৪ নং)*

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ ».

(১৭৯৮) বুরাইদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কাযী (বিচারক) তিন প্রকার। এদের মধ্যে একজন জান্নাতী এবং অপর দু'জন জাহান্নামী।

জান্নাতী হল সেই বিচারক যে 'হক' (সত্য) জানল এবং সেই অনুযায়ী বিচার করল। আর যে বিচারক 'হক' জানা সত্ত্বেও অবিচার করল সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক না জেনে (বিনা ইলমে) লোকেদের বিচার করল সেও জাহান্নামী।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনে মাজাহ ২৩১৫, সহীহুল জামে' ৪৪৪৬নং)*

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ».

(১৭৯৯) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আর তোমরা আমার নিকট বিচার নিয়ে আসছ। সম্ভবতঃ তোমাদের কেউ কেউ একে অন্যের চাইতে দলীল ও প্রমাণ পেশকরণে অধিক পারদর্শী। ফলে আমি তার নিকট থেকে আমার শোনা মতে তার সপক্ষে ফায়সালা দিয়ে তার ভাইয়ের কিছু হক তাকে দিয়ে দিই, তাহলে সে যেন তার কিছুই গ্রহণ না করে। যেহেতু আমি তো (এ অবস্থায়) তার জন্য (জাহান্নামের) আগুনের একটি অংশ কেটে দিই।" *(বুখারী ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, মুসলিম ৪৫৭০নং)*

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ».

(১৮০০) আবূ উমামা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের কসম দ্বারা কোন মুসলিমের অধিকার হরণ করে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ দোযখ ওয়াজেব এবং বেহেশ্ত্ হারাম করে দেন।" লোকেরা বলল, 'যদিও সামান্য কিছু হয় তাও, হে আল্লাহর রসূল?!' বললেন, "যদিও বা পিল্লু (গাছের) একটি ডালও হয়।" *(মালেক, মুসলিম ৩৭০, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৩২৪নং)*

عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ: ((مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

(১৮০১) আবূ যার্র ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন জিনিস দাবী করে যা তার নয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। আর সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" *(ইবনে মাজাহ ২৩১৯, সহীহুল জামে' ৫৯৯০নং)*

عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(১৮০২) খাওলা আনসারিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তিনি শুনেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় কিছু লোক আল্লাহর মাল নাহক ব্যয়-বন্টন করবে। সুতরাং তাদের জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন রয়েছে।" *(বুখারী ৩১১৮নং)*

عن أنس قال قال رسوال الله ﷺ: ((إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ)).

(১৮০৩) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এই নেতৃত্ব থাকবে কুরাইশদের মাঝে। যতক্ষণ তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করা হলে তারা দয়া করবে, বিচার করলে ইনসাফ করবে, বিতরণ করলে ন্যায়ভাবে করবে। তাদের মধ্যে যে তা করবে না, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। তার নিকট থেকে নফল-ফরয কোন ইবাদতই কবূল করা হবে না।" *(আহমাদ ১২৯০০, ১৯৫৪১, আবূ য়্যা'লা ৪০৩২-৪০৩৩, ত্বাবারানী ৭২৪, সিঃ সহীহাহ ২৮৫৮নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَأَلْزَمَهُ الشَّيْطَانُ ».

(১৮০৪) আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ বিচারকের সাথে থাকেন, যতক্ষণ সে অন্যায় বিচার করে না। অতঃপর সে যখন অন্যায় বিচার করে, তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং শয়তানকে তার সাথী বানিয়ে দেন।" *(তিরমিযী ১৩৩০, হাকেম ৭০২৬, বাইহাক্বী ১৯৯৫৪, সঃ জামে' ১৮২৭নং)*

قال عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه، وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض.

(১৮০৫) আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﷺ সম্পর্কে এসেছে যে, রসূল ﷺ তাঁকে খায়বারের ইয়াহুদীদের নিকট পাঠালেন, সেখানকার ফলসমূহ ও ফসলাদি অনুমান ক'রে দেখে আসার জন্য। ইয়াহুদীরা তাঁকে ঘুষ পেশ করল; যাতে তিনি তাদের ব্যাপারে একটু শিথিলতা প্রদর্শন করেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তাঁর পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি, যিনি দুনিয়ায় আমার কাছে সব থেকে বেশী প্রিয়তম এবং তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক অপ্রিয়। কিন্তু স্বীয় প্রিয়তমের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং তোমাদের প্রতি আমার শত্রুতা আমাকে তোমাদের ব্যাপারে সুবিচার না করার উপর উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না।' এ কথা শুনে তারা বলল, 'এই সুবিচারের কারণেই আসমান ও যমীনের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' *(ইবনে কাষীর ১/৬৯৮, আহসানুল বায়ান)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اِشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً ، فَوَجَدَ الَّذِيْ اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَى

رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لِي غُلَامٌ ، وَقَالَ الآخَرُ : لِي جَارِيَةٌ، قَالَ : أَنْكِحَا الغُلَامَ الجَارِيَةَ ، وَأَنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا)) . متفق عليه

(১৮০৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "(প্রাচীনকালে) একটি লোক অন্য ব্যক্তির কাছ হতে কিছু জায়গা ক্রয় করল। ক্রেতা ঐ জায়গায় (প্রোথিত) একটি কলসী পেল, যাতে স্বর্ণ ছিল। জায়গার ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, 'তোমার স্বর্ণ নিয়ে নাও। আমি তো তোমার জায়গা খরিদ করেছি, স্বর্ণ তো খরিদ করিনি।' জায়গার বিক্রেতা বলল, 'আমি তোমাকে জায়গা এবং তাতে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করেছি।' অতঃপর তারা উভয়েই এক ব্যক্তির নিকট বিচার প্রার্থী হল। বিচারক ব্যক্তি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের সন্তান আছে কি?' তাদের একজন বলল, 'আমার একটি ছেলে আছে।' অপরজন বলল, 'আমার একটি মেয়ে আছে।' বিচারক বললেন, 'তোমরা ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দাও এবং ঐ স্বর্ণ থেকে তাদের জন্য খরচ কর এবং দান কর।" *(বুখারী ৩৪৭২, মুসলিম ৪৫৯৪নং)*

وَعَنْهُ ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا . فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﷺ فَأَخْبَرَتَاهُ . فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لاَ تَفْعَلْ ! رَحِمَكَ اللهُ ، هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى)) . متفق عليه

(১৮০৭) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "দু'জন মহিলার সাথে তাদের দু'টি ছেলে ছিল। একদা একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের মধ্যে একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। একজন মহিলা তার সঙ্গিনীকে বলল, 'বাঘে তোমার ছেলেকেই নিয়ে গেছে।' অপরজন বলল, 'তোমার ছেলেকেই বাঘে নিয়ে গেছে।' সুতরাং তারা দাঊদ ﷺ-এর নিকট বিচারপ্রার্থিনী হল। তিনি (অবশিষ্ট ছেলেটি) বড় মহিলাটির ছেলে বলে ফায়সালা ক'রে দিলেন। অতঃপর তারা দাঊদ ﷺ-এর পুত্র সুলায়মান ﷺ-এর নিকট বের হয়ে গিয়ে উভয়েই আনুপূর্বিক ঘটনাটি বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন, 'আমাকে একটি চাকু দাও। আমি একে দু টুকরো ক'রে দু'জনের মধ্যে ভাগ ক'রে দেব।' তখন ছোট মহিলাটি বলল, 'আপনি এরূপ করবেন না। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। ছেলেটি ওরই।' তখন তিনি ছেলেটি ছোট মহিলার (নিশ্চিত জেনে) ফায়সালা দিলেন।" *(বুখারী ৩৪২৭, ৬৭৬৯, মুসলিম ৪৫৯২নং)*

বাদশাহ, বিচারক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে সৎ মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিযুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তাদেরকে খারাপ সঙ্গী থেকে ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা থেকে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ} [الزخرف : ٦٧]

অর্থাৎ, বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সাবধানীরা নয়। *(সূরা যুখরুফ ৬৭ আয়াত)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا بَعَثَ اللّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللّهُ)). رواه البخاري

(১৮০৮) আবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যখনই কোন নবী প্রেরণ করেন এবং কোন খলীফা নির্বাচিত করেন, তখনই তাঁর জন্য দু'জন সঙ্গী নিযুক্ত ক'রে দেন। একজন সঙ্গী তাঁকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর দ্বিতীয়জন সঙ্গী তাঁকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর রক্ষা পান কেবলমাত্র তিনিই, যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন।" *(বুখারী ৬৬১১, ৭১৯৮নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِالأَمِيرِ خَيْراً ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدقٍ ، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ عَلَى شرط مسلم

(১৮০৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন আল্লাহ কোন শাসকের মঙ্গল চান, তখন তিনি তার জন্য সত্যনিষ্ঠ (শুভাকাঙ্ক্ষী) একজন মন্ত্রী নিযুক্ত ক'রে দেন। শাসক (কোন কথা) ভুলে গেলে সে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে। আর যখন আল্লাহ তার অন্য কিছু (অমঙ্গল) চান, তখন তার জন্য মন্দ মন্ত্রী নিযুক্ত ক'রে দেন। শাসক বিস্মৃত হলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে না।" *(আবূ দাউদ ২৯৩৪নং, উত্তম সূত্রে মুসলিমের শর্তে)*

প্রজাদের সাথে শাসকদের কোমল ব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের প্রতি স্নেহপরবশ হওয়ার আদেশ এবং প্রজাদেরকে ধোঁকা দেওয়া, তাদের প্রতি কঠোর হওয়া, তাদের স্বার্থ উপেক্ষা করা, তাদের ও তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [الشعراء : ٢١٥]

অর্থাৎ, তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি সদয় হও। *(সূরা শুআরা ২১৫ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [النحل : ٩٠]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। *(সূরা নাহল ৯০ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الإمَامُ رَاعٍ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أهلِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مال سيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) متفقٌ عَلَيْهِ

(১৮১০) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল। সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ৮৯৩, ২৪০৯, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ৪৮২৮নং)*

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، حَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ)).

(১৮১১) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রক্ষককে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে এবং প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবককে তার তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যথার্থই কি তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে, অথবা অবহেলা হেতু তা বিনষ্ট করেছে?" *(নাসাঈ ৯১৭৪, ইবনে হিব্বান ৪৪৯২, সঃ জামে' ১৭৭৪নং)*

وَعَن أَبي يَعلَى مَعْقِل بنِ يَسارٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ اللّهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ، إلاَّ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجَنَّة)). متفقٌ عليه

وَفِي رِوَايَةٍ : ((فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّة)) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : ((مَا مِنْ أميرٍ يَلِي أُمُورَ المُسْلِمينَ ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ ، إلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ)) .

(১৮১২) আবূ য়্যা'লা মা'ক্বিল ইবনে য়্যাসার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কোন বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজার উপর শাসক বানালে, যেদিন সে মরবে সেদিন যদি সে প্রজার প্রতি ধোঁকাবাজি ক'রে মরে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি জান্নাত হারাম ক'রে

দেবেন।” *(বুখারী ৭১৫১, মুসলিম ৩৮০, ৪৮৩৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “অতঃপর সে (শাসক) তার হিতাকাঙ্ক্ষিতার সাথে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করল না, সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।” *(বুখারী ৭১৫০নং)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে কোন আমীর মুসলমানদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিল, অতঃপর সে তাদের (সমস্যা দূর করার) চেষ্টা করল না এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হল না, সে তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” *(মুসলিম ৩৮৩, ৪৮৩৬নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا : ((اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ ، فَارفُقْ بِهِ)). رواه مسلم

(১৮১৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার এই ঘরে বলতে শুনেছি, “হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।” *(মুসলিম ৪৮২৬নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَانَتْ بَنُو إسرَائِيلَ تَسُوسُهُم الأَنبِيَاء ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكثُرُونَ))، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : ((أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، وَاسْأَلُوا اللهَ الَّذِي لَكُمْ ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ)). متفقٌ عليه

(১৮১৪) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “বানী ইস্রাঈলদের (দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের কাজ) পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখনই কোন নবী মারা যেতেন, তখনই অন্য আর এক নবী তাঁর প্রতিনিধি হতেন। (জেনে রাখ) আমার পর কোন নবী নেই, বরং আমার পর অধিক সংখ্যায় খলীফা হবে।” সাহাবীগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন?’ তিনি বললেন, “যার নিকট প্রথমে বায়আত করবে, তা পালন করবে। তারপর যার নিকট বায়আত করবে, তা পালন করবে। অতঃপর তাদের অধিকার আদায় করবে এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে। কারণ, মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রজাপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।” *(বুখারী ৩৪৫৫, মুসলিম ৪৮৭৯নং)*

وَعَن عَائِذِ بنِ عَمرٍو ﷺ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ ، فَقَالَ لَهُ : أيْ بُنَيَّ ، إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ)) فإيَاكَ أن تَكُونَ مِنْهُمْ . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৮১৫) আয়েয ইবনে আম্র ﷺ উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, ‘হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে।” সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো।’ *(আহমাদ ২০৯১৩, বুখারী ? মুসলিম ৪৮৩৮নং)*

وَعَن أَبي مَرِيَمَ الأَزدِيِّ ﷺ : أنّه قَالَ لِمُعَاوِيَةَ ﷺ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ . رواه أَبُو داود والترمذي

(১৮ ১৬) আবূ মারয়্যাম আযদী ﷺ মুআবিয়াহ ﷺ-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলমিদের কোন (রাজ) কার্যে নিযুক্ত করলেন, অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।" (তা পূরণ করবেন না।) *(আবূ দাউদ ২৯৫০, তিরমিযী ১৩৩২নং)*

عَن أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَرْبَعَةٌ يَبْغُضُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ)).

(১৮ ১৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন; অত্যধিক কসম খেয়ে পণ্য বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী, অহংকারী গরীব, ব্যভিচারী বৃদ্ধ এবং অত্যাচারী রাজা (শাসক)। *(নাসাঈ ২৫৭৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৮৫৩, সহীহুল জামে' ৮৮০নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي: إِمَامٌ ظَلُومٌ (غشوم)، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ)).

(১৮ ১৮) আবূ উমামা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক আমার সুপারিশ লাভ করতে পারবে না; (বিবেকহীন) অত্যাচারী রাষ্ট্রনেতা এবং প্রত্যেক সত্যত্যাগী অতিরঞ্জনকারী।" *(ত্বাবারানী ৮০০৫, সহীহুল জামে' ৩৭৯৮ নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ: ((مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ)).

(১৮ ১৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে কোন দশ ব্যক্তির আমীরকে কিয়ামতের দিন বেড়ি পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। পরিশেষে হয় তাকে তার (কৃত) ন্যায়পরায়ণতা বেড়ি-মুক্ত করবে, নচেৎ তার (কৃত) অত্যাচারিতা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।" *(আহমাদ ৯৫৭৩, বাইহাকী ২০০০২, সহীহুল জামে' ৫৬৯৫নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ: ((أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ النَّاسُ غَادِيَانِ فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا)).

(১৮২০) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ কা'ব বিন উজরাহকে বললেন, "আল্লাহ তোমাকে নির্বোধ (আমীর)দের শাসনকাল থেকে আশ্রয় দিন।" কা'ব বললেন, 'নির্বোধ (আমীর)দের শাসনকাল কি?' তিনি বললেন, "আমার পরবর্তীকালে এক শ্রেণীর আমীর হবে; যারা আমার আদর্শে আদর্শবান হবে না এবং আমার তরীকাও অবলম্বন করবে না। সুতরাং যারা (তাদের দ্বারে দ্বারস্থ হয়ে) তাদের মিথ্যাবাদিতা সত্ত্বেও তাদেরকে সত্যবাদী মনে করবে এবং অত্যাচারে (ফতোয়া ইত্যাদি দ্বারা) তাদেরকে সহযোগিতা করবে তারা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই। তারা আমার 'হওয' (কওসারের) পানি পান করার জন্য উপস্থিত হতে পারবে না।

আর যারা তাদের মিথ্যাবাদিতায় তাদেরকে সত্যবাদী জানবে না এবং অত্যাচারে তাদেরকে সহযোগিতা করবে না তারা আমার দলভুক্ত, আমিও তাদের দলভুক্ত এবং আমার 'হওয' (কওসারের) পানি পান করার জন্য উপস্থিত হতে পারবে।

হে কা'ব বিন উজরাহ! রোযা হল ঢাল স্বরূপ, সদকাহ (দান-খয়রাত) পাপ মোচন করে এবং নামায হল (আল্লাহর) নৈকট্যদাতা অথবা তোমার (ঈমানের) দলীল।

হে কা'ব বিন উজরাহ! সে মাংস (দেহ) বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না; যা হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে। তার জন্য তো দোযখই উপযুক্ত।

হে কা'ব বিন উজরাহ! মানুষের প্রাত্যহিক কর্মপ্রচেষ্টা দুই ধরনের হয়ে থাকে; কিছু মানুষ তো নিজেদেরকে (সৎকর্মের মাধ্যমে) ক্রয় করে (দোযখ থেকে) মুক্ত করে নেয়। আর কিছু মানুষ (অসৎকর্মের মাধ্যমে) নিজেদেরকে বিক্রয় করে ধ্বংস করে দেয়।" *(আহমাদ ১৪৪৪১, বায্যার ১৬০৯ নং, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ৫০১ নং)*

عَنْ رَجُلٍ مِنْ اهْلِ الْمَدِينَةِ . قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أم الْمُؤْمِنِينَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، ان اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ وَلا تُكْثِرِي عَلَيَّ . فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، إِلَى مُعَاوِيَةَ : سَلامٌ عَلَيْكَ . امَّا بَعْدُ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كافَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاس)). وَالسَّلامُ عَلَيْكَ.

(১৮২১) মদীনার এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, একদা মুআবিয়া ﷺ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে এই আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন যে, 'আমার জন্য একটি চিঠি লিখুন এবং তাতে আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন (মন্ত্রণা ও উপদেশ দেন)। আর বেশী ভার দেবেন না।' সুতরাং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হযরত মুআবিয়া ﷺ কে চিঠিতে লিখলেন যে, 'সালামুন আলাইক। অতঃপর আমি আপনাকে জানাই যে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির জন্য লোকেদের কষ্টদানে আল্লাহই যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি

আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকেদের সন্তুষ্টি খোঁজে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকেদের প্রতিই সোপর্দ করে দেন।” অস্‌সালামু আলাইক।’ *(তিরমিযী ২৪১৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩১১নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকদেরকে সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।” *(ইবনে হিব্বান ২৭৬নং প্রমুখ)*

বৈধ কাজে শাসকবৃন্দের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং অবৈধ কাজে তাদের আনুগত্য করা হারাম

মহান আল্লাহ বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء : ٥٩]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূলের অনুগত হও ও তোমাদের নেতৃবর্গের। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أحَبَّ وكَرِهَ ، إلاَّ أنْ يُؤْمَرَ بمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৮২২) ইবনে উমার ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “মুসলিমের জন্য (তার শাসকদের) কথা শোনা ও মানা ফরয, তাকে সে কথা পছন্দ লাগুক অথবা অপছন্দ লাগুক; যতক্ষণ না তাকে পাপকাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর যখন তাকে পাপকাজের আদেশ দেওয়া হবে তখন তার কথা শোনা ও মানা ফরয নয়।” *(বুখারী ৭১৪৪, মুসলিম ৪৮৬৯নং)*

عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)).

(১৮২৩) ইমরান বিন হুস্বাইন বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।” *(ত্বাবারানী ১৪৭৯৫, আহমাদ ২০৬৫৩নং)*

وَعَن ابن عمر ، قَالَ : كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمعِ والطَّاعَةِ ، يَقُولُ لَنَا : ((فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৮২৪) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর কথা শোনার ও আনুগত্য করার উপর বায়আত করছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, “যাতে তোমাদের সাধ্য রয়েছে।” *(বুখারী ৭২০২, মুসলিম ৪৯৪৩নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ

حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)). رواه مسلم

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ((وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) .

(১৮২৫) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি (বৈধ কাজে শাসকের) আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিল, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার জন্য কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি (রাষ্ট্রনেতার হাতে) বায়আত না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মরা মরল।" *(মুসলিম ৪৮৯৯নং)*

এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, "যে (রাষ্ট্রীয়) জামাআত ত্যাগ ক'রে মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।" *(আহমাদ ৫৫৫১, ৬৪২৩নং)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ)).

(১৮২৬) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জামাআত থেকে আধ হাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে (সরে) গেল, সে আসলে তার ঘাড় থেকে ইসলামের গলরশিকে খুলে ফেলল।" (অর্থাৎ, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেল।) *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ৮৯২, ১০৫৩ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)).

(১৮২৭) মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার কোন ইমাম (রাষ্ট্রীয়-নেতার বায়াত) নেই, সে আসলে জাহেলিয়াতের মরণ মারা গেল।" *(ঐ ১০৫৭নং, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اِسْمَعُوا وأَطِيعُوا ، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، كَأَنَّ رأْسَهُ زَبِيبَةٌ)). رواه البخاري

(১৮২৮) আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "(শাসকদের) কথা শোনো এবং (তাদের) আনুগত্য কর; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো ক্রীতদাসকে (নেতা) নিযুক্ত করা হয়; যেন তার মাথাটা কিশমিশ। (অর্থাৎ, কিশমিশের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বিশ্রী তবুও)!" *(বুখারী ৬৯৩, ৬৯৬, ৭১৪২নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ)). رواه مسلم

(১৮২৯) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমার প্রতি দুঃখে-সুখে, হর্ষে-বিষাদে এবং তোমার উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার সময়ে (শাসকের) কথা শোনা ও (তার) আনুগত্য করা ফরয।" *(মুসলিম ৪৮৬০নং)*

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ

بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ « إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ».

(১৮৩০) উবাদাহ বিন সামেত কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট থেকে আমাদের খুশী ও কষ্টের বিষয়ে, স্বস্তি ও অস্বস্তির বিষয়ে এবং আমাদের অগ্রাধিকার নষ্ট হলেও আনুগত্য ও আদেশ পালনের উপর এবং ক্ষমতাসীন শাসকের বিদ্রোহ না করার উপর বায়আত (প্রতিশ্রুতি) গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, "তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফরী হতে দেখ, যাতে তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে কোন দলীল বর্তমান থাকে (তাহলে বিদ্রোহ করতে পার)।" *(বুখারী ৭০৫৬, মুসলিম ৪৮৭৭নং)*

وَعَن عَوفِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ . وشِرَارُ أَئِمَّتِكُم الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ !)) ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أفَلاَ نُنَابِذُهُم ؟ قَالَ : ((لاَ ، مَا أقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ . لاَ ، مَا أقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ)). رواه مسلم

(১৮৩১) আওফ ইবনে মালেক ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দুআ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ করে।" (হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না?' তিনি বললেন, "না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে।" *(মুসলিম ৪৯১০-৪৯১১নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَكُونُ أُمَرَاءُ تَلِينُ لَهُمُ الْجُلُودُ وَلا تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِمِ الْقُلُوبُ ثُمَّ يَكُونُ أُمَرَاءُ تَشْمَئِزُّ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُمُ الْجُلُودُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا أَقَامُوا الصَّلاةَ)).

(১৮৩২) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "এমন এক শ্রেণীর আমীর হবে; যাদের জন্য দেহের চামড়া নরম হবে এবং তাদের প্রতি হৃদয়-মন সন্তুষ্ট হতে পারবে না। অতঃপর এক শ্রেণীর আমীর হবে যাদের প্রতি হৃদয়-মন বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হবে এবং দেহের লোম খাড়া হয়ে যাবে।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, 'না। তাদের নামায কায়েম করা পর্যন্ত নয়।" *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আস্বেম ১০৭৭নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْـزِلاً ، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ ، إذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ :

الصَّلاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُول الله ﷺ ، فَقَالَ : ((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ . وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هـذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتنَةٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَتَجِيءُ الفتنَةُ فَيقُولُ الْمُؤْمِنُ : هذه مُهلكتي ، ثُمَّ تنكشفُ ، وتجيء الفتنةُ فيقولُ المؤمنُ : هذِهِ هذِهِ . فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، ويُدْخَلَ الجنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ منيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنَ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَأتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ ، فَلْيُطِعْهُ إِن اسْتَطَاعَ ، فإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ)). رواه مسلم

(১৮৩৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ বলেন আমরা আল্লাহর রসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর (বিশ্রামের জন্য) এক স্থানে অবতরণ করলাম। তারপর আমাদের কিছু লোক তাঁবু ঠিক করছিল এবং কতক লোক তীরন্দাজিতে প্রতিযোগিতা করছিল ও কতক লোক জন্তুদের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, "নামাযের জন্য জমায়েত হও।" সুতরাং আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট একত্রিত হলাম। তারপর তিনি বললেন, "আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীর জন্য জরুরী ছিল, তাঁর উম্মতকে এমন কর্মসমূহের নির্দেশ দেওয়া, যা তিনি তাদের জন্য ভালো মনে করেন এবং এমন কর্মসমূহ থেকে ভীতি-প্রদর্শন করা, যা তিনি তাদের জন্য মন্দ মনে করেন। আর তোমাদের এই উম্মত এমন, যাদের প্রথমাংশে নিরাপত্তা রাখা হয়েছে এবং তাদের শেষাংশে রয়েছে পরীক্ষা (ফিতনা-ফাসাদ) এবং এমন ব্যাপার সকল, যা তোমরা পছন্দ করবে না। এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যে, একটি অন্যটিকে হাল্কা ক'রে দেবে (অর্থাৎ পরের ফিতনাটি আগের ফিতনা অপেক্ষা গুরুতর হবে)। ফিতনা এসে গেলে মু'মিন ব্যক্তি বলবে, এটাই আমার ধ্বংসের কারণ হবে। অতঃপর তা দূরীভূত হবে। পুনরায় অন্য ফিতনা প্রকাশ পাবে, তখন মু'মিন বলবে, 'এটাই এটাই (আমার সবচেয়ে বড় ফিতনা)।' অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালবাসে, তার নিকট যেন এই অবস্থায় মৃত্যু আসুক যে, সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং লোকদের সাথে সেই ব্যবহার প্রদর্শন করে, যা সে নিজের সাথে প্রদর্শন পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতার সাথে বায়আত করে, সে নিজের হাত এবং নিজ অন্তরের ফল (নিষ্ঠা) তাকে দিয়ে দেয়, সে সাধ্যমত তার আনুগত্য করুক। অতঃপর অন্য কেউ যদি তার (প্রথম ইমামের) সাথে (ক্ষমতা কাড়ার) ঝগড়া করে, তাহলে দ্বিতীয়জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।" *(মুসলিম ৪৮৮২নং)*

وَعَنْ أَبِي هريرة، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ)) . متفق عليه

(১৮৩৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১) যে মরু প্রান্তরে অতিরিক্ত পানির মালিক, কিন্তু সে মুসাফিরকে তা থেকে পান করতে দেয় না। (২) যে আসরের পর অন্য লোকের নিকট সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে কসম খেয়ে এই বলে যে, আল্লাহর কসম! এটা আমি এত দিয়ে নিয়েছি। ফলে ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে অথচ সে তার বিপরীত (অর্থাৎ, মিথ্যাবাদী)। আর (৩) যে কেবলমাত্র পার্থিব স্বার্থে রাষ্ট্রনেতার হাতে বায়আত করে। সুতরাং সে যদি তাকে পার্থিব সম্পদ প্রদান করে, তাহলে সে (তার বায়আত) পূর্ণ করে। আর যদি প্রদান না করে, তাহলে বায়আত পূর্ণ করে না।" *(বুখারী ৭২১২, মুসলিম ৩১০নং)*

وَعَن أَبي هُنَيْدَةَ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ ﷺ ، قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزيدَ الجُعفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، أَرَأَيتَ إنْ قامَت عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسألُونَا حَقَّهُم ، وَيمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأعْرَضَ عَنهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فإنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ)). رواه مسلم

(১৮৩৫) আবূ হুনাইদা ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র ﷺ বলেন, সালামাহ ইবনে য়্যাযীদ জু'ফী আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি বলুন, যদি আমাদের উপর (অসৎ) শাসক নিযুক্ত হয় এবং আমাদের কাছে তাদের অধিকার চায় ও আমাদেরকে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। অতএব এ ব্যাপারে আপনি কী নির্দেশ দেন?' তিনি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তোমরা (তাদের) কথা শুনো এবং (তাদের) আনুগত্য করো। কারণ তাদের দায়িত্বে তা রয়েছে, যা তাদের উপর চাপানো হয়েছে (অর্থাৎ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা) এবং তোমাদের দায়িত্বে তা রয়েছে, যা তোমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে (অর্থাৎ নেতা ও শাসকের আনুগত্য)।" *(মুসলিম ৪৮৮৮-৪৮৮৯নং)*

عَنْ أَبي نَجيحٍ العِرباضِ بنِ سَارِيَةَ ﷺ قَالَ : وَعَظَنَا رسولُ اللهِ ﷺ مَوعظةً بَليغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رسولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: ((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، وَإنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافاً كَثيراً ، فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

(১৮৩৬) আবূ নাজীহ ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "আমি

তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا !)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَأمُرُ مَنْ أدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ ؟ قَالَ : ((تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৮৩৭) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার পর স্বেচ্ছাচারী শাসন হবে এবং অন্যান্য (আপত্তিকর) ব্যাপার সকল প্রকাশ পাবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে।" সাহাবীরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে যে এ যুগ পাবে, তাকে আপনি কী আদেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেন, "তোমাদের প্রতি যে হক রয়েছে, তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের যে হক (শাসকের উপর রয়েছে), তা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে।" *(বুখারী ৩৬০৩, মুসলিম ৪৮৮ ১নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعصِ الأميرَ فَقَدْ عَصَانِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৮৩৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে আমার অবাধ্যতা করল, সে (আসলে) আল্লাহর অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করল, সে (আসলে) আমার আনুগত্য করল এবং যে নেতার অবাধ্যতা করল, সে (আসলে) আমার অবাধ্যতা করল।" *(বুখারী ৭১৩৭, মুসলিম ৪৮৫২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ ».

(১৮৩৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, "ইমাম (রাষ্টনায়ক) তো ঢাল স্বরূপ; যার আড়ালে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যার সাহায্যে নিজেকে বাঁচানো যায়। সুতরাং সে যদি আল্লাহ-ভীরুতার আদেশ দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ হয়, তাহলে এর বিনিময়ে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। নচেৎ সে যদি এর বিপরীত কর্ম করে তবে তার পাপ তার ঘাড়ে।" *(বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ৪৮৭৮নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَرِهَ مِنْ أمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانِ شِبْراً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৮৪০) ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার নেতার কোন কাজ অপছন্দ করবে, তার উচিত হবে (তার উপর) ধৈর্য ধারণ করা। কারণ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও শাসকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবে, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।" *(বুখারী ৭০৫৪, মুসলিম ৪৮৯৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِى لِذِى عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ ».

(১৮৪১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।

যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহবান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।

আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি বের করে ভালো-মন্দ সকল মানুষকে হত্যা করবে এবং তার মুমিনকেও হত্যা করতে ছাড়বে না, চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তিও পূরণ করবে না, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই।" *(মুসলিম ৪৮৯২নং)*

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَبِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ)). قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: ((وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَا سَمَّاهُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).

(১৮৪২) হারেষ আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ করছি; যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন। রাষ্ট্রনেতার কথা শুনবে, তার আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং (একই রাষ্ট্রনেতার নেতৃত্বে) জামাআতবদ্ধভাবে বসবাস করবে। যেহেতু যে ব্যক্তি বিঘত পরিমাণ জামাআত থেকে দূরে সরে যায়, সে আসলে ফিরে না আসা পর্যন্ত ইসলামের রশিকে নিজ গলা থেকে খুলে ফেলে দেয়। আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের ডাক ডাকে, সে আসলে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে?' তিনি বললেন, "যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা

আল্লাহর (নামে) ডাকে ডাকো, যিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন 'মুসলিম, মু'মিন'।" *(আহমাদ ১৭৮০০, তিরমিযী ২৮৬৩, সহীহুল জামে' ১৭২৮নং)*

عَنْ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَمَنْ أَرَادَ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ)).

(১৮৪৩) উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা জামাআতবদ্ধভাবে বাস কর এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থেকো। সুতরাং যে জান্নাতের মধ্যস্থল পেতে চায়, সে যেন জামাআতের সাথে থাকে।" *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯৭নং)*

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فَقَالَ: ((الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ)).

(১৮৪৪) নু'মান বিন বাশীর ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ খুতবায় বলেছেন, "জামাআত (ঐক্য) হল রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হল আযাব।" *(মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯৫, সহীহুল জামে' ৩১০৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ».

(১৮৪৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য ৩টি কাজ পছন্দ করেন এবং ৩টি কাজ অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য এই পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, সকলে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রশি (কুরআন বা দ্বীন)কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং আল্লাহ তোমাদের উপর যাকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তার আনুগত্য কর। আর তিনি তোমাদের জন্য ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করাকে অপছন্দ করেন।" *(মুসলিম ৪৫৭৮নং)*

عن عَرْفَجَةَ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ».

(১৮৪৬) আরফাজাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অদূর ভবিষ্যতে বড় ফিতনা ও ফাসাদের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য ও সংহতিকে (নষ্ট করে) বিচ্ছিন্নতা আনতে চাইবে সে ব্যক্তিকে তোমরা তরবারি দ্বারা হত্যা করে ফেলো; তাতে সে যেই হোক না কেন।" *(মুসলিম ৪৯০২নং)*

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ».

(১৮৪৭) উক্ত সাহাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একই শাসকের শাসনাধীনে ঐক্যপূর্ণ, তখন যদি আর এক (শাসক) ব্যক্তি এসে তোমাদের সংহতি নষ্ট করতে চায় এবং জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তাকে হত্যা করো।" *(মুসলিম ৪৯০৪নং)*

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله: ((وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ)).

(১৮৪৮) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রনায়কের হাতে বায়াত করল এবং এতে তাকে নিজ প্রতিশ্রুতি ও অন্তস্তল থেকে অঙ্গীকার প্রদান করল তার উচিত, যথাসাধ্য তার (সেই নায়কের সৎবিষয়ে) আনুগত্য করা। এরপর যদি অন্য এক (নায়ক) তার ক্ষমতা দখল করতে চায়, তাহলে ঐ দ্বিতীয় নায়কের গর্দান উড়িয়ে দাও।" *(মুসলিম ৪৮৮২নং প্রমুখ)*

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((ثَلاثَةٌ لا يُسْأَلُ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا)).

(১৮৪৯) ফায়ালাহ বিন উবাইদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাই করো না (তারা ধ্বংস হবে); যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, যে ব্যক্তি তার ইমাম (নেতার) অবাধ্য হয় এবং যে ব্যক্তি নাফরমান হয়ে মারা যায়।" *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯, ৯০০, ১০৬০নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لا نَسْأَلُكَ عَنْ طَاعَةِ مَنِ اتَّقَى وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ فَذَكَرَ الشَّرَّ فَقَالَ: ((اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا)).

(১৮৫০) আদী বিন হাতেম ﷺ বলেন, একদা আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! পরহেযগার (ও নেককার আমীরের) আনুগত্য সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করব না। কিন্তু যে (আমীর) নোংরা কাজে (দুর্নীতিতে) লিপ্ত হবে তার ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি?' তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (বৈধ বিষয়ে) তার কথা মান্য কর ও তার আনুগত্য কর।" *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ১০৬৯, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَنِي برِجْلِهِ وَقَالَ أَلا أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَبَتْنِي عَيْنِي قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ فَقُلْتُ آتِي أَرْضَ الشَّامِ الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُبَارَكَةَ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ قَالَ مَا أَصْنَعُ أَضْرِبُ بِسَيْفِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَلا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبَ رُشْدًا قَالَهَا مَرَّتَيْنِ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَتَنْسَاقُ كَيْفَ سَاقُوكَ)).

(১৮৫১) আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমার নিকট এলেন। আমি তখন মদীনার মসজিদে (ঘুমিয়ে) ছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা আঘাত করলেন ও

বললেন, “আমি কি তোমাকে এখানে ঘুমাতে দেখছি না?” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার এমনিই চোখ লেগে গেল।’ তিনি বললেন, “তোমাকে যখন এখান থেকে বের করে দেওয়া হবে, তখন তুমি কি করবে?” আমি বললাম, ‘আমি বর্কতময় পবিত্র ভূমি শাম দেশকে পছন্দ করি। (সেখানে চলে যাব।)’ তিনি বললেন, “সেখান থেকেও তোমাকে বহিষ্কার করলে তুমি কী করবে?” আমি বললাম, ‘কী করব? আমি আমার তরবারি দ্বারা লড়াই করব হে আল্লাহর রসূল!’ আল্লাহর রসূল ﷺ দুইবার বললেন, “আমি তোমাকে এর চাইতে উত্তম ও উচিততর কর্তব্য বলে দেব না কি? আদেশ পালন করো, আনুগত্য করো এবং তোমাকে যেখানে যেতে বলে, সেখানেই চলে যেয়ো।” *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ১০৭৪ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ)).

(১৮৫২) উবাদাহ বিন স্বামেত কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমার কষ্ট ও আনন্দের সময়, পছন্দ ও অপছন্দের সময়, (রাজা) তোমার উপর আর কাউকে অগ্রাধিকার দিলে, তোমার ধন-সম্পদ হরণ করে নিলে এবং তোমার পিঠে চাবুক মারলেও তুমি তাঁর কথা মেনে চল এবং আনুগত্য কর।” *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ১০২৬নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي)).

(১৮৫৩) আনাস ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারগণকে ডেকে বললেন, “--- অতঃপর, অচিরে তোমরা (তোমাদের নেতাদের) অন্যায়-অবিচার (তোমাদের উপরে অন্যদেরকে প্রাধান্য দিতে) দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া (মৃত্যু) পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করো।” *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ১১০২নং)*

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ، قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ((اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ)).

(১৮৫৪) আবূ উমামা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর, পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় কর, রমযানের রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।” *(আহমাদ ২২৫১৪, তিরমিযী ৬১৬নং)*

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ثَلاثُ خِصَالٍ لا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيحَةُ لِوُلاةِ الأَمْرِ وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ)).

(১৮৫৫) যায়দ বিন সাবেত ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তিনটি বিষয় এমন আছে, যাতে কোন মুসলিমের হৃদয় খিয়ানত করতে পারে না। (এক) নির্ভেজালভাবে আল্লাহর জন্য আমল করা। (দুই) সাধারণ মুসলিমদের (নেতাদের) জন্য কল্যাণ কামনা করা। (তিন) মুসলিমদের জামাআতকে আঁকড়ে ধরে থাকা। কেননা, তাঁদের (ঐক্যবদ্ধতার) আহবান তাঁদের সকলকে পরিবেষ্টন করে রাখে।" *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৯৪, ১০৮৫, ১০৮৭, মিশকাত, তাহক্বীক্ব-সহ ২২৮নং)*

عن عمر قال: لا إسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة.

(১৮৫৬) উমার ﷺ বলেছেন, 'জামাআত ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া জামাআত নেই। আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।' *(দারেমী ২৫১নং, এর সনদ সহী নয়।)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا ، فَقَالَ : ((....عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ...))

(১৮৫৭) ইবনে উমার বলেন, একদা উমার ﷺ জাবিয়াতে আমাদের মাঝে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়েছি, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দন্ডায়মান হতেন। তিনি যা বলতেন, তার মধ্যে কিছু অংশ এই যে, "তোমরা জামাআতবদ্ধভাবে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকো। কারণ শয়তান থাকে একলা মানুষের সাথে। দুজন থেকে থাকে বেশি দূরে।" *(তিরমিযী ২১৬৫নং)*

عَنْ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ)).

(১৮৫৮) উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা জামাআতবদ্ধ হও এবং শতধা-বিভক্ত হয়ো না। কারণ শয়তান একাকীর সাথী হয় এবং দু'জন থেকে অধিক দূরে থাকে। আর যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বেহেশ্ত্ চায়, সে ব্যক্তির উচিত, জামাআতে শামিল হওয়া।" *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৮নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

عن عياض بن غنم قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلا يُبْدِهِ عَلانِيَةً وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُوا بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ)).

(১৮৫৯) ইয়ায বিন গান্ম ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাজকর্তৃপক্ষকে হিতোপদেশ দান করার ইচ্ছা করে, সে যেন প্রকাশ্যে তা না করে; বরং তার হাত ধরে নির্জনে (উপদেশ দান করে)। সে যদি তার নিকট হতে (ঐ উপদেশ) গ্রহণ করে নেয় তো উত্তম। নচেৎ নিজের দায়িত্ব সে যথার্থ পালন করে থাকে।" *(সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০৯৬-১০৯৭নং)*

عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَقَالَ أَبُو بِلاَلٍ : انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : اسْكُتْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللّهِ فِي الأَرْضِ أَهَانَهُ اللّهُ)).

(১৮৬০) যিয়াদ বিন কুসাইব আদাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ বাকরাহ ﷺ-এর সাথে ইবনে আমেরের মিম্বরের নিচে ছিলাম। সে সময় ইবনে আমের ভাষণ দিচ্ছিলেন, আর তাঁর পরনে ছিল পাতলা কাপড়। তা দেখে আবূ বিলাল বললেন, 'আমাদের আমীরকে দেখ, ফাসেকদের লেবাস ব্যবহার করে!' তা শুনে আবূ বাকরাহ ﷺ বললেন, 'চুপ করো। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহর (বানানো) বাদশাকে অপমানিত করবে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।" *(আহমাদ ২০৭০৫, তিরমিযী ২২২৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৯৭নং)*

عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ يَا رِبْعِيُّ مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟ قَالَ قُلْتُ عَنْ أَيِّ بَالِهِمْ تَسْأَلُ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ؟ فَسَمَّيْتُ رِجَالًا فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ)).

(১৮৬১) রিব্ঈ বিন হিরাশ বলেন, যে রাতে লোকেরা উষমান বিন আফ্ফান ﷺ-এর নিকটে গেল, সেই রাতে আমি মাদায়েনে হুযাইফা বিন য়্যামানের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার সম্প্রদায়ের ব্যাপার কী?' আমি বললাম, 'আপনি তাদের কোন্ ব্যাপার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করছেন?' তিনি বললেন, 'ওদের মধ্যে কে কে ঐ ব্যক্তির (উষমানের) নিকট (বিদ্রোহীরূপে) গেছে?' আমি যারা গেছে তাদের মধ্যে কিছু লোকের নাম করলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং আমীরকে অপমান করবে, আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সাথে সাক্ষাতের সময় তাঁর নিকট সে ব্যক্তির কোন মুখ থাকবে না।" *(আহমাদ ২৩২৮৩, হাকেম ৪০৯নং, তিনি এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী এতে একমত। অবশ্য তাঁর বর্ণনায় আছে,)* "সাক্ষাতের সময় তার বাঁচার কোন দলীল ও হুজ্জত থাকবে না।"

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(১৮৬২) আবূ বাকরাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলার বাদশাকে সম্মান দেবে, আল্লাহ কিয়ামতে তাকে সম্মানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলার বাদশাকে অপমান করবে,

আল্লাহ কিয়ামতে তাকে অপমানিত করবেন।” *(আহমাদ ২০৪৩৩, ২০৪৯৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৯৭নং)*

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((خَمْسٌ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ أَوْ خَرَجَ غَازِيًا أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامِهِ يُرِيدُ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ)).

(১৮৬৩) মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ৫টির ১টি করবে, সে আল্লাহ আযযা অজাল্লার যামানতে হবে; যে কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করবে, অথবা জানাযার সাথে বের হবে, অথবা যোদ্ধা হয়ে বের হয়ে যাবে, অথবা সম্মান ও শ্রদ্ধা করার উদ্দেশ্যে নেতার নিকট উপস্থিত হবে, অথবা নিজ ঘরে বসে থাকবে ফলে মানুষ তার থেকে এবং সে মানুষ থেকে নিরাপদ থাকবে।” *(আহমাদ ২২০৯৩, ত্বাবারানী ১৬৪৮৫, আবূ য়্যা’লা, ইবনে হিব্বান ৩৭২, ইবনে খুযাইমা ১৪৯৫, আস্ সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০২১, সঃ তারগীব ১২৬৮, ৩৪৭১নং)*

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)).

(১৮৬৪) আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসিগণ তাদের রাজক্ষমতা কেসরা (রাজ) কন্যার হাতে তুলে দিয়েছে, তখন তিনি বললেন, “সে জাতি কোন দিন সফলকাম হতে পারে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।” *(বুখারী ৪৪২৫, ৭০৯৯নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ)).

(১৮৬৫) ষাওবান কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমি আমার উম্মতের উপর ভ্রষ্টকারী ইমাম (আলেম ও নেতা প্রভৃতি)র দলকেই ভয় করি।” *(আহমাদ ২২৩৯৩, আবূ দাঊদ ৪২৫৪, তিরমিযী ২২২৯নং)*

খাওয়ারিজ সম্পর্কিত হাদীস

عن حذيفة قال قال رسول اللهُ ﷺ: (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِدْءاً لِلإِسْلاَمِ انْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ). قال : قلت : يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي ؟ قال : (بل الرامي).

(১৮৬৬) হুযাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমি যে সকল বিষয় তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি, তার মধ্যে এমন এক ব্যক্তি, যে কুরআন পড়েছে। পরিশেষে যখন তার মধ্যে কুরআনের মনোহারিত্ব দেখা গেল এবং সে ইসলামের একজন সহায়ক হয়ে

গড়ে উঠল, তখন সে তা হতে অপসৃত হল তা নিজ পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, নিজ প্রতিবেশীর উপর তরবারি তুলে ধরতে উদ্যত হল এবং তাকে 'মুশরিক' বলে অপবাদ দিল।" সাহাবী হুযাইফা ইবনুল য়্যামান বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ওদের উভয়ের মধ্যে তরবারির যোগ্য কে? অপবাদদাতা, নাকি যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সে?' উত্তরে তিনি বললেন, "বরং অপবাদদাতা।" *(ইবনে হিব্বান ৮১১, সিঃ সহীহাহ ৩২০১নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِى ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِى النَّاسَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ « وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه دَعْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ. فَقَالَ « مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ».

(১৮৬৭) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন থেকে ফেরার পথে জিইর্রানাতে মহানবী ﷺ বিলালের কাপড় থেকে নিয়ে চাঁদি বিতরণ করছিলেন। এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ন্যায়ভাবে বন্টন করুন। ঐ বন্টন ন্যায্য হচ্ছে না!' মহানবী ﷺ তার এ কথা শুনে বললেন, "দূর হতভাগা! আমি ন্যায্য বন্টন না করলে আর কে করবে? ইনসাফ না করলে আমি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হব।" উমার ﷺ বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন। আমি ঐ মুনাফিকের গর্দানটি উড়িয়ে দিই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ওর কিছু সহচর আছে, যারা কুরআন পড়ে। কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী পার হয় না। তারা ইসলাম থেকে ঐভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়।" *(বুখারী ৩৬১০, মুসলিম ২৪৯৬নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِى شَىْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ : « التَّحْلِيقُ ».

(১৮৬৮) আবূ সাঈদ ﷺ ও আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "আমার উম্মতের মাঝে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। একদল হবে যাদের কথাবার্তা সুন্দর হবে এবং কর্ম হবে অসুন্দর। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারা (সেইরূপ দ্বীনে) ফিরে আসবে না, যেরূপ তীর ধনুকে ফিরে আসে না। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। শুভ পরিণাম তার জন্য, যে তাদেরকে হত্যা করবে এবং

যাকে তারা হত্যা করবে। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে মানুষকে আহবান করবে, অথচ তারা (সঠিকভাবে) তার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে হবে বাকী উম্মত অপেক্ষা আল্লাহর নিকটবর্তী। তাদের চিহ্ন হবে মাথা নেড়া।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬৬৮নং)*

ঘুস দেওয়া-খাওয়া

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (١٨٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিয়ো না। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৮)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((الْهَدِيَّةُ إِلَى الإِمَامِ غُلُولٌ)).

(১৮৬৯) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "রাষ্ট্রনেতাকে দেওয়া হাদিয়া হল খেয়ানত (করা মাল)।" *(ত্বাবারানী ১১৩২৪, সহীহুল জামে' ৭০৫৪নং)*

عن بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ ».

(১৮৭০) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যাকে আমরা বেতন দিয়ে কর্মচারী নিযুক্ত করেছি, সে যদি তার পরেও কোন কিছু গ্রহণ করে, তাহলে তা হবে খেয়ানত।" *(আবূ দাউদ ২৯৪৫, হাকেম ১৪৭২, সহীহুল জামে' ৬০২৩নং)*

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ».

(১৮৭১) আবূ উমামাহ ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের জন্য কোন সুপারিশ করল, অতঃপর তাকে কোন উপহার প্রদান করা হল এবং সে তা গ্রহণ করল, সে ব্যক্তি আসলে সূদের দরজাসমূহের এক বড় দরজায় উপস্থিত হল।" *(আবূ দাউদ ৩৫৪৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪৬৫নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ.

(১৮৭২) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ ঘুষখোর, ঘুষদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ করেছেন।' *(আবূ দাউদ ৩৫৮২, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১০২-১০৩, সহী আবূ দাউদ ৩০৫৫নং)*

শ্রেষ্ঠ সাক্ষী

عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَا شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا)).

(১৮৭৩) যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য হল সেটা, যা সাক্ষী তার নিকট চাওয়ার আগেই দিয়ে থাকে।" (ত্বাবারানী ৫০৩৭, সঃ জামে' ৩২৭৬নং)

** এ সাক্ষ্য বিবাহ, তালাক বা কোন বিবাদের ক্ষেত্রে কল্যাণময় কাজে। নচেৎ সাক্ষী মানার আগে সাক্ষী হওয়া বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রশংসনীয় নয়।*

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاجْتَنِبوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج : ٣٠]

অর্থাৎ, তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক। *(সূরা হজ্জ ৩০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَولٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ إِنَّ رَبَّكَ لبالِمْرْصَادِ } [الفجر : ١٦]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্‌র ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ } [الفرقان : ٧٢]

অর্থাৎ, (তারাই পরম দয়াময়ের দাস) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। *(সূরা ফুরক্বান ৭২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟)) قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ((الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ)) وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ((أَلاَ وَقَولُ الزُّورِ)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عَلَيْهِ

(১৮৭৪) আবূ বাক্‌রাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

"তোমাদেরকে কি অতি মহাপাপের কথা বলে দেব না?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা।" তারপর তিনি হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, "শোন! আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" শেষোক্ত কথাটি তিনি বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি অনুরূপ বলাতে আমরা (মনে মনে) বললাম, 'যদি তিনি চুপ হতেন।' *(বুখারী ২৬৫৪, ৬৯১৯, ৫৯৭৬, মুসলিম ২৬৯নং, তিরমিযী)*

ফিতনা অধ্যায়
ফিতনা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ: « تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ».

(১৮৭৫) হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।" *(মুসলিম ৩৮৬নং)*

عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ((لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ))،

(১৮৭৬) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মাঝে যে যুগ আসবে তার চেয়ে তার পরবর্তী যুগ হবে অধিকতর মন্দ। আর এইভাবে মন্দ হতে হতে প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময় এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে।" *(আহমাদ ১২৩৪৭, বুখারী ৭০৬৮, তিরমিযী ২২০৬, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৫৭৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ)).

(১৮৭৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের নিকট এমন ধোকাব্যঞ্জক যুগ আসবে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে পরিগণিত করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচ্ছ লোক মুখ চালাবে।" *(আহমাদ ৭৯১২, ইবনে মাজাহ ৪০৩৬, হাকেম ৮৪৩৯, সহীহুল জামে' ৩৬৫০ নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ « بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ « حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ».

(১৮৭৮) ষাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অনতিদূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়। (এবং চারদিক থেকে ভোজন করে থাকে।)" একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।" একজন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! দুর্বলতা কী?' তিনি বললেন, "দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া।" *(আবূ দাউদ ৪২৯৯, মুসনাদে আহমাদ ২২৩৯৭নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ ».

(১৮৭৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ভবিষ্যতে বহু ফিতনা দেখা দেবে। যাতে উপবেশনকারী ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে, দন্ডায়মান ব্যক্তি বিচরণকারী অপেক্ষা উত্তম হবে এবং বিচরণকারী ব্যক্তি ধাবমান অপেক্ষা উত্তম হবে। নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত অপেক্ষা উত্তম হবে এবং জাগ্রত ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে। যে ব্যক্তি তার প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে, সে (ফিতনা) তাকে গ্রাস করে ফেলবে। অতএব যে কেউ সে সময় কোন আশ্রয়স্থল পায়, সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।" *(মুসলিম ৭৪২৯,, মিশকাত ৫৩৮৪নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ فِي مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ)).

(১৮৮০) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের উপর এমন এক যুগ আসছে, যখন মুসলিমের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ভেঁড়া-ছাগল; তাই নিয়ে পর্বত-শিখরে ও পানির জায়গাতে চলে যাবে; ফিতনা থেকে নিজ দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে।" *(বুখারী ৩৬০০নং)*

عن أهبان قال قال رسول الله ﷺ: ((سَتَكُونُ فِتَنٌ وَفُرْقَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ وَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ)).

(১৮৮১) উহবান ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ভবিষ্যতে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। সুতরাং সে সময় এলে তুমি তোমার তরবারি ভেঙ্গে ফেলো এবং কাষ্ঠের তরবারি বানিয়ে নিয়ো।" *(আহমাদ ২০৬৭ ১নং)*

عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ: « فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ».

(১৮৮২) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ফিতনার সময় যদি তুমি ভয় কর যে, তরবারির চমক তোমার চোখ ঝলসে দেবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারা আবৃত করে নাও।" *(আহমাদ ২১৪৪৫, আবূ দাউদ ৪২৬৩নং, ইবনে মাজাহ ৩৯৫৮নং)*

عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَالِدُ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاثٌ وَفِتَنٌ وَاخْتِلَافٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ ((فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَاكَ فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ)).

(১৮৮৩) খালেদ বিন উরফুত্বাহ ﷺ বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে খালেদ! আমার পরে বহু অঘটন, ফিতনা ও মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। সুতরাং তুমি পারলে সে সময় আল্লাহর হত বান্দা হও এবং হত্যাকারী হয়ো না।" *(আহমাদ ২২৪৯৯, হাকেম ৮৫৭৮, ত্বাবরানী ১৭০৩, আবূ য়া'লা ১৫২৩নং)*

عن حذيفة بن اليمان قال: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ » فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ « نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ ». قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ « قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِى وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ». فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ « نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ « نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِى ذَلِكَ قَالَ « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى

ذَلِكَ ».

(১৮৮৪) হুযাইফাহ বিন য়্যামান ﷺ বলেন, লোকেরা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ইষ্ট ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত, আর আমি ভুক্তভোগী হওয়ার আশঙ্কায় অনিষ্ট ও অমঙ্গল বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম। একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা মূর্খতা ও অমঙ্গলে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এই মঙ্গল দান করলেন। কিন্তু এই মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ আছে।" আমি বললাম, 'অতঃপর ঐ অমঙ্গলের পর আর মঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আর তা হবে ধোঁয়াটে।" (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ও খাঁটি মঙ্গল থাকবে না। বরং তার সাথে অমঙ্গল, বিঘ্ন, মতানৈক্য এবং চিত্ত-বিকৃতির ধোঁয়াটে পরিবেশ থাকবে।) আমি বললাম, 'তার মধ্যে ধোঁয়াটা কি?' তিনি বললেন, "এক সম্প্রদায় হবে, যারা আমার সুন্নাহ (তরীকা) ছাড়া অন্যের সুন্নাহ (তরীকা) অনুসরণ করবে এবং আমার হেদায়াত (পথনির্দেশ) ছাড়াই (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করবে। যাদের কিছু কাজকে চিনতে পারবে (ও ভালো জানবে) এবং কিছু কাজকে অদ্ভূত (ও মন্দ) জানবে।" আমি বললাম, 'ঐ মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (সে যুগে) জাহান্নামের দরজাসমূহে দন্ডায়মান আহবানকারী (আহবান করবে)। যে ব্যক্তি তাদের আহবানে সাড়া দেবে, তাকে তারা ওর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে।" আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় বলে দিন।' তিনি বললেন, "তারা আমাদেরই চর্মের (স্বজাতি) হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে।" আমি বললাম, 'আমাকে কি আদেশ করেন -যদি আমি সে সময় পাই?' তিনি বললেন, "মুসলিমদের জামাআত ও ইমাম (নেতা)র পক্ষাবলম্বন করবে।" আমি বললাম, 'কিন্তু যদি ওদের জামাআত ও ইমাম না থাকে?' তিনি বললেন, "ঐ সমস্ত দল থেকে দূরে থাকবে; যদিও তোমাকে কোন গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ঐ অবস্থাতেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে।" *(বুখারী ৩৬০৬, ৭০৮৪, মুসলিম ৪৮৯০, মিশকাত ৫৩৮২নং)*

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خَمْسٌ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِيًا، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامِهِ يُرِيدُ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ)).

(১৮৮৫) মুআয বিন জাবাল ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পাঁচটির একটি পালন করবে সে আল্লাহর যামানতে হবে; কোন রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করে তার অবস্থা জানবে, অথবা জিহাদে প্রস্থান করবে, কিংবা তার ইমাম বা নেতার নিকট তার শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে, অথবা (প্রকাশ্য কুফ্‌রী শুরু না হলে ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা বিদ্রোহ ঘোষণা না করে) স্বগৃহে উপবেশন করবে যাতে তার বাক্‌শক্তি ও অন্যান্য শক্তি হতে জনগণ এবং জনগণের বিভিন্ন অত্যাচার হতে সে নিরাপদে থাকবে।" *(আহমাদ ২২০৯৩, ত্বাবারানী ১৬৪৮৫, সঃ জামে' ৩২৫৩নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – : ((سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الْفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ)).

(১৮৮৬) আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ফিতনার সময় মানুষের নিরাপত্তার উপায় তার স্বগৃহে অবস্থান।" *(দাইলামী, সঃ জামে' ৩৬৪৯নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.

(১৮৮৭) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেছেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে দু'টি (জ্ঞান) পাত্র সংরক্ষণ করেছি। যার একটি তো আমি প্রচার করে দিয়েছি। কিন্তু ওর দ্বিতীয়টি যদি প্রচার করতাম, তাহলে আমার এই কণ্ঠনালী কাটা যেত। *(বুখারী ১২০নং)*

عن عائشة قالت قَالَ لها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ)).

(১৮৮৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "তোমার কওম যদি কুফরীর নিকটবর্তী যুগের (নও-মুসলিম) না হত, তাহলে অবশ্যই আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে ইবরাহীম ﷺ-এর ভিত্তি অনুসারে পুনর্নির্মাণ করতাম এবং তার জন্য দু'টি দরজা বানাতাম। একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করত ও অন্যটি দিয়ে বের হতো।" *(বুখারী ১২৬, মুসলিম ৩৩০৮নং, আহমাদ, নাসাঈ)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ « أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ».

(১৮৮৯) ইবনে উমার ﷺ শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ব দিকে মুখ ক'রে বলেছেন, "সাবধান! ওখানে আছে ফিতনা, ওখানে আছে ফিতনা, যেখান হতে শয়তানের শিং উদয় হবে।" *(বুখারী ৭০৯২, মুসলিম ৭৪৭৬নং)*

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير و يهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل : ومتى ذلك ؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة.

(১৮৯০) ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'তোমাদের তখন কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে? যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে লোকেরা বলবে, 'এ কাজ গর্হিত!'

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, '(হে ইবনে মাসঊদ!) এমনটি কখন ঘটবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশী হবে,

ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখ্যা বেশী হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।' *(আব্দুর রায্যাক ২০৭৪২, ইবনে আবী শাইবা ৩৭১৫৬, সহীহ তারগীব ১১১নং)*

যুগের মানুষ খারাপ হলে অথবা ধর্মীয় ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা হলে অথবা হারাম ও সন্দিহান জিনিসে পতিত হওয়ার ভয় হলে অথবা অনুরূপ কোন কারণে নির্জনতা অবলম্বন করা উত্তম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبينٌ } [الذاريات: ٥٠]

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে পলায়ন কর; নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। *(সূরা যারিয়াহ ৫০ আয়াত)*

وَعَن سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيّ الْخَفِيَّ)). رواه مسلم

(১৮৯১) সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে ভালোবাসেন, যে পরহেযগার (সংযমশীল), অমুখাপেক্ষী ও আত্মগোপনকারী।" *(মুসলিম ৭৬২ ১নং)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أيُّ النَّاسِ أفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ)) . وفي رواية : ((يَتَّقِي اللهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৮৯২) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম?' তিনি ﷺ বললেন, "ঐ মু'মিন যে আল্লাহর পথে তার জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি ﷺ বললেন, "তারপর ঐ ব্যক্তি যে কোন গিরিপথে নির্জনে নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে আল্লাহকে ভয় করে এবং লোকেদেরকে নিজের মন্দ আচরণ থেকে নিরাপদে রাখে।" *(বুখারী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসলিম ৪৯৯৪-৪৯৯৫নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يُوشِكُ أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ ، وَمَواقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ)). رواه البخاري

(১৮৯৩) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সত্বর এমন এক সময় আসবে যে, ছাগল-ভেঁড়াই মুসলিমের সর্বোত্তম মাল হবে; যা নিয়ে সে ফিতনা থেকে তার দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য পাহাড়-চূড়ায় এবং বৃষ্টিবহুল (অর্থাৎ, তৃণবহুল) স্থানে পলায়ন করবে।" *(বুখারী ১৮, ৩৩০০নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إلاَّ رَعَى الْغَنَمَ)) فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وأنْتَ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، كُنْتُ أرْعَاهَا عَلَى قَرَاريطَ لأَهْلِ مَكَّةَ)). رواه البخاري

(১৮৯৪) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি।" তাঁর সাহাবীগণ বললেন, 'আর আপনিও?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ! আমিও কয়েক ক্বীরাত্বের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।" *(বুখারী ২২৬২নং)*

وَعَنهُ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أنَّه قَالَ : ((مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُم رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبيلِ اللهِ، يَطيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزعَةً ، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي القَتْلَ ، أَوْ المَوْتَ مَظَانَّه ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيمَةٍ فِي رَأسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطنِ وَادٍ مِنْ هذِهِ الأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يأتِيَهُ اليَقِينُ ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلاَّ فِي خَيْرٍ)). رواه مسلم

(১৮৯৫) উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "লোকেদের মধ্যে সর্বোত্তম জীবন সেই ব্যক্তির, যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। যখনই সে যুদ্ধের ভয়ানক শব্দ শোনে, তখনই সেখানে তার পিঠে চড়ে দ্রুতগতিতে পৌঁছে যায়। দ্রুতগতিতে পৌঁছে সে হত্যা অথবা মৃত্যুর সম্ভাব্য জায়গাগুলো খোঁজ করে। অথবা সর্বোত্তম জীবন সেই ব্যক্তির, যে কতিপয় ছাগল-ভেঁড়া নিয়ে কোন পাহাড়-চূড়ায় কিংবা কোন উপত্যকার মাঝে বসবাস করে। সেখানে সে তার নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে। লোকেদের মধ্যে এ ব্যক্তি উত্তম অবস্থায় রয়েছে।" *(মুসলিম ৪৯৯৭নং)*

ফিত্না-ফাসাদের সময় উপাসনা করার ফযীলত

عَن مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((العِبَادَةُ فِي الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِليَّ)). رواه مسلم

(১৮৯৬) মা'ক্বিল ইবনে য়্যাসার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ফিতনা-ফাসাদের সময় ইবাদত-বন্দেগী করা, আমার দিকে 'হিজরত' করার সমতুল্য।" *(মুসলিম ৭৫৮৮, মিশকাত ৫৩৯১নং)*

** (ঈমান ও দ্বীন বাঁচানোর জন্য স্বদেশত্যাগ করাকে 'হিজরত' করা বলে।)*

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه أو قال برسن فرسه خلف أعداء الله يخيفهم و يخيفونه أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله تعالى الذي عليه)).

(১৮৯৭) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ফিতনায় সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর দুশমনদের পিছনে ধাওয়া করে, তাদেরকে ভয় দেখায় এবং তারা তাকে ভয় দেখায়। আর সেই ব্যক্তি, যে কোন বেদুঈন (জনহীন)

এলাকায় পৃথক বসবাস ক'রে তার উপর আল্লাহর (নির্ধারিত) হক আদায় করে।" *(হাকেম ৮৩৮০, ৮৪৩৩, সিঃ সহীহাহ ৬৯৮নং)*

عن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قال قال رسول الله ﷺ: ((....إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ « أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ».

(১৮৯৮) আবূ যা'লাবাহ খুশানী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পরবর্তীতে আছে ধৈর্যের যুগ। সে (যুগে) ধৈর্যশীল হবে মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর মতো। সে যুগের আমলকারীর হবে পঞ্চাশ জন পুরুষের সমান সওয়াব।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পঞ্চাশ জন পুরুষ আমাদের মধ্য হতে, নাকি তাদের মধ্য হতে?' তিনি বললেন, "না, বরং তোমাদের মধ্য হতে!" অন্য বর্ণনায় আছে, "তোমাদের পঞ্চাশজন শহীদের সমান সওয়াব!" *(আবূ দাঊদ ৪৩৪৩, তিরমিযী ৩০৫৮, ইবনে মাজাহ ৪০১৪, ত্বাবারানী ১৮০৩৩, সঃ জামে' ২২৩৪নং)*

(আল্লাহর পথে) জিহাদ অধ্যায়

জিহাদ ওয়াজেব এবং তাতে সকাল-সন্ধ্যার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } [التوبة : ٣٦]

অর্থাৎ, আর অংশীবাদীদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথে রয়েছেন। *(সূরা তাওবাহ ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } [البقرة : ٢١٦]

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ } [التوبة : ٤١]

অর্থাৎ, দুর্বল হও অথবা সবল সর্বাবস্থাতেই তোমরা বের হও এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর। *(সূরা তাওবাহ ৪১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ }[التوبة : ١١١]

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদসমূহকে বেহেশ্তের বিনিময়ে ক্রয় ক'রে নিয়েছেন; তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়ে যায়। এ (যুদ্ধে)র দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে; আর নিজের অঙ্গীকার পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ। আর এটা হচ্ছে মহা সাফল্য। *(সূরা তাওবাহ ১১১)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً، دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُوْراً رَحِيماً } [النساء : ٩٥-٩٦]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে তারা এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ তাঁর (আল্লাহর) তরফ হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ৯৫-৯৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِن اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } [الصف : ١٠- ١٣]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান বলে দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা ক'রে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য। আর

তিনি তোমাদেরকে দান করবেন বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। *(সূরা সাফ্ ১০- ১৩ আয়াত)*

এ মর্মে প্রসিদ্ধ বহু আয়াত রয়েছে। আর জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসও রয়েছে অগণিত। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ ঃ-

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللّه ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه ، وَيُقيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ ، فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلاَّ بحَقِّ الإسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّه تَعَالَى)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৮৯৯) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমাকে লোকেদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা এ কাজগুলো সম্পাদন করবে, তখন তারা আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত (জান) এবং মাল বাঁচিয়ে নেবে; কিন্তু ইসলামের হক ব্যতীত (অর্থাৎ সে যদি কাউকে হত্যা করে, তবে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে হত্যা করা হবে।) আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত হবে।" *(বুখারী ২৫, মুসলিম ১৩৮-নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)).

(১৯০০) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি (কিয়ামতের পূর্বে) তরবারি-সহ প্রেরিত হয়েছি, যাতে শরীকবিহীনভাবে আল্লাহর ইবাদত হয়। আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। অপমান ও লাঞ্ছনা রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধীদের জন্য। আর যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত।" *(আহমাদ ৫১১৪-৫১১৫, ৫৬৬৭, শুআবুল মান ৯৮, সঃ জামে' ২৮৩১নং)*

عن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللّهِ ﷺ : أيُّ العَمل أفْضَلُ ؟ قَالَ: ((إيمَانٌ باللّهِ وَرَسُولِهِ)) قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الجهادُ في سَبيلِ اللّهِ)) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: ((حَجٌّ مَبْرُورٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯০১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা হল, 'সর্বোত্তম কাজ কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, 'অতঃপর কী?' তিনি বললেন, "মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ।" *(বুখারী ২৬, ১৫১৯, মুসলিম ২৫৮-নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : ((الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا)) قُلْتُ : ثُمَّ أيُّ ؟ قَالَ : ((برُّ الوَالِدَيْنِ)) قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ((الجِهَادُ

فِي سَبِيلِ اللّهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯০২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহর নিকট কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয়?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে নামায আদায় করা।" আমি নিবেদন করলাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি আবার নিবেদন করলাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী ৫২৭, ২৭৮২নং, মুসলিম ২৬২নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَيُّ العَمَلِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : ((الإِيمَانُ بِاللّهِ ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯০৩) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা।" *(বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ২৬০নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯০৪) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করা, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ২৭৯২, মুসলিম ৪৯৮১নং)*

عن أبي أَيُّوبَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « غَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ ».

(১৯০৫) আবু আইয়ুব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা সেই (বিশ্বজাহান) অপেক্ষা উত্তম যার উপর সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়েছে।" *(মুসলিম ৪৯৮৫নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ)) قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((مُؤْمِنٌ فِي شِعبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللّهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯০৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে এই নিবেদন করল যে, 'সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "সেই মু'মিন ব্যক্তি, যে নিজ জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "সেই মু'মিন, যে পার্বত্য ঘাঁটির মধ্যে কোন ঘাঁটিতে আল্লাহর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকে ও জনগণকে নিজের মন্দ থেকে মুক্ত রাখে।" *(বুখারী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসলিম ৪৯৯৪-৪৯৯৫নং)*

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ عن النبي ﷺ قال: ((أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ فلا يَلْفِتُونَ

وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الغُرَفِ العُلَى مِنَ الجَنَّةِ يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ فإذا ضَحِكَ رَبُّكَ إلى عَبْدٍ فِي مَوْطِنٍ فلا حِسابَ عَلَيْهِ)).

(১৯০৭) নুআইম বিন হাম্মার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হল তারা, (সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল তাদের), যারা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে এবং মুখ ফিরিয়ে দেখেও না। পরিশেষে তারা নিহত হয়। তারা বেহেশ্তের কক্ষে গড়াগড়ি দেবে। প্রতিপালক তাদেরকে দেখে হাসবেন। আর যে সম্প্রদায়কে দেখে তিনি হাসবেন, তাদের কোন হিসাব হবে না।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪১৩১, আবূ য়্যা'লা ৬৮৫৫, ইবনে আবী শাইবা ১৯৩৫৩, সঃ তারগীব ১৩৭২নং)*

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((أَنْ يُعْقَرَ جَوَادُكَ ، وَيُهَرَاقَ دَمُكَ)).

(১৯০৮) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন, "যাতে তোমার ঘোড়ার পা কেটে ফেলা হয় এবং তোমার রক্ত বহানো হয়।" *(ইবনে হিব্বান ৪৬৩৯, সঃ তারগীব ১৩৬৫নং)*

عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((خير الناس منزلة رجل على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه)).

(১৯০৯) উম্মে মুবাশ্শির ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে নিজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে শত্রুকে সন্ত্রস্ত করে এবং শত্রুরাও তাকে সন্ত্রস্ত করে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪২৯১, সিঃ সহীহাহ ৩৩৩৩নং)*

وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ، أَوِ الغَدْوَةُ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯১০) সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রাহে একদিন সীমান্ত প্রহরায় রত থাকা, পৃথিবী ও ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের কারো একটি বেত্র পরিমাণ জান্নাতের স্থান, দুনিয়া তথা তার পৃষ্ঠস্থ যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর তোমাদের কোন ব্যক্তির আল্লাহর পথে (জিহাদ কল্পে) এক সকাল অথবা এক সন্ধ্যা গমন করা পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।" *(বুখারী ২৮৯২, মুসলিম ৪৯৮২-৪৯৮৩নং)*

وَعَنْ سَلمَانَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَأَمِنَ الفَتَّانَ)). رواه مسلم

(১৯১১) সালমান ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "একদিন ও একরাত

সীমান্ত প্রহরায় রত থাকা, একমাস ধরে (নফল) রোযা পালন তথা (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর যদি ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তাতে ঐ সব কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে, যা সে পূর্বে করত এবং তার বিশেষ রুযী চালু ক'রে দেওয়া হবে এবং তাকে (কবরের) ফিৎনা ও বিভিন্ন পরীক্ষা হতে মুক্ত রাখা হবে।" *(মুসলিম ৫০৪৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِى سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ)).

(১৯১২) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (শত্রু সীমান্তে) প্রতিরক্ষার কাজে রত থাকা অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় মারা যাবে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তার সেই আমল জারী রাখবেন; যা সে জীবিতাবস্থায় করত, তার রুজীও জারী করা হবে, (কবরের) সকল প্রকার ফিতনা হতে সে নিরাপদে থাকবে, আর আল্লাহ তাকে মহাত্রাস থেকে নির্বিঘ্নে রেখে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন।" *(আহমাদ ৯২৪৪, ইবনে মাজাহ ২৭৬৭, সহীহুল জামে' ৬৫৪৪ নং)*

عَنْ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((.....وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَرَى لَهُ أَجْرُ الْمُرَابِطِ حَتَّى يُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(১৯১৩) ওয়াযিলাহ বিন আসকা' ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "---যে ব্যক্তি প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কার্যে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত তার ঐ প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের সওয়াব জারী থাকে। *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৭৬৪৫, সহীহ তারগীব ৬২নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ حَارِسٌ حَرَسَ فِى أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ ».

(১৯১৪) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন এক রাত্রির কথা বলে দেব না, যা শবেকদর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? (এমন রাত্রি যাতে) কোন মুজাহিদ প্রতিরক্ষার কাজে ত্রাসভরা স্থানে পাহারা দেয়, সম্ভবতঃ সে নিজ পরিবারে ফিরে আসে না।" *(হাকেম ২৪২৪, বাইহাক্বী ১৮৯১০, সিঃ সহীহাহ ২৮১১নং)*

وَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ فِتْنَةَ القَبْرِ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : حديث حسن صحيح

(১৯১৫) ফায়ালা ইবনে উবাইদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রতিটি মৃত্যুগামী ব্যক্তির পরলোকগমনের পর তার কর্মধারা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা রত ব্যক্তির নয়। কেননা, তার আমল কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা হবে এবং সে কবরের পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি পাবে।" *(আবূ দাউদ ২৫০২, তিরমিযী ১৬২১নং, হাসান সহীহ)*

وَعَن عُثْمَانَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُول : ((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৯১৬) উষমান ইবনে আফ্ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহর পথে একদিন সীমান্তে পাহারা দেওয়া, অন্যত্র হাজার দিন পাহারা দেওয়া অপেক্ষা উত্তম।" *(তিরমিযী ১৬৬৭নং, তিনি বলেন, হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِي ، وَإِيمَانٌ بِي ، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِم ؛ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ ، وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَداً ، وَلكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي . وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ)). رواه مسلم ، وروى البخاري بعضه

(১৯১৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সে ব্যক্তির (রক্ষণাবেক্ষণের) দায়ভার গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয়। (আল্লাহ বলেন,) 'আমার পথে জিহাদ করার স্পৃহা, আমার প্রতি বিশ্বাস, আমার পয়গম্বরদেরকে সত্যজ্ঞানই তাকে (স্বগৃহ থেকে) বের করে। আমি তার এই দায়িত্ব নিই যে, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, না হয় তাকে নেকী বা গনীমতের সম্পদ দিয়ে তার সেই বাড়ির দিকে ফিরিয়ে দেব, যে বাড়ি থেকে সে বের হয়েছিল।' সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! আল্লাহর পথে দেহে যে কোন যখম পৌঁছে, কিয়ামতের দিনে তা ঠিক এই অবস্থায় আগমন করবে যে, যেন আজই যখম হয়েছে। (টাটকা যখম ও রক্ত ঝরবে।) তার রং তো রক্তের রং হবে, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে! যদি মুসলিমদের জন্য কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে আমি কখনো এমন মুজাহিদ বাহিনীর পিছনে বসে থাকতাম না, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কিন্তু আমার এ সঙ্গতি নেই যে, আমি তাদের সকলকে বাহন দিই এবং তাদেরও (সকলের জিহাদে বের হওয়ার) সঙ্গতি নেই। আর (আমি চলে গেলে) আমার পিছনে থেকে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হবে। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে! আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি এবং শহীদ হই। অতঃপর আবার (জীবিত হয়ে) লড়াই করি, পুনরায় শাহাদত বরণ করি। অতঃপর (পুনর্জীবিত হয়ে) যুদ্ধ করি এবং পুনরায় শহীদ হয়ে যাই।" *(বুখারী কিদয়ংশ ৩৬, ৩১২৩, ৭৪৫৭, ৭৪৬৩, মুসলিম ৪৯৬৭নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَم فِي سَبِيلِ الله إِلاَّ جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ،

وَكَلْمُهُ يُدْمِي : اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسكٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯১৮) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে কোন ক্ষত আল্লাহর রাহে পৌঁছে, কিয়ামতের দিনে ক্ষতগ্রস্ত মুজাহিদ এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তার ক্ষত হতে রক্ত ঝরবে। রক্তের রং তো (বাহ্যতঃ) রক্তের মত হবে, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত।" *(বুখারী ৫৫৩৩, মুসলিম ৪৯৭০নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِهِ – إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ ».

(১৯১৯) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জখমী হয়- আর আল্লাহই অধিক জানেন কে তাঁর রাস্তায় জখমী হয় - সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যখন তার ঐ জখম হতে ফিন্‌কি ধরে রক্ত প্রবাহমান থাকবে; (রক্তের) রঙ তো হবে রক্তের মতই, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর।" *(বুখারী ২৮০৩ নং, মুসলিম ১৮৭৬ নং)*

وَعَن مُعَاذٍ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ : لَونُها الزَّعْفَرَانُ ، وَرِيحُهَا كَالمِسْكِ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(১৯২০) মুআয ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কোন মুসলিম যদি আল্লাহর রাহে এতটুকু সময় যুদ্ধ করে যতটুকু দু'বার উটনী দোহাবার মাঝে হয়, তাহলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। আর যে মুজাহিদকে আল্লাহর পথে কোন ক্ষত বা আঁচড় পৌঁছে, সে ক্ষত বা আঁচড় কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তা হতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী রক্তধারা প্রবাহিত হবে। (দৃশ্যতঃ) তার রং হবে জাফরান, আর তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত।" *(আবূ দাউদ ২৫৪৩, তিরমিযী ১৬৫৭নং, হাসান সহীহ)*

অন্য শব্দে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দুইবার উটের দুগ্ধ দোহন করার মধ্যবর্তী বিরতির সময়কাল পরিমাণ জিহাদ করে, তার পক্ষে জান্নাত অনিবার্য হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নিকট তাঁর পথে শহীদী মত্যু প্রার্থনা (কামনা) করে, অতঃপর যদি সে (সাধারণ মরণে) মারা যায় অথবা খুন হয়ে যায়, তবুও সে শহীদের মতই সওয়াবের অধিকারী হয়। যে ব্যক্তির (দেহ) আল্লাহর রাস্তায় একটিবারও জখম হয় অথবা আঘাতে ক্ষত হয় (সে ব্যক্তির) ঐ জখম (বা ক্ষত) পূর্বের চেয়ে অধিক রক্তের ফিন্‌কি নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত হবে; যার রঙ হবে জাফরানের এবং গন্ধ হবে কস্তুরীর। আর আল্লাহর রাস্তায় (থাকা অবস্থায়) যে ব্যক্তির দেহে কোন ঘা বা ফোঁড়া বের হয়, (সেই ব্যক্তির দেহের) ঐ ঘায়ের উপর শহীদদের শীল-মোহর হবে।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে ৬৪১৬ নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِعبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَة ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَقَالَ : لَو اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ

ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((لاَ تَفعَلْ؛ فَإِنَّ مُقامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ، وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ ؟ أُغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، مَن قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(১৯২১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর একজন সাহাবী একটি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সে পথে ছিল একটি ছোট মিষ্টি পানির ঝর্ণা। সুতরাং তা তাঁকে মুগ্ধ ক'রে তুলল। তিনি বললেন, 'আমি যদি লোকদের থেকে পৃথক হয়ে এই পাহাড়ী পথে বসবাস করতাম, (তাহলে ভাল হত)! তবে এ কাজ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত কখনই করব না।' সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, "এরূপ করো না। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের কোন ব্যক্তির (জিহাদ উপলক্ষ্যে) অবস্থান করা, নিজ ঘরে সত্তর বছর ব্যাপী নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান? অতএব আল্লাহর রাহে লড়াই কর। (জেনে রেখো,) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে দু'বার উটনী দোহানোর মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ জিহাদ করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।" *(তিরমিযী ১৬৫০নং, হাসান সূত্রে)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَعْدِلُ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : ((لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ)). فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : ((لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ)) ! ثُمَّ قَالَ : ((مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ ، وَلاَ صَلاَةٍ ، حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلمٍ .

وفي رواية البخاري : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ ؟ قَالَ : ((لاَ أَجِدُهُ)) ثُمَّ قَالَ : ((هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ)) ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟!

(১৯২২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতুল্য আমল কী? তিনি বললেন, "তোমরা তা পারবে না।" তারা তাঁকে দু'-তিনবার ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকল, আর তিনি প্রত্যেকবারে বললেন, "তোমরা তার ক্ষমতা রাখ না।" তারপর বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত ঠিক সেই রোযাদার ও আল্লাহর আয়াত পাঠ ক'রে নামায আদায়কারীর মত, যে রোযা রাখতে ও নামায পড়তে আদৌ ক্লান্তিবোধ করে না। (এরূপ ততক্ষণ পর্যন্ত গণ্য হয়) যতক্ষণ না মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে আসে।" *(মুসলিম ৪৯৭৭নং)*

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, একটি লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হবে।' তিনি বললেন, "আমি এ ধরনের আমল তো পাচ্ছি না।" তারপর তিনি বললেন, "তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, মুজাহিদ যখন বের হয়ে যাবে, তখন থেকে তুমি মসজিদে ঢুকে অক্লান্তভাবে নামাযে নিমগ্ন হবে এবং

অবিরাম রোযা রাখবে।” সে বলল, ‘ও কাজ কে করতে পারবে?’ *(বুখারী ২৭৮৫নং)*

وعنه قال قال رسول الله ﷺ: ((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ)).

(১৯২৩) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহর পথে জিহাদকারীর উপমা -আর আল্লাহই অধিক জানেন কে তাঁর পথে জিহাদ করে- (অবিরত নফল) রোযা ও নামায পালনকারীর মত। আর আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তার প্রাণহরণ করলে তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন, নচেৎ সওয়াব ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে তাকে নিরাপদে (স্বগৃহে) ফিরিয়ে আনবেন।” *(বুখারী ২৭৮৭নং)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي القَتْلَ وَالمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذَا الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنَ الأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأتِيَهُ اليَقِينُ ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلاَّ فِي خَيْرٍ)). رواه مسلم

(১৯২৪) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধারক ব্যক্তির জীবন, সমস্ত লোকের জীবন চাইতে উত্তম, যে ব্যক্তি যুদ্ধধ্বনি শোনামাত্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে উড়ে চলে অথবা কোন শত্রুর ভয় দেখা মাত্র তার পিঠে চড়ে (দ্রুত বেগে) উড়ে যায় এবং শাহাদত অথবা মৃত্যু তার (স্ব স্ব) সম্ভাব্য স্থানে সন্ধান করতে থাকে। কিংবা সেই ব্যক্তির (জীবন সর্বোত্তম) যে তার ছাগলের পাল নিয়ে পর্বতশিখরে বা কোন উপত্যকার মাঝে অবস্থান করে। যথারীতি নামায আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আমরণ স্বীয় প্রভুর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকে। লোকেদের মধ্যে এ ব্যক্তি উত্তম অবস্থায় রয়েছে।” *(মুসলিম ৪৯৯৭নং)*

وَعَنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ فِي الجنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)). رواه البخاري

(১৯২৫) উক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “জান্নাতের মধ্যে একশ’টি স্তর আছে, যা আল্লাহর রাহে জিহাদকারীদের জন্য মহান আল্লাহ প্রস্তুত ক’রে রেখেছেন। দুই স্তরের মাঝখানের ব্যবধান আসমান-যমীনের মধ্যবর্তীর দূরত্বসম।” *(বুখারী ২৭৯০নং)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ رَضِيَ باللهِ رَبّاً ، وَبالإِسْلاَمِ ديناً، وَبمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَجَبَتْ لَهُ الجنَّةُ)) ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعيدٍ ، فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا العَبْدَ مِئَةَ دَرَجَةٍ فِي الجنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)) قَالَ : وَمَا هيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

، الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). رواه مسلم

(১৯২৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক) বলে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে পয়গম্বররূপে মেনে নিল, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল।" আবূ সাঈদ (বর্ণনাকারী) অনুরূপ উক্তি শুনে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কথাগুলি আবার বলুন।' তিনি তাই করলেন। তারপর তিনি বললেন, "আরো একটি পুণ্যের সুসংবাদ, যার বিনিময়ে বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মধ্যে একশ'টি স্তর উঁচু করে দেবেন, প্রতি দুই স্তরের মাঝখানের দূরত্ব হবে, আকাশ-পৃথিবীর মধ্যখানের দূরত্ব সম।" আবূ সাঈদ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সেটি কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।" *(মুসলিম ৪৯৮৭নং)*

وَعَن أَبي بَكْرِ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ﷺ ، وَهُوَ بِحَضْرَةِ العَدُوِّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ)) فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الهَيْئَةِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُم السَّلاَمَ ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى العَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. رواه مسلم

(১৯২৭) আবূ বাক্‌র ইবনে আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি---যখন তিনি শত্রুর সামনে বিদ্যমান ছিলেন--- আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "নিঃসন্দেহে জান্নাতের দ্বারসমূহ তরবারির ছায়াতলে রয়েছে।" এ কথা শুনে রুক্ষ বেশধারী জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'হে আবূ মূসা! আপনি কি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, তোমাদেরকে বিদায়ী সালাম জানাচ্ছি।' অতঃপর সে তার তরবারির খাপটি ভেঙ্গে দিয়ে (নগ্ন) তরবারিটি নিয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হল এবং শত্রুকে আঘাত ক'রে অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেল। *(মুসলিম ৫০২৫নং)*

وَعَن أَبي عَبْسٍ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ جَبْرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ)). رواه البخاري

(১৯২৮) আবূ আব্‌স আব্দুর রহমান ইবনে জাব্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, "যে বান্দার পদযুগল আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হবে, তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে না।" *(বুখারী ৯০৭, ২৮১১নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ)). رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৯২৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে; যতক্ষণ না দুধ স্তনে ফিরে না গেছে। (অর্থাৎ, দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব।) আর

একই বান্দার উপর আল্লাহর পথের ধূলা ও জাহান্নামের ধুঁয়া একত্র জমা হবে না।” *(তিরমিযী ১৬৩৩, ২৩১১নং, হাসান সহীহ)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((لا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ الإِيمَانُ وَالْحَسَدُ)).

(১৯৩০) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যে মুসলিম কোন কাফেরকে হত্যা ক’রে নিজেও সঠিক পথে চলেছে, সে এবং ঐ কাফের জাহান্নামে একত্রিত হবে না। কোন মু’মিনের অন্তরে আল্লাহর পথের ধুলা এবং জাহান্নামের উত্তাপ একত্রিত হবে না। অনুরূপ কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না।” *(নাসাঈ ৩১০৯, ত্বাবারানীর কাবীর ১৪৪, স্বাগীর ৪১০, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৬৬০৯, ইবনে হিব্বান ৪৬০৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مُنْخُرَيْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَلَا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ)).

(১৯৩১) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কোনও বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তার ধুলো আর দোযখের ধুঁয়ো একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে একত্রিত হতে পারে না।” *(আহমাদ ৭৪৮০, বুখারীর আদাব ২৮১, নাসাঈ ৩১১০, সহীহুল জামে’ ৭৬১৬ নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((عَيْنَانِ لاَ تَمسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১৯৩২) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ভয়ে যে চক্ষু ক্রন্দন করে। আর যে চক্ষু আল্লাহর পথে প্রহরায় রত থাকে।” *(তিরমিযী ১৬৩৯নং, হাসান)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ)).

(১৯৩৩) আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “দুটি বিন্দু ও চিহ্ন অপেক্ষা অন্য কিছুই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় নয়; আল্লাহর ভয়ে কান্নার এক বিন্দু অশ্রু এবং আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বহানো একবিন্দু রক্ত। আর দুটি চিহ্নের একটি হল, আল্লাহর রাস্তায় (চলার) চিহ্ন এবং অপরটি হল, আল্লাহর ফরযসমূহের কোন ফরয (জিহাদ, নামায, হজ্জ, রোযা প্রভৃতি) পালন করার ফলে পড়া (পায়ের বা ক্ষতের) চিহ্ন।” *(তিরমিযী ১৬৬৯, ত্বাবারানী ৭৮৪৩নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ».

(১৯৩৪) ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।" *(আহমাদ ৫৫৬২, আবু দাউদ ৩৪৬৪, বাইহাকী ১০৪৮৪নং)*

عن أَبِى بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « .... فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِّيَّةِ وَهَلَكُوا...)).

(১৯৩৫) আবূ বাকরাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "----- এক জাতি হবে যারা গরুর লেজ ধরে চাষবাস করবে এবং জিহাদে বিমুখতা প্রকাশ করবে, তারা হবে ধ্বংস।" *(আবূ দাউদ ৪৩০৬, মিশকাত ৫৪৩২ নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ)).

(১৯৩৬) আবূ উমামা ﷺ ফাল ও হাল-চাষের কিছু সাজ-সরঞ্জাম দেখে বললেন, আমি শুনেছি নবী ﷺ বলেছেন, "যে জাতির ঘরে এই জিনিস প্রবেশ করবে, সেই জাতির ঘরে আল্লাহ লাঞ্ছনা প্রবিষ্ট করবেন।" *(বুখারী ২৩২১, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৮৯২১নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ « بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ « حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ».

(১৯৩৭) ষাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অনতিদূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়। (এবং চারদিক থেকে ভোজন করে থাকে।)" একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।" একজন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! দুর্বলতা কী?' তিনি বললেন, "দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া।" *(আবূ দাউদ ৪২৯৯, মুসনাদে আহমাদ ২২৩৯৭নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « غَزْوَةٌ فِى الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ ، وَمَنِ اجْتَازَ الْبَحْرَ فَكَأَنَّمَا جَازَ الأَوْدِيَةَ كُلَّهَا ، وَالْمَائِدُ فِيهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِى دَمِهِ ».

(১৯৩৮) ইবনে আম্‌র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সমুদ্রপথের একটি জিহাদ স্থলপথের দশটি জিহাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সমুদ্র অতিক্রম করে সে যেন সমস্ত উপত্যকা অতিক্রম করে। আর সমুদ্র মাঝে যার মাথা ঘোরে, সে ব্যক্তি রক্তমাখা (মুজাহিদের) মত।" (অর্থাৎ এরা সওয়াবে সমান।) *(হাকেম ২৬৩৪, সহীহুল জামে' ৪১৫৪ নং)*

وَعَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৩৯) যায়দ ইবনে খালেদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যোদ্ধা প্রস্তুত ক'রে দিল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারের দেখা-শুনা করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল।" *(বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ৫০১১নং)*

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا)).

(১৯৪০) উক্ত যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (জিহাদের জন্য) কোন যোদ্ধাকে (তার রসদ সহ) সাজিয়ে দেয়, সেই ব্যক্তিও ঐ যোদ্ধার সমপরিমাণই সওয়াব লাভ করে, এতে ঐ যোদ্ধার সওয়াবও কিছু পরিমাণ কম হয়ে যায় না।" *(ইবনে মাজাহ ২৭৫৯, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৬১৯৪ নং)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৯৪১) আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সর্বোত্তম সাদকাহ আল্লাহর রাহে তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া, (যার দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)। আর আল্লাহর রাস্তায় কোন খাদেম দান করা (যার দ্বারা মুজাহিদ সেবা গ্রহণ করে। কিংবা আল্লাহর পথে (গর্ভধারণের উপযুক্ত হৃষ্টপুষ্ট) উটনী দান করা, (যার দুধ দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)।" *(তিরমিযী ১৬২৭, হাসান-সহীহ)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ فَتَىً مِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجهَّزُ بِهِ ، قَالَ : ((اِئْتِ فُلاناً فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ)) فَأَتَاهُ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ ، ويَقُول : أَعْطِنِي الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ . قَالَ : يَا فُلاَنَةُ ، أَعْطِيهِ الَّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئاً ، فَوَاللهِ لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ . رواه مسلم

(১৯৪২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আসলাম গোত্রের এক যুবক এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করতে চাচ্ছি; কিন্তু তার জন্য আমার কোন সাজ-সরঞ্জাম নেই।' তিনি বললেন, "তুমি অমুকের নিকট যাও। কারণ, সে (যুদ্ধের জন্য) সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিল; কিন্তু (ভাগ্যক্রমে) সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।" সুতরাং সে তার কাছে এসে বলল, 'রসূল ﷺ তোমাকে সালাম পেশ করেছেন এবং বলেছেন যে, তুমি আমাকে ঐসব সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যা তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলে।' সে (স্বীয় স্ত্রীকে) বলল, 'হে অমুক! ওকে ঐ সমস্ত সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যেগুলি আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেছিলাম। আর ওর মধ্য হতে কোন কিছু রেখে নিও না (বরং সমস্ত দিয়ে দাও)। আল্লাহর শপথ! তুমি তার মধ্য হতে কোন জিনিস আটকে রাখলে, তোমার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না।' *(মুসলিম ৫০১০নং)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيْ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ، فَقَالَ : ((لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا)). رواه مسلم .

وفي روايةٍ لَهُ : ((لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ)) ثُمَّ قَالَ لِلقَاعِدِ : ((أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارِجِ)).

(১৯৪৩) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, (একবার) নবী ﷺ বনূ লাহইয়ান গোত্রাভিমুখে (যখন তারা অমুসলিম ছিল) একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং বললেন, "যেন প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন লোক (ঐ বাহিনীতে) যোগদান করে, আর সওয়াব দু'জনের মধ্যে সমান হবে। (যদি পিছনে থাকা ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারের যথাযথ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।)"

এর অন্য বর্ণনায় আছে, "যেন প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন পুরুষ জিহাদে বের হয়।" অতঃপর ঘরে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ জিহাদের উদ্দেশ্যে গমনকারীর পরিবার-পরিজনদের মধ্যে উত্তমরূপে তার প্রতিনিধিত্ব করবে, সে তার (মুজাহিদের) অর্ধেক পুণ্য পাবে।" *(মুসলিম ৫০১৩, ৫০১৬নং)*

*** (পূর্বোক্ত হাদীসের সমান নেকীর কথা উল্লিখিত হয়েছে আর এতে অর্ধেকের কথা দৃশ্যতঃ দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ পরিদৃষ্ট হলেও; আসলে কিন্তু কোন বিরোধ নেই। কারণ, অর্ধেক মানে হচ্ছে দু'জনের মধ্যে একটি নেকীর সমান ভাগ হবে। বিধায় দু'জনের জন্যই আধা-আধি হবে। ফলে দু'জনেরই সমান অংশ দাঁড়াবে।)*

وَعَن البَرَاءِ ﷺ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ : ((أَسْلِمْ ، ثُمَّ قَاتِلْ)) . فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً)). متفقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ البخاري

(১৯৪৪) বারা' ইবনে আযেব কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট লোহার শিরস্ত্রাণ পরা অবস্থায় এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আগে জিহাদ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, "আগে ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর জিহাদ কর।" সুতরাং সে ইসলাম গ্রহণ ক'রে জিহাদে প্রবৃত্ত হল এবং শহীদ হয়ে গেল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "লোকটি কাজ তো অল্প করল; কিন্তু পারিশ্রমিক প্রচুর পেল।" *(বুখারী ২৮০৮,*

মুসলিম ৫০২৩, শব্দগুলি বুখারীর)

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ)) . وفي رواية : ((لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ)) متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৪৫) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি এমন নেই যে, জান্নাতে যাওয়ার পর এই লোভে জগতে ফিরে আসা পছন্দ করবে যে, ধরা পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবারই সে মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু শহীদ (তা করবে। কেননা,) সে প্রাপ্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যক্ষ ক'রে ইহজগতে ফিরে এসে দশবার শহীদ হতে কামনা করবে।" *(বুখারী ২৮১৭, মুসলিম ৪৯৭৬নং)*

অন্য বর্ণনানুযায়ী "সে প্রাপ্ত শাহাদাতের ফযীলত দেখে এ বাসনা করবে।" *(বুখারী ২৭৯৫নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَغْفِرُ اللهُ لِلشَّهِيدِ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ)) . رواه مسلم

وفي روايةٍ له : ((القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيءٍ إِلاَّ الدَّيْن)) .

(১৯৪৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গোনাহ আল্লাহ মাফ ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম ৪৯৯১নং)*

এর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপকে মোচন করে দেয়।" *(ঐ ৪৯৯২নং)*

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتَّ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ الْحَكَمُ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّجَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ قَالَ الْحَكَمُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِه)).

(১৯৪৭) মিক্বদাম বিন মা'দিকারিব কিন্দী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে ৬টি দান; তার রক্তের প্রথম ক্ষরণের সাথে তার পাপ ক্ষমা করা হবে, জান্নাতে তার বাসস্থান দেখানো হবে, কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে, কিয়ামতের মহাত্রাস থেকে নিরাপত্তা পাবে, ঈমানের অলঙ্কার পরিধান করবে, সুনয়না হুরীদের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে এবং তার নিজ পরিজনের মধ্যে ৭০ জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে।" *(আহমাদ ১৭১৮২, তিরমিযী ১৬৬৩, ইবনে মাজাহ ২৭৯৯, সহীহ তিরমিযী ১৩৫৮নং)*

وَعَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِيهِم فَذَكَرَ أَنَّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالإِيمَانَ بِاللهِ

، أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((نَعَمْ ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ)) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَيْفَ قُلْتَ ؟)) قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((نَعَمْ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ – عَلَيهِ السَّلاَمُ – قَالَ لِي ذَلِكَ)). رواه مسلم

(১৯৪৮) আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনমণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর পথে ঈমান রাখা সর্বোত্তম কর্ম।" জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহর রাহে লড়াই করে শাহাদত বরণ করি, তাহলে কি আল্লাহ আমার সমুদয় পাপরাশিকে মিটিয়ে দেবেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে নেকীর কামনায় ধৈর্য-সহ্যের সাথে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না ক'রে শহীদ হয়ে যাও, (তাহলে আল্লাহ তোমার সমস্ত পাপরাশি মাফ করে দেবেন।)" তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কী যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার গুনাহ-খাতাসমূহ তার ফলে মিটে যাবে কি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, ধৈর্য-সহ্যের সাথে, অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না ক'রে (যদি তুমি শহীদ হয়ে যাও তাহলে)। কিন্তু ঋণ ছাড়া। যেহেতু জিবরীল ﷺ অবশ্যই আমাকে এ কথা বললেন।" *(মুসলিম ৪৯৮৮নং)*

*** (অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ না করার গোনাহ মাফ হবে না। কারণ, এটি বান্দার হক। আর বান্দার হক বান্দার কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ قُتِلْتُ ؟ قَالَ : ((فِي الجَنَّةِ)) فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . رواه مسلم

(১৯৪৯) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার স্থান কোথায় হবে?' তিনি বললেন, "জান্নাতে।" সে (এ কথা শুনে) তার হাতের খেজুরগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেল। *(মুসলিম ৫০২২নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ ، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَقْدِمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ)) . فَدَنَا المُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ)) قَالَ : يَقُولُ عُمَيْرُ بن الحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ وَالأَرْضُ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) قَالَ : بَخٍ بَخٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَولِكَ بَخٍ بَخٍ ؟)) قَالَ : لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ : ((فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا)). فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ ، فَجَعَلَ يَأكُلُ

مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ، فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ . رواه مسلم

(১৯৫০) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে (বদরাভিমুখে) রওনা দিলেন। পরিশেষে মুশরিকদের পূর্বেই তাঁরা বদর স্থানে পৌঁছে গেলেন। তারপর মুশরিকগণ সেখানে এসে পৌঁছল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা অবশ্যই কেউ কোন বিষয়ে আগে বেড়ে কিছু করবে না; যতক্ষণ আমি নির্দেশ না দেব অথবা আমি স্বয়ং তা করব।" সুতরাং যখন মুশরিকরা নিকটবর্তী হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা সেই জান্নাতের দিকে ওঠো, যার প্রস্থ হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান।" বর্ণনাকারী বলেন, উমাইর ইবনে হুমাম আনসারী ﷺ নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতের প্রস্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" উমাইর বললেন, 'বাঃ বাঃ!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বাঃ বাঃ' শব্দ উচ্চারণ করার জন্য তোমাকে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করল?" উমাইর বললেন, 'আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! তার (জান্নাতের) অধিবাসী হওয়ার কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়।' তিনি বললেন, "তুমি তার অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর তিনি কতিপয় খেজুর স্বীয় তূণ থেকে বের ক'রে খেতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, 'যদি আমি এগুলি খেতে থাকি, তবে দীর্ঘক্ষণ জীবিত থাকতে হবে (এত দেরী সহ্য হবে না)।' বিধায় তিনি তাঁর কাছে যত খেজুর ছিল, সব ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন। *(মুসলিম ৫০২৪নং)*

وَعَنه ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أن ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا القُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ : القُرَّاءُ ، فِيهِم خَالِي حَرَامٌ ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالمَاءِ، فَيَضَعُونَهُ فِي المَسْجِدِ ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ ، وَلِلفُقَرَاءِ ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا المَكَانَ ، فَقَالُوا : اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، وَأَتَى رَجُلٌ حَراماً خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ ، فَقَالَ حَرَامٌ : فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا : اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

(১৯৫১) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, কয়েকটি লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আমাদের সঙ্গে কিছু শিক্ষিত মানুষ পাঠিয়ে দিন, যাঁরা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দেবেন।' সুতরাং তিনি সত্তরজন আনসারীকে পাঠিয়ে দিলেন--যাঁদেরকে 'কুর্রা' (কুরআনের হাফেয) বলা হত। 'হারাম' নামক আমার মামাও তাঁদের অন্যতম। তাঁরা রাতে কুরআন পড়তেন, আপোসে কুরআন অধ্যয়ন করতেন এবং শিক্ষা অর্জন করতেন। আর দিনে তাঁরা পানি এনে মসজিদে রাখতেন। কাঠ সংগ্রহ ক'রে তা বিক্রি করতেন এবং তা দিয়ে আহলে সুফ্ফা (মসজিদে নববীতে অবস্থানরত তৎকালীন ইসলামী ছাত্রবৃন্দ) ও গরীবদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। নবী ﷺ

তাঁদেরকে প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে তারা তাঁদেরকে আটকে তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর পূর্বেই হত্যা ক'রে দিল। শাহাদত প্রাক্কালে তাঁরা এই দুআ করলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা তোমার সাক্ষাৎ লাভ করেছি, অতঃপর তোমার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ।" আনাস ﷺ এর মামা 'হারাম'-এর পশ্চাৎ দিক থেকে একটি লোক এসে বল্লমের খোঁচা মেরে (শরীর ফুঁড়ে) পার ক'রে দিল। হারাম বলে উঠলেন, 'কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফল হলাম!' রাসূলুল্লাহ ﷺ (উপস্থিত সাহাবীদের সম্বোধন ক'রে) বললেন, "নিঃসন্দেহে তোমাদের ভাইদেরকে শহীদ ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এ বলে দুআ করেছে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা তোমার সাক্ষাৎ লাভ করেছি, অতঃপর তোমার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ।" *(বুখারী ৩০৬৪, মুসলিম ৫০২৬নং শব্দাবলী মুসলিমের)*

وَعَنهُ ، قَالَ : غَابَ عَمِّي أَنَسُ بنُ النَّضْرِ ﷺ عَن قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ . فَلَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءُ – يَعنِي : أَصْحَابَهُ – وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاءِ – يَعنِي : الْمُشْرِكِينَ – ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعَدَ بنَ مُعَاذٍ ، الجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ ! فَقَالَ سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ أَنَسٌ : فَوَجدْنَا بِهِ بِضعاً وَثَمَانِينَ ضَرِبَةً بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمح أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ . قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نَرَى – أَوْ نَظُنُّ – أَنَّ هَذِهِ الآية نَزَلتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : { مِنَ الْمُؤمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ } [الأحزاب : ٢٣] إِلَى آخرها . متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৫২) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমার চাচা আনাস ইবনে নায্র বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। (যার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।) অতঃপর তিনি একবার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রথম যে যুদ্ধ আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে করলেন, তাতে আমি অনুপস্থিত থাকলাম। যদি (এরপর) আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে আমি কী করব--আল্লাহ তা অবশ্যই দেখাবেন (অথবা দেখবেন)। অতঃপর যখন উহুদের দিন এল, তখন মুসলিমরা (শুরুতে) ঘাঁটি ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরাজিত হলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ, সঙ্গীরা যা করল, তার জন্য আমি তোমার নিকট ওযর পেশ করছি। আর ওরা অর্থাৎ, মুশরিকরা যা করল, তা থেকে আমি তোমার কাছে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি।' অতঃপর তিনি আগে বাড়লেন এবং সামনে সা'দ ইবনে মুআযকে পেলেন। তিনি বললেন, 'হে সা'দ ইবনে মুআয! জান্নাত! কা'বার প্রভুর কসম! আমি উহুদ অপেক্ষা নিকটতর জায়গা হতে তার সুগন্ধ পাচ্ছি।' (এই বলে তিনি শত্রুদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।) সা'দ বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে যা করল আমি তা পারলাম না।'

আনাস ﷺ বলেন, ‘আমরা তাঁর দেহে আশীর চেয়ে বেশি তরবারি, বর্শা বা তীরের আঘাত চিহ্ন পেলাম। আর আমরা তাকে এই অবস্থায় পেলাম যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা তাঁর নাক-কান কেটে নিয়েছে। ফলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কেবল তাঁর বোন তাঁকে তাঁর আঙ্গুলের পাব দেখে চিনেছিল।’ আনাস ﷺ বলেন যে, ‘আমরা ধারণা করতাম যে, (সূরা আহযাবের ২৩নং এই আয়াত তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। “মু’মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।” *(বুখারী ৪০৪৮, মুসলিম ১৯০৩নং)*

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ « أَرْوَاحُهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِى إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَىَّ شَىْءٍ نَشْتَهِى وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِى أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِى سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا ».

(১৯৫৩) মাসরূক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ ﷺ)কে {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (١٦٩) سورة آل عمران

(অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।) *(সূরা আলে ইমরান ১৬৯)* এই আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, -‘শোন! আমরাও এ বিষয়ে (নবী ﷺ-কে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, “তাদের (শহীদদের) আত্মাসমূহ সবুজ পক্ষীকুলের দেহ মধ্যে অবস্থান করবে। ঐ পক্ষীকুলের অবস্থানক্ষেত্র হল (আল্লাহর) আরশে ঝুলন্ত দীপাবলী। তারা বেহেশ্তে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়াবে। অতঃপর পুনরায় ঐ দীপাবলীতে ফিরে এসে আশ্রয় নেবে।

একদা তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, ‘তোমরা কি (আরো) কিছু কামনা কর?’ তারা বলল, ‘আমরা আর কি কামনা করব? আমরা তো বেহেশ্তে যেখানে খুশী সেখানে বিচরণ করে বেড়াচ্ছি!’ (আল্লাহ) অনুরূপভাবে তাদেরকে তিনবার প্রশ্ন করলেন। অতঃপর যখন তারা দেখল যে, কিছু না চাইলে তাদেরকে ছাড়াই হবে না, তখন তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কামনা এই করি যে, আপনি আমাদের আত্মাসমূহকে আমাদের নিজ নিজ দেহে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার রাহে দ্বিতীয়বার নিহত হয়ে আসতে পারি।’

অতঃপর আল্লাহ যখন দেখবেন যে, তাদের আর কোন প্রয়োজন (কামনা বা সাধ) নেই

তখন তাদেরকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে।” *(মুসলিম ৪৯৯৩নং)*

وَعَن سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتيَانِي ، فَصَعِدَا بِي الشَّجرةَ فَأَدْخَلاَنِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ ، لَمْ أَرَ قَطُّ أحْسَنَ مِنْهَا ، قَالاَ : أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ)). رواه البخاري ، وَهُوَ بعض من حديث طويل فِيهِ أنواع من العلم سيأتي فِي باب تحريم الكذب إنْ شاء الله تَعَالَى .

(১৯৫৪) সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “রাতে দু’জন লোক আমার কাছে এসে আমাকে গাছের উপর চড়ালো এবং আমাকে একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করালো, ওর চাইতে সুন্দর (ঘর) আমি কখনো দেখিনি। তারা (দু’জনে) বলল, ‘--- এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর।” *(বুখারী ১৩৮৬, ২৭৯১নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بنتَ البَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بنِ سُرَاقَةَ ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ – وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ – فَإِنْ كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ ، فَقَالَ : ((يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى)). رواه البخاري

(১৯৫৫) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, উম্মে রুবাইয়ে’ বিন্তে বারা’ যিনি হারেষাহ ইবনে সূরাকার মা, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেসাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের দিনে খুন হয়েছিল। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য মন ভরে অত্যধিক কান্না করব।’ তিনি বললেন, “হে হারেসার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফিরদাউস (জান্নাতে) পৌঁছে গেছে।” *(বুখারী ২৮০৯, ৩৯৮২, ৬৫৫০, ৬৫৬৭নং)*

وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَا زَالتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৫৬) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতাকে (উহুদ যুদ্ধের দিন) তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন হেতু বিকৃত অবস্থায় নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি পিতার চেহারা খুলতে গেলাম; কিন্তু আমাকে আমার আপনজনরা নিষেধ করল। নবী ﷺ বললেন, “ওকে ফিরিশ্তাবর্গ নিজেদের ডানাসমূহ দিয়ে সর্বদা ছায়া করছিল।” *(বুখারী ১২৯৩, মুসলিম ৬৫০৮-৬৫০৯নং)*

وَعَن سَهلِ بنِ حُنَيفٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)). رواه مسلم

(১৯৫৭) সাহল ইবনে হুনাইফ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সত্য নিয়তে আল্লাহর কাছে শাহাদত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে

দেবেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।” *(মুসলিম ৫০৩৯নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ)). رواه مسلم

(১৯৫৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সত্য সত্যই শাহাদত চায়, তাকে তা দেওয়া হয়; যদিও (প্রত্যক্ষভাবে) শাহাদত নসীব না হয়।” *(মুসলিম ৫০৩৮-নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৯৫৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “শহীদ হত্যার আঘাত ঠিক সেইরূপ অনুভব করে, যেরূপ তোমাদের কেউ চিমটি কাটার বা পিপীলিকার কামড়ের আঘাত অনুভব করে।” *(তিরমিযী ১৬৬৮-নং, হাসান সহীহ)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ : ((أَيُّهَا النَّاسُ ، لاَ تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِروا ؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ)) ثُمَّ قَالَ : ((اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৬০) আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা ﷺ বলেন যে, শত্রুর সাথে মোকাবেলার কোন এক দিনে, রসূল ﷺ অপেক্ষা করলেন (অর্থাৎ যুদ্ধ করতে বিলম্ব করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন তিনি লোকেদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, “হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ (যুদ্ধ) কামনা করো না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও। কিন্তু যখন শত্রুর সাথে সামনা-সামনি হয়ে যাবে, তখন তোমরা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ কর। আর জেনে নাও যে, জান্নাত তরবারির ছায়ার নীচে রয়েছে।” অতঃপর তিনি দুআ করলেন, “হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী এবং শত্রুসকলকে পরাজিতকারী! তুমি তাদেরকে পরাজিত কর এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর।” *(বুখারী ২৯৬৫, ২৯৬৬, ৩০২৫, মুসলিম ৪৬৪০নং)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعَندَ البَأسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعضاً)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(১৯৬১) সাহল ইবনে সা’দ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “দুই সময়ের দুআ রদ হয় না, কিংবা কম রদ হয়। (এক) আযানের সময়ের দুআ। (দুই) যুদ্ধের সময়, যখন তা তুমুল আকার ধারণ করে।” *(আবূ দাউদ ২৫৪০, সহীহুল জামে ৩০৭৯নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا ، قَالَ : ((اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(১৯৬২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধ করতেন, তখন এই দুআ পড়তেন, "আল্লা-হুম্মা আন্তা আযুদী অনাস্বীরী, বিকা আহূলু অবিকা আস্বূলু অবিকা উক্বা-তিল।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমিই আমার বাহুবল এবং তুমিই আমার মদদগার। তোমার মদদেই আমি (শত্রুঘ্ন) কৌশল গ্রহণ করি, তোমারই সাহায্যে দুশমনের উপর আক্রমণ করি এবং তোমারই সাহায্যে যুদ্ধ চালাই। *(আবূ দাউদ ২৬৩৪, তিরমিযী ৩৫৮৪নং, হাসান)*

وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوماً ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(১৯৬৩) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কোন (শত্রুদলের) ভয় করতেন, তখন এই দুআ বলতেন, "আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম অনাঊযু বিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। *(আবূ দাউদ ১৫৩৯, নাসাঈর কুবরা ৩৬৩১নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((الخَيْلُ مَعقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৬৪) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বাঁধা থাকবে।" *(বুখারী ২৮৪৯, ৩৬৪৪, মুসলিম ৪৯৫৩নং)*

وَعَن عُرْوَةَ البَارِقِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((الخَيْلُ مَعقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ : الأَجْرُ ، وَالمَغْنَمُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৬৫) উরওয়াহ বারেকী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত অবধি কল্যাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ, নেকী ও গনীমত।" *(বুখারী ২৮৫০, ২৮৫২, ৩১১৯, মুসলিম ৪৯৫৭নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِيمَانَاً بِاللهِ، وَتَصْدِيقَاً بِوَعْدِهِ ، فَإِنَّ شِبَعَهُ ، وَرَيَّهُ وَرَوْثَهُ ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه البخاري

(১৯৬৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে ও তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য ভেবে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখে (পালন করে), সে ঘোড়ার (আহার পূর্বক) তৃপ্ত হওয়া, পান যোগে সিক্ত হওয়া, তার পেশাব ও পায়খানা কিয়ামতের দিনে তার (নেকীর) পাল্লায় (ওজন) হবে।" *(বুখারী ২৮৫৩নং)*

وَعَن أَبي مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ : هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُمِئَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ)). رواه مسلم

(১৯৬৭) আবু মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, একটি লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে লাগামযুক্ত

উটনী নিয়ে হাজির হল এবং বলল, 'এটি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য দান করা হল)।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "কিয়ামতের দিনে তোমার জন্য এর বিনিময়ে সাতশ'টি উটনী হবে; যার প্রত্যেকটি লাগামযুক্ত হবে।" *(মুসলিম ৫০০৫নং)*

وَعَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ الجُهَنيِّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ، يَقُولُ : (({وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ، أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ)). رواه مسلم

(১৯৬৮) উক্ববাহ ইবনে আমের জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বরের উপর খুৎবা দেওয়ার সময় এ কথা বলতে শুনেছি যে, (মহান আল্লাহ বলেছেন,) {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} অর্থাৎ, তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় কর। *(সূরা আনফাল ৬০)* এর ব্যাখ্যায় বললেন, "জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি।" *(মুসলিম ৫০৫৫নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ ، فَلاَ يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ)). رواه مسلم

(১৯৬৯) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "অচিরেই তোমাদের জন্য অনেক ভূখন্ড জয়লাভ হবে এবং (শত্রুদের বিরুদ্ধে) আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন, তার তীর নিয়ে (অবসর সময়ে) খেলতে (অভ্যাস করতে) অক্ষমতা প্রদর্শন না করে।" *(মুসলিম ৫০৫৬নং)*

وَعَنه: أَنَّه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ فَقَدْ عَصَى)). رواه مسلم

(১৯৭০) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে তীরন্দাজির বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হল, তারপর সে তা পরিত্যাগ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয় অথবা সে অবাধ্যতা করল।" *(মুসলিম ৫০৫৮, ইবনে মাজাহ ২৮১৪নং)*

وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ النَّبيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ : ((ارْمُوا بَنِي إِسمعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً)). رواه البخاري

(১৯৭১) সালামাহ ইবনে আকওয়া' ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তীর নিক্ষেপে রত একদল লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "হে ইসমাঈলের সন্তানেরা! তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। কারণ, তোমাদের (আদি) পিতা (ইসমাঈল) তীরন্দাজ ছিলেন।" *(বুখারী ২৮৯৯, ৩৩৭৩, ৩৫০৭নং)*

وَعَن عَمرِو بنِ عَبَسَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ رَمَى بِسَهمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৯৭২) আম্‌র ইবনে আবাসাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে

বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী হয়।” *(আবূ দাউদ ৩৯৬৭, তিরমিযী ১৬৩৮নং, হাসান সহীহ)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ :« مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ فَبَلَّغَ سَهْمَهُ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ فَعِدْلُ رَقَبَةٍ ».

(১৯৭৩) আম্‌র বিন আবাসাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) একটি মাত্র তীর শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করে, অতঃপর তার ঐ তীর শত্রুর নিকট পৌঁছে ঠিক লক্ষ্যে আঘাত করে অথবা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়, এর বিনিময়ে তার একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হয়।” *(ইবনে মাজাহ ২৮১২, বাইহাকী ১৮৯৮০, ত্বাবারানী, হাকেম ২৪৭০, সহীহুল জামে’ ৬২৬৭ নং)*

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السَّلَمِيِّ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ))، فَبَلَّغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ)).

(১৯৭৪) উক্ত আবু নাজীহ আম্‌র সুলামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তির তীর লক্ষ্যভেদ করে (শত্রুকে আঘাত করে) সেই ব্যক্তির জন্য তার বিনিময়ে জান্নাতে একটি দর্জালাভ হয়।” আর আমি সেদিন ষোলটি তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদ করেছিলাম।

তিনি আরো বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এ কথাও শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে সে ব্যক্তির জন্য একটি দাসমুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হয়।” *(নাসাঈ ৩১৪৩, হাকেম ৪৩৭১, ইবনে হিব্বান ৪৬১৫নং)*

وَعَن أَبي يَحيَى خُرَيْمِ بنِ فَاتِكٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَت لَهُ سَبْعُمِئَةِ ضِعْفٍ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن)).

(১৯৭৫) আবূ য়্যাহয়্যা খুরাইম ইবনে ফাতেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করে, তার জন্য সাতশ’ গুণ নেকী লেখা হয়।” *(তিরমিযী ১৬২৫, হাসান, আহমাদ, তিরমিযী, নাসাই, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৬১১০ নং)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبيلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذلِكَ اليَوْمِ وَجهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرْيفاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৭৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ ঐ একদিন (রোযার) বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর (দূরত্ব সম) দূরে রাখবেন।” *(বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ২৭৬৭নং)*

وَعَن أَبي أُمَامَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৯৭৭) আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্বসম একটি গর্ত খনন ক'রে দেবেন।" *(তিরমিযী ১৬২৪নং, হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ)). رواه مسلم

(১৯৭৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করেনি, সে মুনাফিক্বীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল।" *(মুসলিম ৫০৪০, আবূ দাউদ ২৫০৪নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: ((إِنَّ بِالمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ المَرَضُ)) . وفي رواية : ((حَبَسَهُمُ العُذْرُ)) . وفي رواية : ((إِلاَّ شَرَكُوكُمْ فِي الأَجْرِ)). رواه البخاري من رواية أنس ، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ لَهُ .

(১৯৭৯) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি বললেন, "মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।" আর একটি বর্ণনায় আছে যে, "কোন ওজর তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার।" *(বুখারী আনাস হতে ২৮৩৯নং, মুসলিম জাবের হতে ৫০৪১নং এবং শব্দাবলী তাঁরই।)*

وَعَن أَبِي مُوسَى ﷺ: أَنَّ أَعْرَابِياً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ؟ وفي رواية : يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وفي رواية : يُقَاتِلُ غَضَباً ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৮০) আবূ মূসা আশআরী ﷺ থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'এক লোক গনীমতের মালের জন্য, এক লোক নাম নেওয়ার জন্য আর এক লোক নিজ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ করল।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'বীরত্ব দেখাবার জন্য এবং বংশীয় ও গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের জন্য।' আর এক বর্ণনানুযায়ী, 'ক্রুদ্ধ হয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লার বাণীকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সেই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।" *(বুখারী ১২৩, ১৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮, মুসলিম ৫০২৯-৫০৩১নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ غَازِيَةٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو ، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ ، إِلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ لَهُمْ أُجُورُهُمْ)). رواه مسلم

(১৯৮১) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ-স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে যোদ্ধাদল বা সেনাবাহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল এবং গনীমতের সম্পদ অর্জন করল তথা নিরাপদে বাড়ি ফিরে এল, সে দল বা বাহিনী স্বীয় প্রতিদানের (নেকীর) তিন ভাগের দু'ভাগ (পার্থিব জীবনেই) সত্বর লাভ ক'রে নিল (এবং একভাগ পরকালে পাবে)। আর যে সেনাদল লড়াই করল এবং গনীমতের মালও পেল না এবং শহীদ বা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, সে সেনাদল (পরকালে) পূর্ণ প্রতিদান অর্জন করবে।" *(মুসলিম ৫০৩৪-৫০৩৫, আবূ দাউদ ২৪৯৯নং)*

وَعَن أَبي أُمَامَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اِئْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ – عز وجل –)) رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ

(১৯৮২) আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, একটি লোক নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে (সংসার ত্যাগ ক'রে বিদেশ) ভ্রমণ করার অনুমতি দিন।' নবী ﷺ বললেন, "আমার উম্মতের ভ্রমণ কার্য আল্লাহর পথে জিহাদ করার মধ্যে নিহিত।" *(আবূ দাউদ ২৪৮৮নং, উত্তম সানাদ)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ

(১৯৮৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করার নেকীও জিহাদে লিপ্ত থাকার মতই।" *(আবূ দাউদ ২৪৮৯নং, উত্তম সানাদ)*

অর্থাৎ, জিহাদ থেকে ফিরে আসার নেকীও জিহাদের মতই। (যেহেতু সে অবসর ও বিশ্রাম জিহাদের স্বার্থেই হয়।)

وَعَن السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ ، فَتَلَقَّيتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح بهذا اللفظ

ورواه البخاري قَالَ: ذَهَبنا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ، مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ.

(১৯৮৪) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন নবী ﷺ তাবূক অভিযান হতে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে (আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকল) মানুষ স্বাগত জ্ঞাপন করেছিল। আমিও ছোট শিশুদের সাথে (মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত) 'সানিয়াতুল অদা' নামক স্থানে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলাম।" *(আবূ দাউদ ২৭৮১নং, উক্ত শব্দে শুদ্ধ সানাদে)*

বুখারীতে আছে, সায়েব ﷺ বলেন, "আমরা ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে 'সানিয়াতুল অদা' নামক স্থানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম।" *(বুখারী ৩০৮৩নং)*

وَعَن أَبي أُمَامَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ لَمْ يَغْزُ ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً ، أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(১৯৮৫) আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করল না, অথবা কোন মুজাহিদকে (যুদ্ধ-সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত করল না

কিংবা মুজাহিদদের গৃহবাসীদের ভালভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল না, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বেই কোন বিপদ বা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত করবেন।” *(আবূ দাউদ ২৫০৫নং, শুদ্ধ সানাদ)*

عن بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فى أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ ».

(১৯৮৬) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে থাকে তাদের পক্ষে মুজাহিদগণের স্ত্রীরা তাদের মায়ের মত অবৈধ। যারা ঘরে থাকে তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন কোন মুজাহিদের পরিবারে তার প্রতিনিধিত্ব (তত্ত্বাবধান) করে অতঃপর তাদের ব্যাপারে তার খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন ঐ মুজাহিদের সামনে খাড়া করা হবে, অতঃপর সে (মুজাহিদ) নিজের ইচ্ছা ও খুশীমত তার নেকীসমূহ নিতে পারবে।”

অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, “অতএব কী ধারণা তোমাদের?” (তার কোন নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে কি?) *(মুসলিম ৫০১৭-৫০১৯, আবূ দাউদ ২৪৯৬নং, নাসাঈ)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

(১৯৮৭) আনাস হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা তোমাদের মাল দ্বারা, তোমাদের জান দ্বারা এবং তোমাদের জিহ্বা দ্বারা সংগ্রাম চালাও।” *(আবূ দাউদ ২৫০৬নং, বিশুদ্ধ সানাদ)*

عن فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ)).

(১৯৮৮) ফায়্যালাহ বিন উবাইদ ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মুজাহিদ তো সেই, যে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিজের আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ করে।” *(তিরমিযী ১৬২১, ইবনে হিব্বান ৪৬২৪, সহীহুল জামে’ ৬৬৭৯নং)*

عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ: ((أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه و هواه)).

(১৯৮৯) আবূ যার্র কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “স্বীয় আত্মা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।” *(ইবনে নাজ্জার, সঃ জামে’ ১০১৯নং)*

عن ابن عمرو قال قال رسول الله ﷺ: ((أفضلُ الْمُؤْمِنينَ إسْلاماً مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدِه وأفْضَلُ الْمُؤْمِنينَ إيمَاناً أحْسَنُهُمْ خُلُقاً وأفْضَلُ الْمُهاجِرِينَ مَنْ هَجَرَ ما نَهى اللَّهُ تعالى عَنْهُ وأفضلُ الجهادِ منْ جاهَدَ نَفْسَهُ في ذاتِ اللَّهِ عزّ وجَل)).

(১৯৯০) ইবনে আম্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “ইসলামের দিক হতে

শ্রেষ্ঠ মু'মিন সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হস্ত হতে মুসলিমরা নিরাপদে থাকে। ঈমানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মু'মিন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর। শ্রেষ্ঠ মুহাজির (হিজরতকারী বা আল্লাহর জন্য স্বদেশত্যাগী) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে ত্যাগ করে। আর শ্রেষ্ঠ জিহাদ সেই ব্যক্তির, যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।" *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ১১২৯নং)*

عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ)).

(১৯৯১) ফায়্বালাহ বিন উবাইদ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বিদায়ী হজ্জে বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে 'মুমিন' কে---তা বলে দেব না? (প্রকৃত মুমিন হল সেই), যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি, যার জিব ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হল সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত পাপাচরণকে হিজরত (বর্জন) করে।" *(আহমাদ ৬/২১, হাকেম ২৪, ত্বাবারানী ১৫১৯১, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহহাহ ৫৪৯নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ: ((نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)).

(১৯৯২) একদা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মহিলাদের জন্য কি জিহাদ আছে?' উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সেই জিহাদ আছে, যাতে কোন খুনাখুনি নেই; হজ্জ ও উমরাহ।" *(আহমাদ ২৫৩২২, ইবনে মাজাহ ২৯০১নং)*

وَعَن أَبي عَمرٍو – وَيُقَالُ : أَبُو حَكِيمٍ – النُّعْمَانِ بنِ مُقَرِّنٍ ﷺ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِن أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ . رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(১৯৯৩) আবূ আম্‌র মতান্তরে আবূ হাকীম নু'মান ইবনে মুক্বার্রিন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে হাজির ছিলাম। (তাঁর রণকৌশল এই ছিল যে,) যদি তিনি দিনের শুরুতে যুদ্ধ না করতেন, তাহলে সূর্য ঢলে যাওয়া ও বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সাহায্য নেমে না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখতেন।' *(আবূ দাউদ ২৬৫৭, তিরমিযী ১৬১৩নং, হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৯৪) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার আকাঙ্ক্ষা করো না; বরং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। আর যদি তাদের সম্মুখীন হয়ে যাও, তাহলে ধৈর্য ধারণ কর।" *(বুখারী ২৯৬৫-২৯৬৬, মুসলিম ৪৬৩৯নং)*

وَعَنهُ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((الحَرْبُ خَدْعَةٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(১৯৯৫) উক্ত রাবী ﷺ ও জাবের ﷺ উভয় কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণামূলক এক ধরনের চক্রান্ত।" *(বুখারী ৩০২৯-৩০৩০, মুসলিম ৪৬৩৭-৪৬৩৮নং)*

(অন্য সময় ধোঁকা ও প্রতারণা অবৈধ হলেও যুদ্ধের সময় তা বৈধ। যেহেতু রক্তপিয়াসী শত্রুকে যেন-তেন প্রকারেণ পরাস্ত করাই উদ্দিষ্ট।)

وَعَنْ أَبِي سُلَيمَانَ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﷺ قَالَ : لَقَدِ انْقَطَعتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إلاَّ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ . رواه البخاري

(১৯৯৬) আবূ সুলায়মান খালেদ ইবনে অলীদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মু'তাহ যুদ্ধে আমার হাতে নয় খানা তরবারি ভেঙ্গেছে। কেবলমাত্র একটি ইয়ামানী ক্ষুদ্র তলোয়ার আমার হাতে অবশিষ্ট ছিল।" *(বুখারী)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ».

(১৯৯৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কী কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ২৭২, আবূ দাউদ ২৮৭৬, নাসাঈ ৩৬৭১নং)*

عن بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِى خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ « اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ – أَوْ خِلاَلٍ – فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِى يَجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِى الْغَنِيمَةِ وَالْفَىْءِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ

هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ ».

(১৯৯৮) বুরাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন কোন সেনাদল বা অভিযানের কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন তখন তাকে আল্লাহভীতি ও তার মুসলিম সঙ্গীদের ব্যাপারে কল্যাণের অসিয়ত করতেন; বলতেন, "অভিযান শুরু কর আল্লাহর নামে, যুদ্ধ কর কাফের দলের বিরুদ্ধে। অভিযান কর; কিছু আত্মসাৎ করো না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, কারো নাক-কান কেটো না, শিশু হত্যা করো না। তোমার কোন মুশরিক শত্রুদলের সাথে সাক্ষাৎ হলে, তাদেরকে তিনটি আচরণের প্রতি আহবান কর। এর যে কোনটিও মান্য করলে তাদের নিকট হতে তা গ্রহণ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে যাও ; তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান কর। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদের নিকট হতে তা গ্রহণ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হও। অতঃপর তাদেরকে তাদের স্বদেশ হতে মুহাজেরীনদের দেশে স্থানান্তরিত হতে আহবান কর। তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, যদি তারা এরূপ করে তবে মুহাজেরীনদের যে সুযোগ-সুবিধা আছে, তাদেরও সেই সুযোগ-সুবিধা হবে এবং মুহাজেরীনদের যে কর্তব্য আছে, তাদেরও সেই কর্তব্য হবে। যদি তারা স্থানান্তরিত হতে অসম্মত হয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা মরুবাসী মুসলিমদের মত হবে। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম (শাসন-ব্যবস্থা) চলবে, যা মুসলিমদের উপর চলে। মুসলিমদের সপক্ষে যুদ্ধ না করে গনীমত বা 'ফাই'-এর (যুদ্ধলব্ধ) কিছু মালও তারা পাবে না। তাতে (ইসলাম গ্রহণ করতে) যদি তারা অসম্মত হয় তবে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া চাও। তাতে যদি তারা সম্মত হয় তবে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাক। কিন্তু তাতে যদি তারা রাজি না হয় তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আর যখন তুমি কোন দুর্গবাসীকে অবরুদ্ধ করবে তখন যদি তারা চায় যে, তুমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যিম্মা (সংরক্ষণের দায়িত্ব) প্রদান কর তাহলে তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যিম্মা দিয়ো না, বরং তাদেরকে তোমার ও তোমার সঙ্গীদের যিম্মা প্রদান করো। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যিম্মা প্রত্যাহার করার চেয়ে তোমাদের যিম্মা প্রত্যাহার করা অধিক সহজ। আর যখন কোন দুর্গবাসীকে অবরুদ্ধ করবে তখন তারা আল্লাহর ফায়সালায় অবতীর্ণ হতে চাইলে তাদেরকে আল্লাহর ফায়সালায় অবতীর্ণ করো না। বরং তাদেরকে তোমার নিজের ফায়সালায় অবতারণ কর। যেহেতু তুমি জান না যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা সঠিকভাবে দিতে পারবে কি না।" *(মুসলিম ৪৬১৯নং, প্রমুখ)*

وَعَن أَبي يَعلَى شَدَّادِ بنِ أَوسٍ رضي الله عنه ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَة ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ،

وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)). رواه مسلم

(১৯৯৯) আবূ ইয়া'লা শাদ্দাদ ইবনে আওস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ প্রতিটি কাজকে উত্তমরূপে (অথবা অনুগ্রহের সাথে) সম্পাদন করাটাকে ফরয ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা করবে, তখন ভালভাবে হত্যা করো এবং যখন (পশু) জবাই করবে, তখন ভালভালে জবাই করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, সে যেন নিজ ছুরি ধারাল করে নেয় এবং যবেহযোগ্য পশুকে আরাম দেয়।" (অর্থাৎ জবাই-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে।) *(মুসলিম ৫১৬৭নং)*

وَعَنْ يَزِيدَ بنِ شَرِيكِ بنِ طَارِقٍ ، قَالَ : رَأَيتُ عَلِيّاً ﷺ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فَسَمِعْتُهُ يقُوْلُ : لاَ وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إلاَّ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجَرَاحَاتِ ، وَفِيهَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً)) . متفق عَلَيْهِ

(২০০০) ইয়াযীদ ইবনে শারীক ইবনে ত্বারেক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী ﷺ-কে মিম্বরের উপর খুতবা দিতে দেখেছি এবং তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আমাদের কাছে আর কোন কিতাব নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। তবে এ লিপিখানা আছে।' এরপর তা তিনি খুলে দিলেন। দেখা গেল তাতে (রক্তপণে প্রদেয়) উটের বয়স ও বিভিন্ন যখমের দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ আছে। তাতে আরো লিপিবদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সমস্ত মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাদানের মর্যাদা এক। তাদের কোন নিম্নশ্রেণীর মুসলিম (কাউকে আশ্রয় প্রদানের) কাজ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলিমের ঐ কাজকে বানচাল করে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবূল করবেন না।" *(বুখারী ৬৭৫৫, মুসলিম ৩৩৯৩, ৩৮৬৭নং)*

যুদ্ধলব্ধ সম্পদে খিয়ানত

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثُقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هُوَ فِي النَّارِ)). فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

(২০০১) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল দেখাশুনা করার জন্য কিরকিরাহ (বা কারকারাহ) নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। সে মারা গেলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "ও তো জাহান্নামী!" (একথা শুনে) তার ব্যাপার দেখতে সকলে তার নিকট উপস্থিত হল; দেখল, একটি আলখাল্লা সে খেয়ানত করে রেখে নিয়েছিল। *(বুখারী ৩০৭৪, ইবনে মাজাহ ২৮৪৯নং)*

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيرِ فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً يَعْنِى وَبَرَةً فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَمَا دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَارٌ وَنَارٌ)).

(২০০২) উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ হুনাইনের দিন গনীমতের একটি উটের পাশে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি হাত বাড়িয়ে উট থেকে কিছু গ্রহণ করলেন। বুঝা গেল, তিনি কিছু লোম হাতে নিয়েছেন। অতঃপর তা দুটি আঙ্গুলের মাঝে রেখে বললেন, "হে লোক সকল! এ হল তোমাদের গনীমতের মাল। সুতা অথবা ছুঁচ, এর চাইতে কোন বেশী দামের জিনিস অথবা কম দামের জিনিস তোমরা আদায় (জমা) করে দাও। কেন না, গনীমতের মালে খেয়ানত হল কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা, কলঙ্ক ও দোযখ যাওয়ার কারণ।" *(ইবনে মাজাহ ২৮৫০, সিলসিলা সহীহাহ ৯৮৫নং)*

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– تُوُفِّىَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ « إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ». فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لاَ يُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ.

(২০০৩) যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, খাইবারের দিন নবী ﷺ-এর এক সহচরের মৃত্যু হলে সে কথা তাঁর নিকট উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।" এ কথা শুনে লোকেদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তোমাদের ঐ সঙ্গী আল্লাহর পথে খেয়ানত করেছে। (তাই আমি ওর জানাযা পড়ব না।)" আমরা তার আসবাব-পত্রের তল্লাশী নিলাম, এর ফলে তাতে আমরা ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত একটি মাত্র মালা পেলাম; যার মূল্য দুই দিরহামও নয়! *(মালেক, আহমাদ ৪/১১৪, আবূ দাঊদ ২৭১২, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহকামুল জানাইয, আলবানী ৭৯ ও ৮৫পৃঃ)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ « لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِى. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِى. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِى. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِى. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَغِثْنِى. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ».

(২০০৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে গনীমতের মালে খেয়ানতের কথা উল্লেখ করলেন এবং বিষয়টির প্রতি ভীষণ গুরুত্ব আরোপ করলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উট ঘাড়ে করে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!' আর আমি বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট এ (দুরবস্থার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট ঘোড়া ঘাড়ে করে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে 'আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!' তখন আমি বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার উপকার করতে সমর্থ নই। আমি তো (পৃথিবীতে) তোমার নিকট (এ দুর্দিনের কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান।' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সহায়তা করতে সক্ষম নই। আমি তো তোমার নিকট (এ করুণ অবস্থার কথা দুনিয়াতে) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিৎকার আওয়াজ-বিশিষ্ট কোন জীব ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!' আর আমি সে সময় বলব , 'আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট (এ নিদারুন অবস্থার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের কাউকে যেন কিয়ামতের দিন উড়ন্ত কাপড় ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন!' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার উপকার করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট (এ দুর্দশার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন সোনা-চাঁদি ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন!' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে সমর্থ নই। আমি তো (পৃথিবীতে) তোমাকে (শরীয়তের কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।" *(বুখারী ৩০৭৩, মুসলিম ১৮৩১নং, হাদীসের শব্দাবলী ইমাম মুসলিমের।)*

শহীদের মর্যাদা

عن أنس بن مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي

الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ، قَالَ: ((يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى)).

(২০০৫) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, উম্মে রুবাইয়ে' বিন্তে বারা' যিনি হারেষাহ ইবনে সূরাকার মা, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেষাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের দিনে খুন হয়েছিল। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য মন ভরে অত্যধিক কান্না করব।' তিনি বললেন, "হে হারেষার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে তো সর্বোচ্চ ফিরদাউস (জান্নাতে) পৌঁছে গেছে।" *(বুখারী ২৮০৯নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِى إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِى ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلاَّ يَزْهَدُوا فِى الْجِهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ. قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا) ». إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(২০০৬) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের ভাইগণ উহুদে নিহত হলে আল্লাহ তাদের আত্মাসমূহকে সবুজ রঙের পাখির পেটে স্থাপন করেছেন। তারা জান্নাতের নদীসমূহে অবতরণ করে, জান্নাতের ফল খায় এবং আরশের ছায়াতলে ঝুলন্ত দীপাবলীতে আশ্রয় নেয়। সুতরাং তারা যখন সুন্দর খাদ্য, পানীয় ও আরাম করার জায়গা পেল, তখন বলল, 'আমাদের ভাইদেরকে কে খবর দেবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত হচ্ছি। যাতে তারা জিহাদে অনাসক্তি প্রকাশ না করে এবং যুদ্ধের সময় ভীরুতা প্রদর্শন না করে।'

আল্লাহ সুবহানাহ বললেন, 'তোমাদের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে এ কথা পৌঁছে দেব।'

সুতরাং তিনি অবতীর্ণ করলেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে।" *(আলে ইমরান ঃ ১৬৯, আহমাদ ২৩৮৮, আবূ দাউদ ২৫২২, হাকেম ২৪৪৪নং)*

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتَّ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ الْحَكَمُ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّجَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ قَالَ الْحَكَمُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِه)).

(২০০৭) মিক্বদাম বিন মা'দিকারিব কিন্দী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে ৬টি দান; তার রক্তের প্রথম ক্ষরণের সাথে তার

পাপ ক্ষমা করা হবে, জান্নাতে তার বাসস্থান দেখানো হবে, কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে, কিয়ামতের মহাত্রাস থেকে নিরাপত্তা পাবে, ঈমানের অলঙ্কার পরিধান করবে, সুনয়না হুরীদের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে এবং তার নিজ পরিজনের মধ্যে ৭০ জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে।" *(আহমাদ ১৭১৮২, তিরমিযী ১৬৬৩, ইবনে মাজাহ ২৭৯৯, সহীহ তিরমিযী ১৩৫৮নং)*

(শহীদদের প্রকারভেদ)

পারলৌকিক সওয়াবের দিক দিয়ে যাঁরা শহীদ, তাঁদেরকে গোসল দিয়ে জানাযার নামায পড়ে সমাধিস্থ করতে হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত প্রকৃত শহীদদের যে অবস্থায় নিহত হবে সেই অবস্থায় দাফন করতে হবে।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২০০৮) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়ার দিক দিয়ে) শহীদ পাঁচ ধরনের; (১) প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (২) পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (৩) পানিতে ডুবে মৃত, (৪) মাটি চাপা পড়ে মৃত এবং (৫) আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় মৃত।" *(বুখারী ৬৫৩, ২৮২৯, মুসলিম ৫০৪৯নং)*

وَعَنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ ؟)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . قَالَ : ((إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيلٌ)) قالوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : ((مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ)). رواه مسلم

(২০০৯) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা তোমাদের মাঝে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে শহীদ বলে গণ্য কর?" সকলেই বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে যে নিহত হয়, সেই শহীদ।' তিনি বললেন, "তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদ খুবই অল্প।" লোকেরা বলল, 'তাহলে তাঁরা কে কে হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে মারা যায় সে শহীদ, যে প্লেগ রোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের রোগে প্রাণ হারায়, সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ।" *(মুসলিম ৫০৫০নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২০১০) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ।" *(বুখারী ২৪৮০, মুসলিম ৩৭৮নং)*

وَعَن أَبِي الأَعْوَرِ سَعِيدِ بنِ زَيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ ، أَحَدِ العَشَرَةِ المَشْهُودِ لَهُمْ بِالجَنَّةِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(২০১১) জীবদ্দশায় জান্নাতী হবার শুভ সংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবা ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী আবুল আ'ওয়ার সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আম্‌র ইবনে নুফাইল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি তার মাল-ধন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ এবং যে তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সেও শহীদ। *(আবূ দাঊদ ৪৭৭৪, তিরমিযী ১৪২১নং, হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأيتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : ((فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ)) قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ : ((قَاتِلْهُ)) قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : ((فَأَنْتَ شَهِيدٌ)) قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : ((هُوَ فِي النَّارِ)). رواه مسلم

(২০১২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি কেউ আমার মাল (অবৈধভাবে) নিতে আসে, তাহলে কী করতে হবে?' তিনি বললেন, "তুমি তাকে তোমার মাল দেবে না।" পুনরায় সে নিবেদন করল, 'যদি সে আমার সাথে লড়াই করে?' তিনি বললেন, "তাহলে (তুমিও) তার সাথে লড়াই কর।" সে বলল, 'বলুন, সে যদি আমাকে হত্যা ক'রে দেয়?' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি শহীদ হয়ে যাবে।" সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, আমি যদি তাকে মেরে ফেলি (তাহলে কী হবে)?' তিনি বললেন, "তাহলে সে জাহান্নামী হবে।" *(মুসলিম ৩৭৭নং)*

عن جابر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((سَيِّد الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جائرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ)).

(২০১৩) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "শহীদদের সর্দার হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বৈরাচারী শাসকের নিকট দাঁড়িয়ে তাকে (ভাল কাজের আদেশ) ও (মন্দ কাজে) নিষেধ করলে সে তাকে হত্যা করে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪০৭৯, হাকেম ৪৮৮৪, সঃ তারগীব ২৩০৮নং)*

ক্রীতদাস অধ্যায়

গোলামের সাথে সদ্ব্যবহার করার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [النساء : ٣٦]

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

وَعَن المَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ ﷺ ، وَعَلَيهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ سَابَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيدِيْكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২০১৪) মা'রূর ইবনে সুওয়াইদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ যার্র ﷺ-কে দেখলাম যে, তাঁর পরনে জোড়া পোশাক রয়েছে এবং তাঁর গোলামের পরনেও অনুরূপ জোড়া পোশাক বিদ্যমান! আমি তাঁকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, 'তিনি আল্লাহর রসূলের যুগে তাঁর এক গোলামকে গালি দিয়েছিলেন এবং তাকে তার মায়ের সম্বন্ধ ধরে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন। এ কথা শুনে নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "(হে আবূ যার্র!) নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত (ইসলামের পূর্ব যুগের অভ্যাস) রয়েছে! ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ এবং তোমাদের সেবক। আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায় এবং তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর তোমরা ওদেরকে এমন কাজের ভার দিয়ো না, যা করতে ওরা সক্ষম নয়। পরন্তু যদি তোমরা এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেল, তাহলে তোমরা ওদের সহযোগিতা কর।" *(বুখারী ৩০, ২৫৪৫, মুসলিম ৪৪০৩-৪৪০৫নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, মা'রূর বিন সুয়াইদ বলেন, একদা আবূ যার্র ﷺ-কে (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) রাবাযায় দেখলাম, তাঁর গায়ে ছিল মোটা চাদর। আর তাঁর গোলামের গায়েও ছিল অনুরূপ চাদর। তা দেখে সকলে বলল, 'হে আবূ যার্র! আপনি যদি গোলামের গায়ের ঐ চাদরটাও নিতেন এবং দু'টিকে একত্রে করতেন তাহলে একটি জোড়া হয়ে যেত। আর গোলামকে অন্য একটি কাপড় দিয়ে দিতেন।'

আবূ যার্র ﷺ বললেন, 'আমি একজন (গোলাম)কে গালি দিয়েছিলাম। তার মা ছিল অনারবীয়। ঐ মা ধরে তাকে বিদ্রূপ করেছিলাম। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিশ করল। এর ফলে তিনি আমাকে বললেন, "হে আবূ যার্র! নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে!" অতঃপর তিনি বললেন, "ওরা (দাসগণ) তো তোমাদের ভাই। (তোমাদের মতই মানুষ।) আল্লাহ ওদের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান

করেছেন। অতএব যে দাস তোমাদের মনোমতো হবে না তাকে বিক্রয় করে দাও। আর আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।” *(আবূ দাউদ ৫১৫৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় আবূ যার্র ﷺ-কে বলেছিলেন, “নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে।” আবূ যার্র বললেন, ‘আমার বৃদ্ধ বয়সের এই সময়েও?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায়, তাই পরায় যা সে নিজে পরে এবং এমন কাজের যেন ভার না দেয়, যা করতে সে সক্ষম নয়। পরন্তু যদি সে এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেলে, তবে তাতে যেন তাকে সহযোগিতা করে।” *(বুখারী ৬০৫০, মুসলিম ৪৪০৪নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ)). رواه البخاري

(২০১৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির খাদেম (দাস-দাসী) তার নিকট খাবার নিয়ে আসে, তখন যদি তাকে নিজ সঙ্গে (খেতে) না বসায়, তাহলে সে যেন তাকে (কমপক্ষে তার হাতে) এক খাবল বা দু’ খাবল অথবা এক গ্রাস বা দু’ গ্রাস (ঐ খাবার থেকে) তুলে দেয়। কেননা, সে (খাদেম) তা পাক (করার যাবতীয় কষ্ট বরণ) করেছে।” *(বুখারী ২৫৫৭নং)*

وَعَن أَنَس ﷺ ، قَالَ : مَا مَسِسْتُ دِيبَاجاً وَلاَ حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَقَدْ خَدَمتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ : أُفٍّ، وَلاَ قَالَ لِشَيءٍ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتَه ؟ وَلاَ لشَيءٍ لَمْ أفعَلهُ : ألاَ فَعَلْتَ كَذَا ؟ متفقٌ عَلَيْهِ

(২০১৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুঁকিনি। আর আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনোও আমার জন্য ‘উঃ’ শব্দ বলেননি। কোন কাজ ক’রে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, ‘তুমি এ কাজ কেন করলে?’ এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, ‘তা কেন করলে না?’ *(বুখারী ৬০৩৮, মুসলিম ৬১৫১নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يومَ القِيَامَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)). متفق عَلَيْهِ

(২০১৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজ মালিকানাধীন দাসের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেবে, কিয়ামতের দিন তার উপর হদ্ (দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করা হবে। তবে সে যা বলেছে, দাস যদি তাই হয় (তাহলে ভিন্ন কথা।)” *(বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ৪৪০১নং)*

عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ لاَ. قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ».

(২০১৮) খাইষামা বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম, এমন সময় তাঁর নিকট তাঁর খাজাঞ্চী এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গোলামদেরকে তাদের আহার দিয়েছে কি?' খাজাঞ্চী বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'যাও, তাদেরকে তা দিয়ে দাও। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল তাকে তা (না দিয়ে) আটকে রাখে।" *(মুসলিম ২৩৫৯নং)*

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ)).

(২০১৯) আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির ক্রীতদাসী ছিল, সে তাকে আদব দান করেছিল এবং সুন্দর আদব শিখিয়েছিল, (তাকে শিক্ষা দান করেছিল এবং উত্তম শিক্ষা দিয়েছিল)। অতঃপর তাকে স্বাধীন করে বিবাহ করেছিল তার জন্য দুটি প্রতিদান। আর যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক এবং তার মালিকের হক আদায় করে, তার জন্যও রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।" *(বুখারী ২৫৪৭নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلاَمَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ « اعْفُوا عَنْهُ فِى كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً ».

(২০২০) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বলেন, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের চাকরকে কতবার ক্ষমা করব?' তিনি চুপ থাকলেন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেও তিনি চুপ থাকলেন। অতঃপর তৃতীয়বারে উত্তরে তিনি বললেন, "তোমরা প্রত্যহ ৭০ বার তাকে ক্ষমা কর।" *(আবূ দাউদ ৫১৬৬, তিরমিযী ১৯৪৯, সহীহ তারগীব ২২৮৯নং)*

ক্রীতদাস মুক্ত করার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فَلاَ اقْتَحَمَ العَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ } [البلد: ١١– ١٣]

অর্থাৎ, কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করল না। তুমি কি জান যে, গিরি সংকট কী? তা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান। *(সূরা বালাদ ১১-১৩ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ

مِنْهُ ، عُضْواً مِنْهُ فِي النَّارِ ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২০২১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে, আল্লাহ ঐ ক্রীতদাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার একেকটি অঙ্গকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন। এমনকি তার গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে তার গুপ্তাঙ্গও (মুক্ত ক'রে দেবেন)।" *(বুখারী ৬৭১৫, মুসলিম ৩৮-৬৯নং)*

وَعَن أَبِي ذرٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الأَعمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((الإِيمَانُ بِاللهِ ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২০২২) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল সবার চেয়ে উত্তম?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" আমি বললাম, 'কী ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম?' তিনি বললেন, "যে ক্রীতদাস তার মালিকের কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয় এবং সবার চেয়ে বেশি মূল্যবান।" *(বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ২৬০নং)*

আল্লাহর হক এবং নিজ মনিবের হক আদায়কারী গোলামের মাহাত্ম্য

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২০২৩) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিঃসন্দেহে কোন গোলাম যখন তার মনিবের হিতাকাঙ্ক্ষী হয় ও আল্লাহর বন্দেগী (যথারীতি) করে, তখন তার দ্বিগুণ সওয়াব অর্জিত হয়।" *(বুখারী ২৫৪৬, মুসলিম ৪৪০৮-নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ المُصْلِحِ أَجْرَانِ)) ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَجُّ ، وَبِرُّ أُمِّي ، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. متفقٌ عَلَيْهِ

(২০২৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(আল্লাহ ও নিজ মনিবের) হক আদায়কারী অধীনস্থ দাসের দ্বিগুণ নেকী অর্জিত হয়।" (আবূ হুরাইরা বলেন,) 'সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আবূ হুরাইরার জীবন আছে! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের সেবা না থাকত, তাহলে আমি পরাধীন গোলাম রূপে মৃত্যুবরণ করা পছন্দ করতাম।' *(বুখারী ২৫৪৮, মুসলিম ৪৪১০নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((المَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ ، وَالنَّصِيحَةِ ، وَالطَّاعَةِ ، لهُ أَجْرَانِ)). رواه البخاري

(২০২৫) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে অধীনস্থ গোলাম তার প্রতিপালক (আল্লাহর) ইবাদত সুন্দরভাবে করে এবং তার মালিকের অবশ্যপালনীয় হক যথরীতি আদায় করে। তার মঙ্গল কামনা করে ও আনুগত্য করে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।” *(বুখারী ২৫৫১নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أدَّى حَقَّ الله ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২০২৬) উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তিন প্রকার লোকের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হয়। (১) কিতাবধারী (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের) কোন ব্যক্তি তার নিজের নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং পরে মুহাম্মাদের উপর ঈমান আনে। (২) সেই অধীনস্থ গোলাম, যে আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক যথারীতি আদায় করে। (৩) সেই ব্যক্তি যার একটি দাসী আছে। তাকে সে আদব-কায়দা শিখায় এবং উৎকৃষ্টরূপে তাকে আদব শিক্ষা দেয়, তাকে বিদ্যা শিখায় এবং সুন্দররূপে তার শিক্ষা সুসম্পন্ন করে, অতঃপর তাকে স্বাধীন ক’রে দিয়ে বিবাহ ক’রে নেয়, এর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।” *(বুখারী ৯৭, ৫০৮৩, মুসলিম ৪০৪নং)*

মনিবের ঘর ছেড়ে ক্রীতদাসের পলায়ন নিষিদ্ধ

عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ)). رواه مسلم

(২০২৭) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, “যে গোলামই মনিবের ঘর ছেড়ে পলায়ন করে, তার ব্যাপারে সব রকম ইসলামী দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।” *(মুসলিম ২৩৮নং)*

وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ)). رواه مسلم، وفي روايةٍ: ((فَقَدْ كَفَرَ)).

(২০২৮) উক্ত রাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যখন কোন গোলাম পলায়ন করবে, তখন তার নামায কবূল হবে না।” *(মুসলিম ২৩৯নং)* অন্য বর্ণনা মতে, “সে কুফ্‌রী করবে।” *(ঐ ২৩৭নং)*

নিষিদ্ধ কর্মাবলী অধ্যায়

যাদু-বিদ্যা কঠোরভাবে হারাম

এতীমের মাল ভক্ষণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

অপবাদ দেওয়া সর্বনাশী কর্ম

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ

وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ».

(২০২৯) আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কী কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ২৭২নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ».

(২০৩০) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার অধিকৃত দাসের উপর ব্যভিচারের মিথ্যা কলঙ্ক দেবে, কিয়ামতের দিন তার উপর 'হদ্দ' (দণ্ডবিধি) কায়েম করা হবে। তবে তা যদি সত্য হয়, তবে ভিন্ন কথা।" *(বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ৪৪০১নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِى رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ».

(২০৩১) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন মানুষের চরিত্রে এমন কথা বলে, যা তার মধ্যে নেই, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামের নর্দমায় বাস করতে দেবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে যা বলেছে তা হতে বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তখন আর সে বের হতে পারবে না।" *(আবূ দাউদ ৩৫৯৭, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী ১৩২৫৪, বাইহাকী ১১৭৭৩, সহীহুল জামে' ৬১৯৬নং)*

نظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك.

(২০৩২) একদিন আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কা'বার প্রতি দৃক্‌পাত করে বললেন, "কি মহান তুমি! তোমার মর্যাদা কত মহান! কিন্তু মুমিন তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ।" *(তিরমিযী ২০৩২, ইবনে হিব্বান ৫৭৬৩, গা-য়াতুল মারাম ৪৩৫ নং)*

মুসলিমকে তুচ্ছজ্ঞান করা হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَومٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [الحجرات : ١١]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারিণী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা (এ ধরনের আচরণ হতে) নিবৃত্ত না হয়, তারাই সীমালংঘনকারী। *(সূরা হুজুরাত ১১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, { وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لمزَةٍ } [الهمزة : ١]

অর্থাৎ, দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। *(সূরা হুমাযাহ ১ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ))

. رواه مسلم

(২০৩৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবে।" *(মুসলিম ৬৭০৬নং, হাদীসটি ইতোপূর্বে দীর্ঘ আকারে অতিবাহিত হয়েছে।)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ)) فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، فَقَالَ : ((إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ)) . رواه مسلم

(২০৩৪) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" *(মুসলিম ২৭৫নং)*

وَعَنْ جُنْدُبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنٍ، فَقَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ ! فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) . رواه مسلم

(২০৩৫) জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একজন বলল, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।' আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বললেন, 'কে সে আমার উপর কসম খায় এ মর্মে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না। আমি তাকেই ক্ষমা করলাম এবং তোর (শপথকারীর) কৃতকর্ম নষ্ট করে দিলাম!" *(মুসলিম ৬৮৪৭নং)*

বংশগর্ব

عن أبي مَالِكٍ الأَشْعَرِىَّ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ».

(২০৩৬) আবূ মালেক আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।" *(মুসলিম ২২০৩, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَزَّى بِعَزَاءِ الجاهِلِيَّةِ فأعِضُّوهُ بِهَنِ أبيهِ ولا تَكْنُوا)).

(২০৩৭) উবাই বিন কা'ব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি লোককে দেখ যে, সে জাহেলিয়াতের বংশ-সম্পর্ক উত্থাপন করছে, তাহলে তোমরা তাকে তার বাপের লিঙ্গ কামড়াতে বল এবং ইঙ্গিত করো না। (বরং স্পষ্ট বলো)।" *(আহমাদ ২১২৩৬, নাসার কুবরা ১০৮১০, ত্বাবারানী ৫৩২, সহীহুল জামে ৫৬৭নং)*

عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : ((لينتهين أَقوام يفتخرون بآبائهم الَّذين مَاتُوا ، إِنَّمَا هم فَحم جَهَنَّم ، أَو لَيَكُونن أَهْون على الله من الْجعل الَّذِي يدهده الخرء بِأَنْفِهِ ، إِن الله قد أذهب عَنْكُم عبِّيَّة الْجَاهِلِيَّة وَفَخْرهَا بِالْآبَاءِ ، إِنَّمَا هُوَ مُؤمن تَقِيّ أَو فَاجر شقي ، [النَّاس] كلهم بَنو آدم ، وآدَم خلق من تُرَاب)).

(২০৩৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "লোকেরা যেন মৃত বাপ-দাদাদের নিয়ে ফখর করা অবশ্যই ত্যাগ করে। তারা তো জাহান্নামের কয়লা মাত্র। তা ত্যাগ না করলে তারা সেই গোবুরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে যে নিজ নাক দ্বারা মল ঠেলে নিয়ে যায়। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব ও ফখর দূর করে দিয়েছেন। (মুসলিম) তো মুত্তাকী (সংযমশীল) মুমিন অথবা পাপাচারী বদমায়াশ। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।" *(তিরমিযী ৩৯৫৫, আহমাদ, আবূ দাউদ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৫৪৮২নং)*

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عن مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى)).

(২০৩৯) তাশরীকের দিনসমূহের মধ্যভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুতবা যিনি শুনেছেন, তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করে আবূ নাযরাহ বলেন, তিনি বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো! আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন

শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়া'র ভিত্তিতেই।" *(মুসনাদে আহমাদ ২৩৪৮৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫১৩৭নং)*

শরয়ীভাবে প্রমাণিত কারো বংশে খোঁটা দেওয়া হারাম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اثْنَتَان فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)). رواه مسلم

(২০৪০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লোকের মধ্যে দু'টি এমন দোষ রয়েছে, যা আসলে কাফেরদের (আচরণ) ঃ বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা।" *(মুসলিম ২৩৬নং)*

আত্মহত্যা মহাপাপ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)).

(২০৪১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ৩১৩নং প্রমুখ)*

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ)).

(২০৪২) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।" *(বুখারী ১৩৬৫নং)*

وعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)).

(২০৪৩) ষাবেত বিন যাহহাক ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মিথ্যা বিষয়ের উপর বিধর্মী হওয়ার কসম করবে (অর্থাৎ বলবে যে, 'এরূপ যদি না হয়, তাহলে আমি মুসলমান নই, ইয়াহুদী' ইত্যাদি), তাহলে সে যা বলবে তাই (অর্থাৎ বিধর্মী বা ইয়াহুদী ইত্যাদিই) হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তিকে সেই জিনিস দ্বারাই কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করানো হবে।" *(বুখারী ৬১০৫, মুসলিম ৩১৮নং)*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)).

(২০৪৪) সাহ্ল বিন সা'দ কর্তৃক বর্ণিত, এক যুদ্ধে এক ব্যক্তি বড় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। সকলে তার প্রশংসা করতে লাগল। মহানবী ﷺ বললেন, "কিন্তু ও জাহান্নামী।"

কী ব্যাপার?! সকলে অবাক হল। এক সাহাবী এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তার পিছে-পিছে ঘুরতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, লোকটি এক সময় খুবই ক্ষত-বিক্ষত হল। অতঃপর ক্ষতের যন্ত্রণা যেন অসহনীয় হলে সে নিজের তরবারিকে খাড়া ক'রে তার ধারালো ডগা নিজের বুকের মাঝে রেখে সওয়ার হয়ে গেল এবং মারা গেল।

সাহাবী এসে আল্লাহর নবী ﷺ-কে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল।' তিনি বললেন, "কী ব্যাপার?" সাহাবী ঘটনা খুলে বললে তিনি বললেন, "কোন কোন ব্যক্তি বাহ্যতঃ লোকের দৃষ্টিতে জান্নাতীর কাজ করে, অথচ সে আসলে জাহান্নামী। আর

কোন কোন ব্যক্তি বাহ্যতঃ লোকের দৃষ্টিতে জাহান্নামীর কাজ করে, অথচ সে আসলে জান্নাতী।” *(বুখারী ২৮৯৮, মুসলিম ৩২০নং, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)*

لَمَّا هَاجَرَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِى مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِى بِهِجْرَتِى إِلَى نَبِيِّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ مَا لِى أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِى لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ.

فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ »

(২০৪৫) দাওস গোত্রের তুফাইল বিন আম্‌র হিজরত করলে তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে হিজরত করে। মদীনার আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ার ফলে সে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে অধৈর্য হয়ে তীরের ফলা দিয়ে নিজের হাতের আঙ্গুলের জোড় কেটে ফেলে। এর ফলে তার দুটি হাত হতে সজোরে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং পরিশেষে সে মারা যায়। তুফাইল বিন আম্‌র তাকে স্বপ্নে দেখেন, তার আকার-আকৃতি সুন্দর। কিন্তু দেখলেন, সে তার হাত দুটিকে ঢেকে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কী আচরণ করেছেন? সে বলল, নবী ﷺ-এর দিকে হিজরত করার কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার হাত দুটি ঢাকা কেন? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি নিজে যা নষ্ট করেছ, তা কখনই ঠিক করব না। তুফাইল আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এ ঘটনা খুলে বললে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “হে আল্লাহ! আর তার হাত দুটিকেও ক্ষমা ক’রে দাও।” *(মুসলিম ৩২৬নং)*

অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান করা, অপরের অপছন্দ সত্ত্বেও তার কথা কানাচি পেতে শোনা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وَلاَ تَجَسَّسُوا } [الحجرات : ١٢]

অর্থাৎ, তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

{ والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ

إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمْ . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هاهُنَا التَّقْوَى هاهُنَا)) وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ((بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ . إِنَّ اللّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)) .

وَفِي رواية : ((لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْواناً)).

وفي رواية : ((لاَ تَقَاطَعُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْواناً)).

وَفِي رِواية : ((وَلاَ تَهَاجَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)) . رواه مسلم بكلّ هذِهِ الروايات، وروى البخاريُّ أَكْثَرَهَا .

(২০৪৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ কুধারণা সব চাইতে বড় মিথ্যা কথা। অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, অপরের জাসূসী করো না, একে অপরের সাথে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও; যেমন তিনি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছ ভাববে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (এই সাথে তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ অপর মুসলমানের উপর হারাম। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেহ ও আকার-আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, অপরের জাসূসী করো না, অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, পরস্পরের পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।"

আর এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা পরস্পর সম্পর্ক-ছেদ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।"

অন্য আরো এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না এবং অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করো না।" *(এ সবগুলি মুসলিম বর্ণনা করেছেন ৬৭০১-৬৭০৫ এবং এর অধিকাংশ বর্ণনা করেছেন বুখারী ৫১৪৩, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৪নং)*

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : ((إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ)) . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(২০৪৭) মুআবিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যদি তুমি মুসলমানদের গুপ্ত দোষগুলি খুঁজে বেড়াও, তাহলে তুমি তাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি ক'রে দেবে অথবা তাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার উপক্রম হবে।" *(আবূ দাউদ ৪৮৯০নং, বিশুদ্ধ সানাদ)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيلَ لَهُ : هَذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً ، فَقَالَ : إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ، نَأخُذْ بِهِ . حديث حسن صحيح ، رواه أَبُو داود بإسنادٍ عَلَى شَرْطِ البخاري ومسلم

(২০৪৮) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট একটি লোককে নিয়ে আসা হল এবং তার সম্পর্কে বলা হল যে, 'এ লোকটি অমুক, এর দাড়ি থেকে মদ ঝরছে।' ইবনে মাসঊদ ﷺ বললেন, 'আমাদেরকে জাসূসী করতে (গুপ্ত দোষ খুঁজে বেড়াতে) নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি কোন (প্রমাণ) আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমরা তা দিয়ে তাকে পাকড়াও করব।' *(হাদীসটি হাসান সহীহ, আবূ দাউদ ৪৮৯২নং)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((...وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(২০৪৯) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে, সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে।" *(বুখারী ৭০৪২নং)*

জুয়া খেলা

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في دم خنزير.

(২০৫০) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ-এর মতে এক শ্রেণীর খেলা জুয়ারূপে (অর্থের বাজি রেখে) খেললে শূকরের মাংস খাওয়ার মতো পাপ হয় এবং অর্থের বাজি না রেখে জুয়ার মতো না খেললেও তা শূকরের রক্তে হাত ডোবানোর মত পাপ হয়। *(আল-আদাবুল মুফরাদ ১২৭৭নং)*

গণক, জ্যোতিষী ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন নিষেধ

যারা কাঁকর, যবদানা ইত্যাদি মেরে (ফালনামা খুলে বা হাত চালিয়ে বা হস্তরেখা পড়ে অথবা রাশি গণনা করে) ভাগ্য-ভবিষ্যৎ তথা অজানা ও গায়েবী বিষয়ের খবর বলে, তাদের নিকট এসে ঐ শ্রেণীর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৈধ নয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُنَاسٌ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَالَ : ((لَيْسُوا

بِشَيْءٍ)) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَاناً بِشَيءٍ، فَيَكُونُ حَقّاً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ)). متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((إِنَّ المَلائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ – وَهُوَ السَّحَابُ – فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّماءِ ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ ، فَيَسْمَعُهُ ، فَيُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ)) .

(২০৫১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "ওরা অপদার্থ।" (অর্থাৎ ওদের কথার কোন মূল্য নেই)। তারা নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওরা তো কখনো কখনো আমাদেরকে কোন জিনিস সম্পর্কে বলে, আর তা সত্য ঘটে যায়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এই সত্য কথাটি জ্বিন (ফিরিশ্তার নিকট থেকে) ছোঁ মেরে নিয়ে তার ভক্তের কানে পৌঁছে দেয়। তারপর সে ঐ (একটি সত্য) কথার সাথে একশ'টি মিথ্যা মিশিয়ে দেয়।" *(বুখারী ৬২১৩, ৭৫৬১, মুসলিম ৫৯৫৩নং)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, যা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "ফিরিশ্তাবর্গ আল্লাহর বিধানসমূহ নিয়ে মেঘমালার অভ্যন্তরে অবতরণ করেন এবং সে সব কথাবার্তা আলোচনা করেন, যার সিদ্ধান্ত আসমানে হয়েছে। সুতরাং শয়তান অতি সংগোপনে লুকিয়ে তা শুনে ফেলে এবং ভবিষ্যৎ-বক্তা গণকদের মনে প্রক্ষিপ্ত করে। তারপর তার সাথে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে একশত মিথ্যা মিশ্রণ করে তা প্রচার করে।" *(বুখারী ৩২১০, ৩২৮৮নং)*

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ ، عَن بَعضِ أَزوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَضِيَ اللهُ عَنهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ((مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيلَة)) . رواه مسلم

(২০৫২) স্বাফিয়্যাহ বিন্তে আবূ উবাইদ নবী ﷺ-এর কোন স্ত্রী (হাফসাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন (গায়বী) বিষয়ে প্রশ্ন করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না।' *(মুসলিম ৫৯৫৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

(২০৫৩) আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হয়ে সে যা বলে তা সত্য মনে (বিশ্বাস) করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ (কুরআনের) প্রতি কুফরী করল।" *(আহমাদ ৯৫৩৬, হাকেম ১৫, সহীহুল জামে' ৫৯৩৯নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ)).

(২০৫৪) উক্ত আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মাসিকাবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করে অথবা স্ত্রীর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম করে অথবা কোন গণকের নিকট আসে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার সাথে সম্পর্কহীন হয়ে যায়।" *(আহমাদ ৯২৯০, আবূ দাউদ ৩৯০৬, তিরমিযী ১৩৫, ইবনে মাজাহ ৬৩৯নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ)) . رواه أبو داود بإسناد صحيح

(২০৫৫) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কিছু পরিমাণও জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষা করল, সে ব্যক্তি আসলে যাদু-বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। আর এইভাবে যত বেশী সে জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষা করবে আসলে তত বেশীই যাদু-বিদ্যা শিক্ষা করবে। (আর এ কথা বিদিত যে, যাদু শিক্ষা করা হল ইসলাম ও ঈমান-বিনাশী আমল।) *(আহমাদ ১/২২৭, ৩১১, আবূ দাউদ ৩৯০৫, ইবনে মাজাহ ৩৭২৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৯৩নং)*

وَعَنْ مُعاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِالجَاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالإِسْلاَمِ ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الكُهَّانَ ؟ قَالَ : ((فَلاَ تَأْتِهِمْ)) قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ؟ قَالَ : ((ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلاَ يَصُدُّهُمْ)) قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ؟ قَالَ : ((كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ ، فَذَاكَ)) . رواه مسلم

(২০৫৬) মুআবিয়াহ ইবনে হাকাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগের অত্যন্ত নিকটবর্তী (অর্থাৎ আমি অল্পদিন হল অন্ধযুগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি) এবং বর্তমানে আল্লাহ আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। আমাদের কিছু লোক গণকদের নিকট (ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জানতে) যায়।' তিনি বললেন, "তুমি তাদের কাছে যেও না।" আমি বললাম, 'আমাদের কিছু লোক অশুভ লক্ষণ মেনে চলে।' তিনি বললেন, "এ এমন জিনিস, যা তারা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে। সুতরাং এ (সব ধারণা) যেন তাদেরকে (বাঞ্ছিত কর্মে) বাধা না দেয়।" আমি নিবেদন করলাম, 'আমাদের মধ্যে কিছু লোক দাগ টেনে শুভাশুভ নিরূপণ করে।' তিনি বললেন, "(প্রাচীনযুগে) এক পয়গম্বর দাগ টানতেন। সুতরাং যার দাগ টানার পদ্ধতি উক্ত পয়গম্বরের পদ্ধতি অনুসারে হবে, তা সঠিক বলে বিবেচিত হবে (নচেৎ না)।" *(মুসলিম ১২২৭, ৫৯৫১নং)*

وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ. متفق عَلَيْهِ

(২০৫৭) আবূ মাসঊদ বাদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ২২৩৭, মুসলিম ৪০৯২নং)*

(অর্থাৎ, কুকুর বিক্রি করে, নিজের দাসীকে বেশ্যার কাজে এবং দাসকে গণকের কাজে খাটিয়ে অর্থ

উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন।)

عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلا تُطُيِّرَ لَهُ، وَلا تَكَهَّنَ وَلا تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ)).

(২০৫৮) ইমরান বিন হুস্বাইন ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (কোন বস্তু, ব্যক্তি কর্ম বা কালকে) অশুভ লক্ষণ বলে মানে অথবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ দেখা (পরীক্ষা) করা হয়, যে ব্যক্তি (ভাগ্য) গণনা করে অথবা যার জন্য (ভাগ্য) গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য (বা আদেশে) যাদু করা হয়।" *(ত্বাবারানী ১৪৭৭০, সহীহুল জামে' ৫৪৩৫নং)*

অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি হল বলা নিষেধ

عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدٍ ﷺ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَّةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟)) قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ((قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ)) . متفق عليه

(২০৫৯) যায়েদ ইবনে খালেদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুদাইবিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ানোর পর নবী ﷺ সকলের দিকে মুখ ক'রে বসে বললেন, "তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেন?" সকলে বলল, 'আল্লাহ ও তদীয় রসূল ভাল জানেন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে যে, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল', সে তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল', সে তো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের) এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)।" *(বুখারী ৮৪৬, ১০৩৮, মুসলিম ২৪০নং)*

عن أبي مَالِكٍ الأَشْعَرِىَّ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ».

(২০৬০) আবূ মালেক আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।" *(মুসলিম ২২০৩, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রাণীকে অভিসম্পাত করা

ঘোর নিষিদ্ধ

عَنْ أَبِي زَيدٍ ثَابتِ بنِ الضَّحَّاك الأَنصَارِيِّ ﷺ ، وَهُوَ مِنْ أهلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُهُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ)). متفق عَلَيْهِ

(২০৬১) আবূ যায়েদ সাবেত ইবনে যাহ্হাক আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি 'বায়আতে রিয্ওয়ান' (হুদাইবিয়াহ সন্ধির সময়ে কুরাইশের বিরুদ্ধে কৃত প্রতিজ্ঞার) অন্যতম সদস্য ছিলেন; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ব্যতীত ভিন্ন ধর্মের মিথ্যা কসম খেল, তাহলে সে তেমনি হয়ে গেল, যেমন সে বলল। যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করল, কিয়ামতের দিন তাকে সেই বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হবে। মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, তার মানত পূরণ করা তার পক্ষে জরুরী নয়। আর কোন মু'মিন ব্যক্তিকে **অভিসম্পাত করা**, তাকে হত্যা করার সমান।" *(বুখারী ৬০৪৭, ৬১০৫, ৬৬৫২, মুসলিম ৩১৬নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً)) . رواه مسلم

(২০৬২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন মহাসত্যবাদীর জন্য **অভিসম্পাতকারী** হওয়া সঙ্গত নয়।" *(মুসলিম ৬৭৭৩নং)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ ، وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه مسلم

(২০৬৩) আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **"অভিসম্পাত-কারীরা** কিয়ামতের দিনে না সুপারিশকারী হবে, আর না সাক্ষ্যদাতা।" *(মুসলিম ৬৭৭৫নং)*

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللّهِ ، وَلاَ بِغَضَبِهِ ، وَلاَ بِالنَّارِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(২০৬৪) সামুরাহ ইবনে জুন্দুব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা একে অন্যের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তাঁর গযব এবং জাহান্নামের আগুন দ্বারা **অভিসম্পাত করো না**।" *(আবূ দাঊদ ৪৯০৮নং, তিরমিযী ১৯৭৬, হাসান সহীহ)*

وعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلاَ اللَّعَّانِ ، وَلاَ الفَاحِشِ ، وَلاَ البَذِيِّ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(২০৬৫) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মুমিন কারো মর্মে ব্যথাদানকারী (কুৎসা, অপযশ ইত্যাদি ধরে বা রটিয়ে কারো সম্ভ্রমে খোঁটাদানকারী), অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও অসভ্য (চোয়াড়) হয় না।" *(তিরমিযী ১৯৭৭, সহীহুল জামে ৫২৫৭নং)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً ، صَعَدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيناً وَشِمَالاً ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغاً رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ ، فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لِذلِكَ ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا)) . رواه أَبُو داود

(২০৬৬) আবূ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "বান্দা যখন কোন কিছুকে অভিশাপ করে তখন সে অভিশাপ আকাশের প্রতি উঠে যায়। কিন্তু তাকে প্রবেশ করতে না দিয়ে আকাশের দরজাসমূহকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে সেখান হতে তা পুনরায় পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। কিন্তু তাকে আসতে না দিয়ে পৃথিবীর দরজাসমূহকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর তা ডাইনে-বামে বিচরণ করতে থাকে। পরিশেষে কোন গতিপথ না পেয়ে অভিশপ্তের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু (যাকে অভিশাপ করা হয়েছে সে) অভিশপ্ত (সঙ্গত কারণে) অভিশাপযোগ্য না হলে তা অভিশাপকারী ঐ বান্দার দিকে ফিরে যায়।" (অর্থাৎ, নিজের করা অভিশাপ নিজেকেই লেগে বসে!) *(আবূ দাউদ ৪৯০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৬৯নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ – وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم– فَلَعَنَهَا – فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ ».

(২০৬৭) ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকটে হাওয়াকে অভিশাপ করল। আল্লাহর রসূল ﷺ তা শুনে বললেন, "হাওয়াকে অভিশাপ করো না। কারণ, হাওয়া তো আদেশপ্রাপ্ত। (আল্লাহর তরফ থেকে যেমন আদেশ হয়, ঠিক তেমনই চলে।) আর যে ব্যক্তি কোন এমন কিছুকে অভিশাপ করে যা তার উপযুক্ত নয়। সে ব্যক্তির উপরেই সেই অভিশাপ ফিরে যায়।" (অর্থাৎ, নিজের মুখে নিজেকেই অভিশাপ করে!) *(আবূ দাউদ ৪৯১০, তিরমিযী ১৯৭৮, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫২৭নং)*

وَعَنْ عِمرَانَ بنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَامْرأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : ((خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوْهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ)). قَالَ عِمْرانُ : فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ .

رواه مسلم

(২০৬৮) ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সফরে ছিলেন। আনসারী এক মহিলা এক উটনীর উপর সওয়ার ছিল। সে বিরক্ত হয়ে উটনীটিকে অভিসম্পাত করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে (সঙ্গীদেরকে) বললেন, "এ উটনীর উপরে যা কিছু আছে সব নামিয়ে নাও এবং ওকে ছেড়ে দাও। কেননা, ওটি (এখন)

অভিশপ্ত।” ইমরান বলেন, ‘যেন আমি এখনো উটনীটিকে দেখছি, উটনীটি লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছে, আর কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না।’ *(মুসলিম ৬৭৬৯নং)*

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ . إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الجَبَلُ فَقَالَتْ : حَلْ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لاَ تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ)) . رواه مسلم

(২০৬৯) আবূ বার্যাহ নাযলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী বলেন, একবার এক যুবতী মহিলা একটি উটনীর উপর সওয়ার ছিল। আর তার উপর লোকেদের (সহযাত্রীদের) কিছু আসবাব-পত্র ছিল। ইত্যবসরে মহিলাটি নবী ﷺ-কে প্রত্যক্ষ করল। আর লোকেদের জন্য পার্বত্য পথটি সংকীর্ণ বোধ হল। মহিলাটি উটনীকে (দ্রুত গতিতে চলাবার উদ্দেশ্যে) বলল, ‘হাঃ! হে আল্লাহ! এর উপর অভিশাপ কর।’ তা শুনে নবী ﷺ বললেন, “ঐ উটনী যেন আমাদের সাথে না থাকে, যাকে অভিশাপ করা হয়েছে।” *(মুসলিম ৬৭৭১-৬৭৭২নং)*

জেনে রাখুন যে, দৃশ্যতঃ এই হাদীসের অর্থের ব্যাপারে জটিলতা দেখা দিতে পারে। অথচ এতে কোন জটিলতা নেই। কারণ, এর মমার্থ হল যে, উটনীটিকে অভিশাপ করা হয়েছে, অতএব তা যেন তাঁদের সাথে না থাকে। এর মানে এই নয় যে, উটনীটিকে যবেহ করা, বিক্রি করা, তার উপর আরোহণ করা ইত্যাদি নিষেধ। বরং এ সকল তথা অন্য সমস্ত প্রকার উপকার তার দ্বারা গ্রহণ করা বৈধ। যা নিষিদ্ধ হল, তা নবী ﷺ-এর কাফেলায় থাকা। সুতরাং তা ব্যতীত অবশিষ্ট দিকগুলি পূর্ববৎ বৈধ থাকবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ ».

(২০৭০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর, তোমাদের সন্তান-সন্ততির উপর, তোমাদের ভৃত্যদের উপর এবং তোমাদের সম্পদের উপরও বদদুআ করো না। যাতে আল্লাহু তাবারাকা অতাআলার তরফ হতে এমন মুহূর্ত তোমাদের অনুকূল না হয়ে যায়, যে মুহূর্তে কিছু প্রার্থনা করলে তোমাদের জন্য তা মঞ্জুর করা হয়।” *(আবূ দাউদ ১৫৩৪, সহীহুল জামে ৭২৬৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: « إِنِّى لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ».

(২০৭১) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, বলা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের উপর বদ্দুআ করুন।’ তিনি বললেন, “আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি, বরং আমি কেবল রহমত (করুণা)রূপে প্রেরিত হয়েছি।” *(মুসলিম ৬৭৭৮নং)*

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: ((.....فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِى فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِى فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِى فَقَالَ إِنَّ

اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِى مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ. ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِى رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِى بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ ». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ».

(২০৭২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, “আমি তায়েফ থেকে প্রস্থান করলাম। সে সময় আমি নিদারুন বেদনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। ‘ক্বারনুষ ষাআলিব’ (বর্তমানে আস-সাইলুল কাবীর; যা রিয়ায ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেদের মীকাত)-এ এসে পরিপূর্ণ চৈতন্যপ্রাপ্ত হই। মাথা তুলে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে আছে। লক্ষ্য করে দেখি তাতে জিবরীল ﷺ রয়েছেন। তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বললেন, ‘আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে আল্লাহ তার সবকিছুই শুনেছেন ও দেখেছেন। এক্ষণে তিনি পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তাকে আপনার খিদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে তাঁকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন।’ অতঃপর পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তা আমাকে আহবান জানিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে নিশ্চয় আল্লাহ তা শুনেছেন। আর আমি পর্বতের ফিরিশ্তা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ দিন। যদি আপনি চান যে, আমি মক্কার দুই পাহাড়কে একত্রিত করে ওদেরকে পিষে ধ্বংস করে দিই, তাহলে তাই হবে।’ কিন্তু আমি বললাম, “না, বরং আমি এই আশা করি যে, আল্লাহ ঐ জাতির পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন; যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। *(বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ৪৭৫৪নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا. فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ « اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ ».

(২০৭৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তুফাইল বিন আম্‌র আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! দাওস গোত্র অবাধ্য এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের উপর বদ্দুআ করুন।’ এ কথার পর লোকেরা ভাবল যে, তিনি এবার তাদের উপর বদ্দুআ করবেন। কিন্তু তিনি দুআ করে বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি দাওস গোত্রকে হেদায়াত কর এবং তাদেরকে (আমার নিকট) আনয়ন কর।” *(বুখারী ৪৩৯২, মুসলিম ৬৬১১নং)*

অনির্দিষ্টরূপে পাপিষ্ঠদেরকে অভিসম্পাত করা বৈধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } [هود : ١٨]

অর্থাৎ, সাবধান! অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। *(সূরা হূদ ১৮ আয়াত)*

অন্যত্র তিনি বলেন,

{ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } [الأعراف : ٤٤]

অর্থাৎ, অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। *(সূরা আ'রাফ ৪৪ আয়াত)*

সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لَعنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ)).

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই নারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে অপরের মাথায় নকল চুল জুড়ে দেয়। আর সেই নারীর উপরেও, যে অন্য নারীর দ্বারা (নিজ মাথায়) নকল চুল সংযুক্ত করায়।" *(বুখারী ৫৯৩৩, মুসলিম ৫৬৮৭নং)*

وَأَنَّهُ قَالَ : ((لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا)).

তিনি বলেন, "আল্লাহ সূদখোরকে অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন)।" *(আহমাদ ৩৮০৯নং)*

وأَنَّهُ لَعَنَ المُصَوِّرِينَ.

তিনি ছবি নির্মাতাকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ৫৩৪৭নং)*

وأَنَّهُ قَالَ : ((لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ)). أيْ حُدُودَهَا.

তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জমি জায়গার সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন)। *(মুসলিম ৫২৩৯-৫২৪০নং)*

وأَنَّهُ قَالَ : ((لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيهِ)).

তিনি বলেন, "যে নিজ মাতা-পিতাকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা করে তাকেও আল্লাহ অভিসম্পাত করুন (অথবা করেছেন)।" *(ঐ)*

وَلَعَنَ اللهُ من ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ .

"এবং সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন), যে গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য পশু যবেহ করে।" *(ঐ)*

وأَنَّهُ قَالَ : ((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ)).

তিনি বলেন, "আল্লাহ চোরকে অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন), যে চোর ডিম চুরি করে।" *(বুখারী ৬৭৮৩, মুসলিম ৪৫০৩নং)*

وَأَنَّه قَالَ : ((مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَة والنَّاسِ أجْمَعِينَ)).

তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি মদীনায় কোন প্রকার বিদআত (আবিষ্কার) করে অথবা কোন বিদআতী লোককে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তামণ্ডলী এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।" *(বুখারী ১৮৭০, মুসলিম ৩৩৮৯নং)*

وأنَّه قَالَ : ((اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً ، وَذَكْوَانَ، وعُصَيَّةَ : عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ)). وهذِهِ ثَلاَثُ قَبَائِلَ مِنَ العَرَبِ .

তিনি এভাবে (বদ্দুআ) ক'রে বলেছেন, "হে আল্লাহ! রি'ল, যাকওয়ান ও উসাইয়াহ গোত্রসমূহের উপর অভিশাপ কর। কেননা, তারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতা করেছে।" *(মুসলিম ১৫৯০নং)*

আর এ তিনটিই ছিল আরবের এক একটি গোত্রের নাম।

وَأَنَّهُ قَالَ : ((لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)).

তিনি বলেন, "আল্লাহ ইয়াহুদকে অভিসম্পাত করুন (অথবা করেছেন), তারা তাদের পয়গম্বরদের সমাধিসমূহকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে।" *(বুখারী ১৩৩০, মুসলিম ১২১২নং)*

وَأَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

তিনি সেই সকল পুরুষকেও অভিশাপ করেছেন, যারা নারীদের সাদৃশ্য ও আকৃতি গ্রহণ করে। তেমনি সেই সব নারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য ও আকৃতি অবলম্বন করে থাকে। *(ইবনে মাজাহ ১৯০৪নং)*

উক্ত বাণীসমূহ বিশুদ্ধ হাদীসে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে কিছু হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। আর কিছু হাদীস তার মধ্যে কোন একটিতে উদ্ধৃত হয়েছে। আমি এখানে তার প্রতি সংক্ষিপ্তভাবে আভাস দিয়েছি মাত্র। উক্ত হাদীসগুলির অধিকাংশই এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করব ইন শা-আল্লাহ।

আল্লাহকে গালি

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ».

(২০৭৪) আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কষ্টদায়ী কথা শুনে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ অপেক্ষা বেশি সহ্যশীল অন্য কেউ নেই। তাঁর সাথে শির্ক করা হয়, তাঁর প্রতি সন্তান আরোপ করা হয়, অতঃপর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা ও রুযী দান করে থাকেন।" *(বুখারী ৬০৯৯, মুসলিম ৭২৫৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُئًا أَحَدٌ)).

(২০৭৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, অথচ এটা তার জন্য বৈধ নয়। সে আমাকে গালি দেয়, অথচ

এটাও তার জন্য বৈধ নয়। আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করা হল তার এই বলা যে, 'যেমন তিনি আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তেমন পুনর্বার আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।' অথচ প্রথম সৃষ্টি পুনর্বার ফিরিয়ে আনার তুলনায় সহজ নয়। আর আমাকে গালি দেওয়া হল তার এই বলা যে, 'আল্লাহর সন্তান আছে।' অথচ আমি একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ। জন্ম দিইনি, জন্ম নিইনি এবং আমার সমকক্ষ কেউ নেই।" *(বুখারী ৪৯৭৪-৪৯৭৫নং)*

সাহাবাকে গালি

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)).

(২০৭৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমার সাহাবাকে গালি দিয়ো না। যেহেতু যাঁর হাতে আমার জান আছে তাঁর কসম! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পর্বতসম স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও তা তাদের কারো মুদ্দ্ (৬২৫ গ্রাম) বরং অর্ধমুদ্দ্ পরিমাপেও পৌঁছবে না।" *(বুখারী ৩৬৭৩, মুসলিম ৬৬৫২নং)*

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((لا تسبوا أصحابى لعن الله من سب أصحابى)).

(২০৭৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার সাহাবাকে গালি দিয়ো না। যে ব্যক্তি আমার সাহাবাকে গালি দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ করেন।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৪৭৭১,, সঃ জামে' ৫১১১নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)).

(২০৭৮) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার সাহাবাগণকে গালি দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাবর্গ এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ হোক।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১২৫৪১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩৪০নং)*

এক বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, "আল্লাহ তার নিকট থেকে কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না।"

وعن علي ﷺ قال: يهلك في رجلان مفرط في حبي ومفرط في بغضي.

(২০৭৯) আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে। প্রথম হল, আমার ভালোবাসায় সীমা অতিক্রমকারী এবং দ্বিতীয় হল, আমার বিদ্বেষে সীমা অতিক্রমকারী। *(শাইবানীর কিতাবুস সুন্নাহ ৯৭৪ নং, যিলালুল জান্নাহ ৯৮৪নং)*

পিতামাতাকে গালি

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ « نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ ».

(২০৮০) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া অন্যতম মহাপাপ।" লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! নিজ পিতা-মাতাকে কেউ কি গালি দেয়?! তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যখন অপরের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয়, যখন অপরের মাতাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাতাকে গালি দেয়!" *(বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ২৭৩নং)*

কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি-গালাজ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتالُهُ كُفْرٌ)). متفق عَلَيْهِ

(২০৮১) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।" *(বুখারী ৪৮, ৬০৪৪, মুসলিম ২৩০নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

وَعَنْ أَبي ذَرٍّ ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفِسْقِ أَوِ الكُفْرِ ، إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كذَلِكَ)) . رواه البخاري

(২০৮২) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি এ কথা বলতে শুনেছেন যে, "যখন কোন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি 'ফাসেক' অথবা 'কাফের' বলে অপবাদ দেয়, তখনই তা তার উপরেই বর্তায়; যদি তার প্রতিপক্ষ তা না হয়।" *(বুখারী ৬০৪৫নং)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم قال: « لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ ».

(২০৮৩) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও পরের বাপকে বাপ বলে দাবী করে সে কুফরী করে, যে ব্যক্তি কোন এমন বস্তু কারো নিকট হতে দাবী করে যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন নিজের বাসস্থান দোযখে বানিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে 'ফাসেক' বলে অথবা 'আল্লাহর দুশমন' বলে

অথচ সে তা নয় তবে সে (বলা গালি) তারই উপর বর্তায়।” *(মুসলিম ২২৬নং)*

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((الرِّبا اثْنانِ وَسَبْعُونَ بَاباً أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ . وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطالَةُ الرَّجُلِ فِي عَرْضِ أَخِيه)).

(২০৮৪) বারা’ বিন আযেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সূদ (খাওয়ার পাপ হল) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সূদ হল নিজ (মুসলিম) ভাইয়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।” *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৭১৫১, হাকেম ২২৫৯, শুআবুল ঈমান বাইহাকী ৫৫১৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৭১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((المُتَسَابَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى البَادِي مِنهُمَا حَتَّى يَعْتَدِي المَظْلُومُ)). رواه مسلم

(২০৮৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আপোসে গালাগালিতে রত দু’জন ব্যক্তি যে সব কুবাক্য উচ্চারণ করে, সে সব তাদের মধ্যে সূচনাকারীর উপরে বর্তায়; যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি (প্রতিশোধ গ্রহণে) সীমা অতিক্রম করে।” *(আহমাদ ১০৩২৯, মুসলিম ৬৭৫৬, আবূ দাউদ ৪৮৯৪নং, তিরমিযী)*

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي عَلَيَّ بَأْسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟ قَالَ: ((الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ)).

(২০৮৬) ইয়ায বিন হিমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর নবী! আমার চাইতে ছোট হয়েও আমার সম্প্রদায়ের কোন লোক যদি আমাকে গালি-গালাজ করে, তাহলে আমি তার প্রতিশোধ নিলে দোষ আছে কি?’ উত্তরে তিনি বললেন, “উভয় গালমন্দকারী দুই শয়তান। এরা পরস্পরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং অসত্য বলে।” *(আহমাদ ১৭৪৮৩, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে’ ৬৬৯৬নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شرِبَ قَالَ : ((اِضرِبُوهُ)). قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ : أَخْزَاكَ اللهُ ! قَالَ : ((لا تَقُولُوا هَذَا ، لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَان)) . رواه البخاري

(২০৮৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ পান করেছে এমন এক ব্যক্তিকে নবী ﷺ-এর নিকট হাজির করা হল। তিনি আদেশ দিলেন, ‘ওকে তোমরা মার।’ আবূ হুরাইরা বলেন, (তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমরা তাকে মারতে আরম্ভ করলাম।) আমাদের কেউ তাকে হাত দ্বারা মারতে লাগল, কেউ আপন জুতা দ্বারা, কেউ নিজ কাপড় দ্বারা। অতঃপর যখন সে ফিরে যেতে লাগল, তখন কিছু লোক বলে উঠল, ‘আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক।’ তা শুনে নবী ﷺ বললেন, “এরূপ বলো না এবং ওর বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করো না।” *(বুখারী ৬৭৭৭নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَومَ

القِيَامَةِ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)). متفق عَلَيْهِ

(২০৮৮) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ মালিকানাধীন দাসের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেবে, কিয়ামতের দিন তার উপর হদ্ (দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করা হবে। তবে সে যা বলেছে, দাস যদি তাই হয় (তাহলে ভিন্ন কথা।)" *(বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ৪৪০১নং)*

عن ابن عمر ﷺ قال قال رسول اللهُ ﷺ: ((إذا سَبَّكَ رَجُلٌ بما يَعْلَمُ مِنْكَ فلا تَسُبَّهُ بما تَعْلَمُ مِنْهُ فَيَكُونَ أجْرُ ذلك لك وَوَبالُهُ عليه)).

(২০৮৯) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি তোমাকে তোমার সে বিষয় নিয়ে গালি দেয় যা সে জানে, তখন তুমি সেই ব্যক্তিকে সেই বিষয় ধরে গালি দিয়ো না, যা তুমি ওর মধ্যে আছে তা জান। এতে তোমার পূণ্য লাভ হবে এবং ওর উপর হবে পাপের বোঝা।" *(সহীহুল জামে' ৫৯৪নং)*

عن جابر بن سليم الهجيمي عن النبي ﷺ قال: ...((وإن امْرُؤٌ شَتَمَكَ وعَيَّرَكَ بأمْرٍ لَيْسَ هُوَ فِيكَ فلا تُعَيِّرْهُ بِأمْرٍ هُوَ فِيهِ ودَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْه وأجْرُهُ لَكَ ولا تَسُبَّنَّ أحَداً)).

(২০৯০) জাবের বিন সুলাইম হুজাইমী ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "---আর যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় এবং যে ত্রুটি তোমার মধ্যে নেই তা নিয়ে তোমাকে লজ্জা দেয়, তাহলে তুমি তাকে সেই ত্রুটি নিয়ে ওকে লজ্জা দিয়ো না, যা ওর মধ্যে আছে। ওকে উপেক্ষা করে চল। ওর পাপ ওর উপর এবং তোমার পুণ্য তোমার জন্য। আর অবশ্যই কাউকে গালি দিয়ো না।" *(ইবনে হিব্বান ৫২১, ত্বায়ালিসী ১২০৮, সহীহুল জামে' ৯৮নং)*

মৃতকে গালি

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا)) . رواه البخاري

(২০৯১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিয়ো না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।" (অর্থাৎ, তার ফল ভোগ করছে।) *(বুখারী ১৩৯৩নং)*

عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ)).

(২০৯২) মুগীরা বিন শু'বাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিয়ে জীবিতদেরকে কষ্ট দিয়ো না।" *(আহমাদ ১৮২১০, সহীহ তিরমিযী ১৯৮২নং)*

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « لاَ تُؤْذُوا مُسْلِمًا بِشَتْمِ كَافِرٍ ».

(২০৯৩) সাঈদ বিন যায়দ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা কাফেরকে গালি দিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দিয়ো না।' *(বাইহাক্বী ৭৪৩৯, হাকেম ১৪২০, সহীহুল জামে' ৭১৯১নং)*

জ্বরকে গালি দেওয়া মকরূহ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ ، أَو أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : ((مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ ـ أَو يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ ـ تُزَفْزِفِينَ ؟)) قَالَتْ : الحُمَّى لاَ بَارَكَ اللهُ فِيهَا ! فَقَالَ : ((لاَ تَسُبِّي الحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ)) . رواه مسلم

(২০৯৪) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) উম্মে সায়েব কিংবা উম্মে মুসাইয়িবের নিকট প্রবেশ ক'রে বললেন,"হে উম্মে সায়েব কিংবা উম্মে মুসাইয়িব! তোমার কি হয়েছে যে, থর্‌থর্‌ করে কাঁপছ?" সে বলল, 'জ্বর হয়েছে; আল্লাহ তাতে বর্কত না দেন।' (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, "জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর তো আদম সন্তানের পাপ মোচন করে; যেমন হাপর (ও ভাটি) লোহার ময়লা দূর ক'রে ফেলে।" *(মুসলিম ৬৭৩৫নং)*

ঝড়-বাতাসকে গালি দেওয়া নিষেধ ও ঝড়ের সময় দুআ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم: « لاَ تَلْعَنْ الريحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ ».

(২০৯৫) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হাওয়াকে অভিশাপ দিয়ো না। যেহেতু হাওয়া তো আদেশপ্রাপ্ত, (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ। আর যে ব্যক্তি কোন নির্দোষ নিরপরাধ বস্তুকে অভিশাপ করে, তার প্রতিই সেই অভিশাপ প্রত্যাবৃত্ত হয়।" *(আবু দাউদ ৪৯১০, তিরমিযী ১৯৭৮, সহীহুল জামে' ৭৪৪৭নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((الرِّيحُ مِنْ رَوحِ اللهِ ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأتِي بِالعَذَابِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا ، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا ، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا)) .

رواه أبو داود بإسناد حسن

(২০৯৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "বায়ু আল্লাহর আশিস, যা রহমত আনে এবং আযাবও আনে। কাজেই তোমরা যখন তা বইতে দেখবে, তখন তাকে গালি দিও না। বরং আল্লাহর নিকট তার ইষ্ট প্রার্থনা কর এবং তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" *(আবূ দাউদ ৫০৯৯নং, হাসান সূত্রে)*

عَن أَبِي الْمُنذِرِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ . وَنَعُوذُ

بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(২০৯৭) আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা ঝড়কে গালি দিয়ো না। যখন তোমরা অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করবে, তখন এই দুআ পড়বে। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিন খাইরি হাযিহির রীহি অখাইরি মা ফীহা অখাইরি মা উমিরাত বিহ। অনাঊযু বিকা মিন শার্রি হাযিহির রীহি অশার্রি মা ফীহা অশার্রি মা উমিরাত বিহ।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এই ঝড়ের কল্যাণ, ওর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং যার আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ। এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই বায়ুর অনিষ্ট হতে ওর মধ্যে নিহিত অনিষ্ট এবং যার আদিষ্ট হয়েছে তার অনিষ্ট হতে। *(তিরমিযী ২২৫২, হাসান সহীহ, সহীহুল জামে' ৭৩১৫নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ)) . رواه مسلم

(২০৯৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঝড়-তুফান চলা কালে আল্লাহর রসূল এই দুআ করতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা ফীহা অখাইরা মা উরসিলাত বিহ, অআঊযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি মা ফীহা অশার্রি মা উরসিলাত বিহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর এর অনিষ্ট, এর মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি। *(মুসলিম ২১২২, তিরমিযী ৩৪৪৯নং)*

যুগ-জামানাকে গালি

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ ».

(২০৯৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা যুগকে গালি দিয়ো না। যেহেতু আল্লাহই যুগের বিবর্তনকারী।" *(মুসলিম ৬০০৩নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِى ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنِّى أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا ».

وفي رواية : « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِى ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ».

(২১০০) আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়; বলে, 'হায়রে দুর্ভাগা যুগ!' সুতরাং তোমাদের

কেউ যেন অবশ্যই না বলে, 'হায়রে দুর্ভাগা যুগ!' কারণ, আমিই তো যুগ (যুগের আবর্তনকারী)। তার রাত ও দিনকে আমিই আবর্তন করে থাকি। অতঃপর আমি যখন চাইব তখন উভয়কে নিশ্চল করে দেব।" (মুসলিম ৬০০ ১নং)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ বলেন, আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে; সে কাল-কে গালি দেয়। অথচ আমিই তো কাল (বিবর্তনকারী)। আমিই দিবা-রাত্রিকে আবর্তন করে থাকি।" *(মুসলিম ৬০০০, প্রমুখ)*

মোরগকে গালি দেওয়া নিষেধ

عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ)).

رواه أبو داود بإسناد صحيح

(২১০১) যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কারণ, সে নামাযের জন্য জাগিয়ে থাকে।" *(আবূ দাউদ ৫১০৩, বিশুদ্ধ সূত্রে, সহীহুল জামে' ৭১৯১নং)*

শয়তানকে গালি

وعن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((لاَ تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ)).

(২১০২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা শয়তানকে গালি দিয়ো না; বরং ওর অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।" *(সহীহুল জামে ৭৩১৮-নং)*

عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قال النبي ﷺ: « لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولَ بِقُوَّتِى وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ ».

(২১০৩) আবূ মালীহ এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, (কোন বিপদকালে) বলো না যে, 'শয়তান ধ্বংস হোক।' যেহেতু এতে সে স্ফীত হয়ে ঘরের সমান হয় এবং বলে, 'আমি নিজ শক্তিতে ওকে বিপদগ্রস্ত করেছি।' বরং তুমি বলো, 'বিসমিল্লাহ।' এ কথা বললে, সে মাছির মত ছোট হয়ে যায়। *(আহমাদ ২০৫৯২, আবূ দাউদ ৪৯৮৪, সহীহুল জামে' ৭২৭৮-নং)*

কোন মুসলিমকে 'কাফের' বলে ডাকা হারাম

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ)). متفق عليه

(২১০৪) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কেউ তার মুসলিম ভাইকে 'কাফের' বলে, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের উপর তা বর্তায়, যা বলেছে তা যদি সঠিক হয়, তাহলে তো ভাল। নচেৎ (যে বলেছে) তার উপর ঐ কথা ফিরে যায় (অর্থাৎ, সে 'কাফের' হয়)।" *(বুখারী ৬১০৪, মুসলিম ২২৫নং)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ ، أَو قَالَ : عَدُوَّ اللهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ)) . متفق عليه

(২১০৫) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "যে কাউকে 'ওরে কাফের' বলে ডাকে অথবা 'ওরে আল্লাহর দুশমন' বলে অথচ বাস্তবিক ক্ষেত্রে যদি সে তা না হয়, তাহলে তার (বক্তার) উপর তা বর্তায়।" *(বুখারী ৩৫০৮ আংশিক, মুসলিম ২২৬নং)*

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((.....وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ)).

(২১০৬) আবূ ক্বিলাবাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, সাবেত বিন যাহহাক তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি (হুদাইবিয়ার) গাছের নিচে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে বাইআত করেছেন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,"----- যে ব্যক্তি যে অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তিকে সেই অস্ত্র দ্বারাই কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করানো হবে। যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে অভিসম্পাত করবে, তা হবে তাকে হত্যা করার সমান। যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে 'কাফের' বলে অপবাদ দেবে, তা হবে তাকে হত্যা করার সমান (পাপ)।" *(বুখারী ৬০৪৭, মুসলিম ৩১৬, আবূ দাউদ ৩২৫৭ নং, নাসাঈ, তিরমিযী)*

অশ্লীল ও অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করা নিষেধ

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلاَ اللَّعَّانِ ، وَلاَ الفَاحِشِ ، وَلاَ البَذِيِّ)) رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(২১০৭) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মু'মিন খোঁটা দানকারী, অভিশাপকারী, নির্লজ্জ ও অশ্লীলভাষী হয় না।" *(তিরমিযী ১৯৭৭নং, হাসান)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(২১০৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে বস্তুর মধ্যে অশ্লীলতা থাকবে, তা তাকে দূষিত ক'রে ফেলবে, আর যে জিনিসের মধ্যে লজ্জা-শরম থাকবে, তা তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত ক'রে তুলবে।" *(তিরমিযী ১৯৭৪নং, হাসান)*

উট বা অন্যান্য পশুর গলায় ঘন্টা বাঁধা বা সফরে কুকুর এবং ঘুঙুর সঙ্গে রাখা মকরূহ

عَن أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((لاَ تَصْحَبُ المَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ)).

رواه مسلم

(২১০৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই কাফেলার সঙ্গে (রহমতের) ফিরিশ্তা থাকেন না, যাতে কুকুর কিংবা ঘুঙুর থাকে।" *(মুসলিম ৫৬৬৮, আবূ দাঊদ ২৫৫৭নং)*

وَعَنْه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ)) . رواه مسلم

(২১১০) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ঘন্টা বা ঘুঙুর শয়তানের বাঁশি।" *(মুসলিম ৫৬৭০নং)*

পানাহার, পবিত্রতা অর্জন তথা অন্যান্য ক্ষেত্রে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : ((الَّذِيْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)). متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : ((إِنَّ الَّذِي يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ)).

(২১১১) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে তার উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্ ক'রে পান করে।" *(বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ৫৫০৬নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি রূপা ও সোনার পাত্রে আহার অথবা পান করে (সে আসলে তার উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্ করে পান করে)।" *(মুসলিম ৫৫০৮-নং)*

وَعَنْ حُذَيفَةَ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَقَالَ : ((هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ)) . متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَينِ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : ((لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلاَ تَأكُلُوا فِي صِحَافِهَا)) .

(২১১২) হুযাইফাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, মোটা ও পাতলা রেশমের বস্ত্র পরিধান করতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে। আর তিনি বলেছেন, "উল্লিখিত সামগ্রীগুলো দুনিয়াতে ওদের (কাফেরদের) জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের (মুসলমানদের) জন্য।" *(বুখারী ৫৬৩২, মুসলিম ৫৫১৫নং)*

এ গ্রন্থদ্বয়ের অন্য বর্ণনায়, হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা মোটা ও পাতলা রেশমের কাপড় পরিধান করো না,

সোনা-রূপার পাত্রে পান করো না এবং তার থালা-বাসনে আহার করো না।” *(বুখারী ৫৪২৬, মুসলিম ৫৫২১নং)*

وَعَنْ أَنَسِ بنِ سِيرين ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ ؛ فَجِيءَ بفَالُوذَجٍ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمْ يَأكُلْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : حَوِّلْهُ ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ . رواه البيهقي بإسناد حسن

(২১১৩) আনাস ইবনে সীরীন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের কাছে আনাস ইবনে মালেক ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রূপার পাত্রে ‘ফালূযাজ’ (নামক এক প্রকার মিষ্টান্ন) আনা হল। তিনি (আনাস ইবনে মালেক) তা খেলেন না। তাদেরকে বলা হল যে, ওটার পাত্র পাল্টে দাও। সুতরাং তা পাল্টে কাঠের পাত্রে রাখা করাল এবং তা তাঁর নিকট হাজির করা হল। তখন তিনি তা খেলেন।” *(বাইহাকী ১০৫নং, হাসানসূত্রে)*

মানুষকে হাসানো

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « وَيْلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ ».

(২১১৪) বাহয বিন হাকীম বলেন, আমার পিতা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির, যে মিথ্যা বলে লোকেদেরকে হাসায়। দুর্ভোগ তার জন্য, দুর্ভোগ তার জন্য।” *(আবু দাউদ ৪৯৯২নং, তিরমিযী ২৩১৫, সহীহুল জামে’ ৭০১৩নং)*

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار)).

(২১১৫) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “শোনো! তোমাদের কেউ এমন কথা বলে; যার দ্বারা সে লোকেদেরকে হাসাতে চায়, সে ব্যক্তি সম্ভবতঃ আকাশ হতে দূরবর্তী স্থানে নিপতিত হয়। শোনো! তোমাদের মধ্যে কোন মানুষ এমন কথা বলে; যার দ্বারা সে নিজ সঙ্গীদেরকে হাসাতে চায় সম্ভবতঃ তার দরুন আল্লাহ ঐ মানুষের উপর ক্রোধান্বিত হন এবং তাকে জাহান্নামে না দেওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন না।” *(আবুশ শাইখ, সঃ তারগীব ২৮৭৭নং)*

কুকর পোষার বিধান

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ

صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ)). متفق عليه. وفي رواية : ((قِيرَاطٌ)) .

(২১১৬) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি শিকারী অথবা পশুরক্ষক কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পোষে, তার নেকী থেকে প্রত্যেক দিন দুই ক্বীরাত্ব পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।" *(মালেক, বুখারী ৫৪৮০-৫৪৮২, মুসলিম ৪১০৬-৪১১২নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

অন্য বর্ণনায় আছে, "এক ক্বীরাত্ব সওয়াব কমে যায়।"

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً، فَإِنَّهُ ينْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)) . متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : ((مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ)).

(২১১৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুকুর বাঁধে (পালে), তার আমল (নেকী) থেকে প্রত্যহ এক ক্বীরাত্ব পরিমাণ কমে যায়।" *(বুখারী ২৩২২, মুসলিম ৪১১৩-৪১১৮নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে, যা শিকারের জন্য নয়, পশু রক্ষার জন্য নয় এবং ক্ষেত পাহারার জন্য নয়, সে ব্যক্তির নেকী থেকে প্রত্যেক দিন দুই ক্বীরাত্ব পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।" *(এখানে ক্বীরাত ঠিক কত পরিমাণ, তা আল্লাহই জানেন।)*

عن أبي طلحة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: « لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ ».

(২১১৮) আবূ তালহা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে গৃহে (রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি (বা ছবি) থাকে।" *(আহমাদ, বুখারী ৩৩২২, মুসলিম ৫৬৩৭, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭২৬২নং)*

(২১১৯) একদা মহানবী ﷺ-এর গৃহে একটি কুকুর প্রবেশ করলে জিবরীল প্রবেশ করেননি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জিবরীল বলেছিলেন,

((إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ)).

"আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে মূর্তি (বা ছবি) অথবা কুকুর থাকে।" *(বুখারী ৩২২৭, মুসলিম ৫৬৩৩নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ».

(২১২০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর চাঁটলে তার পবিত্রতার বিধান হল, তা প্রথমবার মাটি দিয়ে মেঁজে সাতবার ধৌত কর।" *(বুখারী ১৭২, মুসলিম ৬৭৭নং)*

কোন মুসলমানের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা হারাম, তা

সত্যিসত্যি হোক অথবা ঠাট্টা ছলেই হোক। অনুরূপভাবে নগ্ন তরবারি দেওয়া-নেওয়া করা নিষিদ্ধ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لاَ يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)) . متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ : ((مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ)).

(২১২১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তার কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন ক'রে ইশারা না করে। কেননা, সে জানে না হয়তো শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে দেবে, ফলে (মুসলিম হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।" *(বুখারী ৭০৭২, মুসলিম ৬৮-৩৪নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের প্রতি কোন লৌহদন্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে, সে ব্যক্তিকে ফিরিশ্তাবর্গ অভিশাপ করেন; যতক্ষণ না সে তা ফেলে দিয়েছে। যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।" *(মুসলিম ৬৮-৩২নং)*

(অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত ক'রে ভয় দেখানো গোনাহর কাজ।)

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً . رواه أبو داود والترمذي، وقال : ((حديث حسن))

(২১২২) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নগ্ন তরবারি পরস্পর দেওয়া-নেওয়া করতে নিষেধ করেছেন। (কারণ, তাতে হাত-পা কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে)। *(আবূ দাউদ ২৫৯০,, তিরমিযী ২১৬৩নং হাসান)*

যা নেই, তার পরিতৃপ্তি প্রকাশ করা বৈধ নয়

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((إنّ الله تعالى إذا أنْعَمْ على عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أنْ يَرَى أثَرَ النِّعْمَةِ علَيْهِ وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ والتَّباؤُسَ ويُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ ويحِبُّ الحَيَّ العَفيفَ المُتَعفِّفَ)).

(২১২৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে কোন সম্পদ দান করেন, তখন তিনি তার চিহ্ন ঐ বান্দার উপর দেখা যাক তা পছন্দ করেন। আর তিনি অভাব ও দীনতা প্রকাশ করাকে অপছন্দ করেন। নাছোড়-বান্দা হয়ে যাচ্ঞাকারীকে ঘৃণা বাসেন এবং লজ্জাশীল ও যাচ্ঞা করে না এমন পবিত্র মানুষকে তিনি ভালোবাসেন।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৬২০২, সহীহুল জামে ১৭১১নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ

مَعْرُوفٌ فَلْيَجْزِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَجْزِيهِ ، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ ، فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَىْ زُورٍ)).

(২১২৪) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দান করা হয় সে ব্যক্তির উচিত, দেওয়ার মত কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান (প্রত্যুপহার) দেওয়া। দেওয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে সে তার কৃতজ্ঞতা (বা শুকরিয়া) আদায় করে দেয়, যে ব্যক্তি (উপহার) গোপন করে (প্রতিদান দেয় না বা শুক্‌র আদায় করে না) সে কৃতঘ্নতা (বা নাশুক্‌রী) করে। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাকে দেওয়া হয়নি সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মত। *(তিরমিযী ২০৩৪, আবূ দাউদ ৪৮১৩, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৫৪নং)*

عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَتْ إِنَّ لِى ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِى بِمَا لَمْ يُعْطِنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ».

(২১২৫) আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার এক স্বপত্নী আছে। তাই স্বামী আমাকে যা দেয় না, তা নিয়ে যদি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করি তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে কি?' নবী ﷺ বললেন, "যা দেওয়া হয়নি তা নিয়ে পরিতৃপ্তি প্রকাশকারী মিথ্যা দুই বস্ত্র পরিধানকারীর ন্যায়।" *(বুখারী ৫২১৯, মুসলিম ৫৭০৬নং)*

শয়তান, পশু ও কাফেরদের অনুকরণ করা নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشرَبُ بِالشِّمَالِ)) . رواه مسلم .

(২১২৬) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা বাম হাতে আহার করো না। কারণ, শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার করে।" *(মুসলিম ৫৩৮৩নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا)) . رواه مسلم

(২১২৭) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন বাম হাত দিয়ে অবশ্যই আহার না করে এবং তা দিয়ে অবশ্যই পানও না করে। কেননা, শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার ক'রে থাকে।" *(মুসলিম ৫৩৮৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى)).

(২১২৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, মোছ ছেঁটে ফেল এবং সাদা চুল-দাড়ি রাঙিয়ে ফেল। আর ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(আহমাদ ৮-৬৭২, সহীহুল জামে' ১০৬৭ নং)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارى لاَ يَصْبِغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ)) . متفق عَلَيْهِ

(২১২৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ইহুদী-খ্রিস্টানরা (দাড়ি-মাথার চুলে) কলপ লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিরোধিতা করো।" (অর্থাৎ, তোমরা তা লাগাও।) *(বুখারী ৩৪৬২, মুসলিম ৫৬৩২নং)*

উদ্দেশ্য হল, হলুদ অথবা লাল রঙ দিয়ে দাড়ি ও মাথার চুল রঙানো। পক্ষান্তরে কালো কলপ ব্যবহার নিষিদ্ধ। যেমন অন্যত্র সে কথা উল্লেখ করব---ইন শাআল্লাহু তাআলা।

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خَالِفُوا أَولِيَاءَ الشَّيطَانِ كُلَّمَا استَطَعتُم)).

(২১৩০) জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যেভাবে (যত বিষয়ে) তোমাদের সাধ্য, তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরোধিতা কর।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪১২২নং, হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ৯৪পৃঃ)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ».

(২১৩১) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সেই ব্যক্তি সেই জাতির দলভুক্ত।" *(আবূ দাউদ ৪০৩৩, সঃ জামে' ৬১৪৯নং)*

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ قَالَ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ قَالَ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ خَضْرَاءَ عَظِيمَةٍ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى { اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ } إِنَّهَا لَسُنَنٌ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً)).

(২১৩২) আবু ওয়াক্বেদ আল-লাইষী বলেন, রসূল ﷺ-এর সাথে আমরা হুনাইনের পথে বের হলাম। তখন আমরা কুফ্‌রের নিকটবর্তী (সদ্য নও-মুসলিম) ছিলাম। মক্কা-বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলাম। (পথে) মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল; যার নিকটে ওরা ধ্যানমগ্ন হত এবং (বর্কতের আশায়) তাদের অস্ত্র-শস্ত্রকে তাতে ঝুলিয়ে রাখত; যাকে 'যা-তে আনওয়াত্ব' বলা হত। সুতরাং একদা আমরা এক কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। (তা দেখে) আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য একটি 'যা-তে আনওয়াত্ব' ক'রে দিন যেমন ওদের রয়েছে। (তা শুনে) তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার! এটাই তো পথরাজি! যার হাতে আমার জীবন আছে তাঁর কসম! তোমরা সেই কথাই বললে,

যে কথা বানী ইস্রাঈল মূসাকে বলেছিল, ‘আমাদের জন্য একটা দেবতা গড়ে দিন, যেমন ওদের অনেক দেবতা রয়েছে!’ মূসা বলেছিলেন, ‘তোমরা মূর্খ জাতি।’ অবশ্যই তোমরা একটা একটা ক’রে তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতির) পথ অনুসরণ করবে।” *(তিরমিযী ২১৮০নং, মুসনাদ আহমাদ ৫/২১৮)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ « فَمَنْ ».

(২১৩৩) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ, বলেছেন, “অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্ডা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)” সাহাবাগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?’ তিনি বললেন, “তবে আবার কার?” *(বুখারী ৩৪৫৬, ৭৩২০, মুসলিম ৬৯৫২, হাকেম, আহমাদ, সহীহুল জামে’ ৫০৬৭ নং)*

عن المستورد بن شداد أن رسول الله ﷺ قال : ((لاَ تَتْرُكُ هذِهِ الأُمَّةُ شيْئاً مِنْ سُنَنِ الأَوَّلِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُ)).

(২১৩৪) মুস্তাওরিদ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “পূর্ববর্তী জাতির সকল আচরণ এই উম্মত গ্রহণ করে নেবে।” *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩১৩, সহীহুল জামে’ ৭২১৯ নং)*

(২১৩৫) সাহাবী হুযাইফাহ বিন আল-ইয়ামান বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূববর্তী জাতির পথের অনুসরণ করবে জুতার পরিমাপের মত (পুরাপুরি খাপে-খাপে), তোমরা পথ ভুল করবে না এবং তারাও তোমাদেরকে (সঙ্গে করতে) ভুল করবে না। এমনকি তারা যদি শুষ্ক অথবা নরম পায়খানা খায় তাহলে তোমরাও তা (তাদের অনুসরণে ‘নিউ ফ্যাশন’ মনে করে) খাবে!’ *(আল-বিদাউ অন্নাহয়্যু আনহা, ইবনে অযযাহ ৭১পৃঃ, তানবীহ উলিল আবসার ১৭২ পৃঃ)*

قال عمر ﷺ: وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِىَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ.

(২১৩৬) উমার ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা বিলাসিতা, মুশরিকদের লিবাস ও রেশমবস্ত্র পরা থেকে দূরে থেকো। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমবস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম ৫৫৩২নং)*

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ

وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بَالأَكُفِّ)).

(২১৩৭) আম্‌র বিন শুআইব, তিনি তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রিস্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না। ইয়াহুদীদের সালাম আঙ্গুলের ইশারায় এবং খ্রিস্টানদের সালাম হাতের ইশারায়।" *(তিরমিযী ২৬৯৫নং, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثُ)).

(২১৩৮) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষদের বেশধারিণী মহিলা এবং ভেড়া পুরুষ।" *(আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈ, হাকেম ১/৭২, সহীহুল জামে' ৩০৭১ নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ».

(২১৩৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ সিজদাহ করে, তখন যেন উটের বসার মতো না বসে। বরং তার হাঁটু রাখার আগে যেন হাত রাখে।" *(আহমাদ ৮৯৫৫, আবূ দাঊদ ৮৪০নং, নাসাঈ)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ)).

(২১৪০) আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা সোজাভাবে সিজদাহ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কুকুরের মত দুই প্রকোষ্ঠকে বিছিয়ে না দেয়।" *(আহমাদ, বুখারী ৮২২, মুসলিম, আবূ দাঊদ)*

عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع وأدعم على راحتيك وجاف عن ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك)).

(২১৪১) ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তুমি যখন নামায পড়বে, তখন তোমার দুই হাতের প্রকোষ্ঠকে হিংস্র জন্তুদের মত বিছিয়ে দিও না। দুই চেটোর উপর ভর কর ও পাঁজর থেকে (কনুই দু'টিকে) দূরে রাখ। এরূপ করলে তোমার সঙ্গে তোমার প্রত্যেক অঙ্গ সিজদাহ করবে।" *(ইবনে খুযাইমাহ ৬৪৫, হাকেম ৮২৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قال: ...وَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ.

(২১৪২) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন যে, আমি যেন মোরগের দানা খাওয়ার মতো ঠক্‌ঠক্ করে নামায না পড়ি, কুকুরের (বা বানরের) বসার মতো (পায়ের রলা খাড়া করে) না বসি এবং শিয়ালের মতো (নামাযে) চোরা দৃষ্টিতে (এদিক-ওদিক) না তাকাই।' *(আহমাদ ৭৫৯৫, ৮১০৬নং, ত্বায়ালিসী, ইবনে আবী শাইবাহ)*

عن ابن عباس قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ ». قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–.

(২১৪৩) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আশূরার রোযা রাখলেন এবং সকলকে রাখার আদেশ দিলেন, তখন লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ দিনটিকে তো ইয়াহুদ ও নাসারারা তা'যীম করে থাকে।' তিনি বললেন, "তাহলে আমরা আগামী বছরে ৯ তারীখেও রোযা রাখব ইনশাআল্লাহ।" কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল। *(মুসলিম ২৭২২, আবূ দাউদ ২৪৪৫নং)*

পাথর, দেওয়াল, ছাদ, মুদ্রা ইত্যাদিতে প্রাণীর মূর্তি খোদাই করা হারাম। অনুরূপভাবে দেওয়াল, ছাদ, বিছানা, বালিশ, পর্দা, পাগড়ী, কাপড় ইত্যাদিতে প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করা হারাম এবং মূর্তি ছবি নষ্ট করার নির্দেশ

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)) . متفق عليه

(২১৪৪) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যারা এ জাতীয় (প্রাণীর) মূর্তি বা ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমার যা বানিয়েছিলে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর।" *(বুখারী ৫৯৫১, মুসলিম ৫৬৫৭নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِندَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ)) قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ . متفق عليه

(২১৪৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (তাবূক যুদ্ধের) সফর থেকে ফিরে এলেন। আমি আমার কক্ষের তাক বা জানালায় পাতলা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলাম; তাতে ছিল (প্রাণীর) অনেকগুলি চিত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওটা দেখলেন, তখন তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন

সেসব মানুষের সবচেয়ে বেশি শাস্তি হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ তৈরী করবে।” আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘সুতরাং আমরা তা ছিঁড়ে ফেললাম এবং তা দিয়ে একটি বা দু’টি হেলান-বালিশ তৈরী করলাম।’ *(বুখারী ৫৯৫৪, মুসলিম ৫৬৫০নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ)) . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَاصْنعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوحَ فِيهِ. متفق عليه

(২১৪৬) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “প্রত্যেক ছবি (বা মূর্তি) নির্মাতা জাহান্নামে যাবে, তার নির্মিত প্রতিটি ছবি বা মূর্তির পরিবর্তে একটি ক’রে প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে।” ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ‘যদি তুমি করতেই চাও, তাহলে গাছপালা ও নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি বা মূর্তি তৈরী করতে পার।’ *(বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, মুসলিম ৫৬৬২নং)*

সাঈদ বিন আবুল হাসান বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের নিকট এসে বলল, আমি ছবি (বা মূর্তি) নির্মাণ করি অতএব এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিন। তিনি বললেন, আমার কাছে এস। লোকটি তাঁর কাছে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, আরো কাছে এস। লোকটি আরো কাছে গেল। অতঃপর তার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে যা শুনেছি তাই তোমাকে জানাব; আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “প্রত্যেক মূর্তি বা ছবি নির্মাতা দোযখে যাবে। সে যে সব মূর্তি বা ছবি বানিয়েছে তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে এমন জীব তৈরী করা হবে যা তাকে জাহান্নামে আযাব দিতে থাকবে।” ইবনে আব্বাস বলেন, আর যদি তুমি একান্ত করতেই চাও তবে গাছ ও রূহবিহীন বস্তুর ছবি বানাও। *(বুখারী ২২২৫, মুসলিম ৫৬৬২নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا ، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوْحَ يَومَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)) . متفق عليه

(২১৪৭) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তির দুনিয়াতে কোন (প্রাণীর) চিত্র বানিয়েছে তাকে কিয়ামতের দিনে তাতে রূহ ফুঁকার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে রূহ ফুঁকতে পারবে না।” *(বুখারী ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসলিম ৫৬৬৩নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَومَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ)). متفق عليه

(২১৪৮) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “কিয়ামতের দিনে ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি হবে।” *(বুখারী ৫৯৫০, মুসলিম ৫৬৫৯নং)*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ رَجُلٌ يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ مُصَوِّرٌ يُصَوِّرُ التَّمَاثِيلَ)).

(২১৪৯) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আযাব হবে সেই ব্যক্তির, যে কোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা যাকে কোন নবী হত্যা করেছেন। অথবা সেই বক্তি, যে বিনা ইল্‌মে মানুষকে ভ্রষ্ট করে। অথবা সেই নির্মাতা, যে মূর্তি নির্মাণ করে।" *(ত্বাবারানী ১০৩৪৬, সঃ জামে' ১০০০নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ وَمُمَثِّلٌ مِنْ الْمُمَثِّلِينَ)).

(২১৫০) উক্ত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আযাব হবে সেই ব্যক্তির, যে কোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা যাকে কোন নবী হত্যা করেছেন। ভ্রষ্ট (যালেম) রাষ্ট্রনেতা এবং মূর্তিনির্মাতার দলের লোক।" *(আহমাদ ৩৮৬৮, সঃ তারগীব ২১৮৫নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَأُذُنَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ فَيَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ ادَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالْمُصَوِّرِينَ)).

(২১৫১) আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের এক মূর্তি বের হবে, যার থাকবে দু'টি চোখ; যদ্দ্বারা সে দর্শন করবে, দু'টি কান; যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করবে এবং যার জিভও থাকবে; যদ্দ্বারা সে কথাও বলবে। সেদিন সে বলবে, 'তিন প্রকার লোককে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকেও আহ্বান (শির্ক) করেছে এবং যারা ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করে।" *(আহমাদ ৮৪৩০, তিরমিযী ২৫৭৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১২নং)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً)). متفق عليه

(২১৫২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার চাইতে বড় যালেম কে আছে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি তৈরী করতে চায়? সুতরাং তারা একটি ধূলিকণা বা পিঁপড়ে সৃষ্টি করুক অথবা একটি শস্যদানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি যবদানা সৃষ্টি করুক।" *(বুখারী ৭৫৫৯, মুসলিম ৫৬৬৫নং)*

وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ)).

متفق عليه

(২১৫৩) আবূ ত্বালহা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং সে ঘরেও নয়, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে।" *(বুখারী ৩৩২২, মুসলিম ৫৬৩৬নং)*

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : وَعَدَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ جِبْرِيلُ أَنْ يَأتِيَهُ ، فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبرِيلُ فَشَكَا إِلَيهِ ، فَقَالَ : إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ . رواهُ البُخاري

(২১৫৪) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) জিব্রীল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার ওয়াদা দিলেন। কিন্তু তিনি আসতে বিলম্ব করলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত (এ বিলম্ব) নবী ﷺ-এর পক্ষে অত্যন্ত ভারী বোধ হতে লাগল। অবশেষে তিনি বাইরে বের হয়ে গেলেন। তখন জিব্রীল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ করলে জিব্রীল বললেন, 'আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে।' *(বুখারী ৫৯৬০নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا ، قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ جِبرِيلُ عليه السلام، فِي سَاعَةٍ أَنْ يَأتِيَهُ ، فَجَاءتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأتِهِ ! قَالَتْ : وَكَانَ بِيَدِهِ عَصاً، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ : ((مَا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ)). ثُمَّ التَفَتَ ، فَإِذَا جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ . فَقَالَ : ((مَتَى دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ ؟)) فَقُلْتُ : وَاللّهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((وَعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِي)) فَقَالَ : مَنَعَنِي الكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ ، إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ . رواه مسلم

(২১৫৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিব্রীল عليه السلام আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কোন এক সময়ে সাক্ষাৎ করার জন্য ওয়াদা করেন। সুতরাং সে নির্ধারিত সময়টি এসে পৌঁছল; কিন্তু জিব্রীল عليه السلام আসলেন না। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি তা ফেলে দিলেন এবং বললেন, "আল্লাহ নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না এবং তাঁর দূতগণও না।" তারপর তিনি ফিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দেখতে পেলেন যে, তাঁর খাটের নীচে একটি কুকুর ছানা বসে আছে। তখন তিনি বললেন, "এ কুকুরটি কখন এখানে ঢুকে পড়েছে?" (আয়েশা বলেন) আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি ওর ব্যাপারে জানতেই পারিনি।' সুতরাং তিনি আদেশ দিলে ওটাকে বাইরে বের করা হল। তারপর জিব্রীল عليه السلام-এর আগমন ঘটল। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ (অভিযোগ ক'রে) বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, আর আমি আপনার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম, অথচ আপনি আসলেন না?" জিব্রীল বললেন, 'আমাকে ঐ কুকুর ছানাটি (ঘরে ঢুকতে) বাধা দিয়েছিল; যেটা আপনার ঘরের মধ্যে ছিল। নিশ্চয় আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর কিংবা কোন ছবি বা মূর্তি থাকে।' *(মুসলিম ৫৬৩৩নং)*

وَعَنْ أبي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بن حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ لِيْ عَليُّ بنُ أَبي طَالِبٍ ﷺ : أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ؟ أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْراً مُشْرَفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. رواه مسلم

(২১৫৬) আবুল হাইয়াজ হাইয়ান ইবনে হুস্বাইন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আলী ইবনে আবী তালেব ﷺ আমাকে বললেন, 'তোমাকে সে কাজের জন্য পাঠাব না কি, যে কাজের

জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন? (তা হচ্ছে এই যে,) কোন (প্রাণীর) ছবি বা মূর্তি দেখলেই তা নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে এবং কোন উঁচু কবর দেখলে তা সমান ক'রে দেবে।' *(মুসলিম ২২৮৭-২২৮৮নং)*

عن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

(২১৫৭) আবূ জুহাইফা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রক্ত ও কুকুরের মূল্য এবং বেশ্যা (দাসী)র উপার্জন গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর সুদখোর, সুদদাতা, চেহারা (নকশা করার জন্য) দাগে বা দাগায় এমন নারী এবং মূর্তি (বা ছবি) নির্মাতাকে অভিসম্পাত করেছেন। *(বুখারী ২২৩৮নং)*

পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছেদন এবং শত্রুতা পোষণ করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات : ١٠]

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই। *(সূরা হুজুরাত ৩- ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ } [المائدة : ٥٤]

অর্থাৎ, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। *(সূরা মায়েদাহ ৫৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } [الفتح : ٢٩]

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। *(সূরা ফাত্হ ২৯ আয়াত)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ)). متفق عَلَيْهِ

(২১৫৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ো না, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছেদন করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বলা ত্যাগ করে।" *(বুখারী ৬০৬৫, ৬০৭৬, মুসলিম ৬৬৯০নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَينَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ

حَتَّى يَصْطَلِحَا ! أَنْظِرُوا هَذَينِ حَتَّى يَصْطَلِحَا !)) . رواه مسلم

وفي روايةٍ لَهُ : ((تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْن)) وذَكَرَ نَحْوَهُ.

(২১৫৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। (ঐ দিনে) প্রত্যেক সেই বান্দাকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করেনি। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে নয়, যার সাথে তার মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা থাকে। (তাদের সম্পর্কে) বলা হয়, এদের দু'জনকে সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, এদের দু'জনকে সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও।"

অন্য বর্ণনায় আছে, "প্রত্যেক বৃহস্পতি ও সোমবারে আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়।" আর অবশিষ্ট হাদীসটি অনুরূপ। *(মুসলিম ৬৭০৯-৬৭১১, ইবনে মাজাহ ১৭৪০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكمْ وسُوءَ ذاتِ البَيْنِ فإنّها الحالِقَةُ))،

(২১৬০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের আপোসে (এক অপরের বিরুদ্ধে) বিদ্বেষ পোষণ করা হতে দূরে থেকো। কারণ, তা হল (দ্বীন) ধ্বংসকারী।" *(তিরমিযী ২৫০৮, সহীহ তিরমিযী ২০৩৬নং)*

তিনদিনের অধিক এক মুসলিমের অন্য মুসলিমের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা হারাম। তবে যদি বিদআতী, প্রকাশ্য মহাপাপী ইত্যাদি হয়, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা ভিন্ন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } [الحجرات: ١٠]

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। *(সূরা হুজুরাত ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ } [المائدة : ٢]

অর্থাৎ, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে তোমরা একে অন্যের সাহায্য করো না। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ)) . متفق عَلَيْهِ

(২১৬১) আবূ আইয়ূব ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখে। যখন তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, তখন এ এ দিকে মুখ ফিরায় এবং ও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই হবে, যে সাক্ষাৎকালে প্রথমে সালাম পেশ করবে।" *(বুখারী ৬০৭৭, মুসলিম ৬৬৯৭নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ)) . رواه مسلم

(২১৬২) জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আরব দ্বীপে নামাযী (মুসলিম)রা তার পূজা করবে। তবে (এ বিষয়ে সুনিশ্চিত) যে, সে তাদের মধ্যে উস্কানি দিয়ে (উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত করতে সফল হবে।)" *(মুসলিম ৭২৮ ১নং)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ ، دَخَلَ النَّارَ)) . رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط البخاري ومسلم

(২১৬৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন মুসলিমের জন্য এ কাজ বৈধ নয় যে, তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের উর্ধ্বে কথাবার্তা বন্ধ রাখবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তিন দিনের উর্ধ্বে কথাবার্তা বন্ধ রাখবে এবং সেই অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(আবূ দাউদ ৪৯১৬, বুখারী-মুসলিমের শর্তাধীন সূত্রে, সহীহুল জামে ৭৬৫৯নং)*

وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ حَدْرَدِ بنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسلَمِيِّ . وَيُقَالُ : السُّلَمِيّ الصَّحَابِي ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ)) . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(২১৬৪) আবূ খিরাশ হাদরাদ ইবনে আবূ হাদরাদ আসলামী, মতান্তরে সুলামী সাহাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "যে ব্যক্তি তার কোন (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে বছরব্যাপী বাক্যালাপ বন্ধ করবে, তা হবে তার রক্তপাত ঘটানোর মত।" *(আবূ দাউদ ৪৯১৫নং, আহমাদ, হাকেম ৪/১৬৩, বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ, সিলসিলা সহীহাহ ৯২৮নং)*

وَعَنْ عَوفِ بنِ مَالِكِ بنِ الطُّفَيْلِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، حُدِّثَتْ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهَا: وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هَذَا ! قَالُوا : نَعَمْ . قَالَتْ : هُوَ للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الهِجْرَةُ . فَقَالَتْ : لاَ ، وَاللهِ لاَ أُشَفِّعُ فِيهِ أَبداً ، وَلاَ أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي . فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيرِ كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، وَعبدَ الرحْمَانِ ابْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وقَالَ لَهُمَا : أَنْشُدُكُمَا اللهَ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي ، فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ ، وَعَبدُ الرَّحْمَانِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ : السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَنَدْخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْخُلُوا . قَالُوا : كُلُّنَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ معَهُمَا ابْنَ الزُّبَيرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيرِ الحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي ، وَطَفِقَ المِسْوَرُ ، وَعَبدُ الرَّحْمَانِ يُنَاشِدَانِهَا إلاَّ كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ ، وَيَقُولاَنِ : إنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ ؛ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : إنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ ، فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيرِ ، وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا . رواه البخاري

(২১৬৫) আওফ ইবনে মালিক ইবনে তুফাইল হতে বর্ণিত, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সামনে ব্যক্ত করা হল যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যে (নিজ বাড়ি) বিক্রয় বা দান করেছেন, সে সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ বলেছেন যে, 'হয় (খালাজান) আয়েশা (অবাধে দান-খয়রাত করা হতে) অবশ্যই বিরত থাকুন, নচেৎ তাঁর উপর (আর্থিক) অবরোধ প্রয়োগ করবই।' আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এই বক্তব্য শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যিই কি সে এ কথা বলেছে?' লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাহলে আমি আল্লাহর নামে মানত করলাম যে, এখন থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে কখনোও কথা বলব না।' তারপর যখন বাক্যালাপ ত্যাগ দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর আয়েশার নিকট (এ ব্যাপারে) সুপারিশ করালেন। আয়েশা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি ইবনে যুবাইরের সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করব না, আর আপন মানত ভঙ্গও করব না।' বস্তুতঃ যখন ব্যাপারটা ইবনে যুবাইরের উপর অতীব দীর্ঘ হয়ে পড়ল, তখন তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ ও আব্দুর রাহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস সাহাবীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, তোমরা (আমার স্নেহময়ী খালা) আয়েশার কাছে আমাকে নিয়ে চল। কেননা, আমার সাথে বাক্যালাপ বন্ধ রাখার মানতে অটল থাকা তাঁর জন্য আদৌ বৈধ নয়।' সুতরাং মিসওয়ার ও আব্দুর রহমান উভয়ে ইবনে যুবাইর ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করার জন্য আয়েশার নিকট অনুমতিও চাইলেন এবং বললেন, 'আসসালামু আলাইকি অরাহমাতুল্লাহি অবারাকা-তুহ! আমরা কি ভিতরে আসতে পারি?' আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হ্যাঁ এসো।' বললেন, 'আমরা সকলেই কি?' আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হ্যাঁ, সকলেই প্রবেশ কর।' কিন্তু তিনি জানতেন না যে, ওই দু'জনের সঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺও উপস্থিত আছেন। সুতরাং এঁরা যখন ভিতরে ঢুকলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর পর্দার ভিতরে চলে গেলেন এবং (খালা) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর শপথ দিতে লাগলেন। এ দিকে পর্দার বাইরে থেকে মিসওয়ার ও আব্দুর রহমান উভয়েই আয়েশাকে কসম দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ও তাঁর ওযর গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন, 'নবী ﷺ বাক্যালাপ বন্ধ রাখতে নিষেধ করেছেন---যে সম্বন্ধে আপনি অবহিত। আর কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী কথাবার্তা বন্ধ রাখে।' সুতরাং যখন তাঁরা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সামনে উপদেশ ও সম্পর্ক ছিন্ন করা যে গুনাহ---তা বারবার বলতে লাগলেন, তখন তিনিও

উপদেশ আরম্ভ করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি তো মানত মেনেছি। আর মানতের ব্যাপারটা বড় শক্ত।' কিন্তু তাঁরা তাঁকে অব্যাহতভাবে বুঝাতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে কথা বললেন এবং স্বীয় মানত ভঙ্গ করার কাফ্ফারা স্বরূপ চল্লিশটি গোলাম মুক্ত করলেন। তারপর থেকে তিনি যখনই উক্ত মানতের কথা স্মরণ করতেন, তখনই এত বেশী কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত। *(বুখারী ৬০৭৩-৬০৭৫নং)*

(প্রকাশ থাকে যে, নযর বা মানত ভঙ্গের কাফ্ফারা কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার ন্যায় অর্থাৎ, একটি দাসমুক্ত করা অথবা দশ মিসকীনকে খাদ্য বা বস্ত্র দান করা। যদি এ সবের শক্তি না রাখে তাহলে তিনটি রোযা রাখা। আর বেশী সাদকাহ করার কথা স্বতন্ত্র।)

অহংকার প্রদর্শন ও গর্ববোধ করা অবৈধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ }

অর্থাৎ, এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। *(সূরা ক্বাস্বাস ৮৩ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحا } [الإسراء : ٣٧]

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। *(সূরা ইসরা ৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ }

অর্থাৎ, মানুষের জন্য নিজের গাল ফুলায়ো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে ভালবাসেন না। *(সূরা লুকমান ১৮ আয়াত)*

'গাল ফুলায়ো না' অর্থাৎ, অহংকারের সাথে চেহারা বিকৃত করো না।

মহান আল্লাহ কারূন সম্বন্ধে বলেন,

{ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الفَرِحِينَ } [القصص : ٧٦] ، إِلَى قَوْله تَعَالَى : { فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ } الآيات

অর্থাৎ, কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে ধনভান্ডার দান করেছিলাম যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের

প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বাহির হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক্ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না। অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে মাটিতে ধসিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। *(সূরা ক্বাস্বাস ৭৬-৮১ আয়াত)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ !)) فَقَالَ رَجُلٌ : إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، ونَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ : ((إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)) رواه مسلم

(২১৬৬) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" একটি লোক বলল, 'মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)?' তিনি বললেন, "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" *(মুসলিম ২৭৫নং, তিরমিযী, হাকেম ১/২৬)*

عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكِبْرِ وَالدَّيْنِ وَالْغُلُولِ)).

(২১৬৭) ষাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির প্রাণ তার দেহত্যাগ করে এবং সে সেই সময় তিনটি জিনিস থেকে মুক্ত থাকে, সে ব্যক্তি বেহেশ্ত প্রবেশ করবে; (আর সে ৩টি জিনিস হল,) অহংকার, ঋণ ও খিয়ানত।" *(আহমাদ ২২৩৬৯, তিরমিযী ১৫৭২-১৫৭৩, নাসাঈর কুবরা ৮৭৬৪, ইবনে মাজাহ ২৪১২, হাকেম ২২১৭, ইবনে হিব্বান ১৯৮, সহীহুল জামে' ৬৪১১নং,*

وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأكوَعِ ﷺ : أنّ رَجُلاً أكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : ((كُلْ بِيَمِينِكَ)) قَالَ : لاَ أسْتَطِيعُ ! قَالَ : ((لاَ اسْتَطَعْتَ)) مَا مَنَعَهُ إلاَّ الكِبْرُ . قَالَ : فما رفَعها إلَى فِيهِ. رواه مسلم

(২১৬৮) সালামাহ ইবনে আকওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার বাম হাত দ্বারা খেল। তিনি বললেন, "তোমার ডান হাত দ্বারা খাও।" সে বলল, 'আমি

অপারগ।' তিনি ﷺ বললেন, "তুমি (যেন ডান হাতে খেতে) না পারো।" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা মানতে তাকে অহংকারই বাধা দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, '(তারপর) থেকে সে তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।' *(মুসলিম ৫৩৮৭নং)*

وَعَن حَارِثَةَ بنِ وهْبٍ ﷺ قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২১৬৯) হারেষাহ ইবনে অহাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি।" *(বুখারী ৪৯১৮, মুসলিম ৭৩৬৬নং)*

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ النَّاسِ يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَارِ حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسُ فَتَعْلُوَهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ

(২১৭০) আমর বিন শুআইব, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, "অহংকারীদেরকে কিয়ামতের দিন মানুষের আকৃতিতেই পিঁপড়ের মত ছোট আকারে জমা করা হবে। তাদেরকে সর্বদিক থেকে লাঞ্ছনা ঘিরে ধরবে। তাদেরকে 'বূলাস' নামক দোযখের এক কারাগারে রাখা হবে। আগুন তাদেরকে ঘিরে ফেলবে এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত-পুঁজ পান করানো হবে।" *(আহমাদ ৬৬৭৭, তিরমিযী ২৪৯২নং)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((احْتَجَّتِ الجنَّةُ وَالنَّارُ ، فَقَالَـت النَّـارُ : فِيَّ الْجَبَّارُونَ والمُتَكَبِّرُونَ . وَقَالَتِ الجنَّةُ : فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُم ، فَقَضَى اللهُ بَينَهُمَـا : إِنَّـكِ الجنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أشَاءُ ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أشَاءُ ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَـا)).

رواه مسلم

(২১৭১) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "জান্নাত এবং জাহান্নাম পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করল। জাহান্নাম বলল, 'আমার মধ্যে বড় বড় উদ্ধত এবং অহংকারীরা বসবাস করবে।' আর জান্নাত বলল, 'আমার মধ্যে দুর্বল এবং মিসকীনরা বসবাস করবে।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে মীমাংসা করলেন যে, 'হে জান্নাত! তুমি আমার অনুগ্রহ, আমি তোমার দ্বারা যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং হে দোযখ! তুমি আমার শাস্তি, আমি তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেব। আর তোমাদের দুটোকেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।" *(মুসলিম ৭৩৫৫নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ إِلَـى مَـنْ جَـرَّ إِزَارَهُ بَطَراً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২১৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা

কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে তার লুঙ্গি (প্যান্ট, পায়জামা মাটিতে) ছেঁচড়াবে।" *(বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম ৫৫৮৪নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَة ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ)). رواه مسلم

(২১৭৩) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে (অনুগ্রহের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, (১) ব্যভিচারী বৃদ্ধ, (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ এবং (৩) অহংকারী গরীব।" *(মুসলিম ৩০৯নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : العِزُّ إِزَارِي ، وَالكِبرِيَاءُ رِدَائِي ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي فِي وَاحِدٍ مِنهُمَا فَقَد عَذَّبْتُهُ)). رواه مسلم

(২১৭৪) সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "সম্মান আমার লুঙ্গি এবং গর্ব আমার চাদর। (অর্থাৎ, খাস আমার গুণ।) সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি টেনে নিতে চাইবে, আমি তাকে শাস্তি দেব।" *(মুসলিম ৬৮৪৬নং)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ رَأسَهُ ، يَخْتَالُ فِي مَشْيَتِهِ ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২১৭৫) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সাথে চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ৫৫৮৬নং)*

وعن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)).

(২১৭৬) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মনে মনে গর্বিত হবে অথবা চলনে অহমিকা প্রকাশ করবে, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।" *(আহমাদ ৫৯৯৫, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, হাকেম ১/১৬০, সহীহুল জামে' ৬১৫৭নং)*

وَعَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)) . رواه مسلم

(২১৭৭) ইয়ায ইবনে হিমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মহান আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা পরস্পরের প্রতি নম্রতা ও বিনয় ভাব প্রদর্শন কর।

যাতে কেউ যেন অন্যের প্রতি অত্যাচার না করতে পারে এবং কেউ কারো সামনে গর্ব প্রকাশ না করে।” *(মুসলিম ৭৩৮৯নং)*

بغي শব্দের অর্থ ঃ সীমালংঘন করা, অত্যাচার করা, বিদ্রোহাচরণ করা ইত্যাদি।

وعن معاوية أن رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قال: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

(২১৭৮) মুআবিয়া ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে লোক তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকুক সে যেন নিজের বাসস্থান দোযখে বানিয়ে নেয়।” *(আবূ দাউদ ৫২৩১, তিরমিযী ২৭৫৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৫৭নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ)). رواه مسلم

(২১৭৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি (গর্বভরে) বলে, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে গেল, সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ধ্বংসোন্মুখ।” *(মুসলিম ৬৮৫০নং)*

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ((أَهْلَكُهُمْ)) ‘কাফ’ বর্ণে পেশ হবে। (যার অর্থ হবে ঃ সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ধ্বংসোন্মুখ।) ‘কাফ’ বর্ণে যবর দিয়েও বর্ণনা করা হয়েছে। (যার অর্থ ঃ সেই তাদেরকে ধ্বংস করল।) ‘সবাই উচ্ছন্নে গেল বা ধ্বংস হয়ে গেল’ বলা সেই বক্তির জন্য নিষেধ, যে গর্বভরে সকলকে অবজ্ঞা করে ও নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে ঐ কথা বলে। এটাই হল হারাম। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি লোকদের মধ্যে দ্বীনদারীর অভাব প্রত্যক্ষ করে দ্বীনী আবেগের বশীভূত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করার মানসে ঐ কথা মুখ থেকে বের করে, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। উলামাগণ এরূপই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উক্ত ব্যাখ্যাকারী উলামাগণের মধ্যে ইমাম মালেক ইবনে আনাস, খাত্ত্বাবী, হুমাইদী (রহঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ‘আযকার’ নামক গ্রন্থে তার উপর আলোকপাত রয়েছে।

তিনজনের একজনকে ছেড়ে দু’জনের কানাকানি

কোনস্থানে একত্রে তিনজন থাকলে, একজনকে ছেড়ে তার অনুমতি না নিয়ে দু’জনে কানাকানি করা (বা প্রথম ব্যক্তিকে গোপন ক’রে কোন কথা বলাবলি করা) নিষেধ। তবে প্রয়োজনবশতঃ এমন গোপনভাবে কোন গুপ্ত কথা বলা যে, যাতে তৃতীয়জন যেন তা না শুনতে পায়, তাহলে তা বৈধ। অনুরূপ দু’জনের এমন ভাষায় কথা বলা যা তৃতীয় ব্যক্তি বুঝে না, তাও নিষিদ্ধের পর্যায়ভুক্ত।

আল্লাহ বলেছেন,

{ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ } [المجادلة : ١٠]

অর্থাৎ, গোপন পরামর্শ তো শয়তানেরই প্ররোচনা। *(সূরা মুজাদিলাহ ১০ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا كانُوا ثَلاثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ

دُونَ الثَّالِثِ)) . متفق عَلَيْهِ .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ : قَالَ أَبُو صَالِح : قُلْتُ لابنِ عُمرَ : فَأَرْبَعَةً ؟ قَالَ : لاَ يَضُرُّكَ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الموَطأ": عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنُ عُقْبَةَ الَّتي فِي السُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا : اسْتَأْخِرَا شَيْئاً ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ : ((لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ)) .

(২১৮০) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন (কোন স্থানে) একত্রে তিনজন থাকবে, তৃতীয়জনকে ছেড়ে যেন দু'জনে কানাকানি না করে।" *(বুখারী ৬২৮৮, মুসলিম ৫৮২৩নং)*

উক্ত হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (স্বীয় গ্রন্থে) বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন, আবূ স্বালেহ বলেন, আমি ইবনে উমারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি (একত্রে) চারজন হয় (তাহলে দু'জনে কানাকানি করা বৈধ কি না)?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।' *(আবূ দাঊদ ৬৮৫৪নং)*

ইমাম মালেক উক্ত হাদীসকে তাঁর 'মুঅত্ত্বা' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার বলেন, আমি ও ইবনে উমার খালেদ ইবনে উক্ববার বাজারের বাড়ির নিকট অবস্থান করছিলাম। ইত্যবসরে একটি লোক এসে পৌঁছল, যার ইচ্ছা ছিল ইবনে উমারের সাথে কানে কানে কিছু বলবে। আর ইবনে উমারের সাথে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। সুতরাং ইবনে উমার তৃতীয় একজন লোককে ডাকলেন। পরিশেষে আমরা মোট চারজন হয়ে গেলে তিনি আমাকে ও আহূত তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'তোমরা একটু সরে দাঁড়াও। কেননা, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, "(একত্রে তিনজন থাকলে) একজনকে ছেড়ে যেন দু'জনে কানাকানি না করে।" *(মুঅত্ত্বা ৯৬২নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ)) . متفق عَلَيْهِ

(২১৮১) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন (একত্রে) তিনজন থাকবে, তখন লোকেদের সঙ্গে মিলিত না হওয়া অবধি একজনকে ছেড়ে দু'জনে যেন কানাকানি না করে। কারণ, এতে (ত্যক্ত ব্যক্তিকে) মনঃকষ্টে ফেলা হবে।" *(বুখারী ৬২৯০, মুসলিম ৫৮২৫নং)*

(কারণ এতে তৃতীয় জনের মনে সন্দেহ আসে এবং ভাবে যে, এ ফিস্‌ফিসানি হয়তো তারই বিরুদ্ধে।)

তর্ক-বিতর্ক বিষয়ক হাদীসসমূহ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا

أُوتُوا الْجَدَلَ)). ثُمَّ قَرَأَ { مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ }

(২১৮২) আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হেদায়াতপ্রাপ্তির পর যে জাতিই পথভ্রষ্ট হয়েছে সেই জাতির মধ্যেই কলহ-প্রিয়তা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।" অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন।

﴿ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ﴾

অর্থাৎ, তারা তোমার সামনে যে উদাহরণ পেশ করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুতঃ তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। *(সূরা যুখরুফ ৫৮ আয়াত) (আহমাদ ২২১৬৪, ২২২০৪, তিরমিযী ৩২৫৩, ইবনে মাজাহ ৪৮, ইবনে আবিদ্দুন্য়্যা, সহীহ তারগীব ১৩৬নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ ».

(২১৮৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ হল কঠিন ঝগড়াটে ও হুজ্জতকারী ব্যক্তি।" *(বুখারী ২৪৫৭, মুসলিম ৬৯৫১নং প্রমুখ)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قال قال رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « ... وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ .... ».

(২১৮৪) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "--যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন বাতিল (অন্যায়) বিষয়ে তর্কাতর্কি করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা বর্জন না করে।" *(আবূ দাউদ ৩৫৯৭, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৬১৯৬নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلاَ تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ)).

(২১৮৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমরা উলামাদের মাঝে গর্ব করা, অজ্ঞদের সাথে তর্ক করা এবং (প্রসিদ্ধ) মজলিস লাভ করার উদ্দেশ্যে ইল্ম শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি তা করে (তার জন্য) জাহান্নাম, জাহান্নাম।" *(ইবনে মাজাহ ২৫৪, হাকেম ২৯০, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৭১, ইবনে হিব্বান ৭৭নং)*

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ ».

(২১৮৬) আবূ উমামা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি জান্নাতের পার্শ্বে এক গৃহের জামিন সেই ব্যক্তির জন্য যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক বর্জন করে, জান্নাতের মাঝে এক গৃহের জামিন তার জন্য যে উপহাস ছলেও মিথ্যা ত্যাগ করে এবং জান্নাতের সবার উপরে এক গৃহের জামিন তার জন্য যার চরিত্র সুন্দর হয়।" *(আবূ দাউদ ৪৮০২, ত্বাবারানী*

৭৩৬ নং)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الْمِرَاءُ فِى الْقُرْآنِ كُفْرٌ ».

(২১৮৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কুরআন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা কুফরী।" *(আবূ দাউদ ৪৬০৫, ইবনে হিব্বান ১৪৬৪, সহীহ তারগীব ১৩৮নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكَرُ ، يَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ وَيَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا تَفَقَّأَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ ، فَقَالَ : ((يَا هَؤُلاءِ أَبِهَذَا بُعِثْتُمْ ؟ أَمْ بِهَذَا أُمِرْتُمْ ؟ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).

(২১৮৮) আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর (হুজরার) দরজার নিকট বসে (কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে) আলাপ-আলোচনা করছিলাম; ও একটি আয়াত নিয়ে এবং এ একটি আয়াত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিল। এমন সময় আল্লাহর রসূল ﷺ এমত অবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন, যেন তাঁর চেহারায় বেদানার দানা নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ রাগে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেছে।) অতঃপর তিনি বললেন, "আরে! তোমরা কি এই করার জন্য প্রেরিত হয়েছ? তোমরা কি এই করতে আদিষ্ট হয়েছ?! তোমরা আমার পরে পুনরায় এমন কুফরী অবস্থায় ফিরে যেয়ো না, যাতে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু কর।" *(ত্বাবারানী ৫৩০৪, সহীহ তারগীব ১৩৫নং)*

কারো হিংসা করা হারাম

হিংসা হল, কোন ব্যক্তির কোন নিয়ামত (সম্পদ বা মঙ্গল) তা দ্বীনী হোক অথবা পার্থিব, তার ধ্বংস কামনা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ } [النساء : ٥٤]

অর্থাৎ, অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদের হিংসা করে? *(সূরা নিসা ৫৪ আয়াত)*

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ((... ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد)).

(২১৮৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "কোন মুমিন বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তার ধুলো এবং জাহান্নামের অগ্নিশিখা একত্রে জমা হতে পারে না এবং কোন বান্দার পেটে ঈমান ও হিংসা একত্রে জমা হতে পারে না।" *(আহমাদ ২/৩৪০, ইবনে হিব্বান, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, নাসাঈ ৩১০৯, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৬২০ নং)*

عن الزُّبَيْر بْنَ الْعَوَّامِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ : الْحَسَدُ

وَالْبَغْضَاءُ ، هِيَ الْحَالِقَةُ ، لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَفَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ ذَاكُمْ لَكُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلام بَيْنَكُمْ)).

(২১৯০) যুবাইর বিন আওয়াম ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। আর বিদ্বেষ হল মুন্ডনকারী। আমি বলছি না যে, তা কেশ মুন্ডন করে; বরং দ্বীন মুন্ডন (ধ্বংস) করে ফেলে। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জান আছে! তোমরা বেহেশ্তে ততক্ষণ প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান এনেছ। আর (পূর্ণ) ঈমানও ততক্ষণ পর্যন্ত আনতে পারবে না; যতক্ষণ না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন কর্মের কথা বাতলে দেব না; যা তোমাদের ঐ সম্প্রীতিকে দৃঢ় করবে? তোমাদের আপোসে সালাম প্রচার কর।" *(তিরমিযী ২৫১০, বায্যার, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহ তিরমিযী ২০৩৮নং)*

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اسْتَعِينُوا عَلَى إِنْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ)).

(২১৯১) মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের প্রয়োজন পূরণে সফলতা অর্জনের জন্য তা গোপন রেখে (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা কর। কারণ, প্রত্যেক নিয়ামতপ্রাপ্ত হিংসিত হয়।" *(ত্বাবারানী ১৬৬০৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৫৩নং)*

কারো ব্যঙ্গ-অভিনয় করা

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ « مَا أُحِبُّ أَنِّى حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِى كَذَا وَكَذَا ».

(২১৯২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা তাঁর নিকট এক মহিলার কথা অভিনয় করে) নকল করলাম। এর ফলে তিনি বললেন, "আমাকে যদি এত এত (প্রচুর অর্থ) দেওয়া হয় তবুও আমি কারো নকল করাকে পছন্দ করব না।" *(আহমাদ ২৫০৫০, আবূ দাউদ ৪৮৭৭, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২নং)*

হিলা-বাহানা করা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال قال رسول الله ﷺ: « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ».

(২১৯৩) জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ইয়াহুদ জাতিকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করেছিলেন, তখন ওরা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছিল।" *(বুখারী ২২৩৬, মুসলিম ৪১৩২, নাসাঈ ৪৬৮৩, আহমাদ ১৪৪৯৫ প্রমুখ)*

লোভ-লালসা

وَعَن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ : ((لَوْ أنَّ لابن آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أحَبَّ أنْ يكُونَ لَهُ وَادِيانِ ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ)). مُتَّفَقٌ عليه

(২১৯৪) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তানের মালিকানায় যদি সোনার একটি উপত্যকাও হয়, তবুও সে অনুরূপ আরো একটির মালিক হওয়ার অভিলাষী থাকবে। পরন্তু একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের চোখ (পেট) পূর্ণ করতে পারে। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।" *(বুখারী ৬৪৩৭, মুসলিম ২৪৬২নং)*

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ قال النبي ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ)).

(২১৯৫) আবূ ওয়াক্বিদ লাইষী কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, "আমি মাল অবতীর্ণ করেছি নামায আদায় ও যাকাত প্রদান করার জন্য। আদম সন্তানের (ধন-সম্পদের) যদি একটি উপত্যকা হয়ে যায়, তাহলে সে এটাই চাইবে যে, তার নিকট দু'টি উপত্যকা হোক। আর তার যদি দু'টি উপত্যকা হয়ে যায়, তবে সে এটাই চাইবে যে, তার তিনটি উপত্যকা হোক। মাটি ছাড়া অন্য কিছু আদম সন্তানের পেট ভরতে পারবে না। অতঃপর যে তাওবা করবে, মহান আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।" (আহমাদ ২১৯০৬, সিঃ সহীহাহ ১৬৩৯নং)

وَعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(২১৯৬) কা'ব ইবনে মালেক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলের যতটা বিনাশ সাধন করে তার চাইতেও ধনলোভ ও খ্যাতিলোভ মানুষের দ্বীনের অধিক বিনাশ সাধন করে।" *(তিরমিযী ২৩৭৬, ইবনে হিব্বান ৩২১৮, সহীহুল জামে' ৫৬২০নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ طَالِبُهُمَا: طَالِبُ عِلْمٍ، وَطَالِبُ الدُّنْيَا)).

(২১৯৭) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুইজন লোভী তৃপ্ত হয় না; জ্ঞানলোভী ও ধনলোভী।" *(ত্বাবারানী ১০২৩৫, সহীহুল জামে' ৬৬২৪নং)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ ».

(২১৯৮) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তান বৃদ্ধ হতে থাকে, কিন্তু তার দু'টি জিনিস যুবক হতে থাকে। আর তা হল, মালের প্রতি লোভ ও বয়সের প্রতি লোভ।" *(মুসলিম ২৪৫৯নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ)).

(২১৯৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বৃদ্ধের অন্তর দু'টি জিনিসের ব্যাপারে সব সময় যুবকই থাকে; দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে।" *(বুখারী ৬৪২০নং)*

عَن عبد الله بن مَسْعُود ﷺ، أَنه كَانَ يُعْطِي النَّاس عطاياهم ، فجَاء رجل ، فَأَعْطَاهُ ألف دِرْهَم ثمَّ قَالَ : خُذْهَا ، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُول : ((إِنَّمَا أهلك من كَانَ قبلكُمْ الدِّينَار وَالدِّرْهَم ، وهما مهلكاكم)).

(২২০০) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ লোকেদেরকে তাদের প্রাপ্য দান করতেন। একদা এক ব্যক্তি এলে তাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, নাও। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে দীনার ও দিরহাম ধ্বংস করেছে। আর সেই দু'টি তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে।" *(বায্যার, সঃ তারগীব ৩২৫৮নং)*

وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ : ((إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا ، أَلاَ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا)) قَالَ : فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ .

متفق عَلَيْهِ

وفي رواية : ((وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)) . قَالَ عُقْبَةُ : فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ .

وفي روايةٍ قَالَ : ((إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا)) .

(২২০১) উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) উহুদের শহীদদের (কবরস্থানের) দিকে বের হলেন এবং যেন জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদেরকে বিদায় জানাবার উদ্দেশ্যে আট বছর পর তাঁদের উপর জানাযা পড়লেন (অর্থাৎ তাঁদের জন্য দুআ করলেন)। তারপর মিম্বরে চড়ে বললেন, "আমি পূর্বে গমনকারী তোমাদের জন্য সুব্যবস্থাপক এবং সাক্ষীও। তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হওযে (কাউসার)। আমি অবশ্যই

ওটাকে আমার এই স্থান থেকে দেখতে পাচ্ছি। শোনো! তোমাদের ব্যাপারে আমার এ আশংকা নেই যে, তোমরা শির্ক করবে। তবে তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।" (রাবী বলেন,) 'এটাই আমার শেষ দৃষ্টি ছিল যা আমি নবী ﷺ-এর প্রতি নিবদ্ধ করেছিলাম (অর্থাৎ, এরপর তিনি দেহত্যাগ করেন)।' *(বুখারী ৪০৪২, মুসলিম ৬১১৭)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "কিন্তু তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সে জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং (পরিণামে) তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।" উক্ববা ﷺ বলেন, 'মিম্বরের উপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটাই ছিল আমার শেষ দর্শন।'

অপর এক বর্ণনায় আছে, "আমি তোমাদের অগ্রদূত এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর শপথ! আমি এই মুহূর্তে আমার হওয (হওযে কাওসার) দেখছি। আমাকে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি তোমাদের ব্যাপারে এ জন্য শংকিত নই যে, তোমরা আমার (তিরোধানের) পর শির্ক করবে; বরং এ আশংকা বোধ করছি যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।"

হাদীসে উল্লিখিত 'শহীদদের উপর জানাযা পড়লেন' অর্থাৎ, তাঁদের জন্য দুআ করলেন। (তকবীর সহ) পরিচিত জানাযার নামায নয়।

দাস-দাসী, পশু, নিজ স্ত্রী অথবা ছেলেমেয়েকে শরয়ী কারণ ছাড়া আদব দেওয়ার জন্য যতটুকু জরুরী তার থেকে বেশি শাস্তি দেওয়া নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَبالوَالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً }

অর্থাৎ, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا ، إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ)) . متفق عَلَيْهِ

(২২০২) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-

পতঙ্গ ধরে খাবে।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “একটি বিড়ালের কারণে একজন মহিলাকে আযাব দেওয়া হয়েছে; যাকে সে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে মারাও গিয়েছিল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল তখন খেতেও দেয়নি ও পান করতেও দেয়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ (গঙ্গাফড়িং) ধরে খেত।” *(বুখারী ২৩৬৫, ৩৪৮২, মুসলিম ৫৯৮৯নং)*

عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ : « اتَّقُوا اللَّهَ فِى هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً ».

(২২০৩) সাহ্‌ল বিন হানযালিয়্যাহ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উটকে দেখলেন, (ক্ষুধায়) তার পিঠের সাথে পেট লেগে গেছে। তা দেখে তিনি বললেন, “তোমরা এই অবলা জন্তুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং উত্তমভাবে তাতে সওয়ার হও এবং উত্তমভাবে তা খাও (বা তার পিঠ থেকে নেমে যাও)।” *(আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২২৭৩নং)*

(২২০৪) আব্দুল্লাহ বিন জা’ফর বলেন, এক ব্যক্তি তার উটকে ঠিকমত খেতে দিত না, উপরন্তু কষ্ট দিত। তার পাশ দিয়ে রহমতের নবী ﷺ-কে পার হতে দেখে উটটি আওয়াজ দিল এবং তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি উটের মালিককে ডেকে বললেন,

« أَفَلاَ تَتَّقِى اللَّهَ فِى هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِى مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَىَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ ».

“তুমি এই জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না কেন, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? ও তো আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি ওকে ভুখা রাখ এবং কষ্ট দাও!” *(আহমাদ, আবূ দাউদ ২৫৫১, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০নং)*

وَعَنْ ابن عمر : أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً . متفق عَلَيْهِ

(২২০৫) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি একবার কুরাইশ বংশের কতিপয় নবযুবকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় লক্ষ্য করলেন যে, তারা একটি পাখীকে বেঁধে (হাতের নিশানা ঠিক করার মানসে তার উপর নির্দয়ভাবে) তীর মারছে। তারা পাখীর মালিকের সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর তার হয়ে যাবে। সুতরাং যখন তারা ইবনে উমার ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। ইবনে উমার ﷺ বললেন, ‘এ কাজ কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তির উপর অভিশাপ করেছেন, যে কোন এমন জিনিসকে (তার তীর-খেলার) লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রাণ আছে।’ *(বুখারী ৫৫১৫, মুসলিম ৫১৭৪নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ . متفق عَلَيْهِ

(২২০৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ জীব-জন্তুদের বেঁধে রেখে (তীর বা বন্দুকের নিশানা ঠিক করার ইচ্ছায়) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ৫৫১৩, মুসলিম ৫১৬৯নং)*

وَعَنْ أَبي عَليٍّ سُوَيدِ بن مُقَرِّنٍ ﷺ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا. رواه مسلم. وفي روايةٍ: ((سَابعَ إخْوَةٍ لِي)).

(২২০৭) আবূ আলী সুয়াইদ ইবনে মুক্বার্রিন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি যে, মুক্বার্রিনের সাত ছেলের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম। আমাদের একটি মাত্র দাসী ছিল। তাকে আমাদের ছোট ভাই চড় মেরেছিল। তখন রসূল ﷺ আমাদেরকে তাকে মুক্ত ক'রে দিতে আদেশ করলেন।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আমার ভাইদের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম।' *(মুসলিম ৪৩৯২-৪৩৯৪নং)*

وَعَنْ أَبي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامَاً لِي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي : ((اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ)) فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الغَضَبِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ : ((اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلامِ)) . فَقُلتُ : لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبَداً . وَفِي رِوَايَةٍ : فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ، فَقَالَ : ((أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ ، لَلَفَحَتْكَ النَّارُ ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ)) . رواه مسلم بهذه الروايات .

(২২০৮) আবূ মাসঊদ বাদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা আমার একটি গোলামকে চাবুক মারছিলাম। ইত্যবসরে পিছন থেকে এই শব্দ শুনতে পেলাম 'জেনে রেখো, হে আবূ মাসঊদ!' কিন্তু ক্রোধান্বিত অবস্থায় শব্দটা বুঝতে পারলাম না। যখন সেই (শব্দকারী) আমার নিকটবর্তী হল, তখন সহসা দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলছিলেন, 'জেনে রেখো আবূ মাসঊদ! ওর উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে, তোমার উপর আল্লাহ তাআলা আরো বেশি ক্ষমতাবান।' তখন আমি বললাম, 'এরপর থেকে আমি আর কখনো কোন গোলামকে মারধর করব না।'

এক বর্ণনায় আছে, তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটি পড়ে গেল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ওকে স্বাধীন ক'রে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "শোন! তুমি যদি তা না করতে, তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে অবশ্যই দগ্ধ অথবা স্পর্শ করত।" *(মুসলিম ৪৩৯৬-৪৩৯৯নং)*

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ ضَرَبَ غُلاَمَاً لَهُ حَدّاً لَمْ يَأتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ)) . رواه مسلم

(২২০৯) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে এমন অপরাধের সাজা দেয়, যা সে করেনি অথবা তাকে চড় মারে, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হল, সে

তাকে মুক্ত ক'রে দেবে।" *(মুসলিম ৪৩৮৯নং)*

وَعَنْ هِشَامِ بنِ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : أَنَّه مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ ! فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قِيلَ : يُعَذَّبُونَ فِي الخَرَاجِ – وَفِي رِوَايَةٍ : حُبِسُوا فِي الجِزْيَةِ – فَقَالَ هِشَامٌ : أَشهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ اللّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاس فِي الدُّنْيَا)). فَدَخَلَ عَلَى الأَمِيرِ، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا. رواه مسلم

(২২১০) হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ হতে বর্ণিত, সিরিয়ায় এমন কিছু চাষী লোকের নিকট দিয়ে তাঁর যাত্রা হচ্ছিল, যাদেরকে রোদে দাঁড় করিয়ে তাদের মাথার উপর তেল ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কী?' বলা হল, 'ওদেরকে জমির কর (আদায় না দেওয়ার) জন্য সাজা দেওয়া হচ্ছে।' অন্য বর্ণনায় আছে যে, 'রাজস্ব (আদায় না করার) কারণে ওদেরকে বন্দী করা হয়েছে।' হিশাম বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহ তাআলা সেসব লোকেদেরকে কষ্ট দেবেন, যারা লোকেদেরকে কষ্ট দেয়।" অতঃপর হিশাম আমীরের নিকট গিয়ে এ হাদীসটি শুনালেন। তিনি তাদের সম্পর্কে নির্দেশ জারি করলেন এবং তাদেরকে মুক্ত ক'রে দিলেন। *(মুসলিম ৬৮২৩-৬৮২৬নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ حِمَاراً مَوْسُومَ الوَجْهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ : ((واللّهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ)). وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ . رواه مسلم

(২২১১) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি গাধা দেখতে পেলেন, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তা দেখে তিনি অত্যধিক অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। অতঃপর বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি ওর চেহারা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অঙ্গে দাগব। (আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে চিহ্ন দেব।)" অতঃপর তিনি নিজ গাধা সম্পর্কে নির্দেশ করলেন এবং তার পাছায় দাগা হল। সুতরাং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি (গাধার) পাছা দেগেছিলেন। *(মুসলিম ৫৬৭৫নং)*

وَعَن جابر: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((لَعَنَ اللّهُ الَّذِي وَسَمَهُ)). رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ فِي الوَجْهِ.

(২২১২) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করল, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, "যে এর চেহারা দেগেছে, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।" *(মুসলিম ৫৬৭৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ চেহারায় মারতে ও দাগতে নিষেধ করেছেন।'

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ

بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا ».

(২২১৩) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা করে।" *(হাকেম ২৭৪৩, বাইহাকী ১৪৭৮১, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا من إِنْسَان يقتل عصفورا فَمَا فَوْقهَا بِغَيْر حَقّهَا إِلَّا سَأَلَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قيل وَمَا حَقّهَا قَالَ يذبحا ويأكلها وَلَا يقطع رَأسهَا ويطرحها)).

(২২১৪) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি অধিকার ছাড়া (অযথা) একটি বা তার বেশী চড়ুই হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সে চড়ুই সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।" বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! অধিকারটা কী (যে অধিকারে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে)? তিনি বললেন, "অধিকার হল এই যে, তা যবাই করে তা খাওয়া হবে এবং মাথা কেটে (হত্যা করে) ফেলে দেওয়া হবে না।" *(নাসাঈর কুবরা ৪৮৬০, হাকেম ৭৫৭৪, সহীহ তারগীব ১০৯২, ২২৬৬নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا ». وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ « مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ ». قُلْنَا نَحْنُ. قَالَ « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ ».

(২২১৫) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি নিজ প্রয়োজনে (সরে) গেলে আমরা 'হুম্মারাহ' (নামক লাল রঙের চড়ুই জাতীয় একটি) পাখী দেখলাম। তার সাথে ছিল তার দুটি ছানা। আমরা সেই ছানা দুটিকে নিয়ে ফেললাম। পাখীটি আমাদের মাথার উপরে ঘুরে-ফিরে উড়তে লাগল। ইতিমধ্যে নবী ﷺ এসে তা দেখে বললেন, "কে ওকে ওর ছানা নিয়ে কষ্ট দিয়েছে? ওর ছানা ওকে ফিরিয়ে দাও।" একদা তিনি দেখলেন, পিঁপড়ের গর্তসমূহকে আমরা পুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি তা দেখে বললেন, "কে এই (পিঁপড়েগুলি)কে পুড়িয়ে ফেলেছে?" আমরা বললাম, 'আমরাই।' তিনি বললেন, আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া আর অন্য কারো জন্য সঙ্গত নয়।" *(আবূ দাঊদ ২৬৭৭, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « نَزَلَ نَبِىٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً ».

(২২১৬) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, "একদা একটি

গাছের নিচে একজন নবীকে পিঁপড়ে কামড়ে দিলে তিনি গর্তসহ পিঁপড়ের দল পুড়িয়ে ফেললেন। আল্লাহ তাঁকে অহী করে বললেন, "তোমাকে একটি পিঁপড়ে কামড়ে দিলে তুমি একটি এমন জাতিকে পুড়িয়ে মারলে, যে (আমার) তসবীহ পাঠ করত? তুমি মারলে তো একটিকেই মারলে না কেন, (যে তোমাকে কামড়ে দিয়েছিল)?" *(বুখারী ৩৩১৯, মুসলিম ৫৯৮৭নং প্রমুখ)*

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا ».

(২২১৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "পাঁচটি দুষ্ট প্রাণীকে ইহরাম ও হালাল অবস্থায় (অথবা হারাম সীমানার ভিতরে ও তার বাইরে) হত্যা করা হবে; সাপ (বিছা), (পিঠে অথবা বুকে সাদা দাগবিশিষ্ট এক প্রকার) কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।" *(মুসলিম ২৯১৯, মিশকাত ২৬৯৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِى أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ ».

(২২১৮) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে, তার জন্য রয়েছে এত এত সওয়াব; যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা মারবে, তার জন্য রয়েছে এত এত অপেক্ষাকৃত কম সওয়াব; আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা মারবে, তার জন্য রয়েছে এত এত অপেক্ষাকৃত আরো কম সওয়াব।" *(মুসলিম ৫৯৮৩-৫৯৮৪নং)*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّى ».

(২২১৯) ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা সর্ব প্রকার (বিষধর) সর্প হত্যা কর। যে ব্যক্তি কোন (বিষধর) সাপ দেখে এবং তার হামলার ভয়ে তাকে মেরে না ফেলে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(আবূ দাঊদ ৫২৫১, নাসাঈ ৩১৯৩, সহীহুল জামে' ৬২৪৭নং)*

عن حَمْزَةَ الأَسْلَمِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِنَّهُ لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ ».

(২২২০) হামযা আসলামী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া আর কারো জন্য সঙ্গত নয়।" *(আবূ দাঊদ ২৬৭৫, ২৬৭৭নং)*

(অন্যায় ভাবে) কাউকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

وَعَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ)) . متفق عَلَيْهِ

(২২২১) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির (দ্বীন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ত্যাগ করে।" *(বুখারী ৯, ৬৪৮৪, মুসলিম ১৭০নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ، وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ)) . رواه مسلم

(২২২২) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(মুসলিম ৪৮৮২নং)*

عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ ».

(২২২৩) আবূ বারযাহ আসলামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে সেই মানুষের দল; যারা মুখে ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয়ে ঈমান স্থান পায়নি (তারা শোন)! তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি তাদের দোষ খুঁজবে, আল্লাহ তার দোষ ধরবেন। আর আল্লাহ যার দোষ ধরবেন তাকে তার ঘরের ভিতরেও লাঞ্ছিত করবেন।" *(আহমাদ ৪/৪২০, আবূ দাউদ ৪৮৮০, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ৭৯৮৪নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)).

(২২২৪) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কারো জন্য অপরের কোন প্রকার ক্ষতি করা বৈধ নয়। কোন দু'জনের জন্য প্রতিশোধমূলক পরস্পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও বৈধ নয়।" *(আহমাদ ২৮৬৫, ইবনে মাজাহ ২৩৪০, ২৩৪১নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ بن أُسَيْدٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ)).

(২২২৫) হুযাইফাহ বিন আসীদ (বা উসাইদ) ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলিমদেরকে তাদের রাস্তার ব্যাপারে কষ্ট দেবে, সে ব্যক্তির উপর তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ২৯৭৮, সহীহ তারগীব ১৪৮নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ : « أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الْقِرَاءَةِ ». أَوْ قَالَ : « فِى الصَّلاَةِ ».

(২২২৬) আবূ সাঈদ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ই'তিকাফে ছিলেন। তিনি শুনলেন লোকেরা জোরেশোরে ক্বিরাআত পড়ছে। সুতরাং তিনি পর্দা সরিয়ে বললেন, "শোনো! তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর সাথে মুনাজাত করছ। অতএব তোমরা একে অপরকে কষ্ট দিয়ো না এবং একে অপরের উপর ক্বিরাআতে (অথবা নামাযে) শব্দ উঁচু করো না।" *(আহমাদ ৩/৯৪, আবূ দাউদ ১৩৩৪নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ « الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِهِ ». قَالَ قُلْتُ أَىُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ « أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا ». قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ « تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ « تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ ».

(২২২৭) আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, সবচেয়ে ভালো কাজ কী? উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা।" আমি বললাম, কোন্ শ্রেণীর ক্রীতদাস মুক্ত করা সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন, "যা মূল্যে সবচেয়ে বেশী এবং তার পরিবারের নিকট উত্তম।" আমি বললাম, "আমি যদি তা না পারি? তিনি বললেন, "তবে কোন কারিগরের সহযোগিতা কর অথবা যে কারিগর নয় তার কাজ করে দাও।" আমি বললাম, তাও যদি না পারি? তিনি বললেন, "তাহলে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকবে। আর সেটা হবে তোমার তরফ থেকে কৃত সদকাহ।" *(বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ২৬০নং প্রমুখ)*

عن خالد بن الوليد قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا)).

(২২২৮) খালেদ বিন অলীদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মানুষকে সবচেয়ে বেশি শাস্তি বা কষ্ট দেয়, কিয়ামতের দিন সে সবচেয়ে বেশি আযাব ভোগ করবে।" *(আহমাদ ১৬৮১৯, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৫৩৫৬, সঃ জামে' ৯৯৮নং)*

দুর্নীতি, অন্যায়-অত্যাচার করা হারাম এবং অন্যায়ভাবে নেওয়া জিনিস ফেরৎ দেওয়া জরুরী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ } [غافر :١٨]

অর্থাৎ, সীমালংঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে। *(সূরা মু'মিন ১৮ আয়াত)*

{ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ } [الحج :٧١]

অর্থাৎ, যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। *(সূরা হাজ্জ ৭১ আয়াত)*

হাদীসমূহ ঃ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، أَنَّهُ قَالَ : ((يَا عِبَادِي ! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بيْنَكم مُحَرَّماً فَلا تَظَالَمُوا . رواه مسلم

(২২২৯) আবূ যার্র জুন্দুব বিন জুনাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর সুমহান প্রভু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আল্লাহ) বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। *(মুসলিম ৬৭৩৭নং)*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)). فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ: ((تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ)).

(২২৩০) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার অত্যাচারিত ও অত্যাচারী ভাইয়ের সাহায্য কর।" বলা হল, (হে আল্লাহর রসূল!) অত্যাচারীকে সাহায্য কীভাবে করব? তিনি বললেন, "তাকে অত্যাচার করা হতে বিরত রাখবে; তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।" *(আহমাদ ১১৯৪৯, বুখারী ৬৯৫২, তিরমিযী ২২৫৫, সহীহুল জামে' ১৫০২নং)*

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((مَنْ أَعَانَ ظَالِماً لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقّاً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ)).

(২২৩১) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ বাতিলের মাধ্যমে হককে খন্ডন করে কোন যালেমকে সাহায্য করে, সে ব্যক্তির নিকট থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দায়িত্ব উঠে যায়।" *(ত্বাবারানী, হাকেম ৭০৫২, সহীহুল জামে' ১০২০নং)*

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل: مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ (أو يعين على ظلم) لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزِعَ)).

(২২৩২) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিবাদের সময় অন্যায় দ্বারা অথবা কোন অত্যাচারীকে সাহায্য করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে অবস্থান করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা থেকে বিরত না হয়।" *(ইবনে মাজাহ ২৩২০, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬০৪৯নং)*

عن عدة من الصحابة ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

(২২৩৩) একাধিক সাহাবা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শোন! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিমের) প্রতি যুলম করবে অথবা তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে আদায় করবে না অথবা তাকে তার সাধ্যের বাইরে কর্মভার চাপিয়ে দেবে অথবা তার সম্মতি বিনা তার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির প্রতিবাদী হব।" *(আবূ দাউদ ৩০৫৪নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ . وَاتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ)). رواه مسلم

(২২৩৪) জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা অত্যাচার করা থেকে বাঁচো, কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকার স্বরূপ। (অর্থাৎ, অত্যাচারী সেদিন আলো পাবে না)। আর তোমরা কৃপণতা থেকে দূরে থাকো। কেননা, কৃপণতা পূর্ববর্তী লোকেদেরকে ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতা তাদেরকে নিজেদের রক্তপাত করার এবং হারামকে হালাল জানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।" *(মুসলিম ৬৭৪১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لَتُؤَدَّنَّ الحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَومَ القِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ)). رواه مسلم

(২২৩৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমন কি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেওয়া হবে।" *(মুসলিম ৬৭৪৫নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ))، ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}[هود : ١٠٢] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২২৩৬) আবূ মূসা ﷺ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে ছাড়েন না।" তারপর তিনি এই আয়াত পড়লেন---যার অর্থ, "তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে। যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও ক'রে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক।" *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত, বুখারী ৪৬৮৬, মুসলিম ৬৭৪৬, তিরমিযী ৩১১০নং)*

وَعَن مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أهلِ الكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِّي رسولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ ، وَاتَّـقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ ؛ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২২৩৭) মুআয ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (ইয়ামানের শাসকরূপে) পাঠাবার সময় বলেছিলেন, "তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দেবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সাদকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের থেকে যাকাত উসূল ক'রে যারা দরিদ্র তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তুমি (যাকাত নেওয়ার সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া থেকে দূরে থাকবে। আর অত্যাচারিতের বদ্দুআ থেকে বাঁচবে। কারণ তার বদ্দুআ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই (অর্থাৎ, শীঘ্র কবুল হয়ে যায়)।" *(বুখারী ১৪৯৬, মুসলিম ১৩০নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)*

عَنْ خُزَيْمَةَ بن ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ ، يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلالُهُ : وَعِزَّتِي وَجَلالِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ)).

(২২৩৮) খুযাইমা বিন সাবেত কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ হতে সাবধান থেকো। কারণ তা মেঘের উপর বহন করা হয় (অর্থাৎ, কবুল করা হয়)। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার ইজ্জতের কসম! আমি তোমাকে সাহায্য করবই, যদিও কিছু পরে।" *(ত্বাবারানী ৩৬৩০, সঃ তারগীব ২২৩০নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيه ، مِنْ عِرضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أنْ لاَ يَكُونَ دِينَار وَلاَ دِرْهَمٌ ؛ إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْـهُ بِقَـدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيهِ)). رواه البخاري

(২২৩৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্ভ্রম বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হতে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ দেওয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যেদিন (ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য) না দীনার হবে না দিরহাম। (সেদিন) যালেমের নেক আমল থাকলে তার যুলুম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে (মযলুমকে দেওয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি তার নেকী না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহলে তার (মযলুম) প্রতিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে।" *(বুখারী ২৪৪৯, ৬৫৩৪, তিরমিযী ২৪১৯নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((أتدرُونَ مَنِ المُفْلِسُ ؟)) قَالُوا : المفْلـسُ فِينَـا مَنْ لاَ دِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاع ، فَقَالَ : ((إنَّ المُفْلسَ مِنْ أُمَّتي مَنْ يأتي يَومَ القيامَةِ بصَلاَةٍ وَصِيامٍ وزَكـاةٍ،

ويأتي وقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا ، وسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وهَذَا مِنْ حَسناتِهِ ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْلَ أنْ يُقضى مَا عَلَيهِ ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ)). رواه مُسلم

(২২৪০) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?" তাঁরা বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাব-পত্র নেই।' তিনি বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে। কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপরাশি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(মুসলিম ৬৭৪৪, তিরমিযী ২৮১৮নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضيَ الله عَنهُمَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২২৪১) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, "প্রকৃত মুসলিম সেই, যার জিভ ও হাত থেকে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির (দ্বীনের খাতিরে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই, যে আল্লাহ যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা ত্যাগ করে।" *(বুখারী ৯, মুসলিম ১৭০নং)*

عن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ)).

(২২৪২) ফায়্যালাহ বিন উবাইদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বিদায়ী হজ্জে বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে মুমিন কে তা বলে দেব না? (প্রকৃত মুমিন হল সেই), যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি, যার জিব ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হল সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত পাপাচরণকে হিজরত (বর্জন) করে।" *(আহমাদ ২৩৯৫৮, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহহাহ ৫৪৯নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، والنَّبيُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَلا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الوَدَاعِ حَتَّى حَمِدَ اللهَ رَسُول الله ﷺ وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ ذَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَّال فَأَطْنَبَ فِي

ذِكْرِهِ ، وَقَالَ : ((مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إلاَّ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، أَنْـذَرَهُ نُـوحٌ وَالنَّبِيُّـونَ مِـنْ بَعْـدِهِ ، وَإِنَّـهُ إنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ فَما خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُم ، إنَّ رَبَّكُمْ لَـيْسَ بـأَعْوَرَ وإنَّـهُ أَعْـوَرُ عَـيْنِ الْيُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ . ألا إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْـوَالَكُمْ كحُرْمَـةِ يَـوْمِكُمْ هَـذَا ، فِي بَلَدِكُم هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ ؟)) قالُوا : نَعَمْ ، قَـالَ : ((اللَّهُـمَّ اشْـهَدْ)) ثلاثـاً ((وَيْلَكُمْ – أَوْ وَيْحَكُمْ – انْظُروا : لا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه

(২২৪৩) ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমরা বিদায়ী হজ্জের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। এমতবস্থায় যে, নবী ﷺ আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আর আমরা জানতাম না যে, বিদায়ী হজ্জ কী? পরিশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর কানা দাজ্জালের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ যে নবীই পাঠিয়েছেন, তিনি নিজ জাতিকে তার ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন। নূহ ও তাঁর পরে আগমনকারী নবীগণ তার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যদি সে তোমাদের মধ্যে বের হয়, তবে তার অবস্থা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। তোমাদের কাছে এ কথা গোপন নয় যে, তোমাদের প্রভু কানা নয়, আর দাজ্জাল কানা হবে। তার ডান চোখ কানা হবে, তার চোখটি যেন (গুচ্ছ থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর। সতর্ক হয়ে যাও, **নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি তোমাদের রক্ত ও মাল হারাম ক'রে দিয়েছেন;** যেমন তোমাদের এদিন হারাম তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই মাসে। শোনো! আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি?" সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (অতঃপর বললেন,) তোমাদের জন্য বিনাশ অথবা আফশোস। দেখো, তোমরা আমার পর এমন কাফের হয়ে যেয়ো না যে, তোমরা এক অপরের গর্দান মারবে।" *(বুখারী ৪৪০২, কিছু অংশ মুসলিম ২৩৪নং)*

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بنِ الحَارِثِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاثٌ مُتَوالِياتٌ: ذُو القَعْـدَة، وذُو الحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشعْبَانَ، أيُّ شَـهْرٍ هَـذَا ؟)) قُلْنَـا : اللهُ وَرَسُـولُهُ أعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ : ((أَلَيْسَ ذَا الحِجَّةِ ؟)) قُلْنَا : بَلَى . قَال : ((فَأيُّ بَلَد هَذَا ؟)) قُلْنَا : اللهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ . قَـالَ : ((أَلَيْسَ البَلْدَةَ ؟)) قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : ((فَأيُّ يَوْم هَذَا ؟)) قُلْنَا : اللهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيرِ اسْمِهِ . قَالَ : ((أَلَيسَ يَوْمَ النَّحْـرِ ؟)) قُلْنَـا : بَلَـى . قَـالَ : ((فَـإنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليكم حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، ألا فَلا تَرْجعوا بعدي كُفَّـاراً يَـضْرِبُ بَعْـضُكُمْ رِقَـابَ بَعْـض، ألا لِيُبَلِّـغ

الشَّاهِدُ الغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ)) ، ثُـمَّ قَـالَ : ((إلاَّ هَلْ بَلَّغْتُ ، ألاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟)) قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২২৪৪) আবূ বাক্‌রাহ নুফাই ইবনুল হারেষ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় যামানা (কাল) নিজের ঐ অবস্থায় ফিরে এল যেদিন আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ, দুনিয়া সৃষ্টি করার সময় যেরূপ বছর ও মাসগুলো ছিল, এখন পুনর্বার সে পুরাতন অবস্থায় ফিরে এল এবং আরবের মুশরিকরা যে নিজেদের মন মত মাসগুলোকে আগে-পিছে করেছিল তা এখন থেকে শেষ ক'রে দেওয়া হল।) বছরে বারটি মাস; তার মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানীয়) মাস। তিনটি পরস্পর ঃ যুল ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহার্রাম। আর (চতুর্থ হল) মুযার গোত্রের রজব; যা জুমাদা ও শা'বান এর মধ্যে রয়েছে। এটা কোন্ মাস?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন। তিনি বললেন, "এটা যুল-হিজ্জাহ নয় কি?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' অতঃপর তিনি বললেন, "এটা কোন্ শহর?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন। তিনি বললেন, "এ শহর (মক্কা) নয় কি?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "আজ কোন্ দিন?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম, তিনি হয়তো এর অন্য নাম বলবেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এটা কি কুরবানীর দিন নয়?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের (আপসের মধ্যে) এ রকমই হারাম (ও সম্মানীয়) যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ শহরে এবং তোমাদের এ মাসে রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সুতরাং তোমরা আমার পর এমন কাফের হয়ে যেও না যে, তোমরা এক অপরের গর্দান মারবে। শোনো! উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে (এ সব কথা) পৌঁছে দেয়। কারণ, যাকে পৌঁছাবে সে শ্রোতার চেয়ে অধিক স্মৃতিধর হতে পারে।" অবশেষে তিনি বললেন, "সতর্ক হয়ে যাও! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।" *(বুখারী ৪৪০৬, মুসলিম ৪৪৭৭নং)*

وَعَنْ أَبِي حُمَيدٍ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِي ﷺ ، قَالَ : اِسْـتَعْمَلَ الـنَّبِيُّ ﷺ رَجُـلاً مِـنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْـدِيَ إِلَـيَّ ، فَقَـامَ رسـولُ اللّه ﷺ عَلَى المِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّه وَأَثْنَى عَلَيهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((أَمَّا بَعدُ ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِـنْكُمْ عَلَـى العَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللّهُ ، فَيَأتِي فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ وَهَذا هَدِيَّةٌ أُهْدِيتْ إِلَيَّ ، أفَلا جَلَسَ فِي بيت أبيهِ أَوْ أُمِّهِ حَتَّى تَأتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إنْ كَانَ صَادِقاً ، واللّهِ لا يَأخُذُ أحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاً بِغَيرِ حَقِّهِ إلاَّ لَقِيَ اللّه تَعَالَى ،

يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلا أعْرِفَنَّ أحَداً مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ)) ثُمَّ رفع يديهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ ، فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ)) ثلاثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২২৪৫) আবূ হুমাইদ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ বলেন, নবী ﷺ আয্‌দ গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মালসহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা ক'রে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কি না? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহি-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ।"

আবূ হুমাইদ ﷺ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী ৪৯৭৯, মুসলিম ৪৮৪৩নং)*

وَعَن عَدِيّ بنِ عَمِيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : سمعت رَسُول الله ﷺ ، يقول : ((مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ غُلُولاً يَأتِي به يَومَ القِيَامَةِ)) فَقَامَ إليه رَجُلٌ أسْوَدُ مِنَ الأنْصَارِ ، كَأَنِّي أنْظُرُ إلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ ، قَالَ : ((وَمَا لَكَ ؟)) قَالَ: سَمِعْتكَ تَقُولُ كَذَا وكَذَا، قَالَ : ((وَأَنَا أقُولُه الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيءْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى)). رواه مسلم

(২২৪৬) আদী ইবনে আমীরাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি, অতঃপর সে আমাদের কাছে ছুঁচ অথবা তার চেয়ে বেশী (কিংবা কম কিছু) লুকিয়ে নেয়, তো এটা খিয়ানত ও চুরি করা হয়। কিয়ামতের দিন সে তা সঙ্গে নিয়ে হাজির হবে।" এ কথা শুনে আনসারদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় মানুষ উঠে দাঁড়ালেন, যেন আমি তাকে (এখন) দেখছি। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি (যে কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছিলেন) তা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন।' তিনি বললেন, "তোমার কি হয়েছে?" সে বলল, 'আমি আপনাকে এ রকম কথা বলতে শুনলাম।' তিনি বললেন, "আমি এখনো বলছি যে, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি, সে যেন অল্প-বেশী (সমস্ত মাল) আমার কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তা হতে তাকে যতটা দেওয়া হবে, তাইই সে গ্রহণ করবে এবং যা হতে তাকে

বিরত রাখা হবে, সে তা থেকে বিরত থাকবে।” *(মুসলিম ৪৮-৪৮নং)*

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعلَبَةَ الحَارِثِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ)) فَقَالَ رَجُلٌ : وإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسيراً يَا رَسُول اللهِ ؟ فَقَالَ : ((وإِنْ قَضيباً مِنْ أَرَاك)). رواه مسلم

(২২৪৭) আবূ উমামাহ ইয়াস ইবনে ষা’লাবা হারেষী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম খেয়ে কোন মুসলমানের হক মেরে নেবে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম ওয়াজেব এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন।” একটি লোক বলল, ‘যদি তা নগণ্য জিনিস হয় হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “যদিও তা পিল্লু গাছের একটি ডালও হয়।” *(মুসলিম ৩৭০নং)*

وَعَن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص ﷺ ، قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَل النَّبيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((هُوَ فِي النَّارِ)) فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْه ، فَوَجَدُوا عَبَاءةً قَدْ غَلَّهَا . رواه البخاري

(২২৪৮) আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামানের জন্য একটি লোক নিযুক্ত ছিল, তাকে কিরকিরাহ (বা কারকারাহ) বলা হত। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “সে জাহান্নামী।” অতঃপর (এ কথা শুনে) সাহাবীগণ তাকে দেখতে গেলেন (ব্যাপার কী?) সুতরাং তাঁরা একটি আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও ঢিলা জামা) পেলেন, সেটি সে (গনীমতের মাল থেকে) চুরি ক’রে নিয়েছিল। *(বুখারী ৩০৭৪নং)*

وعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَر أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ ، فقَالُوا : فُلاَنٌ شَهيدٌ ، وفُلانٌ شَهيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ ، فقالوا : فُلانٌ شَهيدٌ . فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((كَلاَّ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّار فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءة)). رواه مسلم

(২২৪৯) উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, যখন খাইবারের যুদ্ধ হল, তখন রসূল ﷺ-এর কিছু সাহাবী এসে বললেন, ‘অমুক অমুক শহীদ হয়েছে।’ অতঃপর তাঁরা একটি লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, ‘অমুক শহীদ।’ নবী ﷺ বললেন, “কখনোই না। সে (গনীমতের) মাল থেকে একটি চাদর অথবা আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও ঢিলা জামা) চুরি করেছিল, সে জন্য আমি তাকে জাহান্নামে দেখলাম।” *(মুসলিম ৩২৩নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ ظَلَمَ قَيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২২৫০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কারো জমি এক বিঘত পরিমাণ অন্যায়ভাবে দখল ক’রে নেবে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক (স্তর) যমীনকে (বেড়িস্বরূপ) তার গলায় লটকে দেওয়া হবে।” *(বুখারী ২৪৫৩,৩১৯৫, মুসলিম ৪২২২নং)*

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقولَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)).

(২২৫১) য়্যা'লা বিন মুর্রাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত খুঁড়তে আদেশ করবেন। অতঃপর তা তার গলায় বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত লোকেদের বিচার-নিষ্পত্তি শেষ হয়েছে (ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সাত তবক আধ হাত জমি তার গলায় লটকানো থাকবে)!" *(আহমাদ ১৭৫৭১, ত্বাবারানীর কাবীর ১৮১৪৬, ইবনে হিব্বান ৫১৪২, সহীহুল জামে' ২৭২২নং)*

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الحَارِثِ بنِ ربعيٍّ ﷺ ، عن رَسُول الله ﷺ : أَنَّهُ قَامَ فِيهِم، فَذَكَرَ لَهُمْ أنَّ الجِهَادَ في سَبِيلِ الله، وَالإِيمَانَ بالله أفْضَلُ الأعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله ، تُكَفَّرُ عَنّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ : ((نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ في سبيلِ اللهِ، وَأنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبر)) ثُمَّ قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((كَيْفَ قُلْتَ ؟)) قَالَ : أرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله ، أتُكَفَّرُ عَنّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ : ((نَعَمْ ، وَأنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ ، إلاَّ الدَّيْنَ ؛ فإنَّ جِبريلَ عليه السلام قَالَ لي ذلِكَ)). رواه مسلم

(২২৫২) আবূ ক্বাতাদাহ হারেষ ইবনে রিবয়ী ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীদের) মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাঁদের জন্য বর্ণনা করলেন যে, "আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বোত্তম আমল।" এ শুনে একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমাকে আল্লাহর পথে হত্যা ক'রে দেওয়া হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন ক'রে দেওয়া হবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে খুন হও, তাহলে।" পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কি যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি বলুন, যদি আল্লাহর পথে আমাকে হত্যা করা হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন ক'রে দেওয়া হবে?' রসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে (খুন হও, তাহলে)। কিন্তু ঋণ (ক্ষমা হবে না)। কেননা জিব্রীল عليه السلام আমাকে এ কথা বললেন।" *(মুসলিম ৪৯৮৮নং)*

وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنهَا : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((إنَّمَا أنا بَشَرٌ ، وَإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أسْمعُ ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أخِيهِ فَإنَّما أقطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ النَّارِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২২৫৩) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহ আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা (বিবাদ করে) ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসো। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাক্‌পটু। আর আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি। সুতরাং আমি যদি কাউকে তার (মুসলিম) ভাইয়ের হক তার জন্য ফায়সালা করে দিই, তাহলে আসলে আমি তার জন্য আগুনের টুকরা কেটে দিই।" *(বুখারী ২৬৮০, মুসলিম ৪৫৭২নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً)). رواه البخاري

(২২৫৪) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তি তার দ্বীনের প্রশস্ততায় থাকে; যতক্ষণ না সে অবৈধ রক্তপাতে লিপ্ত হয়।" *(বুখারী ৬৮৬২নং)*

** (অর্থাৎ, খুন করলে দ্বীন সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং খুনী কুফরীর নিকটবর্তী হয়ে যায়।)*

وَعَن خَولَةَ بِنتِ عَامِرٍ الأنصَارِيَّة ، وَهِيَ امرأَةُ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتْ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقول: ((إنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بغَيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ)). رواه البخاري

(২২৫৫) হামযাহ ﷺ-এর স্ত্রী খাওলাহ বিনতে আমের আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কিছু লোক আল্লাহর মাল নাহক ব্যয়-বন্টন করবে। সুতরাং তাদের জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন রয়েছে।" *(বুখারী ৩১১৮নং)*

নেক লোক, দুর্বল ও গরীব মানুষদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে ভীতিপ্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ } [الضحى : ٩-١٠]

অর্থাৎ, অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। এবং ভিক্ষুককে ধমক দিও না। *(সূরা যুহা ৯-১০ আয়াত)*

এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল।"

(২২৫৬) যেমন সেই হাদীসটিও এই পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক রাখে; যাতে বলা হয়েছে, "সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, সুহাইব ও বিলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ, তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ।" *(৩০৪৩নং হাদীস দ্রঃ)*

وَعَن جُنْدُبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّـةِ اللهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّته بشَيءٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ منْ ذمَّته بشَيءٍ يُدْرِكْهُ ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِـهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)). رواه مسلم

(২২৫৭) জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ল, সে আল্লাহর জামানতে চলে এল। সুতরাং আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর জামানতের কিছু দাবী করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় ক'রে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" *(মুসলিম ১৫২৬নং)*

(বলা বাহুল্য, যে নামায পড়ে সে আল্লাহর জামানতে। সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।)

জমি জবর-দখল

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: « مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ».

(২২৫৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (অন্যের) অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবরদখল করবে (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ঘাড়ে ঐ জমির (নীচের) সাত (তবক) জমিনকে বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।" *(আহমাদ ২৪৫০৪, বুখারী ২৪৫৩, ৩১৯৫, মুসলিম ৪২২২নং)*

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)).

(২২৫৯) য়্যা'লা বিন মুর্রাহ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত খুঁড়তে আদেশ করবেন। অতঃপর তা তার গলায় বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত লোকেদের বিচার-নিষ্পত্তি শেষ হয়েছে (ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সাত তবক আধ হাত জমি তার গলায় লটকানো থাকবে)!" *(আহমাদ ১৭৫৭১, ত্বাবারানীর কাবীর ১৮-১৪৬, ইবনে হিব্বান ৫১৬৪, সহীহুল জামে' ২৭২২নং)*

عن ابن عمر ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ)).

(২২৬০) ইবনে উমার ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি নাহক জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত নিচে ধসিয়ে দেবেন।" *(বুখারী ২৪৫৪, ৩১৯৬নং)*

عن علي ﷺ قال قال النبي ﷺ: « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ

مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ ».

(২২৬১) আলী ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর, যে নিজ পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর, যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর, যে কোন দুষ্কৃতকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয় এবং আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর, যে ভূমির (জমি-জায়গার) সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে।" *(মুসলিম ৫২৩৯নং)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ: « ... وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

(২২৬২) আবূ যার্র ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি সেই জিনিস দাবী করে, যে জিনিস তার নয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়।" *(মুসলিম ২২৬নং)*

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة : ١]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। *(সূরা মায়েদাহ ১ নং আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, { وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً } [الإسراء : ٣٤]

অর্থাৎ, আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ঈস্রাঈল ৩৪ আয়াত)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَها : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) . متفق عَلَيْهِ .

(২২৬৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র বিন আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক্ব গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে।" *(বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, মুসলিম ২১৯নং)*

وعَنِ ابنِ مَسعودٍ ، وَابنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ – رَضِيَ اللهُ عَنهُم – قَالُوا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ، يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ)) . متفق عَلَيْهِ

(২২৬৪) ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার ও আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, নবী ﷺ

বলেছেন, “কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে (বিশেষ) পতাকা নির্দিষ্ট হবে। বলা হবে যে, এটা অমুক ব্যক্তির (বিশ্বাসঘাতকতার) প্রতীক।” *(বুখারী ৬১৭৭, ৬১৭৮, মুসলিম ৪৬২৭, ৪৬৩১)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يومَ القِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدَرِ غَدْرِهِ ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ)) . رواه مسلم

(২২৬৫) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পাছায় একটা পতাকা থাকবে, যাকে তার বিশ্বাসঘাতকতা অনুপাতে উঁচু করা হবে। জেনে রেখো! রাষ্ট্রনায়ক (বিশ্বাসঘাতক হলে তার) চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর অন্য কেউ হতে পারে না।” *(মুসলিম ৪৬৩৫নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أَجِيراً ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)) . رواه البخاري

(২২৬৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, “তিন প্রকার লোক এমন আছে, কিয়ামতের দিন যাদের প্রতিবাদী স্বয়ং আমি; (১) সে ব্যক্তি, যে আমার নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল, পরে তা ভঙ্গ করল। (২) সে ব্যক্তি, যে স্বাধীন মানুষকে (প্রতারণা দিয়ে) বিক্রি ক’রে তার মূল্য ভক্ষণ করল। (৩) সে ব্যক্তি, যে কোন মজুরকে খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরাপুরি কাজ নিল, কিন্তু তার মজুরী দিল না।” *(বুখারী ২২২৭, ২২৭০নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ)). قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ)).

(২২৬৭) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ কিছু লোকের এক মজলিসে হাদীস বয়ান করছিলেন, এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কিয়ামত কখন হবে?’ আল্লাহর রসূল ﷺ বয়ান করতেই থাকলেন। অতঃপর বয়ান শেষ করে তিনি বললেন, “কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়?” লোকটি বলল, ‘এই যে আমি, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।” লোকটি বলল, ‘আমানত কিভাবে নষ্ট হবে?’ তিনি বললেন, “যখন কোন অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।” *(বুখারী ৬৪৯৬নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: ((لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ)).

(২২৬৮) আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ প্রায় খুতবাতে বলতেন, “যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই।”

(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৭১৭৯নং)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ)).

(২২৬৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী হব; তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল অথচ সে তার মজুরী (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।" *(বুখারী ২২২৭, ২২৭০নং)*

عن زيد بن ثابت ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((أَوَّلُ ما يُرْفَعُ مِنَ النّاسِ الأمانَةُ وآخِرُ ما يَبْقَى مِنْ دينِهِمُ الصّلاة ورُبَّ مُصَلَ لا خَلاقَ لهُ عِنْدَ الله تعالى)).

(২২৭০) যায়দ বিন ষাবেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিস উঠিয়ে নেওয়া হবে, তা হল আমানত। আর সর্বশেষ যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হল নামায। আর কোন কোন নামাযী আছে, মহান আল্লাহর কাছে যার কোন অংশ নেই।" *(হাকীম, সঃ জামে' ২৫৭৫নং, এর কাছাকাছি অর্থে সিঃ সহীহাহ ১৭৩৯নং)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له: ((أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ)).

(২২৭১) মহানবী ﷺ আবূ যার্র গিফারী ﷺ-কে অসিয়ত ক'রে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, তুমি গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর ভয় রাখবে, খারাপ কিছু করলে ভাল কাজ করবে, কারো নিকট হতে অবশ্যই কিছু চাইবে না; এমনকি সওয়ারীর পিঠে বসে থাকা অবস্থায় তোমার হাত হতে চাবুকটি পড়ে গেলেও, তা কাউকে তুলে দিতে বলবে না। কোন আমানত গ্রহণ করবে না। আর দু'জনের মাঝে মীমাংসাকারী হবে না।" *(আহমাদ ২১৫৭৩, সহীহ তারগীব ৮১০নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ».

(২২৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তার আমানত তাকে ফেরৎ দাও এবং যে তোমার খিয়ানত করেছে, তুমি তার খিয়ানত করো না।" *(আবূ দাউদ ৩৫৩৭, তিরমিযী ১২৬৪, দারেমী, মিশকাত ২৯৩৪নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنْ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمٍ)).

(২২৭৩) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমার মধ্যে চারটি জিনিস হলে দুনিয়ার আর কিছু না পেলেও তোমার বয়ে যাবে না; ১। আমানত রক্ষা করা, ২। সত্য কথা বলা, ৩। চরিত্র সুন্দর করা এবং ৪। হালাল খাদ্য খাওয়া।" *(আহমাদ ৬৬৫২, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ৭৩৩নং)*

عن أنس قال قال النبي ﷺ: ((إن كنتم تحبون أن يحبكم الله و رسوله فحافظوا على ثلاث خصال : صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، و حسن الجوار)).

(২২৭৪) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যদি তোমরা পছন্দ কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে ভালবাসুন, তাহলে তিনটি গুণের হিফাযত কর; ১। সত্য কথা বলা, ২। আমানত আদায় করা এবং ৩। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৯৮নং)*

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ : اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ)).

(২২৭৫) উবাদাহ বিন স্বামেত বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের তরফ থেকে আমার জন্য ছয়টি জিনিসের যামিন হয়ে যাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য কথা বল, ওয়াদা করলে পূরণ কর, তোমাদের নিকট আমানত রাখা হলে তা আদায় কর, লজ্জাস্থানের হিফাযত কর, চক্ষু অবনত কর এবং হাতকে সংযত রাখ।" *(আহমাদ ২২৭৫৭, হাকেম, সহীহুল জামে' ১৮৯৮নং)*

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : (....وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِى لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِى لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِى إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ».

(২২৭৬) ইয়ায বিন হিমার মুজাশিয়ী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জাহান্নামবাসী পাঁচ ব্যক্তি; (১) সেই দুর্বল শ্রেণীর ব্যক্তি, যার (পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকার মতো) জ্ঞান নেই। যারা তোমাদের অনুগত, যারা পরিবার চায় না, ধন-সম্পদও চায় না। (২) খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যে তুচ্ছ কোন জিনিসের লোভে পড়লেই তাতে খিয়ানত করে। (৩) এমন ব্যক্তি, যে সকাল-সন্ধ্যায় তোমার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে ধোঁকা দেয়। (৪) কৃপণ ব্যক্তি এবং (৫) দুশ্চরিত্র চোয়াড়।" *(মুসলিম ৭৩৮৬নং)*

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ

وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الأَمَانَةَ ». قَالُوا يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(২২৭৭) আবুদ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে পাঁচটি জিনিস পালন করবে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। (১) ঠিকমত ওযূ ক'রে, ঠিকমত রুকূ-সিজদা ক'রে যথা সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যত্নবান হওয়া। (২) রমযানের রোযা পালন করা। (৩) সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা। (৪) খুশী মনে যাকাত দেওয়া। এবং (৫) আমানত আদায় করা।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আমানত আদায় করা কী?' তিনি বললেন, "নাপাকীর গোসল করা। আদম সন্তানের উপর আল্লাহর এটি দ্বীন-বিষয়ক বড় আমানত।" *(আবূ দাঊদ ৪২৯, ত্বাবারানীর কাবীর ১৭৪৯, সাগীর ৭৭২, সহীহ তারগীব ৩৬৯, ৭৩৮-নং)*

عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– النَّاسَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ أَبِى سَرْحٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَأَمَّا ابْنُ أَبِى سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ « أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِى كَفَفْتُ يَدِى عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ». فَقَالُوا مَا نَدْرِى يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِى نَفْسِكَ أَلاَ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لِنَبِىٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ ».

(২২৭৮) সা'দ বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন (প্রতারক) আব্দুল্লাহ বিন সা'দ উষমান বিন আফ্ফানের নিকট আত্মগোপন করেছিল। তিনি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকটে দাঁড় করালেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আব্দুল্লাহর বায়আত গ্রহণ করুন।' নবী ﷺ তার দিকে মাথা তুলে তিনবার দেখলেন। তিনি তার বায়আত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অতঃপর তৃতীয়বারের পরে তিনি তার বায়আত গ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে তিনি সাহাবাগণকে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কি কেউ বুদ্ধিমান লোক ছিল না, আমি যখন তার বায়আত গ্রহণ না ক'রে হাত গুটিয়ে নিচ্ছিলাম, তখন সে তাকে হত্যা ক'রে দিত?" তাঁরা বললেন, 'আপনার মনে কী ছিল, তা তো জানতাম না হে আল্লাহর রসূল! আপনি আপনার চোখ দ্বারা ইঙ্গিত করলেন না কেন?' নবী ﷺ বললেন, "কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, তাঁর খিয়ানতকারী চোখ হবে।" *(আবূ দাঊদ ২৬৮৫নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪/৩০০)*

عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ((إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وائتمان الخائن وتخوين الأمين)).

(২২৭৯) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হল, অশ্লীলতা ব্যাপক হবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে, খিয়ানতকারীকে আমানতদার

এবং আমানতদারকে খিয়ানতকারী বিবেচনা করা হবে।” *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ১৩৫৬, বায্যার ১২৪৫৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৩৮নং)*

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ وَسُوءُ الْجِوَارِ)).

(২২৮০) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীলতাকে ঘৃণা করেন। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! ততদিন কিয়ামত কায়েম হবে না, যতদিন না আমানতদারকে খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীকে আমানতদার বিবেচনা করা হয়েছে, অশ্লীলতা ব্যাপক হয়েছে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয়েছে এবং প্রতিবেশীর খারাপ ব্যবহার প্রকাশ পেয়েছে।” *(আহমাদ ৬৮৭২, আঃ রায্যাক ২০৮৫২, সিঃ সহীহাহ ২২৮৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ، وَيُخَوَّنُ الأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، وَيَهْلِكُ الْوُعُولُ وَيَظْهَرُ التُّحُوتُ)).

(২২৮১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! ততদিন কিয়ামত কায়েম হবে না, যতদিন না অশ্লীলতা ও কৃপণতা ব্যাপক হবে, খিয়ানতকারীকে আমানতদার এবং আমানতদারকে খিয়ানতকারী বিবেচনা করা হবে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক ধ্বংস হয়ে যাবে এবং হীন ও নীচ লোক প্রকাশ (প্রাধান্য ও নেতৃত্ব) পাবে।” *(হাকেম ৮৬৪৪, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩৭৬৭, কাবীর ৭৫৪, ইবনে হিব্বান ৬৮৪৪, সিঃ সহীহাহ ৩২১১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ)). قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ: ((السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ)).

(২২৮২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মানুষের নিকট এমন ধোকাব্যঞ্জক যুগ আসবে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে পরিগণিত করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচ্ছ লোক মুখ চালাবে।” *(আহমাদ ৭৯১২, ইবনে মাজাহ ৪০৩৬, হাকেম ৮৪৩৯, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ১৮৮৭, ২২৫৩নং)*

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ». قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِى أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَعْدَ

قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً « ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُتَّمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ».

(২২৮৩) ইমরান বিন হুস্বাইন ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ।" ইমরান বলেন, 'নবী ﷺ তাঁর যুগের পর উত্তম যুগ হিসাবে দুই যুগ উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগ তা আমার জানা (স্মরণ) নেই।' "অতঃপর তোমাদের পর এমন এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী মানা হবে না। তারা খেয়ানত করবে এবং তাদের নিকট আমানত রাখা যাবে না। তারা আল্লাহর নামে মানত করবে কিন্তু তা পুরা করবে না। আর তাদের দেহে (ভাল ভাল খাদ্য খেয়ে) স্থূলত্ব প্রকাশ পাবে।" *(বুখারী ২৬৫১, মুসলিম ৬৬৩৮নং)*

রাগ ও ক্রোধ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ».

(২২৮৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শক্তিশালী (বা বীর) সে নয় যে কুস্তীতে জয়লাভ করে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী (বা বীর) হল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলে নিতে পারে।" *(আহমাদ, বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ৬৮০৯, মিশকাত ৫১০৫নং)*

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ كَظَمَ غَيْظًا – وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ – دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ ».

(২২৮৫) মুআয ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন প্রকার ক্রোধ সংবরণ করে, যা সে প্রয়োগ করতে সমর্থ, আল্লাহ তাকে সৃষ্টির মাঝে আহবান করবেন এবং তার ইচ্ছামত (বেহেশতের) সুনয়না হুরী গ্রহণ করতে এখতিয়ার দেবেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ ৩৯৯৭ নং)*

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه و سلم : { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم }

(২২৮৬) সুলাইমান বিন সুরাদ বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় দুই ব্যক্তি গালাগালি করলে ওদের মধ্যে একজনের রাগ চরমে উঠে সে লাল হয়ে গেল।

তিনি বললেন, “আমি এমন একটি মন্ত্র জানি, তা পাঠ করলে ওর রাগ দূর হয়ে যাবে; আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম।” লোকটি বলে উঠল, ‘আপনি কি আমাকে পাগল মনে করেন?’ তা শুনে তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করেন। *(বুখারী ৩২৮২, মুসলিম ৬৮১২, হাকেম ৩৬৪৯নং)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لَنَا « إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ ».

(২২৮৭) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,“তোমাদের মধ্যে যখন কেউ রেগে যাবে, তখন সে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে যায়। এতে তার রাগ দূরীভূত হলে ভাল, নচেৎ সে যেন শুয়ে যায়।” *(আহমাদ ২১৩৪৮, আবূ দাঊদ ৪৭৮৪, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে ৬৯৪নং)*

অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি বিষয়ক কতিপয় হাদীস

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِى مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِى مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا ».

(২২৮৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমাকে আল্লাহ নিজের ব্যাপারে ও অপরের ব্যাপারে কঠোর ক’রে পাঠাননি। বরং তিনি আমাকে সরল শিক্ষক ক’রে পাঠিয়েছেন।” *(মুসলিম ৩৭৬৩নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا)).

(২২৮৯) আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “(দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে) তোমরা সরলতা ব্যবহার কর, কঠোরতা ব্যবহার করো না, মানুষের মনকে খোশ কর এবং তাদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করো না।” *(আহমাদ, বুখারী ৬৯, মুসলিম ৪৬২৬, নাসাঈ, সহীহুল জামে’ ৮০৮৬ নং)*

(২২৯০) মহানবী ﷺ আবূ মূসা ﷺ ও মুআয ﷺ-কে ইয়ামান প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন,

« يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا ».

“তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। পরস্পর মেনে-মানিয়ে চলো, মতবিরোধ করো না।” *(বুখারী ৩০৩৮, মুসলিম ৪৬২৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِى بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « مَا شَأْنُ هَذَا ». قَالَ ابْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ. فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ ».

(২২৯১) আবূ হুরাইরা ﷺ (ও আনাস ﷺ) বলেন, একদা নবী ﷺ দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে (মক্কার দিকে) হেঁটে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, “ওর ব্যাপার কী?” বলল, ‘পায়ে হেঁটে কা’বা-ঘর যাওয়ার নিয়ত করেছে!’ তিনি বললেন, “আল্লাহ

তাআলার এমন প্রাণকে কষ্ট দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ওহে বৃদ্ধ! তুমি সওয়ার হয়েই মক্কা যাও। কারণ, আল্লাহ তুমি ও তোমার নযরের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।" *(বুখারী ১৮-৬৫, ৬৭০১, মুসলিম ৪৩৩৬-৪৩৩৭, মিশকাত ৩৪৩১-৩৪৩২নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّىَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ : « صَلِّ هَا هُنَا » ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « صَلِّ هَا هُنَا » ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « شَأْنُكَ إِذًا ».

(২২৯২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আল্লাহর কাছে এই নযর মেনেছি যে, তিনি যদি আপনার হাতে মক্কার বিজয় দান করেন, তাহলে আমি 'বাইতুল মাক্বদিস' (জেরুজালেমের মসজিদে) দুই রাকআত নামায আদায় করব।' এ কথা শুনে নবী ﷺ তাকে দু'বার বললেন, "তুমি এখানেই (কা'বার মসজিদেই) নামায পড়ে নাও।" *(আবূ দাউদ ৩৩০৭, দারেমী, মিশকাত ৩৪৪০ নং)*

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ : « يَا عُثْمَانُ (إني لم أومر بالرهبانية) أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِى ». قَالَ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ. قَالَ : « فَإِنِّى أَنَامُ وَأُصَلِّى وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ ».

(২২৯৩) আয়েশা ও সা'দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, উষমান বিন মাযঊন ﷺ আবেগময় ইবাদত শুরু করেছিলেন। সংসার-বিরাগী হয়ে সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মন দিয়েছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "হে উষমান! আমাকে সন্ন্যাসবাদে আদেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হয়েছ?" উষমান বললেন, 'না হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আমার তরীকা হল, আমি (রাতে) নামায পড়ি এবং ঘুমাই, (কোনদিন) রোযা রাখি এবং (কোনদিন) রাখি না, বিবাহ করি ও তালাক দিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। হে উষমান! নিশ্চয় তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার নিজের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে....।" *(আবূ দাউদ ১৩৭১, দারেমী ২১৬৯নং, প্রমুখ)*

عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِى أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِى آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِى أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِى آخِرِهِ. قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِى الأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِى آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا أَوْتَرَ فِى أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِى آخِرِهِ. قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ

لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِى الأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَمْ يَخْفِتُ بِهِ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفَتَ. قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِى الأَمْرِ سَعَةً.

(২২৯৪) গুযাইফ বিন হারেষ বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথম রাতে নাপাকীর গোসল করতেন, নাকি শেষ রাতে?' তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'কোন রাতে তিনি প্রথম ভাগে গোসল করতেন, আবার কোন কোন রাতে শেষ ভাগে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।' অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি বিতরের নামায প্রথম রাত্রিতে পড়তেন, নাকি শেষ রাত্রিতে?' তিনি বললেন, 'কখনো তিনি প্রথম রাত্রিতে বিত্‌র পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাত্রিতে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।' পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি (তাহাজ্জুদের নামাযে) সশব্দে ক্বিরাআত পড়তেন, নাকি নিঃশব্দে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি কখনো সশব্দে পড়তেন, আবার কখনো নিঃশব্দে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।' *(আবূ দাঊদ ২২৬, ইবনে মাজাহ ১৩৫৪, মিশকাত ১২৬৩নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ)). قِيلَ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ (يا رسول الله)؟ قَالَ: ((يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ)).

(২২৯৫) হুযাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নিজেকে লাঞ্ছিত করা কোন মুমিনের উচিত নয়।" সাহাবাগণ বললেন, 'নিজেকে লাঞ্ছিত কীভাবে করে হে আল্লাহর রসূল?' উত্তরে তিনি বললেন, "সেই বিপদকে সে বহন করতে চায়, যা বহন করার ক্ষমতা সে রাখে না।" *(আহমাদ ২৩৪৪৪, তিরমিযী ২২৫৪, ইবনে মাজাহ ৪০১৬, সহীহুল জামে' ৭৭৯৭ নং)*

عن محجن بن الأدرع قال قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ)).

(২২৯৬) মিহজান বিন আদরা' ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হল, যা (পালন করা) সবচেয়ে সহজ।" *(আহমাদ ১৮৯৭৬, সঃ জামে' ৩৩০৯নং)*

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: ((أَيُّها النَّاسُ عليْكمْ بالْقَصْدِ عليْكمْ بالقَصْدِ فإنّ الله تَعالى لا يَمَلُّ حَتى تَمَلُّوا)).

(২২৯৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। যেহেতু আল্লাহ (সওয়াব দানে) বিরক্তিবোধ করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমলে) বিরক্তিবোধ করে বসবে।" *(ইবনে মাজাহ ৪২৪১, ইবনে হিব্বান ৩৫৭, সহীহুল জামে' ২৭৪৭নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قالت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ ». قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ « وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ ».

(২২৯৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কাউকেও তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।" লোকেরা বলল, 'আপনিও কি নন? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আমিও নই। যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। আর জেনে রেখো, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হল তাই, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া হয়; যদিও তা পরিমাণে কম হয়।" *(বুখারী ৬৪৬৭, মুসলিম ৭৩০০নং)*

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فِى سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ ».

(২২৯৯) আবূ মূসা ﷺ বলেন, একদা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে চলতে চলতে সাহাবাগণ জোরেশোরে তকবীর ও তসবীহ পড়ছিলেন। তা শুনে মহানবী ﷺ তাঁদেরকে বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন কর। কেননা, তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।" *(বুখারী ২৯৯২, ৪২০২, মুসলিম ৭০৩৭নং)*

عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِى انْطَلَقْتُ فِى وَفْدِ بَنِى عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا. فَقَالَ « السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ». قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً. فَقَالَ « قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ».

(২৩০০) মুত্বার্রিফ বলেন, আমার আব্বা বলেছেন, বানী আমেরের প্রতিনিধি দলের সাথে নবী ﷺ-এর নিকট এসে আমরা বললাম, 'আপনি আমাদের সাইয়িদ (সর্দার)।' তা শুনে তিনি বললেন, "আস-সাইয়িদ (প্রকৃত সর্দার বা প্রভু) হলেন আল্লাহ।" তাঁরা বললেন, 'তাহলে আপনি মর্যাদায় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বদান্য ব্যক্তি।' তিনি বললেন, "তোমরা যা বলছ তা বল অথবা তার কিছু বল, আর শয়তান যেন তোমাদেরকে (অসঙ্গত কথা বলতে) অবশ্যই ব্যবহার না করে।" *(আহমাদ ১৬৩০৭, আবূ দাউদ ৪৮০৮, মিশকাত ৪৯০০নং)*

عن عمر بن الخطاب ﷺ قال قال النبي ﷺ: ((لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)).

(২৩০১) উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামকে নিয়ে করেছে।

আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।” *(বুখারী ৩৪৪৫, মিশকাত ৪৮৯৭ নং)*

(২৩০২) আলী ﷺ বলেন, ‘আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে। প্রথম হল, আমার ভক্তিতে সীমা অতিক্রমকারী ভক্ত এবং দ্বিতীয় হল, আমার বিদ্বেষে সীমা অতিক্রমকারী বিদ্বেষী।’ *(শাইবানীর কিতাবুস সুন্নাহ ৯৭৪ নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي: إِمَامٌ ظَلُومٌ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ)).

(২৩০৩) আবূ উমামাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক আমার সুপারিশ লাভ করতে পারবে না; বিবেকহীন অত্যাচারী রাষ্ট্রনেতা এবং প্রত্যেক সত্যত্যাগী অতিরঞ্জনকারী।” *(ত্বাবারানী ৮০০৫, সহীহুল জামে’ ৩৭৯৮ নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ». قَالَهَا ثَلاَثًا.

(২৩০৪) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বলেছেন, “অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।” *(আহমাদ ৩৬৫৫, মুসলিম ৬৯৫৫, আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে’ ৭০৩৯ নং)*

গান-বাজনা ও নাচ

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (٦) سورة لقمان

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ লোকদের আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (লুক্বমান ঃ ৬)

(২৩০৫) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ তিন তিনবার কসম খেয়ে খেয়ে বলেছেন, ‘উক্ত আয়াতে ‘অসার বাক্য’ বলতে ‘গান’কে বুঝানো হয়েছে। *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৩/৪৪১)*

عن معاوية ﷺ أن النبي ﷺ نهى عن النوح و التصاوير و جلود السباع و التبرج و الغناء و الذهب و الخز و الحرير.

(২৩০৬) মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মহানবী ﷺ মাতম করা, মূর্তি বা ছবি, হিংস্র জন্তুর চামড়া, (মহিলার) নগ্নতা ও পর্দাহীনতা, গান, (পুরুষের জন্য) সোনা ও রেশমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।” *(আহমাদ ১৬৯৩৫, ত্বাবারানী ১৬২৪০-১৬২৪১, সহীহুল জামে’ ৬৯১৪ নং)*

عن أبي مالك الأشعري ﷺ أنه سمع النبي ﷺ يقول: ((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ...)).

(২৩০৭) আবূ মালেক আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ বলতে শুনেছেন, “অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় হবে; যারা ব্যভিচার, (পুরুষের জন্য) রেশমবস্ত্র, মদ এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে।” *(বুখারী ৫৫৯০নং)*

عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ((لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ)).

(২৩০৮) আবূ মালেক আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে, তাদের মাথার উপরে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে এবং নর্তকী নাচবে। আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন এবং বানর ও শূকরে পরিণত করবেন!” *(ইবনে মাজাহ ৪০২০, ইবনে হিব্বান ৬৭৫৮, ত্বাবারানী ৩৩৪২, বাইহাকী ১৭১৬০, সহীহুল জামে’ ৫৪৫৪ নং)*

عن أنس، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((لَيَكُونَنَّ فِي هذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذلِكَ إِذَا شَرِبُوا الخُمُورَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالمَعَازِفِ)).

(২৩০৯) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে (ধ্বংস করা) হবে। আর এ শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।” *(ইবনে আবিদ দুন্য়া, সহীহুল জামে’ ৫৪৬৭নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ....)).

(২৩১০) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, ঢোল-তবলা এবং বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করেছেন।---” *(আহমাদ ৬৫৪৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭০৮ নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ ، وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ...)).

(২৩১১) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মদের মূল্য হারাম, ব্যভিচারের উপার্জন হারাম, কুকুরের মূল্য হারাম, তবলা হারাম---।” *(ত্বাবারানী ১২৪৩৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮০৬নং)*

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ)).

(২৩১২) উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ফিরিশ্তা সেই কাফেলার সঙ্গী হন না; যে কাফেলায় ঘন্টার শব্দ থাকে।” *(আহমাদ ২৬৭৭১, সহীহুল*

জামে' ৭৩৪২ নং)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ ».

(২৩১৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ঘন্টা বা ঘুঙুর হল শয়তানের বাঁশি।" *(মুসলিম ২১১৪, আবূ দাউদ ২৫৫৬, আহমাদ ২/৩৬৬, ৩৭২, বাইহাকী ৫/২৫৩)*

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ)).

(২৩১৪) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইহ-পরকালে দুটি শব্দ-ধ্বনি অভিশপ্ত; সুখ ও খুশীর সময় বাঁশীর শব্দ এবং মসীবত, শোক ও কষ্টের সময় হা-হুতাশ ধ্বনি।" *(বায্যার ৭৫১৩, সহীহুল জামে' ৩৮০১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪২৭ নং)*

عن ابن عباس قال : الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام.

(২৩১৫) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'ঢোলক হারাম, বাদ্যযন্ত্র হারাম, তবলা হারাম এবং বাঁশীও হারাম।' *(বাইহাকী ২০৭৮৯নং)*

عن الحسن قال : ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبد الله كانوا يشققونها.

(২৩১৬) হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'ঢোলক মুসলিমদের ব্যবহার্য নয়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের সহচরগণ ঢোলক দেখলে ভেঙ্গে ফেলতেন।' *(দেখুন, তাহরীমু আলাতুত ত্বার্ব, আলবানী ১০৩-১০৪পৃঃ)*

অবৈধ কবিতা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا)).

(২৩১৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কবিতা দ্বারা উদর পূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ দ্বারা উদর পূর্ণ করা অধিক উত্তম।" *(বুখারী ৬১৫৫, মুসলিম ৬০৩০নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ».

(২৩১৮) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে আর্জ্ নামক স্থানে ছিলাম। এমন সময় একজন কবি দেখা গেল, যে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তার দিকে

ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, শয়তানটাকে ধর। "কবিতা দ্বারা উদর পূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ দ্বারা উদর পূর্ণ করা অধিক উত্তম।" *(মুসলিম ৬০৩২নং)*

عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ رَاكِبٍ يَخْلُو فِي مَسِيرِهِ بِاللَّهِ وَذِكْرِهِ إِلا رَدِفَهُ مَلَكٌ، وَلا يَخْلُوا بِشِعْرٍ وَنَحْوِهِ إِلا رَدِفَهُ شَيْطَانٌ)).

(২৩১৯) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে মুসাফির আল্লাহ ও তাঁর যিক্‌র নিয়ে একান্ততা অবলম্বন করে, ফিরিশ্তা তার সঙ্গী হন। আর যে কাব্য-চিন্তা নিয়ে একান্ততা অবলম্বন করে, শয়তান তার সঙ্গী হয়।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৪৩০৯, সহীহুল জামে' ৫৭০৬নং)*

عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكْمَةً)).

(২৩২০) উবাই বিন কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই কিছু কবিতায় হিকমত (জ্ঞান) আছে।" *(বুখারী ৬১৪৫নং)*

নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ)).

(২৩২১) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অশ্লীলতা বা নির্লজ্জতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন করে ফেলে; পক্ষান্তরে লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় ও মনোহর করে তোলে।" *(তিরমিযী ১৯৭৪, ইবনে মাজাহ ৪১৮৫নং)*

عَن عبد الله قَالَ : قَالَ رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ((لَيْسَ الْمُؤمن بالطعان وَلَا اللّعان وَلَا الْفَاحِش وَلَا الْبَذِيء)).

(২৩২২) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুমিন খোঁটাদানকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল এবং অসভ্য হয় না।" *(আহমাদ ৩৮৩৯, হাকেম ২৯, ত্বাবারানী ১০৩৩২, ইবনে হিব্বান ১৯২, সহীহুল জামে ৫২৫৭)*

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ ».

(২৩২৩) আবুদ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অমার্জিত অশ্লীলভাষীকে ঘৃণা করেন।" *(বাইহাকী ২১৩১৯, সঃ জামে' ১৮৭৩নং)*

عن عائشة قالت قَالَ رسول الله ﷺ: « إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ ».

(২৩২৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের ব্যক্তি সেই হবে, যাকে মানুষ তার

অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য বর্জন করে থাকে।” *(বুখারী ৬০৫৪, মুসলিম ৬৭৬১নং)*

গল্প বলা

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ ».

(২৩২৫) আওফ বিন মালেক আশজায়ী বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তিন ব্যক্তিই গপ্প করে; আমীর (নেতা) অথবা আদিষ্ট অথবা অহংকারী ব্যক্তি।” *(আবূ দাঊদ ৩৬৬৭নং)*

عَنْ عَمْرِو بن زُرَارَةَ، قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا أَقُصُّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو لَقَدِ ابْتَدَعْتُمْ بِدْعَةَ ضَلالَةٍ، أَوَ أَنَّكُمْ لأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تَفَرَّقُوا عَنِّي حَتَّى رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فِيهِ أَحَدٌ.

(২৩২৬) আম্‌র বিন যুরারাহ বলেন, “একদা আমি মসজিদে কেচ্ছা বলছিলাম। এমতাবস্থায় আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ আমার নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, ‘হে আম্‌র! নিশ্চয় তুমি ভ্রষ্টতাময় বিদআত রচনা করেছ অথবা তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবা অপেক্ষা অধিক সৎপথ প্রাপ্ত।’ অতঃপর আমি লোকেদেরকে দেখলাম সকলেই আমার নিকট থেকে সরে পড়েছে এবং আমার ঐ স্থানে কেউ অবশিষ্ট নেই।” *(ত্বাবারানী ৮৫৫৮, সহীহ তারগীব ও তরহীব ৬০ নং)*

নিষিদ্ধ খেলাধূলা

عن بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ».

(২৩২৭) বুরাইদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করল।” *(মুসলিম ২২৬০, আবূ দাঊদ ৪৯৩৯নং, ইবনে মাজাহ ৩৭৬৩নং)*

عَنْ أَبِي مُوسَى ، قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ)).

(২৩২৮) আবূ মূসা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।” *(মালেক, আবূ দাঊদ ৪৯৩৮, ইবনে মাজাহ ৩৭৬২নং, হাকেম ১/৫০, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে’ ৬৫২৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: « شَيْطَانٌ

يَتْبَعُ شَيْطَانَةً ».

(২৩২৯) আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে পায়রা উড়িয়ে খেলা করতে দেখে বললেন, "শয়তান শয়তানের অনুসরণ করছে।" *(আহমাদ ৮৫৪৩, আবূ দাঊদ ৪৯৪২, ইবনে মাজাহ ৩৭৬৫, প্রভৃতি, মিশকাত ৪৫০৬নং)*

جابر بن عبد الله وجابر بن عمير قال أحدهما للآخر قال رسول الله ﷺ: ((كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَهْوٌ أَوْ سَهْوٌ إِلا أَرْبَعَ خِصَالٍ : مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ ، ومُلاعَبَةُ أَهْلِهِ ، وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ)).

(২৩৩০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ও জাবের বিন উমাইর ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তাঁদের একজন অপরজনকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক সেই জিনিস (খেলা) যা আল্লাহর স্মরণের পর্যায়ভুক্ত নয়, তা অসার ভ্রান্তি ও বাতিল। অবশ্য চারটি কর্ম এরূপ নয়; হাতের নিশানা ঠিক করার উদ্দেশ্যে তীর খেলা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিজ স্ত্রীর সাথে প্রেমকেলি করা এবং সাঁতার শিক্ষা করা।" *(নাসাঈর কুবরা ৮৯৩৮-৮৯৪০, ত্বাবারানীর কাবীর ১৭৬০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১৫নং)*

কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ: ((لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا)).

(২৩৩১) আনাস ﷺ বলেন, একদা পথ চলতে চলতে মহানবী ﷺ একটি খেজুর পড়ে থাকতে দেখে বললেন, "যদি আমার ভয় না হতো যে, এটি সদকার খেজুর, তাহলে তা আমি খেয়ে নিতাম।" *(বুখারী ২০৫৫, মুসলিম ২৫২৭-২৫২৯নং প্রমুখ)*

عن الجارود العبدي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ)).

(২৩৩২) জারূদ আবদী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মুমিনের হারিয়ে যাওয়া জিনিস দোযখের শিখা স্বরূপ।" *(ত্বাবারানী ২০৬৯, বাইহাক্বী ১১৮৫১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬২০নং)*

عن زَيْدِ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قال: ....وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ « مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ».

(২৩৩৩) যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ-কে হারিয়ে যাওয়া উটের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে হলে তিনি বললেন, "তোমার সাথে তার সাথ কী? তার সঙ্গে তার পানীয় থাকে, জুতা থাকে। পানির জায়গায় এসে পানি খেয়ে এবং গাছপালা ভক্ষণ (করে বেঁচে থাকতে) পারে। পরিশেষে (খুঁজতে খুঁজতে) তার মালিক এসে তাকে পেয়ে যায়।" *(বুখারী ২৪২৭, মুসলিম ৪৫৯৯নং)*

عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: « لاَ يَأْوِى الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ ».

(২৩৩৪) জারীর বিন আব্দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ভ্রষ্ট ছাড়া অন্য কেউ (এলান উদ্দেশ্য বিনা) ভ্রষ্ট পশুকে জায়গা দেয় না।" *(আহমাদ ১৯১৪৮, আবূ দাউদ ১৭২২নং)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا)).

(২৩৩৫) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, "নিশ্চয়ই এই শহরকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। এর কোন কাঁটা তোলা যাবে না, কোন শিকার (পশু-পাখী) চকিত করা যাবে না এবং প্রচার উদ্দেশ্যে ছাড়া এর কোন পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে না।" *(বুখারী ১৫৮৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ».

(২৩৩৬) আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অদূর ভবিষ্যতে ফুরাত নদী একটি স্বর্ণভান্ডার (সোনার পাহাড়) প্রকাশিত করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হবে সে যেন তা হতে কিছুও গ্রহণ না করে।" *(বুখারী ৭১১৯, মুসলিম ৭৪৫৭নং)*

কারো মুখোমুখি প্রশংসা করা মাকরূহ

এরূপ নির্দেশ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার প্রশংসা শুনে আত্মগর্বে লিপ্ত হবার আশংকা থাকবে। অন্যথা যে তা থেকে নিরাপদ থাকবে তার মুখের সামনে প্রশংসা করা জায়েয।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَة ، فَقَالَ : ((أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ)) . متفق عليه

(২৩৩৭) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির (সামনা-সামনি) অতিরিক্ত প্রশংসা করতে শুনে বললেন, "তুমি লোকটার পৃষ্ঠ কর্তন করলে অথবা তাকে ধ্বংস ক'রে দিলে।" *(বুখারী ২৬৬৩, ৬০৬০, মুসলিম ৭৬৯৬নং)*

وَعَنْ أَبِي بَكرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِندَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((وَيْحَكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ)) يَقُولُهُ مِرَاراً : ((إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ ، وَلاَ يُزَكّى عَلَى اللهِ أَحَدٌ)). متفق عليه

(২৩৩৮) আবূ বাকরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি অন্য একজনের (তার সামনে) ভাল প্রশংসা করলে নবী ﷺ বললেন, 'হায় হায়! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে!' এরূপ বার-বার বলার পর তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে একান্তই তার সাথীর প্রংশসা করতে হয়, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি ওকে এরূপ মনে করি'

---যদি জানে যে, সে প্রকৃতই এরূপ--- ‘এবং আল্লাহ ওর হিসাব গ্রহণকারী। আর আল্লাহর (জ্ঞানের) সামনে কাউকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র ঘোষণা করা যায় না।” *(বুখারী ৬০৬১, মুসলিম ৭৬৯৩-৭৬৯৪নং)*

وعن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ)).

(২৩৩৯) মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মুখোমুখি প্রশংসা করা ও নেওয়া হতে দূরে থাক, কারণ তা যবাই।” *(আহমাদ ১৬৮৩৭, ইবনে মাজাহ ৩৭৪৩, ত্বাবারানী ১৬১৭২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৩০৭, সহীহুল জামে ২৬৭৪নং)*

وَعَنْ هَمَّامِ بنِ الحَارِثِ ، عَنِ المِقْدَادِ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمانَ ﷺ ، فَعَمِدَ المِقْدَادُ ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ)) . رواه مسلم

(২৩৪০) হাম্মাম ইবনে হারেষ হতে বর্ণিত, তিনি মিক্বদাদ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন; এক ব্যক্তি উষমান ﷺ-এর সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করলে মিক্বদাদ হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখে কাঁকর ছিটাতে শুরু করলেন। তখন উসমান তাঁকে বললেন, ‘কী ব্যাপার তোমার?’ তিনি বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা (মুখোমুখি) প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দিয়ো।” *(মুসলিম ৭৬৯৮নং)*

এ সব হাদীস নিষেধাজ্ঞামূলক। পক্ষান্তরে বৈধতা সংক্রান্ত বহু বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। উলামাগণ বলেন, বৈধ-অবৈধ সম্বলিত পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের বিরোধ নিরসনের উপায় এই হতে পারে যে, যদি প্রশংসিত ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও ইয়াকীনের অধিকারী হয়, আত্মা অনুশীলনী ও পূর্ণ জ্ঞান লাভে ধন্য হয়, যার ফলে সে কারো প্রশংসা শুনে ফিতনা ও ধোঁকার শিকার না হয় এবং তার মন তাকে প্রতারিত না করে, তাহলে এ ধরনের লোকের মুখোমুখি প্রশংসা, না হারাম, আর না মাকরূহ। অন্যথা যদি কারো ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়াদির কিছুর আশংকা বোধ হয়, তবে তা ঘোর অপছন্দনীয়। এই ব্যাখ্যার নিকষে পরস্পর-বিরোধী হাদীসসমূহকে মান্য করতে হবে।

যে সব হাদীসে মুখোমুখি প্রশংসার বৈধতা এসেছে তার একটি এই যে, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আবূ বাক্‌র ﷺ-কে বললেন; “আমার আশা এই যে, তুমিও তাদের একজন হবে।” অর্থাৎ সেই সৌভাগ্যবানদের একজন হবে, যাদেরকে জান্নাতের সমস্ত দ্বার থেকে আহবান জানানো হবে। *(বুখারী ১৮৯৭, ৩৬৬৬, মুসলিম ২৪১৮নং)*

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় হাদীসটি হচ্ছে এই যে, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আবূ বাক্‌র ﷺ-কে বললেন; “তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।” অর্থাৎ, ঐসব লোকেদের অন্তর্ভুক্ত নও যারা অহংকারবশতঃ লুঙ্গী-পায়জামা গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে।

যেমন একদা নবী ﷺ উমার ﷺ-কে বললেন, “শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে দেখে, সে পথ ত্যাগ করে সে অন্য পথ ধরে।” *(বুখারী ৩২৯৪, ৬৩৫৫নং)*

চাঁদাবাজি-তোলাবাজি

عن رُوَيْفِعِ بن ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : ((إِنَّ صَاحِبُ الْمَكْسِ فِي النَّارِ)).

(২৩৪১) রুওয়াইফি' বিন ষাবেত ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয়ই চাঁদাবাজ জাহান্নামে যাবে।" *(আহমাদ ১৭০০১, ত্বাবারানী ৪৩৬৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪০৫নং)*

কাউকে কিছু দান বা অনুগ্রহ করে তা লোকের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى } [البقرة : ٢٦٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট ক'রে দিও না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذىً } [البقرة : ٢٦٢]

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে আপন ধন ব্যয় করে অতঃপর যা ব্যয় করে, তার কথা বলে বেড়ায় না (এবং ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না, (তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।) *(সূরা বাক্বারাহ ২৬২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((المُسْبِلُ ، وَالمَنَّانُ ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ)) . رواه مسلم

وفي روايةٍ لَهُ : ((المُسْبِلُ إِزَارَهُ)) يَعْنِي : المُسْبِلَ إِزَارَهُ وَثَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ لِلخُيَلاَءِ .

(২৩৪২) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ বললেন, "কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, এরূপ তিনি তিনবার বললেন। তখন আবূ যার্র বললেন, 'ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে (পায়ের) গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, **দান করে যে প্রচার করে বেড়ায়** এবং মিথ্যা কসম খেয়ে নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে।" *(মুসলিম ৩০৬নং)*

এর অন্য বর্ণনায় আছে, "যে গাঁটের নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরে।" এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার লুঙ্গি, কাপড় ইত্যাদি অহংকারের সাথে গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে। *(৩০৭নং)*

বেগানা নারী তথা কোন সুদর্শন বালকের দিকে শরয়ী

প্রয়োজন ছাড়া তাকানো হারাম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ قُلْ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } [النور : ٣٠]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে। *(সূরা নূর ৩০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ والفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً } [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, { يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ } [غافر : ١٩]

অর্থাৎ, চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। *(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, { إِنَّ رَبكَ لَبِالمِرْصَادِ } [الفجر : ١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্‌র ১৪ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ : العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا ، وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ)) . متفق عَلَيْهِ . هَذَا لفظ مسلمٍ ، ورواية البخاري مختصرَةٌ

(২৩৪৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের অংশ লিখে দিয়েছেন; যা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) দর্শন। কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার (অবৈধ যৌনকথা) শ্রবণ, জিভের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) কথন, হাতের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) ধারণ এবং পায়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ পথে) গমন। আর হৃদয় কামনা ও বাসনা করে এবং জননেন্দ্রিয় তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।" *(মুসলিম ৬৯২৫, বুখারী ৬২৪৩, ৬৬১২নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ !)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ المَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ)) قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالأَمرُ بِالمَعْرُوفِ ، وَالنَّهيُ عَنِ المُنْكَرِ)). متفق عَلَيْهِ

(২৩৪৪) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওখানে আমাদের বসা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমরা (ওখানে) বসে বাক্যালাপ করি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি তোমরা

রাস্তায় বসা ছাড়া থাকতে না পার, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর।” তারা নিবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কী?’ তিনি বললেন, “দৃষ্টি অবনত রাখা, (অপরকে) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া এবং ভাল কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা।” *(বুখারী ৬২২৯, মুসলিম ৫৬৮৫নং)*

(‘কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা’ যেমন, পরচর্চা-পরনিন্দা করা, কুমন্তব্য করা, কুধারণা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং রাস্তা আগলে সংকীর্ণ করার মাধ্যমে পথচারীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।)

وَعَنْ أَبِي طَلحَةَ زَيدِ بنِ سَهلٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا قُعُوداً بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : ((مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ اِجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ)) فَقُلْنَا : إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأسٍ ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ ، وَنَتَحَدَّثُ . قَالَ : ((إِمَّا لاَ فَأَدُّوا حَقَّهَا : غَضُّ البَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَحُسْنُ الكَلاَمِ)) . رواه مسلم

(২৩৪৫) আবূ ত্বালহা যায়েদ ইবনে সাহল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ঘরের বাইরে অবস্থিত প্রাঙ্গনে বসে কথাবার্তায় রত ছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ (সেখানে) এসে আমাদের নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, “তোমরা রাস্তায় বৈঠক করছ? তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক।” আমরা নিবেদন করলাম, ‘আমরা তো এখানে এমন উদ্দেশ্যে বসেছি, যাতে (শরীয়তের দৃষ্টিতে) কোন আপত্তি নেই। আমরা এখানে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা ও কথাবার্তা বলার জন্য বসেছি।’ তিনি বললেন, “যদি রাস্তায় বসা ত্যাগ না কর, তাহলে তার হক আদায় কর। আর তা হল, দৃষ্টি সংযত রাখা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলা।” *(মুসলিম ৫৭৭৩নং)*

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِى أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى. رواه مسلم

(২৩৪৬) জারীর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আচমকা দৃষ্টি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে আদেশ করলেন, যেন আমি আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই।” *(মুসলিম ৫৭৭০নং)*

عَنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لِعَلِىٍّ « يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ».

(২৩৪৭) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে বলেছেন, “হে আলী! একবার নজর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত) নজর তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নজর বৈধ নয়। *(আহমাদ, আবূ দাউদ ২১৫১, তিরমিযী ২৭৭৭, হাকেম ২৭৮৮, বাইহাক্বী ১৩২৯৩, সহীহুল জামে’ ৭৯৫৩ নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ

الواحِدِ)) . رواه مسلم

(২৩৪৮) আবূ সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন পুরুষ অন্য পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে যেন না তাকায়। কোন নারী অন্য নারীর গুপ্তস্থানের দিকে যেন না তাকায়। কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সঙ্গে একই কাপড়ে যেন (উলঙ্গ) শয়ন না করে। (অনুরূপভাবে) কোন নারী, অন্য নারীর সাথে একই কাপড়ে যেন (উলঙ্গ) শয়ন না করে। *(মুসলিম ৭৯৪নং)*

আল্লাহ আয্যা অজাল্ল ও তাঁর রসূল ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্কীকরণ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور : ٦٣]

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ } [آل عمران : ٣٠]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩০ আয়াত)*

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

{ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ } [البروج : ١٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। *(সূরা বুরূজ ১২ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ } [هود : ١٠٢]

অর্থাৎ, এরূপই তাঁর পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক কঠিন। *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ ، وَغَيْرَة اللهِ ، أَنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ)) . متفق عليه

(২৩৪৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহর ঈর্ষা আছে এবং আল্লাহর ঈর্ষা জাগে, যখন মানুষ আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।" *(বুখারী ৫২২৩, মুসলিম ৭১৭১নং)*

গোপনে পাপাচারিতা

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لأُلْفِيَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ فَيَجْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنْثُورًا))،

فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، صِفْهُمْ لَنَا لِكَيْ لا نَكُونُ مِنْهُمْ ، وَنَحْنُ لا نَعْلَمُ ، فَقَالَ : ((أَمَا إِنَّهُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا)).

(২৩৫০) ষওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কয়েক দল লোককে চিনি যারা কিয়ামতের দিন তিহামা (মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী এক বিশাল লম্বা শ্রেণীবদ্ধ) পর্বতমালার সমপরিমাণ বিশুদ্ধ নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের সে সমস্ত নেকীকে উড়ন্ত ধূলিকণাতে পরিণত করে দেবেন।" ষওবান ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে লোকেরা কেমন হবে তা আমাদের জন্য খুলে বলুন ও তাদের হুলিয়া বর্ণনা করুন, যাতে আমরা আমাদের অজান্তে তাদের দলভুক্ত না হয়ে পড়ি।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "শোন! তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। তোমরা যেমন রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত কর তেমনি তারাও করবে। কিন্তু যখনই তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে, তখনই তা অমান্য ও লংঘন করবে।" *(ইবনে মাজাহ ৪২৪৫, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪২৩২, সাগীর ৬৬২ নং)*

পাপকে তুচ্ছ ভাবা

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا)).

(২৩৫১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, "হে আয়েশা! তুমি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তুচ্ছ পাপ হতেও সাবধান থেকো। কারণ আল্লাহর তরফ হতে তাও (লিপিবদ্ধ করার জন্য ফিরিশ্তা) নিযুক্ত আছেন।" *(আহমাদ ২৪৪১৫, ইবনে মাজাহ ৪২৪৩, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১৩, ২৭৩১নং)*

عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، حَتَّى حَمَلُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يَأْخُذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ)).

(২৩৫২) সাহল বিন সা'দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা ছোট ছোট তুচ্ছ পাপ থেকেও দূরে থেকো। কেননা, ছোট ও তুচ্ছ গোনাহসমূহের উপমা হল এরূপ, যেরূপ একদল লোক (সফরে গিয়ে) এক উপত্যকার মাঝে (বিশ্রাম নিতে) নামল। অতঃপর এ একটা কাঠ, ও একটা কাঠ এনে জমা করল। এভাবে অবশেষে তারা এত কাঠ জমা করল, যদ্দ্বারা তারা তাদের রুটি পাকিয়ে নিতে পারল। আর ছোট ছোট তুচ্ছ পাপের পাপীকে যখন ধরা হবে তখন তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।" *(আহমাদ ২২৮০৮, ত্বাবারানী ৫৭৩৯, বাইহাকীর শুআবুল ইমান, সহীহুল জামে' ২৬৮৬নং)*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ.

(২৩৫৩) আনাস ﷺ বলেন, “তোমরা এমন কতকগুলো কাজ করছ যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুল হতেও তুচ্ছ। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে ঐ কাজগুলোকেই আমরা সর্বনাশী কার্যসমূহের শ্রেণীভুক্ত মনে করতাম।” *(বুখারী ৬৪৯২নং)*

عن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ)).

(২৩৫৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আমার প্রত্যেক উম্মতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ করে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ, কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, ‘হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি।’

রাতের বেলায় আল্লাহ তার পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস করে ফেলে।” *(বুখারী ৬০৬৯নং, মুসলিম ৭৬৭৬নং)*

জাহেলী যুগের কর্মকান্ড

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : ((لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ ، وَلاَ صُمَاتَ يَومٍ إِلَى اللَّيْلِ)) . رواه أَبُو داود بإسناد حسن

(২৩৫৫) আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-এর এই বাণী মনে রেখেছি যে, “সাবালক হবার পর ইয়াতীম বলা যাবে না এবং কোন দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাক্ বন্ধ রাখা যাবে না।” *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)*

ইমাম খাত্তাবী (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘জাহেলিয়াতের যুগে বাক্ বন্ধ রাখা এক প্রকার ইবাদত ছিল। সুতরাং ইসলাম তা করতে নিষেধ করেছে এবং তার পরিবর্তে আল্লাহর যিক্‌র ও উত্তম কথাবার্তা বলার নির্দেশ দিয়েছে।’

وَعَنْ قَيسِ بنِ أَبي حَازِمٍ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق ﷺ عَلَى امْرأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ ، فَرَآهَا لاَ تَتَكَلَّمُ . فَقَالَ : مَا لَهَا لاَ تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ ، فَتَكَلَّمَتْ . رواه البخاري

(২৩৫৬) ক্বায়স ইবনে আবূ হাযেম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ আহ্‌মাস গোত্রের যয়নাব নামক এক মহিলার নিকট এসে দেখলেন যে, সে কথা বলে না। তিনি বললেন, ‘ওর কী হয়েছে যে, কথা বলে না?’ তারা বলল, ‘ও নীরব থেকে হজ্জ করার সংকল্প করেছে।’ তিনি বললেন, ‘কথা বল। কারণ, এ (নীরবতা) বৈধ নয়। এ হল জাহেলী যুগের কাজ।’ সুতরাং সে কথা বলতে লাগল। *(বুখারী ৩৮৩৪নং)*

عن أبي مَالِكٍ الأَشْعَرِىَّ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ».

(২৩৫৭) আবূ মালেক আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।" *(মুসলিম ২২০৩, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فِى غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِىُّ يَا لَلأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ « دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ».

(২৩৫৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো মুরাইসী' ঝর্ণার নিকট অবস্থান করছিলেন, এমন সময় কতকগুলো লোক পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করে। আগমনকারীদের মধ্যে উমার ﷺ-এর একজন শ্রমিক ছিল, যার নাম ছিল জাহজাহ গিফারী। ঝর্ণার নিকট আরো একজন ছিল, যার নাম ছিল সিনান বিন অবার জুহানী। কোন কারণে এই দু'জনের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হতে হতে শেষ পর্যায়ে ধস্তাধস্তি ও মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে জুহানী চিৎকার শুরু ক'রে দেয়, 'হে আনসার দল! (আমাকে সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে এস।)' অপর পক্ষে জাহজাহ আহবান করতে থাকে, 'হে মুহাজির দল! (আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমরা শীঘ্র এগিয়ে এস।)' রসূল ﷺ তা দেখে বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছি অথচ তোমরা অজ্ঞতার যুগের আচরণ করছ? তোমরা এসব পরিহার করে চল, এ সব হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।" *(বুখারী ৪৯০৫, মুসলিম ৬৭৪৮, তিরমিযী ৩৩১৫নং)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ)).

(২৩৫৯) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সব মানুষের চাইতে বেশী ঘৃণিত; যে ব্যক্তি (মক্কা-মদীনার) হারাম সীমানার ভিতরে সীমালংঘন করে পাপ কার্য (ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি) করে, যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে জাহেলী যুগের কৃষ্টি-তরীকা অনুসন্ধান করে এবং যে ব্যক্তি নাহক কোন মুসলিমকে খুন করার চেষ্টা করে।" *(বুখারী ৬৮৮২নং)*

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْجَاهِلِيَّةَ .

(২৩৬০) উমার বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'ইসলামকে এক খি এক খি ক'রে (ধীরে ধীরে) নষ্ট ক'রে ফেলে, যে ব্যক্তি ইসলামে লালিত-পালিত হয়, আর জাহেলিয়াতকে চেনে না।' অথবা 'ইসলাম-রশির খি একটা একটা ক'রে নষ্ট হয়ে যাবে, যদি ইসলামে এমন ব্যক্তি লালিত-পালিত হয়, যে জাহেলিয়াতকে চেনে না।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ১০/৩০১, মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৪৩)*

দু'মুখোপনার নিন্দাবাদ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ القَولِ وكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطاً } . [النساء : ١٠٨]

অর্থাৎ, এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন রাত্রে তারা তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা নিসা ১০৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ : خِيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأنِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لَهُ ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَينِ ، الَّذِي يَأتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ)) . متفق عَلَيْهِ

(২৩৬১) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা মানবমণ্ডলীকে বিভিন্ন (পদার্থের) খনির ন্যায় পাবে। জাহেলী (অন্ধযুগে) যারা উত্তম ছিল, তারা ইসলামে (দীক্ষিত হবার পরও) উত্তম থাকবে; যখন তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা শাসন-ক্ষমতাও কর্তৃত্বভার গ্রহণের ব্যাপারে সে সমস্ত লোককে সর্বাধিক উত্তম পাবে, যারা ঐ সবপদগুলিকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা বোধ করবে। আর সর্বাধিক নিকৃষ্ট পাবে দু'মুখো লোককে, যে এদের নিকট এক মুখ নিয়ে আসে আর ওদের কাছে আর এক মুখ নিয়ে আসে।" *(বুখারী ৩৪৯৩-৩৪৯৪, মুসলিম ৬৬১৫নং)*

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إنّ مِنْ شَرِّ النّاسِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ ذا الوَجْهَيْنِ)).

(২৩৬২) উক্ত বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দু'মুখো লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম মানুষদের অন্যতম।" *(তিরমিযী ২০২৫নং)*

وَعَنْ مُحَمَّدِ بن زَيدٍ : أَنَّ نَاساً قَالُوا لِجَدِّهِ عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاَطِينِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلاَفِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ . قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . رواه البخاري

(২৩৬৩) মুহাম্মাদ ইবনে যায়দ ﷺ হতে বর্ণিত, কতিপয় লোক তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ-এর নিকট নিবেদন করল যে, 'আমরা আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। (সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?)' তিনি উত্তর দিলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা 'মুনাফিক্বী' আচরণ বলে গণ্য করতাম।" *(বুখারী ৭১৭৮, ত্বায়ালিসী ১৯৫৫নং)*

وعَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ ».

(২৩৬৪) আম্মার বিন ইয়াসির ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুনিয়াতে যে ব্যক্তির দু'টি মুখ হবে (দু'মুখে কথা বলবে) কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির আগুনের দু'টি জিভ হবে।" *(আবূ দাউদ ৪৮৭৩, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৯২নং)*

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ)).

(২৩৬৫) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুনাফিকের উদাহরণ যেমন দুই ছাগপালের মাঝে যাতায়াতকারী বিপথগামী ছাগ। যা এ পালে একবার আসে আবার ও পালে একবার যায়। স্থির করতে পারে না যে সে কোন পালের অনুসরণ করবে।" *(আহমাদ ৫৭৯০, মুসলিম ৭২২০, নাসাঈ ৫০৩৭নং)*

অপ্রয়োজনে মুসলমানদের প্রতি কুধারণা করা নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } [الحجرات : ١٢]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ)) .

متفق عَلَيْهِ

(২৩৬৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুধারণা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।" *(বুখারী ৫১৪৩, মুসলিম ৬৭০১নং)*

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِىَ لِيَقْلِبَنِى. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِى دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا

صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ ». فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَرًّا ». أَوْ قَالَ « شَيْئًا ».

(২৩৬৭) একদা রাত্রিকালে সফিয়্যাহ (রাঃ) ই'তিকাফরত স্বামী মহানবী ﷺ-কে মসজিদে দেখা করার জন্য এলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর তিনি বাসায় ফিরতে গেলে মহানবী ﷺ তাঁকে পৌঁছে দিতে তাঁর সাথে বের হলেন। পথে আনসারদের দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের দেখা হলে তারা শীঘ্র চলতে লাগগল। মহানবী ﷺ বললেন, "ওহে! কে তোমরা? শোন। আমার সাথে এ মহিলা হল (আমারই স্ত্রী) সফিয়া বিন্তে হুয়াই।" তারা বলল, 'আল্লাহর পানাহ! সুবহানাল্লাহ! আপনার ব্যাপারেও কি আমরা কোন সন্দেহ করতে পারি?' মহানবী ﷺ বললেন, "আমি বলছি না যে, তোমরা কোন কুধারণা করে বসবে। কিন্তু আমি জানি যে, শয়তান আদম সন্তানের রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়। আর আমার ভয় হয় যে, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা প্রক্ষিপ্ত করে দেবে।" *(বুখারী ২০৩৫, মুসলিম ৫৮০৮নং)*

সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ)).

(২৩৬৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যার কাছে মঙ্গল আশা করা যায় এবং অমঙ্গলের ব্যাপারে নিরাপদ থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যার কাছে মঙ্গল আশা করা যায় না এবং অমঙ্গলের ব্যাপারে নিরাপদ থাকা যায় না।" *(আহমাদ ৮৮১২, তিরমিযী ২২৬৩, ইবনে হিব্বান ৫২৭নং)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُوْلِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – : أَنَّهُ قَالَ : «مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ سَبَّحَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمِدَهُ ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَعْتَى بَنِي آدَمَ». فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْتَى بَنِي آدَمَ ، فَقَالَ : «شِرَارُ الْخَلْقِ – أَوْ قَالَ : شِرَارُ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ –».

(২৩৬৯) আম্‌র বিন আবাসাহ সুলামী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সূর্য উপরে উঠলেই কেবল শয়তান ও সবচেয়ে বেশি অবাধ্য আদম-সন্তান ছাড়া আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করতে অবশিষ্ট থাকে না।" বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'অবাধ্য আদম-সন্তান কারা?' উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।" *(আমালুল য়্যাউমি অল্‌লাইলাহ ১৪৮, সিঃ সহীহাহ ২২২৪নং)*

عن علي وعمار قالا قال لهما النبي ﷺ: ((أَلَا أُحَدِّثُكُمَ بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ أُحَيْمِرُ ثَمُودَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُّ عَلَى هَذِهِ [يَعْنِي قَرْنَهُ] حَتَّى تُبَلَّ مِنْهُ هَذِهِ [يَعْنِي لِحْيَتَهُ])).

(২৩৭০) একদা আলী ও আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে নবী ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে দু'জন সবচেয়ে বড় হতভাগ্য লোকের কথা বলব না? সামূদ জাতির লালচে লোকটি, যে উটনী হত্যা করেছে। আর হে আলী! যে তোমাকে এই (মাথার সিঁথি)তে মারবে এবং (তার রক্তে তোমার) এই (দাড়ি) ভিজে যাবে।" *(আহমাদ ১৮৩২১, নাসাঈর কুবরা ৮৫৩৮, ত্বাবারানী ২০০৫, হাকেম ৪৬৭৯, সঃ জামে' ২৫৮৯নং)*

عن فاطمة الزهراء قالت قال رسول الله ﷺ: ((إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ، الذين يطلبون ألوان الطعام و ألوان الثياب ، يتشدقون بالكلام)).

(২৩৭১) ফাতিমা যাহরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক তারা, যারা নিয়ামতে লালিত হয়েছে, যারা নানা রঙের খাদ্য ভক্ষণ করে, নানা রঙের বস্ত্র পরিধান করে এবং কথায় আলস্যভাব ও কায়দা প্রকাশ করে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'তারা নানা রঙের সওয়ারীতে চড়ে।' *(ইবনে আবিদ দুন্য়া, সিঃ সহীহাহ ১৮৯১নং)*

অপ্রয়োজনে প্রশ্ন করা

عن سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِى الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ».

(২৩৭২) সা'দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হল সেই ব্যক্তি, যে এমন কোন জিনিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করল, যা হারাম ছিল না। অতঃপর তার প্রশ্ন করার ফলে তা হারাম ক'রে দেওয়া হল।" *(বুখারী ৭২৮৯, মুসলিম ৬২৬৫নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ ».

(২৩৭৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত (কিছু না বলা পর্যন্ত) তোমরা আমাকে (কিছু প্রশ্ন না করে) ছেড়ে দাও। যেহেতু তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি বেশী বেশী প্রশ্ন করার জন্য এবং তাদের আম্বিয়াদের সাথে মতবিরোধ করার জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ করলে তা যথাসাধ্য পালন কর। আর কোন কিছু হতে নিষেধ করলে তা বর্জন কর।" *(আহমাদ, বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ৩৩২১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২৫০৫নং)*

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا)).

(২৩৭৪) আবূ ষা'লাবাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ কিছু আমলকে ফরয বলে বিধান দিয়েছেন; সুতরাং তোমরা তা (পালন না করে) বিনষ্ট করো না, কিছু সীমারেখা নির্ধারিত করেছেন; সুতরাং তোমরা তা লংঘন করো না, তিনি অনেক কিছুকে হারাম (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করেছেন; সুতরাং তোমরা তা লংঘন (ও অমান্য) করো না এবং তিনি তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে ও না ভুলে গিয়ে অনেক কিছুর ব্যাপারে নীরব আছেন; সুতরাং তোমরা সে সব নিয়ে প্রশ্ন (বা খোঁজাখুঁজি) করো না।" *(ত্বাবারানী ১৮০৩৫, হাকেম ৭১১৪, দারাকুত্বনী, আকীদা ত্বাহাবিয়াহ ৩৩৮পৃঃ, মতান্তরে হাদীসটি যয়ীফ।)*

মুশরিকদের সাথে সহাবস্থান

عَنْ جَرِيرِ بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ)).

(২৩৭৫) জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে তাদের দেশে বাস করবে, তার নিকট থেকে (আল্লাহর) দায়িত্ব উঠে যাবে।" *(ত্বাবারানী ২২১২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯৩৭৩, সহীহুল জামে' ৬০৭৩নং)*

عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُساكِنوا المشركين ، ولا تجامِعُوهم ، فَمَن ساكَنَهُم أو جَامَعَهُم فهو مثلهم».

(২৩৭৬) সামুরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা মুশরিকদের সাথে বসবাস করো না এবং তাদের সাথে সহাবস্থান করো না। সুতরাং যে তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা সহাবস্থান করবে, সে তাদেরই মতো।" *(তিরমিযী ১৬০৫, ত্বাবারানী ৬৯০৫, হাকেম ২৬২৭, বাইহাক্বী ১৮২০১নং)*

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لاَ يَقْبَلُ اللهُ تَعَالى مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ)).

(২৩৭৭) বাহয বিন হাকীম, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন মুশরিকের ইসলাম আনার পর আল্লাহ তার আমল ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে মুশরিকদেরকে বর্জন করে মুসলিমদের মাঝে (হিজরত করে) গেছে।" *(আহমাদ ২০০৪৯, নাসাঈ ২৫৬৮, ইবনে মাজাহ ২৫৩৬, হাকেম ৮৭৭৪নং)*

নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবী করা বা নিজ মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব বলে দাবী করা হারাম

عَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)). متفق عَلَيْهِ

(২৩৭৮) সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবী করে, অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।" *(বুখারী ৬৭৬৬, মুসলিম ২২৮নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ ، فَهُوَ كُفْرٌ)) . متفق عَلَيْهِ

(২৩৭৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন; "তোমরা তোমাদের পিতাকে অস্বীকার করো না। কারণ, নিজ পিতা অস্বীকার করা হল কুফরী।" *(বুখারী ৬৭৬৮, মুসলিম ২২৭নং)*

وَعَنْ يَزِيدَ بنِ شَرِيكِ بنِ طَارِقٍ ، قَالَ : رَأَيتُ عَلِيّاً ﷺ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فَسَمِعْتُهُ يقُوْلُ : لاَ وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ ، وَفِيهَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً ، أَوْ آوَى مُحْدِثاً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . ذِمَّةُ المُسْلِمينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ ؛ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً)) . متفق عَلَيْهِ

(২৩৮০) ইয়াযীদ ইবনে শারীক ইবনে ত্বারেক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী ﷺ-কে মিম্বরের উপর খুতবা দিতে দেখেছি এবং তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আমাদের কাছে আর কোন কিতাব নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। তবে এ লিপিখানা আছে।' এরপর তা তিনি খুলে দিলেন। দেখা গেল তাতে (রক্তপণে প্রদেয়) উটের বয়স ও বিভিন্ন যখমের দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ আছে। তাতে আরো লিপিবদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আইর থেকে সওর পর্যন্ত মদীনার হারাম-সীমা। এখানে যে ব্যক্তি (ধর্মীয় বিষয়ে) অভিনব কিছু (বিদআত) রচনা করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাদল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না। সমস্ত মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাদানের মর্যাদা এক। তাদের কোন নিম্নশ্রেণীর মুসলিম (কাউকে আশ্রয় প্রদানের) কাজ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলিমের ঐ কাজকে বানচাল করে, তার উপর

আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবূল করবেন না। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত বাপ ছাড়া অন্যকে বাপ বলে দাবী করে বা প্রকৃত মনিব ছাড়া অন্য মনিবের সাথে সম্বন্ধ জুড়ে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত গ্রহণ করবেন না।” *(বুখারী ৬৭৫৫, মুসলিম ৩৩৯৩, ৩৮৬৭নং)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ ، أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ)). متفق عَلَيْهِ ، وهذا لفظ رواية مسلم

(২৩৮১) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, “যে কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অন্যকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে কুফরী করে। যে ব্যক্তি এমন কিছু দাবী করে, যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর সে যেন নিজস্ব বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি কাউকে ‘কাফের’ বলে ডাকে বা ‘আল্লাহর দুশমন’ বলে, অথচ বাস্তবে যদি সে তা না হয়, তাহলে তার (বক্তার) উপর তা বর্তায়।” *(বুখারী ৩৫০৮, মুসলিম ২২৬নং)*

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ قَدْرِ سَبْعِينَ عَامًا أَوْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا)). وفي رواية : ((من مسيرة خمسمائة عام)).

(২৩৮২) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৭০ (অথবা ৫০০) বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।” *(আহমাদ ৬৫৯২, ইবনে মাজাহ ২৬১১, সহীহুল জামে’ ৫৯৮৮নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

(২৩৮৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে, সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।” *(আবূ দাউদ ৫১১৭, সহীহুল জামে’ ৫৯৮৭নং)*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((كُفْرٌ بِامْرِىءٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لاَ يُعْرَفُ أَوْ جَحْدُهُ ، وَإِنْ دَقَّ)).

(২৩৮৪) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, অজ্ঞাত বংশের সম্বন্ধ দাবী করা অথবা ছোট বা নীচু হলে তা অস্বীকার করা মানুষের জন্য কুফরী।” *(আহমাদ ৭০১৯, ইবনে মাজাহ২৭৪৪, সহীহুল জামে’ ৪৪৮৬নং)*

وعن وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ)).

(২৩৮৫) ওয়াষিলাহ বিন আসকা' ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপের অন্যতম হল সেই ব্যক্তির কাজ, যে পরের বাপকে নিজ বাপ বলে দাবি করে অথবা তার চক্ষুকে তা দেখায় যা সে (বাস্তবে) দেখেনি। (অর্থাৎ, স্বপ্ন দেখার মিথ্যা দাবি করে।) অথবা আল্লাহর রসূল ﷺ যা বলেননি, তা তাঁর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে।" *(বুখারী ৩৫০৯নং)*

عَن عَائِشَة قَالَت : قَالَ رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هاجَى رَجُلاً فَهَجا القَبِيلَةَ بِأَسْرِها ورَجُلٌ انتَفَى مِنْ أبِيهِ وزَنَّى أُمَّهُ)).

(২৩৮৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদদাতা সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি (ব্যঙ্গ-কাব্যে) কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে তার গোটা গোত্রের দোষ বর্ণনা করে এবং সেই ব্যক্তি, যে নিজের পিতা অস্বীকার ক'রে মাকে ব্যভিচারিণী বানায়!" *(ইবনে মাজাহ ৩৭৬১, বাইহাক্বী ২১৬৫৯নং)*

নোংরাভোজী পশুকে সওয়ারী বানানো মকরূহ

যে হালাল পশু (উট, গরু ইত্যাদি) সাধারণতঃ মানুষের পায়খানা খায়, তার উপর সওয়ার হওয়া মকরূহ। এরূপ নোংরাভোজী উট যদি ঘাস খেতে লাগে (এবং নোংরা ভক্ষণ করা ত্যাগ করে) তাহলে তার মাংস পবিত্র হবে বিধায় মকরূহ থাকবে না।

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : نهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجَلاَّلَةِ فِي الإبلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. رواه أبو داود بإسناد صحيح

(২৩৮৭) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ নোংরা-ভোজী উটনীর উপর চড়তে বারণ করেছেন।' *(আবূ দাউদ ২৫৬০নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

(প্রকাশ থাকে যে, এরূপ পশুর দুধ ও মাংস খাওয়ার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ঐ ৩৭৮৭, তিরমিযী ১৮২৪, ইবনে মাজাহ ৩১৮৯নং)

মহামারী-পীড়িত গ্রাম-শহরে প্রবেশ ও সেখান থেকে অন্যত্র পলায়ন করা নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ } [النساء : ٧٨]

অর্থাৎ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; যদিও তোমরা

সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। *(সূরা নিসা ৭৮ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة : ١٩٥]

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৫ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ـ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ لِي عُمَرُ : ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خَرَجْتَ لأَمْرٍ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وَقَالَ بَعضُهُم : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ . فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي الأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ ، فَنَادَى عُمَرُ ﷺ فِي النَّاسِ : إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيدَةَ بنِ الجَرَّاحِ ﷺ : أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيدَةَ ! — وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ — نَعَمْ ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَو كَانَ لَكَ إِبِلٌ ، فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدْوَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ؟ قَالَ : فَجَاءَ عَبدُ الرَّحمانِ بنُ عَوفٍ ﷺ ، وَكَانَ مُتَغَيِّباً فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدِمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ)) فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى عُمَرُ ﷺ وَانصَرَفَ . متفق عَلَيْهِ

(২৩৮৮) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর যখন তিনি 'সার্গ' (সউদিয়া ও সিরিয়ার সীমান্ত) এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সাথে সৈন্যবাহিনীর প্রধানগণ - আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ ও তাঁর সাথীগণ - সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে জানান যে, সিরিয়া এলাকায় (প্লেগ) মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, তখন উমার আমাকে বললেন, 'আমার কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা হিজরত করেছিলেন সেই মুহাজিরদেরকে ডেকে আনো।' আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। উমার ﷺ তাঁদেরকে শাম দেশে প্রাদুর্ভূত মহামারীর কথা জানিয়ে তাঁদের কাছে সুপরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। কেউ বললেন, 'আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন। তাই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না।' আবার কেউ কেউ বললেন, 'আপনার সাথে রয়েছেন অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ। কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি তাঁদেরকে এই মহামারীর

মধ্যে ঠেলে দেবেন।' উমার ﷺ বললেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও।' তারপর তিনি বললেন, 'আমার নিকট আনসারদেরকে ডেকে আনো।' সুতরাং আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের মতই তাঁরাও মতভেদ করলেন। সুতরাং উমার ﷺ বললেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও।' তারপর আমাকে বললেন, 'এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী আছেন, যাঁরা মক্কা বিজয়ের বছর হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনো।' আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতবিরোধ করলেন না। তাঁরা বললেন, 'আমাদের রায় হল, আপনি লোকজনকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদেরকে এই মহামারীর কবলে ঠেলে দেবেন না।' তখন উমার ﷺ লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, 'আমি ভোরে সওয়ারীর পিঠে (ফিরে যাওয়ার জন্য) আরোহণ করব। অতএব তোমরাও তাই কর।' আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ ﷺ বললেন, 'আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন?' উমার ﷺ বললেন, 'হে আবূ উবাইদাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি বলত।' আসলে উমার তাঁর বিরোধিতা করতে অপছন্দ করতেন। বললেন, 'হ্যাঁ। আমরা আল্লাহর তকদীর থেকে আল্লাহর তকদীরের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। তুমি বল তো, তুমি কিছু উঁটকে যদি এমন কোন উপত্যকায় দিয়ে এস, যেখানে আছে দু'টি প্রান্ত। তার মধ্যে একটি হল সবুজ-শ্যামল, আর অন্যটি হল বৃক্ষহীন। এবার ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ প্রান্তে চরাও, তাহলে তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে। আর যদি তুমি বৃক্ষহীন প্রান্তে চরাও তাহলেও তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে?' বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস ﷺ) বলেন, এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ﷺ এলেন। তিনি এতক্ষণ যাবৎ তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেয়ো না। আর যদি এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে পলায়ন ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।" সুতরাং (এ হাদীস শুনে) উমার ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং (মদীনা) ফিরে গেলেন। *(বুখারী ৫৭২৯, মুসলিম ৫৯১৫নং)*

وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ ، وَأَنْتُمْ فِيهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا)) . متفق عَلَيْهِ

(২৩৮৯) উসামা ইবনে যায়দ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা কোন ভূখন্ডে প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়তে শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর তা ছড়িয়ে পড়েছে এমন ভূখন্ডে তোমরা যদি থাক, তাহলে সেখান থেকে বের হয়ো না।" *(বুখারী ৫৭২৮, মুসলিম ৫৯০৬নং)*

সাদৃশ্য অবলম্বন করে পরানুগামিতা

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ((لا يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً))، قَالُوا: وَمَا الإِمَّعَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: ((يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا مَعَ النَّاسِ إِنِ اهْتَدَوا اهْتَدَيْتُ، وَإِنْ ضَلُّوا ضَلَلْتُ، أَلا لِيُوَطِّنْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَى إِنْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ لا يَكْفُرَ)).

(২৩৯০) ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা পরানুগামী (ইয়েস-ম্যান) হয়ো না।' লোকেরা বলল, 'পরানুগামিতা কী?' তিনি বললেন, 'এই বলা যে, আমি লোকেদের অনুগামী। তারা সৎ হলে, আমিও সৎ আর তারা পথভ্রষ্ট হলে আমিও পথভ্রষ্ট। বরং প্রত্যেকের মনকে প্রস্তুত রাখা উচিত যে, লোকে কাফের হলে, সে কাফের হবে না।' *(ত্বাবারানী ৮৬৭৮নং)*

যে কোন প্রাণী এমনকি পিঁপড়েকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ

عَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْثٍ، فَقَالَ : ((إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَناً وَفُلاناً)) لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا ((فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الخرُوجَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وَفُلاناً ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا)). رواه البخاري

(২৩৯১) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একবার আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠালেন এবং কুরাইশ বংশীয় দুই ব্যক্তির নাম নিয়ে আদেশ দিলেন যে, 'তোমরা যদি অমুক ও অমুককে পাও, তাহলে তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিও।' অতঃপর যখন যাত্রা শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে অমুক অমুক লোককে আগুন দিয়ে জ্বালাতে বলেছিলাম। কিন্তু আগুন দিয়ে জ্বালানোর শাস্তি কেবল আল্লাহই দেন। বিধায় তোমরা যদি তাদেরকে পাও, তাহলে তাদেরকে হত্যা ক'রে দিও।" *(বুখারী ২৯৫৪, ৩০১৬নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا ، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : ((مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ ، رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْها)) . وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا ، فَقَالَ : ((مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟)) قُلْنَا : نَحْنُ، قَالَ : ((إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ)) . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(২৩৯২) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পেশাব-পায়খানা করতে চলে গেলেন। অতঃপর আমরা একটি লাল রঙের (হুম্মারাহ) পাখী দেখলাম। পাখীটির সাথে তার দুটো বাচ্চা আছে। আমরা তার বাচ্চাগুলোকে ধরে নিলাম। পাখীটি এসে (আমাদে)র আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। এমতাবস্থায় নবী ﷺ ফিরে এলেন এবং বললেন, "এই পাখীটিকে ওর বাচ্চাদের জন্য কে কষ্টে ফেলেছে?

ওকে ওর বাচ্চা ফিরিয়ে দাও।” তারপর তিনি পিঁপড়ের একটি গর্ত দেখতে পেলেন, যেটাকে আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “এ গর্তটি কে জ্বালাল?” আমরা জবাব দিলাম যে, ‘আমরা (জ্বালিয়েছি)।’ তিনি বললেন, “আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া আর কারো জন্য সঙ্গত নয়।” *(আবূ দাউদ ২৬৭৭নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

বাণিজ্য ও উপার্জন অধ্যায়

স্বহস্তে উপার্জিত খাবার খাওয়া, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকে দান করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ } [الجمعة : ١٠]

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। *(সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)*

وَعَن أَبي عَبدِ اللهِ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ يَأخُذَ أحَدُكُمْ أحبُلَهُ ثُمَّ يَأتِيَ الجَبَلَ ، فَيَأْتِيَ بحُزمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، فَيكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ)). رواه البخاري

(২৩৯৩) আবূ আব্দুল্লাহ যুবাইর ইবনে আওয়াম ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে পাহাড় যাওয়া এবং কাঠের বোঝা পিঠে করে বয়ে আনা ও তা বিক্রি করা, যার দ্বারা আল্লাহ তার চেহারাকে (অপমান থেকে) বাঁচান, লোকেদের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম; চাহে তারা তাকে দিক বা না দিক।” *(বুখারী ২০৭৫, ২৩৭৩নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ يَحْتَطِبَ أحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَلَ أَحَداً ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৩৯৪) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ ক’রে পিঠে ক’রে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে অনেক ভাল; চাহে সে দিক বা না দিক।” *(বুখারী ২০৭৪, ২৩৭৪, মুসলিম ২৪৪৯নং)*

وَعَنهُ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((كَانَ زَكرِيّا عليه السلام نَجَّاراً)). رواه مسلم

(২৩৯৫) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যাকারিয়া عليه السلام ছুতোর (কাঠ-মিস্ত্রী) ছিলেন।” *(মুসলিম ৬৩১২নং)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((كَانَ دَاوُدُ عليه السلام لا يَأكُلُ إلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)). رواه البخاري

(২৩৯৬) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “দাউদ عليه السلام নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া খেতেন না।” *(বুখারী ২০৭৩নং)*

وَعَنِ المِقدَامِ بنِ مَعْدِيكَرِبَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا أكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أنْ

يَأكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)). رواه البخاري

(২৩৯৭) মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিজের হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লার নবী দাউদ عليه السلام নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন।" *(বুখারী ২০৭২নং)*

عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)).

(২৩৯৮) রাফে' বিন খাদীজ ﷺ বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন উপার্জন সবচেয়ে বেশি পবিত্র?' উত্তরে তিনি বললেন, "সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন হল, যা মানুষের নিজ হাতের কাজ এবং সদুপায়ে ব্যবসার মাধ্যমে করা হয়।" *(আহমাদ ১৭২৬৫, ত্বাবারানী ৪২৮৫, হাকেম ২ ১৬০, সঃ জামে' ১০৩৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ)).

(২৩৯৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শ্রেষ্ঠ উপার্জন হল (শ্রমজীবীর) হাতের উপার্জন; যদি সে (তার কাজে) হিতাকাঙ্ক্ষী হয়।" *(আহমাদ ৮৪১২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১২৩৬, সহীহুল জামে' ৩২৮৩নং)*

عن عائشة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ».

(২৪০০) আয়েশা رضي الله عنها প্রমুখাৎ বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা যে খাদ্য ভক্ষণ কর, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম খাদ্য হল তোমাদের নিজের হাতে কামাই করা খাদ্য। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জিত ধনের পর্যায়ভুক্ত।" *(আবূ দাউদ ৩৫২৮, তিরমিযী ১৩৫৮, নাসাঈ ৪৪৬৪, ইবনে মাজাহ ২ ১৩৭নং প্রমুখ)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنَا : لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابَ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا فَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِى سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ».

(২৪০১) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একজন (সুস্বাস্থ্যবান) যুবক বের হয়ে এল। আমরা যখন তাকে দেখলাম এবং তার প্রতি দৃষ্টি ফেলে রাখলাম, তখন বললাম, যদি এই যুবক তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যয় করত! (তাহলে কতই না উত্তম হতো।) আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের এ কথা শুনে বললেন, "(যুদ্ধে) খুন হওয়া ছাড়া কি আর আল্লাহর পথ নেই? যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতার জন্য রুযী-সন্ধান করে, তার কাজ আল্লাহর

পথে, যে ব্যক্তি নিজ ছেলেমেয়ের জন্য রুযী-সন্ধান করে, তার কাজ আল্লাহর পথে এবং যে ব্যক্তি নিজেকে সৎ রাখার জন্য রুযী-সন্ধান করে, তার কাজও আল্লাহর পথে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধনবৃদ্ধিতে গর্ব করার জন্য কর্ম করে, তার কাজ তাগূত অথবা শয়তানের পথে।" *(বায্যার, বাইহাকী ১৮২৮০, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৩২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ».

(২৪০২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র (মালই) কবুল করে থাকেন। আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন আম্বিয়াগণকে। সুতরাং তিনি আম্বিয়াগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।' *(সূরা মু'মিনূন ৫১ আয়াত)*

আর তিনি (মুমিনদের উদ্দেশ্যে) বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব রুজী দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---।' *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করে আলুথালু ধূলিমলিন বেশে নিজ হাত দু'টিকে আকাশের দিকে লম্বা করে তুলে দুআ করে, 'হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!' কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার পুষ্টিবিধান হয়েছে। অতএব তার দুআ কিভাবে কবুল হতে পারে? *(মুসলিম ২৩৯৩, তিরমিযী ২৯৮৯, দারেমী ২৭১৭নং)*

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ((يا كعب بن عجرة ! إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت)).

(২৪০৩) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা কা'ব বিন উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, "হে কা'ব বিন উজরাহ! সে মাংস কোন দিন বেহেশ্ত প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে।" *(দারেমী ২৭৭৬নং)*

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী কা'ব বিন উজরা ﷺ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন। কা'ব বলেন, আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "--- হে কা'ব বিন উজরাহ! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।" *(সহীহ তিরমিযী ৫০১নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « لاَ تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ مِنَ الْحَلاَلِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ ».

(২৪০৪) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা রুজী সন্ধানের ব্যাপারে জলদিবাজি করো না। পৃথিবীতে কোন বান্দাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ রুযী অর্জন না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং রুযী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও স্বাভাবিক বৈধ পথ) অবলম্বন কর। হালাল উপায় গ্রহণ কর এবং হারাম উপায় বর্জন কর।" *(ইবনে মাজাহ ২১৪৪, হাকেম ২১৩৫, বাইহাকী ১০৭০৭, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩১০৯, সহীহুল জামে' ৭৩২৩নং)*

عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إنّ رُوحَ القُدُسِ نَفَثَ في رُوعِي أنّ نَفْساً لنْ تَمُوتَ حَتّى تَسْتَكْمِلَ أجَلَها وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَها فاتّقُوا الله وأجْمِلُوا في الطَّلبِ ولا يَحْمِلنَّ أحَدَكُمُ اسْتِبْطاءُ الرِّزْقِ أنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ الله فإنّ الله تعالى لا يُنالُ ما عِنْدَهُ إلاّ بِطاعَتِهِ)).

(২৪০৫) আবূ উমামাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, " জিবরীল আমার হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করেছেন যে, কোন আত্মাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ আয়ু ও রুযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং রুজী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও স্বাভাবিক বৈধ পথ) অবলম্বন কর। রুযী আসতে দেরী দেখে তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার সন্ধানে উদ্বুদ্ধ না হয়। যেহেতু (রুযী আল্লাহর হাতে আর) তা তাঁর বাধ্য না হয়ে অর্জন করা যায় না।" *(হিল্য়াহ ১০২৭, সহীহুল জামে' ২০৮৫নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ)).

(২৪০৬) আবূ সাঈদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমানতদার, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আম্বিয়া, সিদ্দীক্বীন ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে।" *(তিরমিযী ১২০৯, দারেমী ২৫৩৯, হাকেম ২১৪৩, সহীহ তারগীব ১৭৮৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪৫৩নং)*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((لا يَزُولُ قَدْمَ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ))؟

(২৪০৭) ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল তার প্রতিপালকের নিকট থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ৫টি জিনিস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার যৌবন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে? তার ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে ব্যয় করেছে? এবং যে ইল্ম সে শিখেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে?" *(তিরমিযী ২৪১৬, ত্বাবারানী ৯৬৫৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ)).

(২৪০৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষের উপর এমন একটি যুগ (অবশ্যই) আসবে, যখন সে এ কথার কোন পরোয়াই করবে না যে, সে যা গ্রহণ (উপার্জন) করছে তা হালালের শ্রেণীভুক্ত অথবা হারামের।" *(বুখারী ২০৫৯, ২০৮৩নং)*

عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنْ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ)).

(২৪০৯) জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(মরণের পর) মানুষের যে অংশটি সবার আগে পঁচে দুর্গন্ধময় হবে তা হল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সক্ষম যে, সে কেবল হালাল ছাড়া অন্য কিছু (হারাম) ভক্ষণ করবে না, সে যেন তা-ই করে। আর যে ব্যক্তি সক্ষম যে, সে আঁজলা পরিমাণ খুন বহিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করবে না, সেও যেন তা-ই করে।" (বুখারী ৭১৫২নং)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ أَتَدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ.

(২৪১০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আবূ বাকর সিদ্দীক ﷺ-এর একটি গোলাম ছিল। তিনি তার উপার্জন করা অর্থ তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে (হালাল হলে) খেতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়ে তার উপার্জিত কিছু খাবার খেয়ে ফেললেন। গোলাম বলল, 'আপনি কি জানেন, আপনি আজ কী খেলেন?' তিনি বললেন, 'না তো। কিসের উপার্জন খাওয়ালে তুমি আজ?' গোলাম বলল, 'জাহেলী যুগে আমি গণকের কাজ করতাম। এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছিলাম। আমি ভাগ্য গণনার কিছুই জানতাম না। আসলে আমি তাকে ধোকা দিয়েছিলাম। আজ তার সাথে সাক্ষাৎ হলে সে সেই পারিশ্রমিক আমাকে দান করল। আর তাই আপনি ভক্ষণ করলেন।' এ কথা শোনামাত্র তিনি নিজ মুখে আঙ্গুল ভরে পেটের সমস্ত খাবারটাই বমি করে দিলেন! *(বুখারী ৩৮৪২নং)*

নিজ কর্মে নিপুণতা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ)).

(২৪১১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "শ্রেষ্ঠ উপার্জন হল (শ্রমজীবীর) হাতের উপার্জন; যদি সে (তার কাজে) হিতাকাঙ্ক্ষী হয়।" *(আহমাদ ৮৪১২, সহীহুল জামে' ৩২৮৩নং)*

عن عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ اللّه يُحِبُّ إذا عَمِلَ أحَدُكُم عَمَلاً أنْ يُتْقِنَهُ)).

(২৪১২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তোমাদের কেউ কোন কাজ করলে সে যেন তা নৈপুণ্যের সাথে করে।" *(আবূ য়্যা'লা ৪৩৮৬, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৫৩১৩, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৮৯৭, সহীহুল জামে' ১৮৮০, সিলসিলাহ সহীহাহ ১১১৩নং)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(২৪১৩) আম্‌র বিন শুআইব, তিনি তাঁর পিতা, তিনি তাঁর (আম্‌রের) দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ডাক্তারি করে, অথচ ডাক্তারি করা তার কাজ নয়, সে ব্যক্তি (রোগীর জন্য) যামিন।" *(আবূ দাঊদ ৪৫৮৮, নাসাঈ ৪৮৩০, ইবনে মাজাহ ৩৪৬৬, হাকেম ৭৪৮৪, সহীহুল জামে' ৬১৫৩নং)*

হারাম বস্তুর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন এবং সন্দিহান বস্তু পরিহার করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ } [النور : ١٥]

অর্থাৎ, তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে; যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয়। *(সূরা নূর ১৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ } [الفجر : ١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্‌র ১৪)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ ، وَإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، ألاَ وَإنَّ لكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً ، ألاَ وَإنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، ألاَ وَإنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، ألاَ وَهِيَ القَلْبُ)) متفقٌ عَلَيْهِ

(২৪১৪) নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "অবশ্যই হালাল বিবৃত ও স্পষ্ট এবং হারাম বিবৃত ও স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে

রয়েছে বহু সন্দিহান বস্তু; যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দিহান বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে এবং যে ব্যক্তি সন্দিহানে পতিত হবে (সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করবে), সে হারামে পতিত হবে। (এর উদাহরণ সেই) রাখালের মত, যে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, তার পক্ষে নিষিদ্ধ সীমানায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শোন! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আর শোন! আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হল তাঁর হারামকৃত বস্তুসমূহ। শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল হৃৎপিণ্ড (অন্তর)।" *(বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ৪১৭৮নং)*

وعن أنس ﷺ : أنَّ النبيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : ((لَوْلاَ أنِّي أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لأَكَلْتُهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৪১৫) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ পথে একটি খেজুর পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "যদি আমার এর সাদকাহ হওয়ার আশঙ্কা না হত, তাহলে আমি এটি খেয়ে ফেলতাম।" *(বুখারী ২০৫৫, ২৪৩১, মুসলিম ২৫২৭-২৫২৯নং)*

وَعَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((البِرُّ : حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ : مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)). رواه مسلم

(২৪১৬) নাওয়াস ইবনে সামআন ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পুণ্যবত্তা হল সচ্চরিত্রতার নাম এবং পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক---এ কথা তুমি অপছন্দ কর।" *(মুসলিম ৬৬৮০-৬৬৮১নং)*

وَعَن وَابِصَةَ بنِ مَعبَدٍ ﷺ ، قَالَ: أتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((جئتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ ، فَقَالَ : ((اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، البِرُّ : مَا اطْمَأنَّت إِلَيْهِ النَّفسُ ، وَاطْمأنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ ، وَالإِثْمُ : مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أفْتَاكَ النَّاسُ وَأفْتَوكَ)) حديث حسن ، رواه أحمد والدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا

(২৪১৭) ওয়াবেস্বাহ ইবনে মা'বাদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এলাম। অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি পুণ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তুমি তোমার অন্তরকে (ফতোয়া) জিজ্ঞাসা কর। পুণ্য হল তা, যার প্রতি তোমার মন প্রশান্ত হয় এবং অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর পাপ হল তা, যা মনে খট্‌কা সৃষ্টি করে এবং অন্তর সন্দিহান হয় ; যদিও লোকেরা তোমাকে (তার বৈধ হওয়ার) ফতোয়া দিয়ে থাকে।" *(আহমাদ ১৮০০১, ১৮০০৬, দারেমী ২৫৩৩নং)*

وَعَن أَبي سِرْوَعَةَ عُقبَةَ بنِ الحارثِ ﷺ : أنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأبي إهَابِ بنِ عَزِيزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأةٌ ، فَقَالَتْ: إنِّي قَدْ أرضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا . فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أعْلَمُ أنَّك أَرضَعْتِنِي وَلاَ أخْبَرْتِنِي ، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالمَدِينَةِ ، فَسَأَلَهُ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَيْفَ ؟ وَقَد

قِيلَ)) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ . رواه البخاري

(২৪১৮) আবূ সিরওয়াআহ উক্ববাহ ইবনে হারেষ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ ইহাব ইবনে আযীযের এক কন্যাকে বিবাহ করলেন। অতঃপর তার নিকট এক মহিলা এসে বলল, 'আমি উক্ববাহকে এবং তার স্ত্রীকে দুধপান করিয়েছি।' উক্ববাহ তাকে বললেন, 'তুমি যে আমাকে দুধ পান করিয়েছ তা তো আমি জানি না, আর তুমি আমাকে তার খবরও দাওনি।' অতঃপর উক্ববাহ (সওয়ারীর উপর) সওয়ার হয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট মদীনায় এলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সব বৃত্তান্ত শুনে) বললেন, "যখন এ কথা বলা হয়েছে, তখন তুমি কি ক'রে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখবে?" সুতরাং উক্ববাহ ﷺ তাকে ত্যাগ করলেন এবং সে অন্য স্বামী গ্রহণ করল। *(বুখারী ৮৮, ২৬৪০নং)*

وَعَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالَ : حَفِظتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ : ((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(২৪১৯) আলীর পুত্র হাসান ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (এ হাদীস) স্মরণ রেখেছি, "তা বর্জন কর, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর, যাতে তোমার সন্দেহ নেই।" *(তিরমিযী ২৫১৮, নাসাঈ, ৫৭১১, সহীহুল জামে' ৩৩৭৭নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ لأبي بَكرٍ الصِّدِّيق ﷺ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيءٍ ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ : تَدْرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بكر : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ ، إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ ، فَلَقِيَنِي ، فَأَعْطَانِي لِذَلِكَ ، هَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ . رواه البخاري

(২৪২০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ-এর একজন ক্রীতদাস ছিল, যে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে ধার্যকৃত কর আদায় করত। আর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ তার সেই আদায়কৃত অর্থ ভক্ষণ করতেন। (অবশ্য প্রত্যহ সে অর্থ হালাল কি না, তা জিজ্ঞাসা ক'রে নিতেন।) একদিনের ঘটনা, ঐ ক্রীতদাস কোন একটা জিনিস এনে তাঁর খিদমতে হাজির করল। আর তিনি (সেদিন ভুলে কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে) তা থেকে কিছু খেয়ে ফেললেন। দাসটি বলল, 'আপনি কি জানেন, এটা কোন্ জিনিস (যা আপনি ভক্ষণ করলেন)?' আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, 'তা কী?' দাসটি বলল, 'আমি জাহেলী যুগে একজন মানুষের ভাগ্য গণনা করেছিলাম। অথচ আমার ভাগ্য গণনা করার মত ভাল জ্ঞান ছিল না। আসলে আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমাকে (পারিশ্রমিক স্বরূপ) এই জিনিস দিলো, যা আপনি ভক্ষণ করলেন।' এ কথা শুনে আবূ বাকর সিদ্দীক ﷺ নিজের হাত স্বীয় মুখের ভিতরে প্রবেশ করালেন এবং পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি ক'রে বের ক'রে দিলেন! *(বুখারী ৩৮৪২নং)*

وَعَن نَافِعٍ : أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ كَانَ فَرَضَ لِلمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ الآفٍ وَفَرَضَ لابْنِهِ ثَلاَثَةَ آلافٍ وَخَمْسَمِئَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ : هُوَ مِنَ المُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ . يَقُولُ

: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ . رواه البخاري

(২৪২১) নাফে' থেকে বর্ণিত, উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের জন্য চার হাজার করে ভাতা নির্দিষ্ট করলেন এবং তাঁর ছেলে (আব্দুল্লাহর) জন্য সাড়ে তিন হাজার নির্দিষ্ট করলেন। তাঁকে বলা হল যে, 'তিনিও তো মুহাজিরদের একজন; অতএব আপনি তাঁর ভাতা কম করলেন কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তার পিতা তাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছে।' উমার ﷺ বলতেন, 'সে তার মত নয়, যে একাকী হিজরত করেছে।' *(বুখারী ৩৯১২নং)*

সকাল-সকাল কাজ করার বর্কত

وَعَنْ صَخرِ بنِ وَدَاعَةَ الغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)). وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ . وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِراً ، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَار ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ: ((حديث حسن))

(২৪২২) স্বাখ্‌র ইবনে অদাআহ গামেদী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের জন্য তাদের সকালে বরকত দাও।" আর তিনি যখন সেনার ছোট বাহিনী অথবা বড় বাহিনী পাঠাতেন, তখন তাদেরকে সকালে রওয়ানা করতেন। স্বাখ্‌র ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর ব্যবসার পণ্য সকালেই প্রেরণ করতেন। ফলে তিনি (এর বর্কতে) ধনী হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মাল প্রচুর হয়েছিল। *(আবূ দাউদ ২৬০৮, তিরমিযী ১২১২নং)*

খাদ্য-শস্য মাপার মাহাত্ম্য

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ)).

(২৪২৩) মিকদাম বিন মা'দীকারিব ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য মেপে রাখ, এতে তোমাদের জন্য বর্কত দান করা হবে।" *(বুখারী ২১২৮ নং)*

মজুরকে মজুরী দান

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أَجِيراً ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)) . رواه البخاري

(২৪২৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী। আর আমি যার প্রতিবাদী হব অবশ্যই তাকে পরাজিত করব। তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল; অথচ সে তার মজুরী (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।" *(আহমাদ ২/৩৫৮, বুখারী ২২২৭ ও ২২৭০নং, ইবনে মাজাহ ২৪৪২নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا ».

(২৪২৫) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সবচাইতে বড় পাপী সেই ব্যক্তি যে এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহর আত্মসাৎ করে নেয়। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে একটি লোককে কাজে খাটিয়ে তার মজুরী আত্মসাৎ করে নেয়। আর তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে খামোখা প্রাণী হত্যা করে।" *(হাকেম ২৭৪৩, বাইহাকী ১৪৭৮১, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– : « أَعْطِ الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ».

(২৪২৬) আবূ হুরাইরা (ইবনে উমার, আনাস ও জাবের) ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।" *(বাইহাক্বী ১১৯৯৩, ইবনে মাজাহ ২৪৪৩, ইবনে উমার কর্তৃক, সহীহুল জামে' ১০৫৫নং)*

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ لاَ. قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ».

(২৪২৭) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ-এর খাজাঞ্চী তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গোলামদেরকে তাদের আহার দিয়েছে কি?' খাজাঞ্চী বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'যাও, তাদেরকে তা দিয়ে দাও। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল তাকে তা (না দিয়ে) আটকে রাখে।" *(মুসলিম ৯৯৬নং)*

ঋণ দেওয়া, পরিশোধ নেওয়া, পাওনাদারের পাওনা আদায়

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } [النساء : ٥٨]

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } [البقرة : ٢٨٣]

অর্থাৎ, যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয় (যার কাছে আমানত রাখা হয়) সে যেন (বিশ্বাস বজায় রেখে) আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩ আয়াত)*

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ))، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ، فَقَالَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ)).

(২৪২৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরার পূর্বে বিভিন্ন প্রার্থনা করার সময় ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনাও করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো ঋণ থেকে খুব বেশী আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। (তার কারণ কী?) প্রত্যুত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "কারণ, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে (ওয়াদা-খেলাফী করে)।" *(বুখারী ৮৩২, মুসলিম ৫৮৯নং)*

عن صُهَيْبٍ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللّه صلى اللّه عليه وسلم قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَيَّنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لاَ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللّه سَارِقًا)).

(২৪২৯) সুহাইব আল-খায়র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঋণ করার পর তার মনে পাকা এই সংকল্প রাখে যে, সে তা পরিশোধ করবে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে 'চোর' হয়ে সাক্ষাৎ করবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১০ নং)*

عن محمد بن جحش قال قال رسول اللّه ﷺ: « سبحان اللّه ماذا أنزل من التشديد فِى الدَّيْنِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ مَرَّتَيْنِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ ».

(২৪৩০) মুহাম্মাদ বিন জাহশ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সুবহানাল্লাহ! ঋণের ব্যাপারে কী কঠিনতাই না অবতীর্ণ হয়েছে! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর জীবিত হয়ে পুনরায় জিহাদে মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর আবার জীবিত হয়ে আবারও শহীদ হয়, আর সে ঋণগ্রস্ত হয় -তাহলে ঐ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে সক্ষম হবে না।" *(আহমাদ ২২৪৯৩, নাসাঈ ৪৬৮৪, হাকেম ২২১২, বাইহাক্বী ১১২৮২, সহীহুল জামে' ৩৬০০ নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ ».

(২৪৩১) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঋণ পরিশোধ না করার পাপ ছাড়া শহীদের সমস্ত পাপকে মাফ করে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম ৪৯৯১, মিশকাত ২৯১২ নং)*

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ « أَنَّ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « كَيْفَ قُلْتَ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِى ذَلِكَ ».

(২৪৩২) আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ সাহাবাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়ে উল্লেখ করলেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও আল্লাহর প্রতি ঈমান সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।" এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কী মনে করেন, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় খুন হয়ে যাই, তাহলে কি আমার পাপসমূহকে মাফ করা হবে?' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি ধৈর্যের সাথে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদ্‌পদ না হয়ে আল্লাহর রাস্তায় খুন হয়ে যাও তাহলে।" অতঃপর (সে যখন কিছু দূর চলে গেল, তখন তাকে ডেকে) বললেন, "তুমি কী যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি কী মনে করেন, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় খুন হয়ে যাই, তাহলে কি আমার পাপসমূহকে মাফ করা হবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি ধৈর্যের সাথে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদ্‌পদ না হয়ে আল্লাহর রাস্তায় খুন হয়ে যাও তাহলে। তবে ঋণ পরিশোধ না করার পাপ মাফ করবেন না। কারণ, জিবরীল আমাকে এ কথাই বললেন।" *(মুঅত্ত্বা ৩৭৮, মুসলিম ৪৯৮৮, ইবনে হিব্বান ৪৬৫৪নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلاَثٍ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ : الْكِبْرِ ، وَالْغُلُولِ ، وَالدَّيْنِ)).

(২৪৩৩) ষাওবান কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ৩টি জিনিস থেকে পবিত্র থেকে মৃত্যুবরণ করবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত প্রবেশ করবে। আর তা হল, অহংকার, গনীমতের মালে খেয়ানত ও ঋণ।" *(আহমাদ ২২৭২৭, তিরমিযী ১৫৭৩, নাসাঈর কুবরা ৮৭১১, ইবনে মাজাহ ২৪১২ নং)*

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ

أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

(২৪৩৪) সালামাহ বিন আক্ওয়া' বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর নিকট বসে ছিলাম। ইতি মধ্যে একটি জানাযা উপস্থিত হলে লোকেরা তাঁকে তার জানাযা পড়তে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর কি ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" সকলে বলল, 'না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়লেন।

এরপর আর একটি জানাযা উপস্থিত হলে সকলে তাঁকে তার জানাযা পড়তে অনুরোধ করল। তিনি তার সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলা হল, 'হ্যাঁ।' বললেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'তিন দীনার।' তা শুনে তিনি তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর তৃতীয় জানাযা উপস্থিত হলে এবং লোকেরা শেষ নামায পড়তে আবেদন জানালে তার সম্বন্ধেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলল, "তিন দীনার।" বললেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' একথা শুনে বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।" তখন আবু কাতাদাহ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ওর জানাযা আপনি পড়ুন। আমি ওর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিচ্ছি।' *(বুখারী ২২৮৯, মিশকাত ২৯০৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ « هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلاَّ قَالَ « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ « أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ».

(২৪৩৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট জানাযা পড়ার জন্য যখন কোন ঋণগ্রস্ত মুর্দাকে হাযির করা হত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, "ঋণ পরিশোধ করার মত কোন মাল ও ছেড়ে যাচ্ছে কি?" সুতরাং উত্তরে যদি তাঁকে বলা হত যে, 'হ্যাঁ, পরিশোধ করার মত মাল ছেড়ে যাচ্ছে' তাহলে তিনি তার জানাযা পড়তেন। নচেৎ বলতেন, "তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও।"

অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁর জন্য বিভিন্ন বিজয় দান করলেন তখন তিনি বললেন, "মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে আমিই অধিক হকদার (দায়িত্বশীল।) সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং যে সম্পদ রেখে মারা যাবে, তার অধিকারী হবে তার ওয়ারেসীনরা।" *(মুসলিম ৪২৪২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ». قَالُوا الْمُفْلِسُ

فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ».

(২৪৩৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?" সাহাবাগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যার কোন দিরহাম নেই, যার কোন আসবাব-পত্র নেই।' মহানবী ﷺ বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতে নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে দেখবে যে, সে একে গালি দিয়েছে, ওর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, এর মাল আত্মসাৎ করেছে, ওকে খুন করেছে, একে মেরেছে--- ইত্যাদি। সুতরাং প্রতিশোধ স্বরূপ একে নিজের নেকী দান করবে, ওকেও নিজের নেকী দান করবে। পরিশেষে যখন নেকী নিঃশেষ হয়ে যাবে অথচ তার প্রতিশোধ শেষ হবে না, তখন ওদের গোনাহ নিয়ে এর ঘাড়ে চাপানো হবে এবং সবশেষে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে!" *(মুসলিম ৬৭৪৪, আহমাদ ৮০২৯, তিরমিযী ২৪১৮, ইবনে হিব্বান ৪৪১১, বাইহাকী ১১৮৩৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৪৭নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِىَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ)).

(২৪৩৭) ইবনে উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি একটি দীনার অথবা দিরহাম ঋণ রেখে মারা যাবে, সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতে) নিজের নেকী থেকে পরিশোধ করতে হবে। কারণ, সেখানে কোন দীনার নেই, কোন দিরহামও নেই।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১৪, সহীহুল জামে' ৩৪১৮, ৬৫৪৬ নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ)).

(২৪৩৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এই পছন্দ করতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ করে ফেলি।" *(বুখারী ২৩৮৯নং)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ».

(২৪৩৯) আম্‌র বিন শারীদ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির টাল-বাহানা নিজের জন্য অপমান ও শাস্তিকে বৈধ করে নেয়।" *(আহমাদ ৪/২২২, আবূ দাঊদ ৩৬২৮, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৪২৭, ইবনে*

হিব্বান ৫০৮৯, হাকেম ৪/১০২, সহীহুল জামে' ৫৪৮৭নং)

❁ *ঋণ করে তা পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন স্বার্থে তা পরিশোধ করতে টালবাহানা ও ছেঁচড়ামি করলে ঋণদাতার পক্ষে তার এই দুর্ব্যবহারের চর্চা করা বৈধ হয়ে যায়। যেমন বিচার-বিভাগ কর্তৃক তার ঐ টালবাহানার উপর শাস্তি বা জেল দেওয়া ন্যায়সঙ্গত।*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ ».

(২৪৪০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঋণ পরিশোধে সামর্থ্য ব্যক্তির টাল-বাহানা করা অন্যায়। আর যখন কোন ঋণী ব্যক্তি কোন সক্ষম ব্যক্তির হাওয়ালা করে দেবে, তখন ঋণদাতার উচিত, তা অনুমোদন করা।" *(বুখারী ২২৮৭, মুসলিম ৪০৮৫, আহমাদ ২/২৫৪, আবূ দাউদ ৩৩৪৭, নাসাঈ ৪৬৯১, তিরমিযী ১৩০৮, দারেমী ২৫৮৬, বাইহাকী ৬/৭০ প্রমুখ)*

عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قال رسول الله ﷺ : أتي الله عزّ وجلَّ بِعَبْدٍ مِنْ عبادِهِ آتاهُ الله مالاً فقال لهُ ماذا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيا فقال ما عمِلْتُ مِنْ شَيْءٍ يا رَبِّ إلاَّ أنَّكَ آتَيْتَنِي مالاً فَكُنْتُ أبايعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي أنْ أُيسِّرَ على المُوسِرِ وأُنْظِرَ المُعْسِرَ قالَ الله تعالى أنا أحَقُّ بذَلِكَ مِنْكَ تجاوَزُوا عنْ عَبْدِي)).

(২৪৪১) হুযাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট এক বান্দাকে আনা হবে, যাকে তিনি ধন দান করেছিলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করবেন, 'তুমি দুনিয়াতে কী কী আমল করেছিলে?' লোকটি বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন কিছু আমল করতে পারি নি। তবে আপনি আমাকে যে ধন দান করেছিলেন, তদ্দ্বারা আমি ব্যবসা-বাণিজ্য করতাম। আর তাতে আমার চরিত্র এই ছিল যে, আমি সামর্থ্যবান ব্যক্তির প্রতি সরলতা প্রদর্শন করতাম এবং অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে (আমার পাওনা আদায়ে) সময় দিতাম।' তখন মহান আল্লাহ বলবেন, 'এ ব্যাপারে আমি তোমার থেকে বেশী হকদার। (হে ফিরিশ্তামন্ডলী!) আমার বান্দাকে তোমরা মুক্তি দাও।" *(হাকেম ৩১৯৭, সহীহুল জামে' ১২৫নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – ، عَنْ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: (إنّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، وَكَانَ يُدَاينُ(١) النّاسَ، فَيَقُولُ لرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسّرَ، واتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلّ اللهَ تَعَالى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنّا، فَلَمّا هَلَكَ قَالَ اللهُ عَزّ وَجَلّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُّ؟ قَالَ: لا، إلاّ أَنّهُ كَانَ لِي غُلامٌ وَكُنْتُ أُدَاينُ النّاسَ، فإذَا بَعَثْتُهُ ليتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنّا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ).

(২৪৪২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক ব্যক্তি কোন দিন কোন নেক আমল করেনি। তবে সে লোককে ঋণ দান করত এবং নিজের তহসীলদার দূতকে বলত, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় কর, অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে অবকাশ

দাও এবং মাফ করে দাও। সম্ভবতঃ আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।' অতঃপর লোকটি যখন মারা গেল, তখন আল্লাহ তাকে বললেন, 'তুমি কি কোন দিন কোন ভাল কাজ করেছ?' লোকটি বলল, 'না। তবে আমার একজন (তহসীলদার) কিশোর ছিল। আমি মানুষকে ঋণ দান করতাম। আর আমি যখন তাকে সেই ঋণ আদায় করতে পাঠাতাম, তখন বলতাম, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় কর, অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে অবকাশ দাও এবং মাফ করে দাও। সম্ভবতঃ আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।' আল্লাহ বললেন, 'আমিও তোমাকে মাফ করে দিলাম।" *(আহমাদ ৮৭১৫, নাসাঈ ৪৬৯৪, ইবনে হিব্বান ৫০৪৩, হাকেম ২২২৩, সহীহুল জামে' ২০৭৮ নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قال رسول الله ﷺ : ((إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ مَلَكٌ لِيَقْبِضَ نَفْسَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ قِيلَ لَهُ انْظُرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَأُجَازِفُهُمْ فَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنْ الْمُوسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ)).

(২৪৪৩) হুযাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির একটি লোকের জান কবয করতে মালাকুল মাওত উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, 'তুমি কি কোন নেক আমল করেছ?' সে বলল, 'আমি (কোন ভাল কাজ করেছি বলে) জানি না।' ফিরিশ্তা বললেন, 'ভেবে দেখ।' লোকটি বলল, 'আমি এমন কিছু জানি না। তবে আমি লোকের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের কাজ করতাম। আর অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে (পাওনা আদায়ে) সময় দিতাম এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে মাফ করে দিতাম।' সুতরাং মহান আল্লাহ এই আমলের অসীলায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।" *(আহমাদ ২৩৩৫৩, বুখারী ৩৪৫১, মুসলিম ৪০৭৬, ইবনে মাজাহ ২৪২০, সহীহুল জামে' ২০৭৯ নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ)).

(২৪৪৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে সময় দেবে, অথবা তার ঋণ মকুব করে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁর সেই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।" *(আহমাদ ৮৭১১, মুসলিম ৭৭০৪ আবুল য়্যাস্‌র কর্তৃক, তিরমিযী ১৩০৬, সহীহুল জামে' ৬১০৬, ৬১০৭নং)*

عن أبي قتادة قال قال رسول الله ﷺ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ».

(২৪৪৫) আবূ কাতাদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি খুশীর সাথে এই কামনা করে যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই দেন, সে ব্যক্তির উচিত, ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ সহজ করে দেওয়া অথবা তার ঋণ মকুব করে দেওয়া।" *(মুসলিম ৪০৮৩, মিশকাত ২৯০২ নং)*

وعنه قال قال رسول الله ﷺ: ((من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة)).

(২৪৪৬) উক্ত আবূ কাতাদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে অথবা তার ঋণ মাফ করে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৯০৩নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ...)).

(২৪৪৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিম হতে তার পার্থিব বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটিও দূর করে দেবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে তার কিয়ামতের বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটিকে দূরীভূত করবেন। যে (ঋণদাতা) ব্যক্তি কোন নিঃস্ব ঋণগ্রস্তকে অবকাশ (বা সহজ করে) দেবে, আল্লাহ তার জন্য ইহকাল ও পরকালে (সবকিছু) সহজ করে দেবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন করে নেবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটিকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন করে নেবেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দার সহায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।" *(আহমাদ ৭৪২৭, মুসলিম ৭০২৮, আবূ দাউদ ৪৯৪৮, তিরমিযী ১৪২৫, ইবনে মাজাহ ২২৫, সহীহুল জামে' ৬৫৭৭ নং)*

عن بريدة قال قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلاَهُ صَدَقَةً)).

(২৪৪৮) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ খাতককে (ঋণ পরিশোধ করতে) সময় দেবে, সে ব্যক্তি প্রত্যহ তার ঋণ-পরিমাণ সদকাহ করার সওয়াব লাভ করবে। আর এ সওয়াব সে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পাবে। পক্ষান্তরে মেয়াদ অতিক্রম হওয়ার পরও যদি সে তাকে আরো সময় দিয়ে থাকে, তাহলে সে তার বিনিময়ে তার ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ সদকাহ করার সমান সওয়াব প্রত্যহ অর্জন করবে।" *(আহমাদ ২৩০৪৬, ইবনে মাজাহ ২৪১৮, হাকেম ২২২৫, বাইহাক্বী ১১২৯৫, সহীহুল জামে' ৬১০৮ নং)*

عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ « يَا كَعْبُ ». فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « قُمْ فَاقْضِهِ ».

(২৪৪৯) আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আমলে মসজিদে নববীতে একদা কা'ব বিন মালেক, ইবনে আবী হাদরাদকে দেওয়া স্বীয় প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকীদ করছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের উভয়ের গলার আওয়াজ উঁচু হলে রসূল ﷺ তাঁর বাসা থেকে শুনতে পেলেন। তিনি বাইরে বের হয়ে এলেন এবং হুজরার পর্দা সরিয়ে ডাক দিলেন, "ওহে কা'ব!" কা'ব বললেন, 'হাজির, হাজির, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর মহানবী ﷺ হাতের ইশারায় তাঁর অর্ধেক ঋণ মকুব করে দিতে বললেন। কা'ব বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি তাই করলাম।' তখন মহানবী ﷺ ঋণী ইবনে আবী হাদরাদকে বললেন, "ওঠ (যাও), বাকী ঋণ পরিশোধ করে দাও।" *(বুখারী ৪৫৭, মুসলিম ৪০৬৭, মিশকাত ২৯০৮নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِى عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ)).

(২৪৫০) ইবনে উমার ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য হক আদায় করতে চাইবে তার উচিত, সে যেন সংযম ও সাধুতার সাথে তা আদায় চায়। তাতে সে তার হক পূর্ণ আদায় পাক অথবা আদায় না পাক।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২১, ইবনে হিব্বান ৫০৮০, হাকেম ২২৩৮, সহীহুল জামে' ৬৩৮৪ নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ».

(২৪৫১) আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট ঋণী ছিলেন। লোকটি ঋণ আদায় করতে এসে মহানবী ﷺ কে কর্কশ ভাষায় কটু কথা শুনাতে শুরু করে দিল। তা দেখে সাহাবাগণ তাকে (ধমক দিয়ে) বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ বললেন, "হকদারের কথা বলার অধিকার আছে। তোমরা ওর ঋণ শোধ করে দাও।" *(বুখারী ২৩০৬, মুসলিম ৪১৯৪, আহমাদ ৯৩৯০, তিরমিযী ১৩১৭নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ قَالَ إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ))؟ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَقْرَضَتْهُ فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللَّهُ لَكَ فَقَالَ: ((أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ)).

(২৪৫২) আবূ সাঈদ খুদরী বলেন, এক মরুবাসী (বেদুঈন) লোকের কাছে নবী ﷺ কিছু খেজুর ধার করেছিলেন। সে তাঁর নিকট নিজের পাওনা আদায় করতে এসে তাঁকে কটু কথা শুনাতে লাগল। এমনকি সে তাঁকে বলল, 'আপনি আমার ঋণ পরিশোধ না করলে, আমি

আপনাকে মুশকিলে ফেলব!' এ কথা শুনে সাহাবাগণ তাকে ধমক দিলেন ও বললেন, 'আরে বেআদব! জান তুমি কার সাথে কথা বলছ?' লোকটি বলল, 'আমি আমার হক আদায় চাচ্ছি।' মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা হকদারের সঙ্গ দিলে না কেন?" অতঃপর তিনি খাওলাহ বিন্তে কাইসের নিকট বলে পাঠালেন যে, "যদি তোমার কাছে খেজুর থাকে, তাহলে আমাকে ধার দাও। অতঃপর আমাদের খেজুর এলে তোমাকে পরিশোধ করে দেব।" খাওলাহ বললেন, 'অবশ্যই দোব। আমার আব্বা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তিনি খেজুর দিলে মহানবী ﷺ লোকটির ঋণ পরিশোধ করলেন এবং আরো কিছু বেশী খেতে দিলেন। লোকটি বলল, 'আপনি আমার হক পূরণ করলেন, আল্লাহ আপনার হক পূরণ করুক।' মহানবী ﷺ বললেন, "ওরাই হল ভাল লোক, (যারা সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।) সে জাতি পবিত্র হবে না (বা না হোক), যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে আদায় না করতে পেরেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বাইহাক্বী ২০৬৯৭, হাকেম ৫১১৪, আবূ য়্যা'লা ১০৯১, সহীহুল জামে' ২৪২১ নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى)).

(২৪৫৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে বিক্রয়কালে উদার, ক্রয়কালে উদার, ঋণ পরিশোধ কালে উদার এবং ঋণ আদায়কালেও উদার।" *(বুখারী ২০৭৬, ইবনে মাজাহ ২২০৩, সহীহুল জামে' ৩৪৯৫ নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ)).

(২৪৫৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোকের মাল নিয়ে আদায় করার ইচ্ছা রাখে, সে ব্যক্তির তরফ থেকে আল্লাহ তা আদায় করে দেন। আর যে ব্যক্তি তা নিয়ে আত্মসাৎ করার ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ তাকে (দুনিয়াতে ও আখেরাতে) ধ্বংস করেন।" *(আহমাদ ৯৪০৭, বুখারী ২৩৮৭, ইবনে মাজাহ ২৪১১, সহীহুল জামে' ৫৯৮০নং)*

عن مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ قَالَتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)).

(২৪৫৫) নবীপত্নী মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একদা ঋণ করলে তাঁকে বলা হল, 'হে মু'মিন-জননী! আপনি ঋণ করছেন, অথচ পরিশোধ করার মতো ক্ষমতা আপনার নেই। তিনি বললেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করার ইচ্ছা রাখে, সে ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ সাহায্য করেন।" *(নাসাঈ ৪৬৮৭, সহীহুল জামে' ৫৯৮১ নং)*

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا لا تَفْعَلِي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: بَلَى، سَمِعْتُ نَبِيِّي وَخَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَدَايَنَ دَيْنًا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا)).

(২৪৫৬) উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঋণ করতেন। তা দেখে তাঁর কিছু আত্মীয় তাঁকে এ ব্যাপারে মানা করল এবং এ কাজ তার জন্য সঙ্গত নয় বলে মত প্রকাশ করল। কিন্তু তিনি এ কাজ যে অসঙ্গত নয়, তার প্রমাণে বললেন, 'আমি আমার নবী ও প্রিয়তম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "যে কোনও মুসলিম ঋণ করে তা পরিশোধের ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ দুনিয়াতে তার তরফ থেকে তার ঐ ঋণ আদায় করে দেন।" *(আহমাদ ২৬৮৪০, নাসাঈ ৪৬৮৬, ইবনে মাজাহ ২৪০৮, ত্বাবারানী ১৯৫৫৮নং)*

عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ((مَنِ ادَّانَ دَيْنًا يَنْوِي قَضَاءَهُ أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(২৪৫৭) উক্ত মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঋণ নেওয়ার পর পরিশোধ করার নিয়ত রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার তরফ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেবেন।" *(ত্বাবারানী ১৯৪৭৯, সহীহুল জামে' ৫৯৮৬ নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ :« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِىَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ».

(২৪৫৮) আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা ঋণীর সাথে থাকেন, যতক্ষণ না সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছে---যদি তার ঋণ আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন বিষয়ে না হয় তবে।" *(বুখারীর তারীখ, ইবনে মাজাহ ২৪০৯, হাকেম ২২০৫, দারেমী ২৫৯৫, বাইহাক্বী ১১২৭৯, সহীহুল জামে' ১৮২৫ নং)*

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ لأَصْحَابِهِ :« لاَ تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِمَا نُخِيفُ أَنْفُسَنَا قَالَ :« بِالدَّيْنِ ».

(২৪৫৯) উক্ববাহ বিন আমের জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে বলেছেন, "(নিরাপত্তা লাভের পর) তোমরা তোমাদের আত্মাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করো না।" সকলে বলল, 'তা কি (দ্বারা) হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি বললেন, "ঋণ (দ্বারা)।" *(আহমাদ ১৭৩২০, ১৭৪০৭, ত্বাবারানীর কাবীর ১১২৮৪, আবূ য়্যা'লা ১৭৩৯, বাইহাকীর শুআবুল ইমান, হাকেম২/২৬, সহীহুল জামে' ৭২৫৯নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِى مُلْكِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِى

مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِى رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ».

(২৪৬০) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর 'হদ্দ' (দন্ডবিধি) সমূহের কোন হদ্দ্ কায়েমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হল, সে ব্যক্তি আল্লাহর অনুশাসনের বিরোধিতা করল।

যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেল (সে ব্যক্তি পরকালে তা পরিশোধ করবে)। কিন্তু সেদিন দীনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সা) দ্বারা নয় বরং নেকী ও গোনাহ দ্বারা (পরিশোধ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন বাতিল (অন্যায়) বিষয়ে তর্কাতর্কি করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা বর্জন না করে।

আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন মানুষের চরিত্রে এমন কথা বলে যা তার মধ্যে নেই, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামের নর্দমায় বাস করতে দেবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে যা বলেছে তা হতে বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তখন আর সে বের হতে পারবে না।" *(আবূ দাউদ ৩৫৯৭, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী ১৩২৫৪, বাইহাকী ১১৭৭৩, সহীহুল জামে' ৬১৯৬নং)*

عَنْ أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ « أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ».

(২৪৬১) আবু রাফে' ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির নিকট হতে একটি তরুণ উট ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর নিকট সদকার উট এল তখন তিনি আবু রাফে'কে ঐ লোকটির তরুণ উট পরিশোধ করে দিতে আদেশ করলেন। আবু রাফে' তাঁর নিকট এসে বললেন, 'সপ্তবর্ষীয় বাছাই করা ভালো ভালো উট ছাড়া অন্য কিছু পেলাম না।' নবী ﷺ বললেন, "ঐ একটিই ওকে দিয়ে দাও। কারণ, লোকেদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে পরিশোধ করায় উত্তম।" *(মুসলিম ৪১৯২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ « خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً ».

(২৪৬২) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একটি উট ধার করেছিলেন। তিনি যে বয়সের উট নিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশী বয়সের উট দিয়ে ধার পরিশোধ করলেন। আর বললেন, "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধে শ্রেষ্ঠ।" *(বুখারী ২৩৯০ নং, মুসলিম ৪১৯৫নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((نَفْسُ المؤمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)).

(২৪৬৩) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (মরণের পর ঐ ঋণের কারণে) মু'মিনের আত্মা (বেহেশ্তের পথে) লটকে থাকবে; যতক্ষণ না তার তরফ থেকে তার

সেই ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।” *(আহমাদ ১০৫৯৯, তিরমিযী ১০৭৮, ইবনে মাজাহ ২৪১৩, আবূ য়্যা’লা ৬০২৬নং)*

সূদ খাওয়া হারাম

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

(২৪৬৪) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন, আর বলেছেন, “ওরা সকলেই সমান।” *(মুসলিম ৪১৭৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ».

(২৪৬৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক।” সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! তা কী কী?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া।” *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ২৭২, আবূ দাউদ ২৮৭৬, নাসাঈ ৩৬৭১নং)*

عن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

(২৪৬৬) আবূ জুহাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ চামড়ায় দেগে নকশা করায় ও করে এমন মহিলাকে, সূদখোর ও সূদদাতাকে অভিশাপ করেছেন। কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন গ্রহণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আর মূর্তি (বা ছবি) নির্মাণকারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ২২৩৮, আবূ দাউদ ৩৪৮৩নং সংক্ষিপ্তভাবে)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا ، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ)).

(২৪৬৭) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেছেন, “সুদ (পাপের দিক থেকে) ৭০ প্রকার। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট (পাপের) সুদ হল মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা! (অর্থাৎ সুদ খাওয়ার গোনাহ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে ৭০ গুণ বেশী।) *(ইবনে মাজাহ ২২৭৪ নং, হাকেম ২/৩৭, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫৫২০-৫৫২২, ইবনে আবী শাইবাহ ২২০০৫নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً)).

(২৪৬৮) যাঁকে ফিরিশ্তা শেষ গোসল দিয়েছিলেন, সেই হানযালার পুত্র আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "জেনেশুনে মানুষের মাত্র এক দিরহাম খাওয়া সূদ আল্লাহর নিকটে ৩৬ ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গুরুতর।" *(আহমাদ ২১৯৫৭, ত্বাবারানীর আউসাত্ব ২৬৮২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫৫১৭, দারাকুত্বনী ৩/১৬, সহীহুল জামে' ৩৩৭৫নং)*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: ((مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا ، إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ)).

(২৪৬৯) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিই বেশী-বেশী সূদ খাবে, তারই (মালের) শেষ পরিণাম হবে অল্পতা।" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৯, হাকেম ২/৩৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৮নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).

(২৪৭০) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কোন জনপদে ব্যভিচার ও সূদ প্রকাশ লাভ করে, তখন তার বাসিন্দারা নিজেদের জন্য আল্লাহ আয্যা অজাল্লার কিতাব (আযাব) বৈধ করে নেয়।" *(ত্বাবারানী ৪৬৩, হাকেম ২২৬১, সঃ জামে' ৬৭৯নং)*

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ».

(২৪৭১) উবাদাহ বিন স্বামেত কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় বস্তুকে যেমনকার তেমন, সমান সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে। অবশ্য যখন উভয় বস্তুর শ্রেণী বা জাত বিভিন্ন হবে তখন তোমরা তা যেভাবে (কমবেশী করে) ইচ্ছা বিক্রয় কর; তবে শর্ত হল, তা যেন হাতে হাতে নগদে হয়।" *(মুসলিম ৪১৪৭, মিশকাত ২৮০৮ নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ».

(২৪৭২) ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে,

আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।" *(আহমাদ ৫৫৬২, আবু দাউদ ৩৪৬৪, বাইহাকী ১০৪৮৪নং)*

عن أنس قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « إِذَا أُقْرِضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقًا فَلاَ يَقْبَلْهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلاَ يَرْكَبْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ».

(২৪৭৩) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ (কাউকে) ঋণ দেয়। অতঃপর (ঋণগ্রহীতার তরফ থেকে) তাকে কোন উপঢৌকন দেওয়া হয় অথবা তাকে (ঋণগ্রহীতা নিজের গাড়ি বা) সওয়ারীতে চড়িয়ে কোথাও পৌঁছিয়ে দিতে চায় তবে সে যেন তার সওয়ারীতে না চড়ে এবং তার উপঢৌকনও গ্রহণ না করে। তবে হ্যাঁ, যদি এরূপ সদ্ব্যবহার (উপঢৌকন আদান-প্রদান ঋণ দেওয়ার) পূর্ব থেকেই জারী থাকে তবে (তার পরে) অনুরূপ কিছু গ্রহণ করায় দোষ নেই।" *(ইবনে মাজাহ ২৪৩২, বাইহাক্বী ১১২৫৩, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪৫৮৫, মিশকাত ২৮৩১ নং)*

ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে উদারতা দেখানো, উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ ও প্রাপ্য তলব করা, ওজন ও মাপে বেশি দেওয়ার মাহাত্ম্য, ওজন ও মাপে নেওয়ার সময় বেশী নেওয়া এবং দেওয়ার সময় কম দেওয়া নিষিদ্ধ এবং ধনী ঋণদাতার অভাবী ঋণগ্রহীতাকে (যথেষ্ট সময় পর্যন্ত) অবকাশ দেওয়া ও তার ঋণ মকুব করার ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ } [البقرة: ٢١٥]

অর্থাৎ, তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم } [هود : ٨٥]

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মাপ ও ওজনকে পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না। *(হূদ ৮৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } [المطففين : ١-٦]

অর্থাৎ, ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। এক

মহা দিবসে; যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে। *(মুত্বাফফিফীন ১-৬ আয়াত)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، اِشْتَرَى مِنْهُ بَعِيراً، فَوَزَنَ لَهُ فَأَرْجَحَ . متفقٌ عَلَيْهِ

(২৪৭৪) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ একবার তাঁর (জাবেরের) নিকট থেকে একটি উট ক্রয় করলেন। সুতরাং তিনি তার মূল্য পরিশোধ করার সময় (স্বর্ণ-রৌপ্য প্রাপ্য অপেক্ষা) ওজনে বেশি দিলেন। *(বুখারী ২৬০৪, মুসলিম ৪১৮৯নং)*

وَعَن أَبِي صَفْوَان سُوَيْدِ بنِ قَيسٍ ﷺ قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ العَبْدِيُّ بَزّاً مِنْ هَجَرَ ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَسَاوَمَنَا بسَرَاوِيلَ ، وَعِندِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ : ((زِنْ وَأَرْجِحْ)). رواه أَبُو داود ، والترمذي وقال : ((حديث حسن صحيح))

(২৪৭৫) আবূ সাফওয়ান সুআইদ ইবনে ক্বাইস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও মাখরামাহ আব্দী 'হাজার' নামক জায়গা থেকে কিছু কাপড় (বিক্রির উদ্দেশ্যে) আমদানি করেছিলাম। নবী ﷺ আমাদের নিকট এসে পায়জামার দর-দাম করতে লাগলেন। আমার নিকটে একজন কয়াল (মাপনদার) ছিল, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে (স্বর্ণ-রৌপ্য) ওজন ক'রে দিত। সুতরাং তিনি কয়ালকে বললেন, "ওজন কর ও একটু ঝুঁকিয়ে ওজন কর।" *(আবূ দাউদ ৩৩৩৮, তিরমিযী ১৩০৫নং, হাসান সহীহ)*

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَدْخَلَ اللَّهُ رَجُلًا الْجَنَّةَ كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا)).

(২৪৭৬) উষমান বিন আফফান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আযযা অজাল্ল এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, যে ক্রয়-বিক্রয়, বিচার ও ঋণ আদায় করার সময় ছিল অতি সরল।" *(আহমাদ ৫০৮, নাসাঈ ৪৬৯৬, ইবনে মাজাহ ২২০২, সহীহুল জামে' ২৪৩ নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى)).

(২৪৭৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে রহম করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ আদায়কালে অতি সরল মানুষ।" *(বুখারী ২০৭৬ নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ ».

(২৪৭৮) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে দেয়, (অর্থাৎ তার পছন্দ না হলে মূল্য ফিরিয়ে দিয়ে বস্তু ফেরৎ নেয়) আল্লাহ সেই ব্যক্তির অপরাধকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দেবেন।" *(আবু দাউদ ৩৪৬২, ইবনে মাজাহ ২১৯৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬১৪ নং)*

عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ : ((البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

، فَإِنْ صَدَقا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بيعِهِمَا ، وإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركَةُ بَيعِهِما)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২৪৭৯) আবূ খালেদ হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (চুক্তি পাকা বা বাতিল করার) স্বাধীনতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক (বিক্রয়-স্থল হতে স্থানান্তরিত) না হবে। আর যদি তারা সত্য কথা বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের প্রকৃতত্ব) খুলে বলে, (দোষ-ত্রুটি গোপন না রাখে,) তাহলে তাদের কেনা-বেচার মধ্যে বর্কত দেওয়া হয়। আর তারা যদি (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের দু'জনের কেনা-বেচার বর্কত রহিত করা হয়।" *(বুখারী ২০৭৯,২১১৪, মুসলিম ৩৯৩৭, আবূদাউদ ৩৪৫৯, তিরমিযী ১২৪৬নং, নাসাঈ)*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ))، قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَمْ يُحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: ((إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ)).

(২৪৮০) আব্দুর রহমান বিন শিব্ল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ব্যবসায়ীরাই 'ফাজের' (পাপাচারী)।" সাহাবাগণ বললেন, 'আল্লাহ কি ব্যবসাকে হালাল করেননি?' তিনি বললেন, "অবশ্যই। কিন্তু তারা কসম করে পাপ করে এবং কথা বলতে মিথ্যা বলে।" *(আহমাদ ১৫৬৬৯, হাকেম ২১৪৫, সহীহ তারগীব ১৭৮৬নং)*

عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ ، وَبَرَّ ، وَصَدَقَ)).

(২৪৮১) রিফাআহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন ফাজের (পাপাচারী) হয়ে (কবর থেকে) উঠবে। তবে সে নয়, যে (তার ব্যবসায়) আল্লাহকে ভয় করে, (লোকের প্রতি) এহসানী করে এবং সত্য কথা বলে।" *(তিরমিযী ১২১০, হাকেম ২১৪৪, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৯৪নং)*

ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত কিছু বিধি-নিষেধ

শহুরে লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি করা, পণ্যদ্রব্য বাজারে পৌঁছনোর পূর্বেই বাইরে গিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করা হারাম, মুসলিম ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উত্থাপন করা, কোন মুসলিম ভাইয়ের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব পেশ করা; যতক্ষণ না সে ক্রয়-বিক্রয় বা বৈবাহিক প্রস্তাব সম্পর্কে অনুমতি দেয় অথবা তা প্রত্যাখ্যান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه.

(২৪৮২) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন, যেন কোন শহুরে লোক কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে; যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়।' *(বুখারী ২১৬১, মুসলিম ৩৯০৪নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ)). متفق عليه

(২৪৮৩) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বাজারে নামার পূর্বে কোন পণ্য (বাজারের বাইরে) আগে বেড়ে ক্রয় করবে না।" *(বুখারী ২১৬৫, মুসলিম ৩৮৯৪নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) فَقَالَ لَهُ طَاوُوسٌ: مَا لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً . متفق عليه

(২৪৮৪) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "(বাজারের) বাইরে গিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে না। আর কোন শহুরে লোক যেন কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে।" ত্বাউস তাঁকে বললেন, 'কোন শহুরে লোক যেন কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে' এর অর্থ কী? তিনি বললেন, 'সে যেন তার দালালি না করে।' *(বুখারী ২১৫৮, ২২৭৪, মুসলিম ৩৯০০নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنائِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ. متفق عليه

(২৪৮৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য বেচতে শহুরে লোককে নিষেধ করেছেন। (তিনি বলেছেন,) "ক্রেতাকে প্রতারিত ক'রে মূল্য বৃদ্ধির জন্য দালালি করো না। কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করবে না। আর কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব দেবে না। কোন মহিলা তার বোনের (সতীনের) তালাক চাইবে না; যাতে সে তার পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেয়। (এবং একাই স্বামী-প্রেমের অধিকারিণী হয়।)"

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্য ক্রয় করার জন্য (বাজারের) বাইরে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে, মুহাজির হয়ে মরুবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে, (বিয়ের সময়) মহিলার তার বোনের (সতীনকে) তালাক দিতে হবে এরূপ শর্তারোপ করতে এবং (মুসলিম) ভাইয়ের দর-দাম করার উপর দর-দাম করতে বারণ করেছেন। আর তিনি (প্রতারণার দালালি ক'রে) পণ্যের দাম বাড়াতে এবং কয়েকদিন ধরে পশুর স্তনে দুধ জমা রেখে তা ফুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ২১৪০, ২১২৩, ২১২৭, মুসলিম ৩৫২৪নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)) . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم

(২৪৮৬) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন

অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার মুসলিম ভাইয়ের বিবাহ প্রস্তাবের উপর নিজের বিবাহ-প্রস্তাব না দেয়। কিন্তু যদি সে তাকে সম্মতি জানায় (তবে তা বৈধ)।” *(বুখারী ৫১৪২, মুসলিম ৩৫২১, ৩৮৮৫নং)*

وَعَنْ عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يذَرَ)) . رواه مسلم

(২৪৮৭) উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “এক মু’মিন অপর মু’মিনের ভাই। কোন মু’মিনের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলবে। আর এটাও বৈধ নয় যে, সে ভাইয়ের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজের বিবাহ-প্রস্তাব দেবে; যতক্ষণ না সে বর্জন করে।” *(মুসলিম ৩৫২৯নং)*

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ ».

(২৪৮৮) মা’মার বিন আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “পাপী ছাড়া অন্য কেউ (দুষ্প্রাপ্যতার সময়) খাদ্য গুদামজাত করে না।” *(মুসলিম ৪২০৭, আবূ দাউদ ৩৪৪৭, তিরমিযী ১২৬৭, ইবনে মাজাহ ২১৫৪নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: ((حَتَّى تَحْمَرَّ))، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ))؟

(২৪৮৯) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিপুষ্ট হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে বলা হল, ‘পরিপুষ্টতা’ কী? তিনি বললেন, “লাল হয়ে যাওয়া।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “(উক্ত সময়ের পূর্বে ফল-ফসল বিক্রয় করলে) আল্লাহর সৃষ্ট কোন দুর্যোগে ফল-ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতা তার ভাইয়ের নিকট হতে কিসের বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করবে?” *(বুখারী ২১৯৮, মুসলিম ৪০৬২, মিশকাত ২৮৪০ নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ».

(২৪৯০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ফল বিক্রি করে, অতঃপর তা প্রাকৃতিক দুর্যোগগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে সে যেন তার ভাইয়ের মাল থেকে কিছুও গ্রহণ না করে। তোমাদের কেউ কিসের বিনিময়ে নিজ মুসলিম ভাইয়ের মাল ভক্ষণ করবে?” *(আবূ দাউদ ৩৪৭২, নাসাঈ ৪৫২৭, ইবনে মাজাহ ২২১৯, ইবনে হিব্বান ৫০৩৪, হাকেম ২২৫৬, সহীহুল জামে’ ৬১১৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ ».

(২৪৯১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহ মদ

ও তার মূল্য, মৃত ও তার মূল্য এবং শূকর ও তার মূল্যকে হারাম ঘোষণা করেছেন।” *(আবূ দাউদ ৩৪৮৭নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ : « إِذَا جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ».

(২৪৯২) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন ও কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, “যখন কেউ কুকুরের মূল্য চাইতে আসবে, তখন তার হাতে মাটি ভরে দাও।” *(আবূ দাউদ ৩৪৮৪, বাইহাক্বী ১১৩৩০, সহীহুল জামে’ ৪৬৫নং)*

عن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

(২৪৯৩) আবু জুহাইফা ﷺ বলেন, নবী ﷺ রক্ত ও কুকুরের মূল্য এবং বেশ্যার উপার্জন গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর সুদখোর, সুদদাতা, চেহারা (নকশা করার জন্য) দাগে বা দাগায় এমন নারী এবং মূর্তি (বা ছবি) নির্মাতাকে অভিসম্পাত করেছেন। *(বুখারী ২০৮৬নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ)).

(২৪৯৪) আবূ উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা গায়িকা (ক্রীতদাসী) ক্রয়-বিক্রয় করো না এবং তাদেরকে (গান) শিক্ষা দিয়ো না। গায়িকা দাসী ব্যবসায় কোন মঙ্গল নেই এবং তার মূল্য হারাম। আর অনুরূপ কারণে অবতীর্ণ হয়েছে (কুরআন মাজীদের) এই আয়াতঃ- এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে অসার বাক্য ক্রয় করে (বেছে নেয়) এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।” *(সূরা লুক্বমান ৬ আয়াত, তিরমিযী ১২৮২, ৩১৯৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯২২নং)*

عن ابن عُمَرَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ».

(২৪৯৫) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।” *(আবূ দাউদ ৩৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)* ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, “তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।” *(সহীহুল জামে’ ৫০৯১নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)). فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: ((لَا هُوَ حَرَامٌ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)).

(২৪৯৬) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছরে মক্কায় ঘোষণা করেন যে, "অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূল মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তির ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! মৃত প্রাণীর চর্বি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? যেহেতু তা দিয়ে পানি-জাহাজ ও চামড়া তেলানো হয় এবং লোকেরা বাতি জ্বালায়?' উত্তরে তিনি বললেন, "না, তা হারাম।" আর এই সময় তিনি বললেন, "আল্লাহ ইয়াহুদ জাতিকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের উপর মৃত প্রাণীর চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করল!" *(বুখারী ২২৩৬, মুসলিম ৪১৩২, নাসাঈ ৪৬৮৩, আহমাদ ১৪৪৯৫ প্রমুখ, মিশকাত ২৭৬৬নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ)).

(২৪৯৭) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ইয়াহুদ জাতিকে অভিশাপ করুন। যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, তখন তারা (তা গলিয়ে) বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছিল। অথচ মহান আল্লাহ যখন কোন জিনিসকে হারাম করেন, তখন তিনি তার মূল্যও হারাম করেন।" *(আহমাদ ২৬৭৮, ত্বাবারানী ১২৭১৬, ইবনে হিব্বান ৪৯৩৮নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ». فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ « إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ».

(২৪৯৮) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা উম্মুল মুমিনীন মাইমূনাহ (রাঃ)এর স্বাধীন করা দাসীকে একটি বকরী দান করা হলে সেটা পরবর্তীতে মারা যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "তোমরা এর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে উপকৃত হলে না?" বলা হল, এটা তো মৃত। তিনি বললেন, "একে ভক্ষণ করাই কেবল হারাম করা হয়েছে।" *(বুখারী ১৪৯২, ২২২১, ৫৫৩১, মুসলিম ৮৩২নং)*

** লক্ষণীয় যে, মরা পশুর চামড়া বিক্রয় করে খাওয়া হারাম।*

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

(২৪৯৯) নবী ﷺ উরওয়াহ (রাঃ)কে একটি কুরবানীর পশু বা ছাগল খরীদ করতে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেন। তিনি ঐ দীনার দ্বারা দুটি ছাগল খরীদ করলেন। অতঃপর একটিকে এক দীনারে বিক্রয় করে সেই দীনার সহ ঐ ছাগল নবী ﷺকে সমর্পণ করলে তিনি তাঁর ব্যবসায় বর্কতের দুআ দিলেন। সুতরাং তিনি মাটি ক্রয় করলেও তাতে লাভবান হতেন। *(বুখারী ৩৬৪২, আবু দাউদ ৩৩৮৪নং)*

অনুরূপ তিনি হাকীম বিন হিযাম ﷺ-কে একটি দীনার দিয়ে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করতে বলেছিলেন। তিনি দীনারটি দিয়ে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করে পুনরায় তা দুই দীনারে বিক্রয় করে দেন। অতঃপর একটি দীনার দ্বারা আবার একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করে দীনার সহ পশু নবী ﷺ-কে প্রদান করেন। তিনি দীনারটিকে সদকাহ করেছিলেন এবং হাকীমের ব্যবসায় বর্কতের দুআ দিয়েছিলেন। *(আবু দাউদ ৩৩৮৬নং, তিরমিযী ১২৮০নং, হাদীসটি যয়ীফ, দেখুন মিশকাতের টীকা, হাদীস নং ২৯৩৭নং, যয়ীফ আবু দাউদ ৭৩৩নং, আউনুল মা'বুদ ৯/২৩৮-২৪৩)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ)).

(২৫০০) আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একদা বাজারের জিনিস-পত্রের দর বেড়ে যায়। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বাজার-দর নির্ধারণ ক'রে দিন।' তিনি বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহই বাজার-দর নির্ধারণকারী, জীবিকা সঙ্কুচনকারী, রুযী সম্প্রসারণকারী, রুযীদাতা। " *(আহমাদ ১৪০৫৭, আবূ দাউদ ৩৪৫৩, তিরমিযী ১৩১৪, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ত্বাবারানী ১৭৭৭৮, বাইহাক্বী, মিশকাত ২৮৯৪নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)).

(২৫০১) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কেউ অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং কেউ অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।" (অথবা কেউ অপরের ক্ষতি করবে না এবং অপরের ক্ষতি করার পরিবর্তেও ক্ষতি করবে না।) *(আহমাদ ২৮৬৫, ইবনে মাজাহ ২৩৪১, সহীহুল জামে' ৭৫১৭নং)*

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসম খাওয়া মকরূহ; যদিও তা সত্য হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ

لِلْكَسْبِ)) . متفق عليه

(২৫০২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "কসম পণ্যদ্রব্য বিক্রয় বৃদ্ধি করে বটে; (কিন্তু) তা লাভ (বর্কত) বিনষ্ট করে।" *(বুখারী ২০৮৭, মুসলিম ৪২০৯নং)*

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)) . رواه مسلم

(২৫০৩) আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "তোমরা কেনা-বেচার সময় অধিকাধিক কসম খাওয়া থেকে দূরে থাক। কেননা, তা বিক্রয় বৃদ্ধি করে; (কিন্তু) বর্কত মুছে দেয়।" *(মুসলিম ৪২১০নং)*

وَعَن أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)). قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُو ذرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا ! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((المُسْبِلُ ، وَالمَنَّانُ ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ)). رواه مسلم .

(২৫০৪) আবূ যার্র ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি।" তিনি এ কথাটি পুনঃপুনঃ তিনবার বললেন। আমি বললাম, 'ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "তারা হল, যে ব্যক্তি গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে 'দিয়েছি-দিয়েছি' বলে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম করে যে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।" *(মুসলিম ৩০৬-৩০৭, আবূ দাউদ ৪০৮৭, তিরমিযী ১২১১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২২০৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالإِمَامُ الْجَائِرُ)).

(২৫০৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন; (আর তারা হল,) কথায় কথায় শপথকারী ব্যবসায়ী, অহংকারী গরীব, ব্যভিচারী বৃদ্ধ এবং অত্যাচারী শাসক।" *(নাসাঈ ২৫৭৬, ইবনে হিব্বান ৫৫৫৮, আবূ য়্যা'লা ৬৫৯৭, সহীহুল জামে' ৮৮০নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاة فَقُلْتُ : تَبِيعُنِيهَا بِثَلاَثَة دَرَاهِمَ؟ قَالَ : لاَ وَاللهِ ، ثُمَّ بَاعَنِيهَا فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ : «بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاه».

(২৫০৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা এক বেদুঈন একটি বকরী নিয়ে (আমার) পাশ দিয়ে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এটাকে ৩ দিরহামে বিক্রি করবে?' উত্তরে সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম!' অতঃপর সে সেটাকে (ঐ ৩ দিরহামেই) বিক্রি করল। আমি এ খবর আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "সে তার দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে বিক্রি করেছে।" *(ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৬৪নং)*

জালিয়াতি ও ধোঁকাবাজি হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

عَن عقبَة بن عَامر رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم – قَالَ : «الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، لَا يحل لمن بَاعَ من أَخِيه بيعا يعلم فِيهِ عَيْبا إلاّ بَينه لَهُ» .

(২৫০৭) উক্ববা বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইকে কোন জিনিস বিক্রয় করার সময় তার কোন ত্রুটি বয়ান না করে (গোপন করে রাখে)।" *(ইবনে মাজাহ ২২৪৬, সহীহুল জামে' ৬৭০৫নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ)).

(২৫০৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোঁকাবাজ ও চালবাজ জাহান্নামে যাবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১০০৮-৬, ও সাগীর ৭৩৮, ইবনে হিব্বান ৫৬৭, ৫৫৫৯, সহীহুল জামে' ৬৪০৮ নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)) . رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً ، فَقَالَ : ((مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟)) قَالَ : أَصَابَتهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ((أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)) .

(২৫০৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের উপর অস্ত্র তোলে। আর যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত ঢুকালেন। তিনি আঙ্গুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, "ওহে ব্যাপারী! এ কী ব্যাপার?" ব্যাপারী বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।' তিনি বললেন, "ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম ২৯৪-২৯৫,, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাউদ ৩৪৫২নং)*

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لاَ تَنَاجَشُوا)). متفق عَلَيْهِ

(২৫১০) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(ক্রয় করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য ক্রেতা আকৃষ্ট ক'রে) দালালি করো না।" *(বুখারী ২১৪০, মুসলিম ৩৫২৫নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهىَ عَنِ النَّجْشِ . متفق عَلَيْهِ

(২৫১১) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) 'নবী ﷺ (ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি করার) দালালি করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ২১৪২, মুসলিম ৩৮৯৩নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ بَايَعْتَ ، فَقُلْ : لاَ خِلاَبَةَ)) . متفق عَلَيْهِ

(২৫১২) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক এসে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে নিবেদন করল যে, সে ব্যবসা বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা খায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যার সাথে তুমি কেনা-বেচা করবে, তাকে বলে দেবে যে, ধোঁকা যেন না হয়।" (অর্থাৎ, আমার পণ্য বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার এখতিয়ার থাকবে।) *(বুখারী ২১১৭, মুসলিম ৩৯৩৯নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ)). متفق عليه

(২৫১৩) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মু'মিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

** (অর্থাৎ, মু'মিন একবার ঠকলে দ্বিতীয়বার ঠকে না। মু'মিন হয় সতর্ক ও সচেতন।)*

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « ....وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

(২৫১৪) মুস্তাওরিদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "--আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে (অথবা নিজেকে) সুনাম ও লোক-প্রদর্শনের জায়গায় রেখে (তার ভুয়া প্রশংসা ও মিথ্যা কারামত ও বুযুর্গী বর্ণনা করে উপার্জন করবে), আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন অনুরূপ (মিথ্যুক বলে) প্রচার ও প্রসিদ্ধির জায়গায় রাখবেন।" *(আহমাদ ১৮০১১, আবূ দাউদ ৪৮৮৩, হাকেম ৭১৬৬, সহীহুল জামে' ৬০৮৩নং)*

দেহ-ব্যবসা

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِىِّ ».

(২৫১৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুকুরের মূল্য, গণকের উপার্জন এবং বেশ্যাবৃত্তির অর্থ হালাল নয়।" *(আবূ দাঊদ ৩৪৮৪নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ ، وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ...)).

(২৫১৬) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদের মূল্য হারাম, ব্যভিচারের উপার্জন হারাম, কুকুরের মূল্য হারাম, তবলা হারাম---।" *(ত্বাবারানী ১২৪৩৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮০৬নং)*

وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ. متفق عَلَيْهِ

(২৫১৭) আবূ মাসঊদ বাদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ২২৩৭, মুসলিম ৪০৯২নং)*

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِىِّ خَبِيثٌ ».

(২৫১৮) রাফে' বিন খাদীজ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হাজ্জাম (শিঙা লাগিয়ে বদ রক্ত বের করে যে, তার) উপার্জন খাবীস (অপবিত্র), কুকুরের মূল্য খাবীস এবং বেশ্যার উপার্জন খাবীস।" *(আহমাদ ১৫৮১২, ১৫৮২৭, ১৭২৭০, মুসলিম ৪০৯৫, আবূ দাঊদ ৩৪২৩, তিরমিযী ১২৭৫নং)*

চাষাবাদের মাহাত্ম্য

عن أنس بن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ (تقوم) حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ)).

(২৫১৯) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপন করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে।" *(আহমাদ ১২৯৮১, বুখারীর আদাব ৪৭৯, সহীহুল জামে' ১৪২৪নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَعْنِي أَجْرًا وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ)).

(২৫২০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি

কোন মৃত ভূমিকে জীবিত করে, সে ব্যক্তির তাতে সওয়াব রয়েছে। আর তা হতে পশু-পক্ষী ভক্ষণ করলে, তাতে তার সাদকা হবে।” *(আহমাদ ১৪২৭১, নাসাঈর কুবরা ৫৭৫৬, সহীহুল জামে’ ৫৯৭৪নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)).

(২৫২১) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অথবা ফসল বোনে অতঃপর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা পশু (তার ফল ইত্যাদি) খায়, তখন ঐ খাওয়া ফল-ফসল তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয়।” *(বুখারী ২৩২০ নং, মুসলিম ৪০৫৫নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ».

(২৫২২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অতঃপর তা হতে যা (পাখী, মানুষ অথবা পশু দ্বারা তার ফল ইত্যাদি) খাওয়া হয়, তা তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয়। যা চুরি হয়ে যায়, তাও তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয় এবং যে কেউ তা (ব্যবহার) দ্বারা উপকৃত হয়, তাও তার জন্য কিয়ামত অবধি সদকাহ স্বরূপ হয়।” *(মুসলিম ৪০৫০, গায়াতুল মারাম ১৫৮নং)*

عن ابن عَبَّاسٍ قال: أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– لَمْ يَنْهَ عَنِ المخابرة، إِنَّمَا قَالَ « يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا ».

(২৫২৩) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ জমি ভাগচাষে দিতে নিষেধ করেননি। আসলে তিনি বলেছেন, “নির্দিষ্ট কিছু নেওয়ার বিনিময়ে মুসলিম ভাইকে জমি চাষ করতে দেওয়ার চাইতে, তাকে বিনিময় ছাড়া চাষ করে খেতে দেওয়া উত্তম।” *(মুসলিম ৪০৩৯-৪০৪০নং)*

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ ».

(২৫২৪) রাফে’ বিন খাদীজ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের জমি তাদের অনুমতি ছাড়া চাষ করবে, সে কেবল চাষের খরচ পাবে এবং জমির ফসলের কোন ভাগ পাবে না।” *(আহমাদ ১৫৮২১, আবূ দাঊদ ৩৪০৫, তিরমিযী ১৩৬৬, ইবনে মাজাহ ২৪৬৬, সহীহুল জামে’ ৬২৭২নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِى النَّارِ ».

(২৫২৫) আব্দুল্লাহ বিন হুবশী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (খামোখা) কোন কুল গাছ কেটে ফেলবে (যে গাছের নিচে মুসাফির বা পশু-পক্ষী ছায়া গ্রহণ করত), সে ব্যক্তির মাথাকে আল্লাহ সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" *(আবূ দাউদ ৫২৪১নং)*

পশু-পালন

عَنْ أم هَانِئٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : ((اتَّخِذُوا الْغَنَمَ فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً)).

(২৫২৬) উম্মে হানী رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, "বাড়িতে ছাগল পালো। কারণ তাতে বর্কত আছে।" *(আহমাদ ২৭৩৮১, ইবনে মাজাহ ২৩০৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৭৩নং)*

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: : ((الإِبِلُ عِزٌّ لأَهْلِهَا ، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ ، وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

(২৫২৭) উরওয়াহ বারেক্বী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "উট তার পালনকারীর জন্য সম্মান ও ইজ্জত, ভেঁড়া-ছাগল হল বর্কত। আর কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে বাঁধা আছে কল্যাণ।" *(ইবনে মাজাহ ২৩০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৬৩ নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يُرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ تَسْتُرُ مِنْ فَقْرٍ)).

(২৫২৮) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ঘোড়া হল তিনটি ঃ একটি রহমানের জন্য, একটি ইনসানের জন্য এবং আরেকটি শয়তানের জন্য। সুতরাং যেটি রহমানের জন্য, তা হল সেটি, যেটিকে আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) বাঁধা হয়েছে। তার খাদ্য, লাদ ও পেসাব ইত্যাদি তার (মালিকের) মীযানে রাখা হবে। শয়তানের ঘোড়া সেটি, যেটির মাধ্যমে জুয়া খেলা বা বাজি ধরা হয়। আর ইনসানের ঘোড়া সেটি, যেটিকে মানুষ বেঁধে রেখে তার পেটের বাচ্চা অনুসন্ধান করে। সুতরাং সে তাকে দারিদ্র্য থেকে পর্দা করে।" *(আহমাদ ৩৭৫৬নং)*

কৃতজ্ঞ ধনীর মাহাত্ম্য

কৃতজ্ঞ ধনী ঐ ব্যক্তি যে বৈধ পন্থায় ধনার্জন করে এবং তা বৈধ ও বিধেয় পথে ব্যয় করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى } [الليل : ٥-٧]

অর্থাৎ, সুতরাং যে দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে, এবং সদ্বিষয়কে সত্যজ্ঞান করে। অচিরেই আমি তার জন্য সুগম ক'রে দেব (জান্নাতের) সহজ পথ। *(সূরা লায়ল ৫-৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى } [الليل : ١٧-٢١]

অর্থাৎ, আর আল্লাহভীরুকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। কেবল তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়। আর সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে। *(সূরা ঐ ১৭-২১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [البقرة : ٢٧١]

অর্থাৎ, তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কর, আল্লাহ তা অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ } [آل عمران : ٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আলে ইমরান ৯২ আয়াত)*

وعن ابن مسعود ﷺ ، عن النبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا)) متفقٌ عَلَيْهِ

(২৫২৯) ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় ঃ (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ৭৩, ১৪০৯, মুসলিম ১৯৩৩নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৫৩০) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় ঃ (১) ঐ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়) যাকে আল্লাহ কুরআন (শিক্ষা) দিয়েছেন অতঃপর সে দিবারাত্রি তার যত্ন করে (তেলাঅত ও আমল করে) এবং (২) ঐ ব্যক্তির

(হিংসা করা যায়) যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর সে দিবারাত্রি তা দান করে।” *(বুখারী ৫০২৫, মুসলিম ১৯৩০নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ فُقَراءَ المُهَاجِرينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ ، فَقَالَ : ((وَمَا ذَاك ؟)) فَقَالَوا : يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ ، وَيَعْتِقُونَ وَلاَ نَعْتِقُ ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((أفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُونُ أحَدٌ أفْضَلَ مِنْكُمْ إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمِدُونَ ، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ مَرَّةً)) فَرَجَعَ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ إلَى رَسُول اللهِ ﷺ ، فَقَالَوا: سَمِعَ إخْوَانُنَا أهلُ الأمْوالِ بِمَا فَعَلْنَا ، فَفَعَلُوا مِثلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وَهَذا لفظ رواية مسلم

(২৫৩১) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল।’ তিনি বললেন, “তা কিভাবে?” তাঁরা বললেন, ‘তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু তারা সাদকাহ করছে, আর আমরা করতে পারছি না। তারা দাস মুক্ত করছে, আর আমরা পারছি না।’ এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে, সে ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না?” তাঁরা বললেন, ‘অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন।)’ তিনি বললেন, “প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার ক’রে ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ ও ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বলবে।” অতঃপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ‘আমরা যে আমল করছি, সে আমল আমাদের ধনী ভাইয়েরা শোনার পর তারাও আমল শুরু ক’রে দিয়েছে? (এখন তো তারা আবার আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যাবে।)’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।” *(বুখারী ৮৪৩, ৬৩২৯, মুসলিম ১৩৭৫-১৩৭৬, ২৩৭৬নং)*

وَعَن سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيّ الْخَفِيَّ)). رواه مسلم

(২৫৩২) সা’দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে ভালোবাসেন, যে পরহেযগার (সংযমশীল), অমুখাপেক্ষী (ধনী) ও আত্মগোপনকারী।” *(মুসলিম ৭৬২ ১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ

مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ)).

(২৫৩৩) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, একদা আইয়ুব নবী ﷺ (নির্জনে) উলঙ্গ গোসল করছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর সম্মুখে একদল সোনার পঙ্গপাল পড়লে তিনি তা নিজের কাপড়ে ভরতে লাগলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে বললেন, 'হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে এ সব থেকে অমুখাপেক্ষী (ধনী) করিনি?' আইয়ুব বললেন, 'অবশ্যই হে আমার প্রতিপালক, তোমার ইজ্জতের কসম! কিন্তু তোমার বর্কত থেকে আমার এতটুকু অমুখাপেক্ষিতা নেই।' *(আহমাদ ৮১৫৯, বুখারী ২৭৯, ৩৩৯১নং)*

عن عمرو بن العاص يَقُولُ بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ ائْتِنِي))، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَهُ فَقَالَ: ((إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً))، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ)).

(২৫৩৪) আম্‌র বিন আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে লোক পাঠিয়ে আমাকে আমার পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অস্ত্র সহ ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম আর তখন তিনি ওযূ করছিলেন। আমার দিকে মাথা তুলে একবার তাকিয়ে আবার মাথা নামিয়ে নিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে এক সৈন্যদলের আমীর হিসাবে পাঠাতে ইচ্ছা করেছি। আল্লাহ তোমাকে গনীমতের মাল সহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন। আর আমার সদিচ্ছা যে, তোমার মাল হোক।" তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি মালের জন্য ইসলাম গ্রহণ করিনি। বরং ইসলাম গ্রহণ করেছি ইসলামকে ভালোবেসে এবং আপনার সঙ্গ লাভের আশায়।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আম্‌র! "সৎ মানুষের জন্য পবিত্র মাল কতই না উত্তম!" *(আহমাদ ১৭৭৬৩, আল-আদাবুল মুফরাদ ২৯৯, মিশকাত ৩৭৫৬নং)*

শরীয়ত-সম্মত খাত ছাড়া, অন্য খাতে ধন-সম্পদ নষ্ট করা নিষিদ্ধ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثاً ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثاً : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ)) . رواه مسلم

(২৫৩৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পছন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কোন কিছুকে

অংশী স্থাপন করো না এবং আল্লাহর রজ্জুকে জামাআতবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না। আর তিনি তোমাদের জন্য যা অপছন্দ করেন তা হল, অহেতুক আলোচনা-সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া, অধিকাধিক প্রশ্ন করা এবং ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা।” *(মুসলিম ৪৫৭৮নং)*

وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ : ((لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)) وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ المَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ البَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ . متفق عليه

(২৫৩৬) মুগীরাহ ইবনে শু’বাহর লেখক অর্রাদ হতে বর্ণিত, মুআবিয়া ﷺ-এর নামে একটি পত্রে মুগীরা আমার দ্বারা এ কথা লিখালেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দুআ পড়তেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ’ত্বাইতা, অলা মু’ত্বিয়া লিমা মানা’তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।”

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।

(তাছাড়া তাতে এ কথাও লিখালেন যে,) ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ অহেতুক কথাবার্তা বলতে, **ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে** এবং অধিকাধিক প্রশ্ন করতে নিষেধ করতেন। আর তিনি মাতা-পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করতে, মেয়েদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করতে এবং প্রাপকের নায্য অধিকার রোধ করতে ও অনধিকার বস্তু তলব করতেও নিষেধ করতেন।’ *(বুখারী ৭২৯২, মুসলিম ১৩৬৬নং)*

বাজার সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা

وَعَنْ أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((أَحَبُّ البِلادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ البِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا)). رواه مسلم

(২৫৩৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।” *(মুসলিম ১৫৬০নং)*

وَعَنْ سَلمَانَ الفَارِسِي ﷺ مِنْ قَولِهِ قَالَ : لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ . رواه مسلم هكذا ، ورواه البرقاني في صحيحهِ عَنْ سَلمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ ، وَلاَ آخِرَ مَنْ

يَخْرُجُ مِنْهَا . فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ)).

(২৫৩৮) সালমান ফারেসী ﷺ-এর উক্তি (মওকূফ সূত্রে) বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তুমি যদি পার, তাহলে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হবে না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হবে না। কারণ, বাজার শয়তানের আড্ডাস্থল; সেখানে সে আপন ঝাণ্ডা গাড়ে।' *(মুসলিম ৬৪৬৯নং)*

বারক্বানী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে সালমান ﷺ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হয়ো না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হয়ো না। কারণ, সেখানে শয়তান ডিম পাড়ে এবং ছানা জন্ম দেয়।"

বিবাহ ও দাম্পত্য অধ্যায়

বিবাহের গুরুত্ব

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ».

(২৫৩৯) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, "হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনেন্দ্রিয় দমনকারী।" *(বুখারী ৫০৬৫-৫০৬৬, মুসলিম ৩৪৬৪-৩৪৬৬, মিশকাত ৩০৮০নং)*

عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِى . فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى....)).

(২৫৪০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বিবাহ করা আমার সুন্নত (তরীকা)। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত (তরীকা) অনুযায়ী আমল করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(ইবনে মাজাহ ১৮৪৬নং)*

عن أنس عن النبي ﷺ قال: ((إذا تزوَّج العبدُ فقد استكمل نصفَ الدين فليتقِ اللهَ فى النصفِ الباقى)).

(২৫৪১) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে নেয়। অতএব তাকে তার অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫৪৮৬, সহীহুল জামে' ৪৩০ নং)*

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي)).

(২৫৪২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করে, অতএব বাকী অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৭৬৪৭, ৮৭৯৪, সঃ জামে' ৬১৪৮-নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثَلاثَةٌ حَقٌّ على الله تَعالى عَوْنُهُم المُجاهِدُ في سَبِيلِ الله والمُكاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَداءَ والنَّاكِحُ الَّذِي يرِيدُ العَفافَ)).

(২৫৪৩) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব; আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ, সেই ক্রীতদাস যে নিজেকে স্বাধীন করার জন্য তার প্রভুকে কিস্তিতে নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়ার চুক্তি লিখে সেই অর্থ আদায় করার ইচ্ছা করে এবং সেই বিবাহকারী যে বিবাহের মাধ্যমে (অবৈধ যৌনাচার হতে) নিজের চরিত্রের পবিত্রতা কামনা করে।" *(আহমাদ ৭৪১৬, তিরমিযী ১৬৫৫, নাসাঈ ৩১২০, ৩২১৮, ইবনে মাজাহ ২৫১৮, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ৩০৫০ নং)*

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

(২৫৪৪) ইবনে আব্বাস ﷺ সাঈদ বিন জুবাইরকে বলেছিলেন, 'বিবাহ কর। কারণ এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যার সবার চেয়ে বেশি স্ত্রী।' অথবা 'এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সবার চেয়ে বেশি স্ত্রী ছিল।' *(আহমাদ ২০৪৮, বুখারী ৫০৬৯নং)*

স্ত্রী নির্বাচন

عن سعد بن وقاص : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ((....فمن السعادة المرأة تراها تعجبك و تغيب فتأمنها على نفسها و مالك ..... من الشقاوة المرأة تراها فتسوءك و تحمل لسانها عليك و إن غبت عنها لم تأمنها على نفسها و مالك)).

(২৫৪৫) সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সৌভাগ্যের স্ত্রী সেই; যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয়। সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হল সেই; যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর উপর জিভ লম্বা করে (লানতান করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।" *(হাকেম ২৬৮৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৪৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ ((الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ)).

(২৫৪৬) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ স্ত্রী সর্বশ্রেষ্ঠ?' তিনি বললেন, "শ্রেষ্ঠ স্ত্রী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃকপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয়

বিরুদ্ধাচরণ করে না।” *(আহমাদ ৯৫৮৭, নাসাঈ ৩২৩১, হাকেম ২৬৮২, বাইহাক্বী ১৩২৫৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৩৮নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ النبي ﷺ: ((لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ)).

(২৫৪৭) ষাওবান থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞ হৃদয়, (আল্লাহর) যিক্‌রকারী জিহবা এবং আখেরাতের কাজে সহায়িকা মুমিন স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত।” *(আহমাদ ২২৪৩৭, ইবনে মাজাহ ১৮৫৬নং)*

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا)).

(২৫৪৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নারীর অন্যতম বর্কত এই যে, তার পয়গাম সহজ হবে, তার মোহর স্বল্প হবে এবং তার গর্ভাশয় সন্তানময় হবে।” *(আহমাদ ২৪৪৭৮, হাকেম ২৭৩৯, বাইহাক্বী ১৪৭৪৬, সঃ জামে’ ২২৩৫নং)*

عَنْ أَبِى أُذَيْنَةَ الصَّدَفِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: ((خَيْرُ نِسائِكُمُ الوَلُودُ الوَدُودُ المُواسِيةُ المُواتِيَةُ إذا اتَّقَيْنَ الله....)).

(২৫৪৯) আবূ উযাইনাহ স্বাদাফী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী সে, যে প্রেমময়ী, অধিক সন্তানদাত্রী, যে (স্বামীর) সহমত অবলম্বন করে, (স্বামীকে বিপদে-শোকে) সান্ত্বনা দেয় এবং সেই সাথে আল্লাহর ভয় রাখে।” *(বাইহাক্বী ১৩২৫৬নং)*

عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَرْبَعٌ مِنَ اَلسعَادَةِ : اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَسْكَنُ ألوَاسِعُ ، وَالجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ اَلهَنِيءُ ، وَأَرْبَعٌ مِنَ اَلشَّقَاوَةِ : اَلْجَارُ السُّوءُ ، وَأَلْمَرْأَةُ اَلسُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ اَلضيقُ ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ)).

(২৫৫০) সা’দ বিন আবী অক্কাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, সংকীর্ণ বাড়ি এবং খারাপ সওয়ারী (গাড়ি)।” *(ইবনে হিব্বান ৪০৩২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯৫৫৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ ».

(২৫৫১) আবূ সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “মুমিন ছাড়া কারো সঙ্গী হয়ো না এবং পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া তোমার খাদ্য যেন অন্য কেউ না খেতে পায়।” *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪৮৩৪, তিরমিযী ২৩৯৫নং, হাকেম)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ».

(২৫৫২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মহিলার চারটি জিনিস দেখে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, উচ্চ বংশ, রূপ ও দ্বীন দেখে। তুমি দ্বীনদার মহিলা পেতে সফল হও, তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক।" *(বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ৩৭০৮নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ».

(২৫৫৩) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "দুনিয়া (তার সবকিছু) উপভোগ্য বস্তু। আর দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু হল পুণ্যময়ী স্ত্রী।" *(মুসলিম ৩৭১৬নং)*

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « مَنْ رَزَقَهُ الله امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ الله فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي» .

(২৫৫৪) আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যাকে পুণ্যময়ী স্ত্রী দান করেছেন, তাকে তার অর্ধেক দ্বীনে সাহায্য করেছেন। সুতরাং বাকী অর্ধেকের ব্যাপারে তার আল্লাহকে ভয় করা উচিত।" (ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৯৭২, হাকেম ২৬৮১, বাইহাক্বী, সঃ তারগীব ১৯১৬নং)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إذا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَها وصامَتْ شَهْرَها وَحَصَّنَتْ فَرْجَها وأطاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَها أدْخُلِي الجنَّة مِنْ أيِّ أبْوابِ الجنَّةِ شِئْتِ)).

(২৫৫৫) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মহিলা যখন তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করে, তার রমযান মাসের রোযা পালন করে, (অবৈধ যৌনাচার থেকে) তার যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং তার স্বামীর কথা ও আদেশমত চলে, তখন তাকে বলা হয়, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি সেই দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ কর।" *(ইবনে হিব্বান ৪১৬৩, সহীহুল জামে' ৬৬০ নং)*

عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((ألا أخْبِرُكمْ بِنِسائِكمْ مِنْ أهْلِ الجنَّةِ الوَدُودُ الوَلودُ العؤودُ الّتِي إذا ظُلِمَتْ قالَتْ هذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ لا أذُوقُ غَمْضاً حَتَّى تَرْضَى)).

(২৫৫৬) কা'ব বিন উজরাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের জান্নাতী স্ত্রীদের সম্পর্কে কি তোমাদেরকে জ্ঞাত করব না? যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িনী, সন্তানদাত্রী, বার-বার ভুল করে বার-বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, (যার স্বামী রাগ করলে অথবা) যে অত্যাচারিতা হলে, সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজি (ঠান্ডা) না

হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৫৬৩৭, আওসাত্ব ৫৬৪৮, ইবনে আব্বাস কর্তৃক নাসাঈ কুবরা ৯১৩৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৮৭৩২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৭ নং)*

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قال قَالَ النبي ﷺ : « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ».

(২৫৫৭) মা’ক্বিল বিন য়্যাসার কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “অধিক প্রেমময়ী, অধিক সন্তানদাত্রী রমণী বিবাহ কর। কারণ, আমি তোমাদেরকে নিয়ে কিয়ামতে অন্যান্য উম্মতের সামনে (সংখ্যাধিক্য নিয়ে) গর্ব করব।” *(আবূ দাঊদ ২০৫২, নাসাঈ ৩২২৭, মিশকাত ৩০৯১নং)*

((عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا ، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا ، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ)).

((عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَأَنْتَقُ أَرْحَاماً وَأَسْخَنُ أَقْبَالاً وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنَ العَمَلِ)).

((عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَنْتَقُ أَرْحَاماً وَأَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَأَقَلُّ خِبّاً وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ)).

(২৫৫৮) একাধিক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “তোমরা কুমারী বিবাহ কর। কারণ কুমারীদের মুখ অধিক মিষ্টি, তাদের গর্ভাশয় অধিক সন্তানধারী, তাদের যোনীপথ অধিক উষ্ণ, তারা ছলনায় কম হয় এবং স্বল্পে অধিক সন্তুষ্ট থাকে।” *(ইবনে মাজাহ ১৮৬১, ইবনুস সুন্নী, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৬২৩নং, সঃ জামে’ ৪০৫৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)).

(২৫৫৯) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি (বিবাহের পয়গাম নিয়ে) আসে; যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা মুগ্ধ তখন তার সাথে (মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিৎনা ও মহাফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।” *(তিরমিযী ১০৮৪, ইবনে মাজাহ ১৯৬৭, মিশকাত ৩০৯০, সিঃ সহীহাহ ১০২২নং)*

عَنْ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ)).

(২৫৬০) মুআয জুহানী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে কিছু দান করে, কিছু দেওয়া হতে বিরত থাকে, কাউকে ভালোবাসে অথবা ঘৃণাবাসে এবং তাঁরই সন্তুষ্টিলাভের কথা খেয়াল করে বিবাহ দেয়, তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ ঈমান।” *(আহমাদ ১৫৬১৭, ১৫৬৩৮, তিরমিযী ২৫২১, হাকেম, বাইহাক্বী, সঃ তিরমিযী ২০৪৬ নং)*

عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((قَلْبٌ شَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَزَوجَةٌ صَالِحَةٌ تُعْنِيكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ خَيْرُ مَا اكْتَنزَ النَّاسُ)).

(২৫৬১) আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “শুকরকারী হৃদয়, যিক্‌রকারী জিহ্বা এবং পুণ্যময়ী স্ত্রী, যে তোমাকে তোমার দুনিয়া ও দ্বীনের কাজে সহযোগিতা

করে, এ সব হল মানুষের সঞ্চিত সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।” (ত্বাবারানী ৭৮২৮, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৪৩০, সঃ জামে’ ৪৪০৯নং)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ ».

(২৫৬২) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “উট চড়েছে এমন (আরবের) মহিলা, কুরাইশের মহিলা, যে নিজ সন্তানের প্রতি তার শৈশবে সবচেয়ে বড় স্নেহময়ী এবং তার স্বামীর ধন-সম্পদে সবচেয়ে বেশি হিফাযতকারিণী।” (বুখারী ৫০৮২, মুসলিম ৬৬২৩নং)

বিবাহের পয়গাম

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ حُمَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ)).

(২৫৬৩) আবূ হুমাইদ অথবা হুমাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ কোন রমণীকে বিবাহ-প্রস্তাব দেয়, তখন যদি প্রস্তাবের জন্যই তাকে দেখে, তবে তা দূষণীয় নয়; যদিও ঐ রমণী তা জানতে না পারে।” *(আহমাদ ২৩৬০২-২৩৬০৩, সিঃ সহীহাহ ৯৭নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِى إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

(২৫৬৪) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আমি এক তরুণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তাকে দেখার জন্য (খেজুর গাছের গোড়ায়) লুকিয়ে থাকতাম। শেষ পর্যন্ত আমি তার সেই সৌন্দর্য দেখলাম, যা আমাকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করল। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করলাম।’ *(আহমাদ ১৪৫৮৬, আবূ দাঊদ ২০৮৪, হাকেম ২৬৯৬, বাইহাক্বী ১৩৮৬৯, সিঃ সহীহাহ ৯৯নং)*

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ((وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ)).

(২৫৬৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “তোমাদের কেউ যেন কারো (বিবাহের) পয়গামের উপর পয়গাম না দেয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিবাহ করে নেয় অথবা বর্জন করে দেয় (ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।) *(বুখারী ৫১৪৪, নাসাঈ ৩২৪১, সহীহুল জামে’ ৭৬৬৫)*

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ».

(২৫৬৬) উক্ববা বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মু’মিন মু’মিনের

ভাই। সুতরাং তার জন্য তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় এবং বিবাহ-প্রস্তাবের উপর বিবাহ প্রস্তাব---তার ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত---হালাল নয়। *(মুসলিম ৩৫২৯নং)*

অভিভাবকের গুরুত্ব

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا نُكِحَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)).

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)).

« أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

(২৫৬৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।" *(আহমাদ ২৪২০৫, আবূ দাউদ ২০৮৫, তিরমিযী ১১০২, ইবনে মাজাহ ১৮৭৯, দারেমী ২১৮৪, মিশকাত ৩১৩১নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ».

(২৫৬৮) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "অকুমারীর পরামর্শ বা জবানী অনুমতি না নিয়ে এবং কুমারীর সম্মতি না নিয়ে তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না। আর কুমারীর সম্মতি হল মৌন থাকা। *(মুসলিম ৩৫৪১, সঃ নাসাঈ ৩০৫৮নং, সঃ ইবনে মাজাহ ১৫১৬নং)*

মোহর

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ».

(২৫৬৯) উক্ববা বিন আমের কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে সকল শর্ত তোমাদের জন্য পালন করা জরুরী, তন্মধ্যে সব চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল তাই--- যার দ্বারা তোমরা তোমাদের (পরস্পরের) গোপনাঙ্গ হালাল ক'রে থাক।" *(বুখারী ২৭২১, ৫১৫১, মুসলিম ৩৫৩৭, মিশকাত ৩১৪৩ নং)*

عَنِ عائشة وابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ)).

(২৫৭০) আয়েশা ও ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক সেই শর্ত, যা আল্লাহর কিতাবে নেই (বা আল্লাহর কিতাব-বিরোধী), তা বাতিল, যদিও সে শর্ত একশ'টি হয়।" *(আহমাদ ২৫৫০৪, ইবনে মাজাহ ২৫২১, ত্বাবারানী ১০৭১০নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ

عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا ».

(২৫৭১) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সবচাইতে বড় পাপী সেই ব্যক্তি যে এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহর আত্মসাৎ করে নেয়। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে একটি লোককে কাজে খাটিয়ে তার মজুরী আত্মসাৎ করে নেয়। আর তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে খামোখা প্রাণী হত্যা করে।" *(হাকেম ২৭৪৩, বাইহাকী ১৪৭৮১, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

দাওয়াত গ্রহণ

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ ، فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ ، فأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ ، فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَد كَافَأْتُمُوهُ)) .

(২৫৭২) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কেউ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তাকে আশ্রয় দাও। আর যে আল্লাহর নামে যাচ্ঞা করবে, তাকে দান কর। যে তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ দেবে, তোমরা তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর। যে তোমাদের উপকার করবে, তোমরা তার (যথোচিত) প্রতিদান দাও। আর যদি তোমরা তার (যথার্থ) প্রতিদানযোগ্য কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত দুআ করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, তোমরা তার (সঠিক) প্রতিদান আদায় ক'রে দিয়েছ। *(আবূ দাউদ ১৬৭৪, নাসায়ী ২৫৬৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(২৫৭৩) আবূ হুরাইরা ﷺ বলতেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্টতম খাবার হল সেই অলীমার খাবার যার জন্য ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং বাদ দেওয়া হয় গরীবদেরকে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।' *(বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ১৪৩২নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন,

« شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ».

"সবচেয়ে নিকৃষ্টতম খাবার হল সেই অলীমার খাবার; যাতে তাদেরকে আসতে নিষেধ করা হয় (বা দাওয়াত দেওয়া হয় না), যারা তা খেতে চায় এবং যার প্রতি তাদেরকে আহবান করা হয়, যারা তা খেতে চায় না। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয়

রসূলের না ফরমানী করে।” (মুসলিম ৩৫৯৮নং)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ)).

(২৫৭৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মুসলিমের উপর মুসলিমের ৫টি অধিকার রয়েছে; সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বললে তার জবাবে ‘য়্যারহামুকাল্লাহ’ বলা।” *(বুখারী ১২৪০, মুসলিম ৫৭৭৭নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ».

(২৫৭৫) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা কবুল করে। অতঃপর তার ইচ্ছা হলে খেতে পারে, না হলে না খেতে পারে।” *(মুসলিম ৩৫৯১নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْمُتَبَارِيَانِ لاَ يُجَابَانِ وَلاَ يُؤْكَلُ طَعَامُهُما)).

(২৫৭৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেনে, “(অলীমাভোজে) আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদ্বয়ের দাওয়াত কবুল করা যাবে না এবং তাদের খাবারও খাওয়া হবে না।” *(বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৬০৬৮, আবূ দাউদ ৩৭৫৬, সহীহুল জামে’ ৬৬৭১নং)*

عن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم – قَالَ : «... وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يجلس عَلَى مائدةٍ يُدارُ عَلَيْهَا الْخمر» .

(২৫৭৭) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “---যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন সেই ভোজ-মজলিসে না বসে যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়।” *(আহমাদ ১৪৬৫১, তিরমিযী ২৮০১, নাসাঈ ২৭১০, হাকেম ৭৭৭৯নং)*

عن علي أنه صنع طعاما فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء فرأى في البيت سترا فيه تصاوير فرجع قال : فقلت : يا رسول الله ما رجعك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير.

(২৫৭৮) একদা আলী ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিমন্ত্রণ করলে তিনি তাঁর গৃহে ছবি দেখে ফিরে গেলেন। আলী ﷺ বললেন, ‘কী কারণে ফিরে এলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক।’ তিনি উত্তরে বললেন, “গৃহের এক পর্দায় (প্রাণীর) ছবি রয়েছে। আর ফিরিশ্তাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে ছবি থাকে।” *(ইবনে মাজাহ ৩৩৫৯, আবূ য়্যালা ৪৩৬নং)*

عن أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه طعاما فدعاهم فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ((دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم تقول إني صائم أفطر ثم صم يوما مكانه إن شئت)).

(২৫৭৯) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জন্য খাবার তৈরী করলাম। তিনি তাঁর অন্যান্য সহচর-সহ আমার বাড়িতে এলেন। অতঃপর যখন খাবার সামনে রাখা হল, তখন দলের মধ্যে একজন বলল, 'আমার রোযা আছে।' তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তোমাদের ভাই তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে খরচ (বা কষ্ট) করেছে।" অতঃপর তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, "রোযা ভেঙ্গে দাও। আর চাইলে তার বিনিময়ে অন্য একদিন রোযা রাখ।" *(বাইহাক্বী ৪/২৭৯, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩২৪০, ইরওয়াউল গালীল ১৯৫২নং)*

(২৫৮০) একদা এক আনসারী আল্লাহর নবী ﷺ সহ পাঁচ জনকে দাওয়াত করলে রাস্তায় একটি লোক তাঁর সঙ্গ ধরে। তিনি সেই আনসারী সাহাবীর কাছে পৌঁছে বললেন,

((إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ))، قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ.

"তুমি আমাকে নিয়ে মোট পাঁচ জনকে দাওয়াত দিয়েছিলে। কিন্তু পথিমধ্যে এই লোকটি আমাদের সঙ্গ ধরে। এখন তুমি ওকে অনুমতি দিলে দিতে পার। নচেৎ বর্জন করলেও করতে পার।" আনসারী বললেন, 'বরং ওকে অনুমতি দিচ্ছি।' *(বুখারী ৫৪৩৪, মুসলিম ২০৩৬, তিরমিযী ১০৯৯নং)*

দাম্পত্য ও সংসার

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِى وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِى وَجْهِهِ الْمَاءَ ».

(২৫৮১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সেই স্বামীর প্রতি দয়া বর্ষণ করেন, যে রাত্রে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্ত্রীকে জাগায়, আর সেও নামায পড়ে। সে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিটা মারে। আল্লাহ সেই স্ত্রীর প্রতিও দয়া বর্ষণ করেন, যে রাত্রে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্বামীকে জাগায়, আর সেও নামায পড়ে। সে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিটা মারে।" *(আহমাদ ৭৪১০, আবূ দাউদ ১৩১০, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে ৩৪৯৪নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

(২৫৮২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) "নবী করীম ﷺ নামায পড়তেন আর আমি তখন তাঁর বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন বিতর পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন। আমিও বিতর পড়ে নিতাম।" (বুখারী ৫১২নং)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فِى سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَىَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِى فَقَالَ « هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ ».

(২৫৮৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'একদা এক সফরে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এক জায়গায় আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং তাতে আমি তাঁকে হারিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম, তখন একবার প্রতিযোগিতা করলাম এবং তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন এবং বললেন এটা হল পূর্বের (প্রতিযোগিতার) উত্তর।" *(আবূ দাউদ ২৫৮০নং)*

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ : دَخَلَ الْحَبَشَةُ الْمَسْجِدَ يَلْعَبُونَ . فَقَالَ لِي : يَاحُمَيْرَاءُ ، اتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إِلَيْهِمْ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَامَ بِالْبَابِ ، وَجِئْتُهُ فَوَضَعْتُ ذَقَنِي عَلَى عَاتِقِهِ فَاسْنَدْتُ وَجْهِيَ إِلَى خَدِّهِ . قَالَتْ : وَمِنْ قَوْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ : ابَا الْقَاسِمِ طيبًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : حَسْبُكِ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لاتَعْجَلْ ، فَقَامَ لِي . ثُمَّ قَالَ : حَسْبُكِ ؟ فَقُلْتُ : لا تَعْجَلْ يَارَسُولَ اللهِ . قَالَتْ : وَمَابِي حُبُّ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ ، وَلَكِنِّي احْبَبْتُ أَنْ تُبَلِّغَ النِّسَاءُ مَقَامَهُ بِي وَمَكَانِي مِنْهُ.

(২৫৮৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা হাবশীরা বর্শা-বল্লম নিয়ে মসজিদে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে হুমাইরা! তুমি কি ওদের খেলা দেখতে চাও?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি আমার থুত্‌নিকে তাঁর কাঁধের উপর রাখলাম এবং আমার চেহারাকে তাঁর গালের সাথে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। (বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর) তিনি বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।' তাই তিনি আমার জন্য আবারও দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর আবার বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।' আমার যে তাদের খেলা দেখার খুব শখ ছিল তা নয়, বরং আমি কেবল তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে এ কথাটা জানিয়ে দিতে চাইছিলাম যে, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতটা মর্যাদা ছিল এবং তাঁর কাছে আমার কতটা কদর ছিল। *(নাসাঈ কুবরা ৮৯৫১, মুসলিম ২১০০-২১০৫নং)*

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَجَابِرِ بْنِ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ، أن رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم قال: ((كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَغْوٌ وَسَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعَ خِصَالٍ : مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ السِّبَاحَةِ)).

(২৫৮৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ ও জাবের বিন উমাইর আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রতি কাজ (খেলা) যাতে আল্লাহর যিক্র, (ধর্মীয় উদ্দেশ্য, শারীরিক উপকার) থাকে না, তাই (অসার) ক্রীড়া-কৌতুক, চারটি খেলা ছাড়া; তীরন্দাজি, অশ্ব প্রশিক্ষণ, স্বামী-স্ত্রীর প্রেমখেলা এবং সাঁতার শিক্ষা।" *(নাসাঈ কুবরা ৮৯৩৯-৮৯৪০, সঃ জামে' ৪৫৩৪নং)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ ﷺ قال قال النبي ﷺ : ((....وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ».

(২৫৮৬) আবূ যার্র থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "---তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।" সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন করে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে? তিনি বললেন, "কী রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।" *(মুসলিম ২৩৭৬নং)*

(২৫৮৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন ছোট ছিলেন, তখন কাপড়ের তৈরি পুতুল নিয়ে খেলা করতেন। তার মধ্যে একটি ঘোড়া ছিল, যার দু'টি ডানা ছিল। নবী ﷺ তা দেখে বললেন, 'এটা কী?' আয়েশা বললেন, 'ঘোড়া।' তিনি বললেন,

« فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ». قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ.

'ঘোড়ার আবার দু'টি ডানা?' আয়েশা বললেন, 'আপনি কি শুনেননি, সুলাইমান (নবী)র ডানা-ওয়ালা ঘোড়া ছিল?' এ কথা শুনে নবী ﷺ হাসলেন এবং সে হাসিতে তাঁর চোয়ালের দাঁত দেখা গেল। *(আবু দাউদ ৪৯৩৪নং, মিশকাত ২/২৪১)*

عن عَائِشَةَ قالت: زَارَتْنَا سَوْدَةُ يَوْما ، فَجَلَسَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، احْدَئ رِجْلَيْهِ فِي حِجْرِي ، وَالاخْرَئ فِي حِجْرِهَا ، فَعَمِلْتُ لَهَا حَرِيرَةً ، او قالت : خزيرَةً . فَقُلْتَ : كُلِي ، فَابَتْ . فَقُلْتُ: لَتَاكُلِي اوْ لالْطِخَنَّ وَجْهَكِ فَابَتْ ، فَاخَذْتُ مِنَ الْقَصْعَةِ شَيْئا فَلَطَخْتُ بِهِ وَجْهَهَا ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رِجْلَهُ مِنْ حِجْرِهَا تَسْتَقِيدُ مِنِّى ، فَاخَذَتْ مِنَ الْقَصْعَةِ شَيْئا فلطَخَتْ بِهِ وَجْهِي ، وَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ . فَاذَا عُمَرُ يَقُولُ : يَاعبد الله بْنَ عُمَرَ ، يَا عبد الله بْنَ عُمَرَ . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: قُومَا فَاغْسِلا وُجُوهَكُمَا ، فَلا احْسَبُ عُمَرَ الا دَاخِلا.

(২৫৮৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা সাওদা বিনতে যামআ' আমার সাথে দেখা করতে আমার বাসায় এলো। রাসূলুল্লাহু ﷺ তাঁর ও আমার মাঝখানে বসে গেলেন।

তাঁর একটি পা আমার কোলে, আর একটি পা সাওদার কোলে ছিল। আমি তার (সাওদার) জন্য 'খাযীরা' (গোশ্ত ছোট ছোট করে কেটে তাতে আটা মিশিয়ে রান্না করা খাবার) তৈরী করলাম। অতঃপর তাকে খেতে বললে সে খেতে অস্বীকার করল। আমি বললাম, 'তুমি অবশ্যই খাবে, নচেৎ আমি তোমার মুখে তা লেপে দেব।' সে অস্বীকার করলে আমি প্লেট থেকে সামান্য পরিমাণ নিয়ে তার মুখে লেপে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কোল থেকে স্বীয় পা সরিয়ে নিলেন, যাতে সে আমার কাছ থেকে বদলা নিতে পারে। অতঃপর আমি প্লেট থেকে আরো কিছু নিয়ে আমার মুখে লেপে নিলাম। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসতে লাগলেন। ইত্যবসরে উমার ﷺ উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'হে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার! হে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার!' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, "তোমরা উঠে তোমাদের মুখ ধুয়ে নাও, আমার মনে হয় উমার প্রবেশ না করে ছাড়বে না।" *(নাসাঈ কুবরা ৮৯১৭, সিঃ সহীহাহ ৩১৩১নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مِنْ إِنَاءٍ – بَيْنِى وَبَيْنَهُ – وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِى حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِى دَعْ لِى.

(২৫৮৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য) গোসল করতাম, তখন আমাদের উভয়ের মাঝে একটাই পাত্র হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাড়াতাড়ি ক'রে (সেটা থেকে পানি নিতে) গেলে আমি বলতাম, ছাড়ুন আমি আগে নিই, ছাড়ুন আমি আগে নিই।" (মুসলিম ৭৫৮নং)

وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ {سَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ رِوَايَةِ الأَسْوَدِ {قُلْت لِعَائِشَةَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ} وَلِلتِّرْمِذِيِّ فِي الشَّمَائِلِ {كَانَ بَشَرًا مِنْ الْبَشَرِ يُفَلِّي ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ}.

(২৫৯০) উরওয়াহ বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ঘরে কাজ করতেন?' তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন; স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করতেন, দুধ দোহাতেন এবং নিজের খেদমত নিজেই করতেন। অন্যান্য পুরুষরা যেমন নিজেদের বাড়ীতে কাজ করে, অনুরূপ তিনিও তাঁর কাপড়ে তালি লাগাতেন এবং জুতো সিলাই করতেন।' *(সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১/২১৫, সহীহুল জামে' ৯০৬৮)*

عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

(২৫৯১) আসওয়াদ বলেন, আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী ﷺ ঘরে কী করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি সাংসারিক কাজ করতেন। অতঃপর

নামাযের সময় হলে নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।' *(বুখারী ৬৭৬, ৫৩৬৩, ৬০৩৯নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنِّى لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبَى ». قَالَتْ فَقُلْتُ وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ». قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ.

(২৫৯২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "আমি অবশ্যই জানতে পারি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক এবং কখন রাগান্বিতা হও।" আমি বললাম, কী করে আপনি তা বুঝতে পারেন? তিনি বললেন, "যখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক, তখন বল, না, মুহাম্মাদের রব্বের শপথ! আর যখন তুমি আমার প্রতি রেগে থাক, তখন বল, না, ইব্রাহীমের রব্বের শপথ!" আমি তখন বললাম, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নাম ছাড়া আর কিছুই বাদ দিই না।' *(বুখারী ৫২২৮, ৬০৭৮, মুসলিম ৬৪৩৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

(২৫৯৩) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। (খাবার সামনে এলে) রুচি (বা ইচ্ছা) হলে তিনি খেতেন, তা না হলে বর্জন করতেন।' *(বুখারী ৫৪০৯, মুসলিম ৫৫০৪নং)*

عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((ثلاثَةٌ لا تَسألُ عَنْهُمْ رَجُلٌ فارَقَ الجَماعَةَ وعَصَى إمامَهُ وماتَ عاصِياً وأمَةٌ أوْ عَبْدٌ أبقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَماتَ وامْرَأةٌ غابَ عنها زَوْجهَا وقدْ كَفاها مَؤنَةَ الدُّنْيا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلا تَسْأَلْ عَنْهُمْ)).

(২৫৯৪) ফায়্যালাহ বিন উবাইদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করো না; যে জামাআত ত্যাগ করে ইমামের অবাধ্য হয়ে মারা যায়, যে ক্রীতদাস বা দাসী প্রভু থেকে পলায়ন করে মারা যায়, এবং সেই নারী যার স্বামী অনুপস্থিত থাকলে -তার সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বন্দোবস্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও -তার অনুপস্থিতিতে বেপর্দা হয়ে বাইরে যায়।" *(আহমাদ ২৩৯৪৩, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৫৯০, হাকেম ৪১১, ত্বাবারানী ১৫১৮৪, সিঃ সহীহাহ ৫৪২নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِىَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِىَّ.

(২৫৯৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি মাসিক অবস্থায় কোন কিছু পান ক'রে সে পানপাত্র নবী ﷺ-কে দিতাম। তিনি সেখানেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন, যেখানে

আমি মুখ লাগিয়ে ছিলাম। অনুরূপ আমি মাসিক অবস্থায় হাড় থেকে গোশ্‌ত ছিঁড়ে খেতাম। অতঃপর তা নবী ﷺ-কে দিতাম। তিনি সেখানেই মুখ লাগিয়ে হাড় থেকে গোশ্‌ত ছিঁড়ে খেতেন, যেখানে আমি মুখ লাগিয়ে ছিলাম।' *(আহমাদ ২৪৩২৮, মুসলিম ৭১৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ)).

(২৫৯৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তাদের মধ্যে একজনের দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।" *(আহমাদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/১৮৬, ইবনে হিব্বান ৪১৯৪নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ – قَالَ – فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ ».

(২৫৯৭) জাবের ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন রেখে (ফিতনা ও পাপের) অভিযান-সৈন্য পাঠায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তার নৈকট্য লাভ করে সে, যে সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। অতঃপর প্রত্যেকে কাজের হিসাব দেয়; বলে, 'আমি এই করেছি।' সে বলে, 'তুমি কিছুই করনি।' একজন এসে বলে, 'আমি এক দম্পতির মাঝে ঢুকে পরস্পর কলহ বাধিয়ে পরিশেষে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি।' তখন শয়তান সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন ক'রে বলে, 'হ্যাঁ। (তুমিই কাজের মতো কাজ করেছ!)" *(মুসলিম ৭২৮৪নং)*

মিলন-রহস্য প্রকাশ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)).

(২৫৯৮) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কোন মহিলা যেন কোন মহিলাকে (নগ্ন) আলিঙ্গন করে অতঃপর সে তার স্বামীর নিকট তা বর্ণনা না করে। (যাতে তা শুনে তার স্বামী) যেন ঐ মহিলাকে (মনে) প্রত্যক্ষ দর্শন করে থাকে।" *(বুখারী ৫২৪০-৫২৪১নং)*

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ ﷺ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ».

(২৫৯৯) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন

আল্লাহর নিকট মানের দিক থেকে সবচেয়ে জঘন্য মানের ব্যক্তি হল সে, যে স্বামী স্ত্রী-মিলন করে এবং যে স্ত্রী স্বামী-মিলন করে, অতঃপর একে অন্যের মিলন-রহস্য (অপরের নিকট) প্রচার করে।" *(মুসলিম ৩৬১৫, আবূ দাউদ ৪৮৭০নং)*

عن أَسْمَاء بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: ((لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا)). فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ)).

(২৬০০) আসমা বিন্তে ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম, আর তাঁর সেখানে অনেক পুরুষ ও মহিলাও বসেছিল। তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে তা (অপরের কাছে) বলে থাকে এবং সম্ভবতঃ কোন মহিলা নিজ স্বামীর সাথে যা করে তা (অপরের নিকট) বলে থাকে?" এ কথা শুনে মজলিসের সবাই কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে গেল। আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! মহিলারা তা বলে থাকে এবং পুরুষরাও তা বলে থাকে।' অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা এরূপ করো না। যেহেতু এমন ব্যক্তি তো সেই শয়তানের মত, যে কোন নারী-শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।" *(আহমাদ ২৭৫৮৩, ইবনে আবী শাইবাহ, আবূ দাউদ ২১৭৬নং, বাইহাকী প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১৪৩পৃঃ)*

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ } [النساء : ٣٤]

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যময়ী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে (স্বামীর ধন ও নিজেদের ইজ্জত) রক্ষাকারিণী; আল্লার হিফাযতে (আদেশ ও তওফীকে) তারা তা হিফাযত করে। *(সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَأَتَهُ إِلَى فرَاشِهِ فَلَمْ تَأتِهِ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : ((إِذَا بَاتَتِ المَرأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)) .

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأبَى

عَلَيهِ إلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاء سَاخطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنها)) .

(২৬০১) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তাকে সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে (অন্যত্র) রাত্রিযাপন করে, তখন ফিরিশ্তাবর্গ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।"

আর এক বর্ণনায় আছে যে, "সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে আহবান করার পর সে আসতে অস্বীকার করলে যিনি আকাশে আছেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।" *(বুখারী ৫১৯৩, মুসলিম ১৪৩৬, আবূ দাউদ ২১৪১নং, নাসাঈ)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلاثَةٌ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ رُؤوسَهُمِ: الْعَبْدُ الآبِقُ، وَالْمَرْأَةُ تَبِيتُ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)).

(২৬০২) আবূ উমামা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথা অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, (যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে), (অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত) এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।" *(তিরমিযী ৩৬০, ত্বাবারানী ৮০১৬, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৮, ৬৫০নং)*

وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتـهُ لحَاجَتِـهِ فَلْتَأتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور)) . رواه الترمذي والنسائي ، وَقالَ الترمذي : ((حديث حسن صحيح ((

(২৬০৩) আবূ আলী ত্বাল্ক ইবনে আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে আহবান করবে, তখন সে যেন (তৎক্ষণাৎ) তার নিকট যায়। যদিও সে উনানের কাছে (রুটি ইত্যাদি পাকানোর কাজে ব্যস্ত) থাকে।" *(তিরমিযী ১১৬০নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أنْ تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهدٌ إلاَّ بإذْنِهِ ، وَلاَ تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إلاَّ بإذنِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وهذا لفظ البخاري

(২৬০৪) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন নারীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয় এবং স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়াও তার জন্য বৈধ নয়।" *(বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ২৪১৭নং, শব্দগুলি বুখারীর)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

((لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)).

“মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে রমযানের রোযা ছাড়া একটি দিনও রোযা না রাখে।” *(দারেমী ১৭২০নং)*

عن عمرو بن الأحوص ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : ((....فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون)).

(২৬০৫) আম্‌র বিন আহওয়াস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ (বিদায়ী হজ্জের ভাষণে) বলেছেন, “তোমাদের স্ত্রীর উপর তোমাদের অধিকার এই যে, (তোমাদের অবর্তমানে) তোমরা যাকে অপছন্দ ও ঘৃণা কর, তাকে তোমাদের শয্যা দলন করতে যেন সুযোগ না দেয় এবং যাকে অপছন্দ কর তাকে তোমাদের গৃহে (প্রবেশের জন্য) যেন অনুমতি না দেয়।” *(তিরমিযী ১১৬৩, ৩০৮৭নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِىَ لاَ تَسْتَغْنِى عَنْهُ ».

(২৬০৬) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা সেই মহিলার প্রতি চেয়েও দেখবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; অথচ সে তার মুখাপেক্ষিণী।” *(নাসাঈ কুবরা ৯১৩৫, ত্বাবারানী, বায্‌যার ২৩৪৯, হাকেম ২৭৭১, বাইহাকী ১৪৪৯৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৯নং)*

❁ কথায় বলে, ‘মেয়ে লোকের এমনি স্বভাব, হাজার দিলেও যায় না অভাব।’ স্বামীর কৃতঘ্নতা করা স্ত্রীর এক সহজাত অভ্যাস। হাজার করলেও অন্যের স্বামী তার নজরে ভালো হয়। স্বামীর কৃতঘ্নতা (নাশুকরি) করা, তার অনুগ্রহ ও এহসান ভুলা, তার বিরুদ্ধে খামোখা নানান অভিযোগ তোলা, তাকে লানতান করা এবং সে ‘হিরো’ হলেও তাকে ‘জিরো’ ভাবা ইত্যাদি কারণেই নারী জাতির অধিকাংশই জাহান্নামী হবে। *(বুখারী ২৯, ৪৩১ প্রভৃতি নং, মুসলিম প্রমুখ)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِى لُبٍّ مِنْكُنَّ ». قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ « أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِىَ مَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِى رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ».

(২৬০৭) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, “হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।” একজন জ্ঞানী মহিলা নিবেদন করল, ‘আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর

কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।” মহিলাটি আবার নিবেদন করল, ‘বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কী?’ তিনি বললেন, “দু’জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।” *(মুসলিম ২৫০নং, বুখারী ২০৪নং আবূ সাঈদ কর্তৃক)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ)) قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ: ((يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ)).

(২৬০৮) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আমাকে জাহান্নাম দেখানো হল। আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসিনী হল মহিলা।” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তা কী জন্য হে আল্লাহর রসূল? বললেন, “তাদের কুফরীর জন্য।” তাঁরা বললেন, আল্লাহর সাথে কুফরী? তিনি বললেন, “(না, তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে ব’লে বসে, তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!” *(বুখারী ২৯, মুসলিম ২১৪৭নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأَمَرْتُ المَرأةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَوجِهَا)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

(২৬০৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদাহ করার আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদাহ করে।” *(তিরমিযী ১১৫৯নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ أَوْ قَالَ الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّأَ فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُعَظَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ فَقَالَ: ((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ)).

(২৬১০) আব্দুল্লাহ বিন আবী আউফা ﷺ বলেন, “মুআয যখন শাম (দেশ) থেকে ফিরে এলেন তখন নবী ﷺ-কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “একি মুআয?” মুআয বললেন, ‘আমি শাম গিয়ে দেখলাম, সে দেশের লোকেরা তাদের যাজক ও পাদ্রীগণকে সিজদা করছে। তাই আমি মনে মনে চাইলাম যে, আমরাও আপনার জন্য সিজদা করব।’ তা শুনে তিনি বললেন “খবরদার! তা করো না। কারণ, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করতে কাউকে আদেশ করতাম, তাহলে মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন

তার স্বামীকে সিজদা করে। সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! মহিলা তার প্রতিপালক (আল্লাহর) হক ততক্ষণ আদায় করতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক (অধিকার) আদায় করেছে। (স্বামীর অধিকার আদায় করলে তবেই আল্লাহর অধিকার আদায় হবে, নচেৎ না।) এমন কি সে যদি (প্রসবের জন্য বা সফরের জন্য) কোন বাহনের জিনের উপর থাকে, আর সেই অবস্থায় স্বামী তার দেহ-মিলন চায় তাহলে স্ত্রীর, 'না' বলার অধিকার নেই।" *(ইবনে মাজাহ ১৮৫৩, আহমাদ ৪/৩৮১, ইবনে হিব্বান ৪১৭১, হাকেম ৪/১৭২, বায্যার ১৪৬১, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২০৩নং)*

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقُلْتُ إِنِّى أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. قَالَ « أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِى أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ ». قَالَ قُلْتُ لاَ. قَالَ « فَلاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ ».

(২৬১১) ক্বাইস বিন সা'দ বলেন, আমি হীরাহ গেলাম। সেখানকার লোকেদেরকে দেখলাম, তারা তাদের সর্দারকে সিজদা করছে। তাই আমি (মনে মনে) বললাম, 'রাসূলুল্লাহ সিজদার বেশি হকদার।' অতঃপর নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, 'আমি হীরাহ গেলাম। দেখলাম, সেখানকার লোকেরা তাদের সর্দারকে সিজদা করছে। সুতরাং আপনি হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সিজদার বেশি হকদার।' তিনি বললেন, "কী রায় তোমার, আমার কবরের পাশ দিয়ে গেলে তুমি কি তা সিজদা করবে?" আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, "তোমরা তা করো না। যদি আমি কাউকে অপরজনকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে মহিলাদেরকে আদেশ করতাম, তারা যেন তাদের স্বামীকে সিজদা করে। যেহেতু আল্লাহ তাদের উপর (তাদের স্বামীদের বহু) অধিকার রেখেছেন।" *(আবূ দাউদ ২১৪০নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْجَمَلَ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ وَإِنَّ الْأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نُسْنِي عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْنَا وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَامُوا فَدَخَلَ الْحَائِطَ وَالْجَمَلُ فِي نَاحِيَةٍ فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلِبِ وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلَّ مَا كَانَتْ قَطُّ حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ: ((لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ

عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ)).

(২৬১২) আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, মদীনার আনসারদের এক লোকের বাড়িতে একটি সেচক উট ছিল। হঠাৎ করে সে তার পিঠে কাউকে চড়তে দিচ্ছিল না। সে বাড়ির লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আমাদের একটি উট আছে, তার দ্বারা আমরা পানি তুলে জমি সেচ করি। এখন তাকে ব্যবহার করা কঠিন হয়ে গেছে। সে আমাদেরকে তার পিঠেও চড়তে দেয় না। ক্ষেতের ফসল ও খেজুর গাছে সেচ দেওয়ার সময় হয়েছে। (কী করা যায়?)

নবী ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, "চলো দেখে আসি।" সুতরাং তাঁরা গিয়ে বাগানে প্রবেশ করলেন। উটটি তার এক প্রান্তে ছিল। নবী ﷺ তার দিকে অগ্রসর হলেন। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ও এখন কুকুরের মতো হয়ে আছে। আমাদের ভয় হচ্ছে, ও আপনাকে আক্রমণ করবে।' তিনি বললেন, "ও আমার কোন ক্ষতি করবে না।"

সুতরাং উটটি যখন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখল, তখন তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর সামনে সিজদায় পতিত হল! রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কপালে ধরলে সে সবচেয়ে শান্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তাকে কাজে প্রবেশ করালেন।

এ ঘটনা দর্শন করে সাহাবাগণ তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ একটি পশু, যার জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, সে আপনাকে সিজদা করছে! আর আমরা তো জ্ঞান-বুদ্ধি রাখি। সুতরাং আমরা আপনাকে সিজদা করার বেশি হকদার।'

তিনি বললেন, "কোন মানুষের জন্য কোন মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত নয়। কোন মানুষের জন্য কোন মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত হলে আমি মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। যেহেতু তার উপর স্বামীর বিশাল অধিকার রয়েছে। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, স্বামীর পা থেকে মাথার সিঁথি পর্যন্ত যদি এমন ঘা থাকে, যাতে রক্ত-পুঁজ ঝরে পড়ছে, অতঃপর তা যদি স্ত্রী চাঁটে, তবুও তার অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। *(আহমাদ ১২৬১৪, নাসাঈ, বায্যার, সঃ তারগীব ১৯৩৬নং)*

عن أبي سعيد قال جاء رجل بابنة له إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هذه ابنتي أبت أن تزوج فقال أطيعي أباك كل ذلك تردد عليه مقالتها فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته فقال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال: ((لا تنكحوهن إلا بإذنهن)).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان قال : قد عرفتك فما حاجتك ؟ قالت : حاجتي أن ابن عمي فلان العابد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد عرفته قالت : يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة

فإن كان شيء أطيقه تزوجته و إن لم أطقه لا أتزوج قال : ((من حق الزوج على زوجته إن سال دما و قيحا و صديدا فلحسته بلسانها ما أدت حقه و لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله تعالى عليها)). قالت : و الذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا.

(২৬১৩) আবূ সাঈদ ﷺ ও আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এই মেয়েটি বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। (কী করা যায়।) আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, "তুমি তোমার আব্বার কথা মেনে নাও।" মেয়েটি বলল, আপনি বলুন, স্ত্রীর উপর তার স্বামীর হক কী? তিনি বললেন, "স্বামীর এত বড় হক আছে যে, যদি তার নাকের দুই ছিদ্র থেকে রক্ত-পুঁজ বের হয় এবং স্ত্রী তা নিজের জিভ দ্বারা চেঁটে (পরিষ্কার করে), তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না! যদি মানুষের জন্য মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত হত, তাহলে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামী কাছে এলে তাকে সিজদা করে। যেহেতু আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর উপর এত বড় মর্যাদা দান করেছেন।" মেয়েটি বলল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন! দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে আমি বিয়েই করব না। নবী ﷺ বললেন, "তোমরা ওদের অনুমতি ছাড়া ওদের বিবাহ দিয়ো না।" *(নাসাঈ কুবরা ৫৩৮৬, ইবনে আবী শাইবাহ ১৭১২২, সঃ তারগীব ১৯৩৪নং, বাইহাকী ১৩২৬৩, হাকেম ২৭৬৮, বায্যার ৮৬৩৪নং)*

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ)).

(২৬১৪) মুআয বিন জাবাল কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহিলা যদি স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানতো, তাহলে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকতো।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫২৫৯নং)*

وَعَن مُعَاذِ بن جَبَلٍ ﷺ ، عن النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا في الدُّنْيَا إلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ لاَ تُؤذِيهِ قَاتَلكِ اللهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

(২৬১৫) মুআয বিন জাবাল কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন মহিলা দুনিয়াতে নিজ স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই তার সুনয়না হূর (বেহেশ্তী) স্ত্রী (অদৃশ্যভাবে) ঐ মহিলার উদ্দেশ্যে বলে, 'আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন। ওকে কষ্ট দিস্ না। ও তো তোর নিকট সাময়িক মেহমান মাত্র। অচিরেই সে তোকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসে যাবে।" *(তিরমিযী ১১৭৪, ইবনে মাজাহ ২০১৪নং)*

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا

عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ: ((فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ)).

(২৬১৬) হুস্বাইন বিন মিহস্বানের এক ফুফু নবী ﷺ-এর নিকট কোন প্রয়োজনে এলে এবং তা পূরণ হয়ে গেলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি স্বামী আছে?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তার কাছে তোমার অবস্থান কী?" সে বলল, 'যথাসাধ্য আমি তার সেবা করি।' তিনি বললেন, "খেয়াল করো, তার কাছে তোমার অবস্থান কোথায়। যেহেতু সে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।" *(আহমাদ ১৯০০৩নং, নাসাঈ, হাকেম, বাইহাক্বী)*

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قالت قال النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم: « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ».

(২৬১৭) উম্মে হাবীবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তার জন্য তিনদিনের বেশী কোন মৃতের উপর শোকপালন করা বৈধ নয়, কেবল স্বামী ছাড়া। সে ক্ষেত্রে সে ৪ মাস ১০ দিন শোকপালন করবে।" *(বুখারী ১২৮০, মুসলিম ৩৮০২নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((كُلُّكُم رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِـهِ: وَالأمِيرُ رَاعٍ ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أهْلِ بَيتِهِ ، وَالمَرْأةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْـتِ زَوْجِهـا وَوَلَـدِهِ ، فَكُلُّكُـمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২৬১৮) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ২৪০৯, মুসলিম ৪৮২৮নং)*

নারী ফিতনা

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ)).

(২৬১৯) উসামা বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিতনা অন্য কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না।" *(আহমাদ, বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ৭১২২নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى

النِّسَاءِ ».

(২৬২০) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "দুনিয়া হল সুমিষ্ট ও শ্যামল। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে খলীফা বানিয়েছেন, যাতে তিনি দেখে নেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর জেনে রেখো যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা যা ছিল, তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে।" *(আহমাদ, মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনে মাজাহ ৪০০০ নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ ».

(২৬২১) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না করে সাদাসিধাভাবে আসে।" *(আহমাদ ৯৬৪৫, আবূ দাউদ ৫৬৫, সহীহুল জামে' ৭৪৫৭নং)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ)).

(২৬২২) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যদি কোন কিছুতে কুলক্ষণ থাকে, তাহলে তা আছে নারী, বাড়ি ও ঘোড়া (সওয়ারী বা গাড়ি)তে।" *(বুখারী ৫০৯৪, মুসলিম ৫৯৪৫নং)*

স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার অসিয়ত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف } [النساء :١٩]

অর্থাৎ, তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً } [النساء : ١٢٩]

অর্থাৎ, তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের প্রতি সমান ভালোবাসা তোমরা কখনই রাখতে পারবে না। তবে তোমরা কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ো না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ১২৯ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْراً ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أعْلاهُ ، فَإِنْ ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَركْتَهُ ، لَمْ يَزَلْ أعْوجَ ، فَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية في الصحيحين : ((المَرأةُ كالضِّلَعِ إنْ أقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإن اسْتَمتَعْتَ بِهَـا ، اسْـتَمتَعْتَ وفِيهَا عوَجٌ)) .

وفي رواية لمسلم : ((إنَّ المَرأةَ خُلِقَت مِنْ ضِلَع ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقة ، فإن اسْـتَمْتَعْتَ بِهَـا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفيهَا عوَجٌ ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَها ، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا)) .

(২৬২৩) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা হল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে তো বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও।" *(বুখারী ৩৩৩১, মুসলিম ৩৭২০নং)*

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মহিলা পাঁজরের হাড়ের মত। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে।" *(বুখারী ৫১৮৪, মুসলিম ৩৭১৭নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "মহিলাকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনই একভাবে তোমার জন্য সোজা থাকবে না। এতএব তুমি যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে। আর যদি তুমি তা সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা হল তালাক দেওয়া।" *(মুসলিম ৩৭১৯নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ زَمْعَةَ ﷺ : أنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَخْطُبُ ، وَذَكَرَ النَّاقَـةَ وَالَّـذِي عَقَرَهَـا ، فَقَـالَ رَسُـول اللهِ ﷺ : (({ إذ انْبَعَثَ أشْقَاهَا } انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزيزٌ ، عَارِمٌ مَنيعٌ في رَهْطِهِ)) ، ثُمَّ ذَكَـرَ النِّـسَاءَ ، فَوعَظَ فِيهنَّ ، فَقَالَ : ((يَعْمِدُ أحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأتَهُ جَلْدَ العَبْـدِ فَلَعَلَّـهُ يُـضَاجِعُهَا مِـنْ آخِـرِ يَومِـهِ)). ثُـمَّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ ، وَقالَ : ((لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ؟!)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২৬২৪) আব্দুল্লাহ ইবনে যামআহ ﷺ নবী ﷺ-কে খুৎবাহ দিতে শুনলেন। তিনি (খুৎবার মাধ্যমে) (সালেহ নবীর) উটনী এবং ঐ ব্যক্তির কথা আলোচনা করলেন, যে ঐ উটনীটিকে কেটে ফেলেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যখন তাদের মধ্যকার সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল। *(সূরা শাম্স ১২ আয়াত)* (অর্থাৎ) উটনীটিকে মেরে ফেলার জন্য নিজ বংশের মধ্যে এক দুরন্ত চরিত্রহীন প্রভাবশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল।" অতঃপর নবী ﷺ মহিলাদের কথা আলোচনা করলেন এবং তাদের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কেউ তার স্ত্রীকে দাসদের মত প্রহার করে। অতঃপর সম্ভবতঃ দিনের শেষে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। (এরূপ উচিত নয়।)" পুনরায় তিনি তাদেরকে বাতকর্মের ব্যাপারে হাসতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ এমন কাজে কেন হাসে, যে কাজ সে নিজেও করে?" *(বুখারী ৪৯৪২, মুসলিম ৭৩৭০নং)*

وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((لاَ يَفْـرَكْ مُـؤْمِنٌ مُؤْمِنَـةً إنْ كَـرِهَ مِنْهَـا خُلُقـاً

رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)) ، أَوْ قَالَ : ((غَيْرَهُ)) رواه مسلم

(২৬২৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।" *(মুসলিম ৩৭২১নং)*

وَعَن عَمرِو بنِ الأحوَصِ الجُشَمِي ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أنْ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، وَأثْنَى عَلَيهِ وَذَكَّرَ وَوَعظَ ، ثُمَّ قَالَ : ((ألا وَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيْراً ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ إلاَّ أنْ يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً ؛ ألاَ إنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً ؛ فَحَقُّكُمْ عَلَيهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ؛ ألاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ)) رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن صحيح))

(২৬২৬) আম্‌র ইবনে আহ্‌ওয়াস জুশামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্জে নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি সর্বপ্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করলেন এবং উপদেশ দান ও নসীহত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "শোনো! তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, তারা তোমাদের নিকট কয়েদী। তোমরা তাদের নিকটে এ (শয্যা-সঙ্গিনী হওয়া, নিজের সতীত্ব রক্ষা করা এবং তোমাদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের অধিকার রাখ না। হ্যাঁ, সে যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাজ করে (তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখ)। সুতরাং তারা যদি এমন কাজ করে, তবে তাদেরকে বিছানায় আলাদা ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে মার। কিন্তু সে মার যেন যন্ত্রণাদায়ক না হয়। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। মনে রাখ, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, অনুরূপ তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের অধিকার হল, তারা যেন তোমাদের বিছানায় ঐ সব লোককে আসতে না দেয়, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর এবং তারা যেন ঐ সব লোককে তোমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি না দেয়, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর। আর শোনো! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তাদেরকে ভালোরূপে খেতে-পরতে দেবে।" *(তিরমিযী ১১৬৩, ৩০৮৭নং)*

** 'কয়েদী' অর্থাৎ বন্দিনী। স্বামীর হুকুম পালনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীকে বন্দিনীর সাথে তুলনা করেছেন। 'যন্ত্রণাদায়ক না হয়' ঃ অর্থাৎ, তাতে কেটে-ফুটে না যায় এবং কঠিন ব্যথা না হয়। 'অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না' ঃ অর্থাৎ, এমন পথ অনুসন্ধান করো না, যাতে তাদেরকে নাজেহাল ক'রে কষ্ট দাও। (অথবা তালাক ইত্যাদি দেওয়ার কথা ভেবো না।)*

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)).

(২৬২৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ। আল্লাহর বাক্যের সাহায্যে তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল, তারা এমন কাউকে তোমাদের বিছানা মাড়াতে দেবে না, যাকে তোমরা অপছন্দ কর। এমন করলে তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার কর। আর প্রচলিত নিয়মে তাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব তোমাদের উপর।" *(মুসলিম ৩০০৯নং)*

وَعَن مُعَاوِيَةَ بنِ حَيدَةَ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، مَا حَقُّ زَوجَةِ أَحَدِنَا عَلَيهِ ؟ قَالَ : ((أنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْ ، وَلا تَهْجُرْ إلاَّ في البَيْتِ)). حديثٌ حسنٌ رواه أَبُو داود وَقالَ : معنى ((لا تُقَبِّحْ)) أي : لا تقل : قبحكِ الله .

(২৬২৮) মুআবিয়াহ ইবনে হাইদাহ ﷺ বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর কতটুকু?' তিনি বললেন, "তুমি খেলে তাকে খাওয়াবে এবং তুমি পরলে তাকে পরাবে। (তার) চেহারায় মারবে না, তাকে 'কুৎসিত হ' বলবে না এবং তার থেকে পৃথক থাকলে বাড়ীর ভিতরেই থাকবে।" (অর্থাৎ অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার জন্য বিছানা পৃথক করতে পারা যাবে, কিন্তু রুম পৃথক করা যাবে না।) *(আবূ দাউদ ২১৪৪-২১৪৫নং)*

** 'কুৎসিত হ' বলবে না ঃ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তোমাকে কুৎসিত করুক' বলে অভিশাপ দেবে না।*

وَعَن إِيَاسِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبي ذِبَابٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ تَضْرِبُوا إِمَاء الله)) فجاء عُمَرُ ﷺ إِلَى رسولِ الله ﷺ ، فَقَالَ : ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ ، فَأَطَافَ بآلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كثيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أولَئكَ بخيَارِكُمْ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(২৬২৯) ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করবে না।" পরবর্তীতে উমার ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'মহিলারা তাদের স্বামীদের উপর বড় দুঃসাহসিনী হয়ে গেছে।' সুতরাং নবী ﷺ প্রহার করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের নিকট বহু মহিলা এসে নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ করল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "মুহাম্মাদের পরিবারের নিকট প্রচুর মহিলাদের সমাগম, যারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। (জেনে রাখ, মারকুটে) ঐ (স্বামী)রা তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ নয়।" *(আবূ দাউদ ২১৪৮নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَىْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(২৬৩০) আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি; না কোন স্ত্রীকে, আর না-ই কোন দাস-দাসীকে। অবশ্য আল্লাহর রাস্তায় তিনি জিহাদ করেছেন। তাঁর প্রতি কেউ অন্যায় করলে কোনদিন তার প্রতিশোধ নেননি। অবশ্য আল্লাহর হারামকৃত কোন জিনিসের লংঘন হলে, তিনি আল্লাহ তাআলার জন্য প্রতিশোধ নিতেন।' *(মুসলিম ৬১৯৫নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى)).

(২৬৩১) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি নিজ স্ত্রীর নিকট তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি।" *(ইবনে মাজাহ ১৯৭৭, সহীহুল জামে' ৩৩১৪নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيـرَةَ ﷺ ، قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ((أكْمَـلُ الْـمُؤمِنِينَ إيمَانـاً أحْـسَنُهُمْ خُلُقـاً، وخِيَارُكُمْ خِيَارُكُم لِنِسَائِهِمْ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح)) .

(২৬৩২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মু'মিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম।" *(তিরমিযী ১১৬২নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ)).

(২৬৩৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল; এতীম ও নারীর অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করছি।" *(আহমাদ ৯৬৬৬, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮নং)*

পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف } [البقرة : ٢٣٣]

অর্থাৎ, জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا}

অর্থাৎ, সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে

আল্লাহ যা দান করেছেন, তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। *(সূরা ত্বালাক্ব ৭ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُه } [سبأ : ٣٩]

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন। *(সূরা সাবা' ৩৯ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدِينـار أَنْفَقْتَـهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّـذِي أَنْفَقْتَـهُ عَلَى أَهْلِكَ)). رواه مسلم

(২৬৩৪) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এক দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় কর, এক দীনার কোন মিসকীনকে সদকাহ কর এবং এক দীনার তুমি পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। এ সবের মধ্যে ঐ দীনারের বেশী নেকী রয়েছে যেটি তুমি পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করবে।" *(মুসলিম ২৩৫৮নং)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ ، وَيُقَالُ لَهُ : أَبو عَبدِ الرَّحمَانِ ثَوبَانَ بن بُجْدُد مَوْلَى رَسُـولِ اللهِ ﷺ ، قَـالَ : قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : ((أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَـى عِيَالِـهِ ، وَدِينَـارٌ يُنْفِقُـهُ عَلَـى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدِينارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ)). رواه مسلم

(২৬৩৫) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাধীনকৃত গোলাম আবূ আব্দুল্লাহ মতান্তরে আবু আব্দুর রহমান সাওবান ইবনে বুজদুদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(সওয়াবের দিক দিয়ে) সর্বশ্রেষ্ঠ দীনার সেইটি, যে দীনারটি মানুষ নিজ সন্তান-সন্ততির উপর ব্যয় করে, যে দীনারটি আল্লাহর রাস্তায় তার সওয়ারীর উপর ব্যয় করে এবং সেই দীনারটি যেটি আল্লাহর পথে তার সঙ্গীদের পিছনে খরচ করে।" *(মুসলিম ২৩৫৭নং)*

وَعَن أمِّ سَلمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لِي أَجرٌ فِي بَنِـي أَبـي سَـلَمَة أنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكَذَا وَهكَذَا إنَّمَا هُمْ بَنِيّ ؟ فَقَالَ : ((نَعَمْ ، لَكِ أجْـرُ مَـا أنْفَقْـتِ عَلَيْهِمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২৬৩৬) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি (আমার প্রথম স্বামী) আবূ সালামাহর সন্তান-সন্ততির উপর ব্যয় করি, তাতে কি আমি নেকী পাব? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারছি না, তারা তো আমারই সন্তান।' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তাদের উপর ব্যয় করার দরুন নেকী পাবে।" *(বুখারী ১৪৬৭,৫৩৬৯, মুসলিম ২৩৬৭নং)*

وَعَن سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاص ﷺ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الَّذِي فِي بَابِ النِّيَةِ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَـالَ لَـهُ : ((وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيِّ امْرَأَتِك)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২৬৩৭) সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর দীর্ঘ হাদীসে বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বলেছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে, তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও বিনিময় তুমি পাবে!" *(বুখারী ১২৯৫, মুসলিম ৪২৯৬নং)*

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِي ﷺ، عَنِ النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২৬৩৮) আবূ মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সওয়াবের আশায় কোন ব্যক্তি যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তখন তা সাদকাহ হিসাবে গণ্য হয়।" *(বুখারী ৫৫,৫৩৫১, মুসলিম ২৩৬৯নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمَاً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)). حديث صحيح رواه أَبُو داود وغيره .

وَرَوَاهُ مُسلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعنَاهُ ، قَالَ : ((كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمَاً أَنْ يحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ)) .

(২৬৩৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একটি মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে তাদের (অধিকার) নষ্ট করবে (অর্থাৎ, তাদের ভরণ-পোষণে কার্পণ্য করবে) যাদের জীবিকার জন্য সে দায়িত্বশীল।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ১৬৯২নং, হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৪৪৮১নং)*

উক্ত অর্থ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, (নবী ﷺ বলেন,) "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যার খাদ্যের মালিক, তার খাদ্য সে আটকে রাখে।" *(মুসলিম ২৩৫৯নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ ، فَيقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تلَفاً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২৬৪০) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন।' আর অপরজন বলেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।" *(বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ২৩৮৩নং)*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ)). رواه البخاري

(২৬৪১) হাকীম বিন হিযাম ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (হারাম ও ভিক্ষা করা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবশূন্য ক'রে দেন।" *(বুখারী ১৪২৭নং)*

عن أَبِي أُمَامَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)).

(২৬৪২) আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে আদম সন্তান! উদ্বৃত্ত মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা রুখে রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। আর দরকার মত মালে নিন্দিত হবে না। প্রথমে তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। আর উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। (মুসলিম ২৪৩৫, আহমাদ ২২৬২১, তিরমিযী ২৩৪৩নং)

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((إنّ اللَّهَ تعالى سائِلٌ كلَّ راعٍ عَمّا اسْتَرْعاهُ أحَفِظَ ذلِكَ أمْ ضَيَّعَهُ حَتّى يَسأَلَ الرَّجُلَ عنْ أهْلِ بَيْتِهِ)).

(২৬৪৩) আনাস বিন মালেক ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার দায়িত্বাধীন ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে (কিয়ামতে) প্রশ্ন করবেন; 'সে কি তার যথার্থ রক্ষণা-বেক্ষণ করেছে, নাকি তার প্রতি অবহেলা করেছে?' এমন কি গৃহকর্তার নিকট থেকে তার পরিবারের লোকেদের বিষয়েও কৈফিয়ত নেবেন।" *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ৪৪৭৫, সহীহুল জামে' ১৭৭৪নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِى مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِى وَيَكْفِى بَنِىَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَىَّ فِى ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « خُذِى مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِى بَنِيكِ ».

(২৬৪৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা (আবূ সুফয়ানের স্ত্রী) মুআবিয়ার মা হিন্দ্ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন যে, 'আবূ সুফয়ান একজন কৃপণ লোক। আমি তার সম্পদ থেকে (তার অজান্তে) যা কিছু নিই, তা ছাড়া সে আমার ও আমার সন্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচ দেয় না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মোতাবেক খরচ (তার অজান্তে) নিতে পার।" *(বুখারী ২২১১, মুসলিম ৪৫৭৪-৪৫৭৭নং)*

পরের সংসার ভাঙ্গা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ».

(২৬৪৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসকে তার (স্বামী বা প্রভুর বিরুদ্ধে) প্ররোচিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আহমাদ ৯১৫৭, আবূ দাউদ ২১৭৭, হাকেম ২৭৯৫, ইবনে হিব্বান ৫৫৬০নং)*

عن بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا)).

(২৬৪৬) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমানতের কসম খায়। আর যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোন দাসকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, সে ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আহমাদ ২২৯৮০, বায্যার ৪৪২৫, ইবনে হিব্বান ৪৩৬৩, হাকেম ৪/২৮৯, সহীহুল জামে' ৫৪৩৬নং)*

খোলা ও তালাক

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)).

(২৬৪৭) ষাউবান ﷺ হতে বর্ণিত, "নবী ﷺ বলেন, "যে স্ত্রীলোক অকারণে তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইবে সে স্ত্রীলোকের জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যাবে।" *(আহমাদ ২২৩৭৯, আবূ দাঊদ ২২২৬, তিরমিযী ১১৮৭, ইবনে মাজাহ ২০৫৫নং, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী ৭/৩১৬, সহীহুল জামে' ২৭০৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ)).

(২৬৪৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, "নবী ﷺ বলেন, "খোলা তালাক প্রার্থিনী এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্নকারিণীরা মুনাফিক মেয়ে।" *(আহমাদ ৯৩৫৮, নাসাঈ ৩৪৬১, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৩২নং)*

عَنْ أَبِى مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« ثَلاَثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٍ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ) ».

(২৬৪৯) আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি দুআ করে কিন্তু কবুল হয় না; যে তার অসৎ চরিত্রের স্ত্রীকে তালাক দেয় না। যে ঋণ দিয়ে সাক্ষী রাখে না এবং যে নির্বোধকে নিজের অর্থ প্রদান করে; অথচ আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা নির্বোধদেরকে তোমাদের অর্থ প্রদান করো না।" *(নিসাঃ ২) (হাকেম ৩১৮১, বাইহাক্বী ২১০২২, সঃ জামে' ৩০৭৫নং)*

পর্দার বিধান

عَنْ أَبِى أُدَيْنَةَ الصَّدَفِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمَوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللَّهَ وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلاَتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ ».

(২৬৫০) আবূ উযাইনাহ স্বাদাফী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী সে, যে প্রেমময়ী, অধিক সন্তানদাত্রী, যে (স্বামীর) সহমত অবলম্বন করে, (স্বামীকে বিপদে-শোকে) সান্ত্বনা দেয় এবং সেই সাথে আল্লাহর ভয় রাখে। আর তোমাদের সবচেয়ে খারাপ মেয়ে তারা, যারা বেপর্দা, অহংকারী, তারা কপট নারী, তাদের মধ্যে লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট কাকের মত (বিরল) সংখ্যক বেহেশ্তে যাবে।" *(বাইহাক্বী ১৩২৫৬নং)*

عَنْ عَبْدِاللّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: ((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)).

(২৬৫১) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "মেয়ে মানুষ (সবটাই) লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তোলে।" *(তিরমিযী ১১৭৩, মিশকাত ৩১০৯ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলা হল গোপনীয় জিনিস। বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখতে থাকে।" *(ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ))

(২৬৫২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে না দেয়।" *(আহমাদ ১৪৬৫১, সহীহ তারগীব ১৬০নং)*

عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ خَرَجْتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ ؟)) قَالَتْ مِنْ الْحَمَّامِ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ)).

(২৬৫৩) উম্মে দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সাধারণ গোসলখানা হতে বের হলাম। ইত্যবসরে নবী ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, "কোত্থেকে, হে উম্মে দারদা?!" আমি বললাম, 'গোসলখানা থেকে।' তিনি বললেন, "সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যে কোনও মহিলা তার কোন মায়ের ঘর ছাড়া অন্য স্থানে নিজের কাপড় খোলে, সে তার ও পরম দয়াময় (আল্লাহর) মাঝে প্রত্যেক পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।" *(আহমাদ ২৭০৩৮, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ১৬২নং)*

عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِتْرًا)).

(২৬৫৪) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে নারী স্বগৃহ ছাড়া অন্য স্থানে নিজের পর্দা রাখে (কাপড় খোলে) আল্লাহ তার পর্দা ও লজ্জাশীলতাকে বিদীর্ণ করে দেন। (অথবা সে নিজে করে দেয়।) *(আহমাদ ২৬৬১১, ত্বাবারানী ৭১০, হাকেম ৭৭৮২, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৭৭৭৪নং))*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا)).

(২৬৫৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে মহিলা নিজের স্বামীগৃহ ছাড়া অন্য গৃহে নিজের কাপড় খোলে, সে আল্লাহ আয্যা অজাল্লা ও তার নিজের মাঝে পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।" *(আহমাদ ২৪১৪০, তিরমিযী ২৮০৩, ইবনে মাজাহ ৩৭৫০, হাকেম, সঃ জামে' ২৭১০নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

(২৬৫৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'কাফেলা আমাদের সামনে বেয়ে পার হত, তখন আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকতাম। তারা যখন আমাদের সামনাসামনি হত, তখন আমাদের প্রত্যেকে তার চাদরকে মাথার উপর থেকে চেহারায় টেনে নিত। তারপর তারা পার হয়ে গেলে আমরা চেহারা খুলে নিতাম।' *(আহমাদ ৬/৩০, আবূ দাউদ ১৮৩৫, বাইহাক্বী ৫/৪৮, আল্লামা আলবানীর নিকট হাদীসটি দুর্বল)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ)).

(২৬৫৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা সেই মহিলাদের নিকট গমন করো না যাদের স্বামীরা বিদেশে আছে। কারণ, শয়তান তোমাদের রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়।" *(আহমাদ ১৪৩২৪, সঃ তিরমিযী ৯৩৫নং, সঃ ইবনে মাজাহ ১৭৭৯নং)*

عن عمرو بن العاص ﷺ قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

(২৬৫৮) আম্র বিন আস ﷺ বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যে, আমরা যেন মহিলাদের নিকট তাদের স্বামীদের বিনা অনুমতিতে গমন না করি।" *(সঃ তিরমিযী ২২৩০, আবূ য়্যা'লা ৭৩৪১নং)*

عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا))، يَعْنِي زَانِيَةً.

(২৬৫৯) আবূ মূসা ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর রমণী যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন (পুরুষের) মজলিসের পাশ দিয়ে পার হয়ে যায় তাহলে সে এক বেশ্যা।" *(আহমাদ, সঃ তিরমিযী ২২৩৭, আবূ দাউদ ৪১৭৫নং)*

عن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((أَيُّمَا امْرَأَة تطَيَّبَتْ ثمَّ خَرَجَتْ إلى المَسجِدِ لمْ تُقْبَلْ لَها صلاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ)).

(২৬৬০) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে মহিলা সেন্ট্ ব্যবহার করে

মসজিদে যায়, সেই মহিলার গোসল না করা পর্যন্ত কোন নামায কবুল হবে না।” *(ইবনে মাজাহ ৪০০২, সজাঃ ২৭০৩নং)*

قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ مِنْ أَشْيَاخِ كُوفَى مَوْلَى أَبِى رُهْمٍ الْغِفَارِىِّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ضُحًى فَلَقِيَتْنَا امْرَأَةٌ بِهَا مِنَ الْعِطْرِ شَىْءٌ لَمْ أَجِدْ بِأَنْفِى مِثْلَهُ قَطُّ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ : عَلَيْكِ السَّلاَمُ. قَالَتْ : وَعَلَيْكَ. قَالَ : فَأَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتِ : الْمَسْجِدَ قَالَ فَلأَىِّ شَىْءٍ تَطَيَّبْتِ بِهَذَا الطِّيبِ قَالَتْ لِلْمَسْجِدِ قَالَ : آللَّهِ قَالَتْ : آللَّهِ ، قَالَ آللَّهِ قَالَتْ آللَّهِ قَالَ فَإِنَّ حِبِّى أَبَا الْقَاسِمِ –صلى الله عليه وسلم– أَخْبَرَنِى أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ لاِمْرَأَةٍ صَلاَةٌ تَطَيَّبَتْ بِطِيبٍ لِغَيْرِ زَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ فَاذْهَبِى فَاغْتَسِلِى مِنْهُ ثُمَّ ارْجِعِى فَصَلِّى.

(২৬৬১) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা চাশ্তের সময় তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদ প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবূ হুরাইরা মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, ‘আলাইকিস্ সালাম।’ মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, ‘কোথায় যাবে তুমি?’ সে বলল, ‘মসজিদে।’ বললেন, ‘কি জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি?’ বলল, ‘মসজিদের জন্য।’ বললেন, ‘আল্লাহর কসম?’ বলল, ‘আল্লাহর কসম।’ পুনরায় বললেন, ‘আল্লাহর কসম?’ বলল, ‘আল্লাহর কসম।’ তখন তিনি বললেন, ‘তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, “সেই মহিলার কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করে নেয়।” অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল করে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায পড়ো।’ *(আবূ দাউদ ৪১৭৬, নাসাঈ ৫১২৭, ইবনে মাজাহ ৪০০২, বাইহাকী ৫৫৮২, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩১নং)*

عن مَعْقِلِ بن يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ)).

(২৬৬২) মা’ক্বিল বিন য়্যাসার বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কোন ব্যক্তির মাথায় লৌহ সুচ দ্বারা খোঁচা যাওয়া ভালো, তবুও যে নারী তার জন্য অবৈধ তাকে স্পর্শ করা ভালো নয়।” *(ত্বাবারানী ১৬৮৮০- ১৬৮৮১, সিঃ সহীহাহ ২২৬ নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ».

(২৬৬৩) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামের অধিবাসী; যাদেরকে আমি দেখিনি। (তারা ভবিষ্যতে আসবে।) প্রথম শ্রেণী (অত্যাচারীর দল) যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক, যদ্দ্বারা তারা লোককে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয়

শ্রেণী হল সেই নারীদল; যারা কাপড় তো পরিধান করবে, কিন্তু তারা বস্তুতঃ উলঙ্গ থাকবে, যারা পুরুষদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, যাদের মস্তক (খোঁপা বাঁধার কারণে) উটের হিলে যাওয়া কুঁজের মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ ৮৬৬৫, মুসলিম ৫৭০৪, সিঃ সহীহাহ ১৩২৬নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ...)).

(২৬৬৪) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার শেষ যামানার উম্মতের মধ্যে কিছু এমন লোক হবে যারা ঘরের মত জিন্ (মোটর গাড়ি)তে সওয়ার হয়ে মসজিদের দরজায় দরজায় নামবে। (গাড়ি করে নামায পড়তে আসবে।) আর তাদের মহিলারা হবে অর্ধনগ্না; যাদের মাথা কৃশ উটের কুঁজের মত (খোঁপা) হবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো। কারণ, তারা অভিশপ্তা!" *(আহমাদ ৭০৮৩, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ২৬৮৩নং)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةَ.

(২৬৬৫) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রসূল ﷺ খোজা পুরুষ এবং পুরুষসুলভ আচরণ-কারিণী নারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, তোমাদের গৃহ হতে ওদেরকে বের করে দাও। তিনি স্বয়ং এক খোজাকে বহিষ্কার করেছেন এবং উমার ﷺ এক হিজড়ে নারীকে গৃহ হতে বহিষ্কার করেছেন।" *(আহমাদ ২০০৬, ২১২৩, বুখারী ৫৮৮৬নং)*

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى الْبَيْتِ فَقَالَ لأَخِى أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّى أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « لاَ يَدْخُلْ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ ».

(২৬৬৬) একদা নবী ﷺ উম্মে সালামার ঘরে ছিলেন। ঘরে একজন হিজড়ে ছিল। (তাকে যৌনকামনা-রহিত মনে করা হত, তাই নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাড়িতে প্রবেশ করত।) সে উম্মে সালামার ভাই আব্দুল্লাহকে বলল, 'ওহে আব্দুল্লাহ! কাল যদি আল্লাহ তোমাদেরকে তায়েফ জয় করার তওফীক দেন, তাহলে আমি তোমাকে গাইলানের বেটির কথা বলে দেব, যে সামনে এলে চারটি (ভুঁড়ির ভাঁজ দেখা) যায় এবং পিছন ফিরে গেলে আটটি (ভাঁজ দেখা) যায়!' এ কথা শোনার পর নবী ﷺ বললেন, "এ তো ওখানকার ব্যাপার চেনে! এ যেন

তোমাদের ঘরে অবশ্যই প্রবেশ না করে।” *(বুখারী ৪৩২৪, ৫২৩৫, মুসলিম ৫৮১৯-৫৮২০নং)*

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ.

(২৬৬৭) মহান আল্লাহ বলেন, “হে নবী! তুমি তোমার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (চেহারার) উপর টেনে নেয়---।” *(সূরা আহযাব ৫৯ আয়াত)*

উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে (মদীনার) আনসারদের মহিলারা যখন বের হল, তখন তাদের মাথায় (কালো) চাদর (বা মোটা ওড়না) দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওদের মাথায় কালো কাকের ঝাঁক বসে আছে!’ *(আবূ দাউদ ৪১০৩নং)*

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – أَنَّهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شَقَقْنَ أَكْنَفَ أو أَكْثَفَ مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

আল্লাহ তাআলার আদেশ, মুমিন মেয়েরা যেন তাদের ঘাড় ও বুককে মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে নেয়---। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

(২৬৬৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘পূর্বের মুহাজির মহিলাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা তাদের পরিধেয় কাপড়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মোটা কাপড়টিকে ফেড়ে মাথার ওড়না বানিয়ে মাথা (ঘাড়-গলা-বুক) ঢেকেছিল।’ *(আবূ দাউদ ৪১০৪নং)*

عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لِلنِّسَاءِ « اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.

(২৬৬৯) আবূ উসাইদ আনসারী শুনেছেন, মসজিদের বাইরে রাস্তায় নারী-পুরুষের মিশ্রণ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, “থামো! তোমাদের জন্য রাস্তার মাঝে চলা বৈধ নয়। তোমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে চল।” এ নির্দেশ শুনে মহিলা (রাস্তার পাশে বাড়ির) দেওয়ালের সাথে লেগে পথ চলত। এমনকি দেওয়াল ঘেষে চলার ফলে তার কাপড় দেওয়ালে আটকে যেত! *(আবূ দাউদ ৫২৭৪নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ

لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ: ((إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ)).

(২৬৭০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর এক রাত্রে সাওদা নিজের প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। তিনি দীর্ঘকায় মহিলা ছিলেন, যে তাঁকে চিনত, তার কাছে (তাঁর পরিচয়) গোপন থাকত না। তখন উমার বিন খাত্ত্বাব তাঁকে দেখলেন এবং বললেন, 'হে সাওদা! আল্লাহর কসম! তোমার পরিচয় আমাদের অজানা নয়। সুতরাং তুমি ভেবে দেখ, তুমি কীভাবে বের হচ্ছ?' (আয়েশা বলেন,) সুতরাং তিনি ফিরে গেলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ আমার ঘরে ছিলেন। তিনি রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল এক টুকরা (গোশ্ত-ওয়ালা) হাড্ডি। তিনি প্রবেশ ক'রে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার কিছু (জরুরী) প্রয়োজনে বের হয়েছিলাম। কিন্তু উমার আমাকে এই এই কথা বললেন।'(আয়েশা বলেন,) সুতরাং আল্লাহ তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ করলেন। অতঃপর অহীর অবস্থা দূরীভূত হল। তখনও হাড্ডি তাঁর হাতেই ধরা অবস্থায় ছিল, রেখে দেননি। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনে বের হবে।" *(বুখারী ৪৭৯৫নং)*

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا فَقَالَ: ((اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)). قَالَ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.

(২৬৭১) মুগীরা বিন শু'বাহ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে এক মহিলার কথা উল্লেখ করলাম, যাকে আমি বিবাহের প্রস্তাব দেব। তিনি বললেন, 'যাও, তুমি তাকে দেখে নাও। কারণ তা তোমাদের মাঝে প্রীতি সৃষ্টির বেশি অনুকূল।' সুতরাং আমি আনসারদের একটি মেয়ের ব্যাপারে তার বাপ-মাকে বিবাহের প্রস্তাব জানালাম এবং (দেখার ব্যাপারে) নবী ﷺ-এর কথা জানিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা যেন দেখার ব্যাপারটা অপছন্দ করল। মেয়েটি (ভিতর থেকে) এ কথা শুনে বলল, 'যদি আল্লাহর রসূল ﷺ আপনাকে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে ঠিক আছে। তা না হলে আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি (আপনি আমাকে দেখতে চাইবেন না)। সুতরাং (অনুমতি হলে) আমি তাকে দেখলাম এবং বিবাহ করলাম। *(আহমাদ ৪/২৪৪, ১৮১৩৭নং আঃ রায্যাক ১০৩৩৫, ইবনে আবী শাইবাহ ৪/৩৫৫, বাইহাক্বী ৭/৮৪, দারাকুত্বনী ৩১নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرَى فِى وَجْهِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ – وَهُوَ حَلِيفُهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– «

أَرْضِعِيهِ ». قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَقَالَ « قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ».

(২৬৭২) আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত, সালেম ﷺ আবূ হুযাইফা ﷺ-এর (নিষেধ হওয়ার পূর্বে) পোষ্যপুত্র ছিলেন। তিনি নিজ ভাইঝির সাথে তাঁর বিয়েও দিয়েছিলেন। সালেম যখন বড় হলেন, তখন আবূ হুযাইফার স্ত্রী সাহলা বিন্তে সুহাইল অনুভব করলেন, সালেমের ব্যাপারে তাঁর স্বামীর মনে ঈর্ষা সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু তিনি তাঁর নিকট পর্দা করেন না। সুতরাং তিনি মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বললে তিনি ﷺ বললেন, "ওকে তুমি পাঁচবার তোমার দুধ পান করিয়ে দাও, ও তোমার (দুধ-বেটা) মাহরাম হয়ে যাবে।" সাহলা বললেন, 'ও তো বড় হয়ে গেছে, ওর দাড়ি বেরিয়ে গেছে!' নবী ﷺ মুচকি হেসে বললেন, "আমি জানি ও বড় হয়ে গেছে।" *(মুসলিম ৩৬৭৩-৩৬৭৭নং)*

جَاءَت النبي ﷺ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا فَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((نَعَمْ)). وَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْهَا..... قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُكَ تَصْرِفُ وَجْهَ ابْنِ أَخِيكَ قَالَ: ((إِنِّي رَأَيْتُ غُلَامًا شَابًّا وَجَارِيَةً شَابَّةً فَخَشِيتُ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ)).

(২৬৭৩) হজ্জের সময় কুরবানীর দিন খাষআম গোত্রের এক সুন্দরী যুবতী নবী ﷺ-এর নিকট এসে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আমার আব্বা (দাদা) খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছে এবং তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু সে সওয়ারীতে বসে থাকতে পারবে না। আমি যদি তার তরফ থেকে হজ্জ করি, তাহলে যথেষ্ট হবে কি?' নবী ﷺ বললেন, "তুমি তোমার আব্বার তরফ থেকে হজ্জ কর। (যথেষ্ট হবে।)"

সেই সময় ফায্‌ল ইবনে আব্বাস তাঁর পিছনে সওয়ারীর উপর বসে ছিলেন। তিনি ঐ যুবতীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তা দেখে নবী ﷺ তাঁর মুখটা হাতে ক'রে ঘুরিয়ে দিলেন। আলী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের মুখটা ফিরিয়ে দিলেন কেন?' তিনি বললেন, "যুবক-যুবতীকে (তাকাতাকি করতে) দেখলাম এবং শয়তান থেকে তাদেরকে নিরাপদ মনে করলাম না।" *(আহমাদ ৫৬৪, ৩৩৭৫, বুখারী ৬২২৮, মুসলিম ৩৩১৫)*

বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে একত্রবাস করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ }[الأحزاب : ٥٣]

অর্থাৎ, তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। *(সূরা আহ্‌যাব ৫৩ আয়াত)*

وَعَنْ عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ !)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ : ((الحَمْوُ المَوْتُ !)) . متفق عَلَيْهِ

(২৬৭৪) উক্ববা ইবনে আমের ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা (বেগানা) নারীদের নিকট (একাকী) যাওয়া থেকে বিরত থাক।" (এ কথা শুনে) জনৈক আনসারী নিবেদন করল, 'স্বামীর আত্মীয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?' তিনি বললেন, "স্বামীর আত্মীয় তো মৃত্যুসম (বিপজ্জনক)।" *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১নং)*

*** 'স্বামীর আত্মীয়' যেমন, তার ভাই, ভাইপো, চাচাতো (মামাতো, খালাতো ফুফাতো) ভাই ইত্যাদি।*

(প্রকাশ থাকে যে, স্বামীর ছোট ভাই কোন মুসলিম মহিলার 'দেওর' 'দেবর' বা দ্বিতীয় বর হতে পারে না। মহিলার উচিত, তাকে দ্বিতীয় বর বা উপহাসের পাত্র মনে না করে নিজ ছোট ভাই সম গণ্য করা। যেমন ঐ ভাইয়ের উচিত, ভাবীকে 'ভাবের ই' মনে না করে নিজ বড় বোন সম গণ্য করা।)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ)). قُلْنَا وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ؛ ((وَمِنِّي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ)).

(২৬৭৫) জাবের ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, "তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আর আপনার?' তিনি বললেন, "আমারও। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাই আমি নিরাপদ থাকি।" *(আহমাদ ১৪৩২৪, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)*

وعَنِ ابنِ عباس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ». متفق عَلَيْهِ

(২৬৭৬) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মাহরামের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনবাস না করে।" *(বুখারী ৫২৩৩, মুসলিম ৩৩৩৬নং)*

(যার সাথে চিরতরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম, তাকেই মাহরাম বা এগানা বলে। আর এর বিপরীত যার সাথে কোনও সময় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন জায়েয, তাকেই গায়র মাহরাম বা বেগানা বলে।)

عن عمر بن الخطاب ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ((أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، إلاَّ كَانَ ثَالِثَهَمَا الشَّيْطَانُ)).

(২৬৭৭) উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" *(সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং, নাসাঈর কুবরা ৯২১৯, বাইহাক্বী ১৩৯০৪, হাকেম ৩৮৭, ৩৯০, ত্বাবারানী ৫৬১নং)*

وَعَنْ بُرَيدَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إلاَّ وُقِفَ

لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضى)) ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا ظَنُّكُمْ ؟)). رواه مسلم

(২৬৭৮) বুরাইদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের পক্ষে মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা তাদের নিজেদের মায়ের মর্যাদার মত। স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ ব্যক্তির পরিবারের প্রতিনিধিত্ব (দেখা-শুনা) করে, অতঃপর তাদের ব্যাপারে সে তার খেয়ানত ক'রে বসে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে মুজাহিদের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে এবং সে তার নেকীসমূহ থেকে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছামত নেকী নিয়ে নেবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তোমাদের ধারণা কী? (সে কি তখন তার কাছ থেকে নেকী নিতে ছাড়বে?)" *(মুসলিম ৫০১৭নং)*

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ قَالَ « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ « اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ».

(২৬৭৯) বাহয বিন হাকীম তিনি তাঁর পিতা তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের গোপনাঙ্গ কী গোপন করব, আর কী বর্জন করব?' তিনি বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা আপোসে এক জায়গায় থাকলে?' তিনি বললেন, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা মোটেই দেখতে না পায়।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কেউ যদি নির্জনে থাকে?' তিনি বললেন, "মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।" *(আবূ দাউদ ৪০১৯, তিরমিযী ২৭৯৪, ইবনে মাজাহ ১৯২০, মিশকাত ৩১১৭নং)*

عَن عبد الله بن جَعْفَر بن أبي طَالب قَالَ : سَمِعت رَسُول الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم – يَقُول : «مَا بَين السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة عَورَة»

(২৬৮০) আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবী তালেব ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "(পুরুষের) নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান হল লজ্জাস্থান।" *(হাকেম ৬৪১৮, সহীহুল জামে' ৫৫৮৩ নং)*

عن جرهد قال قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا جَرْهَدُ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ)).

(২৬৮১) জারহাদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন, "হে জারহাদ! তুমি তোমার জাং ঢেকে নাও। কারণ, জাং হল লজ্জাস্থান।" *(আহমাদ ১৫৯৩৩, আবূ দাউদ ৪০১৬, তিরমিযী ২৭৯৮, হাকেম ৬৬৮৪, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৪১৫৭, ৭৯০৬ নং)*

عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ

أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ».

(২৬৮২) য়্যা'লা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ অতি লজ্জাশীল ও গোপনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তাকে পছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ গোসল করলে সে যেন পর্দা করে নেয়।" *(আহমাদ ১৭৫০৯, আবূ দাউদ ৪০১২, নাসাঈ ৪০৬নং)*

মেড়া পুরুষ

عن ابن عمر ﷺ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثُ...)).

(২৬৮৩) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তাদের প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং দাইয়ূস (মেড়া) পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।) *(আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈ ২৫৬২, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

শরয়ী কারণ যেমন বিবাহ প্রভৃতি উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পুরুষের সামনে কোন নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)). رواه البخاري

(২৬৮৪) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন মহিলা যেন অন্য কোন মহিলাকে (নগ্ন) কোলাকুলি না করে। (কারণ) সে পরে তার স্বামীর কাছে তা এমনভাবে বর্ণনা করবে যে, যেন সে (তা শুনে) ঐ মহিলাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করছে।" *(বুখারী ৫২৪০-৫২৪১নং)*

(হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নারী যেন অন্য নারীর কাছেও নিজ দেহের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। কারণ, সে তার স্বামীর কাছে যখন তার ঐ সৌন্দর্য বর্ণনা করবে, তখন হয়ত তার স্বামী ফিতনায় পড়ে গিয়ে স্বয়ং বর্ণনাকারিণীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং প্রতিটি নারীকে নিজের মাথায় হাঁড়ি ভাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকা অবশ্য কর্তব্য।)

সতীনের জ্বালা

عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَتْ إِنَّ لِى ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِى بِمَا لَمْ يُعْطِنِى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ ».

(২৬৮৫) আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমার এক স্বপত্নী আছে। তাই স্বামী আমাকে তার সম্পদ থেকে যা দেয় না, তা নিয়ে যদি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করি তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে কি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যা দেওয়া হয়নি তা নিয়ে পরিতৃপ্তি প্রকাশকারী মিথ্যা দুই বস্ত্র পরিধানকারীর ন্যায়।" *(বুখারী ৫২১৯, মুসলিম ৫৭০৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((....وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا)).

(২৬৮৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কোন মহিলা তার বোনের (সতীনের) তালাক চাইবে না; যাতে সে তার পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেয়। (এবং একাই স্বামী-প্রেমের অধিকারিণী হয়।)" *(বুখারী ২৭২৩, মুসলিম ৩৫২৪নং)*

আত্মমর্যাদা ও ঈর্ষা

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِى لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ عَنْهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ...)).

(২৬৮৭) মুগীরা বিন শু'বাহ বলেন, একদা সা'দ বিন উবাদাহ বললেন, 'যদি কোন ব্যক্তিকে আমার স্ত্রীর সাথে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখি, তাহলে তরবারির ধারালো দিকটা দিয়ে তাকে আঘাত করব।' এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, "তোমরা কি সা'দের ঈর্ষায় আশ্চর্যান্বিত হও? নিশ্চয় আমি ওর থেকে বেশি ঈর্ষাবান এবং আল্লাহ আমার থেকেও বেশি ঈর্ষাবান। আল্লাহর ঈর্ষার জন্য তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করেছেন। আল্লাহর চেয়ে বেশি ঈর্ষাবান কেউ নেই।" *(বুখারী ৭৪১৬, মুসলিম ৩৮৩৭নং)*

সন্তান প্রতিপালন

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ – أَوْ أَمْسَيْتُمْ – فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا....».

وفي رواية: « غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً ».

(২৬৮৮) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সন্ধ্যা হলে শিশুদেরকে বাইরে ছেড়ো না। কারণ ঐ সময় শয়তানদল ছড়িয়ে পড়ে। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত

হলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। (শয়নকালে) সমস্ত দরজা অর্গলবদ্ধ কর এবং (সেই সাথে) আল্লাহর নামের স্মরণ নাও। কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না।” *(বুখারী ৩২৮০, মুসলিম ৫৩৬৮নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “পাত্র আবৃত কর, মশক বেঁধে দাও, দরজা বন্ধ করে দাও, বাতি নিভিয়ে দাও। যেহেতু শয়তান (বিসমিল্লাহ বলে) বাঁধা মশক খোলে না, বন্ধ দরজা খোলে না এবং ঢাকা পাত্রও খোলে না।” *(মুসলিম ৫৩৬৪নং)*

عن الحسن قال رسول الله ﷺ: ((أحَبُّ العِبادِ إلى الله تعالى أنْفَعُهُمْ لِعِيالِهِ)). (عبدُ الله) في زَوائِدِ الزُّهْدِ عن الحَسَنِ مُرْسَلاً .

(২৬৮৯) হাসান কর্তৃক মুরসাল হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সেই ব্যক্তি, যে তার সন্তান-সন্ততির জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।” *(সঃ জামে’ ১৭২নং)*

عن الأسود بن خلف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم: ((إنّ الوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَجْهَلَةٌ مَحْزَنَةٌ)).

(২৬৯০) আসওয়াদ বিন খালাফ ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “সন্তান কার্পণ্য, ভীরুতা, অজ্ঞতা ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টিকারী জিনিস।” *(হাকেম ৫২৮৪, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ১৯৯০নং)*

কন্যা প্রতিপালন

عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَتْ جَاءَتْنِى امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِى فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِى شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « مَنِ ابْتُلِىَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ».

(২৬৯১) নবী-পত্নী আয়েশা رضي الله عنها প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট একটি মহিলা তার দুটি কন্যাকে সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে (গৃহে) প্রবেশ করল। কিন্তু সে আমার নিকট খেজুর ছাড়া আর কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলে সে সেটিকে দুই খন্ডে ভাগ করে তার দু’টি মেয়েকে খেতে দিল। আর নিজে তা হতে কিছুও খেল না! অতঃপর সে ও তার দুই মেয়ে উঠে বের হয়ে গেল। তারপর নবী ﷺ আমাদের নিকট এলে আমি ঐ কথা তাঁকে জানালাম। ঘটনা শুনে তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি এই একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।” *(বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ৬৮৬২নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মিসকীন মহিলা তার দু'টি কন্যাকে (কোলে) বহন ক'রে আমার কাছে এল। আমি তাকে তিনটি খুরমা দিলাম। অতঃপর সে তার কন্যা দু'টিকে একটি একটি ক'রে খুরমা দিল এবং সে নিজে খাবার জন্য একটি খুরমা মুখ-পর্যন্ত তুলল। কিন্তু তার কন্যা দু'টি সেটিও খেতে চাইল। সুতরাং মহিলাটি যে খেজুরটি নিজে খেতে ইচ্ছা করেছিল সেটিকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে তাদের মধ্যে বন্টন ক'রে দিল। (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন,) তার (এ) অবস্থা আমাকে অভিভূত করল। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলাম। নবী ﷺ বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য তার এ কাজের বিনিময়ে জান্নাত ওয়াজিব ক'রে দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন।" *(মুসলিম ৬৮-৬৩নং)*

এক বর্ণনায় আছে, মা আয়েশা ঐ মহিলা ও তার মেয়েদের অভাব ও ক্ষুধা দেখে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর নবী ﷺ বাসায় এলে তিনি তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মা আয়েশা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে নবী ﷺ ঐ হাদীস বর্ণনা করলেন। *(মুসনাদ ত্বায়ালিসী ১/২০৪)*

عَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ حَتَّى يَمُتْنَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

(২৬৯২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব।" *(আহমাদ ১২৪৯৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬ নং)*

শিশুর নাম

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ « إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ ».

(২৬৯৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হল শাহানশাহ।" *(বুখারী ৬২০৬, মুসলিম ৫৭৩৪নং)*

(২৬৯৪) নবী ﷺ বিচারক এক সাহাবীর উপনাম 'আবুল হাকাম' পরিবর্তন ক'রে বলেছিলেন,

« إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ ».

"নিশ্চয় আল্লাহই 'হাকাম' (বিচারক), সকল বিচার-ফায়সালা তাঁরই।" *(আবু দাউদ ৪৯৫৭, নাসাঈ ৫৩৮৭, হাকেম ৬২নং)*

(২৬৯৫) এক জনের নাম বার্রাহ (পুণ্যময়ী) রাখা হলে তিনি বলেন,

« لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ ، سَمُّوهَا زَيْنَبَ ».

"তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কারণ আল্লাহই সম্যক্ জানেন তোমাদের মধ্যে পূণ্যময়ী কে এবং পাপময়ী কে। বরং ওর নাম যয়নাব রাখ।" *(মুসলিম ৫৭৩৩, আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী, আবূ দাঊদ ৪৯৫৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১০ নং)*

পরিবার-পরিজন, স্বীয় জ্ঞানসম্পন্ন সন্তান-সন্ততি ও আপন সমস্ত অধীনস্থদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ দেওয়া, তাঁর অবাধ্যতা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা, তাদেরকে আদব শেখানো এবং শরয়ী নিষিদ্ধ জিনিষ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা ওয়াজেব।

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا } [طه : ١٣٢]

অর্থাৎ, তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচলিত থাক। *(সূরা ত্বাহা ১৩২আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً } [التحريم : ٦]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كَخْ كَخْ إرْمِ بِهَا ، أمَا عَلِمْتَ أنَّا لاَ نَأكُلُ الصَّدَقَةَ !؟)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رِوَايَةٍ : ((أنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)) .

(২৬৯৬) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, হাসান বিন আলী ﷺ সাদকার একটি খুরমা নিয়ে তাঁর মুখে রাখলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ছিঃ ছিঃ! ফেলে দাও। তুমি কি জান না যে, আমরা সাদকাহ খাই না?" *(বুখারী ১৪৯১, ৩০৭২, মুসলিম ২৫২২নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, "আমাদের জন্য সাদকাহ হালাল নয়।"

وَعَن أَبي حَفصٍ عُمَرَ بنِ أَبي سَلَمَةَ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الأسَدِ رَبيبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ غُلاَماً فِي حِجرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهَ تَعَالَى، وَكُلْ بيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)). فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتي بَعْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২৬৯৭) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৎ ছেলে আবূ হাফ্স উমার ইবনে আবী সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আমি ছোট হিসাবে নবী ﷺ-এর কোলে ছিলাম। খাবার (সময়) বাসনে আমার হাত ঘুরছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "ওহে কিশোর! 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছ থেকে খাও।"

তারপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করে আসছি।' *(বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম ৫৩৮৮নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ فِي أهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২৬৯৮) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল। সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ৪৮২৮নং)*

وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مُرُوا أوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ، وَهُمْ أبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ)).

حديث حسن رواه أَبُو داود بإسناد حسن

(২৬৯৯) আম্‌র ইবনে শুআইব ﷺ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আম্‌রের দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামাযের আদেশ দাও; যখন তারা সাত বছরের হবে। আর তারা যখন দশ বছরের সন্তান হবে, তখন তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" *(আবূ দাউদ ৪৯৫নং)*

وَعَن أَبِي ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بنِ مَعبَدٍ الجُهَنِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ)). حديث حسن رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن)) . ولفظ أَبِي داود : ((مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ)).

(২৭০০) আবূ যুরাইয়াহ সাবরাহ ইবনে মা'বাদ জুহানী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা শিশুকে সাত বছর বয়সে নামায শিক্ষা দাও এবং দশ বছর বয়সে তার জন্য তাকে মার।" *(আবূ দাউদ ৪৯৪, তিরমিযী ৪০৭নং)*

আবূ দাউদের শব্দে ঃ "শিশু সাত বছর বয়সে পৌঁছলে তাকে তোমরা নামাযের আদেশ দাও।"

ঘর কেমন হবে?

عن سعد بن أبى وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((طَهِّرُوا أفْنِيَتَكُمْ فَإِنَّ الْيَهُودَ لاَ تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا)).

وفي رواية: ((طَيِّبُوا سَاحاتِكُمْ فَإِنَّ أَنْتَنَ السَّاحَاتِ سَاحَاتُ الْيَهُودِ)).

(২৭০১) সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের গৃহের আঙ্গিনা (সম্মুখভাগকে) পরিচ্ছন্ন রাখ। কারণ, সবচেয়ে নোংরা আঙ্গিনা হল ইয়াহুদীদের আঙ্গিনা।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪০৫৭, সঃ জামে' ৩৯৩৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা তোমাদের গৃহের আঙ্গিনা (সম্মুখভাগকে) পরিচ্ছন্ন রাখ। কারণ, ইয়াহুদীরা তাদের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখে না।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সঃ জামে' ৩৯৪১নং)*

عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ((ثلاثةٌ مِنَ السَّعادَةِ وثلاثةٌ مِنَ الشَّقاءِ فَمِنَ السَّعادَةِ المَرْأةُ الصَّالِحَةُ تَراها فَتُعْجِبُكَ وَتَغِيبُ عَنْها فَتَأْمَنُها على نَفْسِها ومالِكَ والدَّابَةُ تَكُونُ وَطِيئَةً فَتُلْحِقُكَ بأصْحابِكَ والدَّارُ تَكُونُ واسِعَةً كَثِيرةَ المَرافِقِ وَمِنَ الشَّقاءِ المَرأةُ تَراها فَتَسُوءُكَ وَتَحْمِلُ لِسانِها عَلَيْكَ وإنْ غِبْتَ عنها لم تأمَنها على نَفْسِها ومالِكَ والدَّابَةُ تَكُون قَطُوفاً فإنْ ضَرَبْتَها أتْعَبَتْكَ وإنْ تَرَكْتَها لَم تُلْحِقْكَ بأصْحابِكَ والدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ المَرافِقِ)).

(২৭০২) সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সৌভাগ্য ও সুখের বস্তু হল তিনটি এবং দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বস্তু হল তিনটি; (তন্মধ্যে প্রথম হল,) সতী ও পূণ্যময়ী স্ত্রী, যাকে দেখলে (তার সুন্দর স্বভাব-চরিত্রের ফলে) তোমার মন তুষ্ট ও হর্ষোৎফুল্ল হয়। তোমার অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে এবং তোমার সম্পদের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পার। (দ্বিতীয় হল,) তেজস্বী ও শান্ত সওয়ারী (দ্রুতগামী গাড়ি), যা তোমাকে সফরের সঙ্গীদের সাথে মিলিত করে। আর (তৃতীয় হল,) প্রশস্ত ও বহু কক্ষবিশিষ্ট গৃহ। এ তিনটি সৌভাগ্যের সম্পদ। পক্ষান্তরে (দুর্ভাগ্যের প্রথম বস্তু হল,) এমন স্ত্রী; যাকে দেখলে তোমার মন তিক্ত হয়। যে তোমার উপর জিব লম্বা করে; এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তার এবং তোমার সম্পদের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পার না। (দ্বিতীয় হল,) নিস্তেজ সওয়ারী (পশু বা গাড়ি) যদি তাকে চালাবার জন্য প্রহার কর, তাহলে তোমাকে কষ্ট দেয় এবং যদি উপেক্ষা কর, তাহলে সঙ্গীদের সাথে মিলিত করে না। আর (তৃতীয় হল,) সংকীর্ণ ও অল্প কক্ষবিশিষ্ট গৃহ। এ তিনটি দুর্ভাগ্যের আপদ।" *(হাকেম ২৬৮৪, সঃ জামে' ৩০৫৬নং)*

আম্বিয়া অধ্যায়

আদম ﷺ-এর সৃষ্টিকথা

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ فَإِنَّهَا

تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ قَالَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ – قَالَ – فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ – قَالَ – فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الآنَ ».

(২৭০৩) আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আদমকে তার আকারে সৃষ্টি করেছেন, যার দৈর্ঘ্য হল ষাট হাত। সুতরাং যখন তাঁকে সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, 'তুমি যাও এবং ঐ যে ফিরিশ্তামন্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদের উপর সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কি জবাব দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুনো। কেননা, ওটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততির সালাম বিনিময়ের রীতি।' সুতরাং তিনি (তাঁদের কাছে গিয়ে) বললেন, 'আসসালামু আলায়কুম'। তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আসসালামু আলাইকা অরাহমাতুল্লাহ'। অতএব তাঁরা 'অরাহমাতুল্লাহ' শব্দটা বেশী বললেন। যারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তাদের প্রত্যেকে হবে তাঁর আকারের (ষাট হাত)। তখন থেকে এ যাবৎ সৃষ্টি (মানুষের দৈর্ঘ্য) কম হয়ে আসছে।" *(বুখারী ৬২২৭, মুসলিম ৭৩৪২নং)*

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ.

(২৭০৪) আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন এক মুষ্টি মাটি থেকে, যা তিনি সারা পৃথিবী থেকে গ্রহণ করেছেন। তাই আদম সন্তান মাটি অনুসারে বিকাশ লাভ করেছে। তাদের কেউ রক্তিমবর্ণ, কেউ গৌরবর্ণ, কেউ কৃষ্ণবর্ণ, আবার কেউ এ সবের মাঝামাঝি। কেউ সহজ-সরল, কেউ দুর্দম-কঠিন, কেউ নোংরা চরিত্রের, কেউ সুন্দর চরিত্রের এবং কেউ এ সবের মাঝামাঝি।" *(আহমাদ ১৯৫৮২, আবূ দাউদ ৪৬৯৫, তিরমিযী ২৯৫৫নং)*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِى الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لاَ يَتَمَالَكُ ».

(২৭০৫) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ যখন জান্নাতে আদমের মূর্তি তৈরি করলেন, তখন তাঁর ইচ্ছামতো কিছুদিন তাকে বর্জন করলেন। ইবলীস তার চারিপার্শ্ব ঘুরতে লাগল এবং দেখতে লাগল সেটা কী। অতঃপর সে যখন দেখল, তা ফাঁপা, তখন সে জানতে পারল, সে হবে এমন সৃষ্টি, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।" *(মুসলিম ৬৮১৫নং)*

وَعَنْ أبي هريرة ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ : ((خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَومَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الجِبَالَ يَومَ الأَحَدِ ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَومَ الاِثْنَينِ ، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَومَ الثُّلاَثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَربعَاءِ ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوابَّ يَومَ الخَمِيسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ ﷺ ، بَعْدَ العَصْرِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فِي

آخِرِ الخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ)). رواه مسلم

(২৭০৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমার হাত ধরে বললেন, "আল্লাহ তাআলা শনিবার যমীন সৃষ্টি করেছেন, রবিবার তার মধ্যে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন। সোমবার সৃষ্টি করেছেন গাছ-পালা। মঙ্গলবার মন্দ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। বুধবার আলো সৃষ্টি করেছেন। তাতে (যমীনে) জীবজন্তু ছড়িয়েছেন বৃহস্পতিবার। আর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করার পর পরিশেষে জুমআর দিন আসরের পর দিনের শেষভাগে আসর ও রাতের মাঝামাঝি সময়ে (আদি পিতা) আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন।" *(মুসলিম ৭২৩১নং)*

ইব্রাহীম ﷺ ও ইসমাঈল ﷺ-এর কথা

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ إِبرَاهِيمُ ﷺ بِأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيل وَهِيَ تُرْضِعُهُ ، حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ البَيْتِ ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى المَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَاباً فِيهِ تَمْرٌ ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقاً ، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلاَ شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً ، وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ : آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : إِذاً لاَ يُضَيِّعُنَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَونَهُ ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : { رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ } حَتَّى بَلَغَ { يَشْكُرُونَ } [إبراهيم : ٣٧] . وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ، وَعَطِشَ ابْنُهَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى – أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ – فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً . فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِي ، رَفَعَت طَرَفَ دِرْعِهَا ، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ المَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِي ، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا ، فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَداً ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((فَلِذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا)) ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتاً ، فَقَالَتْ : صَهْ – تُرِيدُ نَفْسَهَا – ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيضاً ، فَقَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ ، فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ – أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ – حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ . وَفِي رِوَايَةٍ : بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ – أَوْ

قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ – لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً)) قَالَ : فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا المَلَكُ : لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتاً للهِ يَبْنِيهِ هَذَا الغُلاَمُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُضَيِّعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ البَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ ، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءَ ، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ ، فَرَأَوْا طَائِراً عائِفاً ، فَقَالُوا : إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بِهَذا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ. فَأَرْسَلُوا جَرِيّاً أَوْ جَرِيَّيْنِ ، فَإِذَا هُمْ بِالمَاءِ . فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ ، فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءِ ، فَقَالُوا : أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، وَلَكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي المَاءِ، قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، وَهِيَ تُحِبُّ الأُنْسَ)) فَنَزَلُوا ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِهَا أَهْلَ أَبْيَاتٍ وَشَبَّ الغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ : وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَما تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا – وفي روايةٍ : يَصِيدُ لَنَا – ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرٍّ ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئاً ، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي : كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ . قَالَ : فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ : غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قَالَ : ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ ! اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ . فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ . قَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ : كَيفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِخَيرٍ وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ . فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتْ : اللَّحْمُ ، قَالَ : فمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَت : الماءُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ، قَالَ : فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلاَّ لَمْ يُوَافِقَاهُ .

وَفِي رواية : فَجَاءَ فَقَالَ : أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ ؟ فَقَالَتْ امْرأتُهُ : ذَهَبَ يَصِيدُ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : أَلاَ تَنْزِلُ ، فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ ؟ قَالَ : وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ : طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا المَاءُ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرابِهِمْ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ : بَرَكَةُ دَعوَةِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمُرِيهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ

أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ . قَالَ : فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ : ذَاكَ أَبِي ، وَأَنْتِ العَتَبَةُ ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ . ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيباً مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ وَالوَلَدُ بِالوَالِدِ . قَالَ : يَا إِسْمَاعِيلُ ، إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ ، قَالَ : فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ ؟ قالَ : وَتُعِينُنِي ، قَالَ : وَأُعِينُكَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي بَيْتاً هَاهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ البِنَاءُ، جَاءَ بِهذَا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولاَنِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ} [البقرة: ١٢٧]

وفي روايةٍ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ : يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا ؟ قَالَ : إِلَى اللهِ ، قَالَتْ : رَضِيْتُ بِاللهِ ، فَرَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدُرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا ، حَتَّى لَمَّا فَنِيَ المَاءُ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً . قَالَ : فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَداً ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً ، فَلَمَّا بَلَغَتِ الوَادِيَ سَعَتْ، وَأَتَتِ المَرْوَةَ ، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطاً ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ ، كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً ، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً ، حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعاً، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ : أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإِذَا جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا ، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الأَرْضِ ، فَانْبَثَقَ المَاءُ فَدَهِشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ ، رواه البخاري بهذه الروايات كلها.

(২৭০৭) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ইব্রাহীম ﷺ ইসমাঈলের মা (হাজার; যা বাংলায় প্রসিদ্ধ হাজেরা) ও তাঁর দুধের শিশু ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘরের নিকট এবং যমযমের উপরে একটি বড় গাছের তলে (বর্তমান) মসজিদের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় তাঁদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল জনমানব, না ছিল কোন পানি। সুতরাং সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইব্রাহীম ﷺ ফিরে যেতে লাগলেন। তখন ইসমাঈলের মা তাঁর পিছু পিছু ছুটে এসে বললেন, 'হে ইব্রাহীম! আমাদেরকে এমন এক উপত্যকায় ছেড়ে দিয়ে আপনি

কোথায় যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সঙ্গী-সাথী আর না আছে অন্য কিছু?' তিনি বারংবার এ কথা বলতে থাকলেন। কিন্তু ইব্রাহীম ﷺ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে এর হুকুম দিয়েছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।' উত্তর শুনে হাজেরা বললেন, 'তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না।' অতঃপর হাজেরা ফিরে এলেন।

ইব্রাহীম ﷺ চলে গেলেন। পরিশেষে যখন তিনি (হাজূনের কাছে) সানিয়্যাহ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ ক'রে দু'হাত তুলে এই দুআ করলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে ফল-ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম; হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী ক'রে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" *(সূরা ইব্রাহীম ৩৭ আয়াত)*

(অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ চলে গেলেন।) ইসমাঈলের মা শিশুকে দুধ পান করাতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে ঐ মশকের পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি নিজেও পিপাসিত হলেন এবং (ঐ কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন, (পিপাসায়) শিশু মাটির উপর ছট্‌ফট্‌ করছে। শিশু পুত্রের (এ করুণ অবস্থার) দিকে তাকানো তার পক্ষে সহ্য হচ্ছিল না। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থান ক্ষেত্রের নিকটতম পর্বত হিসাবে 'স্বাফা'কে পেলেন। তিনি তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে উপত্যকার দিকে মুখ ক'রে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন স্বাফা পর্বত থেকে নেমে আসলেন। অতঃপর যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন আপন পিরানের (ম্যাক্সির) নিচের দিক তুলে একজন শ্রান্তক্লান্ত মানুষের মত দৌড়ে উপত্যকা পার হলেন। অতঃপর 'মারওয়া' পাহাড়ে এসে তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কাউকে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। (এইভাবে তিনি পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে) সাতবার (আসা-যাওয়া) করলেন। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "এ কারণে (হজ্জের সময়) হাজীগণের এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।"

এভাবে শেষবার যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি নিজেকেই বললেন, 'চুপ!' অতঃপর তিনি কান খাড়া ক'রে ঐ আওয়াজ শুনতে লাগলেন। আবারও সেই আওয়ায শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, 'তোমার আওয়াজ তো শুনতে পেলাম। এখন যদি তোমার কাছে সাহায্যের কিছু থাকে, তবে আমাকে সাহায্য কর।' হঠাৎ তিনি যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে (জিব্রীল) ফিরিশ্তাকে দেখতে পেলেন। ফিরিশ্তা তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে অথবা নিজ ডানা দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি প্রকাশ পেল। হাজেরা এর চার পাশে নিজ হাত দ্বারা বাঁধ দিয়ে তাকে হওযের রূপদান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার ভরা শেষ হলেও পানি উথলে উঠতে থাকল।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের উপর করুণা বর্ষণ করুন। যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন। অথবা যদি তিনি অঞ্জলি দিয়ে মশক না ভরতেন, তবে যমযম (কূপ না হয়ে) একটি প্রবহমান ঝর্ণা হত।"

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হাজেরা নিজে পানি পান করলেন এবং শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফিরিশ্তা তাঁকে বললেন, 'ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা, এখানেই মহান আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনর্নির্মাণ করবেন। আর আল্লাহ তাঁর খাস লোককে ধ্বংস করেন না।' ঐ সময় বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘরের পরিত্যক্ত স্থানটি) যমীন থেকে টিলার মত উঁচু হয়ে ছিল। স্রোতের পানি এলে তার ডান-বাম দিয়ে বয়ে যেত।

হাজেরা এইভাবে দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত জুরহুম গোত্রের কিছু লোক 'কাদা' নামক স্থানের পথ বেয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। তারা মক্কার নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল কতকগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, 'নিশ্চয় এই পাখিগুলি পানির উপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু কখনো এখানে কোন পানি দেখিনি।' অতঃপর তারা একজন বা দু'জন দূত সেখানে পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর দিল। খবর পেয়ে সবাই সেদিকে এসে দেখল, ইসমাঈলের মা পানির নিকট বসে আছেন। তারা তাঁকে বলল, 'আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কি?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ। তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন স্বত্বাধিকার থাকবে না।' তারা বলল, 'ঠিক আছে।'

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "এ ঘটনা ইসমাঈলের মায়ের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। যেহেতু তিনি তো সঙ্গী-সাথীই চাচ্ছিলেন। সুতরাং তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল। তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের অনেক ঘর-বাড়ি হল। ইসমাঈলও বড় হলেন। তাদের নিকট থেকে (তাদের ভাষা) আরবী শিখলেন। বড় হলে তারা তাঁকে পছন্দ করল এবং তাঁর প্রতি মুগ্ধ হল। অতঃপর তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলে তারা তাদেরই এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। এরপর ইসমাঈলের মা মৃত্যুবরণ করলেন।

ইসমাঈলের বিবাহের পর ইব্রাহীম ﷺ তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনকে দেখার জন্য এখানে এলেন। কিন্তু এসে ইসমাঈলকে পেলেন না। পরে তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন, 'তিনি আমাদের রুযীর সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন।' এক বর্ণনা অনুযায়ী -'আমাদের জন্য শিকার করতে গেছেন।' আবার তিনি পুত্রবধূর কাছে তাঁদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বধূ বললেন, 'আমরা অতিশয় দুর্দশা, দুরবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি।' তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর নিকট নানা অভিযোগ করলেন। তিনি তাঁর পুত্রবধূকে বললেন, 'তোমার স্বামী বাড়ি এলে তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে নেয়।' এই বলে তিনি চলে গেলেন।

ইসমাঈল যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তিনি ইব্রাহীমের আগমন সম্পর্কে একটা কিছু ইঙ্গিত পেয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিলেন?' স্ত্রী বললেন,

'হ্যাঁ, এই এই আকৃতির একজন বয়স্ক লোক এসেছিলেন। আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তাঁকে আপনার খবর দিলাম। পুনরায় আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁকে জানালাম যে, আমরা খুবই দুঃখ-কষ্ট ও অভাবে আছি।' ইসমাঈল বললেন, 'তিনি তোমাকে কোন কিছু অসিয়ত ক'রে গেছেন কি?' স্ত্রী জানালেন, 'হ্যাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আপনাকে তার সালাম পৌঁছাতে এবং আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলেন।' ইসমাঈল ﷺ বললেন, 'তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন তোমাকে আমি তালাক দিয়ে দিই। কাজেই তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও।'

সুতরাং ইসমাঈল ﷺ তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং 'জুরহুম' গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর যতদিন আল্লাহ চাইলেন ইব্রাহীম ﷺ ততদিন এঁদের থেকে দূরে থাকলেন। পরে আবার দেখতে এলেন। কিন্তু ইসমাঈল ﷺ সেদিনও বাড়িতে ছিলেন না। তিনি পুত্রবধূর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী জানালেন তিনি আমাদের খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রাহীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কেমন আছ?' তিনি তাঁর নিকট তাঁদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কেও জানতে চাইলেন? পুত্রবধূ উত্তরে বললেন, 'আমরা ভাল অবস্থায় এবং সচ্ছলতার মধ্যে আছি।' এ বলে তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইব্রাহীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের প্রধান খাদ্য কী?' পুত্রবধূ উত্তরে বললেন, 'গোশ্ত।' বললেন, 'তোমাদের পানীয় কী?' বধূ বললেন, 'পানি।' ইব্রাহীম ﷺ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! এদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দাও।' নবী ﷺ ইরশাদ করেন, "ঐ সময় তাদের এলাকায় খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত না। যদি হত, তাহলে ইব্রাহীম ﷺ সে ব্যাপারে তাঁদের জন্য দুআ ক'রে যেতেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, মক্কার বাইরে কোন লোকই শুধু গোশ্ত এবং পানি দ্বারা জীবন-যাপন করতে পারে না। কেননা, শুধু গোশ্ত ও পানি (সর্বদা) তার স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না।

আলাপ শেষে ইব্রাহীম ﷺ পুত্রবধূকে বললেন, 'তোমার স্বামীকে আমার সালাম বলবে এবং তাকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্রাহীম ﷺ এসে বললেন, 'ইসমাঈল কোথায়?' পুত্রবধূ বললেন, 'তিনি শিকার করতে গেছেন।' অতঃপর তিনি বললেন, 'আপনি কি নামবেন না, কিছু পানাহার করবেন না।' তিনি বললেন, 'তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কী?' বধূ বললেন, 'আমাদের খাদ্য গোশ্ত এবং পানীয় পানি।' তিনি দুআ দিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! এদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দাও।" আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "ইব্রাহীমের দুআর বর্কত, (মক্কায় প্রকাশ পেয়েছে)।"

ইব্রাহীম ﷺ বললেন, 'তোমার স্বামী এলে তাকে সালাম বলে দিয়ো এবং আদেশ করো, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখে।'

অতঃপর ইসমাঈল ﷺ যখন বাড়ি এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ এসেছিলেন। (অতঃপর স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করলেন ও বললেন,) তারপর তিনি আপনার সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আমি তখন তাঁকে আপনার খবর বললাম। অতঃপর তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে

চাইলেন। আমি তাঁকে খবর দিলাম যে, আমরা ভালই আছি।' স্বামী বললেন, 'আর তিনি তোমাকে কোন অসিয়ত করেছেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন এবং আপনার দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।' ইসমাঈল ﷺ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তিনি আমার আব্বা, আর তুমি হলে চৌকাঠ। তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি।'

অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন তাঁদের থেকে দূরে থাকলেন। পরে আবারো তাঁদের নিকট এলেন। ইসমাঈল ﷺ তখন যমযমের নিকটস্থ একটি বড় গাছের নীচে বসে নিজের তীর ছুলছিলেন। পিতাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর উভয়ে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকালীন যথাযথ আচরণ প্রদর্শন করলেন। তারপর ইব্রাহীম ﷺ বললেন, 'হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম দিয়েছেন।' ইসমাঈল ﷺ বললেন, 'আপনার প্রতিপালক যা আদেশ দিয়েছেন, তা সম্পাদন ক'রে ফেলুন।' ইব্রাহীম ﷺ বললেন, 'তুমি আমার সহযোগিতা করবে কি?' ইসমাঈল ﷺ বললেন, '(হ্যাঁ, অবশ্যই) আমি আপনার সহযোগিতা করব।' ইব্রাহীম ﷺ পার্শ্ববর্তী যমীনের তুলনায় উঁচু একটি টিলার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, 'এখানে একটি ঘর বানাতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ কা'বা ঘরের ভিত উঠাতে লেগে গেলেন। পুত্র ইসমাঈল ﷺ তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকলেন। আর তিনি দেওয়াল গাঁথতে লাগলেন। অতঃপর যখন দেওয়াল উঁচু হল, তখন ইসমাঈল এই পাথর (মাক্বামে ইব্রাহীম) নিয়ে এসে তাঁর সামনে রাখলেন। তিনি তার উপর খাড়া হয়ে পাথর গাঁথতে লাগলেন। আর ইসমাঈল ﷺ তাঁকে পাথর তুলে দিতে থাকলেন। সেই সময় উভয়েই এই দুআ করতে থাকলেন 'হে আমাদের মহান প্রতিপালক! আমাদের নিকট থেকে এ কাজটুকু গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।' *(সূরা বাক্বারাহ ১২৭ আয়াত)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্রাহীম ইসমাঈল ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি মশক; তাতে পানি ছিল। ঈসমাঈলের মা সেই পানি পান করতেন ও তাতেই তাঁর শিশুর জন্য দুধ জমে উঠত। পরিশেষে মক্কায় পৌঁছে ইব্রাহীম তাঁদেরকে বড় গাছের নিচে রেখে নিজ (অন্যান্য) পরিজনের নিকট ফিরে যেতে লাগলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর পিছন ধরলেন। অতঃপর যখন তাঁরা কাদা' নামক স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁর পিছন থেকে ডাক দিলেন, 'হে ইব্রাহীম! আপনি আমাদেরকে কার ভরসায় ছেড়ে যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর ভরসায়।' (হাজেরা) বললেন, 'আল্লাহকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট।' তারপর তিনি ফিরে এলেন। তিনি সেই পানি পান করতে লাগলেন ও তাতেই তাঁর শিশুর জন্য দুধ জমে উঠতে লাগল। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, 'অন্যত্র গিয়ে দেখি, যদি কারো সন্ধান পাই।'

বর্ণনাকারী বলেন, "সুতরাং তিনি গিয়ে স্বাফা পর্বতে চড়লেন। অতঃপর তিনি চারিদিকে নজর ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, কেউ কোথাও আছে কি না? কিন্তু কেউ কোথাও আছে বলে তিনি অনুভব করলেন না। অতএব (স্বাফা থেকে নেমে অন্যত্র হাঁটতে লাগলেন এবং) যখন উপত্যকায় এসে পৌঁছলেন, তখন ছুটতে লাগলেন। অতঃপর মারওয়াতে এসে পৌঁছলেন। এইভাবে তিনি কয়েক চক্র করলেন। তারপর (মনে মনে) বললেন, 'গিয়ে দেখি আবার ছেলে

কী করছে?’ সুতরাং তিনি গিয়ে দেখলেন, সে পূর্বের অবস্থায় আছে। সে যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। তা দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি (মনে মনে) বললেন, ‘গিয়ে দেখি, যদি কারো সন্ধান পাই।’ সুতরাং তিনি গিয়ে স্বাফা পর্বতে চড়লেন। অতঃপর তিনি চারিদিকে নজর ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, কেউ কোথাও আছে কি না? কিন্তু কেউ কোথাও আছে বলে তিনি অনুভব করলেন না। এইভাবে তিনি সাতবার (আসা-যাওয়া) পূর্ণ করলেন। তারপর (মনে মনে) বললেন, ‘গিয়ে দেখি আবার ছেলে কী করছে?’ এমন সময় এক (গায়বী) আওয়াজ শুনলেন। তিনি বললেন, ‘আপনার নিকট যদি কোন মঙ্গল থাকে, তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করুন।’ দেখলেন, তিনি জিব্রীল ﷺ। তিনি তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা এইভাবে আঘাত করলেন। আর অমনি পানির ঝর্ণাধারা বের হয়ে এল। তা দেখে ইসমাঈলের মা বিস্ময়াবিষ্টা হলেন এবং অঞ্জলি ভরে মশকে ভরতে লাগলেন----।” অতঃপর বর্ণনাকারী বাকী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। *(এ সকল বর্ণনাগুলি বুখারীর ৩৩৬৪-৩৩৬৫নং)*

সুলাইমান ﷺ-এর কথা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ

(২৭০৮) আবূ হুরাইরা ﷺ (নবী ﷺ থেকে বর্ণনা ক’রে) বলেন, একদা সুলাইমান ﷺ বললেন, ‘আজ রাতে আমি অবশ্যই আমার একশ’জন স্ত্রীর সাথে মিলন করব। তাতে প্রত্যেকটি স্ত্রী একটি ক’রে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।’ ফিরিশ্‌তা বললেন, ‘আপনি ইন শাআল্লাহ বলুন।’ কিন্তু তিনি ‘ইন শাআল্লাহ’ বলতে ভুলে গেলেন। ফলে তিনি স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একজন একটি অর্ধাকৃতির শিশু ভূমিষ্ঠ করল। মহানবী ﷺ বলেন, “সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তিনি যদি ‘ইন শাআল্লাহ’ বলতেন, তাহলে (তাঁর আশানুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করত এবং) তারা সকলে অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করত।” *(বুখারী ৫২৪২, মুসলিম ৪৩৭৮নং)*

মূসা ﷺ-এর কথা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ.

(২৭০৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, (নবী ﷺ বলেছেন,) মূসা ﷺ-এর কাছে তাঁর জান কবজ করতে মালাকুল মাওত (মানুষের বেশে) এলে তিনি তাঁকে এমন এক চড় মারলেন যে, তাতে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল! ফিরিশ্তা ফিরে গিয়ে আল্লাহকে বললেন, 'আপনি আমাকে এমন এক বান্দার জান নিতে পাঠালেন, যিনি মরতে চান না।' আল্লাহ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ফিরে যাও এবং তাকে বল, সে যেন বলদের পিঠে হাত রাখে। অতঃপর তার হাত যত পরিমাণ লোম ঢেকে নেবে, তত পরিমাণ বছর সে দুনিয়ায় থাকতে পারবে।' (সুতরাং তাই বলা হল।) মূসা ﷺ বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তারপর কী হবে?' আল্লাহ বললেন, 'মৃত্যু।' তখন মূসা ﷺ বললেন, 'তাহলে এখনই (মরব)।' *(বুখারী ১৩৩৯, মুসলিম ৬২৯৮নং)*

অহীর ধরন

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْىُ فَقَالَ « أَحْيَانًا يَأْتِينِى فِى مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّى وَقَدْ وَعَيْتُهُ وَأَحْيَانًا مَلَكٌ فِى مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ فَأَعِى مَا يَقُولُ ».

(২৭১০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা হারেষ বিন হিশাম নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নিকট কীভাবে অহী আসে?' উত্তরে তিনি বললেন, "কখনো ঘন্টির শব্দের মতো আসে। আর সেটা আমার জন্য বড় কঠিন হয়। অতঃপর সেই অবস্থা দূর হয় আর আমি তা স্মৃতিস্থ করে নিই, যা ফিরিশ্তা বলেন। কখনো ফিরিশ্তা পুরুষের বেশে এসে আমার সাথে কথা বলেন। তখন তিনি যা বলেন, আমি তা স্মৃতিস্থ করে নিই। *(বুখারী ২, মুসলিম ৬২০৫নং)*

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ (أن النبي ﷺ قال) بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي.

(২৭১১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "একদা আমি পথ চলছিলাম। এমতাবস্থায় আমি আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনি। মাথা তুলে দেখতেই সেই ফিরিশ্তাকে দেখতে পেলাম, যিনি হিরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। আমি আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি ফিরলাম এবং বললাম, আমাকে কাপড় ঢাকা দাও।" *(বুখারী ৪নং)*

ফাযায়েল অধ্যায়

মহানবী ﷺ-এর নামাবলী

عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ ». وَالْعَاقِبُ الَّذِى لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ.

(২৭১২) জুবাইর বিন মুত্বইম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমার পাঁচটি নাম, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ। আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), যার দ্বারা আল্লাহ কুফরী নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি হাশের, যার পদপ্রান্তে মানুষের হাশর হবে। আর আমি হলাম আক্বেব (সব শেষে আগমনকারী), যার পরে কোন নবী নেই। *(বুখারী ৩৫৩২, মুসলিম ৬২৫১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ)).

(২৭১৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কি অবাক হও না যে, আল্লাহ কীভাবে আমার নিকট থেকে কুরাইশের গালি ও অভিশাপকে ফিরিয়ে রেখেছেন? তারা মুযাম্মামকে গালি দেয় ও মুযাম্মামকে অভিশাপ দেয়। অথচ আমি হলাম মুহাম্মাদ।" (বুখারী ৩৫৩৩নং)

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: « أَلاَ تَأْمَنُونِى وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأْتِينِى خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ».

(২৭১৪) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না কি? অথচ আমি তাঁর নিকট বিশ্বস্ত যিনি আকাশে আছেন। আমার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় আকাশের খবর আসে।" *(বুখারী ৪৩৫১, মুসলিম ২৫০০নং)*

وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا.

(২৭১৫) আত্বা বিন য়্যাসার বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ-এর সাক্ষাতে বললাম, 'তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! তিনি কুরআনে বর্ণিত কিছু গুণে তাওরাতেও গুণান্বিত। (যেমন,) "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" (আহ্‌যাব ঃ ৪৫) এবং নিরক্ষর (আরব)দের জন্য নিরাপত্তারূপে। তুমি আমার দাস ও রসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি 'আল-মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহর ওপর

নির্ভরশীল)। তিনি রূঢ় ও কঠোর নন। হাটে-বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও নন। তিনি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না। বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা ক'রে দেন। আল্লাহ তাঁর কখনোই তিরোধান ঘটাবেন না, যতক্ষণ না তিনি তাঁর দ্বারা বাঁকা (কাফের) সম্প্রদায়কে সোজা করেছেন তথা তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তাঁর দ্বারা বহু অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও বদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছেন। *(বুখারী ২১২৫, ৪৮৩৮নং)*

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ».

(২৭১৬) মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি কেবল খাজাঞ্চি মাত্র। সুতরাং যাকে আমি খুশী মনে দান করি, তাকে তাতে বর্কত দেওয়া হবে। আর যাকে আমি (তার) যাচিঞা বা লোভের কারণে দিয়ে থাকি, সে হয় সেই ব্যক্তির মতো, যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না।" *(মুসলিম ২৪৩৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ)).

(২৭১৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে দান করি না, আর বঞ্চিত করি না। আমি কেবল বন্টনকারী মাত্র। যেখানে (মাল) রাখতে আমাকে আদেশ করা হয়, আমি সেখানেই রাখি।" (বুখারী ৩১১৭নং)

عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال النبي ﷺ لليهود: ((أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى آمنتم أو كذبتم)).

(২৭১৮) আওফ বিন মালেক আশজায়ী বলেন, একদা নবী ﷺ ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমার অস্বীকার করেছ। অথচ আল্লাহর কসম! আমিই 'হাশের' (জমায়েতকারী), আমিই 'আক্বেব' (সবশেষে আগমনকারী) এবং আমিই 'নবী মুস্তাফা' (মনোনীত নবী)। তাতে তোমরা বিশ্বাস কর অথবা মিথ্যাজ্ঞান কর।" *(সহীহ সীরাহ নবনিয়্যাহ, আলবানী ৮০পৃঃ)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « مَثَلِى وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ – قَالَ – فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ».

(২৭১৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা হল এক ব্যক্তির মতো, যে একটি ঘর বানাল, অতঃপর তা সুন্দর ও সুদর্শন বানাল। কিন্তু এক কোণে একটি ইট বরাবর জায়গা খালি রাখল। লোকেরা তা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগল এবং মুগ্ধ হল। তারা বলতে লাগল, 'এই ইটটা কেন লাগানো হয়নি?' (নবী ﷺ বলেন,) বলা বাহুল্য, আমি হলাম সেই ইট, আমি হলাম 'খাতামুন নাবিয়্যীন' (সর্বশেষ নবী)।" *(বুখারী ৩৫৩৫, মুসলিম ৬১০১নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((يَكُونُ فِي أُمَّتِي دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ نِسْوَةٍ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، لا نَبِيَّ بَعْدِي)).

(২৭২০) হুযাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতে ২৭ জন মিথ্যুক দাজ্জাল (নবুঅতের দাবীদার) হবে। তাদের মধ্যে ৪ জন হবে মহিলা! অথচ আমিই 'খাতামুন নাবিয়্যীন' (শেষনবী), আমার পরে কোন নবী নেই।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ২৯৫৫, সিঃ সহীহাহ ১৯৯৯নং)*

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ)).

(২৭২১) ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আমি (লওহে মাহফূযে) তখনও 'আব্দুল্লাহ' (আল্লাহর দাস) ও 'খাতামুন নাবিয়্যীন' (শেষনবী), যখন আদম ﷺ তাঁর কাদায় পড়ে ছিলেন।" *(আহমাদ ১৭১৫০, হাকেম ৩৫৬৬, ত্বাবারানীর কাবীর ৬২৯, ইবনে হিব্বান ৬৪০৪নং)*

وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي)).

(২৭২২) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার নামে নাম রাখো, তবে আমার উপনামে উপনাম রেখো না।" *(বুখারী ৩৫৩৯, ৬১৮৮, মুসলিম ৫৭২০নং)*

মহানবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যাবলী

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ فَقِيلَ نَعَمْ. فَقَالَ وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِى التُّرَابِ – قَالَ – فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ يُصَلِّى زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ – قَالَ – فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلاَّ وَهُوَ يَنْكِصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِى بِيَدَيْهِ – قَالَ – فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِى وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلاً وَأَجْنِحَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَوْ دَنَا مِنِّى لاَخْتَطَفَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا ».

(২৭২৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আবূ জাহ্ল বলল, 'তোমাদের সামনে কি মুহাম্মাদ নিজ চেহারা মাটিতে রাখে?' বলা হল, 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'লাত-উয্যার কসম! আমি যদি তাকে তা করতে দেখি, তাহলে তার ঘাড়ে পা রেখে দলব। অথবা তার চেহারাকে মাটিতে রগড়ে দেব।' অতঃপর এক সময় সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। সে তাঁর ঘাড়ে পা রেখে দলার ইচ্ছা করল। কিন্তু অকস্মাৎ লোকেরা দেখল, সে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে ফিরে আসছে এবং নিজ দুই হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তারা তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, 'আমার ও ওর মাঝে আগুনের পরিখা,

বিভীষিকা ও পক্ষরাজি ছিল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ও যদি আমার নিকটবর্তী হতো, তাহলে ফিরিশ্‌তা ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতেন।" (মুসলিম ৭২৪৩নং)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولًا قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: ((بَلْ عَبْدًا رَسُولًا)).

(২৭২৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা জিবরীল ﷺ মহানবী ﷺ-এর নিকটে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, একজন ফিরিশ্‌তা অবতরণ করছেন। তিনি (নবী ﷺ-কে লক্ষ্য ক'রে) বললেন, 'এই ফিরিশতা যখন থেকে সৃষ্ট হয়েছেন, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন দিন অবতরণ করেননি।' ফিরিশ্‌তা অবতরণ ক'রে (নবী ﷺ-কে) সম্বোধন ক'রে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। (তিনি জানতে চান যে,) আপনাকে কি তিনি একজন সম্রাট ও নবী ক'রে প্রেরণ করবেন, না কেবল একজন বান্দা ও রাসূল ক'রে পাঠাবেন?' জিবরীল ﷺ বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নম্র-বিনয়ী হন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "না, বরং আমি একজন বান্দা ও রাসূল হিসাবে প্রেরিত হতে চাই।" *(আহমাদ ৭১৬০, ইবনে হিব্বান ৬৩৬৫, আবূ য়্যা'লা ৬১০৫নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ ».

(২৭২৫) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি জান্নাতের নিকট এসে তার দরজা খুলতে বলব। দারোয়ান ফিরিশ্‌তা বলবেন, 'কে আপনি?' আমি বলব, 'মুহাম্মাদ।' দারোয়ান বলবেন, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য দরজা না খুলি।" *(আহমাদ ১২৩৯৭, মুসলিম ৫০৭নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِى قُحَافَةَ خَلِيلاً وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ ».

(২৭২৬) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমি পৃথিবীর কাউকে 'খালীল'রূপে গ্রহণ করলে ইবনে আবী কুহাফাহ (আবূ বাকর)কে 'খালীল'রূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সাথী 'খালীলুল্লাহ'। *(মুসলিম ৬৩২৬নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتْ أُمِّى بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِى تَصْنَعِينَ؟ » قَالَتْ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِى طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.

(২৭২৭) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হলে আমার মা উম্মে সুলাইম সেই ঘাম জমা করতে লাগলেন। তিনি জেগে উঠে তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার উম্মে সুলাইম?' বললেন, 'আপনার ঘাম। আমাদের সুগন্ধিতে মিশিয়ে দেব। আর তা হবে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।' *(মুসলিম ৬২০১নং)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَزْهَرَ اللَّوْنِ كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ وَلاَ مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلاَ حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَلاَ شَمَمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–.

(২৭২৮) আনাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুঁকিনি।' (বুখারী ১৯৭৩, মুসলিম ৬২০০নং)

عن أبي جُحَيْفَةَ قَالَ ... وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنْ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنْ الْمِسْكِ.

(২৭২৯) আবূ জুহাইফা ﷺ বলেন, 'লোকেরা তাঁর হাত নিয়ে নিজেদের চেহারার উপর বুলাত। আমিও তাঁর হাত নিয়ে আমার চেহারার উপর রাখলাম; অনুভব করলাম, তা বরফ অপেক্ষা বেশি ঠান্ডা এবং কস্তুরী অপেক্ষা বেশি সুগন্ধময়।' (বুখারী ৩৫৫৩নং)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ ...فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا – قَالَ – وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي – قَالَ – فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ.

(২৭৩০) জাবের বিন সামুরাহ ﷺ বলেন, 'তিনি আমার গালের উপর হাত বুলালেন। আমি তাঁর হাতে এমন শীতলতা অথবা সুগন্ধি অনুভব করলাম, যেন তিনি (সবেমাত্র) তাঁর হাতকে আতরের বাক্স থেকে বের করেছেন।' (মুসলিম ৬১৯৭নং)

عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ.

(২৭৩১) উবাই বিন কা'ব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এলে আমি হব নবীগণের ইমাম ও খতীব এবং তাঁদের শাফাআত-ওয়ালা। আর এতে কোন গর্ব নেই।" *(আহমাদ ২১২৪৫, তিরমিযী ৩৬১৩, ইবনে মাজাহ ৪৩১৪, হাকেম ২৪০নং)*

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كُلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا نَسَبِي وَصِهْرِي)).

(২৭৩২) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার বৈবাহিক ও বংশীয় সম্পর্ক ছাড়া সকল বৈবাহিক ও বংশীয় সম্পর্ক কিয়ামতের দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" *(ইবনে আসাকির, সঃ জামে' ৪৫৬৪নং)*

عن أبي ذر الغفاري قال : قلت يا رسول الله كيف علمت انك نبي حين استنبئت فقال يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال فزنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمائة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها.

(২৭৩৩) আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘(সর্বপ্রথম) নিশ্চিতরূপে কীভাবে জানলেন যে, আপনি নবী?’ উত্তরে তিনি বললেন, “হে আবূ যার্র! আমি মক্কার কোন এক বাত্‌হাতে (উপত্যকার বালুচরে) ছিলাম। সেই সময় আমার কাছে দু’জন ফিরিশ্‌তা এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন যমীনে অবতরণ করলেন অন্য জন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে শূন্যে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের একজন তাঁর সঙ্গীকে বললেন, ‘উনিই কি তিনি?’ সঙ্গী বললেন, ‘হ্যাঁ।’ প্রথমজন বললেন, ‘উনাকে একজন লোক দ্বারা ওজন কর।’ সুতরাং আমাকে একজন লোক দ্বারা ওজন করা হল। তাতে আমার ওজন বেশি হল। তারপর প্রথমজন বললেন, ‘এখন উনাকে দশজন লোক দ্বারা ওজন কর।’ সুতরাং আমাকে দশজন লোক দ্বারা ওজন করা হল। তাতেও আমার ওজন বেশি হল। তারপর প্রথমজন বললেন, ‘এখন উনাকে একশত জন লোক দ্বারা ওজন কর।’ সুতরাং আমাকে একশত জন লোক দ্বারা ওজন করা হল। তাতেও আমার ওজন বেশি হল। তারপর প্রথমজন বললেন, ‘এখন উনাকে এক হাজার জন লোক দ্বারা ওজন কর।’ সুতরাং আমাকে এক হাজার জন লোক দ্বারা ওজন করা হল। তাতেও আমার ওজন বেশি হল। আমি যেন এখনও তাদেরকে দেখছি, তাদের পাল্লা হাল্কা হওয়ার দরুন তারা আমার উপর পড়ে যাচ্ছিল!

তারপর প্রথমজন তাঁর সঙ্গীকে বললেন, ‘উনাকে যদি তাঁর উম্মত দ্বারা ওজন করা হয়, তাহলেও নিশ্চিতরূপে তাঁরই ওজন বেশি হবে।” *(দারেমী ১৪, বায্‌যার ৪০৬৯, সিঃ সহীহাহ ১৫৪৫নং)*

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ)).

(২৭৩৪) ইরবায বিন সারিয়াহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “আমি (আব্দুল্লাহ) আল্লাহর নিকট তাঁর লওহে মাহফূযে লিখিত তখনও সর্বশেষ নবী, যখন আদম কাদা অবস্থায় পড়ে ছিলেন। আর এর তাৎপর্য এই যে, (আমার নবুঅতের প্রথম বিকাশ ঘটে) আমার পিতা ইব্রাহীমের দুআ, ঈসার তাঁর কওমকে দেওয়া সুসংবাদ এবং আমার আম্মার দেখা সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যাতে তিনি তাঁর নিকট থেকে এমন জ্যোতি বের

হতে দেখেন যা, শামদেশের অট্টালিকাসমূহকে আলোকিত করেছিল। আর অনুরূপই আম্বিয়া (সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহিম)এর আম্মাগণ দেখে থাকেন।” *(আহমাদ ১৭১৬৩নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ».

(২৭৩৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ চলার মত দূরত্বেও আমার ভীতি দুশমনদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, (২) আমার জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ ও (তার মাটিকে) পবিত্রকারী করে দেওয়া হয়েছে, অতএব আমার উম্মত যেখানেই থাকুক নামাযের সময় হয়ে গেলে সেখানেই সে যেন নামায পড়ে নেয়, (৩) আমার জন্য গনীমাতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারোর জন্য বৈধ ছিল না, (৪) আমাকে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (৫) অন্য সকল নবীকে নির্দিষ্ট গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল আর আমাকে সকল মানুষের জন্য নবী করে পাঠানো হয়েছে।” *(বুখারী ৩৩৫, মুসলিম ১১৯১নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ ».

(২৭৩৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “ছয়টি জিনিস দিয়ে আমাকে অন্যান্য নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আমাকে বহুলার্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলী (বলার ক্ষমতা) দেওয়া হয়েছে। আতঙ্ক দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ ও (তার মাটিকে) পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। আমি সারা সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হয়েছি। আর আমাকে দিয়ে নবুঅতের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।” *(মুসলিম ১১৯৫নং)*

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِىَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِى سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِىَ لِى مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ ».

(২৭৩৭) ষাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে গুটিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম (অর্থাৎ পুরোটাই) দেখেছি। নিশ্চয় আমার উম্মতের রাজত্ব ততদূর পৌঁছবে, যতদূর আমার জন্য গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ পুরোটাই)। আর আমাকে দেওয়া হয়েছে লাল ও সাদা (স্বর্ণ ও রৌপ্য-

ভান্ডার)।” *(আহমাদ ১৭১১৫, মুসলিম ৭৪৪১, আবূ দাঊদ ৪২৫২, তিরমিযী ২১৭৬, ইবনে মাজাহ ২৯৫২নং)*

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قال قال رسول الله ﷺ: ((لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ)).

(২৭৩৮) তামীম আদ-দারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “অবশ্যই এ দ্বীন পৌঁছবে, যেখানে রাত-দিন পৌঁছেছে। আল্লাহ কোন ঘর ও শিবিরে এ দ্বীন প্রবিষ্ট না করে ছাড়বেন না; সম্মানীর সম্মানের সাথে হোক অথবা অসম্মানীর অসম্মানের সাথে হোক। এমন সম্মান, যার দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করবেন এবং এমন অসম্মান, যার দ্বারা আল্লাহ কুফ্‌রীকে লাঞ্ছিত করবেন।” *(আহমাদ ১৬৯৫৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৬০১, হাকেম ৮৩২৬, সিঃ সহীহাহ ৩নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي ».

(২৭৩৯) হুযাইফা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “লোকেদের উপরে তিনটি বিষয় দিয়ে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে ঃ আমাদের কাতারকে ফিরিশ্‌তামন্ডলীর কাতারের মতো গণ্য করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল স্থানকে আমাদের জন্য মসজিদ বানানো হয়েছে। পানি না পেলে তার মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতার মাধ্যম বানানো হয়েছে। আর আমাকে সূরা বাক্বারার শেষাংশের এই আয়াতগুলি আরশের নিচের ভান্ডার থেকে দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি।” *(আহমাদ ২৩২৫১, মুসলিম ১১৯৩, নাসাঈ কুবরা ৮০২২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِى يَدَىَّ ».

(২৭৪০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “বহুলার্থবোধক বাক্য-সহ আমি প্রেরিত হয়েছি, (কাফেরদের মনে) আতঙ্ক প্রক্ষেপ দ্বারা আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি, আর এক সময় যখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন (স্বপ্নে) পৃথিবীর যাবতীয় ভান্ডারের চাবিরাশি এনে আমার হাতে রাখা হয়েছে।” *(বুখারী ২৯৯৭, ৬৯৯৮, ৭২৭৩, মুসলিম ১১৯৬নং)*

عن ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِىَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِى سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِى فَقِيلَ لِى هَذَا مُوسَى –صلى الله عليه وسلم– وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ

عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ».

(২৭৪১) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান।' অতঃপর তাকাতেই আরও দিগন্তভর একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত প্রবেশ করবে।" *(বুখারী ৫৭০৫, মুসলিম ৫৪৯নং)*

عن سمرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: ((إنّ لكلِّ نَبيَ حَوْضاً وإنّهُمْ يَتَباهَوْنَ أيُّهُمْ أكْثَرُ وَارِدَةً وإنِّي أرْجُو أنْ أكُونَ أكْثَرَهُمْ وَارِدَةً)).

(২৭৪২) সামুরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক নবীর হওয থাকবে (কিয়ামতে)। তাঁরা আপোসে গর্ব করবেন, তাঁদের মধ্যে কার (হওযের) অবতরণকারী সবচেয়ে বেশী হবে। আর আমি অবশ্যই আশা করি যে, তাঁদের মধ্যে আমার (হওযের) অবতরণকারী সবচেয়ে বেশি হবে।" *(তিরমিযী ২৪৪৩, সঃ জামে' ২১৫৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِىَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

(২৭৪৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীকেই এমন নিদর্শনাবলী দেওয়া হয়েছিল, যার অনুরূপ দেখে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা হল অহী, আল্লাহ আমার প্রতি প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি অবশ্যই আশা করি যে, কিয়ামতের দিন তাঁদের মধ্যে আমার অনুসারী সবার চেয়ে বেশি হবে।" *(বুখারী ৪৯৮১, মুসলিম ৪০২নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ ».

(২৭৪৪) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি জান্নাতের নিকট এসে তার দরজা খুলতে বলব। দারোয়ান ফিরিশ্তা বলবেন, 'কে আপনি?' আমি বলব, 'মুহাম্মাদ।' দারোয়ান বলবেন, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য দরজা না খুলি।" *(মুসলিম ৫০৭নং)*

মহানবী ﷺ-এর বর্কত

عن أبي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ ... يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنْ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنْ الْمِسْكِ.

(২৭৪৫) আবূ জুহাইফা ﷺ বলেন, একদা দুপুরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাত্হার দিকে বের হলেন। সেখানে উযূ করে যোহরের দু' রাকআত ও আসরের দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। তাঁর সম্মুখে ছিল বর্শা। তার পশ্চাৎ বেয়ে মহিলা পার হচ্ছিল। অতঃপর লোকেরা উঠে তাঁর দুই হাত নিয়ে নিজেদের চেহারায় মাসাহ করতে লাগল। আমিও তাঁর হাত নিয়ে আমার চেহারার উপরে রাখলাম। দেখলাম, তা বরফের চেয়ে বেশি ঠান্ডা এবং কস্তুরীর চেয়ে বেশি সুগন্ধময়। *(বুখারী ৩৫৫৩নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِى الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا.

(২৭৪৬) আনাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের নামায পড়তেন, তখন মদীনার দাস-দাসীরা পানির পাত্র নিয়ে হাযির থাকত। তিনি প্রত্যেক পাত্রেই হাত ডুবিয়ে দিতেন। কখনো শীতের ফজরেও তিনি পাত্রে হাত ডুবাতেন।' *(মুসলিম ৬১৮৭নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ – قَالَ – فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– نَامَ فِى بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ – قَالَ – فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِى قَوَارِيرِهَا فَفَزِعَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ». فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ « أَصَبْتِ ».

(২৭৪৭) আনাস ﷺ বলেন, একদা তিনি উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি ঘরে ছিলেন না। তিনি এলে তাঁকে বলা হল, 'নবী ﷺ তোমার ঘরে এসে তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছেন।' তিনি ঘর্মাক্ত হলে তাঁর ঘাম বিছানার চামড়ার উপর জমে উঠেছিল। উম্মে সুলাইম তাঁর সিন্দুক খুলে শিশি বের করলেন। অতঃপর সেই ঘাম (কাপড়খন্ড দ্বারা শোষণ ক'রে তা) নিংড়ে শিশিতে রাখতে লাগলেন। নবী ﷺ অকস্মাৎ ঘাবড়ে উঠলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করছ উম্মে সুলাইম?' বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! (আপনার ঘাম। আমাদের সুগন্ধিতে মিশিয়ে দেব। তা হবে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।)

আর তাতে আমাদের শিশুদের জন্য বর্কতের আশা করব।' তিনি বললেন, "ঠিক আছে।" *(মুসলিম ৬২০১-৬২০২নং)*

عن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

(২৭৪৮) সায়েব বিন য়্যাযীদ বলেন, (শিশু অবস্থায়) আমাকে আমার খালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। খালা তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার বোনপো ব্যথা অনুভব করে।' সুতরাং তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বর্কতের দুআ দিলেন। অতঃপর তিনি ওযূ করলেন। সুতরাং আমি তাঁর ওযূর পানি পান করলাম। অতঃপর তাঁর পিঠের পিছনে খাড়া হলাম এবং তাঁর দুই কাঁধের মাঝে পায়রার ডিমের মতো নবুঅতের মোহর দেখতে পেলাম। *(বুখারী ১৯০, মুসলিম ৬২৩৩নং)*

(২৭৪৯) হুদাইবিয়্যার সন্ধির সময় মক্কার কুরাইশদের প্রতিনিধি দল ও মুসলিমদের মাঝে কথাবার্তা ও টানাপোড়েন চলছিল। সেই অবস্থায় উরওয়াহ বিন মাসঊদ সাক্বাফী মুসলিমদের আচরণ সচক্ষে দর্শন করছিলেন। মুসলিমরা তাঁদের নবীর সাথে কী ব্যবহার করছে, তা তিনি সন্তর্পণে লক্ষ্য করছিলেন। উরওয়াহ নিজ সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে বললেন,

أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ....

'হে আমার সম্প্রদায়! অনেক রাজা-বাদশার দরবারে গেছি, ক্বাইসার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারে গেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! কোন রাজাকে দেখিনি, তার প্রজারা তাকে তেমন সমীহ করে, যেমন মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিষ্যরা করে মুহাম্মাদের! আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কফ ফেলতেই তা ওদের কারো হাতে পড়ছিল এবং সে তা নিয়ে নিজের চেহারা ও চামড়ায় মেখে নিচ্ছিল। তিনি কোন আদেশ করলে তারা তাঁর আদেশ পালনে তৎপর ছিল। তিনি উযূ করলে তাঁর উযূর পানি নেওয়ার জন্য মারামারি করছিল। তিনি কথা বললে তারা নিজেদের আওয়াজ তাঁর কাছে নিচু ক'রে নিচ্ছিল। অতি সমীহতে তাঁর প্রতি তারা এক দৃষ্টে তাকাচ্ছিল না।' *(বুখারী ২৭৩২নং)*

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ « لأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ». قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا – قَالَ – فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ « أَيْنَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ». فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ – قَالَ – فَأَرْسَلُوا

إِلَيْهِ فَأُتِىَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ .... ».

(২৭৫০) সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, "নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ-পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন।" অতঃপর লোকেরা এই আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আলী ইবনে আবী ত্বালেব কোথায়?" তাঁকে বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে।' তিনি বললেন, "তাকে ডেকে পাঠাও।" সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চক্ষুদ্বয়ে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ-পতাকা দিলেন। *(বুখারী ২৯৪২, ৩৭০১, মুসলিম ৬৩৭৬নং)*

عن البراء بن عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَنَزَلُوا عَلَى بِئْرٍ فَنَزَحُوهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى الْبِئْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ دَعُوهَا سَاعَةً فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا.

(২৭৫১) বারা' বিন আযেব ﷺ বলেন, 'হুদাইবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চৌদ্দ শতেরও বেশি লোক ছিল। তারা একটি কুয়ার পাশে অবতরণ করলে তার পানি নিঃশেষ হয়ে যায়। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ জানায়। তিনি কুয়ার কিনারায় বসে তার এক বালতি পানি তলব করেন। পানি আনা হলে তিনি তাতে থুথু দিয়ে দুআ করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ তা বর্জন করতে বলেন। সুতরাং (কুয়ার পানি বৃদ্ধি পায় এবং) সেখান থেকে প্রস্থান করে যাওয়া অবধি তারা পান করে পরিতৃপ্ত হয় ও তাদের সওয়ারীগুলিকেও পরিতৃপ্ত করে।' *(বুখারী ৪১৫১নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَضَرَتْ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: ((حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ الْبَرَكَةُ مِنْ اللَّهِ)). فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا فَجَعَلْتُ لَا آلُوا مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ.

(২৭৫২) জাবের ﷺ বলেন, (হুদাইবিয়ার দিন) একদা আসরের সময় হয়ে গেল। আমি নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। সামান্য অবশিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি ছিল না। ঐ পানিটুকু একটি পাত্রে রেখে নবী ﷺ-এর কাছে আনা হল। তিনি তাতে হাত ভরে দিলেন এবং আঙ্গুলগুলিকে ফাঁক করলেন। অতঃপর বললেন, "এসো উযূর পানির দিকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্কত।"

আমি দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলগুলির মধ্য হতে পানি নিঃসৃত হচ্ছিল। সুতরাং লোকেরা তা দিয়ে উযূ করল এবং পান করল। তা হতে আমিও আমার পেটে রাখতে কোন ত্রুটি করিনি। আমি জেনেছিলাম, তা হল বর্কত।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জাবের ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের সংখ্যা কত ছিল?' উত্তরে তিনি বললেন, 'চৌদ্দশত।' *(বুখারী ৫৬৩৯নং)*

নবী ﷺ-এর চরিত্র

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ.

(২৭৫৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআন।' *(আহমাদ ২৪৬০১, ২৫৩০২, ২৫৮১৩, মুসলিম ১৭৭৩নং, এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ)*

মহানবী ﷺ-এর বিনয়

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِيَّةَ مِنْ الْبَادِيَةِ فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَوْ قَالَ لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ.

(২৭৫৪) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক মরুবাসী সাহাবীর নাম ছিল যাহের (বিন হারাম)। তিনি মরু-অঞ্চল থেকে মহানবী ﷺ-এর জন্য (ফলমূল, শাক-সব্জি) উপঢৌকন নিয়ে আসতেন। আর তাঁর মরু এলাকায় যাওয়ার সময় তিনিও তাঁকে শহরের কোন কোন জিনিস প্রস্তুত করে তাঁর উপঢৌকনের বিনিময় প্রদান করতেন। একদা তিনি তাঁকে বললেন, "যাহের আমাদের বেদুঈন। (অথবা যাহের আমাদেরকে মরু-অঞ্চল থেকে উপহার এনে

দেয়।) আর আমরা তার শহুরে সাথী। (অথবা আমরা তাকে আমাদের শহরের প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার দিই।)”

যাহেরকে মহানবী ﷺ ভালোবাসতেন। (ফলে তাঁর সাথে রসিকতা করতেন।) যাহের দেখতে ছিলেন কুশ্রী। একদা তিনি নিজের পণ্য বিক্রি করছিলেন। এমতাবস্থায় নবী ﷺ তাঁর কাছে এসে তাঁর পিছন থেকে বগলের নিচে হাত পার ক’রে জরিয়ে ধরলেন। (অথবা তাঁর পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে তাঁর চোখ দুটিতে হাত রাখলেন।) যাতে তিনি দেখতে না পান।

যাহের বললেন, ‘কে? আমাকে ছেড়ে দিন।’

অতঃপর তিনি লক্ষ্য করলেন বা বুঝতে পারলেন, তিনি নবী ﷺ। সুতরাং নিজের পিঠকে ভালোভাবে তাঁর (অপার স্নেহময়) বুকে লাগিয়ে দিলেন।

নবী ﷺ বললেন, “কে গোলাম কিনবে?”

যাহের বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমাকে সস্তা পাবেন!’

নবী ﷺ বললেন, “কিন্তু তুমি আল্লাহর কাছে মূল্যবান।” *(আহমাদ ১২৬৪৮, আবূ য়্যালা ৩৪৫৬, শারহুস সুন্নাহ, মুখতাসার শামায়েল ২০৪, মিশকাত ৪৮৮৯নং)*

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ ، فَقَالَ لَهُ : ((هَوِّنْ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ)).

(২৭৫৫) আবূ মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে কথা বলতে গিয়ে কাঁপতে শুরু করল। তিনি তাকে সাহস দিয়ে বললেন, প্রকৃতিস্থ হও। আমি তো কোন বাদশা নই। আমি এমন মায়ের পুত, যে (মক্কার বাতহাতে) রোদে শুকানো গোশ্ত খেতো। *(ইবনে মাজাহ ৩৩১২, সিঃ সহীহাহ ১৮৭৬নং)*

كان في بعض أسفارة فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل : على ذبحها، وقال آخر : على سلخها، وقال آخر على طبخها، فقال صلى الله عليه وسلم : (وعلي جمع الحطب) ، فقالوا : نحن نكفيك . فقال : (قد علمت أنكم تكفوني ولكني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه) ، وقام وجمع الحطب .

(২৭৫৬) একদা এক সফরে একটি ছাগল পাকাবার কথা হল। এক সাহাবী বললেন, ‘ওটা যবেহ করার দায়িত্ব আমার।’

অন্য একজন বললেন, ‘ওর চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব আমার।’

অন্য একজন বললেন, ‘ওটা রান্না করার দায়িত্ব আমার।’

তাঁদের আমীর মহানবী ﷺ বললেন, ‘জ্বালানি সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার।’

তাঁরা বললেন, ‘আমরাই যথেষ্ট। (আপনার কষ্ট করার প্রয়োজন নেই।)’

তিনি বললেন, “আমি জানি, তোমরাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি অপছন্দ করি যে, তোমাদের মাঝে পৃথক বৈশিষ্ট্য রাখি। যেহেতু আল্লাহ তার বান্দার জন্য এটা অপছন্দ করেন যে, তিনি তাকে তার সঙ্গীদের মাঝে পৃথক বৈশিষ্ট্যবান দেখেন।”

সুতরাং তিনি উঠে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে লাগলেন। *(আর্রাহীকুল মাখতূম ৪৭৮পৃঃ)*

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

(২৭৫৭) উম্মে ক্বাইস বিন্তে মিহস্বান নিজ দুধের বাচ্চাকে নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এলেন। সে তখন মায়ের দুধ ছাড়া অন্য খাবার খেতে শেখেনি। রসূল ﷺ তাকে নিজের কোলে বসালেন। পরক্ষণেই সে তাঁর কোলে পেশাব ক'রে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তার উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং কাপড় ধুলেন না। *(বুখারী ২২৩, মুসলিম ৬৯৩নং)*

عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَنَهْ سَنَهْ))، ...قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دَعْهَا)).

(২৭৫৮) উম্মে খালেদ বিন্তে খালেদ বলেন, একদা আব্বার সাথে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এলাম। আমার গায়ে হলুদ জামা ছিল। তা দেখে তিনি আমাকে (হাবশী ভাষায়) বললেন, 'সানাহ-সানাহ' (সুন্দর-সুন্দর)। অতঃপর আমি তাঁর পিঠের ওপরে নবুঅতের মোহর নিয়ে খেলতে গেলাম। তা দেখে আমার আব্বা আমাকে ধমক দিলেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'ছেড়ে দাও ওকে।' *(বুখারী ৩০৭১নং)*

মহানবী ﷺ-এর দানশীলতা

عن أَنَسٍ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَلَى الإِسْلاَمِ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ – قَالَ – فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِى عَطَاءً لاَ يَخْشَى الْفَاقَةَ.

(২৭৫৯) আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট ইসলামের উপর কিছু চাওয়া হলে তিনি না দিয়ে পারতেন না। একদা এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলে তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী (উপত্যকা) পরিমাণ ছাগল-ভেড়া দান করলেন। অতঃপর সে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। যেহেতু মুহাম্মাদ এমন দান করেন যে, অভাবকে ভয় করেন না।' *(মুসলিম ৬১৬০নং)*

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ فَنَصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَا أَعْطَانِى وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَىَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِى حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ.

(২৭৬০) হুনাইন যুদ্ধে জয়লাভ হলে সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে তিনি প্রথমতঃ ১০০টি উট দান করলেন। তারপর আরো ১০০টি, তারপর আরো ১০০টি। সাফওয়ান বলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আমাকে যা দান করার দান করলেন, তখন তিনি আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু যখন আমাকে দিতে থাকলেন, তখন তিনি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন। *(মুসলিম ৬১৬২নং)*

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قال: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَسْمًا فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَؤُلاَءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ. قَالَ « إِنَّهُمْ خَيَّرُونِى أَنْ يَسْأَلُونِى بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِى فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ ».

(২৭৬১) উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু মাল বন্টন করলেন। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! অন্য লোকেরা এদের চেয়ে এ মালের বেশি হকদার ছিল।' তিনি বললেন, "এরা আমাকে দু'টি কথার মধ্যে একটা না একটা গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। হয় তারা আমার নিকট অভদ্রতার সাথে চাইবে (আর আমাকে তা সহ্য ক'রে তাদেরকে দিতে হবে) অথবা তারা আমাকে কৃপণ আখ্যায়িত করবে। অথচ, আমি কৃপণ নই।" *(মুসলিম ২৪৭৫নং)*

عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا)).

(২৭৬২) জুবাইর ইবনে মুত্বইম ﷺ বলেন, তিনি হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আসছিলেন। (পথিমধ্যে) কতিপয় বেদুঈন তাঁর নিকট অনুনয়-বিনয় ক'রে চাইতে আরম্ভ করল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে বাধ্য ক'রে একটি বাবলা গাছের কাছে নিয়ে গেল। যার ফলে তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবী ﷺ থেমে গেলেন এবং বললেন, "তোমরা আমাকে আমার চাদরখানি দাও। যদি আমার নিকট এসব (অসংখ্য) কাঁটা গাছের সমান উঁট থাকত, তাহলে আমি তা তোমাদের মধ্যে বন্টন ক'রে দিতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যুক বা কাপুরুষ পেতে না।" *(বুখারী ২৮২১, ৩১৪৮নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِى أُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِى عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ عَلَىَّ ».

(২৭৬৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এতে আনন্দিত হতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ ক'রে ফেলি।" *(বুখারী ২৩৮৯, মুসলিম ২৩৪৯নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ: ((ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ)).

وفي رواية: ((كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ)).

(২৭৬৪) উক্ববাহ ইবনে হারেস ﷺ বলেন যে, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে মদীনায় আসরের নামায পড়লাম। অতঃপর সালাম ফিরে তিনি অতি শীঘ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর লোকদের গর্দান টপকে তাঁর কোন এক স্ত্রীর কামরায় চলে গেলেন। লোকেরা তাঁর শীঘ্রতা দেখে ঘাবড়ে গেল। অতঃপর তিনি বের হয়ে এলেন; দেখলেন লোকেরা তাঁর শীঘ্রতার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন, "(নামাযে) আমার মনে পড়ল যে, (বাড়ীতে সোনা অথবা চাঁদির) একটি টুকরা রয়ে গেছে। আমি চাইলাম না যে, তা আমাকে আল্লাহর স্মরণে বাধা দেবে। যার জন্য আমি (দ্রুত বাড়ীতে গিয়ে) তা বন্টন করার আদেশ দিলাম।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি বাড়ীতে সাদকার একটি স্বর্ণখন্ড ছেড়ে এসেছিলাম। অতঃপর আমি তা রাতে নিজ গৃহে রাখা পছন্দ করলাম না। সুতরাং তা বিতরণ করে দিলাম।" *(বুখারী ১২২১, ১৪৩০নং)*

মহানবী ﷺ-এর বীরত্ব

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا.

(২৭৬৫) আলী ﷺ বলেন, 'বদরের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিলাম। শত্রুর দিকে তিনিই ছিলেন আমাদের চাইতে বেশি নিকটবর্তী। সেদিন তিনিই ছিলেন বীর-বিক্রমশালীদের অন্যতম।' *(আহমাদ ৬৫৪, ১০৪২, হাকেম, ইবনে আবী শাইবাহ ৩২৬১৪নং)*

عن علي رضي الله عنه قال : كنا إذا حمي البأس و لقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه.

(২৭৬৬) আলী ﷺ আরো বলেছেন, 'যুদ্ধ যখন তীব্র হয়ে উঠত এবং উভয় পক্ষ লড়াইয়ে লিপ্ত হত, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আড়ালে নিজেদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। ফলে তিনি ছাড়া আমাদের মধ্যে কেউ শত্রুর অধিক নিকটবর্তী থাকত না।' *(নাসাঈর কুবরা ৮৬৩৯, হাকেম ২৬৩৩, আবূ য়্যা'লা ৩০২নং)*

عن عباس بن عبد المطلب قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ فَلَمَّا الْتَقَى

الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَ أَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لاَ تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَىْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ ». فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِى أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِى عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالُوا يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ – قَالَ – فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِى الأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يَا بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ.

فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « هَذَا حِينَ حَمِىَ الْوَطِيسُ ». قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ « انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ». قَالَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى – قَالَ – فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا.

(২৭৬৭) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। আমি ও আবূ সুফ্য়ান বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাথে থাকতে লাগলাম। আমরা তাঁর নিকট থেকে পৃথক হলাম না। (সে সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। তারপর যখন মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল এবং (প্রথমতঃ) মুসলমানরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে (রণভূমি ছেড়ে) চলে গেল, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ স্বীয় খচ্চরকে কাফেরদের দিকে নিয়ে যাবার জন্য পায়ের আঘাত হানলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলাম। তাকে ধরে থামাচ্ছিলাম যাতে দ্রুত বেগে না চলে। অন্য দিকে আবূ সুফ্য়ান আল্লাহর রসূল ﷺ-এর (সওয়ারীর) পা-দান ধরে ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আব্বাস! বাবলা গাছ তলে 'রিযওয়ান' বায়আতকারীদেরকে ডাক দাও।" আব্বাস ﷺ উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, সুতরাং আমি উচ্চ স্বরে হেঁকে বললাম, 'বাবলা গাছ তলে বায়আতকারীরা কোথায়?' আল্লাহর কসম! যখন তারা আমার কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেল, তখন গাভী যেমন তার বাচ্চার শব্দ শুনে তার দিকে দ্রুত গতিতে ফিরে যায়, ঠিক তেমনি তারা দ্রুত গতিতে ফিরে এল। তারা বলে উঠল, 'আমরা হাজির আছি, আমরা হাজির আছি।' তারপর আবার তাদের ও কাফেরদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকল। সে সময় আনসারদেরকে সাধারণভাবে ডাক দেওয়া হল, 'হে আনসারগণ! হে আনসারগণ!' তারপর আহবান কেবল হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রের লোকেদের মাঝে সীমিত হল। অতঃপর

রাসূলুল্লাহ ﷺ খচ্চরের উপর থেকেই রণক্ষেত্রের দিকে তাকালেন। তিনি যেন সামরিক সংঘর্ষের কলাকৌশল ও বীরত্বের দৃশ্য গর্দান বাড়িয়ে অবলোকন করছিলেন। তিনি বললেন, "যুদ্ধ তুঙ্গে উঠার ও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করার এটাই সময়।" অতঃপর তিনি কিছু কাঁকর হাতে নিয়ে কাফেরদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "মুহাম্মাদের রবের শপথ! ওরা (কাফেররা) পরাজিত হয়ে গেছে।" আমিও দেখলাম যে, যুদ্ধ পূর্ণতা ও উত্তেজনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কসম! যখনি তিনি ঐ কাঁকরগুলি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, তখনি আমি নিষ্পলক নেত্রে দেখতে থাকলাম যে, তাদের শক্তি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এবং তাদের ব্যাপারটা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। *(মুসলিম ৪৭১২নং)*

মহানবী ﷺ-এর মহানুভবতা ও স্নেহশীলতা

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِى ».

(২৭৬৮) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো, যে আগুন প্রজ্বলিত করল। অতঃপর তাতে উচ্চুঙ্গ ও পতঙ্গ পড়তে আরম্ভ করল, আর সে ব্যক্তি তা হতে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাচ্ছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে (জাহান্নামের আগুনে) পতিত হচ্ছ।" *(বুখারী ৬৪৮৩, মুসলিম ৬০৯৮নং)*

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ».

(২৭৬৯) শাদ্দাদ বিন আওস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরী) করেছেন। সুতরাং যখন (জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা কর, তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে হত্যা কর এবং যখন যবেহ কর, তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে যবেহ কর। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং বধ্য পশুকে আরাম দেওয়া।" *(মুসলিম ১৯৫৫নং)*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: ((أَسْلِمْ)). فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ)).

(২৭৭০) আনাস ﷺ বলেন, একজন ইহুদী কিশোর নবী ﷺ-এর খিদমত করত। সে পীড়িত হলে মহানবী ﷺ তাকে দেখা করতে এলেন এবং তার শিথানে বসে বললেন,

“ইসলাম গ্রহণ কর (তুমি মুসলিম হয়ে যাও)।” তাঁর এই কথা শুনে সে তার পিতার দিকে (তার মত জানতে) দৃষ্টিপাত করল। তার পিতা তার নিকটেই বসে ছিল। সে বলল, ‘আবুল কাসেম ﷺ-এর কথা তুমি মেনে নাও। ফলে কিশোরটি মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর নবী ﷺ এই বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন, “সেই আল্লাহর সকল প্রশংসা, যিনি ওকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।” তারপর কিশোরটি মারা গেলে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, “তোমরা তোমাদের এক সাথীর উপর (জানাযার) নামায পড়।” *(বুখারী ১৩৫৬নং)*

عن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ)).

(২৭৭১) আবূ কাতাদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “আমি নামায পড়তে দাঁড়াই এবং আমার ইচ্ছা হয় তা দীর্ঘ করি। অতঃপর আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি। ফলে আমি তার মায়ের কষ্ট হওয়াটা অপছন্দ মনে ক’রে নামায সংক্ষিপ্ত করি।” *(বুখারী ৭০৭নং)*

عن أبي الدَّرْداءِ عن النبي ﷺ قال: ((أتُحِبُّ أنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وتُدْرِكَ حاجَتَكَ ارْحَمِ اليَتِيمَ وامْسَحْ رَأسَهُ وأطْعِمْهُ مِنْ طَعامِكَ يَلِنْ قَلْبُكَ وتُدْرِكْ حاجَتَكَ)).

(২৭৭২) আবূদ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “তুমি কি পছন্দ কর, তোমার হৃদয় নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? এতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তার মাথায় (সস্নেহে) হাত বুলাও, তাকে তোমার নিজের খাবার খাওয়াও, তাহলে তোমার হৃদয় নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।” *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ৮০নং)*

عَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِى فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنْ لَمْ تَجِدِى لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِى يَدِهِ ».

(২৭৭৩) উম্মে বুজাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল, স্বাল্লাল্লাহু আলাইক! অনেক সময় মিসকীন আমার দরজায় দাঁড়ায়, কিন্তু আমি তাকে দেওয়ার মতো কোন জিনিস পাই না।’ মহানবী ﷺ বললেন, “যদি একটি পোড়া খুর ছাড়া দেওয়ার মত আর কিছু না পাও, তাহলে তার হাতে তাই দিয়েই বিদায় দাও।” *(আবূ দাউদ ১৬৬৯নং, তিরমিযী ৬৬৫নং)*

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رَحِيمًا رَقِيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ».

(২৭৭৪) মালেক বিন হুওয়াইরিস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় নব যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিশ দিন অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপরবশ ছিলেন। তাই তিনি ধারণা করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। সেহেতু তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারে কাকে ছেড়ে এসেছি? সুতরাং আমরা তাঁকে জানালাম। আর তিনি ছিলেন বিনম্র দয়াশীল। তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝেই বসবাস কর। তাদেরকে শিক্ষা দান কর এবং তাদেরকে (ভাল কাজের) আদেশ দাও। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। সুতরাং যখন নামাযের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।" *(বুখারী ৬০৮, ৭২৪৬, মুসলিম ১৫৬৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ ».

(২৭৭৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সওয়ারীর পিঠকে (বক্তৃতার) মেম্বর বানিয়ে নেওয়া থেকে বিরত হও। যেহেতু আল্লাহ তা কেবল তোমাদেরকে দূর দেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন; যেথায় প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। তিনি তোমাদের জন্য মাটি সৃষ্টি করেছেন, তার উপর দাঁড়িয়ে প্রয়োজন সারো।" *(আবূ দাউদ ২৫৬৭, সিঃ সহীহাহ ২২নং)*

عن مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ)).

(২৭৭৬) মুআয বিন আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এই পশুগুলি আরোহণ কর (কষ্ট) থেকে নিরাপদ রাখা অবস্থায় এবং (নেমে) বর্জন কর নিরাপদ করে। আর তাদেরকে চেয়ার বানিয়ে নিয়ো না।" *(আহমাদ ১৫৬৩৯, ত্বাবারানী, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২১নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ)).

(২৭৭৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির খাদেম (দাস-দাসী) তার নিকট খাবার নিয়ে আসে, তখন যদি তাকে নিজ সঙ্গে (খেতে) না বসায়, তাহলে সে যেন তাকে (কমপক্ষে তার হাতে) এক খাবল বা দু' খাবল অথবা এক গ্রাস বা দু' গ্রাস (ঐ খাবার থেকে) তুলে দেয়। কেননা, সে (খাদেম) তা পাক (করার যাবতীয় কষ্ট বরণ) করেছে।" *(বুখারী ২৫৫৭, ৫৪৬০নং)*

عن أبي ذر قال: قال له النَّبيُّ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ ».

(২৭৭৮) আবূ যার্র ﷺ বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁকে (দাস-দাসীদের ব্যাপারে) বলেছেন, "ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ এবং তোমাদের সেবক। আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায় এবং তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর তোমরা ওদেরকে এমন কাজের ভার দিয়ো না, যা করতে ওরা সক্ষম নয়। পরন্তু যদি তোমরা এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেল, তাহলে তোমরা ওদের সহযোগিতা কর।" *(বুখারী ৩০, ২৫৪৫, মুসলিম ৪৪০৫নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((.... وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَهَ الْأَعْمَى عَنْ السَّبِيلِ....)).

(২৭৭৯) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর অভিশাপ তার উপর, যে কোন অন্ধকে পথচ্যুত করে।" *(আহমাদ ২৮১৬, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৬৮৯, হাকেম ৮০৫২, সঃ জামে' ৫৮৯১নং)*

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِى فِيهِ وَالْجَافِى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ ».

(২৭৮০) আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বৃদ্ধ মুসলিম, কুরআনে অতিরঞ্জনকারী ও অবহেলাকারী নয় এমন হাফেয এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাকে সম্মান প্রদর্শন করলে এক প্রকার আল্লাহকেই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।" *(আবূ দাউদ ৪৮৪৫, আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৭, বাইহাক্বী ২৫৭৩নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.

(২৭৮১) আবূ উমামা ﷺ বলেন, একদা এক যুবক আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন!'

এ কথা শুনে লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'থামো, থামো! (এ কী বলছ তুমি?)'

কিন্তু মহানবী ﷺ তাকে বললেন, "আমার কাছে এসো।"

সে তাঁর কাছে এসে বসলে তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি কি নিজ মায়ের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের মায়েদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের মেয়েদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার বোনের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের বোনেদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার ফুফুর জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের ফুফুদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার খালার জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের খালাদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি তার বুকে হাত রাখলেন এবং তার জন্য দুআ ক'রে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ওর গোনাহ মাফ করে দাও, ওর হৃদয়কে পবিত্র করে দাও এবং ওকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা কর।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সেই যুবক আর ব্যভিচারের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি। *(আহমাদ ২২২১১, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৬৭৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫৪১৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৭০নং)*

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيبُ غَيْرِى فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنَ امْرَأَتِى شَيْئًا يُتَابَعُ بِى حَتَّى أُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَمَا هِىَ تَخْدُمُنِى ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِى مِنْهَا شَىْءٌ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِى فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالُوا لاَ وَاللَّهِ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ « أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ ». قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرٌ لأَمْرِ اللَّهِ فَاحْكُمْ فِىَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ « حَرِّرْ رَقَبَةً ». قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِى قَالَ « فَصُمْ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ ». قَالَ وَهَلْ أُصِبْتُ الَّذِى أُصِبْتُ إِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ « فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ». قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ قَالَ « فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِى زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا ». فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِى فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْىِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْىِ وَقَدْ أَمَرَنِى – أَوْ أَمَرَ لِى – بِصَدَقَتِكُمْ.

(২৭৮২) সালামাহ বিন স্বাখ্‌র বায়াযী বলেন, আমি এমন পুরুষ ছিলাম, যে স্ত্রী-সহবাস বেশি করে। আমার মনে হয় না যে, আমি যতটা পারতাম ততটা অন্য কেউ পারত। সুতরাং রমযান প্রবেশ করলে আমি স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করলাম, যাতে রমযান পার হয়ে যায় (এবং দিনে সহবাসে লিপ্ত না হয়ে পড়ি)। একদা রাত্রে সে আমার সাথে কথা বলছিল, এমন সময় তার দেহের এমন কিছু অংশ আমার জন্য খুলে গেল, যার ফলে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং সঙ্গম করে ফেললাম। অতঃপর সকাল হলে আমি আমার গোত্রের লোকেদেরকে আমার খবর বললাম। আমি তাদেরকে বললাম, 'আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (ফতোয়া) জিজ্ঞাসা কর।'

তারা বলল, 'আমরা তা পারব না। কারণ আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল কুরআন অবতীর্ণ করবেন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কোন উক্তি করা হবে, অতঃপর তার লজ্জা আমাদের ঘাড়ে থেকে যাবে। বরং আমরা তোমার অপরাধ তোমাকেই সোপর্দ করছি। তুমিই গিয়ে তোমার নিজের ব্যাপার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ কর।'

সুতরাং আমি বের হলাম এবং তাঁর কাছে এসে আমার খবর খুলে বললাম।

তিনি বললেন, "তুমিই এ কাজ করেছ?"

আমি বললাম, 'জী, আমিই এ কাজ করে ফেলেছি। আর এই যে আমিই আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিতে ধৈর্যধারণ করব হে আল্লাহর রসূল!'

তিনি বললেন, "তাহলে একটি গর্দান (ক্রীতদাস) স্বাধীন কর।"

আমি বললাম, 'সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছেন! এই সকালে আমি আমার নিজের এই গর্দান ছাড়া অন্য কিছুর মালিক নই।'

তিনি বললেন, "তাহলে একটানা দুই মাস রোযা রাখো।"

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার উপর যে মসীবত এল, তা কি রোযা ছাড়া অন্য কিছুর কারণে এল?'

তিনি বললেন, "তাহলে ষাটজন মিসকীনকে সাদকা কর অথবা অন্নদান কর।"

আমি বললাম, 'সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছেন! গত রাত্রে আমাদের রাতের খাবারও ছিল না!'

তিনি বললেন, "তাহলে বানী যুরাইকের সাদকা-ওয়ালার কাছে যাও এবং তাকে বল, তোমাকে সাদকা দেবে। অতঃপর তুমি তা থেকে ষাটজন মিসকীন খাইয়ে দাও এবং অবশিষ্টাংশ দ্বারা তুমি উপকৃত হও।"

সুতরাং আমি আমার গোত্রের লোকেদের কাছে ফিরে এলাম এবং বললাম, 'তোমাদের কাছে সংকীর্ণতা ও খারাপ রায় পেলাম। আর নবী ﷺ-এর নিকট পেলাম প্রশস্ততা ও ভালো রায়। তিনি তোমাদেরকে আমার জন্য সাদকা দিতে আদেশ করেছেন। সুতরাং আমাকে তা দাও।' *(আহমাদ ১৬৫৩৫, আবূ দাউদ ২২১৫, তিরমিযী ৩২৯৯, ইবনে মাজাহ ২০৬২নং প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ-এর ন্যায়পরায়ণতা

عَنِ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ لِي عَلَى هَذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَيْهَا فَقَالَ أَعْطِهِ حَقَّهُ قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا قَالَ أَعْطِهِ حَقَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا قَدْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى خَيْبَرَ فَأَرْجُو أَنْ تُغْنِمَنَا شَيْئًا فَأَرْجِعُ فَأَقْضِيهِ قَالَ أَعْطِهِ حَقَّهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ ثَلَاثًا لَمْ يُرَاجَعْ فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَى السُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِبُرْدٍ فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَاتَّزَرَ بِهَا وَنَزَعَ الْبُرْدَةَ فَقَالَ اشْتَرِ مِنِّي هَذِهِ الْبُرْدَةَ فَبَاعَهَا مِنْهُ بِأَرْبَعَةِ الدَّرَاهِمِ فَمَرَّتْ عَجُوزٌ فَقَالَتْ مَا لَكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ هَا دُونَكَ هَذَا بِبُرْدٍ عَلَيْهَا طَرَحَتْهُ عَلَيْهِ.

(২৭৮৩) ইবনে আবূ হাদরাদ আসলামীর কাছে এক ইয়াহুদীর চার দিরহাম পাওনা ছিল। সুতরাং সে তাঁর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নালিশ জানিয়ে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! এর কাছে আমার চার দিরহাম পাওনা আছে। তা আদায় করতে আমাকে হার মানিয়েছে।'

নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "ওকে ওর পাওনা দিয়ে দাও।"

তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছেন! আমি তা পরিশোধে অক্ষম।'

নবী ﷺ পুনরায় তাকীদ দিয়ে বললেন, "ওকে ওর পাওনা দিয়ে দাও।"

তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি তা পরিশোধে অক্ষম। আমি ওকে বলেছি, আপনি আমাদেরকে খায়বার পাঠাবেন এবং আশা করি যে, আপনি কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দেবেন। অতঃপর ফিরে এসে আমি তার পাওনা মিটিয়ে দেব।'

কিন্তু নবী ﷺ আবারো জোর দিয়ে বললেন, "ওকে ওর পাওনা দিয়ে দাও।"

মহানবী ﷺ-এর ব্যাপারে রীতি এমন ছিল যে, তিনি কোন আদেশ তিনবার করলে আর তাঁর সাথে কেউ কথা বলতে পারতেন না। সে আদেশ প্রত্যাহার করার আর কোন আশা থাকত না।

সুতরাং ইবনে আবূ হাদরাদ বাদীকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে বের হয়ে গেলেন। তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল এবং পরনে ছিল একটি চাদর। মাথার পাগড়িটা খুলে নিয়ে কোমরে জড়ালেন এবং চাদরটা খুলে নিয়ে বললেন, 'তুমি এটা আমার কাছ থেকে কিনে নাও।'

সুতরাং সেটাকে তার কাছে চার দিরহামে বিক্রি করে দিয়ে তার দেনা পরিশোধ করলেন। সেখানে এ বৃদ্ধা তাঁর এ দশা দেখে বলল, 'হে রাসূলুল্লাহর সাথী! কী ব্যাপার আপনার?' তিনি ঘটনা খুলে বললে, সে তাঁর গায়ে একটি চাদর ছুঁড়ে দিল। *(আহমাদ ১৫৪৮৯, সিঃ সহীহাহ ২১০৮নং)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: ((غَارَتْ أُمُّكُمْ)). ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ.

(২৭৮৪) আনাস ﷺ বলেন, একদা তিনি এক স্ত্রীর বাসায় ছিলেন। অন্য এক স্ত্রী দাসীর মাধ্যমে তাঁর কাছে এক পাত্র কোন খাবার পাঠালেন। যাঁর বাসায় তিনি ছিলেন, সেই স্ত্রী দাসীর হাতে আঘাত করলে পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী ﷺ পাত্রের টুকরাগুলো জমা করে তার উপরে খাবারগুলো রাখতে লাগলেন এবং বললেন, (غَارَتْ أُمُّكُمْ). "তোমাদের মা ঈর্ষান্বিতা হয়ে পড়েছে!"

অতঃপর দাসীকে যেতে দিলেন না, যতক্ষণ না তিনি যার বাসায় ছিলেন, তার বাসা থেকে একটি ভালো পাত্র আনা হল। অতঃপর তিনি ভালো পাত্রটি তাঁকে দিয়ে পাঠালেন, যাঁর পাত্র ভাঙ্গা হয়েছিল। আর ভাঙ্গা পাত্রটি তাঁর বাসায় রেখে নিলেন, যাঁর বাসায় তিনি ছিলেন। *(বুখারী ৫২২৫, ২৪৮১নং)*

মহানবী ﷺ-এর ক্ষমাশীলতা

عن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ فَقَالَ « لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِى عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِى إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِى فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِى فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِى مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ. ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِى رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِى بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ ». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ».

(২৭৮৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবী ﷺ-কে বললেন, ‘আপনার উপর কি উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন দিন এসেছে?’ তিনি বললেন, “আমি তোমার কওম থেকে বহু কষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট আক্বাবার দিন পেয়েছি, যেদিন আমি নিজেকে ইবনে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার) এর উপর (ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর ‘ক্বারনুস সাআলিব’ (বর্তমানে সাইল কাবীর) নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি (আকাশের দিকে) মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা মেঘখন্ড আমার উপর ছায়া ক’রে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম, তাতে জিব্রাঈল عليه السلام রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ‘আপনার কউম আপনাকে যে কথা বলেছে এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর তিনি আপনার নিকট পর্বতমালার ফিরিশ্তাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাঁকে তাদের (ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ দেন।’ অতঃপর পর্বতমালার ফিরিশ্তা আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, তা (সবই) মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি হচ্ছি পর্বতমালার ফিরিশ্তা। আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আমাকে তাদের ব্যাপারে (কোন) নির্দেশ দেন। সুতরাং আপনি কী চান? আপনি চাইলে, আমি (মক্কার) বড় বড় পাহাড় দু’টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দেব।’ (এ কথা শুনে) নবী ﷺ বললেন, “(এমন কাজ করবেন না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না।” *(বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ৪৭৫৪নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا. فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ « اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ ».

(২৭৮৬) আবূ হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তুফাইল বিন আম্‌র দাওসী ইসলামে দীক্ষিত হলেন। অতঃপর তিনি ফিরে গিয়ে নিজ গোত্রের লোককে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর আব্বা ও স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলেন। বাকী লোকেরা ঈমান আনতে অস্বীকার করল। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! দাওস গোত্র অবাধ্য, তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের উপর বদ্দুআ করুন।’ এ কথার পর লোকেরা ভাবল যে, তিনি এবার তাদের উপর বদ্দুআ করবেন। কিন্তু তিনি দুআ করে বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি দাওস গোত্রকে হেদায়াত কর এবং তাদেরকে (আমার নিকট) আনয়ন কর।” *(বুখারী ২৯৩৭, ৪৩৯২, মুসলিম ৬৬১১নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَاسًا فِى الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ

وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ اللَّهِ. قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– – قَالَ – فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ – قَالَ – فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ « فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ». قَالَ ثُمَّ قَالَ « يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ».

(২৭৮৭) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বন্টনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোককে (তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য) প্রাধান্য দিলেন (অর্থাৎ, অন্য লোকের তুলনায় তাদেরকে বেশী মাল দিলেন)। সুতরাং তিনি আক্বরা' বিন হাবেসকে একশত উট দিলেন এবং উয়াইনা বিন হিস্নকেও তারই মতো দিলেন। অনুরূপ আরবের আরো কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষকেও সেদিন (মাল) বন্টনে প্রাধান্য দিলেন। (এ দেখে) একটি লোক বলল, 'আল্লাহর কসম! এই বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ইচ্ছা রাখা হয়নি!' আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এই সংবাদ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে পৌঁছে দেব।' অতএব আমি তাঁর কাছে এসে সেই সংবাদ দিলাম, যা সে বলল। ফলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে এমনকি লালবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, "যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইনসাফ না করেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে? আল্লাহ মূসাকে রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"

অবশেষে আমি (মনে মনে) বললাম যে, 'আমি এর পরে কোন কথা তাঁর কাছে পৌঁছাব না।' *(বুখারী ৩১৫০, মুসলিম ২৪৯৪নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِى ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِى النَّاسَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ « وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه دَعْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ. فَقَالَ « مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ».

(২৭৮৮) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন থেকে ফেরার পথে জিইর্রানাতে মহানবী ﷺ বিলালের কাপড় থেকে নিয়ে চাঁদি বিতরণ করছিলেন। এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ন্যায়ভাবে বন্টন করুন। ঐ বন্টন ন্যায্য হচ্ছে না!' মহানবী ﷺ তার এ কথা শুনে বললেন, "দূর হতভাগা! আমি ন্যায্য বন্টন না করলে আর কে করবে? ইনসাফ না করলে আমি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হব।" উমার ﷺ বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন। আমি ঐ মুনাফিকের গর্দানটি উড়িয়ে দিই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ওর কিছু সহচর আছে, যারা কুরআন পড়ে। কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী পার হয় না। তারা

ইসলাম থেকে ঐভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়।" *(বুখারী ৩৬১০, মুসলিম ২৪৯৬নং)*

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رَجُلٌ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ أَلاَ تُنْجِزُ لِى يَا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْتَنِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَبْشِرْ ». فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِىُّ أَكْثَرْتَ عَلَىَّ مِنْ « أَبْشِرْ ». فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَلَى أَبِى مُوسَى وَبِلاَلٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ « إِنَّ هَذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلاَ أَنْتُمَا ». فَقَالاَ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ « اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا ». فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلاَ مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَنَادَتْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَفْضِلاَ لأُمِّكُمَا مِمَّا فِى إِنَائِكُمَا. فَأَفْضَلاَ لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

(২৭৮৯) আবূ মূসা ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পাশে ছিলাম তখন তিনি মক্কা-মদীনার মাঝে জিইর্রানাতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল। ইতি মধ্যে এক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা কি পালন করবেন না?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "সুসংবাদ নাও।" বেদুঈন তাঁকে বলল, 'আপনি আমাকে সুসংবাদ বহুবার বলেছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত অবস্থায় আবূ মূসা ও বিলালের দিকে ফিরে বললেন, "এ তো সুসংবাদ রদ্দ করে দিল, তোমরা তা গ্রহণ কর।"

তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পাত্রে পানি আনতে বললেন। অতঃপর তিনি তাতে নিজ দুই হাত ও চেহারা ধুলেন এবং কুল্লি ক'রে (কুল্লির পানি) তাতে দিলেন। তারপর বললেন, "এ থেকে পান কর এবং তোমাদের চেহারা ও বুকে ঢেলে নাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর।"

তাঁরা পাত্রটি নিয়ে তাই করলেন, যা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে আদেশ করেছিলেন। পর্দার আড়াল থেকে উম্মে সালামাহ ডাক দিয়ে বললেন, 'তোমাদের পাত্রে যা আছে, তার কিছু তোমাদের আম্মার জন্য বাঁচিয়ে রাখ।' সুতরাং তাঁরা তাঁর জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখলেন। *(বুখারী ৪৩২৮, মুসলিম ৬৫৬১নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً – فَقَالَ لَهُمْ – اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ». فَقَالُوا إِنَّا لاَ نَجِدُ إِلاَّ سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ. قَالَ « فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ – أَوْ خَيْرَكُمْ – أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ».

(২৭৯০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট ঋণী ছিলেন। তার নিকট থেকে একটি উটের বাচ্চা ধার নিয়েছিলেন। লোকটি ঋণ আদায় করতে এসে

মহানবী ﷺ-কে কর্কশ ভাষায় কটু কথা শোনাতে শুরু করে দিল। তা দেখে সাহাবাগণ তাকে (ধমক দিয়ে) বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ বললেন, "হকদারের কথা বলার অধিকার আছে। তোমরা ওর ঋণ শোধ করে দাও। ওর জন্য একটি উট ক্রয় কর।"

সুতরাং তার জন্য উট কিনতে যাওয়া হল। অথবা তাঁর নিকট যখন সদকার উট এল তখন তিনি ঐ লোকটির উটের বাচ্চা পরিশোধ করতে সাহাবাকে আদেশ করলেন। বলা হল, 'উটগুলোর মধ্যে সবগুলোই বড় বড় উট রয়েছে, উটের কোন বাচ্চা ওদের মধ্যে নেই।' তখন নবী ﷺ বললেন, ঐ বড় উটই দিয়ে দাও। কারণ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে (ঋণ) পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম।" *(মুসলিম ৪১৯২-৪১৯৬নং, আহমাদ ৯৩৯০নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

(২৭৯১) আনাস ﷺ বলেন, (একদা) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর উপর মোটা পেড়ে একখানি নাজরানী চাদর ছিল। অতঃপর পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হল। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নবী ﷺ-এর কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব জোরে টানার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। পুনরায় সে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহর যে মাল আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ কর।' তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে (কিছু মাল) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। *(বুখারী ৩১৪৯, মুসলিম ২৪৭৬নং)*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ؟

(২৭৯২) আনাস বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন রেশমবস্ত্র কখনো স্পর্শ করিনি এবং ﷺ-এর দেহের সুগন্ধি অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কখনো আঘ্রাণ করিনি। আমি দশ বছর রসূল ﷺ-এর খিদমত করেছি, কিন্তু কখনো তিনি আমার উপর 'উঃ' বলেননি। যা আমি স্বেচ্ছায় করেছি তার উপর তিনি আমাকে বলেননি যে, 'তা কেন করলে?' আর যা করিনি তার জন্যও বলেননি যে, 'কেন করলে না?" *(বুখারী ৩৫৬১, ৬০৩৮, মুসলিম ৬১৫১নং)*

عن أنس قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِى يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَذْهَبُ. وَفِى نَفْسِى أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِى بِهِ نَبِىُّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِى السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَدْ

قَبَضَ بِقَفَاىَ مِنْ وَرَائِى – قَالَ – فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ « يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ ». قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

(২৭৯৩) আনাস ﷺ আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একদা তিনি কোন প্রয়োজনে আমাকে পাঠালেন। আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি যাব না।' অথচ আমার মনে ছিল আল্লাহর নবী ﷺ যে কাজের আদেশ দিয়েছেন, তার জন্য আমি যাব। সুতরাং আমি বের হলাম। এক সময় কিছু শিশুদের পাশ দিয়ে পার হলাম। তারা বাজারে খেলা করছিল। (আমি সেখানে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলাম অথবা তাদের সাথে খেলতে লাগলাম।) ইতি মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিছন দিক থেকে এসে আমার ঘাড়ে ধরলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাসছেন। তিনি বললেন, "হে উনাইস! আমি তোমাকে যেখানে যেতে আদেশ করেছিলাম, সেখানে গিয়েছিলে?"

আমি বললাম, 'এখন যাচ্ছি হে আল্লাহর রসূল!' *(মুসলিম ৬১৫৫নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلاَمَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ « اعْفُوا عَنْهُ فِى كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً ».

(২৭৯৪) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা চাকরকে কতবার ক্ষমা করব?' উত্তর না দিয়ে তিনি চুপ থাকলেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি আবারও চুপ থাকলেন। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, "তোমরা তাকে প্রত্যহ ৭০ বার ক্ষমা কর।" *(আবূ দাউদ ৫১৬৬, তিরমিযী ১৯৪৯, সহীহ তারগীব ২২৮৯নং)*

عن سلمان قال قال رسول الله ﷺ: « أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى سَبَبْتُهُ سَبَّةً أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً فِى غَضَبِى – فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ وَإِنَّمَا بَعَثَنِى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ – فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلاَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

(২৭৯৫) সালমান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(হে আল্লাহ!) আমার উম্মতের যে ব্যক্তিকে রাগান্বিত হয়ে আমি কোন গালি দিয়েছি অথবা অভিশাপ করেছি, তুমি কিয়ামতে তার জন্য রহমত বা দুআর রূপ দান করো। কারণ আমি একজন আদম-সন্তান, আমি রাগান্বিত হই, যেমন তারা রাগান্বিত হয়। (আর তুমি তো আমাকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছ।)" *(আহমাদ ২৩৭০৬, আল-আদাবুল মুফরাদ, বুখারী ২৩৪, আবূ দাউদ ৪৬৫৯নং)*

মহানবী ﷺ-এর কথাবার্তা

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه.

(২৭৯৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ তোমাদের মতো এইভাবে হড়বড় ক'রে কথা বলতেন না। বরং তিনি স্পষ্টভাবে গোটা গোটা কথা বলতেন। তাঁর কাছে যে বসত, সেই তা স্মৃতিস্থ করতে পারত।' *(মুখতাসার শামাইল ১৯১নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ.

(২৭৯৭) তিনি আরো বলেন, 'তিনি এমন ভঙ্গিমায় কথা বলতেন, যদি গণনাকারী চাইত, তাহলে তা গণনা করতে পারত।' *(বুখারী ৩৫৬৭, মুসলিম ৭৭০ ১নং)*

عَنْ أَنَسٍ قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاَثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ.

(২৭৯৮) আনাস ﷺ বলেন, '(গুরুত্বপূর্ণ) কথাকে তিনি তিন-তিনবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন। যাতে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়।' *(তিরমিযী ৩৬৪০, সঃ জামে' ৪৯৯০নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ».

(২৭৯৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তিনি ভাষণ দিতেন, তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হত এবং তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত; যেন তিনি লোকেদেরকে এমন এক (শত্রু)সেনা সম্পর্কে সতর্ক করছেন, যা আজই সন্ধ্যা অথবা সকালে তাদেরকে এসে আক্রমণ করবে। *(মুসলিম ২০৪২, ইবনে মাজাহ ৪৫নং, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِى يَدَىَّ ».

(২৮০০) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বহুলার্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলী দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং আতঙ্ক দ্বারা আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। একদা আমি নিদ্রাবস্থায় পৃথিবীর ধনভান্ডারের চাবিগুচ্ছ আমাকে প্রদান করা হয়, আমি তা আমার হাতে নিয়ে রাখি।" *(বুখারী ২৯৭৭, মুসলিম ১১৯৬নং)*

মহানবী ﷺ-এর অর্থনৈতিক জীবন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلَا لِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبِطُ بِلَالٍ)).

(২৮০১) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের কাজে আমাকে যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে করা হয়নি। আমাকে

যেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে দেওয়া হয়নি। ত্রিশ দিন ও রাত আমার উপর এমনও অতিবাহিত হয়ে গেছে যে, আমার ও বিলালের কাছে কোন প্রাণীর খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না, কেবল সেই স্বল্প পরিমাণটুকু ছাড়া, যা বিলাল তাঁর বগলের নিচে লুকিয়ে আনত।" *(আহমাদ ১৪০৫৫, তিরমিযী ২৪৭২, ইবনে মাজাহ ১৫১নং)*

عن النُّعْمَان قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِى مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ.

(২৮০২) নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ বলেন, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব ﷺ (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা ক'রে ফেলেছে, সে কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না।' *(মুসলিম ৭৬৫০-৭৬৫২নং)*

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ –صلى الله عليه وسلم– مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–.

(২৮০৩) আয়েশা (রাযিল্লাহু আনহা) বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার পর পর দু'দিন যবের রুটি পেট-পুরে খাননি। আর এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।' *(মুসলিম ৭৬৩৫নং)*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَأْكُلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ.

وفي رواية: فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

(২৮০৪) আনাস ইবনে মালেক ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ কখনো (টেবিল জাতীয় উঁচু স্থানে)এর উপর খাবার রেখে আহার করেননি এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পাতলা (চাপাতি) রুটি খাননি। *(৩৩১নং দ্রঃ)*

(অন্য এক বর্ণনায় আছে,) আমি জানি না যে, নবী ﷺ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চাপাতি রুটি এবং ভুনা (গোটা) বকরী স্বচক্ষে দেখেছেন।' *(বুখারী ৬৪৫০, ৬৪৫৭নং)*

عن سهل بن سعد قال: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ.

(২৮০৫) সাহল ইবনে সা'দ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (রসূলরূপে) পাঠিয়েছেন, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (চালুনে চালা) ময়দা দেখেননি। অতঃপর

জিজ্ঞাসা করা হল, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কি আপনাদের আটা চালার চালুনি ছিল?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (রসূলরূপে) পাঠানোর পর থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি আটা চালার চালুনি দেখেননি।' তাঁকে বলা হল, 'তাহলে আপনারা আচালা যবের আটা কিভাবে খেতেন?' তিনি বললেন, 'আমরা যব পিষে ফুঁক দিতাম, এতে যা উড়ার উড়ে যেত, আর যা অবশিষ্ট থাকত তা ভিজিয়ে খমীর বানাতাম।' *(বুখারী ৫৪১৩নং)*

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً.

(২৮০৬) আম্‌র ইবনে হারেষ ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুকালে কোন সোনা-রূপা এবং কোন দাস-দাসী রেখে যাননি। তিনি কেবল তাঁর একটি সাদা রঙের খচ্চর রেখে গেছেন, যাতে তিনি সওয়ার হতেন। আর রেখে গেছেন তাঁর যুদ্ধাস্ত্র ও একখন্ড জমি। পরন্তু উক্ত জমিটিও তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদক্বা করে গেছেন।' *(বুখারী ৪৪৬১নং)*

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ.

(২৮০৭) আবূ বুরদাহ ﷺ বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমাদের সামনে একটি তালি-দেওয়া চাদর এবং একটি মোটা ইযার (লুঙ্গি) বের করলেন এবং বললেন, 'এই দু'টির মধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু হয়েছে।' *(বুখারী ৩১০৮নং, মুসলিম ২০৮০নং)*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ.

(২৮০৮) আনাস ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ যবের বিনিময়ে তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর আমি নবী ﷺ-এর কাছে যবের রুটি ও (নষ্ট হওয়া) দুর্গন্ধময় পুরানো চর্বি নিয়ে গেছি। আমি তাঁকে (নবী ﷺ-কে) বলতে শুনেছি যে, "মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে কোন সকাল বা সন্ধ্যায় এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি কোন খাদ্যবস্তু) থাকে না।" (আনাস ﷺ বলেন,) তখন তাঁরা মোট নয় ঘর (পরিবার) ছিলেন।' *(বুখারী ২৫০৮নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

(২৮০৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরো বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমার বাড়ীতে এমন কিছু ছিল না, যা কোন প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। তবে আমার ঘরের তাকে সামান্য কিছু যব ছিল, যা থেকে আমি কিছু দিন খেয়েছি। অতঃপর যখন আমি তা মাপলাম, তখন শেষ হয়ে গেল।' *(বুখারী ৩০৯৭, মুসলিম ২৯৭৩নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

(২৮১০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর লৌহবর্মখানি ত্রিশ সা' (প্রায় ৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক ছিল।' *(বুখারী ২৯১৬নং)*

عن عائشة قالت أهدي لنا ذات ليلة رجل شاة من بيت أبي بكر قالت والله إني لأمسكها على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يجزها أو أمسكها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أجزها فقلت يا أم المؤمنين على مصباح ذاك قالت لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه.

(২৮১১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম। (আব্বা) আবূ বাক্‌র তাঁর জন্য ছাগলের একটি ঠ্যাং হাদিয়া পাঠালেন। আমরা তা ঘরের অন্ধকারে কাটলাম।' বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনাদের কি বাতি ছিল না?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বাতি জ্বালাবার তেল থাকলে আমরা তা ভক্ষণ করতাম।' *(আহমাদ ২৫৮২৫, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৮৮৭২, সহীহ তারগীব ৩২৭৬নং)*

মহানবী ﷺ-এর তিরোধান

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام وَا كَرْبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا : ((لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ))، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ؟

(২৮১২) আনাস ﷺ বলেন, যখন নবী ﷺ বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে কষ্ট ঘিরে ফেলল, তখন (তাঁর কন্যা) ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হায়! আব্বাজানের কষ্ট!' তিনি এ কথা শুনে বললেন, "আজকের দিনের পর তোমার আব্বার কোন কষ্ট হবে না।" অতঃপর যখন তিনি দেহত্যাগ করলেন, তখন ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হায় আব্বাজান! প্রভু যখন তাঁকে আহবান করলেন, তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর বাসস্থান। হায় আব্বাজান! আমরা জিবরীলকে আপনার মৃত্যু-সংবাদ দেব।' অতঃপর যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হল, তখন ফাতেমা (আলাইহাস সালাম) বললেন, 'হে আনাস! আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উপর মাটি ফেলতে কি তোমাদেরকে ভাল লাগল?' *(বুখারী ৪৪৬২নং)*

মহানবী ﷺ-এর মু'জিযা

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ.

وفي رواية: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكْرِ.

(২৮১৩) জাবের ﷺ বলেন, 'একটি খেজুর গাছের গুঁড়ি (খুঁটি) ছিল। নবী ﷺ খুতবাহ দানকালে দাঁড়িয়ে তাতে হেলান দিতেন। তারপর যখন (কাঠের) মিম্বর (তৈরী ক'রে) রাখা হল, তখন আমরা দশ মাসের গাভিন উটনীর শব্দের ন্যায় গুঁড়িটির (কান্নার) শব্দ শুনতে পেলাম। পরিশেষে নবী ﷺ (মিম্বর হতে) নেমে নিজ হাত তার উপর রাখলে সে শান্ত হল।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যখন জুমআর দিন এল এবং নবী ﷺ মিম্বরের উপর বসলেন, তখন খেজুরের যে গুঁড়ির পাশে তিনি খুতবা দিতেন, তা এমন চিল্লিয়ে কেঁদে উঠল যে, তা ফেটে যাবার উপক্রম হয়ে পড়ল! সুতরাং নবী ﷺ (মিম্বর থেকে) নেমে তাকে ধরে নিজ বুকে জড়ালেন। তখন সে সেই শিশুর মত কাঁদতে লাগল, যে শিশুকে (আদর ক'রে) চুপ করানো হয়, (তাকে চুপ করানো হল এবং) পরিশেষে সে প্রকৃতিস্থ হল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এর কান্নার কারণ হচ্ছে এই যে, এ (কাছে থেকে) খুতবা শুনত (যা থেকে সে এখন বঞ্চিত হয়ে পড়েছে)।" *(বুখারী ৯১৮, ২০৯৫নং)*

মহানবী ﷺ-এর পিতামাতা

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِى قَالَ « فِى النَّارِ ». فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ « إِنَّ أَبِى وَأَبَاكَ فِى النَّارِ ».

(২৮১৪) আনাস ﷺ বলেন, একদা এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (মৃত) পিতা কোথায় (জান্নাতে না জাহান্নামে)?' তিনি বললেন, "জাহান্নামে।" অতঃপর সে যখন (মন খারাপ ক'রে) ফিরে যেতে লাগল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, "আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান্নামে।" *(আহমাদ ১৩৮৩৪, মুসলিম ৫২১নং, দ্রঃ সিঃ সহীহাহ ২৫৯২নং)*

وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ ، " فَنَزَلَ بِنَا فَانْتَهَى إِلَى رَسْمِ قَبْرٍ ، فَجَلَسَ وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ ، فَجَعَلَ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ كَالْمُخَاطِبِ ثُمَّ بَكَى " فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه – فَقَالَ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُبْكِيكَ ؟ ، فَقَالَ : " هَذَا قَبْرُ أُمِّي آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ، اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ

أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الاسْتِغْفَارِ لَهَا فَأَبَى عَلَيَّ"، فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنْ النَّارِ)).

(২৮১৫) বুরাইদা আসলামী ﷺ বলেন, প্রায় এক হাজার সাহাবা সহ এক সফরের এক মঞ্জিলে নেমে নবী ﷺ দু'রাকআত নামায পড়লেন। অতঃর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালে আমরা দেখলাম, তাঁর দু'টি চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। তাঁর কান্না দেখে সাহাবাগণ কাঁদতে লাগলেন। উমার ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কী হয়েছে? (আপনি কাঁদছেন কেন?)' তিনি বললেন, "আল্লাহর নিকট আমি আমার মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে যিয়ারতের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। তাই আমি তাঁর উপর জাহান্নামের ভয়ে কাঁদছি!....." *(আহমাদ ৯৬৮৮, ২৩০০৩, মুসলিম ২৩০৩-২৩০৪নং, প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ-এর দর্শন

عن عبد الله بن بسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((طُوبَى لِمَنْ رآنِي وَآمَنَ بِي وَطُوبَى لِمَنْ رَأى مَنْ رآنِي وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رآني وَآمَنَ بي طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآب)).

(২৮১৬) আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কল্যাণ তার জন্য, যে আমাকে দর্শন করেছে ও আমার প্রতি ঈমান এনেছে। কল্যাণ তার জন্য, যে সেই ব্যক্তিকে দর্শন করেছে, যে আমাকে দর্শন করেছে। আর তার জন্যও যে সেই ব্যক্তিকে দর্শন করেছে, যে ব্যক্তি এমন লোককে দর্শন করেছে, যে আমাকে দর্শন করেছে ও আমার প্রতি ঈমান এনেছে। তাদের জন্য কল্যাণ ও শুভ পরিণাম।" *(ত্বাবারানী, হাকেম ৬৯৯৪, সঃ জামে' ৩৯২৬নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – : ((طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي)).

(২৮১৭) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কল্যাণ তার জন্য, যে আমাকে দর্শন করেছে ও আমার প্রতি ঈমান এনেছে। আর কল্যাণ অতঃপর কল্যাণ অতঃপর কল্যাণ তার জন্য, যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে অথচ আমাকে দেখেনি।" *(আহমাদ ১১৬৯১, সঃ জামে' ৩৯২৩নং)*

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((طُوبَى لِمَنْ رَآنِي، وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ آمَنَ بِي، وَلَمْ يَرَنِي)).

(২৮১৮) আবূ উমামাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একবার কল্যাণ তার জন্য, যে আমাকে দর্শন করেছে ও আমার প্রতি ঈমান এনেছে। আর সাতবার কল্যাণ তার জন্য, যে

আমাকে দর্শন করেনি অথচ আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে।” *(আহমাদ ২২২১৪, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১২৪১নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم قَالَ: « وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِى يَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلاَ يَرَانِى ثُمَّ لأَنْ يَرَانِى أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ ».

(২৮১৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, সেই সত্তার কসম! অবশ্যই তোমাদের মাঝে এমন দিন আসবে, সেদিন আমার দর্শন অতঃপর আমার দর্শন (মু’মিনের নিকট) তার পরিবার ও সম্পদ সকল অপেক্ষা বেশি প্রিয় হবে।” *(আহমাদ ৮১৪১, মুসলিম ৬২৭৮নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِى لِى حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِى يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِى بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ».

(২৮২০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমাকে প্রচন্ড ভালোবাসে এমন উম্মতীর মধ্যে সেই লোক হবে, যারা আমার গত হওয়ার পর আসবে। তাদের প্রত্যেকে এই আশা পোষণ করবে যে, যদি সে তার পরিবার ও সম্পদের বিনিময়ে আমাকে দর্শন করত।” *(আহমাদ ৯৩৯৯, মুসলিম ৭৩২৩নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي)). قَالَ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ؟ قَالَ: ((أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي)).

(২৮২১) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমার কামনা, যদি আমি আমার ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতাম।” সাহাবাগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই?’ তিনি বললেন, “তোমরা আমার সাহাবা। কিন্তু আমার ভাই হল তারা, যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছে অথচ আমাকে দর্শন করেনি।” *(আহমাদ ১২৬০১, সিঃ সহীহাহ ২৮৮৮নং)*

عن أبي جمعة قال: تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا أَسْلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي)).

(২৮২২) আবূ জুমআহ হাবীব বিন সিবা’ ﷺ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দুপুরের খাবার খেলাম। আমাদের সাথে ছিলেন আবূ উবাইদাহ বিন জার্রাহ ﷺ। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি কেউ আছে? আমরা আপনার কাছে মুসলিম হয়েছি ও আপনার সাথে থেকে জিহাদ করেছি।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “হ্যাঁ, এমন সম্প্রদায়, যারা তোমাদের পরে আসবে, যারা আমার প্রতি ঈমান আনবে অথচ আমাকে দর্শন করেনি।” *(আহমাদ ১৭০১৮, ত্বাবারানী ৩৪৫৭-৩৪৫৮, সিঃ সহীহাহ ৩৩১০নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، .... وصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَعْجَبُ الْخَلْقِ إِيمَانًا ؟ " ، قَالُوا : الْمَلَائِكَةُ، قَالَ : " وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ " قَالُوا : فَالنَّبِيُّونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ؟ " قَالُوا : فَنَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ ؟ وَلَكِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِيمَانًا قَوْمٌ يَجِيئُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ ، فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِنَ الْوَحْيِ ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ ، فَهُمْ أَعْجَبُ الْخَلْقِ إِيمَانًا)).

(২৮২৩) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা ফজরের নামায পড়ে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে লোক সকল! ঈমানের ব্যাপারে আজব সৃষ্টি কারা? (জানো কি?)"

তাঁরা বললেন, 'ফিরিশ্তামন্ডলী।'

তিনি বললেন, "তাঁদের কী হয়েছে যে, তাঁরা ঈমান আনবেন না? তাঁরা তো তাঁদের প্রতিপালকের নিকটে রয়েছেন। তাঁরা সব ব্যাপার দর্শন করছেন।"

তাঁরা বললেন, 'তাহলে নবীগণ হে আল্লাহর রসূল!'

তিনি বললেন, "তাঁদের কী হয়েছে যে, তাঁরা ঈমান আনবেন না? তাঁদের উপরে তো আকাশ থেকে অহী অবতীর্ণ হয়।"

তাঁরা বললেন, 'তাহলে আপনার সাহাবা আমরা হে আল্লাহর রসূল!'

তিনি বললেন, "তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনবে না? অথচ তোমরা যা দেখছ তা দেখছ। বরং ঈমানের ব্যাপারে আজব সৃষ্টি হল সেই সম্প্রদায়, যারা তোমাদের পরে আগমন করবে। অতঃপর তারা অহীর কিতাব পেয়ে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ও তার অনুসরণ করবে। তারাই হল ঈমানের ব্যাপারে আজব সৃষ্টি।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১২৫৬০, সিঃ সহীহাহ ৩২১৫নং)*

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: « مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِى فِى الْيَقَظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِى فِى الْيَقَظَةِ لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِى ».

(২৮২৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দর্শন করল, সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করবে অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করল। কেননা, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" *(মুসলিম ৬০৫৭নং)*

আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-এর মাহাত্ম্য

عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ، إِلاَّ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ)).

(২৮২৫) আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নবী-রসূলদের পর আবূ বাক্‌র ও উমার পূর্বাপর বৃদ্ধ জান্নাতীদের সর্দার।” *(তিরমিযী ৩৬৬৫-৩৬৬৬, ইবনে মাজাহ ৯৫, ১০০, ত্বাবারানী প্রমুখ)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

(২৮২৬) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর যুগে শ্রেষ্ঠত্ব দিতাম। সুতরাং আবূ বাক্‌রকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করতাম। অতঃপর উমার বিন খাত্ত্বাবকে, অতঃপর উষমান বিন আফ্‌ফানকে ﷺ। *(বুখারী ৩৬৫৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি আপত্তি করতেন না। *(আবূ য়্যালা ৫৬০৪নং, যিলালুল জান্নাহ, আলবানী ১১৯৩নং)*

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

(২৮২৭) মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যাহ (রঃ) বলেন, আমি আমার পিতা আলী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘আবূ বাক্‌র।’ আমি বললাম, ‘তারপর কে?’

তিনি বললেন, ‘উমার।’ অতঃপর আমার আশঙ্কা হল যে, এরপর তিনি ‘উষমান’ বলবেন। তাই আমি নিজে থেকেই বললাম, ‘তারপর আপনি।’ কিন্তু তিনি বললেন, আমি তো মুসলিমদেরই একজন। *(বুখারী ৩৬৭১নং)*

عن ابن عَبَّاسٍ قال: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِي فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

(২৮২৮) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, উমারকে তাঁর খাটে রাখা হল। লোকেরা তাঁকে কাফন পরাল, তাঁর জন্য দুআ করতে লাগল, তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। তাঁর জানাযা হল। অতঃপর তাঁকে উঠানো হল। আমি তাদের মধ্যেই ছিলাম। ইতিমধ্যে পিছন থেকে আমার বাহুমূলে ধরে আমাকে এক ব্যক্তি চমকে দিল। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, আলী। তিনি উমারের জন্য রহমতের দুআ করলেন এবং (তাঁকে সম্বোধন ক’রে) বললেন, ‘আপনি এমন কাউকে ছেড়ে যাননি, যে আমার নিকট আপনার চাইতে বেশী প্রিয় হবে, যার মতো আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব। আল্লাহর কসম! আমি ধারণাই করতাম যে, আল্লাহ

আপনাকে আপনার দুই সঙ্গীর সঙ্গে রাখবেন। যেহেতু আমি অনেকবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি, আবূ বাক্‌র ও উমার এলাম। আমি, আবূ বাক্‌র ও উমার প্রবেশ করলাম। আমি, আবূ বাক্‌র ও উমার বের হলাম। এই জন্য আমার আশা ও ধারণা এই যে, আল্লাহ আপনাকে উভয়ের পাশেই রাখবেন।' *(বুখারী ৩৬৮৫, মুসলিম ৬৩৩৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ.

(২৮২৯) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা ফজরের নামাযের পর লোকেদের দিকে ফিরে বসে মহানবী ﷺ বললেন, "এক ব্যক্তি একটি গরুর উপর মাল রেখে চালাতে চাইল। তার উপর সওয়ার হয়ে তাকে মারতে লাগল। গরুটি তার দিকে ফিরে মুখে বলল, 'আমি এ জন্য সৃষ্টি হইনি। আমি তো চাষের জন্য সৃষ্টি হয়েছি।'

লোকেরা শুনে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ! গরু কথা বলে?!'

মহানবী ﷺ বললেন, আমি, আবূ বাক্‌র ও উমার এ কথা বিশ্বাস করি।

একদা একটি লোক তার ছাগপালের মাঝে ছিল। ইত্যবসরে একটি নেকড়ে বাঘ পালে হানা দিয়ে একটি ছাগল ধরে নিয়ে যেতে লাগল। লোকটি বাঘের পিছে ধাওয়া ক'রে ছাগলটিকে ছাড়িয়ে নিল। নেকড়েটি তাকে বলল, 'আজ ওকে বাঁচিয়ে নিলে। কিন্তু সিংহ আক্রমণের দিনে ওকে কে বাঁচাবে, যেদিন আমি ছাড়া ওর কোন রাখাল থাকবে না। (তুমিও ভয়ে পালাবে।)'

লোকেরা এ কথা শুনে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ! নেকড়ে কথা বলে?!'

মহানবী ﷺ বললেন, আমি, আবূ বাক্‌র ও উমার এ কথা বিশ্বাস করি।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা বলার সময় আবূ বাক্‌র ও উমার সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। *(বুখারী ৩৪৭১, মুসলিম ৬৩৩৪নং)*

(২৮৩০) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে আবূ বাক্‌রই ছিলেন নির্বাচিত সাথী। হিজরতের পথে তাঁদেরকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। তিনি বলেন,

نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِى الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ « يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا ».

আমি মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকালাম যখন আমরা (সওর) গুহায় (লুকিয়ে) ছিলাম এবং তারা আমাদের মাথার উপরে ছিল। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি তাদের মধ্যে কেউ তার পায়ের নীচে তাকায়, তবে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে।' নবী ﷺ

বললেন, “হে আবূ বাক্‌র! সে দু’জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন আল্লাহ।” *(বুখারী ৩৬৫৩, মুসলিম ৬৩১৯নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قال: « إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِى مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ لاَ تُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةَ أَبِى بَكْرٍ ».

(২৮৩১) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, “যে আমাকে তার নিজ সাহচর্য ও ধন-সম্পদ দিয়ে অনুগৃহীত ও ধন্য করেছে, সে হল আবূ বাক্‌র। আমি যদি আমার উম্মতের কাউকে ‘খালীল’রূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বাক্‌রকে ‘খালীল’রূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী বন্ধুত্ব রয়েছে। মসজিদে আবূ বাকরের প্রবেশপথ ছাড়া কোন প্রবেশপথ অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে না।” *(বুখারী ৩৯০৪, মুসলিম ৬৩২০নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ)). فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

(২৮৩২) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, “আবু বাকরের ধন-সম্পদ যেভাবে আমাকে উপকৃত করেছে, অন্য কোন ধন-সম্পদ তা করেনি।” এ কথা শুনে আবূ বাক্‌র ﷺ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ‘আমি ও আমার ধন-সম্পদ তো আপনার জন্যই হে আল্লাহর রসূল!’ *(আহমাদ ৭৪৪৬, ইবনে মাজাহ ৯৪নং)*

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رضى الله عنه – يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِى فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ». قُلْتُ مِثْلَهُ.

قَالَ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ – رضى الله عنه – بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ». قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَىْءٍ أَبَدًا.

(২৮৩৩) উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে দান করতে আদেশ দিলেন। সে সময় আমার কাছে বেশ কিছু মাল ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যদি কোনদিন আবূ বাক্‌রকে হারাতে পারি, তাহলে আজ আমি প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারিয়ে ফেলব। সুতরাং আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে এসে রসূলুল্লাহর দরবারে হাযির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “(এত মাল!) তুমি তোমার ঘরে পরিজনের জন্য কী রেখে এলে?” উত্তরে আমি বললাম, ‘অনুরূপ অর্ধেক রেখে এসেছি।’ আর এদিকে আবূ বাক্‌র তাঁর বাড়ির সমস্ত মাল নিয়ে হাযির হলেন। তাঁকে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি তোমার পরিজনের জন্য ঘরে কী রেখে এলে?” উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমি ঘরে তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি!’ তখনই মনে মনে বললাম যে, ‘আবূ বাক্‌রের কাছে কোন প্রতিযোগিতাতেই আমি জিততে পারব না।’ *(আবূ দাউদ ১৬৮০, তিরমিযী ৩৬৭৫নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِى قُحَافَةَ خَلِيلاً وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ ».

(২৮৩৪) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমি পৃথিবীর কাউকে 'খালীল'রূপে গ্রহণ করলে ইবনে আবী কুহাফাহ (আবূ বাক্‌র)কে 'খালীল'রূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সাথী 'খালীলুল্লাহ'।" *(মুসলিম ৬৩২৬নং)*

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ.

(২৮৩৫) আয়েশা (ও আবূ মূসা ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অসুস্থতা খুব বেড়ে গেল। নামাযের আযান হলে তিনি বললেন, "তোমরা আবূ বাক্‌রকে আদেশ কর, যেন লোকেদের ইমামতি করে।"

লোকেরা কোন অশুভ ধারণা করবে এই আশঙ্কায় আয়েশা বললেন, 'উনি তো নরম মানুষ। আপনার জায়গায় দাঁড়ালে উনি লোকেদের ইমামতি করতে পারবেন না। কুরআন পড়ার সময় কান্নায় লোকেদেরকে আওয়াজ শোনাতে পারবেন না।'

তিনি আবারও বললেন, "তোমরা আবূ বাক্‌রকে আদেশ কর, যেন লোকেদের ইমামতি করে।"

আয়েশাও একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

তিনি আয়েশাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "তুমি আবূ বাক্‌রকে আদেশ কর, যেন লোকেদের ইমামতি করে।"

তবুও আয়েশা মানলেন না। তিনি হাফসাকে ঐ একই কথা বলতে বললেন। হাফসা তাঁকে বললেন, 'আবূ বাক্‌র নরম মানুষ। আপনার জায়গায় দাঁড়ালে উনি লোকেদের ইমামতি করতে পারবেন না। আপনি বরং উমারকে আদেশ করুন, লোকেদের ইমামতি করুক।'

নবী ﷺ বললেন, "থামো! তোমরা হলে ইউসুফ-কাহিনীর মহিলাদল। (যারা মুখে বলেছিল এক, মনে রেখেছিল অন্য কিছু।) তোমরা আবূ বাক্‌রকে আদেশ কর, যেন লোকেদের ইমামতি করে।"

সুতরাং আবূ বাক্‌র সিদ্দীককে বলা হলে তিনি লোকেদের ইমামতি করলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আদেশেই তিনি হলেন ইমাম। *(বুখারী ৭১৬, ৭৩০৩, মুসলিম ৯৬৮, ৯৭৫নং)*

উমার ﷺ-এর মাহাত্ম্য

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِى جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)). قَالَ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ.

وفي رواية: عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((اللَّهُمَّ اعِزَّ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً)).

(২৮৩৬) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ ক'রে বলেছেন, "হে আল্লাহ! আবূ জাহল ও উমার---এ দুইয়ের মধ্যে তোমার কাছে যে প্রিয়, তাকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী কর।" সুতরাং তাঁর কাছে উমার প্রিয় ছিলেন। (তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।) *(আহমাদ ৫৬৯৬, তিরমিযী ৩৬৮১নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমারের জন্য দুআ ক'রে বলেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি বিশেষ ক'রে উমারকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী কর।" *(ইবনে মাজাহ ১০৫, সিঃ সহীহাহ ৩২২৫নং)*

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ « قَدْ كَانَ يَكُونُ فِى الأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِى أُمَّتِى مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ ».

(২৮৩৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে অনেক 'মুহাদ্দাষ' (ইলহামপ্রাপ্ত) লোক ছিল। যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ 'মুহাদ্দাষ' থাকে, তাহলে সে হল উমার।" *(বুখারী ৩৪৬৯, ৩৬৮৯ আবূ হুরাইরা হতে, মুসলিম ৬৩৫৭নং)*

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى لأَرَى الرِّىَّ يَجْرِى فِى أَظْفَارِى ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ». قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْعِلْمَ ».

(২৮৩৮) উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম, আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হল। আমি (তৃপ্ত হয়ে) তা পান করলাম। এমনকি আমি পরিতৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হতে দেখলাম। অতঃপর তার অবশিষ্টাংশ উমার বিন খাত্ত্বাবকে দিলাম।"

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তার ব্যাখ্যা কী করলেন?' তিনি বললেন, "ইল্ম।" *(বুখারী ৮২, মুসলিম ৬৩৪১নং)*

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِىَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ ». قَالُوا مَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الدِّينَ ».

(২৮৩৯) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি ঘুমন্তাবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম, কামীস-পরা লোকদেরকে আমার কাছে পেশ করা হল। অনেকের কামীস

ছিল বুক বরাবর, অনেকের ছিল তার থেকে লম্বা অথবা খাটো। আর উমারকে আমার নিকট পেশ করা হল, তার দেহে ছিল এমন (লম্বা) কামীস, যা সে ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।”

লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! তার ব্যাখ্যা কী করলেন?’ তিনি বললেন, “দ্বীন।” *(বুখারী ২৩, মুসলিম ৬৩৪০নং)*

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنْ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ.

(২৮৪০) মিসওয়ার বিন মাখরামাহ বলেন, উমারকে যখন ছুরিকাঘাত করা হল, তখন তিনি ব্যথা অনুভব করছিলেন। সে সময় ইবনে আব্বাস তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘হে আমীরাল মু’মিনীন! এমন হলেও আপনার দুঃখের কোন কারণ নেই। যেহেতু আপনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক ভালোরূপে আদায় করেছেন। অতঃপর আপনি তাঁকে এ অবস্থায় বিদায় দিয়েছেন, যখন তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।

অতঃপর আপনি আবূ বাক্‌রের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক ভালোরূপে আদায় করেছেন। অতঃপর আপনি তাঁকে এ অবস্থায় বিদায় দিয়েছেন, যখন তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।

অতঃপর আপনি তাঁর সাহাবাগণের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের সাহচর্যের হক ভালোরূপে আদায় করেছেন। অতঃপর আপনি যদি তাঁদেরকে বিদায় দেন, তাহলে অবশ্যই এ অবস্থায় বিদায় দেবেন যে, তাঁরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।’

উমার ﷺ বললেন, ‘তুমি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করলে, তা তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার প্রতি এক অনুগ্রহ, যা তিনি আমাকে দান করেছেন।

তুমি যে আবূ বাকরের সাহচর্য ও সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করলে, তাও তো আল্লাহ জাল্লা যিকরুহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি এক অনুগ্রহ, যা দিয়ে তিনি আমাকে দান করেছেন।

আর তুমি যে আমার অস্থিরতা লক্ষ্য করছ, তা তোমার কারণে এবং তোমার সঙ্গীদের কারণে। (যেহেতু ফিতনা আসন্ন।) আল্লাহর কসম! আমার যদি দুনিয়া ভরতি স্বর্ণ থাকত, তাহলে আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লাহর আযাব দেখার আগে তা থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে তা দান করতাম। *(বুখারী ৩৬৯২নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ قَالَ: ((اثْبُتْ أُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ)).

(২৮৪১) আনাস ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ উহুদ পাহাড়ে চড়লেন। সাথে ছিল আবূ বাক্‌র, উমার ও উষমান। উহুদ কেঁপে উঠল। তিনি নিজ পা দিয়ে আঘাত ক'রে বললেন, স্থির হও উহুদ! তোমার উপর নবী, সিদ্দীক ও দুই শহীদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। *(বুখারী ৩৬৮৬নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ هَذَا بِلَالٌ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ))، فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟

(২৮৪২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। দেখলাম সেখানে আবূ তালহার স্ত্রী রুমাইসা রয়েছে। অতঃপর আমি পদধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি বললাম, 'এটা কে?' (কেউ) বলল, 'এটা বিলাল।' আর একটি প্রাসাদ দেখলাম, তার আঙ্গিনায় রয়েছে একটি কিশোরী। আমি বললাম, 'এটা কার?' বলল, 'উমারের।' আমি ইচ্ছা হল তাতে প্রবেশ ক'রে দেখি। কিন্তু তোমার ঈর্ষার কথা মনে করলাম।"

এ কথা শুনে উমার বললেন, 'আমার বাপ-মা আপনার জন্য কুরবান হোক হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার প্রতিও ঈর্ষা করব কি?' *(বুখারী ৩৬৭৯, মুসলিম ৬৪৭৪নং)*

عن بُرَيْدَةَ أَنَّ أَمَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِالدُّفِّ قَالَ: ((إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ فَافْعَلِي وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي فَلَا تَفْعَلِي)). فَضَرَبَتْ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ وَدَخَلَ غَيْرُهُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ قَالَ فَجَعَلَتْ دُفَّهَا خَلْفَهَا وَهِيَ مُقَنَّعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ....)).

(২৮৪৩) বুরাইদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা কোন যুদ্ধ থেকে মহানবী ﷺ বিজয়ী হয়ে ফিরে এলে একটি কৃষ্ণকায় দাসী এসে বলল, '(হে আল্লাহর রসূল!) আমি নযর মেনেছিলাম যে, আপনি ভালভাবে ফিরে এলে আমি আপনার কাছে দুফ বাজাব।' নবী ﷺ বললেন, "তুমি যদি নযর মেনে থাকো, তাহলে তা পূরা কর। আর না মেনে থাকলে তা করো না।" সুতরাং দাসীটি দুফ বাজাতে লাগল। ইতিমধ্যে আবূ বাক্‌র প্রবেশ করলেন। তখনও সে বাজাতে থাকল। অন্য কেউ এসে উপস্থিত হলেও সে বাজাতে থাকল। অবশেষে উমার প্রবেশ করলে দুফটাকে সে নিজ পিছনে লুকিয়ে কাপড়ে মুখও লুকাতে লাগল। তা দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ

উমারের উদ্দেশ্যে বললেন, “শয়তানও তোমাকে ভয় পায় হে উমার!” *(আহমাদ ২২৯৮৯, তিরমিযী ৩৬৯০, সিঃ সহীহাহ ১৬০৯নং)*

উষমান ﷺ-এর মাহাত্ম্য

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ: شَهِدتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ ، فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَيَّ مِئَةُ بَعِيرٍ ، بِأَحْلاَسِهَا وَأَقْتَابهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ ، فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لِلهِ عَلَيَّ مِئَتَا بَعِيرٍ ، بِأَحْلاسِهَا وَأَقْتَابهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ ، فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، لِلهِ عَلَيَّ ثَلاَثُمِئَةِ بَعِيرٍ ، بِأَحْلاَسِهَا وَأَقتَابهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَقُولُ : مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ.

(২৮৪৪) আব্দুর রহমান বিন খাব্বাব কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ তাবূকের সংকটকালের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য লোককে সদকাহ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। উষমান ﷺ উঠে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিনসহ ১০০টি সুসজ্জিত ঘোড়া দান আমার দায়িত্বে।’ তারপরেও আল্লাহর রসূল ﷺ লোকদেরকে উৎসাহিত করতে থাকলেন। এবারেও উষমান ﷺ উঠে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিনসহ ২০০টি সুসজ্জিত ঘোড়া দান আমার দায়িত্বে।’ তারপরেও আল্লাহর রসূল ﷺ লোকদেরকে উৎসাহিত করতে থাকলেন। আবারো উষমান ﷺ উঠে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিনসহ ৩০০টি সুসজ্জিত ঘোড়া দান আমার দায়িত্বে।’ এই বৃহৎ দানের কথা শুনে মহানবী ﷺ মিম্বর থেকে এই বলতে বলতে নামলেন, “এর পরে উষমান যা করবে, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। এর পরে উষমান যা করবে, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।” *(আহমাদ ১৬৬৯৬, তিরমিযী ৩৭০০, হাকেম ৩/১১০, আলবানীর নিকট হাদীসটি যয়ীফ)*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفِ دِينَارٍ فِي ثَوْبِهِ حِينَ جَهَّزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ قَالَ فَصَبَّهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ وَيَقُولُ مَا ضَرَّ ابْنُ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ يُرَدِّدُهَا مِرَارًا

(২৮৪৫) আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি উক্ত সঙ্কটময় যুদ্ধের সৈন্য প্রস্তুত করার সময় জামার আস্তিনে এক হাজার দীনার এনে নবী ﷺ-এর কোলে ছড়িয়ে দিলেন। নবী ﷺ সেগুলিকে উলট-পালট করতে করতে ২ বার বললেন, “আজকের পরে

উষমান যা করবে, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আজকের পরে উষমান যা করবে, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।” *(আহমাদ ২০৬৩০, তিরমিযী ৩৭০১, হাকেম ৪৫৫৩নং)*

عن عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مُضْطَجِعًا فِى بَيْتِى كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَسَوَّى ثِيَابَهُ – قَالَ مُحَمَّدٌ وَلاَ أَقُولُ ذَلِكَ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ – فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ « أَلاَ أَسْتَحِى مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِى مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ ».

(২৮৪৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাসায় শুয়ে ছিলেন। তাঁর পায়ের রলা বা উরু থেকে কাপড় সরে ছিল। ইতিমধ্যে আবূ বাক্‌র ﷺ প্রবেশ-অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি একই অবস্থায় থেকে তাঁর সাথে কথা বললেন।

অতঃপর উমার ﷺ প্রবেশ-অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি একই অবস্থায় থেকে তাঁর সাথে কথা বললেন।

অতঃপর উষমান ﷺ প্রবেশ-অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি নিজের কাপড় সোজা ক’রে উঠে বসলেন। সুতরাং তিনি প্রবেশ ক’রে তাঁর সাথে কথা বললেন।

অতঃপর তিনি যখন বের হয়ে চলে গেলেন, তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী ﷺ-কে বললেন, ‘আবূ বাক্‌র প্রবেশ করলেন, তখন আপনি নড়া-সরা করলেন না এবং তাকে কোন গুরুত্বই দিলেন না, উমার প্রবেশ করলেন, তখনও আপনি নড়া-সরা করলেন না এবং তাকে কোন গুরুত্বই দিলেন না। কিন্তু উষমান প্রবেশ করলেন, তখন আপনি উঠে বসলেন ও কাপড় সোজা করলেন (কী ব্যাপার)?’

মহানবী ﷺ বললেন, আমি কি সেই ব্যক্তির কাছে লজ্জাবোধ করব না, যে ব্যক্তির কাছে ফিরিশ্‌তা লজ্জাবোধ করেন।” *(মুসলিম ৬৩৬২নং)*

আলী ﷺ-এর মাহাত্ম্য

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا)).

(২৮৪৭) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “হাসান ও হুসাইন বেহেশ্‌তী যুবকদের সর্দার। আর তাদের পিতা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ।” *(ইবনে মাজাহ ১১৮, ত্বাবারানী ২৫৫১নং)*

أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: ((اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ)).

(২৮৪৮) আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীর জন্য বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমি যার প্রীতিভাজন, অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষক, আলীও তার প্রীতিভাজন, অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক। হে আল্লাহ! যে তার সাথে সম্প্রীতি রাখবে, তুমি তার সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখো। আর যে তার সাথে শত্রুতা করবে, তুমি তার সাথে শত্রুতা বজায় করো। *(আহমাদ ৯৫০, হাকেম ৪৬০১, সিঃ সহীহাহ ১৭৫০নং)*

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ « لأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ». قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا – قَالَ – فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ « أَيْنَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ». فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ – قَالَ – فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِىَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِىٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ « انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ».

(২৮৪৯) সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, "নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ-পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন।"

অতঃপর লোকেরা এই আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আলী ইবনে আবী ত্বালেব কোথায়?" তাঁকে বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে।' তিনি বললেন, "তাকে ডেকে পাঠাও।" সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চক্ষুদ্বয়ে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ-পতাকা দিলেন। আলী ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকব?' তিনি বললেন, "তুমি প্রশান্ত হয়ে চলতে থাক; যতক্ষণ না তাদের নগর-প্রাঙ্গনে অবতরণ করেছ। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং তাদের উপর ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে, তাদেরকে সে ব্যাপারে অবহিত কর। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলা তোমার

দ্বারা একটি মানুষকে হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য (আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল উটনী অপেক্ষাও উত্তম।” *(বুখারী ৩০০৯, মুসলিম ৬৩৭৬নং)*

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخَلِّفُنِى فِى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ « أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى ».

(২৮৫০) সা’দ বিন আবী অক্কাস কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ﷺ-কে মদীনার নায়েব বানিয়ে তবূক যুদ্ধে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। আলী বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে মহিলা ও শিশুদের মাঝে রেখে যেতে চান?” তিনি বললেন, “তুমি কি চাও না যে, হারূন যেমন মূসার নায়েব হয়েছিলেন, তুমি তেমনি আমার নায়েব হবে? তবে আমার পরে কোন নবী নেই।” *(মুসলিম ৬৩৭১নং)*

(২৮৫১) বারা বিন আযেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ﷺ-কে বলেছেন,

(أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ).

অর্থাৎ, তুমি আমার মধ্য থেকে, আর আমি তোমার মধ্য থেকে। *(বুখারী ২৬৯৯, ৪২৫১নং)*

হাসান-হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র মাহাত্ম্য

عَن عبد اللَّهِ بن شَدَّاد ، عَن أَبِيه قَالَ : " خرج علينا رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي أحد صَلَاتي الْعشَاء وَهُوَ حَامِل حسنا أَو حُسَيْنًا فَوَضعه ، ثمَّ كبر للصَّلَاة فصلى ، فَسجدَ بَين ظهراني صلَاته سَجْدَة أطالها ، قَالَ : فَرفعت رَأْسِي فَإِذا الصَّبِي على ظهر رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ ساجد ، فَرَجَعت إِلَى سجودي فَلَمَّا قضى رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الصَّلَاة قَالَ النَّاس : يَا رَسُول اللَّهِ ، إِنَّك سجدت بَين ظهراني صَلَاتك سَجْدَة أطلتها حَتَّى ظننا أَنه قد حدث أَمر أَو أَنه يُوحى إِلَيْك . قَالَ : كل ذَلِك لم يكن ، وَلَكِن ابْني ارتحلني فَكرِهت أَن أعجله حَتَّى يقْضِي حَاجته)).

(২৮৫২) শাদ্দাদ ﷺ বলেন, একদা যোহর অথবা আসরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের মাঝে বের হলেন। তাঁর কোলে ছিল হাসান অথবা হুসাইন। তিনি সামনে গিয়ে তাকে নিজের ডান পায়ের কাছে রাখলেন। অতঃপর তিনি তকবীর দিয়ে নামায শুরু করলেন। নামায পড়তে পড়তে তিনি একটি সিজদাহ (অস্বাভাবিক) লম্বা করলেন। (ব্যাপার না বুঝে) আমি লোকের মাঝে মাথা তুলে ফেললাম। দেখলাম, তিনি সিজদাহ অবস্থায় আছেন, আর তাঁর পিঠে শিশুটি চড়ে বসে আছে! অতঃপর পুনরায় আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ করলে লোকেরা তাঁকে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি নামায পড়তে পড়তে একটি সিজদাহ (অধিক) লম্বা করলেন। এর ফলে আমরা ধারণা করলাম যে, কিছু হয়তো ঘটল অথবা আপনার উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে।’

তিনি বললেন, “এ সবের কোনটাই নয়। আসলে (ব্যাপার হল), আমার বেটা (নাতি) আমাকে সওয়ারী বানিয়ে নিয়েছিল। তাই তার মন ভরে না দেওয়া পর্যন্ত (উঠার জন্য) তাড়াতাড়ি করাটাকে আমি অপছন্দ করলাম।” *(আহমাদ ১৬১২৯, নাসাঈ ১১৪১, ইবনে আসাকির, হাকেম ৪৭৭৫, ৬৬৩১নং)*

عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره فقال : ((من أحبني فليحب هذين)).

(২৮৫৩) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, তিনি নামায পড়তেন, আর সিজদাহ অবস্থায় হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে চড়ে বসত। লোকেরা তাদেরকে এমন করতে মানা করলে তিনি ইশারায় বলতেন, “ওদেরকে (নিজের অবস্থায়) ছেড়ে দাও।” অতঃপর নামায শেষ করলে তাদের উভয়কে কোলে বসিয়ে বলতেন, “যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে যেন এদেরকে ভালোবাসে।” *(ইবনে খুযাইমা ৮৮৭নং, বাইহাক্বী ৩২৩৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي))، يَعْنِي : الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ.

(২৮৫৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি (হাসান-হুসাইন) এ দুজনকে ভালোবাসল, সে আসলে আমাকে ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি এ দুজনকে ঘৃণা করল, সে আসলে আমাকে ঘৃণা করল।” *(বাইহাক্বী ৬৬৮৫, হাকেম ৪৭৯৯, ত্বাবারানী ২৫৮১, সিঃ সহীহাহ ২৮৯৫নং)*

عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: طَرَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ : مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: فَكَشَفَهُ ، فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ ، فَقَالَ : ((هَذَانِ ابْنَايَ ، وَابْنَا ابْنَتِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا)).

(২৮৫৫) উসামা বিন যায়দ ﷺ বলেন, একদা কোন প্রয়োজনে কোন এক রাত্রে আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। নবী ﷺ বের হলেন। তিনি তাঁর পিছনে কিছু আড়াল ক’রে ছিলেন, জানি না তা কী? অতঃপর আমার প্রয়োজন শেষ হলে আমি তাঁকে বললাম, ‘ওটা কী, যা আপনি আড়াল ক’রে আছেন?’ তিনি আড়াল সরালে দেখা গেল, তাঁর পিছনে হাসান ও হুসাইন। অতঃপর তিনি বললেন, এ দুজন আমার পুত্র এবং আমার কন্যাপুত্র। হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমি এদেরকে ভালোবাসো এবং তাকে ভালোবাসো, যে এদেরকে ভালোবাসে। *(তিরমিযী ৩৭৬৯, ইবনে হিব্বান ৬৯৬৭, সঃ জামে’ ৭০০৩নং)*

عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا)).

(২৮৫৬) বারা' ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ হাসান-হুসাইনকে দেখে বললেন, "হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমি এদেরকে ভালোবাসো।" *(তিরমিযী ৩৭৮২নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا)).

(২৮৫৭) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হাসান ও হুসাইন বেহেশ্তী যুবকদের সর্দার। আর তাদের পিতা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" *(ইবনে মাজাহ ১১৮, ত্বাবারানী ২৫৫১নং)*

খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র মাহাত্ম্য

(২৮৫৮) মহানবী ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা), তিনিই নবুঅতের শুরুতে সান্ত্বনা দিয়ে সাহস দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন,

كَلاَّ أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِى أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِىَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِىَ. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَىْ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَا ابْنَ أَخِى مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– خَبَرَ مَا رَآهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِى أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى –صلى الله عليه وسلم– يَا لَيْتَنِى فِيهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِى أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَوَمُخْرِجِىَّ هُمْ ». قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِىَ وَإِنْ يُدْرِكْنِى يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ».

'কক্ষনো না। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনই লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহর কসম! আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, (অপরের) বোঝা বইয়ে দেন, মেহমানের খাতির করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।' অতঃপর স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মহানবী ﷺ-কে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই অরাকা বিন নাওফালের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ধ। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাওরাত-ইঞ্জীল তিনি লিখতে-পড়তে জানতেন। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে হিরা গুহার সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। অরাকা বললেন, 'ইনি তো সেই নামূস (ফিরিশ্তা জিবরীল), যিনি মূসার নিকট অবতীর্ণ হতেন। হায়! যেদিন

আপনাকে আপনার স্বজাতি দেশ থেকে বের করে দেবে, সেদিন যদি আমি জীবিত ও যুবক থাকতাম।'

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "তারা কি আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে?" অরাকা বললেন, 'হ্যাঁ। আপনার মতো যে কেউই এ সত্য আনয়ন করেছেন, তিনিই নির্যাতিত হয়েছেন। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে আপনার সর্বপ্রকার সহযোগিতা করব।' কিন্তু এর অল্পকাল পরেই অরাকা মৃত্যুবরণ করেন। *(বুখারী ৩, মুসলিম ৪২২নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِىَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَمِنِّى وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِى رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ. وَلَمْ يَقُلْ فِى الْحَدِيثِ وَمِنِّى.

(২৮৫৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা জিবরীল নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এই যে খাদীজা আপনার নিকট আসছে, তার সাথে আছে একটি পাত্র, তাতে আছে ব্যঞ্জন বা খাদ্য বা পানীয়। সুতরাং সে এলে আপনি তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানান। আর তাকে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করুন; যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না। *(আহমাদ ৭১৫৬, বুখারী ৩৮২০, মুসলিম ৬৪২৬নং)*

عن عبد اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ: بَشَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

(২৮৬০) আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)কে জান্নাতে (তাঁর জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করেছেন; যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না। *(বুখারী ৩৮১৯, মুসলিম ৬৪২৭নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ فَيَقُولُ: ((إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ)).

(২৮৬১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)র প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা নবী ﷺ-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি হতো না। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু নবী ﷺ অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি ছাগল যবাই করতেন, তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠাতেন।

আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে (রসিকতা ছলে) বলতাম, 'মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন মেয়েই নেই।' তখন তিনি (তাঁর প্রশংসা ক'রে) বলতেন, "সে এই রকম ছিল, ঐ রকম ছিল। আর তাঁর থেকেই আমার সন্তান-সন্ততি।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন, তখন খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এতটা পরিমাণে মাংস পাঠাতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন, তখন বলতেন, "খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এই মাংস পাঠিয়ে দাও।" *(বুখারী ৩৮১৮, মুসলিম ৬৪৩১নং)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاحَ لِذَلِكَ فَقَالَ « اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ».

(২৮৬২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, 'একদা খাদীজার বোন হালা বিনতে খুআইলিদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। তিনি খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করলেন, সুতরাং তিনি আনন্দবোধ করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ! হালা বিনতে খুআইলিদ?" *(বুখারী ৩৮২০-৩৮২১, মুসলিম ৬৪৩৫নং)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র মাহাত্ম্য

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أُرِيتُكِ فِى الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ جَاءَنِى بِكِ الْمَلَكُ فِى سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِىَ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ ».

(২৮৬৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাকে) বলেছেন, "আমি (বিবাহের পূর্বে) তোমাকে দু-দুবার স্বপ্নে দেখেছি। দেখলাম তুমি এক খন্ড রেশমবস্ত্রের মধ্যে রয়েছ। আর আমাকে কেউ বলছে, 'এ হল তোমার স্ত্রী।' আমি কাপড় সরিয়ে দেখি, সে তো তুমিই। তারপর ভাবলাম, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে তিনি তা বাস্তবায়ন করবেন। *(বুখারী ৩৮৯৫, মুসলিম ৬৪৩৬নং)*

عن عروة قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ وَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ فَمُرِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ مَا كَانَ أَوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: ((يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا)).

(২৮৬৪) উরওয়াহ বলেন, যেদিন তাঁর বাড়িতে মহানবী ﷺ-এর পালা থাকত, সে দিনই বিশেষ ক'রে লোকেরা তাঁর কাছে উপহার-উপঢৌকন পাঠাত। সুতরাং একদিন সকল সপত্নী

উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র বাসায় একত্রিত হয়ে বলাবলি করল, 'হে উম্মে সালামা! আল্লাহর কসম! লোকেরা তো বেছে বেছে আয়েশার দিনেই তার বাসাতেই উপহার-উপঢৌকন পাঠায়। অথচ আমরাও মঙ্গল চাই, যেমন আয়েশা চায়। তুমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বল, যাতে তিনি লোকেদেরকে এই আদেশ করেন যে, তিনি যেখানেই থাকেন, যেখানেই তাঁর পালা থাক, তারা যেন সেখানেই নিজেদের উপহার-উপঢৌকন পাঠায়।'

সুতরাং উম্মে সালামা নবী ﷺ-কে সে কথা বললেন। কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উম্মে সালামা আবারও বললেন। কিন্তু তিনি আবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বার সে কথা উল্লেখ করলে মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, "হে উম্মে সালামা! আয়েশার ব্যাপারে তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ো না। যেহেতু আল্লাহর কসম! সে ছাড়া তোমাদের মধ্যে অন্য কোন স্ত্রীর লেপের ভিতর থাকা অবস্থায় আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি।" *(বুখারী ৩৭৭৫নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ».

(২৮৬৫) আনাস বিন মালেক বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সমস্ত মহিলাদের মধ্যে আয়েশার মর্যাদা ঐরূপ, যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে 'সারীদ' (গোশ্ত মিশ্রিত রুটির পলান্ন) সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।" *(বুখারী ৩৭৭০, মুসলিম ৬৪৫২নং)*

(২৮৬৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন,

(يَا عَائِشَ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ).

"হে আয়েশ! এই জিব্রীল ﷺ তোমাকে সালাম পেশ করছেন।"

আমিও উত্তরে বললাম, 'অআলাইহিস সালামু অরাহ্মাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।'

(ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আমরা যা দেখতে পাই না, তা আপনি দেখতে পান। *(বুখারী ৩৭৬৮, মুসলিম ৬৪৫৭নং)*

عن عمرو بن العاص قال قلت لرسول الله ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ((عَائِشَةُ)). قُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ قَالَ: ((أَبُوهَا)). قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا...)).

(২৮৬৭) একদা আম্র বিন আস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকেদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয়তম কে?'

উত্তরে তিনি বললেন, "আয়েশা।"

---পুরুষদের মধ্যে কে?

তিনি বললেন, "তার আব্বা।"

---তারপর কে?

তিনি বললেন, "উমার বিন খাত্ত্বাব।"

অতঃপর আরো কিছু লোকের নাম নিলেন। *(বুখারী ৪৩৫৮, মুসলিম ৬৩২৮নং)*

ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র মাহাত্ম্য

عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ: أتانِي مَلَكٌ فَسَلَّمَ عَلَيَّ نَزَلَ مِنَ السَّماءِ لم يَنْزِلْ قَبْلَهَا فَبَشَّرَنِي أنَّ الحَسَنَ والحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أهْلِ الجَنَّة وأنَّ فاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِساءِ أهْلِ الجَنَّةِ)).

(২৮৬৮) হুযাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার নিকট এক ফিরিশ্‌তা আসমান থেকে অবতরণ ক'রে আমাকে সালাম দিয়েছেন, যিনি ইতিপূর্বে কোনদিন অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার এবং ফাতেমা জান্নাতী মহিলাদের সর্দার।" *(ইবনে আসাকির, সঃ জামে' ৭৯নং)*

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاًّ – وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلاَمًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ وَالْهَدْىَ وَالدَّلَّ – بِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِى مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِى مَجْلِسِهَا.

(২৮৬৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, 'আকার-আচরণ ও কথাবার্তায় ফাতেমা (কার্রামাল্লাহু অজহাহা) ছাড়া অন্য কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সদৃশ দেখিনি। ফাতেমা তাঁর কাছে এলে তিনি তার দিকে উঠে যেতেন, স্বাগত জানাতেন, তার হাত ধরতেন, তাকে চুমা দিতেন এবং তাঁর বসার জায়গায় বসাতেন। আর তিনি তাঁর কাছে এলে সে তাঁর দিকে উঠে যেত, স্বাগত জানাত, তাঁর হাত ধরত, তাঁকে চুমা দিত এবং তার বসার জায়গায় বসাত।' *(বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৯৭১, আবূ দাউদ ৫২১৯নং)*

عن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: ((أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ))، فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.

وفي رواية: « فَإِنَّمَا ابْنَتِى بَضْعَةٌ مِنِّى يَرِيبُنِى مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِى مَا آذَاهَا ».

(২৮৭০) মিসওয়ার বিন মাখরামাহ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আলী ﷺ আবূ জাহলের কন্যাকে বিবাহের পয়গাম দিলে ফাতেমা শুনে আব্বার কাছে এসে বললেন, 'আপনার গোষ্ঠী মনে করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের স্বার্থে রাগ দেখান না। এই আলী আবূ জাহলের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়!' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং কালেমা শাহাদত পড়ে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আমি আবুল আস বিন রাবীকে (মেয়ে) বিবাহ দিয়েছি, সে আমাকে কথা দিয়ে কথা সত্য প্রমাণ করেছে। আর ফাতেমা আমার দেহের টুকরা। আমি তার

খারাপ লাগাকে অপছন্দ করি। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূলের বেটি ও আল্লাহর দুশমনের বেটি একই ব্যক্তির কাছে একত্র হতে পারে না।” সুতরাং এর পর আলী ﷺ ঐ পয়গাম প্রত্যাহার ক’রে নেন। *(বুখারী ৩৭২৯নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, “আমার মেয়ে আমার দেহের টুকরা। তাকে যা উদ্বিগ্ন করে, আমাকেও তাই উদ্বিগ্ন করে। তাকে যা কষ্ট দেয়, আমাকেও তাই কষ্ট দেয়।” *(মুসলিম ৬৪৬০নং)*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلاَ جَزُورِ بَنِى فُلاَنٍ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِى كَتِفَىْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ. لَوْ كَانَتْ لِى مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَالنَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِىَ جُوَيْرِيَةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– صَلاَتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ....

(২৮৭১) ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, হিজরতের পূর্বে মহানবী ﷺ কা’বাগৃহের পাশে নামায পড়ছিলেন। আবূ জাহল ও তার কিছু সাথী সেখানে বসে ছিল। গতকাল উট যবাই হয়েছিল। আবূ জাহল বলল, ‘অমুক গোত্রের উটনীর (গর্ভাশয়) ফুলটা নিয়ে এসে মুহাম্মাদের ঘাড়ে কে রাখতে পারবে?’ এ কথা শুনে সম্প্রদায়ের সব চাইতে বেশি হতভাগা লোকটি উঠে গিয়ে ফুলটি নিয়ে এল। অতঃপর যখনই নবী ﷺ সিজদায় গেলেন, তখনই সে সেটাকে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল! আর তা দেখে ওরা একে অন্যের গায়ে ঢলাঢলি ক’রে হাসতে শুরু করল। সেখানে এমন কেউ ছিল না, যে সেটাকে তাঁর ঘাড় থেকে সরিয়ে দেবে।

নবী ﷺ সিজদাতেই থাকলেন। অতঃপর কোন একজন তা দেখে নিজে কিছু করতে না পেরে নবী-কন্যা ফাতেমাকে গিয়ে খবর দিল। কিশোরী ফাতেমা আব্বার এমন বিপদের কথা শুনে ছুটে এসে তা তাঁর ঘাড় হতে সরিয়ে ফেললেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে গালাগালি করলেন। নবী ﷺ নামায শেষ করে উচ্চস্বরে ঐ দুষ্কৃতীদের জন্য বদ্দুআ করলেন এবং তা কবুলও হয়ে গেল। *(বুখারী ২৪০, মুসলিম ৪৭৫০নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا تَمْشِي ، مَا تُخْطِئُ مِشيتُهَا مِنْ مشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئاً ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا ، وَقَالَ : ((مَرْحَباً بابْنَتِي)) ، ثُمَّ أجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكتْ بُكَاءً شَدِيداً ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا ، سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ ، فَقُلتُ لَهَا : خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ، ثُمَّ أنْتِ تَبْكِينَ ! فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَألْتُهَا : مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : مَا كُنْتُ لأُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ : عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ ، لَمَا

حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ ، أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِي فِي المَرَّةِ الأُولَى فَأَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ القُرآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنِّي لا أُرَى الأَجَلَ إِلاَّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي ، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ ، فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ : ((يَا فَاطِمَةُ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِساءِ هذِهِ الأُمَّةِ ؟)) فَضَحِكتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ . متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

(২৮৭২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীরা সকলেই তাঁর কাছে ছিল। ইত্যবসরে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হেঁটে (আমাদের নিকট) এল। তার চলন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চলনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। অতঃপর নবী ﷺ তাকে দেখে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, 'আমার কন্যার শুভাগমন হোক।' অতঃপর তিনি তাকে নিজের ডান অথবা বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তাকে কানে কানে গোপনে কিছু বললেন। ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) জোরেশোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। সুতরাং তিনি তার অস্থিরতা দেখে পুনর্বার তাকে কানে কানে কিছু বললেন। ফলে (এবার) সে হাসতে লাগল। (আয়েশা বলেন,) অতঃপর আমি ফাতেমাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (তাদেরকে বাদ দিয়ে) তোমাকে গোপনে কিছু বলার জন্য বেছে নেওয়া সত্ত্বেও তুমি কাঁদছ?' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উঠে গেলেন, তখন আমি তাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বললেন?' সে বলল, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলে আমি ফাতেমাকে বললাম, 'তোমার প্রতি আমার অধিকার রয়েছে। তাই আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি আমাকে বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলেছিলেন?' সে বলল, 'এখন বলতে কোন অসুবিধা নেই।' আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথমবারে কানাকানি করার সময় আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, "জিব্রাঈল ﷺ প্রত্যেক বছর একবার (অথবা দু'বার) ক'রে কুরআন শোনান। কিন্তু এখন তিনি দু'বার শুনালেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি যে, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। সুতরাং তুমি (হে ফাতেমা!) আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। কেননা, আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী।" সুতরাং আমি (এ কথা শুনে) কেঁদে ফেললাম, যা তুমি দেখলে। অতঃপর তিনি আমার অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার কানে কানে বললেন, "হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, মু'মিন নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে?" সুতরাং (এমন সুসংবাদ শুনে) আমি হাসলাম, যা তুমি দেখলে।' *(বুখারী ৬২৮৫, শব্দাবলী মুসলিমের ৬৪৬৭নং)*

রসূল ﷺ -এর বংশধরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং তাঁদের মাহাত্ম্যের বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً } [الأحزاب : ٣٣]

অর্থাৎ, হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান। *(সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } [الحج : ٣٢]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হজ্জ ৩২ আয়াত)*

وَعَن يَزِيدَ بنِ حَيَّانَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أنَا وحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَة ، وَعَمْرُو ابنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أرقَمَ ﷺ، فَلَمَّا جَلسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْن : لَقَدْ لقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْراً كَثِيراً ، رَأيْتَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، وَسَمِعتَ حَدِيثَهُ ، وغَزَوْتَ مَعَهُ ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ : لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْراً كَثيراً ، حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ : يَا ابْنَ أخِي ، وَاللّهِ لقد كَبِرَتْ سِنِّي ، وَقَدُمَ عَهدِي ، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أعِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ ، فَاقْبَلُوا ، وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونيهِ . ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَوماً فِينَا خَطِيباً بمَاءٍ يُدْعَى خُمَّاً بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ ، فَحَمِدَ الله ، وَأثْنَى عَلَيهِ ، ووعظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : ((أمَّا بَعدُ ، ألاَ أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّمَا أنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أنْ يَأتِي رَسُولُ ربِّي فَأُجِيبَ ، وَأنَا تَارِكٌ فِيكُم ثَقَلَيْنِ : أوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّهِ ، فِيهِ الهُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ الله ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ)) ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله ، وَرَغَّبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((وَأهْلُ بَيْتِي أُذكِّرُكُمُ اللّهَ فِي أهلِ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهلِ بَيتي)) فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ : وَمَنْ أهْلُ بَيتِهِ يَا زَيْدُ ، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ : نِسَاؤُهُ مِنْ أهْلِ بَيتِهِ ، وَلكِنْ أهْلُ بَيتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعدَهُ ، قَالَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعفَرَ وآلُ عَبَّاسٍ . قَالَ : كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. رواه مسلم ، وفِي رواية : ((ألاَ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ : أحَدُهُما كِتَابُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَى ، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَة)) .

(২৮৭৩) ইয়াযীদ ইবনে হাইয়ান বলেন, আমি, হুস্বাইন ইবনে সাবরাহ ও আম্‌র ইবনে মুসলিম যায়দ ইবনে আরক্বামের নিকট গেলাম ﷺ। যখন আমরা তাঁর পাশে বসলাম, তখন হুস্বাইন তাঁকে বললেন, ‘হে যায়দ! আপনি প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছেন; আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। হে যায়দ! আপনি প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন কথা শুনান, যা আপনি (স্বয়ং) তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন।’ তিনি বললেন, ‘হে ভাতিজা! আল্লাহর কসম! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং (নবী ﷺ-এর সাথে) আমার যে যুগটা কেটেছে, তাও যথেষ্ট পুরানো হয়ে গেছে। (ফলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে কথা আমার স্মরণে ছিল, তার কিছু ভুলে গেছি। সুতরাং আমি যা বলব, তা গ্রহণ কর এবং যা বর্ণনা করব

না, তার জন্য আমাকে বাধ্য করো না।' অতঃপর তিনি বললেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে মক্কা ও মদীনার মধ্যে 'খুম' নামক ঝর্ণার নিকটে খুতবাহ দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি সর্বাগ্রে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং ওয়ায করলেন ও উপদেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, "আম্মা বা'দ। হে লোকেরা! শোনো, আমি একজন মানুষ মাত্র, শীঘ্রই (আমার নিকট) আমার প্রতিপালকের দূত আসবেন এবং আমি (আল্লাহর নিকট যাওয়ার জন্য) তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তা মযবুত ক'রে ধারণ কর।" সুতরাং তিনি আল্লাহর কিতাবের উপর (আমল করার প্রতি) উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করলেন। অতঃপর বললেন, "(আর দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে,) আমার পরিবার; আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ দিচ্ছি।" তারপর হুস্বাইন তাঁকে বললেন, 'রসূল ﷺএর পরিবার কারা? হে যায়দ! তাঁর স্ত্রীরা কি তাঁর পরিবারভুক্ত নন?' তিনি (যায়দ) বললেন, '(নিঃসন্দেহে) স্ত্রীরা তাঁর পরিবারভুক্ত। কিন্তু তাঁর পরিবার (বলতে) তাঁরা, যাঁদের উপর তাঁর (মৃত্যুর) পর সাদকাহ হারাম করা হয়েছে।' হুস্বাইন জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁরা কারা?' যায়দ জবাব দিলেন, 'তাঁরা হচ্ছেন আলীর পরিবার, আক্বীলের পরিবার, জা'ফরের পরিবার এবং আব্বাসের পরিবার।' হুস্বাইন বললেন, 'এদের সকলের প্রতি সাদকাহ হারাম করা হয়েছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, শোনো, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি হল আল্লাহর কিতাব; আর তা আল্লাহর রশি। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে, সে সঠিক পথে থাকবে এবং যে তা পরিহার করবে, সে ভ্রষ্টতায় থাকবে।" *(মুসলিম ৬৩৭৮, ৬৩৮১নং)*

(২৮৭৪) যায়দ বিন আরকাম বলেন, বিদায়ী হজ্জে 'গাদীরে খুম' নামক জায়গায় নবী ﷺ বলেছিলেন,

((كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ : كِتَابُ اللهِ ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا ، حَتَى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ)).

"যেন আমি আহূত হয়েছি এবং সাড়া দিয়েছি। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক বড়; আল্লাহর কিতাব ও আমার বংশধর, আহলে বায়ত। সুতরাং খেয়াল রেখো, কীভাবে তাদের ব্যাপারে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। হওযে আমার কাছে না আসা পর্যন্ত উভয়ে পৃথক হবে না।" *(আহমাদ ১১১০৪, হাকেম ৪৫৭৬, সিঃ সহীহাহ ১৭৫০নং)*

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا : كِتَابَ اللَّهِ ، وَعِتْرَتِى : أَهْلَ بَيْتِى)).

(২৮৭৫) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আরাফার দিন খুতবায়) বলেছেন, "হে লোক সকল! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা ধারণ ক'রে

থাকো, তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল, আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বায়ত।” *(তিরমিযী ৩৭৮৬নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, “আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।” *(হাকেম ৩১৮-৩১৯, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَن أَبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ – مَوقُوفاً عَلَيهِ – أَنَّهُ قَالَ : ارْقَبُوا مُحَمداً ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ . رواه البخاري

(২৮৭৬) ইবনে উমার ﷺ আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, “তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি তাঁর পরিবারবর্গের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কর।” *(বুখারী ৩৭১৩, ৩৭৫১নং)*

** (অর্থাৎ তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করলে তাঁকে শ্রদ্ধা করা হবে।)*

عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ ».

(২৮৭৭) ওয়াষিলাহ বিন আসক্বা’ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাঈলের বংশধর থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন। কুরাইশকে মনোনীত করেছেন কিনানা থেকে। বানী হাশেমকে মনোনীত করেছেন কুরাইশ থেকে। আর আমাকে মনোনীত করেছেন বানী হাশেম থেকে।” *(মুসলিম ৬০৭৭নং)*

عن العباس ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ خَلْقِهِ وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيلَةٍ وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا)).

(২৮৭৮) আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। মহান আল্লাহ সৃষ্টি রচনা ক’রে আমাকে সৃষ্টির সেরা (মানুষের) দলভুক্ত করেছেন। সৃষ্টিকে (আরব ও আজম) দুই দলে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উত্তম দলে স্থান দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে জন্ম দিয়েছেন। বিভিন্ন বাড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়িতে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি বাড়ির দিক দিয়ে তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তির দিক দিয়েও তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ।” *(আহমাদ ১৭৮৮নং)*

বদরী সাহাবাগণের মর্যাদা

(২৮৭৯) মহানবী ﷺ অতি সংগোপনে মক্কা-বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু হাত্বেব মক্কায় কুরাইশদের নিকট এই সংবাদ দিয়ে পত্র লিখেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কা আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। পারিশ্রমিক প্রদানের প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে তিনি এক মহিলার মাধ্যমে পত্রটি প্রেরণ করেন। মহিলাটি তাঁর চুলের খোঁপার ভিতরে পত্রটি রেখে পথ চলছিল। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে অহীর মাধ্যমে হাত্বেবের উক্ত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে

অবহিত হলেন। সুতরাং তিনি আলী, মিক্বদাদ, যুবাইর ও আবূ মারষাদ ﷺ-কে এই বলে প্রেরণ করলেন যে, তোমরা 'রওযাতু খাখ' নামক জায়গায় গিয়ে সেখানে এক হাওদা-নশীন মহিলাকে দেখতে পাবে। ঐ মহিলাদের নিকট কুরাইশদের জন্য লিখিত ও প্রেরিত একটি পত্র আছে। সেই পত্রটি তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে।

উল্লিখিত সাহাবাগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মহিলার নাগাল পাওয়ার জন্য ছুটে গেলেন এবং এক পর্যায়ে যথাস্থানে সেই মহিলাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা ঐ মহিলাকে উটের পিঠ থেকে অবতরণ করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তার কাছে কোন পত্র আছে কি না? কিন্তু সে তার নিকট পত্র থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। তার উটের হাওদায় তল্লাশী চালিয়েও কোন পত্র না পাওয়ায় তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে আলী ﷺ বললেন, 'আমি আল্লাহর কসম ক'রে বলছি যে, আল্লাহর রসূল ﷺ মিথ্যা বলেননি। অথবা আমরাও মিথ্যা বলছি না। হয় তুমি পত্রখানা বের ক'রে দাও, নচেৎ তোমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ ক'রে তল্লাশী চালাব।'

মহিলা যখন তাঁদের দৃঢ়তা অনুভব করল, তখন বলল, 'আচ্ছা! তাহলে তোমরা অন্য দিকে মুখ ফিরাও।'

তাঁরা অন্য দিকে মুখ ফিরালে সে তার কোমরে বাঁধা ওড়না বা মাথার চুলের খোঁপা থেকে পত্রখানা বের ক'রে তাঁদের হাতে দিল। তাঁরা তা নিয়ে মহানবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি হাত্বেবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এমন সাংঘাতিক কাজ করেছ কেন?"

হাত্বেব বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি আমার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমি ধর্মত্যাগী নই এবং আমার মধ্যে কোন পরিবর্তনও আসেনি। কুরাইশদের সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্পর্কও নেই। তবে কথা হচ্ছে এই যে, কোন কোন ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং আমার পরিবারের সদস্য ও সন্তান-সন্ততিরা সেখানেই আছে। তাদের সাথে আমার এমন কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্ক নেই যে, তার ফলে আমার পরিবারের লোকজনদের দেখাশোনা করবে। পক্ষান্তরে আমার সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সকলেরই আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যারা তাদের আপনজনদের দেখাশোনা করবে। যদিও এ কাজ সম্পূর্ণ বেআইনী ও আমার অধিকার বহির্ভূত, তবুও ঐ একটি উদ্দেশ্যেই আমি কুরাইশদের প্রতি একটু এহসানী করতে চেয়েছিলাম। যাতে তারা তার বিনিময়ে আমার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি যত্নশীল হয়।'

সে কাজ এত বড় মারাত্মক ছিল যে, উমার ﷺ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং মুনাফিক হয়ে গেছে।'

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে উমার! তুমি কি জান না যে, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে? আর নিশ্চয় আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের (অবস্থা) জেনে ও দেখে বলেছেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছি।"

এ কথা শুনে উমার ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।' *(বুখারী, মুসলিম ৬৫৫৭নং, আর-রাহীকুল মাখতূম ২/২৬০-২৬২)*

কোন কোন বর্ণনায় আছে, "তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর, আমি তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজেব ক'রে দিয়েছি।" *(বুখারী ৬৯৩৯নং)*

(২৮৮০) উম্মে রুবাইয়ে' বিন্তে বারা' যিনি হারেষাহ ইবনে সূরাকার মা, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেষাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের দিনে খুন হয়েছিল। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য মন ভরে অত্যধিক কান্না করব।' তিনি বললেন,

(يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى).

"হে হারেষার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে তো সর্বোচ্চ ফিরদাউস (জান্নাতে) পৌঁছে গেছে।" *(বুখারী ২৮০৯নং)*

(২৮৮১) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ).

অর্থাৎ, যে কেউ বদর ও হুদাইবিয়্যাতে উপস্থিত ছিল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। *(আহমাদ ২৭০৪২, সঃ জামে' ৫২২৭নং)*

وَعَنْ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ ﷺ قَالَ : جَاءَ جِبرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا تَعُدُّوْنَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ : ((مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ)) أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا . قَالَ : وَكَذلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْمَلائِكَةِ . رواه البخاري

(২৮৮২) রিফাআহ ইবনে রাফে' যুরাক্বী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট জিবরীল এসে বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে আপনাদের মাঝে কিরূপ গণ্য করেন?' তিনি বললেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিমদের শ্রেণীভুক্ত গণ্য করি।" অথবা অনুরূপ কোন বাক্যই তিনি বললেন। (জিবরীল) বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশ্তাগণও অনুরূপ (সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্তাগণের শ্রেণীভুক্ত)।' *(বুখারী ৩৯৯২নং)*

আনসারদের মাহাত্ম্য

عن البراء قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ

(২৮৮৩) বারা' ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মু'মিন মাত্রই আনসারকে ভালোবাসে এবং মুনাফিক মাত্রই তাদেরকে ঘৃণা করে। সুতরাং তাদেরকে যে ভালোবাসবে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন এবং তাদেরকে যে ঘৃণা করবে, আল্লাহ তাকে ঘৃণা করবেন।" *(বুখারী ৩৭৮৩, মুসলিম ২৪৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ».

(২৮৮৪) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি আনসারকে ঘৃণা করে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে।" *(মুসলিম ২৪৭নং)*

সাহাবার মাহাত্ম্য

عَنْ أَبِي مُوسَى قال قال رسول الله ﷺ: « النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِى فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةٌ لأُمَّتِى فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِى أَتَى أُمَّتِى مَا يُوعَدُونَ ».

(২৮৮৫) আবূ মূসা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নক্ষত্রমন্ডলী আকাশের জন্য নিরাপত্তা। নক্ষত্রমন্ডলী ধ্বংস হলে আকাশে তার প্রতিশ্রুত জিনিস এসে যাবে। আর আমি আমার সাহাবার জন্য নিরাপত্তা। আমি চলে গেলে আমার সাহাবার কাছে প্রতিশ্রুত জিনিস এসে যাবে। অনুরূপ আমার সাহাবাবর্গ আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা। সুতরাং আমার সাহাবাবর্গ বিদায় নিলে আমার উম্মতের মাঝে প্রতিশ্রুত জিনিস এসে পড়বে।" *(আহমাদ ১৯৫৬৬, মুসলিম ৬৬২৯নং)*

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ)).

(২৮৮৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লোকেদের নিকট একটি যুগ আসছে, যখন একটি জামাআত যুদ্ধে বের হবে। তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের মাঝে কি এমন লোক আছে, যে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দর্শন করেছে?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' সুতরাং তাদের বিজয় লাভ হবে। অতঃপর একটি জামাআত যুদ্ধে বের হবে। তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের মাঝে কি এমন লোক আছে, যে তাকে দর্শন করেছে, যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করেছে?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' সুতরাং তাদের বিজয় লাভ হবে। অতঃপর একটি জামাআত যুদ্ধে বের হবে। তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের মাঝে কি এমন লোক আছে, যে তাকে দর্শন করেছে, যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গীর সঙ্গ লাভ করেছে?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' সুতরাং তাদের বিজয় লাভ হবে।" *(বুখারী ৩৬৪৯, মুসলিম ৬৬৩০নং)*

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ حَتَّى أَتَيَاهُ فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ قَالَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ قَالَ

فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ قَالَ طُوبَى لَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ.

(২৮৮৭) আবূ আব্দুর রহমান জুহানী ﷺ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় দুই জন আরোহী দেখা গেল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "ওরা (ইয়ামানের) কিন্দী মাযহিজী।"

তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হল। দেখা গেল তারা মাযহিজ গোত্রের দুই লোক। অতঃপর তাদের একজন তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বায়আত করতে গেল। সুতরাং যখন সে তাঁর হাত ধরল, তখন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কী মনে করেন? যে আপনাকে দেখল, আপনার প্রতি ঈমান আনল, আপনার অনুসরণ করল এবং আপনার সত্যায়ন করল, তার জন্য কী?'

তিনি বললেন, সুসংবাদ বা সুখের জীবন সেই ব্যক্তির জন্য।

তারপর সে তাঁর হাত স্পর্শ ক'রে সরে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে তাঁর হাতে বায়আত করতে গেল। সুতরাং যখন সে তাঁর হাত ধরল, তখন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কী মনে করেন? যে আপনার প্রতি ঈমান আনল, আপনার অনুসরণ করল এবং আপনার সত্যায়ন করল, কিন্তু আপনাকে দেখতে পেল না, তার জন্য কী?'

উত্তরে তিনি বললেন, সুসংবাদ বা সুখের জীবন সেই ব্যক্তির জন্য। অতঃপর সুসংবাদ বা সুখের জীবন সেই ব্যক্তির জন্য। অতঃপর সুসংবাদ বা সুখের জীবন সেই ব্যক্তির জন্য।

তারপর সে তাঁর হাত স্পর্শ ক'রে সরে গেল। *(আহমাদ ১৭৩৮৮, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৪২, সিঃ সহীহাহ ১২৪১নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

(২৮৮৮) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ বান্দাগণের অন্তরসমূহে দৃষ্টিপাত করলেন, তাতে তিনি মুহাম্মাদের অন্তরকে বান্দাগণের অন্তরসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পেলেন। সুতরাং তিনি তাঁকে নিজের জন্য (বন্ধু) নির্বাচন করলেন এবং তাঁর দূত হিসাবে প্রেরণ করলেন। অতঃপর পুনরায় তিনি মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য সকল বান্দাগণের অন্তরসমূহে দৃষ্টিপাত করলেন, তাতে তিনি মুহাম্মাদের সাহাবাদের অন্তরসমূহকে বান্দাগণের অন্তরসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পেলেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে তাঁর নিজ নবীর মন্ত্রী বানালেন, যাঁরা তাঁর দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করবেন। সুতরাং মুসলিম (সাহাবা)গণ যেটাকে ভালো মনে করেন, সেটা আল্লাহর নিকট ভালো। আর তাঁরা যেটা মন্দ মনে করেন, সেটা আল্লাহর নিকট মন্দ।' (আহমাদ ৩৬০০, শারহুস সুন্নাহ বাগাবী ১/২১৪-২১৫)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ((لا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلا، فَإِنَ آمَنَ آمَنَ وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ، وَإِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ مُقْتَدِينَ فَاقْتَدُوا بِالْمَيِّتِ، فَإِنَ الْحَيَّ لا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ)).

(২৮৮৯) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ আরো বলেন, 'সাবধান! তোমাদের কেউ যেন নিজ দ্বীনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির এমন অন্ধ অনুকরণ না করে যে, সে ঈমানের কাজ করলে সেও করবে, নচেৎ সে কুফরী করলে সেও করবে। বরং যদি তোমাদের অন্ধ অনুকরণ করা জরুরীই হয়, তাহলে তোমরা পরলোকগত মানুষের (নবী ও সাহাবাদের) অনুকরণ কর। কারণ জীবিত ব্যক্তির ব্যাপারে ফিতনার নিরাপত্তা নেই।' *(ত্বাবারানী ৮৬৭৭, লালকাঈ ১/৯৩, ১৩০নং, মাজমাউয যাওয়াইদ, হাইযামী ৮৫০নং)*

وعن ابن مسعود قال : من كان مستنا فليسن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة . أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . رواه رزين

(২৮৯০) তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শ বানাতে চায়, সে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাবৃন্দকে নিজের আদর্শ বানায়। কারণ তাঁরা অন্তরের দিক থেকে এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। ইলমে সবচেয়ে সুগভীর ও 'তাকাল্লুফ' (কষ্টকল্পনায়) অতি কম। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তোমরা তাঁদের অধিকার স্বীকার কর। কারণ তাঁরা ছিলেন সরল ও সঠিক পথের পথিক।' *(রাযীন, মিশকাত ১৯৩নং, আল্লামা আলবানীর মতে এটি যয়ীফ, কিন্তু এর অর্থ সহীহ)*

عن عبدالله بن عمر قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم كانوا على الهدى المستقيم.

(২৮৯১) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শ বানাতে চায়, সে যেন মৃতদেরকে নিজের আদর্শ বানায়। তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবা। তাঁরা এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। হৃদয়ে সবচেয়ে সৎশীল, ইলমে সবচেয়ে সুগভীর ও 'তাকাল্লুফ' (কষ্টকল্পনায়) অতি কম। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য এবং তাঁর দ্বীন বহনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের চরিত্র ও নিয়ম-নীতিতে সাদৃশ্য অবলম্বন কর। যেহেতু তাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচর। তাঁরা ছিলেন সরল সুপথের উপর।" *(হিল্য়াতুল আউলিয়া ১/৩০৫-৩০৬)*

মুআবিয়া ﷺ-এর মাহাত্ম্য

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ)).

(২৮৯২) ইরবায বিন সারিয়াহ সুলামী ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি মুআবিয়াকে কিতাব ও হিসাব শিক্ষা দাও এবং আযাব থেকে রক্ষা কর।" *(আহমাদ ১৭১৫২, ত্বাবারানীর কাবীর ৬২৮, সিঃ সহীহাহ ৩২২৭নং)*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ الْأَزْدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ مُعَاوِيَةَ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ)).

(২৮৯৩) আব্দুর রহমান বিন আবূ আমীরাহ আযদী কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ মুআবিয়ার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি ওকে সুপথের দিশারী ও সুপথপ্রাপ্ত করো এবং ওর দ্বারা (মানুষকে) হিদায়াত করো।" *(আহমাদ ১৭৮৯৫, তিরমিযী ৩৮৪২, সিঃ সহীহাহ ১৯৬৯নং)*

عن أم حرام قالت قال النبي ﷺ: ((أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا))، قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: ((أَنْتِ فِيهِمْ))، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ))، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لَا)).

(২৮৯৪) উম্মু হারাম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের প্রথম সেনাদল সমুদ্র-যুদ্ধ করবে। তারা (তার দ্বারা) নিজেদের জন্য জান্নাত অনিবার্য ক'রে নিয়েছে।

উম্মু হারাম বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের মধ্যে থাকব?' তিনি বললেন, "তুমি তাদের মধ্যে থাকবে।"

তারপর বললেন, আমার উম্মতের প্রথম সেনা ক্বাইস্বার শহর (কনষ্টান্টিনোপল, ইস্তাম্বুল) যুদ্ধ করবে, তারা (সেই কাজের জন্য) ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

উম্মু হারাম বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের মধ্যে থাকব?' তিনি বললেন, "না।" *(বুখারী ২৯২৪, হাকেম ৮৬৬৮নং)*

কতিপয় মহিলার মাহাত্ম্য

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ)).

(২৮৯৫) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা হল ঃ খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিন্তে মুহাম্মাদ, মারয়্যাম বিন্তে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্তে মুযাহিম।" *(আহমাদ ২৯০১, ত্বাবারানী ১১৭৬০, হাকেম, সঃ জামে' ১১৩৫নং)*

عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بنتُ مُزَاحِمٍ، وَخَدِيجَةُ بنتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بنتُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ.

(২৮৯৬) আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হল চারজন ঃ মারয়্যাম বিন্তে ইমরান, আসিয়া বিন্তে মুযাহিম, খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মাদ (আলাইহিস সালাম)।" *(আহমাদ ১২৩৯১, ত্বাবারানীর কাবীর ১৮৪৩৭, সঃ জামে' ৩৩২৮নং)*

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)).

(২৮৯৭) আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পুরুষদের মধ্যে অনেকে কামেল (পরিপূর্ণ) হয়েছে; কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কামেল (পরিপূর্ণ) হয়েছে কেবল মারয়্যাম বিন্তে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া। আর সমস্ত মহিলাদের মধ্যে আয়েশার মর্যাদা ঐরূপ, যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে 'সারীদ' (গোশ্ত মিশ্রিত রুটির পলান্ন) সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।" *(বুখারী ৩৭৬৯, ৫৪১৮,, মুসলিম ৬৪২৫নং)*

আল্লাহর প্রিয় বন্ধুদের কারামত (অলৌকিক কর্মকান্ড) এবং তাঁদের মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لَهُمُ البُشْرَى فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ } [يونس : ٦٢– ٦٤]

অর্থাৎ, মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনে তাক্বওয়া (সাবধানতা, পরহেযগারী) অবলম্বন ক'রে থাকে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। *(সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً، فَكُلِي وَاشْرَبِي } [مريم : ٢٥ ، ٢٦]

অর্থাৎ, তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কান্ড হিলিয়ে দাও; ওটা তোমার সামনে সদ্যপক্ক তাজা খেজুর ফেলতে থাকবে। সুতরাং আহার কর, পান কর---। *(সূরা মারয়্যাম ২৫-২৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا المِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

اللهِ إنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } [آل عمران : ٣٧]

অর্থাৎ, যখনই যাকারিয়া মিহরাবে (কক্ষে) তার সঙ্গে দেখা করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, 'হে মারয়্যাম! এসব তুমি কোথা থেকে পেলে?' সে বলত, 'তা আল্লাহর কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপর্যাপ্ত জীবিকা দান ক'রে থাকেন।' *(সূরা আলে ইমরান ৩৭ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّيءْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ } [الكهف : ١٦-١٧]

অর্থাৎ, তোমরা যখন তাদের ও তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে তাদের সংস্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হলে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন। তুমি দেখলে দেখতে, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার ডান দিকে হেলে অতিক্রম করছে এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করছে বাম পাশ দিয়ে---। *(সূরা কাহাফ ১৬-১৭ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبدِ الرَّحْمَانِ بنِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً : ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ ، فَلْيَذْهَبْ بثَالِثٍ ، وَمنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ)) أَوْ كَمَا قَالَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكرٍ ﷺ ، جَاءَ بِثَلاثَةٍ ، وَانْطَلَقَ النَّبِيِّ ﷺ بعَشَرَةٍ ، وَأَنَّ أَبَا بَكرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ . قَالَتِ امْرَأَتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ قَالَ : أَوَمَا عَشَّيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ وَقَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَذَهَبتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ ، فَقالَ : يَا غُنْثَرُ ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ ، وَقَالَ : كُلُوا لاَ هَنِيئاً وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَداً ، قَالَ : وَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إلاَّ رَبَا مِنْ أَسفَلِهَا أَكْثَرَ مِنهَا حَتَّى شَبِعُوا ، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبلَ ذَلِكَ ، فَنَظَرَ إِلَيهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لاِمرَأَتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا ؟ قَالَتْ : لاَ وَقُرَّةِ عَينِيْ لَهِيَ الآنَ أَكثَرُ مِنهَا قَبلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ ! فَأَكَلَ مِنهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيطَانِ ، يَعنِيْ : يَمِينَهُ . ثُمَّ أَكَلَ مِنهَا لُقْمَةً ، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ ، فَتَفَرَّقْنَا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ ، اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ .

وَفِي رِوَايةٍ : فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَطْعَمُهُ ، فَحَلَفَتِ المَرْأَةُ لاَ تَطْعَمُهُ ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ . – أَو

الأَضْيَافُ – أَنْ لاَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا ، فَجَعَلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلاَّ رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، مَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ : وَقُرَّةِ عَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ ، فَأَكَلُوا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا .

وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ : دُونَكَ أَضْيَافَكَ ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُم قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمانِ ، فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : اِطْعَمُوا ، فَقَالُوا : أَينَ رَبُّ مَنْزِلِنا ؟ قَالَ : اِطْعَمُوا ، قَالُوا : مَا نحنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ، قَالَ : اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا ، لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبَوْا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحمانِ ، فَسَكَتُّ : ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمانِ ، فَسَكَتُّ ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوتِي لَمَا جِئْتَ ! فَخَرَجْتُ ، فَقُلْتُ : سَلْ أَضْيَافَكَ ، فَقَالُوا : صَدَقَ ، أَتَانَا بِهِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ . فَقَالَ الآخَرُونَ : وَاللهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ فَقَالَ : وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَ بِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ ، الأُولَى مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا. متفق عَلَيْهِ

(২৮৯৮) আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ হতে বর্ণিত, ‘আসহাবে সুফ্‌ফাহ’ (তৎকালীন মসজিদে নববীতে একটি ছাউনিবিশিষ্ট ঘর ছিল। সেখানে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে কিছু সাহাবা আশ্রয় গ্রহণ করতেন ও বসবাস করতেন। তাঁরা) গরীব মানুষ ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “যার কাছে দু’জনের আহার আছে সে যেন (তাদের মধ্য থেকে) তৃতীয় জনকে সাথে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনের আহারের ব্যবস্থা আছে, সে যেন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠজনকে সাথে নিয়ে যায়।” আবূ বাক্‌র ﷺ তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে সাথে নিয়ে গেলেন। আবূ বাক্‌র ﷺ রাসূলুল্লাহর ঘরেই রাতের আহার করেন এবং এশার নামায পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এশার নামাযের পর তিনি পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে ফিরে আসেন এবং আল্লাহর ইচ্ছামত রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, ‘বাইরে কিসে আপনাকে আটকে রেখেছিল?’ তিনি বললেন, ‘তুমি এখনো তাঁদেরকে খাবার দাওনি?’ স্ত্রী বললেন, ‘আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খেতে রাজি হলেন না। তাঁদের সামনে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা তা খাননি।’ আব্দুর রহমান ﷺ বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি লুকিয়ে গেলাম। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বলে উঠলেন, ‘ওরে মূর্খ!’ অতঃপর নাক কাটা ইত্যাদি বলে গালাগালি করলেন এবং (মেহমানদের উদ্দেশ্যে) বললেন, ‘আপনারা স্বচ্ছন্দে খান, আল্লাহর কসম! আমি মোটেই খাব না।’

আব্দুর রহমান ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আমরা লুকমা (খাদ্যগ্রাস) উঠিয়ে নিতেই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল।’ তিনি বলেন, ‘সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ

পূর্বের চেয়ে বেশি খাবার রয়ে গেল।' আবূ বাক্‌র ﷺ খাবারের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'হে বনু ফিরাসের বোন! এ কী?' তিনি বললেন, 'আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এ তো পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশি!' সুতরাং আবূ বাক্‌র ﷺও তা থেকে আহার করলেন এবং বললেন, 'আমার (খাব না বলে) সে কসম শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছিল।' তারপর তিনি আরো খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাবার তাঁর নিকটেই ছিল।

এদিকে আমাদের এবং অন্য একটি গোত্রের মাঝে যে চুক্তি ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে।) অতঃপর আমরা তাদেরকে তাদের বারো জনের নেতৃত্বে ভাগ ক'রে দিই। প্রত্যেকের সাথেই কিছু কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সাথে কতজন ছিল তা আল্লাহই বেশি জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য আহার করে।

অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ বাক্‌র 'খাবেন না' বলে কসম করলেন, তা দেখে তাঁর স্ত্রীও 'খাবেন না' বলে কসম করলেন। আর তা দেখে মেহমানরাও তিনি সঙ্গে না খেলে 'খাবেন না' বলে কসম করলেন! আবূ বাক্‌র বললেন, 'এ সব (কসম) শয়তানের পক্ষ থেকে।' সুতরাং তিনি খাবার আনতে বলে নিজে খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন। তাঁরা যখনই লুকমা (খাদ্যগ্রাস) উঠিয়ে খাচ্ছিলেন, তখনই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। আবূ বাক্‌র ﷺ (স্ত্রীকে) বললেন, 'হে বনু ফিরাসের বোন! এ কী?' স্ত্রী বললেন, 'আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এখন এ তো খেতে শুরু করার আগের চেয়ে অধিক বেশি!' সুতরাং সকলেই খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। আব্দুর রহমান বলেন, 'তিনি তা হতে খেলেন।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবূ বাক্‌র আব্দুর রহমানকে বললেন, 'তোমার মেহমান নাও। (তুমি তাদের খাতির কর) আমি নবী ﷺ-এর নিকট যাচ্ছি। আমার ফিরে আসার আগে আগেই তুমি (খাইয়ে) তাঁদের খাতির সম্পন্ন করো।' সুতরাং আব্দুর রহমান তাঁর নিকট যে খাবার ছিল, তা নিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আপনারা খান।' কিন্তু মেহমানরা বললেন, 'আমাদের বাড়ি-ওয়ালা কোথায়?' তিনি বললেন, 'আপনারা খান।' তাঁরা বললেন, 'আমাদের বাড়ি-ওয়ালা না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না।' আব্দুর রহমান বললেন, 'আপনারা আমাদের তরফ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করুন। কারণ তিনি এসে যদি দেখেন যে, আপনারা খাননি, তাহলে অবশ্যই আমরা তাঁর নিকট থেকে (বড় ভর্ৎসনা) পাব।' কিন্তু তাঁরা (খেতে) অস্বীকার করলেন।

(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি আমার উপর খাপ্পা হবেন। অতঃপর তিনি এলে আমি তাঁর নিকট থেকে সরে গেলাম। তিনি বললেন, 'কী করেছ তোমরা?' তাঁরা তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বললেন। অতঃপর তিনি ডাক দিলেন, 'আব্দুর রহমান!' আব্দুর রহমান নিরুত্তর থাকলেন। তিনি আবার ডাক দিলেন, 'আব্দুর রহমান?' কিন্তু তখনও তিনি নীরব থাকলেন। তারপর আবার বললেন, 'এ বেওকুফ! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি, যদি তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ, তাহলে এসে যাও।'

(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি (বাধ্য হয়ে) বের হয়ে এলাম। বললাম, 'আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, (আমি তাঁদেরকে খেতে দিয়েছিলাম কি না?)' তাঁরা বললেন, 'ও সত্যই বলেছে। ও আমাদের কাছে খাবার নিয়ে এসেছিল। (আমরাই

আপনার অপেক্ষায় খাইনি।)' আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, 'তোমরা আমার অপেক্ষা ক'রে বসে আছ। কিন্তু আল্লাহর কসম! আজ রাতে আমি আহার করব না।' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরাও খাব না।' তিনি বললেন, 'ধিক্কার তোমাদের প্রতি! তোমাদের কি হয়েছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করবে না?' (অতঃপর আব্দুর রহমানের উদ্দেশ্য বললেন,) 'নিয়ে এস তোমার খাবার।' তিনি খাবার নিয়ে এলে আবূ বাক্‌র তাতে হাত রেখে বললেন, 'বিস্‌মিল্লাহ। প্রথম (রাগের অবস্থায় কসম) ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে।' সুতরাং তিনি খেলেন এবং মেহমানরাও আহার করলেন। *(বুখারী ৬০২,৩৫৮১, ৬১৪১, মুসলিম ৫৪৮-৬নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُوْنَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ)) . رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة . وفي روايتهما قَالَ ابن وهب : ((مُحَدَّثُونَ)) أَيْ مُلْهَمُونَ .

(২৮৯৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে অনেক 'মুহাদ্দাস' লোক ছিল। যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ 'মুহাদ্দাস' থাকে, তাহলে সে হল উমার।" *(বুখারী ৩৪৬৯, ৩৬৮৯নং)*

ইমাম মুসলিমও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত দুই গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, ইবনে অহাব বলেন, 'মুহাদ্দাস' হলেন তাঁরা, যাঁদের মনে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইলহাম (ভালো-মন্দের জ্ঞান প্রক্ষেপ) করা হয়। *(মুসলিম ৬৩৫৭নং)*

وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْداً يَعنِي : ابنَ أَبي وَقَّاصٍ ﷺ، إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ فَعَزَلَهُ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراً ، فَشَكَوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، إِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لاَ أَخْرِمُ عَنْها ، أُصَلِّي صَلاَتَي العِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ ، وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ . قَالَ : ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً – أَوْ رِجَالاً – إِلَى الكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً ، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِي عَبْسٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ ، يُكَنَّى أَبَا سَعْدَةَ، فَقَالَ: أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْداً كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَاللهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِباً ، قَامَ رِيَاءً ، وَسُمْعَةً ، فَأَطِلْ عُمُرَهُ ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ . وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ : شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ . قَالَ عَبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ الرَّاوِي عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ . متفق عَلَيْهِ

(২৯০০) জাবের বিন সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, কুফাবাসীরা উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ-এর

কাছে সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে বলল, 'সে ভালভাবে নামায পড়তে জানে না।' কাজেই তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং (যখন তিনি উমার ﷺ-এর কাছে হাযির হলেন, তখন) তিনি তাঁকে বললেন, 'হে ইসহাকের পিতা! ওরা বলছে যে, তুমি উত্তমভাবে নামায আদায় কর না।' জবাবে তিনি বললেন, 'যাই হোক, আল্লাহর কসম! আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের মত নামায পড়াই, তা থেকে (একটুও) কম করি না। যোহর ও আসরের দুই নামাযের প্রথম দু' রাকআতে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করি এবং দ্বিতীয় দু-রাকআতকে সংক্ষিপ্ত করি।' উমার ﷺ (এ কথা শুনে বললেন,) 'ইসহাকের পিতা! তোমার সম্পর্কে ঐ ধারণাই ছিল।' পরে তিনি তাঁর সঙ্গে একজন বা কয়েকজন লোক কূফা নগরীতে প্রেরণ করলেন। যাতে করে কূফা নগরীর প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক মসজিদেই তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগল এবং সকলেই তাঁর প্রশংসা করল। শেষ পর্যন্ত যখন তারা বনু আব্সার মসজিদে উপনীত হল। তখন সেখানে আবূ সা'দাহ উসামাহ ইবনে ক্বাতাদাহ নামক এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'যখন আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসাই করলেন, তখন (প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি শুনুন,) সা'দ সেনা বাহিনীর সঙ্গে (জিহাদে) যান না, নায্যভাবে (কোন জিনিস) বন্টন করেন না এবং ইনসাফের সাথে বিচার করেন না।' সা'দ তখন (জবাবে) বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তিনটি বদ্দুআ করব ঃ হে আল্লাহ! যদি তোমার বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, রিয়া (লোকপ্রদর্শন হেতু) ও খ্যাতির জন্য এভাবে দন্ডায়মান হয়ে থাকে, তাহলে তুমি ওর আয়ু দীর্ঘ ক'রে দাও এবং ওর দরিদ্রতা বাড়িয়ে দাও এবং ওকে ফিতনার কবলে ফেল।' (বাস্তবিক তার অবস্থা ঐরূপই হয়েছিল।) সুতরাং যখন তাকে (কুশল) জিজ্ঞাসা করা হত, তখন উত্তরে বলত, 'অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং ফিত্নায় পতিত হয়েছি; সা'দের বদ্দুআ আমাকে লেগে গেছে।'

জাবের ইবনে সামুরাহ থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল মালেক বিন উমাইর বলেন, 'আমি পরে তাকে দেখেছি যে, সে অত্যন্ত বার্ধক্যের কারণে তার চোখের ভ্রূগুলি চোখের উপরে লটকে পড়েছে আর রাস্তায় রাস্তায় দাসীদেরকে উত্যক্ত করত ও আঙ্গুল বা চোখ দ্বারা তাদেরকে ইশারা করত।' *(বুখারী ৭৫৫, মুসলিম ১০৪৪-১০৪৬নং)*

وَعَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيرِ : أَنَّ سَعِيدَ بنَ زَيدِ بن عَمرِو بن نُفَيلٍ ﷺ ، خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ ، وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ أَرْضِهَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا كُنْتُ آخُذُ شَيئاً مِنْ أَرْضِهَا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ !؟ قَالَ : مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً ، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ)) فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لاَ أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً ، فَأَعْمِ بَصَرَها ، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا ، قَالَ : فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ، وَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ .

متفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ زَيدِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ ، وَأَنَّهُ رَآهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الجُدُرَ

تَقُوْلُ : أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ ، وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ الَّتِي خَاصَمَتْهُ فِيهَا ، فَوَقَعَتْ فِيهَا ، وكانتْ قَبْرَها .

(২৯০১) উরওয়াহ বিন যুবাইর ﷺ হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনে যায়দ ইবনে আম্‌র ইবনে নুফাইল ﷺ-এর বিরুদ্ধে আরওয়া বিন্তে আওস নামক এক মহিলা মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে মোকাদ্দামা পেশ করল; সে দাবি জানাল যে, 'সাঈদ আমার কিছু জমি আত্মসাৎ করেছেন।' সাঈদ বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (এ বিষয়ে ধমক) শোনার পরও কি আমি তার কিছু জমি দাবিয়ে নিতে পারি?' মারওয়ান বললেন, 'আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কি (ধমক) শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমি দাবিয়ে নেবে, (কিয়ামতের দিনে) সাত তবক যমীন তার গলায় লটকে দেওয়া হবে।" এ কথা শুনে মারওয়ান বললেন, 'এরপর আমি আপনার কাছে কোন প্রমাণ তলব করব না।' সুতরাং সাঈদ (বাদী পক্ষীয়) মহিলার প্রতি বদ্দুআ ক'রে বললেন, 'হে আল্লাহ! এ মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে ওর চক্ষু অন্ধ ক'রে দাও এবং ওকে ওর জমিতেই মৃত্যু দাও।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'মহিলাটির মৃত্যুর পূর্বে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল এবং একবার সে নিজ জমিতে চলছিল। হঠাৎ একটি গর্তে পড়ে মারা গেল।'

মুহাম্মাদ বিন যায়দ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার কর্তৃক মুসলিমের অনুরূপ এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে দেখেছেন, সে অন্ধ অবস্থায় দেওয়াল হাতড়ে বেড়াত। বলত, 'আমাকে সাঈদের বদ্দুআ লেগে গেছে।' আর সে যে জায়গার ব্যাপারে সাঈদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করেছিল, সেই জায়গার এক কুঁয়াতে পড়ে গিয়ে সেটাই তার কবর হয়ে গেছে! *(বুখারী ৩১৯৮, মুসলিম ৪২১৮-৪২১৯নং)*

وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أُحُدٌ دعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْناً فَاقْضِ ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْراً ، فَأَصْبَحْنَا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْرِهِ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ . رواه البخاري

(২৯০২) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়। রাতে আমাকে আমার পিতা ডেকে বললেন, 'আমার মনে হয় যে, নবী ﷺ-এর সহচরবৃন্দের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম শহীদ হবেন, আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর, তোমাকে ছাড়া ধরাপৃষ্ঠে প্রিয়তম আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না। আমার উপর ঋণ আছে, তা পরিশোধ ক'রে দেবে। তোমার বোনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।' সুতরাং যখন আমরা ভোরে উঠলাম, তখন দেখলাম যে, সর্বপ্রথম উনিই শাহাদত বরণ করেছেন। আমি তাঁর সাথে আর এক ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করলাম। তারপর অন্যজনকে তাঁর সঙ্গে একই কবরে দাফন করাতে আমার মনে শান্তি হল না। সুতরাং ছমাস পর আমি তাঁকে কবর হতে বের করলাম। (দেখা

গেল) তার কান ব্যতীত (তার দেহ) সেদিনকার মত অবিকল ছিল, যেদিন তাকে কবরে রাখা হয়েছিল। অতঃপর আমি তাকে একটি আলাদা কবরে দাফন করলাম। *(বুখারী ১৩৫১নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلَينِ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا. فَلَمَّا افْتَرَقَا، صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

رواهُ البُخاري مِنْ طُرُقٍ؛ وفِي بَعْضِهَا أنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسَيْدُ بنُ حُضير، وَعَبّادُ بنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(২৯০৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর সাহাবার মধ্য থেকে দু'জন সাহাবী অন্ধকার রাতে তাঁর নিকট হতে বাইরে গমন করেন। আর তাঁদের আগে আগে প্রদীপের ন্যায় কোন আলো বিদ্যমান ছিল। পরে যখন তাঁরা একে অপর থেকে আলাদা হয়ে গেলেন, তখনও প্রত্যেকের সঙ্গে আলো ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে পৌঁছে গেলেন। *(এটিকে বুখারী কয়েকটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায়, ঐ দুই সাহাবীর নাম ছিল, উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র। রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। বুখারী ৪৬৫, ৩৬৩৯, ৩৮০৫নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَةَ رَهْطٍ عَيْناً سَرِيَّة، وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عَاصِمَ بنَ ثَابتٍ الأَنْصَارِيَّ ﷺ ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدْأَةِ ؛ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ؛ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْل يُقالُ لَهُمْ : بَنُو لِحيَانَ ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِئَةِ رَجُلٍ رَامٍ ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ ، لَجَأُوْا إِلَى مَوْضِعٍ ، فَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ ، فَقَالُوا : انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَداً . فَقَالَ عَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ : أَيُّهَا القَوْمُ ، أَمَّا أَنَا ، فَلاَ أَنْزِلُ عَلَى ذِمَّةِ كَافِرٍ : اَللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ ، فَرَمَوهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِماً ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى العَهْدِ وَالمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ، وَزَيدُ بنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ ، فَرَبطُوهُمْ بِهَا . قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ وَاللهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَؤُلاَءِ أُسْوَةً ، يُرِيدُ القَتْلَى ، فَجَرُّوهُ وعَالَجُوهُ ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيبٍ ، وَزَيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ ، حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ؛ فَابْتَاعَ بَنُو الحارثِ بنِ عامِرِ بنِ نَوْفَلِ بنِ عبدِ مَنَافٍ خُبيباً ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ . فَلِبثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيراً حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، فاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ ، فَوَجَدَتهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِهِ ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ . فَقَالَ : أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ ! قَالَتْ : وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيراً خَيراً مِنْ خُبَيْبٍ ، فَوَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأكُلُ قِطْفاً مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْباً . فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ : وَاللهِ لَوْلاَ أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً ،

وَاقْتُلهُمْ بِدَدَاً ، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً . وَقَالَ :

فَلَسْتُ أُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِماً * عَلَى أيِّ جَنْبٍ كَانَ للّهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

وَكَانَ خُبَيبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً الصَّلاَةَ . وَأَخْبَرَ – يَعنِي : النَّبِيَّ ﷺ – أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وكَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئاً . رواه البخاري

(২৯০৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে একটি গুপ্তচরের দল কোথাও পাঠালেন। যেতে যেতে তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদ্‌আহ নামক স্থানে পৌঁছলে হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা বানী লিহইয়ানের নিকট তাঁদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার পর তারা প্রায় একশজন তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাঁদের প্রতি ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগল। আসেম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে একটি (উঁচু) জায়গায় (পাহাড়ে) আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, 'নেমে এসে আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের জন্য (নিরাপত্তার) প্রতিশ্রুতি রইল; তোমাদের কাউকে আমরা হত্যা করব না।' আস্বেম বিন সাবেত বললেন, 'আমি কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ তোমার নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়ে দাও।' অতঃপর তারা মুসলিম গোয়েন্দাদলের প্রতি তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। তারা আস্বেমকে শহীদ ক'রে দিল। আর তাঁদের মধ্যে তিনজন তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নেমে এলেন। তাঁরা হলেন, খুবাইব, যায়দ বিন দাসিনাহ ও অন্য একজন (আব্দুল্লাহ বিন ত্বারিক)। অতঃপর তারা তাঁদেরকে কাবু ক'রে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে তার দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাঁদের সাথে তৃতীয় সাহাবী (আব্দুল্লাহ) বললেন, 'এটা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাব না। ঐ শহীদগণই আমার আদর্শ।' কিন্তু তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে কাফেরগণ তাঁকে শহীদ ক'রে দিল এবং খুবাইব ও যায়দ বিন দাসিনাকে বদর যুদ্ধের পরে মক্কার বাজারে গিয়ে বিক্রি ক'রে দিল। বনী হারেস বিন আমের বিন নাওফাল বিন আব্দে মানাফ গোত্রের লোকেরা খুবাইবকে ক্রয় ক'রে নিল। আর খুবাইব বদর যুদ্ধের দিন হারেসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছুদিন বন্দী অবস্থায় কাটালেন। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হল। একদা তিনি নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করার জন্য হারেসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। সে অন্যমনস্ক থাকলে তার একটি শিশু বাচ্চা (খেলতে খেলতে) তাঁর নিকট চলে গেল। অতঃপর সে

খুবাইবকে দেখল যে, তিনি বাচ্চাটাকে নিজের উরুর উপর বসিয়ে রেখেছেন এবং ক্ষুরটি তাঁর হাতে রয়েছে। এতে সে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেল। খুবাইব তা বুঝতে পেরে বললেন, 'একে হত্যা করে ফেলব ভেবে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? আমি তা করব না।'

(পরবর্তী কালে মুসলমান হওয়ার পর) হারেসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! আমি খুবাইব অপেক্ষা উত্তম বন্দী আর কখনও দেখিনি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে একদিন আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তাঁর জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিয্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।'

অতঃপর তাঁকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 'আমাকে দু' রাকআত নামায আদায় করার সুযোগ দাও।' সুতরাং তারা তাঁকে ছেড়ে দিল এবং তিনি দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। (নামায শেষে তিনি তাদেরকে) বললেন, 'আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে, তাহলে আমি (নামাযকে) আরও দীর্ঘায়িত করতাম।' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে ধ্বংস কর এবং তাদের মধ্যে কাউকেও বাকী রেখো না।

তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন,

'যেহেতু আমি মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করছি
তাই আমার কোন পরোয়া নেই।
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন্ পার্শ্বে আমি লুটিয়ে পড়ি।
আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি,
আর তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন।'

খুবাইবই প্রথম ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সেই মুসলিমের জন্য (হত হওয়ার পূর্বে দুই রাকআত) নামায সুন্নত ক'রে যান, যাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়।

এদিকে নবী ﷺ তাঁর সাহাবাবর্গকে সেই দিনই তাঁদের খবর জানালেন, যেদিন তাঁদেরকে হত্যা করা হয়।

অপর দিকে কুরাইশের কিছু লোক আস্বেম বিন সাবেতের খুন হওয়া শুনে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে পরিচিত কোন অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়ে দিল। আর তিনি বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন; যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আস্বেমের লাশকে রক্ষা করল। সুতরাং তারা তাঁর দেহ থেকে কোন অংশ কেটে নিতে সক্ষম হল না। *(বুখারী ৩০৪৫, ৩৯৮৯, ৪০৮৬, ৭৪০২নং)*

এ পরিচ্ছেদে আরো অন্যান্য বহু সহীহ হাদীস রয়েছে, যার কিছু এই কিতাবের যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন সেই কিশোরের হাদীস, যে একজন পাদরী ও যাদুকরের কাছে যাতায়াত করত, জুরাইজের হাদীস, গুহার মুখে পাথর চাপা পড়া তিন গুহাবন্দীর হাদীস, সেই সৎলোকের হাদীস, যিনি মেঘ থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন, 'অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ কর' ইত্যাদি। এ পরিচ্ছেদের দলীল প্রচুর ও প্রসিদ্ধ। আর আল্লাহই

তওফীকদাতা।

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ عُمَرَ ﷺ يَقُوْلُ لِشَيءٍ قَطُّ : إِنِّي لأَظُنُّهُ كَذَا ، إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ . رواه البخاري

(২৯০৫) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখনই কোন বিষয়ে আমি উমার ﷺ-কে বলতে শুনতাম, 'আমার মনে হয়, এটা এই হবে' তখনই (দেখতাম) বাস্তবে তাই হত; যা তিনি ধারণা করতেন!" *(বুখারী ৩৮৬৬নং)*

মক্কার মাহাত্ম্য

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ الزُّهْرِيَّ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ فِي سُوقِ مَكَّةَ : ((وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأَخْيَرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ)).

(২৯০৬) আব্দুল্লাহ বিন আদী বিন হামরা যুহরী কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ মক্কার বাজার হায্ওয়ারাতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, "আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তুমি আল্লাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভূমি এবং আল্লাহর সকল ভূমির চাইতে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট (এবং আমার নিকট) সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আমাকে যদি তোমার মধ্য থেকে বহিষ্কার করা না হত, তাহলে আমি বের হতাম না।" *(আহমাদ ১৮৭১৮, তিরমিযী ৩৯২৫, ইবনে মাজাহ ৩১০৮, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪২৭০, ৫২২০, সঃ জামে' ৭০৮৯নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَكَّةَ: ((مَا أَطْيَبَكِ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ)).

(২৯০৭) ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তুমি কতই না সুন্দর শহর! তুমি আমার নিকট কতই না প্রিয়! আমার কওম যদি তোমার মধ্য থেকে আমাকে বাহির না করে দিত, তাহলে তোমার মধ্য ছাড়া আমি অন্য কোথাও বাস করতাম না।" *(তিরমিযী ৩৯২৬, ত্বাবারানী ১০৪৭৭, ইবনে হিব্বান ৩৭০৯, মিশকাত ২৭২৪নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: « إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِى وَلَمْ يَحِلَّ لِى إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ « إِلاَّ الإِذْخِرَ ».

(২৯০৮) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, "নিশ্চয় এই শহরকে আল্লাহ সেদিন 'হারাম' (পবিত্র ও সম্মানিত) ঘোষণা করেছেন, যেদিন

তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়া সম্মানে সম্মানিত। আমার পূর্বে কারো জন্য এখানে যুদ্ধ বৈধ করা হয়নি। আর আমার জন্যও (মক্কা-বিজয়) দিনের কিছু সময় ছাড়া তা বৈধ করা হয়নি। সুতরাং তা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়া সম্মানে সম্মানিত। তার কাঁটা কাটা যাবে না, তার শিকার চকিত করা হবে না, প্রচার উদ্দেশ্য ছাড়া তার পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে না। তার ঘাস কাটা যাবে না।" ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু ইযখির ঘাস? তা তো কর্মকার (জ্বালানীর কাজে) এবং ঘরের ছাদ দেওয়ার কাজে লাগে।' তিনি বললেন, "ইযখির ঘাস ব্যতিক্রম।" *(বুখারী, মুসলিম ১৩৫৩নং)*

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قال قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً...)).

(২৯০৯) আবূ শুরাইহ আদাবী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মক্কাকে আল্লাহ 'হারাম' বানিয়েছেন, মানুষে নয়। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মানুষের জন্য তার মধ্যে রক্তপাত ঘটানো এবং কোন গাছ কাটা বৈধ নয়।" *(আহমাদ ১৬৩৭৩, বুখারী ১০৪, ১৮৩২, ৪২৯৫, মুসলিম ৩৩৭০, তিরমিযী, নাসাঈ)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا)).

(২৯১০) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, "নিশ্চয়ই এই শহরকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। এর কোন কাঁটা তোলা যাবে না, কোন শিকার (পশু-পাখী) চকিত করা যাবে না এবং প্রচার উদ্দেশ্যে ছাড়া এর কোন পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে না।" *(বুখারী ১৫৮৭নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ ».

(২৯১১) জাবের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আমি শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কারোর জন্য মক্কায় অস্ত্র বহন করা বৈধ নয়।" *(মুসলিম ৩৩৭৩, মিশকাত ২৭১৭নং)*

মদীনার মাহাত্ম্য

عَنِ السَّائِبِ بن خَلادٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَأَخَافَهُمْ، فَأَخِفْهُمْ ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا)).

(২৯১২) সায়েব বিন খাল্লাদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে, তুমি তাকে সন্ত্রস্ত কর। আর তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। তার নিকট থেকে

নফল-ফরয কোন ইবাদতই কবূল করা হবে না।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ৬৪৯৮, সিঃ সহীহাহ ৩৫১নং)*

عن علي قال قال رسول الله ﷺ : « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ».

(২৯১৩) আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আইর থেকে সওর পর্যন্ত মদীনার হারাম-সীমা। এখানে যে ব্যক্তি (ধর্মীয় বিষয়ে) অভিনব কিছু (বিদআত) রচনা করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাদল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না।” *(বুখারী ৬৭৫৫, মুসলিম ৩৩৯৩নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِى إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا ».

(২৯১৪) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে (মুসলিম) ব্যক্তি মদীনার সংকীর্ণতা ও কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, আমি কিয়ামতে তার জন্য সুপারিশ করব অথবা সাক্ষ্য দেব।” *(মুসলিম ৩৪১৩, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১১৮৬-১১৮৭নং)*

عن سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا – وَقَالَ – الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ».

(২৯১৫) সা’দ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমি মদীনার দুই (হার্রার) প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি। তার কাঁটা তোলা যাবে না এবং তার শিকার হত্যা করা যাবে না। মদীনা তাদের জন্য উত্তম জায়গা; যদি তারা জানত।---” *(মুসলিম, সহীহ তারগীব ১১৮৮নং)*

عن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ : ((اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لاَ يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلاَ يُحْمَلَ فِيهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ لِعَلْفٍ)).

(২৯১৬) আবু সাঈদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “ইবরাহীম ﷺ মক্কাকে হারামরূপে ঘোষণা করেছেন। আর আমি মদীনাকে তার দুই সংকীর্ণ পাহাড়ী পথের মধ্যবর্তী স্থানকে হারামরূপে ঘোষণা করছি। তাতে কোন খুন-খারাবি করা যাবে না, লড়ায়ের জন্য কোন অস্ত্র বহন করা যাবে না এবং পশুকে খাওয়ানো উদ্দেশ্যে ছাড়া কোন গাছের পাতা ঝরানো যাবে না।” *(মুসলিম ৩৪০২, মিশকাত ২৭৩২নং)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا)).

(২৯১৭) ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যু বরণ করতে সক্ষম হয়, সে যেন তা করে। যেহেতু যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি কিয়ামতে তার জন্য সুপারিশ করব।" *(তিরমিযী ৩৯১৭, ইবনে মাজাহ ৩১১২, ইবনে হিব্বান ৩৭৪১, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ১১৯৩-১১৯৭নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيسَ مِنْ بَلَدٍ إلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إلاَّ مَكَّةَ وَالمَدِينَـةَ ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إلاَّ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا ، فَيَنْزِلُ بالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)) . رواه مسلم

(২৯১৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মক্কা ও মদীনা ব্যতীত অন্য সব শহরেই দাজ্জাল প্রবেশ করবে। মক্কা ও মদীনার গিরিপথে ফিরিশ্তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে উক্ত শহরদ্বয়ের প্রহরায় রত থাকবেন। দাজ্জাল (মদীনার নিকটস্থ) বালুময় লোনা জমিতে অবতরণ করবে। সে সময় মদীনা তিনবার কেঁপে উঠবে। মহান আল্লাহ সেখান থেকে প্রত্যেক কাফের ও মুনাফিককে বের ক'রে দেবেন।" *(বুখারী ১৮৮১, মুসলিম ৭৫৭৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ)).

(২৯১৯) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(মক্কা ও) মদীনা প্রহরী ফিরিশ্তা দ্বারা নিরাপদ। সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।" *(আহমাদ ২/৪৮৩, বুখারী ১৮৮০, ৭১৩৩, মুসলিম ৩৪১৬, মিশকাত ২৭৪১নং)*

عن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)).

(২৯২০) সাদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তিই মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে সেই ব্যক্তিই গলে যাবে; যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।" *(বুখারী ১৮৭৭, মুসলিম ৩৩৮৫নং)*

শাম দেশের মাহাত্ম্য

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حِينَ قَالَ: ((طُوبَى لِلشَّامِ طُوبَى لِلشَّامِ)). قُلْتُ مَا بَالُ الشَّامِ؟ قَالَ: ((الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَجْنِحَتِهَا عَلَى الشَّامِ)).

(২৯২১) যায়দ বিন ষাবেত আনসারী কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "শামের জন্য কতই না কল্যাণ! শামের জন্য কতই না কল্যাণ!" আমি বললাম (সাহাবাগণ বললেন), 'হে আল্লাহর রসূল! তা কেন?' তিনি বললেন, "যেহেতু দয়াময় (আল্লাহ)র ফিরিশ্তা তার উপরে ডানা বিছিয়ে আছেন।" *(আহমাদ ২১৬০৬, তিরমিযী ৩৯৫৪, হাকেম ২৯০০-২৯০১, ত্বাবারানী ৪৮০১, সিঃ সহীহাহ ৫০৩নং)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النبي ﷺ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا))، قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا))، قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ: ((هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ)).

(২৯২২) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শাম ও ইয়ামানে বর্কত (প্রাচুর্য) দান কর।" সকলে বলল, 'আর আমাদের নজদে?' তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শাম ও ইয়ামানে বর্কত (প্রাচুর্য) দান কর।" লোকেরা বলল, 'আর আমাদের নজদে?' তিনি বললেন, "ওখানে আছে ভূমিকম্প ও ফিতনাসমূহ এবং ওখান হতে শয়তানের শৃঙ্গ উদিত হবে।" *(বুখারী ১০৩৭নং)*

আদব অধ্যায়

কথাবার্তার আদব

বাক্ সংযমের নির্দেশ ও গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেছেন, { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(সূরা ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

জেনে রাখুন যে, যে কথায় উপকার আছে বলে স্পষ্ট হয়, সে কথা ছাড়া অন্য সব (অসঙ্গত) কথা হতে নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখা প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত মুসলিম ব্যক্তির উচিত। যেখানে কথা বলা ও চুপ থাকা দুটোই সমান, সেখানে চুপ থাকাটাই সুন্নত। কেননা, বৈধ কথাবার্তাও অনেক সময় হারাম অথবা মাকরূহ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। অধিকাংশ এরূপই ঘটে থাকে। আর (বিপদ ও পাপ থেকে) নিরাপত্তার সমতুল্য কোন বস্তু নেই।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ)). متفق عَلَيْهِ

(২৯২৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী ৬০১৮, মুসলিম ১৮২নং)*

এ হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উপকারী কথা ছাড়া কোন কথা বলা উচিত নয়। অর্থাৎ, সেই কথা যার উপকারিতা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যে কথার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সে কথা বলা উচিত নয়।

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن صَمَتَ نَجَا)).

(২৯২৪) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে চুপ থাকে, সে পরিত্রাণ পায়।" *(সহীহ তিরমিযী ২৫০১নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ

مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)). متفق عَلَيْهِ

(২৯২৫) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম মুসলমান কে?' তিনি বললেন, "যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।" *(বুখারী ১১, মুসলিম ১৭২নং)*

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: ((الصلاة على ميقاتها)). قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ((أن يسلم الناس من لسانك)).

(২৯২৬) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন,'হে আল্লাহর রসূল! শ্রেষ্ঠ আমল কী?' তিনি উত্তরে বললেন, "যথা সময়ে নামায পড়া।" অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন যে, 'তারপর কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমার জিহ্বা হতে লোককে নিরাপদে রাখা।" *(ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ২৮-৫২নং)*

وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجنَّةَ)). متفق عَلَيْهِ

(২৯২৭) সাহল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী (অঙ্গ জিভ) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী (অঙ্গ গুপ্তাঙ্গ) সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।" *(বুখারী ৬৪৭৪নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجنَّةَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(২৯২৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত অঙ্গ (জিহ্বা) ও দু'পায়ের মাঝখানের অঙ্গ (লজ্জাস্থান)এর ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখবেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী ২৪০৯, হাসান)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَقُوْلُ : ((إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ)). متفق عَلَيْهِ

(২৯২৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "মানুষ চিন্তা-ভাবনা না ক'রে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘ'টে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্ব দোযখে গিয়ে পতিত হয়।" *(বুখারী ৬৪৭৭, মুসলিম ৭৬৭২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ : ((إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلَمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِيْ بِهَا فِي جَهَنَّمَ)). رواه البخاري

(২৯৩০) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "বান্দা আল্লাহ তাআলার সন্তোষজনক এমন কথা অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেলে, যার ফলে আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত ক'রে দেন। আবার কখনো বান্দা অন্যমনস্ক হয়ে আল্লাহর অসন্তোষজনক এমন কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়।" *(বুখারী ৬৪৭৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إنّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ لا يَرَى بها باساً يَهْوِي بها سَبْعِينَ خَرِيفاً في النَّارِ)).

(২৯৩১) আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষ এমনও কথা বলে, যাতে সে কোন ক্ষতি আছে বলে মনেই করে না; অথচ তার দরুন সে ৭০ বছরের পথ জাহান্নামে অধঃপতিত হয়।" *(তিরমিযী ২৩১৪, ইবনে মাজাহ ৩৯৭০, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৪০নং)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحْمَانِ بلاَلِ بنِ الحَارِثِ المُزَنِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : ((إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَومِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ)). رواه مالك في المُوَطَّأ، والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(২৯৩২) আবূ আব্দুর রহমান বিলাল ইবনে হারেষ মুযানী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষ আল্লাহ তাআলার সন্তোষমূলক এমন কথা বলে, আর সে কল্পনাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, আল্লাহ তার দরুন তাঁর সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য সন্তুষ্টি লিখে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহ তাআলার অসন্তোষমূলক এমন কথা বলে, আর সে কল্পনাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, আল্লাহ তার দরুন তাঁর সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন।" *(মালেক ২৬৫, আহমাদ ১৫৮৫২, তিরমিযী ২৩১৯, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩৯৬৯, ইবনে হিব্বান ২৮০, হাকেম ১৩৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৮৮নং)*

وَعَنْ سُفيَانَ بنِ عَبدِ اللّهِ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ : ((قلْ : رَبِّيَ اللّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ)) قُلْتُ : يَا رَسُول اللّهِ ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((هَذَا)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(২৯৩৩) সুফয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কথা বাতলে দিন, যা মজবুতভাবে ধরে রাখব।' তিনি বললেন, "তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।" আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আপনি কোন্ জিনিসকে সব চাইতে বেশি ভয় করেন?' তিনি স্বীয় জিহ্বাকে (স্বহস্তে) ধারণপূর্বক বললেন, "এটাকে।" *(তিরমিযী ২৪১০নং, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ : ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(২৯৩৪) উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব?’ তিনি বললেন, “তুমি নিজ রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক। (অর্থাৎ, অবসর সময়ে নিজ গৃহে অবস্থান কর।) আর নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন কর।” *(তিরমিযী ২৪০৬নং, হাসান)*

“সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে তার জিহ্বাকে বশীভূত রাখে, স্বগৃহে অবস্থান করে এবং স্বকৃত পাপের উপর কান্না করে।” *(সহীহুল জামে’ ৩৯২৯নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسانَ ، تَقُولُ : اتَّقِ اللّهَ فِينَا ، فَإِنَّما نَحنُ بِكَ ؛ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا ، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا)) . رواه الترمذي

(২৯৩৫) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিভকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, ‘তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন কর, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব।” *(তিরমিযী ২৪০৭নং)*

وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ: ((لَقَدْ سَأَلتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ البَيْتَ)) ثُمَّ قَالَ : ((أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)) ثُمَّ تَلاَ : { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ } حَتَّى بَلَغَ { يَعْمَلُونَ } [السجدة : ١٦–١٧] ثُمَّ قَالَ : ((أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ ، وَعَمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ سِنَامِهِ)) قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : ((رَأسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةِ سِنَامِهِ الجِهادُ)) ثُمَّ قَالَ : ((أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ !)) قُلْتُ : بلَى يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ : ((كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : ((ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(২৯৩৬) মুআয ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল বাতলে দেন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।’ তিনি বললেন, “তুমি বিরাট (কঠিন) কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে। তবে এটা তার পক্ষে সহজ হবে, যার পক্ষে মহান আল্লাহ সহজ ক’রে দেবেন। (আর তা হচ্ছে এই যে,) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার কোন অংশী স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে, মাহে রমযানের রোযা পালন করবে এবং কাবা গৃহের হজ্জ পালন করবে।” পুনরায় তিনি বললেন, “তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ বাতলে দেব না

কি? রোযা ঢালস্বরূপ, সাদকাহ গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে; যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়। আর মধ্য রাত্রিতে মানুষের নামায।" অতঃপর তিনি এই আয়াত দু'টি পড়লেন- যার অর্থ, "তারা শয্যা ত্যাগ করে, আশায় বুক বেঁধে এবং আশংকায় ভীতি-বিহ্বল হয়ে তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে এবং আমি তাদেরকে যে সব জীবিকা দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় ক'রে থাকে। তাদের সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর যা কিছু লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, কেউ তা অবগত নয়।" *(সূরা সাজদাহ ১৬-১৭ আয়াত)* তারপর বললেন, "আমি তোমাকে সব বিষয়ের (দ্বীনের) মস্তক, তার খুঁটি, তার উচ্চতম চূড়া বাতলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই বাতলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "বিষয়ের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার উচ্চতম চূড়া হচ্ছে জিহাদ।" পুনরায় তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমি তোমাকে সে সবের মূল সম্বন্ধে বলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তখন তিনি নিজ জিভটিকে ধরে বললেন, "তোমার মধ্যে এটিকে সংযত রাখ।" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যে কথা বলি তাতেও কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে?' তিনি বললেন, "তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে মুআয! মানুষকে তাদের নিজেদের জিভ-ঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?" *(তিরমিযী ২৬১৬নং, হাসান সহীহ)*

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج ذات يوم على راحلته و أصحابه معه بين يديه فقال معاذ بن جبل : يا نبي الله أتأذن لي في أن أتقدم إليك على طيبة نفس ؟ قال : نعم فاقترب معاذ إليه فسارا جميعا فقال معاذ : بأبي أنت يا رسول الله أن يجعل يومنا قبل يومك أرأيت إن كان شيء و لا نرى شيئا إن شاء الله تعالى فأي الأعمال نعملها بعدك ؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : الجهاد في سبيل الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم الشيء الجهاد و الذي بالناس أملك من ذلك فالصيام و الصدقة قال : نعم الشيء الصيام و الصدقة فذكر معاذ كل خير يعمله ابن آدم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و عاد الناس خير من ذلك قال : فماذا بأبي أنت و أمي عاد بالناس خير من ذلك ؟ قال : فأشار رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى فيه قال : الصمت إلا من خير قال : و هل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا ؟ قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم فخذ معاذ ثم قال : ((يا معاذ ثكلتك أمك ـ أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك ـ و هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم فمن كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر قولوا خيرا تغنموا و اسكتوا عن شر تسلموا)).

(২৯৩৭) উবাদাহ বিন স্বামেত বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে কোথাও বের হলেন। সঙ্গে ও সম্মুখে ছিলেন তার সাহাবীবৃন্দ। মুআয বিন জাবাল ﷺ তাঁর

উদ্দেশ্যে বল্লেন, 'হে আল্লাহর নবী! খুশী মনে আমাকে অগ্রণী হয়ে বলতে অনুমতি দেবেন কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" অতঃপর মুআয তাঁর নিকটবর্তী হলেন। সকলে চলতে শুরু করলে মুআয বললেন, 'আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক - আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনার থেকে আমাদের (মৃত্যুর) দিন আগে করুন। যদি কিছু হয়ে যায়, আর ইনশাআল্লাহ কিছু হবে না। আপনার পরে আমরা কোন্ কর্মগুলি করব?' রসূল ﷺ নীরব থাকলেন। মুআয বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ?' অতঃপর রসূল ﷺ বললেন, "জিহাদ খুব উত্তম জিনিস। কিন্তু এর চেয়ে সহজ জিনিস আছে।" মুআয বললেন, 'তাহলে রোযা ও সদকাহ?' বললেন, "রোযা ও সদকাহ উত্তম জিনিস।" অতঃপর মুআয মানুষের প্রায় সকল সৎকর্মের কথা উল্লেখ করলেন। কিন্তু রসূল ﷺ বার বারই বললেন, "এর চেয়েও উত্তম কর্ম আছে।" অবশেষে মুআয বললেন, 'আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এর চেয়ে উত্তম আর আছে কি?' তদুত্তরে তিনি নিজ মুখের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "মঙ্গল ব্যতীত অন্য বিষয়ে চুপ থাকা।" মুআয বললেন, 'আমরা জিবে যে কথা বলি, তাতেও কি আমাদেরকে কৈফিয়ত করা হবে?' তা শুনে তিনি মুআযের জানুতে চপেটাঘাত করে বললেন, "হে মুআয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষের জিভে বলা কথা ছাড়া অন্য কিছু কি তাদেরকে নাক ছেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে? সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উচিত। উত্তম কথা বলা নতুবা মন্দ বলা হতে চুপ থাকা। তোমরা উত্তম বল, লাভবান হবে এবং মন্দ বলা হতে চুপ থাকো, নিরাপত্তা লাভ করবে।" *(হাকেম ৭৭৭৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪১২নং)*

وعن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني، قال: ((اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله)). قال: ((هذا)). وأشار بيده إلى لسانه.

(২৯৩৮) মুআয ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে দেখছ এবং তুমি নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। আর যদি চাও তবে তোমাকে এমন কাজের কথা বলব, যা তোমার পক্ষে এ সবের চেয়ে অধিক সহজ সাধ্য।" অতঃপর তিনি নিজ হাত দ্বারা নিজের জিভের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "এটা (সংযত রাখ)।" *(ইবনে আবিদ্ দুনয়া, সঃ তারগীব ২৮৭০নং)*

عن أنس بن مالك قال : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال : ((يا أبا ذر! ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما ؟)) . قال : بلى يارسول الله، قال : ((عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما)).

(২৯৩৯) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আবু যার্রের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, "হে আবু যার্র! তোমাকে আমি এমন দুটি আচরণের কথা বলে দেব না কি? যা কার্যক্ষেত্রে অতি সহজ এবং (নেকীর) মীযানে অন্যান্য আমলের তুলনায় অধিক ভারী?" আবু যার্র ﷺ বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি সচ্চরিত্রতা ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। (অর্থাৎ তোমার চরিত্র সুন্দর হোক ও তুমি কথা

খুবই কম বলো।) কারণ, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সারা সৃষ্টি ঐ দুয়ের ন্যায় কোন আমলই করেনি।" *(আবু য়্যা'লা ৩২৯৮, ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সিঃ সহীহাহ ১৯৩৮নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তুমি সুন্দর চরিত্র ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সারা সৃষ্টি উক্ত দুই (অলংকারের) মত অন্য কিছু দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত হতে পারে না।" *(সহীহুল জামে ৪০৪৮নং)*

عن أسود بن أصرم قال قال له رسول الله ﷺ: ((...فَلا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلا مَعْرُوفًا ، وَلا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلا إِلَى خَيْرٍ)).

(২৯৪০) আসওয়াদ বিন আস্বরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন, "তোমার জিহ্বা দ্বারা ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলো না এবং ভালো ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তোমার হাত বাড়ায়ো না।" *(ত্বাবারানী ৮১৫, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৯৩১, সিঃ সহীহাহ ১৫৬০নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ ارْتَقَى الصَّفَا فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: يَا لِسَانُ، قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ، وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمْ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْدَمَ، قالوا : يا ابا عبد الرحمن هذا شيء تقوله أو سمعته ؟ قال لا بل سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَكْثَرُ خَطَايَا ابنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ)).

(২৯৪১) একদা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ সাফার উপর চড়ে বললেন, 'রে জিভ! ভালো কথা বল; সফলতা পাবি। চুপ থাক; লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বে নিরাপত্তা পাবি।' লোকেরা বলল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! একথা আপনি নিজে বলছেন, নাকি কারো নিকট শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'না, বরং আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আদম সন্তানের অধিকতর পাপ তার জিহ্বা থেকেই সংঘটিত হয়।" *(ত্বাবারানী ১০২৯৪, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৯৩৩, সিঃ সহীহাহ ৫৩৪নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)).

(২৯৪২) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন বান্দার ঈমান দুরস্ত হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয় দুরস্ত হয় এবং তার হৃদয়ও দুরস্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জিহ্বা দুরস্ত হয়। আর সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা না পায়।" *(আহমাদ ১৩০৪৮, ত্বাবারানী ১০৪০১নং)*

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ: ((لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ)). فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: ((لَا إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ الْخَيْرِ)).

(২৯৪৩) বারা' বিন আযেব বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।' তিনি বললেন, "তোমার বক্তব্য ছোট, কিন্তু সমস্যা বেশ বড়। তুমি প্রাণ মুক্ত কর, ক্রীতদাস স্বাধীন কর।" সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ দুটি কি একই কাজ নয়?' তিনি বললেন, না। প্রাণ মুক্ত কেবল তুমি একা করবে। আর ক্রীতদাস স্বাধীন করাতে তুমি অন্যের সহযোগিতা করবে। অত্যাচারী নিকটাত্মীয়কে পর্যাপ্ত দুধের গাভী ও নির্ধারিত অর্থ দান (কর)। যদি তাতে তুমি সক্ষম না হও, তাহলে ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, সৎকর্মে আদেশ দাও এবং মন্দ কর্মে বাধা দান কর। যদি তাও না পার, তাহলে ভালো ছাড়া অন্য কথা থেকে নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখ।" *(আহমাদ ১৮৬৪৭, ইবনে হিব্বান ৩৭৪, বাইহাকী ২১৮৪৭নং)*

عَنْ عَدِيٍّ بن حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيْمَنُ امْرِئٍ وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ)).

(২৯৪৪) আদী বিন হাতেম ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষের সবচেয়ে বেশি শুভ এবং সবচেয়ে বেশি অশুভ অঙ্গ হল তার দুই চোয়ালের মাঝে (জিভ)।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৩৬৫৬, ইবনে হিব্বান ৫৭১৭, সিঃ সহীহাহ ১২৮৬নং)*

মিষ্টি কথা বলার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ } [الحجر : ٨٨]

অর্থাৎ, মু'মিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ। *(সূরা হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } [آل عمران : ١٥٩]

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا)). فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ)).

(২৯৪৫) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বেহেশ্তে এমন এক কক্ষ আছে যার বাহিরের অংশ ভিতর হতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হতে পরিদৃষ্ট হবে।" একথা শুনে আবু মালেক আশআরী ﷺ বললেন, 'সে কক্ষ কার জন্য হবে হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি উত্তম (নরম ও মিষ্টি) কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করে, আর লোকেরা যখন নিদ্রাভিভূত থাকে তখন যে নামায পড়ে রাত্রি অতিবাহিত করে।" *(আহমাদ ৬৬১৫, ত্বাবারানী, হাকেম ১২০০, সহীহ তারগীব ৬১১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((...وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ...)).

(২৯৪৬) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "---- আর উত্তম কথা বলাও সদকাহ (করার সমতুল্য।)" *(বুখারী ২৯৮৯, মুসলিম ২৩৮২নং)*

وَعَن عَدِيٍّ بنِ حَاتِمٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৯৪৭) আদী ইবনে হাতেম ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যদি আধখানা খেজুর দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পার তবুও বাঁচ। যদি কোন ব্যক্তি এটাও না পায়, তাহলে সে যেন ভাল কথা বলে বাঁচে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

কথা স্পষ্ট করে বলা এবং সম্বোধিত ব্যক্তি বুঝতে না পারলে একটি কথাকে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা উত্তম

عَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةً أَعَادَهَا ثَلاَثاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثاً . رواه البخاري

(২৯৪৮) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কোন কথা বুঝাবার জন্য তিনবার ক'রে বলতেন এবং কোন সম্প্রদায়ের নিকট এলে তিনবার সালাম দিতেন। *(বুখারী ৯৫নং)*

** (কথা জটিল হলে প্রয়োজনে তিনবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতেন। আর সভা বড় হলে অথবা কতক মানুষ শুনতে না পেলে অথবা প্রবেশ-অনুমতি নিতে হলে তিনবার সালাম দিতেন।)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَلاماً فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ . رواه أَبُو داود

(২৯৪৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা স্পষ্ট ছিল, সব শ্রোতাই তা বুঝে ফেলত।' *(আবূ দাউদ ৪৮৪১, সিঃ সহীহাহ ২০৯৭নং)*

সঙ্গীর বৈধ কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনা, আলেম ও বক্তার সভায় সমবেত জনগণকে চুপ থাকতে অনুরোধ করা

عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : ((اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ)) ثُمَّ قَالَ : ((لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৯৫০) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে আমাকে বললেন, "সমবেত জনগণকে চুপ করতে বল।" তারপর বললেন, "আমার পর তোমরা কাফের হয়ে ফিরো না যে, একে অন্যের গর্দান কর্তনে প্রবৃত্ত হবে।" (অর্থাৎ, নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি ও হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ো না)। *(বুখারী ১২১, মুসলিম ২৩২নং)*

যাচাই-তদন্ত করে সাবধানে কথাবার্তা বলা ও কোন কিছু নকল করে লেখা

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তিনি বলেছেন,

{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَولٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

(এ মর্মে মহান আল্লাহর এ বাণীও অনেকে উল্লেখ করে থাকেন, "হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" - সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)). رواه مسلم

(২৯৫১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে (বিনা বিচারে) তা-ই বর্ণনা করে।" *(মুসলিম ৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "মানুষের পাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তাই প্রচার করে বেড়ায়।" *(আবূ দাউদ ৪৯৯৪, হাকেম ৩৮১নং)*

ইবনে অহহাব বলেন, আমাকে মালেক বলেছেন, "জেনে রাখ যে, যে মানুষ প্রত্যেক শ্রুত কথাই বর্ণনা করে সে নিরাপদে থাকে না এবং যা শোনে তাই বর্ণনা করলে সে কস্মিনকালেও ইমাম হতে পারে না।" *(সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)*

وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَينَ)) . رواه مسلم

(২৯৫২) সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, তবে সে দুই মিথ্যুকের একজন।" *(মুসলিম ১নং)*

কষ্ট কল্পনার সাথে গালভরে কথা বলা, মিথ্যা বাক্‌পটুতা প্রকাশ করা এবং সাধারণ মানুষকে সম্বোধনকালে উদ্ভট ও বিরল বাক্য সম্বলিত ভাষা প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয়

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ)) قَالَهَا ثَلاَثاً . رواه مسلم

(২৯৫৩) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "বাগাড়ম্বরকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল (বা ধ্বংস হোক)।" এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। *(মুসলিম ৬৯৫৫নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ البَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ)). رواه أبو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(২৯৫৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ এমন বাক্‌পটু মানুষকে ঘৃণা করেন, যে জিহ্বা দ্বারা ভক্ষণ করে (এমন ঢঙে জিভ ঘুরিয়ে কথা বলে,) যেমন গাভী নিজ জিহ্বা দ্বারা সাপটে তৃণ ভক্ষণ করে।" *(আবূ দাউদ ৫০০৭, তিরমিযী ২৮৫৩, হাসান, সহীহুল জামে' ১৮৭৫নং)*

عن سعد ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ الْأَرْضِ)).

(২৯৫৫) সা'দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক সম্প্রদায় হবে, যারা নিজেদের জিহ্বা দ্বারা পেট চালাবে, যেমন গরু মাঠ থেকে (ঘাস) ভক্ষণ করে থাকে।" *(আহমাদ ১৫১৭, সহীহুল জামে' ৩৬৭০নং)*

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ)).

(২৯৫৬) উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি আমার উম্মতের উপর মুখের (জিবের) জ্ঞানী বা পন্ডিত বাগ্মী মুনাফেকদেরকে অধিক ভয় করি।" *(মুসনাদে আহমাদ ১৪৩নং)*

وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَومَ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنكُمْ أَخْلاَقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَومَ القِيَامَةِ ، الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(২৯৫৭) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী ২০১৮, হাসান, সহীহুল জামে ২২০১নং)*

"এবং ওরাই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ।" *(সহীহুল জামে' ৩২৬০, ৩৭০৪নং)*

মিথ্যা বলা হারাম

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَولٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((إنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ صِدِّيقاً . وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ كَذَّاباً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(২৯৫৮) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহাসত্যবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। **আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়।** আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহামিথ্যাবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। *(বুখারী ৬০৯৪ নং, মুসলিম ২৬০৭ নং, আবু দাউদ, তিরমিযী)*

وَعَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) . متفق عَلَيْهِ

(২৯৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র বিন আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক্ব গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। **সে কথা বললে মিথ্যা বলে।** ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে।" *(বুখারী ৩৪, মুসলিম ২১৯নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)).

(২৯৬০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "মুনাফিকের লক্ষণ হল তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা দিলে খেলাপ করে এবং চুক্তি করলে ভঙ্গ করে।"

(বুখারী ৩৩, মুসলিম ২২০নং)

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশী আছে, "যদিও সে ব্যক্তি নামায পড়ে রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে।" *(২২২নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بنافِخٍ)). رواه البخاري

(২৯৬১) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "**যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন ব্যক্ত করল, যা সে দেখেনি। (কিয়ামতের দিনে) তাকে দু'টি যব দানার মাঝে সংযোগ সাধন করতে আদেশ করা হবে; কিন্তু সে তা কস্মিনকালেও পারবে না।** যে ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠীর কথা শুনবার জন্য কান পাতে, যা তারা আদৌ পছন্দ করে না, কিয়ামতের দিনে তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোন (প্রাণীর) ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদেশ করা হবে, অথচ সে তা করতে পারবে না।" *(বুখারী ৭০৪২নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَفْرَى الفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا)) . رواه البخاري

(২৯৬২) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হল, **মানুষ আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখায়, যা সে দেখেনি।**" (অর্থাৎ, সে যা দেখেনি সে সম্পর্কে মিথ্যা ক'রে বলে, 'আমি দেখেছি।') *(বুখারী ৭০৪৩নং)*

وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ : ((هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟)) فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : ((إِنَّهُ أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي : انْطَلِقْ ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُوْلَى!)) قَالَ: ((قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ ، فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجانبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المَرَّةِ الأُوْلَى)) قَالَ : ((قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ)) فَأَحْسِبُ أَنَّهُ

قَالَ : ((فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ ، وَأَصْوَاتٌ ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِساءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا . قُلْتُ : مَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ)) حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : ((أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ، مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَراً، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَغَرَ لَهُ فَاهُ ، فَأَلْقَمَهُ حَجَراً ، قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ المَرْآةِ ، أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْأىً ، فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا . قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَا ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ ، قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ وَمَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا ، وَلاَ أَحْسَنَ ! قَالاَ لِي : اِرْقَ فِيهَا ، فَارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا ، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنتَ رَاءٍ ! قَالاَ لَهُمْ : اِذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ ، وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ . ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ)) قَالَ : ((قَالاَ لِي : هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ ، فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ ، قَالاَ لِي : هَذَاكَ مَنْزِلُكَ ؟ قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ، فَذَرَانِي فَأَدخُلَهُ . قَالاَ لِي : أَمَّا الآنَ فَلاَ ، وَأَنتَ دَاخِلُهُ ، قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّي رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً ؟ فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قَالاَ لِي : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرآنَ فَيَرفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ ، ومِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ . وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ ، وَيُلقَمُ الحِجَارَةَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا ، وأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ ، فَإِنَّهُ إِبرَاهِيم ﷺ ، وَأَمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ)) وَفِي رِوَايَةِ البَرْقَانِيِّ : ((وُلِدَ عَلَى الفِطْرَةِ)) فَقَالَ بعض المُسلمينَ: يَا رَسُولَ اللهِ

، وَأَولاَدُ الْمُشرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَأَولاَدُ الْمُشرِكِينَ ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ ، فَإِنَّهُمْ قَومٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنهُمْ)) . رواه البخاري

(২৯৬৩) সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, "তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?" রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, "গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, 'চলুন।' আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ ক'রে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল। (তিনি বলেন,) আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এটা কী?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম, তারপর চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এর দ্বারা তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। তারপর ঐ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপর দিকের সাথেও করছে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম বারের মত আচরণ করছে। (তিনি বলেন,) আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, যেন তিনি বললেন,) আর সেখানে শোরগোল ও নানা শব্দ ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার ক'রে উঠছে। আমি বললাম, 'এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বললেন,) নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত ক'রে রেখেছে। আর ঐ সাঁতার-রত ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট পাথর

একত্রিত ক'রে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ খুলে দিচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চলে গিয়ে আবার সাঁতার কাটছে এবং আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই ফিরে আসছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং এমন একজন কুৎসিত ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুৎসিত বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঐ লোকটি কে?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা সবুজ-শ্যামল বাগানে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে বসন্তের সব রকমের ফুল রয়েছে আর বাগানের মাঝে এত বেশী দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে, আকাশে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। আবার দেখলাম, তার চারদিকে এত বেশী পরিমাণ বালক-বালিকা রয়েছে, যত বেশী পরিমাণ আর কখনোও আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, 'উনি কে? এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা বিশাল (বাগান বা) গাছের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। এমন বড় এবং সুন্দর (বাগান বা) গাছ আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বলল, 'এর উপরে চড়ুন।' আমরা উপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইঁটের তৈরী একটি শহরে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে কতক লোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করল, যাদের অর্ধেক শরীর এত সুন্দর ছিল, যত সুন্দর তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। আর অর্ধেক শরীর এত কুৎসিত ছিল যত কুৎসিত তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, 'যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়।' আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী। তার পানি যেন ধপধপে সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর ওরা আমাদের কাছে ফিরে এল। দেখা গেল, তাদের ঐ কুশ্রী রূপ দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। (তিনি বলেন,) তারা আমাকে বলল, 'এটা জান্নাতে আদ্‌ন এবং ওটা আপনার বাসস্থান।' (তিনি বলেন,) উপরের দিকে আমার দৃষ্টি গেলে, দেখলাম ধপধপে সাদা মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তারা আমাকে বলল, 'ঐটা আপনার বাসগৃহ।' (তিনি বললেন,) আমি তাদেরকে বললাম, 'আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি এতে প্রবেশ করি।' তারা বলল, 'আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়।'

আমি বললাম, 'আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী?' তারা আমাকে বলল, 'আচ্ছা আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ ক'রে---তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। **সে হল ঐ ব্যক্তি যে সকালে আপন ঘর থেকে**

বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে।

আর যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা (তন্দুর) চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে, তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছে দেখলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সূদখোর।

আর ঐ কুৎসিত ব্যক্তি যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে হল মালেক (ফিরিশ্তা); জাহান্নামের দরোগা।

আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন। তিনি হলেন ইব্রাহীম ﷺ। আর তাঁর চারপাশে যে বালক-বালিকারা ছিল, ওরা হল তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।”

বারক্বানীর বর্ণনায় আছে, “ওরা তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ ক’রে (মৃত্যুবরণ করেছে)।” তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও কি (সেখানে আছে)?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও (সেখানে আছে)।

আর ঐ সব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুৎসিত ছিল, তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক’রে দিয়েছেন।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আজ রাতে আমি দেখলাম, দু’টি লোক এসে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে বের করে নিয়ে গেল।” অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, “সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম; যার উপর দিকটা সংকীর্ণ ছিল এবং নিচের দিকটা প্রশস্ত। তার নিচে আগুন জ্বলছিল। তার মধ্যে উলঙ্গ বহু নারী-পুরুষ ছিল। আগুন যখন উপর দিকে উঠছিল, তখন তারাও (আগুনের সাথে) উপরে উঠছিল। এমনকি প্রায় তারা (চুলা) থেকে বের হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আর যখন আগুন স্তিমিত হয়ে নেমে যাচ্ছিল, তখন (তার সাথে) তারাও নিচে ফিরে যাচ্ছিল।”

এই বর্ণনায় আছে, “একটি রক্তের নদীর কাছে এলাম।” বর্ণনাকারী এতে সন্দেহ করেননি। “সেই নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর নদীর তীরে একটি লোক রয়েছে, যার সামনে পাথর রয়েছে। অতঃপর নদীর মাঝের লোকটি যখন উঠে আসতে চাচ্ছে, তখন তীরের লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে সেই দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, যেখানে সে ছিল। এইভাবে যখনই সে নদী থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে, তখনই ঐ লোকটি তার মুখে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে সে যেখানে ছিল, সেখানে ফিরে যাচ্ছে।”

এই বর্ণনায় আরো আছে, “তারা উভয়ে আমাকে নিয়ে ঐ (বাগান বা) গাছে উঠে গেল। অতঃপর সেখানে এমন একটি গৃহে আমাকে প্রবেশ করাল, যার চেয়ে অধিক সুন্দর গৃহ আমি কখনো দেখিনি। সেখানে বহু বৃদ্ধ ও যুবক লোক ছিল।”

এই বর্ণনায় আরো আছে, “আর যাকে আপনি তার নিজ কশ চিরতে দেখলেন, সে হল বড় মিথ্যুক; **যে মিথ্যা কথা বলত, অতঃপর তা তার নিকট থেকে বর্ণনা করা হত। ফলে তা দিকচক্রবালে পৌঁছে যেত।** অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।”

এই বর্ণনায় আরো আছে, "যার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখলেন, সে ছিল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে (তা ভুলে) রাতে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে তার উপর আমল করত না। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে। আর প্রথম যে গৃহটি আপনি দেখলেন, তা হল সাধারণ মু'মিনদের। পক্ষান্তরে এই গৃহটি হল শহীদদের। আমি জিবরীল, আর ইনি মীকাঈল। অতএব আপনি মাথা তুলুন। সুতরাং আমি মাথা তুললাম। তখন দেখলাম, আমার উপর দিকে মেঘের মত কিছু রয়েছে। তাঁরা বললেন, 'ওটি হল আপনার গৃহ।' আমি বললাম, 'আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার গৃহে প্রবেশ করি।' তাঁরা বললেন, '(দুনিয়াতে) আপনার আয়ু অবশিষ্ট আছে; যা আপনি পূর্ণ করেননি। যখন আপনি তা পূর্ণ করবেন, তখন আপনি আপনার গৃহে চলে আসবেন।" *(বুখারী ১৩৮৬নং)*

** (প্রকাশ থাকে যে, হাদীসে উক্ত মিথ্যাবাদীদের দলে তারা পড়তে পারে, যারা প্রচার মাধ্যমে; রেডিও, টিভি প্রভৃতিতে মিথ্যা বলে। কারণ তাদের মিথ্যা কথা দিকচক্রবালে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।)*

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ ».

(২৯৬৪) আবু উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্কাতর্কি বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি উপহাসছলেও মিথ্যা বলে না। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ঊর্ধ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে।" *(সহীহ আবু দাঊদ ৪০১৫নং, তিরমিযী ১৯৯৩নং)*

عن أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ يَقُولُ « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًا ».

(২৯৬৫) উম্মে কুলসুম বিন্তে উক্ববাহ বিন আবী মুআইত্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "লোকের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকারী মিথ্যাবাদী নয়। সে হয় ভাল কথা পৌঁছায়, না হয় ভাল কথা বলে।" *(বুখারী ২৬৯২, মুসলিম ৬৭৯৯নং)*

সহীহ মুসলিমে আছে উম্মে কুলসুম বলেন, তাঁকে মানুষের কথাবার্তায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি, তিন ক্ষেত্র ছাড়া ঃ (১) যুদ্ধকালে (২) লোকেদের ঝগড়া মিটাবার ক্ষেত্রে ও (৩) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম বর্ধক) কথোপকথনে। *(৬৮০০নং)*

যা মিথ্যা বলে মনে হয় না

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ دَعَتْنِى أُمِّى يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَاعِدٌ فِى بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ ». قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ

كِذْبَةٌ ».

(২৯৬৬) আব্দুল্লাহ বিন আমের ﷺ বলেন, 'রসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি তখন শিশু ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি খেলার জন্য বাড়ির বাইরে বের হতে যাচ্ছিলাম। তা দেখে আমার মা আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আব্দুল্লাহ! (বাইরে যেও না, আমার নিকট) এস, তোমাকে একটি মজা দেব। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি ওকে কি দেবে ইচ্ছা করেছ?' মা বললেন, 'খেজুর।' তখন রসূল ﷺ বললেন, "জেনে রাখ, যদি তুমি ওকে কিছু না দাও, তাহলে তোমার উপর একটি মিথ্যা লিখা হবে।" *(আবূ দাউদ ৪৯৯৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪৮নং)*

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « وَيْلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ ».

(২৯৬৭) বাহ্‌য বিন হাকীম, তিনি নিজ পিতা হতে বর্ণিত, তাঁর (বাহ্‌যের) দাদা বলেছেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সর্বনাশ সেই ব্যক্তির, যে লোককে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে। তার জন্য সর্বনাশ, তার জন্য সর্বনাশ।" *(আবূ দাউদ ৪৯৯২, তিরমিযী ২৩১৫, সঃ জামে' ৭০১৩নং)*

গীবত (পরনিন্দা, পরচর্চা) হারাম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَلاَ يَغْتَبْ بَعضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } [الحجرات : ١٢]

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟)) قَالُوا : اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)) قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : ((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ)). رواه مسلم

(২৯৬৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে?" লোকেরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, তাই তার পশ্চাতে আলোচনা করা।" বলা হল, 'আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে আপনার রায় কী? (সেটাও কি গীবত হবে?)' তিনি বললেন, "তুমি যা (সমালোচনা ক'রে) বললে, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তার গীবত করলে। আর তুমি যা (সমালোচনা ক'রে) বললে, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে।" *(মুসলিম ৬৭৫৮নং)*

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ : ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ)). متفق عَلَيْهِ

(২৯৬৯) আবূ বাকরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বিদায়ী হজ্জে মিনায় ভাষণ দানকালে বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের (আপসের মধ্যে) এ রকমই হারাম, যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে রয়েছে। শোন! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী ৬৭, ১০৫, মুসলিম ৪৪৭৮-৪৪৮০নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : تَعْنِي قَصِيرَةً ، فقالَ : ((لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ !)) قَالَتْ : وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً فَقَالَ : ((مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح)) .

(২৯৭০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-কে বললাম, 'আপনার জন্য সাফিয়ার এই এই হওয়া যথেষ্ট।' (কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সাফিয়া বেঁটে।) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাকে) বললেন, "তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, তাহলে তার স্বাদ পরিবর্তন করে দেবে!"

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা তাঁর নিকট একটি লোকের পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করলাম। তিনি বললেন, "কোন ব্যক্তির পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করি আর তার বিনিময়ে এত এত পরিমাণ ধনপ্রাপ্ত হই, এটা আমি আদৌ পছন্দ করি না।" *(আহমাদ ৩/২২৪, আবূ দাউদ ৪৮৭৭, তিরমিযী ২৫০২, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২নং)*

مَزَجَته এর ভাবার্থ হল, তার সাংঘাতিক দুর্গন্ধ ও নিকৃষ্টতার কারণে সমুদ্রের পানিতে মিশে তার স্বাদ অথবা গন্ধ পরিবর্তন ক'রে দেয়। এই উপমাটি গীবত নিষিদ্ধ হওয়া ও তা থেকে সতর্কীকরণের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও পরিণত বাক্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}

অর্থাৎ, (আমার নবী) মনগড়া কথা বলে না, (সে যা কিছু বলে) তা প্রত্যাদেশকৃত অহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। *(সূরা নাজ্ম ৩-৪ আয়াত)*

وَعَنْ أَنسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبرِيلُ ؟ قَالَ : هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ !)) . رواه أَبُو داود

(২৯৭১) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হল, সে সময় এমন ধরনের কিছু মানুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম

করলাম, যাদের নখ ছিল তামার, তা দিয়ে তারা নিজেদের মুখমন্ডল নুচে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি, প্রশ্ন করলাম, ওরা কারা? হে জিব্রীল! তিনি বললেন, ওরা সেই লোক, যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করত ও তাদের সম্ভ্রম লুটে বেড়াত।" *(আহমাদ ৩/২২৪, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২ নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ)) . رواه مسلم

(২৯৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদ অন্য মুসলিমের উপর হারাম।" *(মুসলিম ৬৭০৬নং)*

عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ ».

(২৯৭৩) আবূ বার্যাহ আসলামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে সেই মানুষের দল; যারা মুখে ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয়ে ঈমান স্থান পায়নি (তারা শোন)! তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি তাদের দোষ খুঁজবে, আল্লাহ তার দোষ ধরবেন। আর আল্লাহ যার দোষ ধরবেন তাকে তার ঘরের ভিতরেও লাঞ্ছিত করবেন।" *(আহমাদ ৪/৪২০, আবূ দাউদ ৪৮৮২, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ৭৯৮৪নং)*

عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرِّبا اثْنانِ وَسَبْعُونَ بَاباً أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ . وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطالَةُ الرَّجُلِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ)).

(২৯৭৪) বারা' বিন আযেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সূদ (খাওয়ার পাপ হল) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সূদ হল নিজ (মুসলিম) ভাইয়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৭১৫১, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৭১নং)*

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((يَبْصُرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ)).

(২৯৭৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের চোখে কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে গাছের গুঁড়ি দেখতে ভুলে যায়!" *(ইবনে হিব্বান ৫৭৬১, সহীহুল জামে ৮০১৩নং)*

গীবতে (পরচর্চায়) অংশগ্রহণ করা হারাম। যার নিকট গীবত করা হয় তার উচিত গীবতকারীর তীব্র প্রতিবাদ করা এবং তার সমর্থন না করা। আর তাতে সক্ষম না হলে সম্ভব হলে উক্ত

সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়া
যে কথা আসলে গীবত নয়

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ } [القصص : ٥٥]

অর্থাৎ, ওরা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন ওরা তা পরিহার করে চলে। *(সূরা ক্বাসাস ৫৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ } [المؤمنون : ٣]

অর্থাৎ, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। *(সূরা মু'মিনূন ৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বনী ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَومِ الظَّالِمِينَ } [الأنعام : ٦٨]

অর্থাৎ, তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(সূরা আনআম ৬৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَومَ القِيَامَةِ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(২৯৭৬) আবূ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে তার চেহারাকে রক্ষা করবেন।" *(তিরমিযী ১৯৩১নং, হাসান)*

عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْمَغِيبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ)).

(২৯৭৭) আসমা বিনতে ইয়াযীদ رضي الله عنها হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে (তার গীবত করা ও ইজ্জত লুটার সময় প্রতিবাদ করে) তার সম্ভ্রম রক্ষা করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এই অধিকার পায় যে, তিনি তাকে দোযখ থেকে মুক্ত করে দেন।" *(আহমাদ ২৭৬০৯-২৭৬১০, ত্বাবারানী ১৯৯১৬, সহীহুল জামে' ৬২৪০ নং)*

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي طَلْحَةَ بْنِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه

وسلم– « مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ اللَّهُ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ اللَّهُ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ ».

(২৯৭৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ ও আবূ তালহা বিন সাহ্ল আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে কোনও ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে সেই জায়গায় সাহায্য না করে বর্জন করবে, যেখানে তার সম্ভ্রম লুটা হয় এবং তার ইজ্জত নষ্ট করা হয়, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই জায়গায় সাহায্য না করে বর্জন করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য পেতে পছন্দ করে। আর যে কোনও ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে সেই জায়গায় সাহায্য করবে, যেখানে তার সম্ভ্রম লুটা হয় এবং তার ইজ্জত নষ্ট করা হয়, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই জায়গায় সাহায্য করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য পেতে পছন্দ করে।" *(আবূ দাউদ ৪৮৮৬, সহীহুল জামে' ৫৬৯০নং)*

وَعَنْ عِتبَانَ بنِ مَالكٍ ﷺ ، فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ المَشْهُورِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَقَالَ : ((أَيْنَ مَالِكُ بنُ الدُّخْشُمِ ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ : ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللهَ وَلاَ رَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ : ((لاَ تَقُلْ ذَلِكَ أَلاَ تَراهُ قَدْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ! وإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ)) . متفق عَلَيْهِ

(২৯৭৯) ইত্বান ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, যা বিগত 'আল্লাহর প্রতি আশা' পরিচ্ছেদে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মালেক ইবনে দুখ্শুম কোথায়!" একটি লোক বলে উঠল, 'সে তো একজন মুনাফিক; আল্লাহ ও তাঁর **রসূলকে ভালবাসে না।' নবী ﷺ বললেন, "ও কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে (কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং সে তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়? যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি** অর্জন করার উদ্দেশ্যে (কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম ক'রে দেন।" *(বুখারী ৪২৫, ১১৮৬, মুসলিম ১৫২৮নং)*

وَعَنْ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّوبَةِ. قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَومِ بِتَبُوكَ : ((مَا فَعَلَ كَعْبُ بنُ مَالِكٍ ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ . فَقَالَ لَهُ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ ﷺ : بِئْسَ مَا قُلْتَ ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . متفقٌ عَلَيْهِ

(২৯৮০) কা'ব ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, যা তাওবাহ পরিচ্ছেদে সুদীর্ঘ হাদীস তাঁর তাওবার কাহিনী অতিবাহিত হয়েছে, তিনি বলেন, তাবূক পৌঁছে যখন তিনি লোকেদের মাঝে বসে ছিলেন, তখন আমার ব্যাপারে বললেন, "কা'ব বিন মালেকের কী হয়েছে?" বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি লোক বলে উঠল যে, 'হে আল্লাহর রসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব (বাহু) দর্শন (অর্থাৎ ধন ও তার অহঙ্কার) তাকে আটকে দিয়েছে।' (এ কথা শুনে) মুআয বিন জাবাল

ﷺ বললেন, **"তুমি নিকৃষ্ট কথা বললে। আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাকে ভালই জানি।"** সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ নীরব থাকলেন। *(বুখারী ৪৪১৮, মুসলিম ৭১৯২নং)*

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : ((ائْذَنُوا لَهُ ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ ؟)) . متفق عَلَيْهِ . احتَجَّ بِهِ البُخَارِيُّ فِي جَوَازِ غِيبَةِ أَهلِ الفَسَادِ وَأَهلِ الرِّيبِ .

(২৯৮১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, "ওকে অনুমতি দাও। **ও নিজ বংশের অত্যন্ত মন্দ ব্যক্তি।"** *(বুখারী ৬০৫৪, মুসলিম ৬৭৬১-৬৭৬২নং)*

এ হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ) ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের গীবত করার বৈধতা প্রমাণ করেছেন।

وَعَنْهُا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((مَا أَظُنُّ فُلاَناً وَفُلاَناً يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئاً)) . رواه البخاري . قَالَ : قَالَ اللَّيْثُ بنُ سَعدٍ أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ : هَذَانِ الرَّجُلاَنِ كَانَا مِنَ المُنَافِقِينَ .

(২৯৮২) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, **"আমার মনে হয় না যে, অমুক ও অমুক লোক আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে।"** *(বুখারী ৬০৬৭-৬০৬৮নং)*

এই হাদীসের অন্যতম রাবী লাইস বিন সা'দ বলেন, 'ঐ লোক দু'টি মুনাফিক ছিল।'

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا الجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ : ((أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ ، فَلاَ يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ)). متفق عَلَيْهِ

(২৯৮৩) ফাত্বেমাহ বিন্তে ক্বাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, 'আবুল জাহম ও মুয়াবিয়াহ আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। (এ ক্ষেত্রে আমি কী করব?)' রসূল ﷺ বললেন, **"মুআবিয়াহ তো গরীব মানুষ, তার নিকট মালধনই নেই। আর আবুল জাহম, সে তো নিজ কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না।"** *(বুখারী ? মুসলিম ৩৭৭০নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, 'আবুল জাহম তো স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত মারধর করে।' আর এই বর্ণনাটি 'সে তো নিজ কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না'--এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। কারো মতে তার অর্থ, সে অধিকাংশ সময় সফরে থাকে।

وَعَنْ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبدُ اللّهِ بنُ أُبَيّ : {لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} ، وَقَالَ : {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ} ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبدِ اللّهِ بنِ أُبَيٍّ ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ : مَا فَعلَ ، فَقَالُوا : كَذَبَ زَيدٌ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى تَصْدِيقِي : {إِذَا جَاءكَ المُنَافِقُونَ} ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا

رُؤُوسَهُمْ . متفق عَلَيْهِ

(২৯৮৪) যায়েদ ইবনে আরক্বাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে বের হলাম, যাতে লোকেরা সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিকদের সর্দার, স্বমতাবলম্বী লোকদেরকে সম্বোধন ক'রে) বলল, 'তোমরা আল্লাহর রসূলের সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা সরে দাঁড়ায়।' এবং সে আরো বলল, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে।' (যায়েদ বলেন,) **আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা জানিয়ে দিলাম।** সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (কিন্তু) বারবার শপথ ক'রে বলল যে, সে তা বলেনি। লোকেরা বলল, 'যায়েদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা কথা বলেছে।' (যায়েদ বলেন,) লোকেদের কথা শুনে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হল। অবশেষে আল্লাহ আমার কথার সত্যতায় সূরা 'ইযা জা-আকাল মুনাফিকূন' অবতীর্ণ করলেন। তারপর নবী ﷺ (আল্লাহর নিকট) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ডাকলেন। কিন্তু তারা নিজেদের মাথা ফিরিয়ে নিল। *(বুখারী ৪৯০৩, মুসলিম ৭২০০নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : ((خُذِيْ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ)) . متفق عَلَيْهِ

(২৯৮৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দ্ নবী ﷺ-কে বললেন যে, '**আবূ সুফয়ান একজন কৃপণ লোক**। আমি তার সম্পদ থেকে (তার অজান্তে) যা কিছু নিই তা ছাড়া সে আমার ও আমার সন্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচ দেয় না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মোতাবেক খরচ (তার অজান্তে) নিতে পার।" *(বুখারী ৫৩৬৪, মুসলিম ৪৫৭৪নং)*

عن عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « ائْذَنُوا لَهُ فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ ». فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ الَّذِى قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَ « يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ ».

(২৯৮৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এক অভদ্র ব্যক্তি আল্লাহর নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইল। নবী ﷺ-এর কাছে খবর গেলে তিনি বললেন, "বাজে লোক!" তারপর তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। সে যখন বসল, তখন নবী ﷺ তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন। অতঃপর লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার সম্পর্কে এই এই (কুমন্তব্য) করলেন। তারপর সে যখন ভিতরে এল, তখন তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে আয়েশা!

কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের ব্যক্তি সেই হবে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য বর্জন ক'রে থাকে।" *(বুখারী ৬০৫৪, ৬১৩১, মুসলিম ৬৭৬১নং)*

চুগলী করা হারাম

মানুষের মাঝে ফাসাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলা কথা লাগিয়ে দেওয়াকে 'চুগলি করা' বলে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ } [ن : ١١]

অর্থাৎ, (অনুসরণ করো না তার যে --- পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। *(সূরা নূন ১১ আয়াত)*

{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(সূরা ক্বা-ফ ১৮ আয়াত)*

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ)). متفق عَلَيْهِ

(২৯৮৭) হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "চুগলখোর জান্নাতে যাবে না।" *(বুখারী ৬০৫৬, মুসলিম ১০৫নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : ((إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ : أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ)) . متفق عَلَيْهِ .

(২৯৮৮) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটো কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "ঐ দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। অবশ্য ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধ (বা কোন কঠিন কাজের) জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না।" (তারপর বললেন,) "হ্যাঁ, অপরাধ তো বড়ই ছিল। ওদের একজন (লোকের) চুগলী ক'রে বেড়াত। আর অপরজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না।" *(বুখারী ২১৮ প্রভৃতি, মুসলিম ২৯২ নং প্রমুখ)*

'ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধের জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না'-এর ব্যাখ্যায় উলামাগণ বলেন, এর মানে তাদের দু'জনের ধারণা অনুপাতে তা বড় অপরাধ ছিল না। কারো মতে, এমন অপরাধ ছিল না, যা ত্যাগ করা তাদের জন্য খুব কঠিন ছিল।

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا العَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ ؛ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ)) . رواه مسلم

(২৯৮৯) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মিথ্যা ও অপবাদ' কী জিনিস আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না? তা হচ্ছে চুগলী করা। লোকালয়ে কারো সমালোচনা করা।" *(মুসলিম ৬৮০২নং)*

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : ((إِنَّ خِيَارَ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ ، وَإِنَّ شِرَارَ أُمَّتِي الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبُرَّاءَ الْعَنَتَ)).

(২৯৯০) উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ স্মরণ হয়। আর আমার উম্মতের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি হল তারা, যারা চুগলখোরি ক'রে বেড়ায়, বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় এবং নির্দোষ লোকেদের মাঝে দোষ (বা কষ্ট) খুঁজে বেড়ায়।" *(আহমাদ, বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ২৮৪৯নং)*

নিজের বিষয়ীভূত নয়, এমন কথা বলা

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم فقد كعبا فسأل عنه فقالوا : مريض فخرج يمشي حتى آتاه فلما دخل عليه قال : ((أبشر يا كعب)). فقالت أمه : هنيئا لك الجنة يا كعب، فقال : ((من هذه المتألية على الله؟)) قال : هي أمي يا رسول الله، فقال : ((وما يدريك يا أم كعب ؟ لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه)).

(২৯৯১) কা'ব বিন উজরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁকে না দেখতে পেয়ে তাঁর ব্যাপারে লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল, 'তিনি অসুস্থ।' সুতরাং তিনি বের হয়ে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে এসে বললেন, "কা'ব! তুমি সুসংবাদ নাও।" তাঁর মা তাঁর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'হে কা'ব! তোমার জন্য জান্নাত মোবারক হোক।' তা শুনে তিনি বললেন, "কে এ আল্লাহর ব্যাপারে কসম খেয়ে (নিশ্চয়তা দিচ্ছে)? কা'ব বললেন, 'ও আমার মা, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি তাঁর মায়ের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে কা'বের মা! কীভাবে জানলে তুমি (সে জান্নাতী)? হয়তো-বা কা'ব এমন কথাবার্তা বলেছে, যা তার বিষয়ীভূত নয় এবং এমন কিছু দানে বিরত থেকেছে, যা তাকে অভাবমুক্ত করত না।" *(ইবনে আবিদ দুন্‌য়া ১১০, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৭১৫৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১০৩নং)*

عن أنس رضي الله عنه قال استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا يُدْرِيكِ ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ ، وَيَمْنَعُ مَا لاَ يَضُرُّهُ)).

(২৯৯২) আনাস ﷺ বলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। দেহের কাপড় সরিয়ে দেখা গেল তাঁর পেটে পাথর বাঁধা আছে। তাঁকে দেখে তাঁর মা কেঁদে উঠলেন এবং তাঁর চেহারা থেকে মাটি সরিয়ে বললেন, 'তুমি শহীদ হয়েছ বেটা! তোমার জন্য জান্নাত মুবারক হোক।' মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি কি ক'রে জানলে, সে শহীদ এবং

সে জান্নাতী? তুমি হয়তো জান না যে, সে এমন কথাবার্তা বলত, যা তার বিষয়ীভূত নয় এবং এমন কিছু দানে বিরত থাকত, যা তার ক্ষতি করত না।” *(ইবনে আবিদ দুন্‌য়া ১০৯, আবূ য়্যা’লা ৪০১৭, সঃ তারগীব ২৮৮৩নং)*

নিষিদ্ধ কিছু কথা

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ)) . متفق عليه . قال سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ : ((مَلِكُ الأَمْلاَكِ)) مِثْلُ : شَاهِنْ شَاهِ

(২৯৯৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার নিকট নিকৃষ্টতম নাম সেই ব্যক্তির, যে নিজের নাম রাখে রাজাধিরাজ।” *(বুখারী ৬২০৫, মুসলিম ৫৭৩৪নং)*

‘সুফয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, ‘মালিকুল আমলাক’ যেমন ‘শাহানশাহ’।

عَن بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّداً فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ)) . رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح

وفي رواية : ((إذا قال الرجلُ للمنافقِ يا سيدُ فقد أغضب ربَّه)).

(২৯৯৪) বুরাইদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মুনাফিককে ‘সর্দার’ বলো না। কেননা, সে যদি তোমাদের ‘সর্দার’ হয়, তাহলে তোমরা (অজ্ঞাতসারে) তোমাদের মহামহিমান্বিত প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট ক’রে ফেলবে।” *(আবূ দাঊদ ৪৯৭৯নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যখন কেউ মুনাফেককে ‘স্যার’ বলে, তখন সে তার প্রতিপালককে ক্রোধান্বিত করে।” *(হাকেম ৭৮৬৫, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫২২০, সহীহুল জামে’ ৭২৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৮৯নং)*

** (কোন মুনাফিক, কাফের, পাপী ও বিদআতী মানুষকে সাইয়েদ, মালিক, লর্ড, মহাশয়, স্যার, প্রভু, কর্তা, সর্দারজী প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন করা নিষেধ।)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَفْسي ، وَلكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسي)) متفق عليه .

(২৯৯৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে অবশ্যই কেউ যেন ‘আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে’ না বলে। তবে বলতে পারে যে, ‘আমার অন্তর কলুষিত হয়ে গেছে।” *(বুখারী ৬১৭৯, মুসলিম ৬০১৫নং)*

উলামাগণের মতে ‘খবীস’ হওয়া ও ‘কলুষিত’ হওয়ার অর্থ প্রায় একই। কিন্তু নবী ﷺ ‘খবীস’ শব্দটির প্রয়োগ অপছন্দ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ ، فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ)) متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم . وفي رواية : ((فَإِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤمِنِ)) . وفي رواية للبخاري ومسلم

: ((يَقُولُونَ الكَرْمُ ، إنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ)) .

(২৯৯৬) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা আঙ্গুরের নাম 'কার্‌ম' (বদান্য) রেখো না। কেননা, 'কার্‌ম' (বদান্য) তো মুসলিম হয়।" *(বুখারী ৬১৮৩, মুসলিম ৬০০৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "কার্‌ম' (বদান্য) তো মু'মিনের হৃদয়।" বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনা মতে ঃ "লোকে (আঙ্গুরকে) 'কার্‌ম' (বদান্য) বলে। 'কার্‌ম' (বদান্য) তো কেবল মু'মিনের হৃদয়।" *(৬০০৫নং)*

وَعَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَقُولُوا : الكَرْمُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : العِنَبُ ، وَالحَبَلَةُ)). رواه مسلم

(২৯৯৭) ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আঙ্গুরকে 'কর্‌ম' বলো না। বরং 'ইনাব' ও 'হাবালাহ' বল।" *(মুসলিম ৬০১০নং)*

(আঙ্গুরকে আরবী ভাষায় 'ইনাব' ও 'হাবালাহ' বলা হয়। এর উৎকৃষ্টতা ও উপকারিতার জন্য লোকে সম্মানের সাথে তাকে 'কর্‌ম' (বদান্য) নামে আখ্যায়িত করত। অথচ এ বিশেষণের অধিকারী একমাত্র মু'মিন মানুষ। তাই এই নিষেধাজ্ঞা।

বলাই বাহুল্য যে, যে শব্দ প্রয়োগে শরয়ী বাধা আছে, তা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, রামধনু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দৈবাৎক্রমে, দেবর, লক্ষ্মী মেয়ে, হরিলুট ইত্যাদি।)

عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ ؛ وَلَكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ)) . رواه أبو داود بإسناد صحيح

(২৯৯৮) হুযাইফাহ ইবনে ইয়ামান ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা 'আল্লাহ ও অমুক যা চায় (তাই হবে)' বলো না, বরং বলো, 'আল্লাহ যা চান, তারপর অমুক যা চায় (তাই হবে)।" *(আবূ দাউদ ৪৯৮২নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

** (এবং বা ও যোগ করে বললে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সৃষ্টির ইচ্ছাকে একাকার করে দেওয়া হয়। যেহেতু আল্লাহ একাই যা চান, তাই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তাঁর চাওয়ার পরে কারো চাওয়ার কথাকে প্রকাশ করতে হলে, 'তারপর' বা 'অতঃপর' বলে সংযোগ করতে হবে।)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ)). رواه مسلم

(২৯৯৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (গর্বভরে) বলে, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে গেল, সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ধ্বংসোন্মুখ।" *(মুসলিম ৬৮৫০নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللاَّتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ : لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ)) .متفق عليه

(৩০০০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কসম ক'রে বলে, 'লাত ও উয্‌যার কসম', সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, 'এস তোমার সাথে জুয়া খেলি', সে যেন সাদকাহ করে।" *(বুখারী ৪৮৬০, মুসলিম*

৪৩৪৯নং)

وَعَنْ بُرِيدَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً ، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِماً)). رواه أَبُو داود

(৩০০১) বুরাইদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কসম খেয়ে বলল যে, 'আমি ইসলাম হতে (দায়) মুক্ত।' অতঃপর যদি (তাতে) সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তেমনি হবে, যেমন সে বলেছে। আর যদি সে (তাতে) সত্যবাদী হয়, তাহলে নিখুঁতভাবে ইসলামে কখনোই ফিরতে পারবে না।" *(আবূ দাউদ ৩২৬০, সঃ জামে' ৬৪২১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ. وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ رَبِّى. وَلْيَقُلْ سَيِّدِى مَوْلاَىَ وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِى أَمَتِى. وَلْيَقُلْ فَتَاىَ فَتَاتِى غُلاَمِى ».

(৩০০২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন (দাসকে) তোমার 'রব্ব' বা প্রতিপালককে খাওয়াও, তোমার 'রব্ব' বা প্রতিপালককে ওযূ করাও, তোমার 'রব্ব' বা প্রতিপালককে পান করাও না বলে। তোমাদের কেউ যেন (নিজের মনিবকে) আমার 'রব্ব' বা প্রতিপালক না বলে। বরং সে যেন 'সাইয়িদী' ও 'মাওলাইয়া' বলে। তোমাদের কেউ যেন আমার 'আব্দ্', আমার 'আমাহ' না বলে। বরং সে যেন আমার 'ফাতা, ফাতাহ, বা গুলাম' বলে। *(আহমাদ, বুখারী ২৫৫২, মুসলিম ৬০১৪, সহীহুল জামে' ৭৭৫৮-নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعيفِ وَفِي كُلٍّ خَيرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ . وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدرُ اللّهِ ، وَمَا شَاءَ فَعلَ ؛ فإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ)).

رواه مسلم

(৩০০৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "(দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয়, তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে এ রকম হত।' বরং বলো, 'আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।' কারণ, 'যদি' (শব্দ) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।" *(মুসলিম ৬৯৪৫নং)*

عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدٍ ﷺ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَّةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟)) قَالُوا : اللهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ((قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي ، وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ)) . متفق عليه

(৩০০৪) যায়েদ ইবনে খালেদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুদাইবিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ানোর পর নবী ﷺ সকলের দিকে মুখ ক'রে বসে বললেন, "তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেন?" সকলে বলল, 'আল্লাহ ও তদীয় রসূল ভাল জানেন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে যে, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল', সে তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল', সে তো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের) এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)।" *(বুখারী ১০৩৮, মুসলিম ২৪০নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ)).

حديث حسن رواه الترمذي وغيرُه.

(৩০০৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ তার উত্তম মুসলমান হওয়ার একটি চিহ্ন) হল অনর্থক (কথা ও কাজ) বর্জন করা।" *(আহমাদ; ১৭৩৭, তিরমিযী ২৩১৮, ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৯৮৭নং)*

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ)).

(৩০০৬) মুগীরা বিন শু'বা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, (ঘৃণিত করেছেন এবং আমি নিষিদ্ধ করছি) তিনটি কর্ম ঃ জনরবে থাকা, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ অপচয় করা।" *(বুখারী ১৪৭৭, মুসলিম ৪৫৮০, মিশকাত ৪৯১৫)*

عن أَبِى مَسْعُودٍ الأنصاري فال قال رسول الله ﷺ : « بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا ».

(৩০০৭) আবূ মাসঊদ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ওরা মনে করে' (এই বলে কোন কথা প্রচার করা) মানুষের কত নিকৃষ্ট অসীলা!" *(আহমাদ ১৭০৭৫, আবূ দাঊদ ৪৯৭৪, সহীহুল জামে ২৮৪৩)*

عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((...وإن أبغض الكلام إلى الله عز وجل أن يقول الرجل للرجل : اتق الله فيقول : عليك بنفسك)).

(৩০০৮) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কাউকে 'আল্লাহকে ভয় কর' বলা হয় তখন ঐ ব্যক্তির, 'নিজের চরকায় তেল দাও' বলা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত কথা।' *(শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ৬৩০, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৯৮ নং)*

মুসলিমদের মান-মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন ও তাদের অধিকার-রক্ষা এবং তাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه } [الحج : ٣٠]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। *(সূরা হাজ্জ ৩০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } [الحج : ٣٢]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হাজ্জ ৩২ আয়াত)*

তিনি বলেন,

{ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ } [الحجر : ٨٨]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ। *(হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة : ٣٢]

অর্থাৎ, এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। *(সূরা মায়েদাহ ৩২ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً)). وشبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০০৯) আবূ মূসা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবূত ক'রে রাখে।" তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির ফাঁকে ঢুকালেন। *(বুখারী ৪৮১, মুসলিম ৬৭৫০নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا ، أَوْ أَسْوَاقِنَا ، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بكَفِّه ؛ أنْ يُصِيبَ أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০১০) উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের কোন মসজিদ অথবা কোন বাজারের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে, তার উচিত হবে, হাতের চেটো দ্বারা তার ফলাকে ধরে নেওয়া। যাতে কোন মুসলিম তার

দ্বারা কোন প্রকার কষ্ট না পায়।” *(বুখারী ৪৫২, মুসলিম ৬৮-৩১নং)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০১১) নু’মান ইবনে বাশীর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মু’মিনদের আপোসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মতো। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।” *(বুখারী ৬০১১, মুসলিম ৬৭৫১নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَبَّلَ النَّبيُّ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابس ، فَقَالَ الأَقْرَعُ : إن لِي عَشرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أحَداً . فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُول اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((مَنْ لا يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ !)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০১২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান ইবনে আলী ﷺ-কে চুমু দিলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আক্বরা’ বিন হাবেস বসেছিলেন। আক্বরা’ বললেন, ‘আমার দশটি ছেলে আছে, আমি তাদের কাউকেই কোনদিন চুমু দিইনি।’ নবী ﷺ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।” *(বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ৬১৭০নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا : أتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ فَقَالَ : ((نَعَمْ)) قَالُوا : لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَوَ أَمْلِكُ إنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُم الرَّحْمَةَ !)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০১৩) আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ‘আপনারা কি আপনাদের শিশু-সন্তানদেরকে চুমু দিয়ে থাকেন?’ নবী ﷺ বললেন, “হ্যাঁ।” তারা বলল, ‘কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা চুমু দিই না।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তার যিম্মেদার হতে পারি?” *(বুখারী ৫৯৯৮, মুসলিম ৬১৬৯নং)*

وَعَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০১৪) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না।” *(বুখারী ৬০১৩, ৭৩৭৬, মুসলিম ৬১৭০-৬১৭২নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ للنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإنَّ فِيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّل مَا شَاءَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০১৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে, তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে। আর যখন কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।" *(বুখারী ৭০৩, মুসলিম ১০৭৪নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : إنْ كَانَ رَسُول الله ﷺ لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحبُّ أنْ يَعْمَلَ بِهِ؛ خَشْيَةَ أنْ يَعمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عليْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০১৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো (নফল) আমল করতে পছন্দ করা সত্ত্বেও এই ভয়ে ছেড়ে দিতেন যে, লোকেরা তা আমল করবে এবং তার ফলে তাদের উপর তা ফরয ক'রে দেওয়া হবে। *(বুখারী ১১২৮, মুসলিম ১৬৯৫নং)*

وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : نَهَاهُمُ النَّبيُّ ﷺ عنِ الوِصَالِ رَحمَةً لَهُمْ ، فَقَالُوا : إنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : ((إنّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسقِيني)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

(৩০১৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সাহাবীদেরকে দয়াপূর্বক 'সওমে বিসাল' (বিনা ইফতারে একটানা রোযা) রাখতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন, "আপনি তো 'সওমে বিসাল' রাখছেন?" তিনি বললেন, "আমি তোমাদের মত নই। আমাকে তো আমার প্রতিপালক রাতে পানাহার করান।" *(বুখারী ১৯৬৪, মুসলিম ২৬২৭নং)*

অর্থাৎ, পানাহারকারীর মত শক্তি দান করেন।

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الحَارِثِ بنِ رِبعِي ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((إنِّي لأَقُومُ إلَى الصَّلاةِ ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبيِّ فَأَتَجَوَّزَ في صَلاَتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ)). رواه البخاري

(৩০১৮) আবূ কাতাদাহ হারেষ ইবনে রিব্য়ী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি নামায পড়তে দাঁড়াই এবং আমার ইচ্ছা হয় তা দীর্ঘ করি। অতঃপর আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি। ফলে আমি তার মায়ের কষ্ট হওয়াটা অপছন্দ মনে ক'রে নামায সংক্ষিপ্ত করি।" *(বুখারী ৭০৭নং)*

وَعَن جُنْدُبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ في ذِمَّةِ الله فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ الله مِنْ ذِمَّته بشَيءٍ ، فَإنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ منْ ذمَّته بشَيءٍ يُدْرِكْهُ ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ)). رواه مسلم

(৩০১৯) জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ল, সে আল্লাহর জামানতে চলে এল। সুতরাং আল্লাহ যেন তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর জামানতের কিছু দাবী করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় ক'রে

জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।” *(মুসলিম ১৫২৬নং)*

*** (বলা বাহুল্য, যে নামায পড়ে, সে আল্লাহর জামানতে। সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ ، قَالَ: ((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم ، لا يَظْلِمـهُ ، وَلاَ يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخيه ، كَانَ اللّهُ فِي حَاجَته ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُـسْلِم كُرْبَـةً ، فَـرَّجَ اللّهُ عَنْـهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّهُ يَومَ القِيامَةِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০২০) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর ক’রে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর ক’রে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।” *(বুখারী ২৪৪২, মুসলিম ৬৭৪৩নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ((المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمُ ، لاَ يَخُونُـهُ ، وَلاَ يَكْذِبُـهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالهُ وَدَمُهُ ، التَّقْوى هاهُنَا ، بحَسْب امْرىءٍ مِـنَ الشَّرِّ أنْ يَحْتقِرَ أخَاهُ المُسْلِم)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن)) .

(৩০২১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না (বা মিথ্যাবাদী ভাববে না), তার সাহায্য না ক’রে তাকে অসহায় ছেড়ে দেবে না। এক মুসলিমের মর্যাদা, মাল ও খুন অপর মুসলিমের জন্য হারাম। আল্লাহভীতি এখানে (অন্তরে) রয়েছে। কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করাটাই একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।” *(তিরমিযী ১৯২৭নং, হাসান সূত্রে)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ((لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ، وَكُونُوا عِبَادَ اللّه إخْوَانـاً ، المُـسْلِمُ أخُـو المُـسْلم : لاَ يَظْلِمُـهُ ، وَلا يَحْقِرُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، التَّقْوَى هاهُنَا – وَيُشِيرُ إِلَى صَدرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتً – بحَسْب امْرئٍ مِـنَ الـشَّرِّ أنْ يَحقِرَ أخَاهُ المُسْلِمَ ، كُلُّ المُسْلم عَلَى المُسْلم حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ)). رواه مسلم

(৩০২২) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা এক অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে এক অপরকে ধোকা দিয়ো না, এক অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরায়ো না এবং এক অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম

ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম।" *(মুসলিম ৬৭০৬নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يُؤمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لنَفْسِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০২৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ১৩, মুসলিম ১৭৯নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((انْصُرْ أخَاكَ ظَالماً أَوْ مَظْلُوماً)). فَقَالَ رجل : يَا رَسُولَ اللهِ، أنْصُرُهُ إذَا كَانَ مَظْلُوماً ، أرَأيْتَ إنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أنْصُرُهُ ؟ قَالَ : ((تحْجُزُهُ ـ أَوْ تمْنَعُهُ ـ مِنَ الظُّلْمِ فَإنَّ ذلِكَ نَصرُهُ)). رواه البخاري

(৩০২৪) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত।" তিনি (আনাস ﷺ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব?' তিনি বললেন, "তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা দেবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।" *(বুখারী ৬৯৫২নং)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ : رَدُّ السَّلامِ ، وَعِيَادَةُ المَريض ، وَاتِّبَاعُ الجنَائِزِ ، وَإجَابَةُ الدَّعْوَة ، وتَشْميتُ العَاطِسِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وفي رواية لمسلم : ((حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم ستٌّ : إذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ ، وَإذَا دَعَاكَ فَأجِبْهُ ، وإذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ، وإذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتْهُ ، وَإذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ)).

(৩০২৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মুসলমানের উপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার রয়েছে ঃ (১) সালামের জবাব দেওয়া, (২) রোগী দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় অংশ গ্রহণ করা, (৪) দাওয়াত গ্রহণ করা এবং (৫) কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দেওয়া।" *(বুখারী ১২৪০, মুসলিম ৫৭৭৬নং)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মুসলমানের উপর মুসলমানের অধিকার ছয়টি ঃ তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাকে সালাম দাও, সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত গ্রহণ কর, সে তোমার কাছে উপদেশ চাইলে তুমি তাকে উপদেশ দাও, সে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাব দাও, সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাও এবং সে মারা গেলে তার জানাযার অংশ গ্রহণ কর।" *(মুসলিম ৫৭৭৮নং)*

وَعَنْ أَبي عُمَارَةَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبعٍ ، وَنَهَانَا عَن سَبعٍ : أمَرَنَا بعيَادَة المَريض ، وَاتِّبَاعِ الجنَازَةِ ، وتَشْمِيتِ العَاطسِ، وَإبْرَارِ المُقْسِم، ونَصْرِ المَظْلُوم ، وَإجَابَةِ الدَّاعِي ، وَإفْشَاءِ السَّلامِ ، ونَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمٍ أَوْ تَخَتُّمٍ بالذَّهَبِ ، وَعَنْ شُرْبٍ بالفِضَّةِ ، وَعَن

الميَاثِرِ الحُمْرِ ، وَعَن القَسِّيِّ ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والإسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০২৬) আবূ উমারাহ বারা' ইবনে আযেব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি রোগী দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দিতে, শপথকারীর শপথ রক্ষা করতে, নিপীড়িতদের সাহায্য করতে, সালামের প্রসার ঘটাতে এবং কেউ দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে সোনার আংটি পরতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, রেশমের জিনপোশ, কাস্সী, ইস্তাবরাক ও দীবাজ (সর্বপ্রকার রেশমী পোশাক) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ১২৩৯, মুসলিম ৫৫১০নং)*

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– « الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ ».

(৩০২৭) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, যিনি আকাশে আছেন।" *(আবূ দাউদ ৪৯৪৩, তিরমিযী ১৯২৪নং)*

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ –صلى الله عليه وسلم– صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُولُ « لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِىٍّ ».

(৩০২৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত এই হুজরা-ওয়ালা আবুল কাসেম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "দুর্ভাগা ছাড়া অন্য কারো (হৃদয়) থেকে দয়া, ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।" *(আহমাদ, ২/৩০১, আবূ দাউদ ৪৯৪২, তিরমিযী ১৯২৩, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৭৪৬৭নং)*

উলামা, বয়স্ক ও সম্মানী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করা, তাঁদেরকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়া, তাঁদের উচ্চ আসন দেওয়া এবং তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ } [الزمر : ٩]

অর্থাৎ, বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা যুমার ৯ আয়াত)*

وَعَن أَبي مَسعُودٍ عُقبَةَ بنِ عَمرٍو البَدرِي الأَنصَارِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِراءَةِ سَوَاءً ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً ، وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ،

وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ)). رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : ((فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً)) بَدَلَ ((سِنّاً)) : أيْ إسْلاماً .

وفي رواية : ((يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، وَأَقْدَمُهُمْ قِراءةً ، فَإِنْ كَانَتْ قِـرَاءتُهُمْ سَـوَاءً فَيَـؤُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَواء ، فَلْيَؤُمُّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّاً)) .

(৩০২৯) আবূ মাসঊদ উক্ববাহ ইবনে আম্‌র বাদরী আনসারী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জামাআতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে। যদি তারা পড়াতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি করবে)। অতঃপর তারা যদি সুন্নাহতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে হিজরতকারী। যদি হিজরতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ (ইমামতি করবে)। আর কোন ব্যক্তি যেন কোন ব্যক্তির নেতৃত্বস্থলে ইমামতি না করে এবং গৃহে তার বিশেষ আসনে তার বিনা অনুমতিতে না বসে।"

অন্য এক বর্ণনায় 'বয়োজ্যেষ্ঠ'র পরিবর্তে 'সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী' শব্দ রয়েছে।

আর এক বর্ণনায় আছে, "জামাআতের ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে পারে, যার ক্বিরাআত বেশী ভালো, অতঃপর ক্বিরাআতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে আগে হিজরত করেছে। হিজরতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে বয়সে বড়।" *(মুসলিম ১৫৬১-১৫৬৬নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الـصَّلاةِ ، وَيَقُـولُ : ((اسْـتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُـوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأحْلاَمِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّـذِينَ يَلُـونَهُمْ)). رواه مسلم

(৩০৩০) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামায শুরু করার সময় আমাদের (বাজুর উপরি অংশে) কাঁধ ছুঁয়ে বলতেন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ো না, (নতুবা) তোমাদের অন্তরসমূহ বিভিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান, তারাই যেন আমার নিকটে (প্রথম কাতারে আমার পশ্চাতে) থাকে। অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী তারা। অতঃপর তাদের যারা নিকটবর্তী তারা।" *(মুসলিম ১০০০নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأحْلاَمِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) ثَلاثاً ((وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأسْوَاق)). رواه مسلم

(৩০৩১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার নিকটে দাঁড়ায়। অতঃপর যারা (উভয় ব্যাপারে) তাদের নিকটবর্তী।" এরূপ তিনি তিন বার বললেন। (অতঃপর তিনি বললেন,) "আর তোমরা (মসজিদে) বাজারের ন্যায় হৈচৈ করা হতে দূরে থাকো।" *(মুসলিম ১০০২নং)*

وَعَن أَبي يَحيَى ، وَقِيلَ : أَبي مُحَمَّدٍ سَهلِ بنِ أَبي حَثْمَةَ الأنصَارِي ﷺ ، قَالَ : انطَلَقَ عَبـدُ اللهِ

ابنُ سهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَومَئذٍ صُلْحٌ ، فَتَفَرَّقَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عبدِ اللهِ بن سَهلٍ وَهُوَ يَتشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً ، فَدَفَنَهُ ، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبدُ الرَّحمَانِ بنُ سَهلٍ وَمُحَيِّصَةُ وحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَذَهَبَ عَبدُ الرَّحمَانِ يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ : ((كَبِّرْ كَبِّرْ)) وَهُوَ أحْدَثُ القَوم ، فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ : ((أتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ ؟ ...)) وذكر تمام الحديث . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০৩২) আবূ ইয়াহয়্যা মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ সাহ্ল ইবনে আবূ হাষমা আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সাহ্ল এবং মুহাইয়িস্বাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ খায়বার রওয়ানা হলেন। সে সময় (সেখানকার ইয়াহুদী এবং মুসলমানের মধ্যে) সন্ধি ছিল। (খায়বার পৌঁছে স্ব স্ব প্রয়োজনে) তাঁরা পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহাইয়িস্বাহ আব্দুল্লাহ ইবনে সাহলের নিকট এলেন, যখন তিনি আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে তড়পাচ্ছিলেন। সুতরাং মুহাইয়িস্বাহ তাঁকে (তাঁর মৃত্যুর পর) সেখানেই সমাধিস্থ করলেন। তারপর তিনি মদীনা এলেন। (মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মৃতের ভাই) আব্দুর রহমান ইবনে সাহ্ল এবং মাসউদের দুই ছেলে মুহাইয়িস্বাহ ও হুওয়াইয়িস্বাহ নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান কথা বলতে গেলেন। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, "বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও।" আর ওঁদের মধ্যে আব্দুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন। ফলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা দু'জন কথা বললেন। (সব ঘটনা শোনার পর) নবী ﷺ বললেন, "তোমরা কি কসম খাচ্ছ এবং (নিজ ভাইয়ের) হত্যাকারী থেকে অধিকার চাচ্ছ?" অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন। *(বুখারী ৭১৯২, মুসলিম ৪৪৩৫, ৪৪৪১নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((أرَانِي فِي المَنَامِ أتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ ، أحَدُهُما أَكبَرُ مِنَ الآخَرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأصْغَرَ ، فَقِيلَ لِي : كَبِّرْ ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأكْبَرِ مِنْهُمَا)). رواه مسلم مسنداً والبخاري تعليقاً.

(৩০৩৩) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমি নিজেকে স্বপ্নে দাঁতন করতে দেখলাম। অতঃপর দু'জন লোক এল, একজন অপরজনের চেয়ে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে দাঁতনটি দিলাম, তারপর আমাকে বলা হল, '**বড়জনকে দাও**।' সুতরাং আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটিকে (দাঁতন) দিলাম।" *(বুখারী বিনা সনদে ২৪৬, মুসলিম ৬০৭১নং)*

وَعَن جَابرٍ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد يَعْنِي فِي القَبْرِ ، ثُمَّ يَقُولُ : ((أيُّهُمَا أكْثَرُ أخذاً للقُرآنِ ؟)) فَإِذَا أُشيرَ لَهُ إِلَى أحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ . رواه البخاري

(৩০৩৪) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু'জনকে একটি কবরে একত্র ক'রে জিজ্ঞেস করছিলেন, "এদের মধ্যে কুরআন হিফ্য কার বেশী আছে?" সুতরাং দু'জনের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে প্রথমে তাঁকে বগলী কবরে রাখছিলেন। *(বুখারী ১৩৪৩, ১৩৪৭নং)*

وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ مِنْ إجْلال اللهِ تَعَالَى : إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ ، وَالجَافِي عَنْهُ ، وَإكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِط)). حديث حسن رواه أَبُو داود

(৩০৩৫) আবূ মূসা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক মুসলিমের, কুরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-এর, যে কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা।" *(আবূ দাউদ ৪৮৪৩, আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৭নং)*

وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أبيهِ ، عَن جَدِّهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا ، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا)). حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ الترمذي : ((حديث حسن صحيح)) . وَفِي رِوَايَةِ أبي دَاوُد : ((حَقَّ كَبيرِنَا)).

(৩০৩৬) আম্‌র ইবনে শুআইব ﷺ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি (শুআইব) তাঁর (আম্‌রের) দাদা (আব্দুল্লাহর ইবনে আম্‌র) ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান জানে না।" *(তিরমিযী ১৯২০নং)*

আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে ঃ "আমাদের বড়দের অধিকার জানে না।" *(আবূ দাউদ ৪৯৪৫নং)*

عنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ)).

(৩০৩৭) উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।" *(আহমাদ ২২৭৫৫, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৫ নং)*

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أخِيهِ الحُرِّ بنِ قَيس، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ﷺ ، وَكَانَ القُرَّاءُ أصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ ﷺ وَمُشاوَرَتِهِ كُهُولاً كانُوا أَوْ شُبَّاناً ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أخيهِ : يَا ابْنَ أخِي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأمِيرِ فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيهِ، فاسْتَأذَن فَأذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِي يَا ابنَ الخَطَّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ ﷺ حَتَّى هَمَّ أنْ يُوقِعَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ الحُرُّ : يَا أميرَ الْمُؤْمِنينَ ، إنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبيِّهِ ﷺ: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف : ١٩٨] وَإنَّ هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ ، واللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا ، وكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى . رواه البخاري

(৩০৩৮) ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে হিস্‌ন এলেন এবং তাঁর

ভাতিজা হুর্র ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান করলেন। এই (হুর্র) উমার ﷺ-এর খেলাফত কালে ঐ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে রাখতেন। আর কুরআন-বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা উমার ﷺ-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে বললেন, 'হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এই খলীফার কাছে তোমার বিশেষ সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমার জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাও।' ফলে তিনি অনুমতি চাইলেন। সুতরাং উমার তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন উয়াইনাহ ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন উমার (ﷺ)কে বললেন, 'হে ইবনে খাত্ত্বাব! আল্লাহর কসম! আপনি আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান দেন না এবং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেন না!' (এ কথা শুনে) উমার ﷺ রেগে গেলেন। এমনকি তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন হুর্র তাঁকে বললেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেন, "তুমি ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর। ভাল কাজের আদেশ প্রদান কর এবং মূর্খদিগকে পরিহার করে চল।" *(সূরা আল আ'রাফ ১৯৮ আয়াত)* আর এ এক মূর্খ।' আল্লাহর কসম! যখন তিনি (হুর্র) এই আয়াত পাঠ করলেন, তখন উমার ﷺ একটুকুও আগে বাড়লেন না। আর তিনি আল্লাহর কিতাবের কাছে (অর্থাৎ, তাঁর নির্দেশ শুনে) থেমে যেতেন। *(বুখারী ৪৬৪২, ৭২৮৬নং)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ ﷺ ، قَالَ : لَقَد كُنتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلاماً ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ القَوْلِ إلاَّ أنَّ هَاهُنَا رِجَالاً هُمْ أسَنُّ مِنِّي . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০৩৯) আবূ সাঈদ সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কিশোর ছিলাম। আমি তাঁর কথাগুলি মুখস্থ ক'রে নিতাম। কিন্তু আমাকে বর্ণনা করতে একটাই জিনিস বাধা সৃষ্টি করত যে, সেখানে আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ উপস্থিত থাকত।' *(বুখারী, মুসলিম ২২৮১নং)*

وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : خَرَجتُ مَعَ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ البَجَلِيِّ ﷺ في سَفَرٍ ، فَكَانَ يَخْدُمُني ، فَقُلْتُ لَهُ : لاَ تَفْعَل ، فَقَالَ : إنِّي قَدْ رَأيْتُ الأنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَيئاً آلَيْتُ عَلَى نَفسِي أنْ لاَ أصْحَبَ أحَداً مِنْهُمْ إلاَّ خَدَمْتُهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০৪০) আনাস ইবনে মালেক ﷺ বলেন, একদা আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ-এর সাথে সফরে বের হলাম। (আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও) তিনি আমার খিদমত করতেন। সুতরাং আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি এমন করবেন না।' তিনি বললেন, 'আমি আনসারগণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (অনেক) কিছু করতে দেখেছি। তাই আমি শপথ করেছি যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরই সঙ্গী হব, তাঁরই খিদমত করব।' *(মুসলিম ৬৫৮৪নং)*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ « أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أُعْطِىَ هَؤُلاَءِ ». فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ. وَاللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِى مِنْكَ أَحَدًا ».

قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى يَدِهِ.

(৩০৪১) সাহল বিন সা'দ সায়েদী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হলে তিনি কিছু পান করলেন। (অতঃপর সাহাবাগণকে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন।) তাঁর ডানে ছিল একটি কিশোর এবং বামে ছিল বৃদ্ধরা। তিনি কিশোরটিকে বললেন, "তুমি কি অনুমতি দাও যে, এই পানীয় আমি ওদেরকে দিই?" কিশোরটি বলল, 'আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকট থেকে পাওয়া ভাগ আমি অন্য কাউকে আগে দিতে চাই না।' সুতরাং তিনি তা তার হাতেই ধরিয়ে দিলেন। *(বুখারী ৫৬২০, মুসলিম ২০৩০নং)*

অনাথ-এতীম, কন্যা-সন্তান ও সমস্ত দুর্বল ও দরিদ্রের সঙ্গে নম্রতা, তাদের প্রতি দয়া ও তাদের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الحجر : ٨٨]

অর্থাৎ, মু'মিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ। *(সূরা হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف : ٢٨]

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ } [الضحى : ٩-١٠]

অর্থাৎ, অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না। *(সূরা যুহা ৯- ১০ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الماعون:٦]

অর্থাৎ, তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (দ্বীন বা) কর্মফলকে মিথ্যা মনে করে থাকে? সে তো ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না। *(সূরা মাউন ১-৩ আয়াত)*

وَعَن سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبيِّ ﷺ : اُطْرُدْ هَؤُلاَءِ لاَ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا ، وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلالٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا ، فَوَقَعَ فِي نَفسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفسَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : {وَلا

تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } [الأنعام : ٥٢] رواه مسلم

(৩০৪২) সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ছ'জন লোক নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। ইতিমধ্যে মুশরিকরা নবী ﷺ-কে বলল, 'এদেরকে (আপনার মজলিস থেকে) তাড়িয়ে দিন, যেন এরা আমাদের ব্যাপারে দুঃসাহসী হতে না পারে।' (সা'দ বলেন,) আমি, ইবনে মাসউদ, হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আরও দু'জন ছিলেন, যাদের নাম আমি করছি না। অতঃপর রসূল ﷺ-এর অন্তরে আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তাই ঘটল। সুতরাং তিনি মনে মনে (তাঁদেরকে তাড়ানোর) কথা ভাবলেন। যার জন্য আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না।" *(সূরা আনআম ৫২ আয়াত, মুসলিম ৬৩৯৪নং)*

وَعَنْ أَبِي هُبَيرَة عَائِذِ بنِ عَمرٍو الْمُزَنِي وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيعَةِ الرِّضْوَانِ ﷺ : أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فِي نَفَرٍ ، فَقَالُوا : مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ : أَتَقُولُون هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيدِهِمْ ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : ((يَا أَبَا بَكْرٍ ، لَعَلَّكَ أَغْضَبتَهُمْ ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبتَ رَبَّكَ)). فَأَتَاهُمْ فَقَالَ : يَا إِخْوَتَاهُ ، أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا : لاَ ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيَّ . رواه مسلم

(৩০৪৩) বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের একজন (সাহাবী) আবূ হুবাইরাহ আইয ইবনে আম্‌র মুযানী ﷺ বলেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বায়আতের পর) আবূ সুফিয়ান (কাফের অবস্থায়) সালমান, সুহাইব ও বিলালের নিকট এল। সেখানে আরো কিছু সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা (আবূ সুফিয়ানের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে) বললেন, 'আল্লাহর তরবারিগুলো আল্লাহর শত্রুর হক আদায় করেনি।' (এ কথা শুনে) আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, 'তোমরা এ কথা কুরাইশের বয়োবৃদ্ধ ও তাদের নেতার সম্পর্কে বলছ?' অতঃপর আবূ বাক্‌র ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট এলেন এবং (এর) সংবাদ দিলেন। নবী ﷺ বললেন, "হে আবু বাক্‌র! সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, সুহাইব ও বেলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ, তাহলে তুমি আসলে তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ।" সুতরাং আবূ বাক্‌র তাঁদের নিকট এসে বললেন, 'ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি?' তাঁরা বললেন, 'না। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক ভাইজান!' *(মুসলিম ৬৫৬৮-নং)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا)) وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا . رواه البخاري

(৩০৪৪) সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি ও এতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব।" এ কথা বলার সময় তিনি (তাঁর) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে উভয়ের মাঝে একটু ফাঁক রেখে ইশারা ক'রে দেখালেন। *(বুখারী ৫৩০৪ নং)*

وعن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: أنا وَكَافِلُ اليَتِيمِ لهُ أوْ لِغَيْرِهِ في الجَنّةِ والسَّاعِي على الأرْمَلَةِ والمِسْكِينِ كالمُجاهِدِ في سَبِيلِ اللَّهِ)).

(৩০৪৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪৭৪২, সহীহুল জামে' ১৪৭৬নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَافلُ اليَتيم لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُـوَ كَهَـاتَيْنِ في الجنَّةِ)) وَأَشَارَ الرَّاوِي وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أنَسٍ بالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى . رواه مسلم

(৩০৪৬) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক; আমি এবং সে জান্নাতে এ দু'টির মত (পাশাপাশি) বাস করব।" বর্ণনাকারী মালেক বিন আনাস তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন। *(মুসলিম ৭৬৬০নং)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((السَّاعِي عَلَـى الأَرْمَلَـةِ وَالمِـسْكِينِ ، كَالمُجَاهِـدِ في سَـبيلِ اللهِ)) وَأحسَبُهُ قَالَ : ((وَكالقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لاَ يُفْطِرُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০৪৭) উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করায় চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন,) আমি ধারণা করছি যে, তিনি এ কথাও বললেন, "সে ঐ নফল নামায আদায়কারীর মত যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ রোযা পালনকারীর মত যে রোযা ছাড়ে না।" *(বুখারী ৬০০৭, মুসলিম ৭৬৫৯নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ المِـسْكِينُ الَّـذِي تَـرُدُّهُ التَّمْـرَةُ وَالتَّمْرَتَـانِ ، وَلا اللُّقْمَـةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا المِسكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وَفي رِوَايَةٍ في الصَّحِيحَينِ : ((لَيْسَ المِسكِينُ الَّـذِي يَطُـوفُ عَلَـى النَّـاسِ تَـرُدُّهُ اللُّقْمَـةُ واللُّقْمَتَـانِ ، وَالتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ ، وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غنىً يُغْنِيه ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ)) .

(৩০৪৮) উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মিসকীন সে নয়, যাকে একটি খেজুর এবং দু'টি খেজুর এবং এক গ্রাস বা' দুগ্রাস (অন্ন) ফিরিয়ে দেয়। বরং মিসকীন তো ঐ ব্যক্তি, যে (অভাব থাকা সত্ত্বেও) চাওয়া থেকে দূরে থাকে।" *(বুখারী ৪৫৩৯, মুসলিম ২৪৪১নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মিসকীন সে নয়, যে এক অথবা দু টুকরা খেজুর কিংবা এক অথবা দু মুঠো খানা পেয়ে বিদায় হয়ে যায়। কিন্তু মিসকীন হল সেই ব্যক্তি, যে প্রয়োজন মোতাবেক যথেষ্ট রুযীর মালিক নয় এবং সাধারণতঃ লোকে তাকে অভাবী বলে চিনতেও পারে না; যাতে তাকে দান করা যায়। আর সে নিজে উঠে লোকের কাছে চায়ও না।" *(বুখারী*

১৪৭৯, মুসলিম ২৪৪০নং) (অর্থাৎ, পেটে খিদে রেখে মুখে লাজ করে।)

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأتِيهَا ، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ)). رواه مسلم

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَينِ : عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مِن قَولِهِ : ((بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ)).

(৩০৪৯) উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার ঐ অলীমার খাবার, যাতে যে (স্বয়ং) আসে তাকে (অর্থাৎ, মিসকীনকে) বাধা দেওয়া হয় এবং যাকে আহবান করা হয় সে (অর্থাৎ, ধনী) আসতে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।" *(মুসলিম ৩৫৯৮নং)*

বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ হুরাইরা ﷺ বলতেন, 'অলীমার খাবার নিকৃষ্টতম খাবার, যাতে বিত্তশালীদেরকে ডাকা হয় এবং দরিদ্রদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।' *(বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ৩৫৯৪নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْن حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ)) وَضَمَّ أَصَابِعَهُ . رواه مسلم

(৩০৫০) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন তাদের সাবালিকা হওয়া অবধি করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি আঙ্গুলের মত পাশাপাশি আসব।" অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি মিলিত ক'রে (দেখালেন)। *(মুসলিম ৬৮-৬৪নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحدَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ولَمْ تَأكُلْ مِنْهَا ، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبيُّ ﷺ عَلَينَا ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : ((مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ، كُنَّ لَهُ سِتراً مِنَ النَّارِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০৫১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু'টি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট ভিক্ষা চাইল। অতঃপর সে আমার নিকট একটি খুরমা ব্যতীত কিছুই পেল না। সুতরাং আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম। মহিলাটি তার দু'মেয়েকে খুরমাটি ভাগ ক'রে দিল এবং সে নিজে তা থেকে কিছুই খেল না, অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নবী ﷺ এলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি বললেন, "যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে।" *(বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ৬৮-৬২নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : جَاءَتني مِسْكِينةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا ، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ

تَمرَات ، فَأعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأكُلَها ، فَاسْتَطعَمَتهَا ابْنَتَاهَا ، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتي كَانَتْ تُريدُ أنْ تَأكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَأعجَبَنِي شَأنُهَا ، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللّه ﷺ، فَقَالَ : ((إنَّ اللّه قَدْ أوْجَبَ لَهَا بِهَا الجَنَّةَ ، أَوْ أعتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ)). رواه مسلم

(৩০৫২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মিসকীন মহিলা তার দু'টি কন্যাকে (কোলে) বহন ক'রে আমার কাছে এল। আমি তাকে তিনটি খুরমা দিলাম। অতঃপর সে তার কন্যা দু'টিকে একটি একটি ক'রে খুরমা দিল এবং সে নিজে খাবার জন্য একটি খুরমা মুখ-পর্যন্ত তুলল। কিন্তু তার কন্যা দু'টি সেটিও খেতে চাইল। সুতরাং মহিলাটি যে খেজুরটি নিজে খেতে ইচ্ছা করেছিল, সেটিকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে তাদের মধ্যে বন্টন ক'রে দিল। সুতরাং তার (এ) অবস্থা আমাকে মুগ্ধ করল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলাম। নবী ﷺ বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য তার এ কাজের বিনিময়ে জান্নাত ওয়াজেব ক'রে দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন।" *(মুসলিম ৬৮-৬৩নং)*

وَعَنْ أَبِي شُرَيحٍ خُوَيْلِدِ بنِ عَمرٍو الخُزَاعِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ : اليَتِيمِ وَالمَرْأةِ)). حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد

(৩০৫৩) আবূ শুরাইহ্ খুওয়াইলিদ ইবনে আম্র খুযায়ী ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার সম্বন্ধে পাপাচারিতার ভীতিপ্রদর্শন করছি; এতীম ও নারী।" *(আহমাদ ৯৬৬৬, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০১৫নং)*

وَعَن مُصعَبِ بنِ سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّه عَنهُمَا، قَالَ: رَأى سَعدٌ أنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: ((هَلْ تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ إلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ)). رواه البخاري هكذا مُرسلاً، فَإنَّ مُصعَبَ بنَ سَعدَ تَابِعِيٌّ، وَرَوَاهُ الحَافِظ أَبُو بَكرٍ البَرقَاني في صَحِيحِهِ مُتَّصِلاً عَن مُصعَبٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ.

(৩০৫৪) মুসআব ইবনে সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ (তাঁর পিতা) সা'দ ধারণা করলেন যে, তার চেয়ে নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে। নবী ﷺ বললেন, "তোমাদেরকে দুর্বলদের কারণেই সাহায্য করা হয় এবং রুযী দেওয়া হয়। *(বুখারী ২৮৯৬নং, মুরসাল সূত্রে। যেহেতু মুসআব বিন সা'দ তাবেঈ। তবে হাফেয আবূ বাক্র বারক্বানী তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুসআব নিজ পিতা হতে মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)*

وَعَنْ أَبِي الدَّردَاءِ عُوَيمرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ ، فَإنَّمَا تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ ، بِضُعَفَائِكُمْ)). رواه أَبُو داود بإسناد جيد

(৩০৫৫) আবূ দারদা উআইমির ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমার জন্য তোমরা দুর্বলদেরকে খুঁজে আনো, কেননা তোমাদের দুর্বলদের কারণেই তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রুযী দেওয়া হয়।" *(আবূ দাউদ ২৫৯৬নং, উত্তম সূত্রে)*

وعن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه قال:

((أتُحِبُّ أنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وتُدْرِكَ حاجَتَكَ ارْحَمِ اليَتِيمَ وامْسَحْ رَأسَهُ وأطْعِمْهُ مِنْ طَعامِكَ يَلِنْ قَلْبُكَ وتُدْرِكْ حاجَتَكَ)).

(৩০৫৬) আবূ দারদা কর্তৃক বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে নিজ হৃদয় কঠিন হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, "তুমি কি চাও, তোমার হৃদয় নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? এতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তার মাথায় (সস্নেহে) হাত বুলাও, তাকে তোমার নিজের খাবার খাওয়াও, তাহলে তোমার হৃদয় নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।" *(ত্বাবারানী ?, সহীহুল জামে' ৮০নং)*

মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা জরুরী এবং বিনা প্রয়োজনে তা প্রচার করা নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة }

অর্থাৎ, যারা মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। *(সূরা নূর ১৯ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه مسلم

(৩০৫৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।" *(মুসলিম ৬৭৫৯নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافىَ إلاَّ المُجَاهِرِينَ، وَإنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ ، فَيقُولُ : يَا فُلانُ ، عَمِلتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْه)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০৫৮) উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে পাপ-প্রকাশকারী ব্যতীত। আর এক প্রকার প্রকাশ এই যে, কোন ব্যক্তি রাতে কোন পাপকাজ করে, যা আল্লাহ গোপন রাখেন। কিন্তু সকাল হলে সে বলে বেড়ায়, 'হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি।' অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেছিল যে, আল্লাহ তার পাপ গুপ্ত রেখেছিলেন। কিন্তু সে সকালে উঠে তার উপর আল্লাহর আবৃত পর্দা খুলে ফেলে!" *(বুখারী ৬০৬৯, মুসলিম ৭৬৭৬নং)*

وعنه ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَر)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০৫৯) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "(কারো) দাসী যখন ব্যভিচার করে আর তা প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন সে যেন তাকে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং **তিরস্কার না করে**। অতঃপর দ্বিতীয়বার যদি ব্যভিচার করে, তাহলে সে যেন তাকে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং **তিরস্কার না করে**। পুনরায় যদি ব্যভিচার করে, তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি ক'রে দেয়।" *(বুখারী ২১৫২, মুসলিম ৪৫৪২নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبيَّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْراً ، قَالَ : ((اضْرِبُوهُ)) قَالَ أَبُو هريرة : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوبِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ بَعضُ القَومِ : أَخْزَاكَ اللّه، قَالَ : ((لا تَقُولُوا هَكَذا ، لاَ تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيْطَانَ)). رواه البخاري

(৩০৬০) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) নবী ﷺ-এর নিকট এক মাতালকে উপস্থিত করা হল। তিনি তাকে প্রহার করার আদেশ দিলেন। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, আমাদের মাঝে কেউ তাকে হাত দ্বারা, কেউ জুতা দ্বারা এবং কেউ বা কাপড় দ্বারা প্রহার করল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুক।' তখন রসূল ﷺ বললেন, "এরূপ বলো না; তার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।" *(বুখারী ৬৭৭৭নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِى جَوْفِ رَحْلِهِ)).

(৩০৬১) ইবনে উমার ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়ে উচ্চশব্দে বলেন, "হে (মুনাফেকের দল!) যারা মুখে মুসলমান হয়েছ এবং যাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি (তারা শোন), তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না ও তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন (অর্থাৎ গোপন না করেন) তিনি তাকে অপদস্থ করেন; যদিও সে নিজ গৃহাভ্যন্তরে থাকে।" *(তিরমিযী ২০৩২নং)*

নেকী ও সংযমশীলতার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة : ٢]

অর্থাৎ, সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } [العصر]

অর্থাৎ, মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের। *(সূরা আস্‌র)*

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, লোকেরা অথবা তাদের অধিকাংশই এই সূরা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপারে উদাসীন। *(তফসীর ইবনে কাসীর)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ فَقَدْ غَزَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০৬২) আবূ আব্দির রাহ্‌মান যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী ﷺ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সরঞ্জাম দিয়ে আল্লাহর পথে কোন মুজাহিদ প্রস্তুত ক'রে দিল, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবারে উত্তমরূপে প্রতিনিধিত্ব করল, নিঃসন্দেহে সেও জিহাদ করল।" (অর্থাৎ, সেও জিহাদের নেকী পাবে।) *(বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ৫০১১নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيْ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعثاً إِلَى بَنِي لِحْيَان مِنْ هُذَيْلٍ ، فَقَالَ : ((لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا)). رواه مسلم

(৩০৬৩) আবূ সাইদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুযাইল গোত্রের একটি শাখা বনু লিহ্‌ইয়ানের দিকে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ (করার ইচ্ছা) করলেন। সুতরাং তিনি বললেন, "প্রত্যেক দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যাবে; **আর সওয়াব দু'জনেই পাবে।**" *(মুসলিম ৫০১৩নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ : ((مَنِ القَوْمُ ؟)) قَالُوا : اَلْمُسلِمُونَ ، فَقَالُوا : مَن أنتَ ؟ قَالَ : ((رَسُولُ اللهِ)) ، فَرَفَعَت إِلَيْهِ امرأةٌ صَبِياً ، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ)). رواه مسلم

(৩০৬৪) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রওহা নামক স্থানে এক কাফেলার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, "তোমরা কারা?" তারা বলল, '(আমরা) মুসলমান।' অতঃপর তারা বলল, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, "(আমি) আল্লাহর রসূল।" অতঃপর একজন মহিলা তার এক বাচ্চাকে তাঁর দিকে তুলে বলল, 'এর কি হজ্জ আছে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, **আর তুমিও নেকী পাবে।**" *(মুসলিম ৩৩১৭-৩৩১৯নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعَرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : ((الخَازِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ فيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِين)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০৬৫) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে মুসলমান আমানাতদার কোষাধ্যক্ষ মালিকের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং সে ভালো মনে তাকে পূর্ণ মাল দেয়, যাকে মালিক দেওয়ার আদেশ করে, **সেও সাদকাহকারীদের মধ্যে একজন গণ্য হয়।**" *(বুখারী ১৪৩৮, মুসলিম ২৪১০নং)*

মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [الحج : ٧٧]

অর্থাৎ, উত্তম কাজ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা হাজ্জ ৭৭ আয়াত)*

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ ، قَالَ: ((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم ، لا يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخيه ، كَانَ اللّهُ فِي حَاجَته ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّهُ يَومَ القِيامَةِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩০৬৬) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর ক'রে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর ক'রে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।" *(বুখারী ২৪৪২, মুসলিম ৬৭৪৩নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا ، نَفَّسَ اللّه عَنْهُ كُربَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّه عَلَيهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّه فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، واللّه فِي عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَونِ أخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللّهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجنَّةِ . وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيت مِنْ بُيُوتِ اللّهِ تَعَالَى ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللّه فِيمَنْ عِندَهُ . وَمَنْ بَطَّأ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَبُهُ)). رواه مسلم

(৩০৬৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন পার্থিব দুর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোন একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলমান ভাইয়ের সহযোগিতা করতে থাকে, আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন। যে ব্যক্তি এমন পথে চলে--যাতে সে (দ্বীনী) বিদ্যা অর্জন করে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথ সহজ ক'রে দেন। আর যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও আপোসে তা অধ্যয়ন করে, তখনই (আল্লাহর

পক্ষ থেকে) তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে (আল্লাহর) রহমত আচ্ছাদিত করে নেয়, ফিরিশ্তা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী (ফিরিশ্তা)দের মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্গামী করেছে (অর্থাৎ নেকীর কাজ করেনি) তার বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না।" *(আহমাদ ৭৪২৭, মুসলিম ৭০২৮নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم قال: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا ، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ – يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ – شَهْرًا ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامِ [وَإِنَّ سُوَّءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلّ الْعَسَل].

(৩০৬৮) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হল সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোন কষ্ট দূর করে দেওয়া অথবা তার তরফ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা (কাপড় দান করে তার ইজ্জত ঢেকে দেওয়া অথবা) তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর করে দেওয়া। মসজিদে একমাস ধরে ই'তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নেবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল কাটবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে, যেমন সির্কা মধুকে নষ্ট করে ফেলে।" *(ত্বাবারানী ১৩৪৬৮, ইবনে আবিদ দুন্য়া, সহীহ তারগীব ২০৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯০৬নং, সহীহুল জামে' ১৭৬নং)*

পরোপকারিতা

عن جابر قال قال رسول الله ﷺ : ((خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ)).

(৩০৬৯) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।" (সঃ জামে' ৩২৮৯, দারাকুত্বনী, সিঃ সহীহাহ ৪২৬নং)

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ((أفْضَلُ الأَعْمالِ أنْ تُدْخِلَ على أخِيكَ المُؤمِنِ سُرُوراً أوْ تَقْضِيَ عنهُ دَيْناً أوْ تُطْعِمَهُ خُبْزاً)).

(৩০৭০) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হল, (মু'মিন) মুসলিমের মনে তোমার আনন্দ ভরে দেওয়া, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া অথবা তাকে রুটি খাওয়ানো।" *(বাইহাক্বী ৭৬৭৮, ইবনে আবিদ দুন্য়া, সিঃ সহীহাহ ১৪৯৪নং)*

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ((أحَبُّ النَّاسِ إلى الله أنْفَعُهُمْ وأحَبُّ الأعْمَالِ إلى الله عَزَّ وجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ على مُسْلِمٍ.....)).

(৩০৭১) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল সেই আমল, যা ক'রে একজন মুসলিমকে আনন্দ দেওয়া যায়।" *(ত্বাবারানী ১৩৪৬৮, ইবনে আবিদ দুন্য়া, সহীহ তারগীব ২০৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯০৬নং, সহীহুল জামে' ১৭৬নং)*

উপহার বিনিময়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: ((تَهَادُوا تَحَابُّوا.)).

(৩০৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা উপহার বিনিময় কর, পারস্পরিক সম্প্রীতি লাভ করবে।" *(বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৫৯৪, আবূ য়্যা'লা ৬১৪৮, সহীহুল জামে' ৩০০৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ ، فَلاَ يَرُدَّهُ ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمِلِ ، طَيِّبُ الرِّيحِ)) . رواه مسلم

(৩০৭৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যার কাছে সুগন্ধি পেশ করা হবে, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কারণ তা হাল্কা বহনযোগ্য সুবাস।" *(মুসলিম ৬০২০নং)*

وَعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ . رواه البخاري

(৩০৭৪) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। *(বুখারী ২৫৮২, ৫৯২৯নং)*

বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণ ও তার আদব-কায়দা

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: ٢٧]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। *(সূরা নূর ২৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُم الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } [النور : ٥٩]

অর্থাৎ, তোমাদের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত (সর্বদা) অনুমতি প্রার্থনা করে। *(সূরা নূর ৫৯ আয়াত)*

عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৭৫) আবূ মূসা আশ্আরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অনুমতি তিনবার নেওয়া চাই। যদি তোমাকে অনুমতি দেয় (তাহলে ভিতরে প্রবেশ করবে) নচেৎ ফিরে যাবে।" *(বুখারী ৬২৪৫, মুসলিম ৫৭৫৩, ৫৭৫৯নং)*

وَعَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৭৬) সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দৃষ্টির কারণেই তো (প্রবেশ) অনুমতির বিধান করা হয়েছে।" (অর্থাৎ, দৃষ্টি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ঐ নির্দেশ।) *(বুখারী ৬২৪১, মুসলিম ৫৭৬৪নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ ».

(৩০৭৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গৃহে তাদের অনুমতি না নিয়ে উঁকি মেরে দেখে সে ব্যক্তির চোখে (ঢিল ছুঁড়ে) তাকে কানা করে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়।" *(বুখারী ৬৯০২, মুসলিম ৫৭৬৮-নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ)).

(৩০৭৮) আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর গৃহে তাদের বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে এবং তারা (দেখতে পেয়ে) তার চক্ষু ফুটিয়ে দেয়, তবে তাতে কোন (দন্ডনীয়) রক্তপণ (দিয়াত) বা অনুরূপ বদলা (কিসাস) নেই।" *(আহমাদ ৮৯৯৭, দারাকুত্বনী ৩৪৮, ইবনে হিব্বান ৪০০৬নং)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)).

(৩০৭৯) ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, যা সে দেখেনি সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু'টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না। (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে।

আর যে ব্যক্তি কোন ছবি (বা মূর্তি) তৈরী করবে (কিয়ামতে) তাকে আযাব দেওয়া হবে অথবা ঐ ছবি (বা মূর্তি)তে রূহ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তাতে কখনই সক্ষম হবে না।" *(বুখারী ৭০৪২নং)*

وَعَنْ رِبْعِيٍّ بنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّـهُ اسْـتَأْذَنَ عَلَـى النَّبِـيِّ ﷺ وَهُـوَ فِـي بَيتٍ، فَقَالَ : أَأَلِجُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِخَادِمِهِ : ((أُخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ ، فَقُلْ لَـهُ : قُلِ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟)) فَسَمِعَهُ الرَّجُـلُ ، فَقَـالَ : الـسَّلاَمُ عَلَـيْكُمْ ، أَأَدْخُـلُ ؟ فَـأَذِنَ لَـهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৩০৮০) রিব্য়ী ইবনে হিরাশ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন বনু আমেরের একটা লোক আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, সে একদা নবী ﷺ-এর নিকট (প্রবেশ) অনুমতি চাইল। তখন তিনি বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং সে নিবেদন করল, 'আমি কি প্রবেশ করব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় খাদেমকে বললেন, 'বাইরে গিয়ে এই লোকটিকে অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি শিখিয়ে দাও এবং তাকে বল, তুমি বল 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করব?' সুতরাং লোকটা ঐ কথা শুনতে পেয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করব?' অতঃপর নবী ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করল। *(আবু দাউদ ৫১৭৯নং)*

عَن كِلْدَةَ بنِ الحَنْبَلِ ﷺ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ ، فَقَـالَ الـنَّبِيُّ ﷺ : ((ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُل ؟)) رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩০৮১) কিল্‌দাহ ইবনে হাম্বাল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর কাছে বিনা সালামে প্রবেশ করলাম। নবী ﷺ বললেন, "ফিরে যাও এবং বল, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি ভিতরে আসব কি?" *(আবু দাউদ ৫১৭৮, তিরমিযী ২৭১০নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ فِي حَدِيثِهِ الْمَشْهُورِ فِي الإِسرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ((ثُـمَّ صَـعَدَ بِـي جِبْرِيـلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ، قِيلَ : وَمَـنْ مَعَـكَ ؟ قَـالَ : مُحَمَّـدٌ ، ثُـمَّ صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيل ، قِيـلَ : وَمَـنْ مَعَـكَ؟ قَـالَ : مُحَمَّـدٌ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهِنَّ وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُ : جِبْرِيلُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৮২) আনাস ﷺ হতে মি'রাজ সম্পর্কিত তাঁর (সুদীর্ঘ) প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, " অতঃপর জিবরীল ﷺ আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী (প্রথম) আসমানে চড়লেন এবং তার (দরজা) খোলার আবেদন করলেন। তখন জিজ্ঞাসা

করা হল, 'আপনি কে?' জিবরীল বললেন, 'জিবরীল।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার সাথে কে?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ।' (এভাবে) তৃতীয়, চতুর্থ তথা বাকি সব আসমানে প্রত্যেক প্রবেশ-দ্বারে জিজ্ঞাসা করা হল 'আপনি কে?' আর জিবরীল উত্তর দিলেন, 'জিবরীল।' *(বুখারী ৩২০৭, মুসলিম ৪২৯নং)*

وَعَنْ أَبي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظلِّ القَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا ؟)) فَقُلْتُ : أَبُو ذَرٍّ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৮৩) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি বের হলাম। হঠাৎ (দেখলাম,) রসূল ﷺ একাই পায়ে হেঁটে চলেছেন। আমি চাঁদের ছায়াতে চলতে লাগলাম। তিনি (পিছনে) ফিরে তাকালে আমাকে দেখে ফেললেন এবং বললেন, "কে তুমি?" আমি বললাম, 'আবূ যার্র।' *(বুখারী ৬৪৪৩, মুসলিম ২৩৫২নং)*

وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ ، فَقَالَ : ((مَنْ هذِهِ ؟)) فَقُلتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৮৪) উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম, তখন তিনি গোসল করছিলেন। আর (তাঁর মেয়ে) ফাতেমা তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করছিলেন। সুতরাং তিনি বললেন, "কে তুমি?" আমি বললাম, 'আমি উম্মে হানী।' *(বুখারী ২৮০, মুসলিম ১৭০২নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَقَقْتُ البَابَ ، فَقَالَ : ((مَنْ هَذَا ؟)) فَقُلتُ : أَنَا ، فَقَالَ : ((أنَا ، أنَا !)) كَأَنَّهُ كَرِهَهَا)) . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৮৫) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি বললেন, "কে?" আমি বললাম, 'আমি।' তিনি বললেন, "আমি, আমি।" যেন তিনি কথাটিকে অপছন্দ করলেন। *(বুখারী ৬২৫০, মুসলিম ৫৭৬১-৫৭৬২নং)*

পানাহারের আদব-কায়দা

শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ এবং শেষে আল-হামদু লিল্লাহ বলা

وَعَن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَمِّ اللهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৮৬) উমার ইবনে আবূ সালামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা খাবার সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "(শুরুতে) 'বিসমিল্লাহ' বল, ডান হাত দ্বারা আহার কর এবং তোমার নিকট (সামনে) থেকে খাও।" *(বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম ৫৩৮৮নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أكَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فإنْ نَسِيَ أنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسمِ اللهِ أوَّلَهُ وَآخِرَهُ)). رواه أَبُو داود

والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح)).

(৩০৮৭) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন আহার করবে, সে যেন শুরুতে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়। যদি শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন বলে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অআ-খিরাহ।" *(আবূ দাঊদ ৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَعِندَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُم المَبِيتَ وَالعَشَاءَ)). رواه مسلم

(৩০৮৮) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "কোন ব্যক্তি যখন নিজ বাড়ি প্রবেশের সময় ও আহারের সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে; অর্থাৎ, ('বিসমিল্লাহ' বলে) তখন শয়তান তার অনুচরদেরকে বলে, 'আজ না তোমরা এ ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারবে, আর না খাবার পাবে।' অন্যথা যখন সে প্রবেশ কালে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলে না), তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রি যাপন করার স্থান পেলে।' আর যখন আহার কালেও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ, 'বিসমিল্লাহ' বলে না), তখন সে তার চেলাদেরকে বলে, 'তোমরা রাত্রিযাপন স্থল ও নৈশভোজ উভয়ই পেয়ে গেলে।" *(মুসলিম ৫৩৮১, আবূ দাঊদ ৩৭৬৫নং)*

وَعَن حُذَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً ، لَمْ نَضَعْ أَيدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهَا ، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كأَنَّمَا يُدْفَعُ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا)) ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى وَأَكَلَ. رواه مسلم

(৩০৮৯) হুযাইফাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে আহারে বসতাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারে হাত রেখে শুরু না করা পর্যন্ত আমরা তাতে হাত রাখতাম না (এবং আহার শুরু করতাম না)। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খাবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ে এমনভাবে এল, যেন তাকে (পিছন থেকে) ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল এবং সে নিজ হাত খাবারে দিতে উদ্যত হয়েছিল, এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে নিলেন। তারপর এক বেদুঈনও (তদ্রূপ দ্রুত বেগে) এল, যেন তাকে ধাক্কা মারা হচ্ছিল (সেও খাবারে হাত রাখতে উদ্যত হলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাতও

ধরে নিলেন এবং বললেন, “যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, শয়তান সে খাদ্যকে হালাল মনে করে। আর এ মেয়েটিকে শয়তানই নিয়ে এসেছে, যাতে ওর বদৌলতে নিজের জন্য খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর সে বেদুঈনকে নিয়ে এল, যাতে ওর দ্বারা খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি ওর হাতও ধরে নিলাম। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ আছে, শয়তানের হাত ঐ দু’জনের হাতের সঙ্গে আমার হাতে (ধরা পড়েছিল)।” অতঃপর তিনি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আহার করলেন। *(মুসলিম ৫৩৭৮নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩০৯০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছয়জন সাহাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন হাযির হল এবং সে দু’গ্রাসেই সমস্ত খাদ্য খেয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (এ সব দেখে) বললেন, “শোনো! যদি এ ব্যক্তি (শুরুতে) ‘বিসমিল্লাহ’ বলত, তাহলে এই খাবারই তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট হত।” *(আহমাদ ২৫১০৬, তিরমিযী ১৮৫৮, ইবনে মাজাহ ৩২৬৪নং)*

وَعَن أَبي أُمَامَة ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ، قَالَ: ((الْحَمْدُ للهِ حَمداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ ، وَلاَ مُوَدَّعٍ ، وَلاَ مُسْتَغْنَىً عَنْهُ رَبَّنَا)). رواه البخاري

(৩০৯১) আবূ উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ যখন দস্তরখানা গুটাতেন, তখন এই দুআ পড়তেন, “আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবা-রাকান ফীহি গায়রা মাকফিইয়্যিন অলা মুওয়াদ্দাইন অলা মুস্তাগনান আনহু রাব্বানা।” অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য অগণিত পবিত্র ও বর্কতপূর্ণ প্রশংসা। অকুণ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন, প্রয়োজন-সাপেক্ষ প্রশংসা। হে আমাদের প্রভু! *(বুখারী ৫৪৫৮নং)*

وَعَن مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَكَلَ طَعَاماً، فَقَالَ : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩০৯২) মুআয ইবনে আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আহার শেষে এই দুআ পড়বে ঃ-

‘আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানী হা-যা অরাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী অলা কুউওয়াহ।’ (অর্থাৎ, সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই) সে ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত (ছোট) পাপ মোচন ক’রে দেওয়া হবে।” *(আবূ দাউদ ৪০২৫, তিরমিযী ৩৪৫৮নং)*

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الأَكْلَةَ ، فَيَحمَدَهُ

عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)). رواه مسلم

(৩০৯৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খায়, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে।" *(মুসলিম ৭১০৮নং)*

কোন খাবারের দোষত্রুটি বর্ণনা না করা এবং তার প্রশংসা করা উত্তম

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامَاً قَطُّ ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৯৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। ভাল লাগলে তিনি তা খেয়েছেন এবং খারাপ লাগলে তিনি তা ত্যাগ করেছেন।' *(বুখারী ৩৫৬৩, মুসলিম ৫৫০৪নং)*

وَعَن جَابرٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدْمَ ، فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلٌّ ، فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأكُلُ ، ويَقُولُ : ((نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ ، نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ)). رواه مسلم

(৩০৯৫) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ নিজ পরিবারের কাছে তরকারি চাইলেন। তারা বলল, 'আমাদের নিকট সির্কা ছাড়া আর কিছুই নেই।' তিনি তাই চাইলেন এবং (তা দিয়ে) আহার করতে থাকলেন ও বলতে থাকলেন, "সির্কা কতই না চমৎকার তরকারি। সির্কা কতই না ভাল ব্যঞ্জন।" *(মুসলিম ৫৪৭৩নং)*

নফল রোযাদারের সামনে খাবার এসে গেলে যখন সে রোযা ভাঙ্গতে প্রস্তুত নয়, তখন সে কী বলবে?

عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ)). رواه مسلم

(৩০৯৬) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কাউকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা (কোন আপত্তিকর ব্যাপার না থাকলে সাদরে) গ্রহণ করে। আর সে যদি রোযা অবস্থায় থাকে, তাহলে (দাওয়াতকারীর জন্য) দুআ করে। আর যদি রোযা অবস্থায় না থাকে, তাহলে যেন আহার করে। *(মুসলিম ৩৫৯৩নং)*

নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কেউ সাথী হলে সে নিমন্ত্রণদাতাকে কী বলবে?

عَن أَبي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ ، قَالَ : دَعَا رَجُلٌ النَّبيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ ، قَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((إنَّ هَذَا تَبِعَنَا ، فَإنْ شِئْتَ أنْ تَأْذَنَ لَهُ ، وَإنْ شِئْتَ رَجَعَ)). قَالَ : بل آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৯৭) আবূ মাসউদ বদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী ﷺ-কে খাবারের জন্য দাওয়াত দিল, যা সে পাঁচ জনের জন্য প্রস্তুত করেছিল, যার পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। (রাস্তায়) এক (অনাহূত) ব্যক্তি তাঁদের অনুগামী হল। যখন তাঁরা বাড়ির দরজায় পৌঁছলেন, তখন নবী ﷺ (আমন্ত্রণকারীকে) বললেন, "এ ব্যক্তি আমাদের সাথে চলে এসেছে। তুমি চাইলে ওকে অনুমতি দিতে পার, না চাইলে ও ফিরে যাবে।" কিন্তু সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম।' *(বুখারী ২০৮১, মুসলিম ৫৪২৯নং)*

নিজের সামনে এক ধার থেকে ডান হাতে আহার করা

عَن عُمَرَ بنِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنْتُ غُلاَماً فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا غُلاَمُ ، سَمِّ اللهَ تَعَالَى ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩০৯৮) উমার ইবনে আবী সালামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে নবী ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। একদা খাবার পাত্রে আমার হাত ছুটাছুটি করছিল। নবী ﷺ আমাকে বললেন, "ওহে কিশোর! 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনে এক তরফ থেকে খাও।" *(বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম ৫৩৮৮নং)*

وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ﷺ : أنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : ((كُلْ بِيَمِينِكَ)) قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ . قَالَ : ((لاَ اسْتَطَعْتَ)) ! مَا مَنَعَهُ إلاَّ الكِبْرُ ! فَمَا رَفَعَهَا إلَى فِيهِ . رواه مسلم

(৩০৯৯) সালামা ইবনে আকওয়া ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে একটি লোক তার বাম হাত দ্বারা আহার করল। (এ দেখে) তিনি বললেন, "তুমি ডান হাত দ্বারা খাও।" সে বলল, 'আমি পারবো না!' তিনি বদ্দুআ দিয়ে বললেন, "তুমি যেন না পারো।" ওর অহংকারই ওকে (কথা মানতে) বাধা দিয়েছিল। সুতরাং তারপর থেকে সে আর তার হাত মুখে তুলতে পারেনি। *(মুসলিম ৫৩৮৭নং)*

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا ». قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا « وَلاَ يَأْخُذُ بِهَا وَلاَ يُعْطِى بِهَا ». وَفِى رِوَايَةِ أَبِى الطَّاهِرِ « لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ ».

(৩১০০) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাত দ্বারা অবশ্যই না খায় এবং পানও না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।"

বর্ণনাকারী বলেন, (ইবনে উমার ﷺ এর স্বাধীনকৃত দাস তাবেয়ী) নাফে' (রঃ) দুটি কথা আরো বেশী বলতেন, "কেউ যেন বাম হাত দ্বারা কিছু গ্রহণ না করে এবং অনুরূপ তদ্দ্বারা কিছু প্রদানও না করে।" *(মুসলিম ৫৩৮৪-৫৩৮৬, তিরমিযী ১৮০০, মালেক, আবূ দাউদ ৩৭৭৬ নং)*

একপাত্রে দলবদ্ধভাবে খাবার সময় সাথীদের অনুমতি ছাড়া খেজুর বা অনুরূপ কোন ফল জোড়া জোড়া খাওয়া নিষেধ।

عَن جَبَلَة بنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : أصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابنِ الزُّبَيْرِ ؛ فَرُزِقْنَا تَمْراً، وَكَانَ عَبدُ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا يَمُرُّ بِنَا وَنَحنُ نَأكُلُ، فَيَقُولُ : لاَ تُقَارِنُوا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عنِ القِرَانِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إلاَّ أنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أخَاهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১০১) জাবালাহ ইবনে সুহাইম বলেন, ইবনে যুবাইরের খেলাফতকালে আমরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছিলাম। সুতরাং আমাদেরকে খেজুর দেওয়া হত। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, যখন আমরা তা আহার করতাম। তিনি বলতেন, 'তোমরা জোড়া জোড়া খেজুর এক সাথে খাবে না। কেননা, নবী ﷺ জোড়া খেজুর (দুটো খেজুর এক সঙ্গে) খেতে বারণ করেছেন।' তারপর বললেন, 'তবে যদি তার সঙ্গী ভাইয়ের কাছে সে অনুমতি গ্রহণ করে (তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার)।' *(বুখারী ৫৪৪৬, মুসলিম ৫৪৫৪নং)*

এক সাথে খাওয়ার বর্কত

عَن وَحْشِيٍّ بنِ حَربٍ ﷺ : أَنَّ أَصحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا نَأكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ ؟ قَالَ : ((فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ)) قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ: ((فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ)). رواه أَبُو داود

(৩১০২) অহশী ইবনে হার্ব ﷺ হতে বর্ণিত, সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা খাই, কিন্তু যেন পেট ভরে না।' তিনি বললেন, "তাহলে হয়তো তোমরা আলাদা আলাদা খাও।" তারা বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তোমরা জামাআতবদ্ধভাবে 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার করো, তাহলে তাতে তোমাদের জন্য বর্কত দান করা হবে।" *(আহমাদ ১৫৬৪৮, আবূ দাউদ ৩৭৬৪, ইবনে মাজাহ ৩২৮৬, সহীহুল জামে' ১৪২নং)*

عن عمر بن الخطاب ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((كُلُوا جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الجَمَاعَةِ)).

(৩১০৩) উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা এক সাথে খাও এবং পৃথক পৃথক খেয়ো না। যেহেতু জামাআতের সাথে (খাবারে) বর্কত আছে।" *(ইবনে*

মাজাহ ৩২৮৭, সহীহুল জামে' ৪৫০০নং)

عن جابر ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((أحَبُّ الطَّعامِ إلى الله ما كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأيْدِي)).

(৩১০৪) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় খাবার হল সেই খাবার, যার উপর অনেক হাত পড়ে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৭৩১৭, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯৬২০, আবূ য়া'লা ২০৪৫, সহীহুল জামে' ১৭১নং)*

খাবার বাসনের এক ধার থেকে খাওয়ার নির্দেশ এবং তার মাঝখান থেকে খাওয়া নিষেধ

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী পূর্বে পার হয়ে গেছে, "তুমি তোমার সামনে একধার থেকে খাও।" *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: ((البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطعَامِ ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ ، وَلاَ تَأكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩১০৫) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যেহেতু খাবারের মাঝখানে বর্কত নাযিল হয়, সেহেতু তোমরা ওর দুই ধার থেকে খাও, আর ওর মাঝখান থেকে খেয়ো না।" *(আবূ দাউদ৩৭৭৪, তিরমিযী ১৮০৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন পাত্রের উপর (মাঝখান) থেকে না খায়। বরং পাত্রের নিচে (একধার) থেকে খায়। কারণ বর্কত তার উপর (মাঝখান) অংশে নাযিল হয়।" *(আহমাদ ২৪৩৫, আবূ দাউদ ৩৭৭২, তিরমিযী ১৮০৫, ইবনে মাজাহ ৩২৭৭, দারেমী ২০৪৬নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ لِلنَّبيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا : الغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أرْبَعَةُ رِجَالٍ ؛ فَلَمَّا أضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ؛ يَعنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا ، فَالتَفُّوا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَقَالَ أَعرَابيٌّ : مَا هَذِهِ الجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْداً كَرِيماً ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً)) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيد

(৩১০৬) আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর একটি পাত্র ছিল যাকে 'গার্রা' বলা হত, সেটাকে চারজন মানুষ ধরে তুলতো। একদা চাশ্তের সময়ে যখন চাশ্তের নামায পড়ার পর ঐ (বিশাল) পাত্রটি আনা হল---অর্থাৎ, তাতে 'সারীদ' (মাংস ও খন্ড খন্ড রুটি সংমিশ্রণে প্রস্তুত সুস্বাদু খাদ্য) রাখার পর, তখন লোকেরা তাতে জমায়েত হল। লোকের পরিমাণ যখন বেশি হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁটুর ভরে বসে পড়লেন। (এরূপ দেখে) জনৈক বেদুঈন বলল, 'এ কেমন বসা?' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "নিশ্চিতরূপে আল্লাহ আমাকে ভদ্র (বিনয়ী) বান্দা করেছেন এবং উদ্ধত ও হঠকারী করেননি।" তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা পাত্রের এক ধার থেকে খেতে থাক। আর ওর শীর্ষভাগ ছেড়ে দাও,

ওখানে বর্কত অবতীর্ণ হবে।” *(আবূ দাঊদ ৩৭৭৫নং)*

ঠেস দিয়ে বসে আহার করা অপছন্দনীয়

عَن أَبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً)). رواه البخاري

(৩১০৭) আবূ জুহাইফা অহাব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমি হেলান দিয়ে বসে আহার করি না।” *(বুখারী ৫৩৯৮নং)*

ইমাম খাত্ত্বাবী (রঃ) বলেন, ‘এখানে হেলান দিয়ে বসার মানে হচ্ছে নিচে কোন নরম গদি বা আসনে চেপে বসা। উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর রসূল ﷺ অধিক ভোজনবিলাসী পেটুক মানুষের মত কোন গদিতে চেপে বা ঠেস বালিশে হেলান দিয়ে বসতেন না এবং তিনি আরামের সাথে না বসে এমনভাবে হাঁটু দু’টি উঁচু ক’রে বসতেন, যেন উঠে দাঁড়াবেন। তিনি যথা পরিমিতভাবে আহার করতেন।’ --এ হল ইমাম খাত্ত্বাবীর কথা। অন্যান্য উলামাগণ এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, একপার্শ্বে ভর দিয়ে চেপে বসা হল হেলান দিয়ে বসা। আর আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِساً مُقْعِياً يَأْكُلُ تَمْراً . رواه مسلم

(৩১০৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উঁচু হয়ে বসে খেজুর খেতে দেখেছি।’ *(মুসলিম ৫৪৫২নং)*

** উঁচু হয়ে বসার পদ্ধতি এই যে, পায়ের রলা দুখানা উঁচু করে বুকের সাথে লাগিয়ে মাটিতে বা কোন আসনে পাছা ঠেকিয়ে বসা।*

তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার খাওয়া মুস্তাহাব

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً ، فَلاَ يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১০৯) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন আহার করে, সে যেন তার আঙ্গুলগুলি না মুছে; যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় কিংবা অন্য (শিশু প্রভৃতি)কে দিয়ে চাঁটিয়ে নেয়।” *(বুখারী ৫৪৫৬, মুসলিম ২০৩১নং, প্রমুখ)*

وَعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأكُلُ بثَلاَثِ أَصَابِعَ ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا . رواه مسلم

(৩১১০) কা’ব ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিন আঙ্গুল দ্বারা (রুটি, খেজুর ইত্যাদি) খেতে দেখেছি। অতঃপর যখন তিনি খাবার শেষ করলেন, তখন সেগুলিকে চাটলেন।’ *(মুসলিম ৫৪১৮নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحفَةِ ، وَقَالَ : ((إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي

أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ)). رواه مسلم

(৩১১১) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুল ও প্লেটকে চেঁটে খেতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, "তোমরা জান না যে, কোন খাবারে বর্কত আছে।" *(আহমাদ ১৩৮০৯, মুসলিম ৫৪২০, ইবনে মাজাহ ৩২৭০নং)*

এক বর্ণনায় আছে যে, "শেষের খাবারে বর্কত নিহিত আছে।" *(আবূ আওয়ানাহ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ১৩৪৩নং, ইরওয়াউল গালীল ৭/৩২)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيأخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذىً ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَان ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيل حَتَّى يَلْعَقَ أصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْري فِي أيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ)). رواه مسلم

(৩১১২) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কারো খাদ্য গ্রাস (বা দানা পাত্রের বাইরে) পড়ে যাবে, তখন সে যেন তা থেকে নোংরা দূর করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর রুমালে হাত মুছে ফেলার পূর্বে যেন আঙ্গুলগুলি চেটে নেয়। কেননা, সে জানে না যে, তার কোন্ খাদ্যাংশে বর্কত নিহিত আছে।" *(মুসলিম ৫৪২১নং)*

وَعَنه : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فإذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ فَلْيَأخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أذىً ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ ، فإذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ)). رواه مسلم

(৩১১৩) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শয়তান তোমাদের সমস্ত কাজ কর্মে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়; এমনকি তোমাদের খাবারের সময়েও উপস্থিত হয়। সুতরাং যখন কারো খাবার লুকমা (থালার বাইরে) পড়ে যায়, তখন সে যেন তা তুলে তা থেকে নোংরা পরিষ্কার ক'রে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। আর আহারান্তে আঙ্গুলগুলি চেটে নেয়। কারণ, তার জানা নেই যে, তার কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে। *(মুসলিম ৫৪২৩নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أكَلَ طَعَاماً ، لَعِقَ أصَابِعَهُ الثَّلاَثَ . قَالَ : وَقَالَ : ((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِط عَنهَا الأَذَى ، وليَأكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطان)). وأَمَرَ أن تُسلَتَ القَصْعَةُ، قَالَ : ((فإنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَة)). رواه مسلم

(৩১১৪) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আহার করতেন তখন নিজ তিনটি আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং বলতেন, "কারো খাবারের লুকমা নিচে পড়ে গেলে, সে যেন তা তুলে পরিষ্কার ক'রে খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।" আর তিনি আমাদেরকে খাদ্যপাত্র (বা বাসন) চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে।" *(মুসলিম ৫৪২৬নং)*

وَعَن سَعِيدِ بنِ الحَارِثِ : أَنَّهُ سَأَلَ جَابِراً ﷺ عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ : لاَ ، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعامِ إلاَّ قَلِيلاً ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إلاَّ أَكُفُّنَا، وَسَوَاعِدَنَا ، وَأَقْدَامَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ . رواه البخاري

(৩১১৫) সাঈদ বিন হারেস কর্তৃক বর্ণিত, তিনি জাবের ﷺ-কে আগুনে স্পর্শ করা বস্তু খাওয়ার পর ওযূ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'না। (ওযূ করতে হবে না।) নবী ﷺ-এর যুগে তো আমরা এরূপ খাদ্য খুব কমই পেতাম। আর যখন আমরা তা পেতাম, তখন আমাদের তো হাতের চেটো, হাতের নলা ও পা ছাড়া কোন রুমাল ছিল না। (আমরা এগুলিতে মুছে ফেলতাম।) তারপর (নতুন) ওযূ না করেই আমরা নামায আদায় করতাম।' *(বুখারী ৫৪৫৭নং)*

পরিমিত আহার

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((طَعَامُ الاِثنَينِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَربَعَةِ)). متفق عَلَيْهِ

(৩১১৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।" *(বুখারী ৫৩৯২, মুসলিম ৫৪৮৮নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ)). رواه مسلم

(৩১১৭) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট এবং দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট, আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।" *(মুসলিম ৫৪৮৯নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)).

(৩১১৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুসলিম একটি মাত্র অন্ত্রে খায়, পক্ষান্তরে কাফের খায় সাত অন্ত্রে।" *(বুখারী ৫৩৯৬, মুসলিম ৫৫০০নং, ইবনে মাজাহ)*

وَعَن المِقدَامِ بنِ مَعدِيكَرِبَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فإنْ كانَ لاَ مَحالةَ فثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩১১৯) মিক্বদাম বিন মা'দীকারিব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম

সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট যতটুকুতে তার পিঠ সোজা করে রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয়, তাহলে সে যেন তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং অন্য আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে।" *(তিরমিযী ২৩৮০, ইবনে মাজাহ ৩৩৪৯, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১২১, সহীহুল জামে' ৫৬৭৪নং)*

পান করার আদব-কায়দা

عَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرابِ ثَلاَثاً . متفق عَلَيْهِ

(৩১২০) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করার সময় তিনবার দম নিতেন। (অর্থাৎ তিনি পান পাত্রের বাইরে তিনবার নিঃশ্বাস ফেলতেন।) *(বুখারী ৫৬৩১, মুসলিম ৫৪০৫নং)*

وَعَن أَبي قَتَادَة ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى أنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ . متفق عَلَيْهِ

(৩১২১) আবূ ক্বাতাদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ৫৬৩০, মুসলিম ৬৩৮নং)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلاَثًا وَيَقُولُ « إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ ».

(৩১২২) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন, "এতে বেশী তৃপ্তি আসে বা পিপাসা নিবারণ হয়, পিপাসার কষ্ট থেকে অথবা কোন ব্যাধি সৃষ্টির হাত থেকে বেশী পরিমাণে বাঁচা যায় এবং হজম, পরিপাক ও দেহের উপকার বেশী হয়।" *(মুসলিম ৫৪০৬নং প্রমুখ)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ ، وَعَن يَمِينِهِ أعْرَابيٌّ ، وَعَن يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ﷺ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ أعْطَى الأَعْرَابيَّ ، وَقَالَ : ((اَلأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ)). متفق عَلَيْهِ

(৩১২৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পানি মিশ্রিত দুধ আনা হল। (তখন) তাঁর ডান দিকে এক বেদুঈন ছিল ও বাম দিকে আবূ বাকর ﷺ (বসে) ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি তা পান করে বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, "ডান দিকের ব্যক্তির অগ্রাধিকার রয়েছে, তারপর তার ডান দিকের ব্যক্তির অগ্রাধিকার রয়েছে।" *(বুখারী ৫৬১৯, মুসলিম ৫৪০৮নং)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَن يَمِينِهِ غُلاَمٌ ، وَعَن يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ ، فَقَالَ لِلغُلاَمِ : ((أتَأْذَنُ لِي أنْ أُعْطِيَ هؤُلاَءِ ؟)) فَقَالَ الغُلامُ : لاَ وَاللهِ ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً . فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১২৪) সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শরবত পরিবেশন করা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। আর তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক। আর বাম

দিকে ছিল কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তখন নবী ﷺ বালকটিকে বললেন, "তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি ঐ বয়স্ক লোকগুলিকে আগে পান করতে দিই?" বালকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আপনার কাছ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না।' বর্ণনাকারী বলেন, 'নবী ﷺ তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিলেন।' *(বুখারী ২৬০৫, মুসলিম ৫৪১২নং)*

** উক্ত বালক ইবনে আব্বাস ﷺ ছিলেন।*

মশক ইত্যাদির মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা অপছন্দনীয়, তবে তা হারাম নয়

عَن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ . يعني : أن تُكْسَرَ أفْواهُها ، وَيُشْرَبَ مِنْهَا . متفق عَلَيْهِ

(৩১২৫) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মশকের মুখ বাঁকিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ৫৬২৫, মুসলিম ৫৩৯০নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أن يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ أَوْ القِرْبَةِ . متفق عَلَيْهِ

(৩১২৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে বারণ করেছেন। *(বুখারী ৫৬২৮, মুসলিম ?)*

وَعَن أُمِّ ثابتٍ كَبْشَةَ بِنتِ ثابتٍ أُخْتِ حَسَّانَ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِيِّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً ، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩১২৭) উম্মে ষাবেত কাবশাহ বিনতে ষাবেত, হাস্সান ইবনে ষাবেতের ভগিনী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন এবং একটি ঝুলন্ত মশকের মুখ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। সুতরাং আমি উঠে তার মুখটা কেটে নিলাম। *(তিরমিযী ১৮৯২নং)*

উম্মে সাবেত মশকের মুখটি কেটেছিলেন; যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মুখ স্পর্শকৃত ঐ অংশটুকু সংরক্ষণ করেন, তার দ্বারা বর্কত লাভ করেন এবং অসম্মান থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এ হাদীসটি সরাসরি পাত্রের মুখ থেকে পানি পান করার বৈধতার উপর বর্তানো যায়। আর পূর্বোক্ত হাদীস দু'টি এ ব্যাপারে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গরীতি বর্ণনা করার জন্য এসেছে। আর আল্লাহই বেশি জানেন।

পানি পান করার সময় তাতে ফুঁ দেওয়া মাকরূহ

عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ : أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَن النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : القَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ ؟ فَقَالَ : ((أَهرِقْهَا)) . قَالَ : إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : ((فَأَبِنِ القَدَحَ

إِذًا عَنْ فِيكَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩১২৮) আবূ সাইদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানীয় পানকালে তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। একটি লোক নিবেদন করল, 'পানপাত্রে (যদি) আমি খড়কুটো দেখতে পাই?' তিনি বললেন, "তাহলে তা ঢেলে ফেলে দাও।" সে নিবেদন করল, 'এক শ্বাসে পানি পান ক'রে আমার তৃপ্তি হয় না।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি পেয়ালা মুখ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করো।" *(তিরমিযী ১৮৮৭নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩১২৯) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ১৮৮৮নং)*

দাঁড়িয়ে পান করা

দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ; কিন্তু বসে পান করা সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ রীতি। এ মর্মে কাব্শার পূর্বোক্ত হাদীসটি দ্রষ্টব্য।

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. متفق عَلَيْهِ

(৩১৩০) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেছেন।' *(বুখারী ১৬৩৭, ৫৬১৭, মুসলিম ৫৩৯৯নং)*

وَعَنِ النَّزَّالِ بنِ سَبْرَةَ ﷺ ، قَالَ : أَتَى عَلِيٌّ ﷺ بَابَ الرَّحْبَةِ ، فَشَرِبَ قَائِماً ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ . رواه البخاري

(৩১৩১) নাযযাল ইবনে সাবরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুফা নগরীর 'রাহবাহ'র দ্বার প্রান্তে আলী ﷺ এসে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন এবং বললেন, 'আমি নবী ﷺ-কে ঠিক এভাবে (পান) করতে দেখেছি, যেভাবে তোমরা আমাকে (পান) করতে দেখলে।' *(বুখারী ৫৬১৫নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأكُلُ وَنَحْنُ نَمشِي ، وَنَشْرَبُ ونَحْنُ قِيامٌ . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩১৩২) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা চলতে চলতে আহার করতাম এবং দাঁড়িয়ে পান করতাম।' *(তিরমিযী ১৮৮০নং)*

وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ﷺ ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وقَاعِداً . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩১৩৩) আম্র ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে তিনি স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করতে দেখেছি।' *(তিরমিযী ১৮৮৩নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى أَن يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً . قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا لأَنَسٍ : فَالأَكْلُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَشَرُّ ـ أَوْ أَخْبَثُ ـ رواه مسلم . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَن الشُّرْبِ قائِماً .

(৩১৩৪) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ লোককে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ বলেন, আমরা আনাস ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, 'আর (দাঁড়িয়ে) খাওয়া?' তিনি বললেন, 'তা তো আরো মন্দ বা আরো জঘন্য কাজ।' *(মুসলিম ৫৩৯৪নং)*

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيء)). رواه مسلم

(৩১৩৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই দাঁড়িয়ে পান না করে। আর যদি ভুলে যায় (ভুলবশতঃ পান করে ফেলে), তাহলে সে যেন বমি ক'রে দেয়।" *(মুসলিম ৫৩৯৮নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ: ((قِه)) قَالَ: لِمَهْ؟ قَالَ: ((أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟)) قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ)).

(৩১৩৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে দাঁড়িয়ে পান করছে। তিনি তাঁকে বললেন, "বমি ক'রে ফেলো।" সে বলল, 'কেন?' তিনি বললেন, "তুমি কি এতে খুশী হবে যে, তোমার সাথে বিড়ালও পান করুক?" সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, "কিন্তু তোমার সাথে এমন কেউ পান করেছে, যে বিড়াল থেকেও নিকৃষ্ট, শয়তান।" *(আহমাদ ৮০০৩, সিঃ সহীহাহ ১৭৫নং)*

পানীয় পরিবেশনকারীর সবার শেষে পান করা উত্তম

عَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((سَاقِيُ القَومِ آخِرُهُمْ شُرْباً)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩১৩৭) আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "লোকদেরকে পানি পরিবেশনকারী তাদের সবার শেষে পান করবে।" *(তিরমিযী ১৮৯৪নং)*

পান-পাত্রের বিবরণ

সোনা-রূপা ছাড়া সমস্ত পবিত্র পানপাত্রে পান করা জায়েয। আর বিনা পাত্রে ও হাত না লাগিয়ে সরাসরি নদী ইত্যাদির পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা বৈধ এবং পানাহার, ওযূ তথা সমস্ত কাজে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার হারাম।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ مَن كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ ، وبَقِيَ قَوْمٌ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ ، فَصَغُرَ المَخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ . قَالُوا : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً . متفق عَلَيْهِ ، هذه رواية البخاري

وفي رواية لَهُ ولمسلم : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ، فَوَضَعَ أصابعَهُ فِيهِ . قَالَ أنسٌ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْن أصَابِعِهِ ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ .

(৩১৩৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একবার নামাযের সময় উপস্থিত হলে যাঁদের বাড়ি কাছে ছিল, তাঁরা (ওযূ করার জন্য) বাড়ি গেলেন। আর কিছু লোক থেকে গেলেন (তাঁদের কোন ওযূর ব্যবস্থা ছিল না)। সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে একটি পাথরের পাত্রে পানি আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর মুঠি খোলাও মুশকিল ছিল। তা থেকেই সমস্ত লোকে ওযূ করলেন।’ (আনাসকে উপস্থিত) লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনারা কতজন ছিলেন?’ তিনি বললেন, ‘আশিজনেরও বেশি।’ *(বুখারী ১৯৫নং, এটি বুখারীর বর্ণনা)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এবং মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, নবী ﷺ একটি পানির পাত্র চাইলেন। সুতরাং তাঁর জন্য প্রশস্ত একটি অগভীর (চিতরে) পেয়ালা আনা হল, যাতে সামান্য পানি ছিল। তারপর তিনি স্বীয় আঙ্গুলগুলি ঐ পানিতে রাখলেন। আনাস ﷺ বললেন, ‘আমি তাঁর আঙ্গুলসমূহের ফাঁক দিয়ে পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে দেখছিলাম। অনুমান ক’রে দেখলাম, ওযূকারীদের সংখ্যা প্রায় সত্তর থেকে আশিজনের মাঝামাঝি ছিল।’ *(বুখারী ২০০, মুসলিম ৬০৮০নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ ﷺ ، قَالَ : أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري

(৩১৩৯) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী ﷺ একবার আমাদের নিকট এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম, তিনি (তা দিয়ে) ওযূ করলেন।’ *(বুখারী ১৯৭নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا)). رواه البخاري

(৩১৪০) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক আনসারীর নিকট গেলেন। আর তাঁর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “যদি তোমার মশকে রাতের বাসী পানি থাকে, তাহলে নিয়ে এসো; নচেৎ সরাসরি পানিতে মুখ লাগিয়ে পান ক’রে নেব।” *(বুখারী ৫৬১৩, ৫৬২১নং)*

وَعَن حُذَيفَةَ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالشُّربِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَقَالَ : ((هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১৪১) হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ আমাদেরকে পাতলা ও মোটা রেশমী কাপড়

পরতে ও সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন, “তা হল তাদের (কাফেরদের) জন্য দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য পরকালে।” *(বুখারী ৫৮৩১, মুসলিম ৫৫১৫নং)*

وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : ((اَلَّذِيْ يَشْرَبُ فِي آنِيَـةِ الفِـضَّةِ ، إنَّمَـا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)). متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية لمسلم : ((إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ)) .

وفي رواية لَهُ : ((مَنْ شَرِبَ فِي إناءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّم)).

(৩১৪২) উম্মে সালামাহ ﵂ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্‌ ক’রে পান করে।”

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে ।”

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্‌ ক’রে পান করে।” *(বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ৫৫০৬নং)*

عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِنَّا نُجَـاوِرُ أَهْـلَ الْكِتَـابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِى قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِى آنِيَتِهِمُ الْخَمْـرَ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ –صـلى الله عليـه وسلم– « إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُـوا وَاشْـرَبُوا ».

(৩১৪৩) একদা আবূ ষা’লাবাহ খুশানী ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমরা আহলে কিতাবদের পাশাপাশি বাস করি। আর তারা তাদের পাত্রে শূকর রান্না করে এবং মদ পান করে। (এখন আমরা কি তাদের পাত্রে পানাহার করতে পারি?) উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “যদি তোমরা তা ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাতেই পানাহার কর। আর যদি তা ছাড়া অন্য পাত্র না পাও, তাহলে তা ধুয়ে নাও এবং তাতে পানাহার কর।” *(আবূ দাউদ ৩৮৪১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً)).

(৩১৪৪) আবূ হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়ে যাবে, তখন তাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেবে। তারপর তাকে বাইরে নিক্ষেপ করবে। কারণ, তার দুটি ডানার মধ্যে একটিতে রোগজীবাণু আছে আর অপরটিতে আছে রোগমুক্তি। (পানীয় বস্তুতে পড়ে যাওয়া অবস্থায়) মাছি যে ডানাতে রোগজীবাণু আছে সেটিকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। অতএব তা সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়ার পর নিক্ষেপ করা উচিত।” *(বুখারী ৩৩২০, ৫৭৮২নং, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

عن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم – قَالَ : «...وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلاَ يجلس عَلَى مائدةٍ يُدارُ عَلَيْهَا الْخمر».

(৩১৪৫) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন কখনই সেই ভোজ-মজলিসে না বসে যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়।" *(আহমাদ ১৪৬৫১, তিরমিযী ২৮০১, হাকেম)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)).

(৩১৪৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি হাতে গোশ্তের গন্ধ ও চর্বি না ধুয়ে তা নিয়েই ঘুমায়, অতঃপর কোন বিপদ ঘটে, তাহলে সে যেন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ না করে।" *(আহমাদ ৭৫৬৯, আবূ দাউদ ৩৮৫২, তিরমিযী ১৮৬০, ইবনে মাজাহ ৩২৯৭, দারেমী ২০৬৩নং)*

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ)).

(৩১৪৭) আবূ আইয়ূব ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের খিলালকারিগণ উত্তম (বা প্রশংসনীয়)।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৬৭নং)* ইবনে উমার বলেন, 'যে খিলাল ত্যাগ করে, তার দাঁত দুর্বল হয়ে যায়।' *(ত্বাবারানীর কাবীর, ইরওয়াউল গালীল ১৯৭৪নং)*

عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُكُمْ شِبَعًا فِى دَارِ الدُّنْيَا)).

(৩১৪৮) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি ঢেকুর তুললে তিনি তাকে বললেন, "আমাদের নিকট তোমার ঢেকুর তোলা বন্ধ কর। দুনিয়ায় যে অধিক পরিতৃপ্ত হয়, কিয়ামতে সে অধিক ক্ষুধার্ত হবে।" *(তিরমিযী ২৪৭৮, ইবনে মাজাহ ৩৩৫০নং)*

আবূ জুহাইফা ﷺ বলেন, একদা গোশ্ত-রুটির সারীদ খেয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে ঢেকুর তুললে তিনি তাঁকে বললেন, "ওহে! আমাদের নিকট তোমার ঢেকুর তোলা বন্ধ কর। কারণ, দুনিয়ায় যে অধিক পরিতৃপ্ত হয়, কিয়ামতে সে অধিক ক্ষুধার্ত হবে।"

এ হাদীস শোনার পর তিনি মরণকাল পর্যন্ত কোনদিন পেট পুরে খানা খাননি। তিনি রাতের খাবার খেলে, দুপুরের খাবার খেতেন না এবং দুপুরের খাবার খেলে আর রাতের খাবার খেতেন না। *(আল-ইস্তিআব ৪/১৬২০, উসুদুল গাবাহ ৪/৪০০)*

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ)).

(৩১৪৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতে বান্দাকে নিয়ামত সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে, তা হল এই যে, আমি কি তোমার শরীরকে সুস্থ

রাখিনি এবং ঠান্ডা পানি দিয়ে পিপাসামুক্ত করিনি?” (তিরমিযী ৩৩৫৮, হাকেম ৭২০৩, সিঃ সহীহাহ ৫৩৯নং)

শয়ন ও নিদ্রার আদব

ঘুমন্ত, (অনুপস্থিত) ইত্যাদি অবস্থায় ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ না নিভিয়ে ছেড়ে রাখা নিষেধ

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ)). متفق عليه

(৩১৫০) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন তোমাদের ঘরগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِشَأنِهِم ، قالَ : ((إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ ، فَأَطْفِئُوهَا)). متفق عليه

(৩১৫১) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাতের বেলায় মদীনার এক ঘরে আগুন লেগে ঘরের লোকজনসহ পুড়ে গেল। এদের অবস্থা নবী ﷺ-এর নিকট জানানো হলে তিনি বললেন, “এ আগুন নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য চরম শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন (তোমাদের নিরাপত্তার খাতিরে) তা নিভিয়ে দাও।” *(বুখারী ৬২৯৪, মুসলিম ৫৩৭৭নং)*

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رسول الله ﷺ: « إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحْرِقَكُمْ ».

(৩১৫২) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ো। কারণ শয়তান (ইঁদুর) এর মতো কিছুকে (বাতি) এর প্রতি পথনির্দেশ ক’রে তোমাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলবে।” *(আবূ দাঊদ ৫২৪৯নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((غَطُّوا الإِنَاءَ ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ. وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً ، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً ، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوداً ، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللّهِ ، فَلْيَفْعَل ، فَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ)). رواه مسلم

(৩১৫৩) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “(রাত্রে ঘুমাবার আগে) তোমরা পাত্র ঢেকে দাও, পানির মশকের মুখ বেঁধে দাও, দরজাসমূহ বন্ধ ক’রে দাও, প্রদীপ নিভিয়ে দাও। কেননা, শয়তান মুখ বাঁধা মশক খুলে না, বন্ধ দরজাও খুলে না এবং পাত্রের ঢাকনাও উন্মুক্ত করে না। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি পাত্রের মুখে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আড় ক’রে রাখার জন্য কেবল একটি কাষ্ঠখন্ড ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তাহলে সে যেন তাই করে।

কারণ ইঁদুর ঘরের লোকজনসহ ঘর পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেয়।" *(মুসলিম ৫৩৬৪নং)*

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ طَاهِرًا إلا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ كُلَّمَا تَقَلَّبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ كَمَا بَاتَ طَاهِرًا)).

(৩১৫৪) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে কোন বান্দা ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তার অন্তর্বাসে এক ফিরিশ্তাও রাত্রিযাপন করেন। সুতরাং যখনই সে জাগ্রত হয় তখনই ঐ ফিরিশ্তা বলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দা অমুককে ক্ষমা করে দাও, কারণ সে ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে।" *(ত্বাবারানী ১৩৪৪৬, ইবনে হিব্বান ১০৫১, সহীহ তারগীব ৫৯৪নং)*

শয়নকালে যা বলতে হয়

عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قَالَ : ((اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيْك ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأ وَلاَ مَنْجا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)). رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه

(৩১৫৫) বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন এবং এই দুআ পড়তেন ঃ-

'আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা অ অজ্জাহতু অজহিয়া ইলাইক, অফাউওয়াযতু আমরী ইলাইক, অ আলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগ্বাতাঁউ অরাহবাতান্ ইলাইক, লা মাল্জাআ অলা মান্জা মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা অ নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্ত।'

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ করেছি, আমার মুখমন্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি। *(বুখারী ৬৩১১নং, এই শব্দমালায়, আদব অধ্যায়)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلْصَّلاَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ ...)) وذكَرَ نَحْوَهُ، وفيه: ((وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১৫৬) উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি যখন তোমার বিছানায় (ঘুমাবার জন্য) আসবে, তখন তুমি নামাযের ওযূর মত ওযূ কর। অতঃপর ডান পার্শ্বে শুয়ে (পূর্বোক্ত দুআটি) দুআ পাঠ কর ।" অতঃপর বর্ণনাকারী ঐ দুআটি উল্লেখ

করলেন। আর এ বর্ণনায় আছে যে, "ওই দুআটিকেই সবশেষে পাঠ কর।" *(বুখারী ২৪৭, মুসলিম ৭০৫৭নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, "এই দুআ বলার পর যদি তোমার ঐ রাত্রেই মৃত্যু হয় তাহলে তোমার মরণ ইসলামী প্রকৃতির উপর হবে। ঐ সময় যা তুমি বলবে তার সব শেষে এই দুআটি বলো।" *(বুখারী ৬৩১১নং, মুসলিম ৭০৫৭নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا)) وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : ((الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)). رواه البخاري

(৩১৫৭) হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিতে যখন শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন তিনি গালের নীচে হাত রেখে এই দুআ পড়তেন ঃ 'আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু অ আহয়্যা।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।

আর যখন জাগতেন তখন বলতেন ঃ 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহয়্যা-না বা'দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর।' অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(বুখারী ৬৩১৪নং)*

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لِنَوْفَلٍ « اقْرَأْ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ ».

(৩১৫৮) ফারওয়াহ বিন নাওফাল তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা নবী ﷺ নাওফালকে বললেন, "তুমি (কুল ইয়্যা আইয়্যু হাল কা-ফিরূন) পাঠ কর, অতঃপর এর শেষে নিদ্রা যাও। কারণ উক্ত সূরা শির্ক থেকে মুক্তি পেতে উপকারী।" *(আবু দাউদ ৫০৫৭, তিরমিযী ৩৪০৩, নাসাঈর কুবরা ১০৬৩৬, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬০২নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِى الْمِيزَانِ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِى الْمِيزَانِ ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ « يَأْتِى أَحَدَكُمْ – يَعْنِى الشَّيْطَانَ – فِى مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ وَيَأْتِيهِ فِى صَلاَتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا ».

(৩১৫৯) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "দুটি এমন অভ্যাস যাতে কোন মুসলিম যত্নবান হলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অভ্যাস দুটি বড়

সহজ, কিন্তু এতে অভ্যাসী ব্যক্তি খুবই কম; প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে দশবার 'সুবহা-নাল্লাহ', দশবার 'আলহামদু লিল্লা-হ', এবং দশবার 'আল্লা-হু আকবার' পাঠ করবে। (পাঁচ অক্তে) এগুলির সমষ্টি মুখে হল মাত্র দেড় শত; কিন্তু (নেকীর) মীযানে হবে দেড় হাজার। অনুরূপ শয্যাগ্রহণের সময়ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার', ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লা-হ' এবং ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ' পাঠ করবে। মুখে এগুলোর সমষ্টি হল একশত, কিন্তু মীযানে হবে এক হাজার।"

(আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ বলেন,) আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে উক্ত যিক্র গুনতে দেখেছি। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অভ্যাস দুটি বড় সহজ অথচ এতে অভ্যাসী ব্যক্তি খুবই কম, তা কি করে হয়?' তিনি বললেন, "(কারণ,) শয়নকালে শয়তান তোমাদের কারো নিকট উপস্থিত হয়; অতঃপর ঐগুলো বলার পূর্বেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অনুরূপ নামাযের সময়ও উপস্থিত হয়; ফলে ঐগুলো বলার পূর্বে তার কোন জরুরী কাজ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(আবু দাউদ ৫০৬৭, তিরমিযী ৩৪১০, নাসাঈ ১৩৪৮, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬০৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ)).

(৩১৬০) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রমযানের যাকাত পাহারা দেওয়ার হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি ঐ যাকাতের মাল পাহারা দিচ্ছিলেন। কয়েক রাত্রি শয়তান এসে মাল চুরি করে নিয়ে যায়। অবশেষে শেষরাত্রে সে তাঁকে বলে যায়, 'বিছানায় শয়ন করে "আয়াতুল কুরসী" {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করো। এতে তোমার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে এক হিফাযতকারী হবে। ফলে শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

আবু হুরাইরা ﷺ একথা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "জেনে রেখো ও সত্যই বলেছে অথচ ও ভীষণ মিথ্যুক। (তিন তিন রাত্রি তুমি কার সাথে কথা বলেছ তা জানো কি আবু হুরাইরা?" আবূ হুরাইরা বলেন, আমি বললাম, 'না।' রসূল ﷺ বললেন,) "ও ছিল শয়তান!" *(বুখারী ৩২৭৫নং, ইবনে খুযাইমা, প্রমুখ)*

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ».

(৩১৬১) মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে কোনও মুসলিম যখনই ওযু অবস্থায় রাত্রিযাপন করে, অতঃপর রাত্রিতে (সবাক) জেগে উঠে ইহকাল ও পরকাল বিষয়ক কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে, তখনই আল্লাহ তাকে তা প্রদান করে থাকেন।" *(আবু দাউদ ৫০৪৪, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৫৯৫নং)*

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

(৩১৬২) উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে (ঘুমাতে ঘুমাতে সবাক) জেগে উঠলে বলে,

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল হামদু লিল্লা-হ, অসুবহা-নাল্লাহ, অলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ অল্লা-হু আকবার, অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থাৎ- 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক,তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সমুদয় প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ মহাপবিত্র, আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান, আর আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত (নড়া-সরা করার এবং) পাপ হতে ফিরার ও সৎকর্ম করার কোন সাধ্য কারো নেই।'

অতঃপর সে ব্যক্তি যদি *'আল্লাহুম্মাগফিরলী,* (অর্থাৎ আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও) বলে অথবা কিছু প্রার্থনা করে, তবে তা তার নিকট থেকে মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর যদি সে ওযু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা হয়।" *(বুখারী ১১৫৪নং, আসহাবে সুনান)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَـةً ، فَـإِذَا طَلَـعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১৬৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ রাতে এগারো রাকআত নামায পড়তেন। যখন ফজর উদয় হত, তখন তিনি দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন, তারপর তাঁর ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন; শেষ পর্যন্ত মুআয্যিন এসে তাঁকে (জামাআতের সময় হওয়ার) খবর জানাত।' *(বুখারী ৬৩১০, মুসলিম ১৭৫১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَعَـدَ مَقْعَـداً لَـمْ يَـذْكُرِ اللهَ تَعَـالَى فِيـهِ ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى تِرَةٌ ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضجَعاً لاَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيهِ ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِـنَ اللهِ تِرَةٌ)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن

(৩১৬৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্র করে না, (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে। আর যে ব্যক্তি এমন জায়গায় শয়ন করে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্র করে না, (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে।" *(আবু দাউদ ৪৮৫৮নং, হাসান)*

শয়নের অন্যান্য আদব

وَعَنْ يَعِيشَ بنِ طِخْفَةَ الغِفَارِيِّ رَضِـيَ اللهُ عَنهُمَـا ، قَـالَ : قَـالَ أَبـي : بَينَمَـا أَنَـا مُـضْطَجِعٌ فِـي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجلِهِ ، فَقَالَ : ((إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ)) ، قَـالَ : فَنظَرْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

(৩১৬৫) য়্যাঈশ ইবনে ত্বিখফাহ্ গিফারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, একদা আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় একটি লোক আমাকে পা দিয়ে নড়িয়ে বলল, "এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।" তিনি বলেন, 'আমি তাকিয়ে দেখলাম তো তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন।' *(আবূ দাউদ ৫০৪২, সহীহ সনদ, আহমাদ ২/২৮৭, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৭১, সহীহুল জামে' ২২৭০ নং)*

عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ رَضِـيَ اللهُ عَنهُمَـا : أَنَّـه رَأَى رَسُـولُ اللهِ ﷺ مُـسْتَلْقِياً فِي الْمَـسْجِدِ ، وَاضِـعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১৬৬) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে এমনভাবে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তিনি একটি পা অন্য পায়ের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। *(বুখারী ৪৭৫, ৫৯৬৯ মুসলিম ৫৬২৬নং)*

*** পায়ের উপর পা (খাড়া রেখে) চাপিয়ে শুতে আল্লাহর নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। *(আহমাদ ১৩৭৬৬, মুসলিম ২০৯৯, তিরমিযী ২৭৬৭নং)*

অবশ্য লজ্জাস্থান বের হওয়ার ভয় মোটেই না থাকলে পা দুটিকে লম্বালম্বিভাবে বিছানায় ফেলে রেখে একটিকে অপরটির উপরে চাপিয়ে রেখে শোওয়া হারাম নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ কখনো কখনো পায়ের উপর পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছেন। *(বুখারী ৫৯৬৯, মুসলিম ২১০০নং প্রমুখ)* খলীফা উমার ও উষমানও এইভাবে শুয়েছেন। *(বুখারী ৪৭৫নং)*

عَنْ عَلِيٍّ بن شَيْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم: « مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ (أو حجاب) فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ».

(৩১৬৭) আলী বিন শাইবান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন ঘরের ছাদে রাত্রিযাপন করে, যার কোন আড়াল নেই, সে ব্যক্তির উপর থেকে (নিরাপত্তার) দায়িত্ব উঠে যায়।" *(আহমাদ ২০২২৫, আল-আদাবুল মুফরাদ ১১৯২, আবূ দাউদ ৫০৪৩নং)*

عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: ((مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى ، وَكانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ)).

(৩১৬৮) আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে এই নিয়ত (সংকল্প) করে যে ব্যক্তি নিজ বিছানায় আশ্রয় নেয়, অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় তাকে নিদ্রাভিভূত করে ফেলে এবং যদি এই অবস্থাতেই তার ফজর হয়ে যায়, তবে তার আমলনামায় তাই লিপিবদ্ধ হয় যার সে নিয়ত (সংকল্প) করেছিল। আর তার ঐ নিদ্রা তার প্রতিপালকের তরফ হতে সদকাহ (দান) রূপে প্রদত্ত হয়।" *(নাসাঈ ১৭৮৭, ইবনে মাজাহ*

১৩৪৪, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৫৯৮নং)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ ».

(৩১৬৯) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে উযূ করে, সে যেন তিনবার নাক ঝাড়ে। কেননা শয়তান তার নাকের অনেক ভিতরে রাত্রিযাপন করে।" *(বুখারী ৩২৯৫, মুসলিম ৫৮৭নং)*

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ: ((قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لاَ تَقِيلُ)).

(৩১৭০) আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলেছেন, "তোমরা দুপুর বেলায় একটু ঘুমিয়ে বিশ্রাম নাও। কারণ, শয়তানরা ঐ সময় বিশ্রাম নেয় না।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ২৮, সহীহুল জামে' ৪৪৩১নং)*

স্বপ্ন ও তার আনুষঙ্গিক বিবরণ

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } [الروم : ٢٣]

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে তোমাদের রাতের বেলায় ও দিবাভাগে ঘুমানো। *(সূরা রূম ২৩ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبوَّةِ إلاَّ المُبَشِّرَاتِ)) قَالُوا : وَمَا المُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ : ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)). رواه البخاري

(৩১৭১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "সুসংবাদ ছাড়া নবুঅতের কিছু বাকি থাকবে না।" লোকেরা প্রশ্ন করল, 'সুসংবাদ কি?' তিনি বললেন, "সুস্বপ্ন।" *(বুখারী ৬৯৯০নং)*

وَعَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

وفي رواية : ((أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا ، أَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً)).

(৩১৭২) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "(কিয়ামতের) নিকটবর্তী যুগে মু'মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুঅতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।" (অর্থাৎ, মু'মিন স্বপ্ন যোগে ভবিষ্যতের খবর জানতে পারে। যেমন, অহীর দ্বারা পয়গম্বরদেরকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত করা হত।) *(বুখারী ৭০১৭, মুসলিম ৬০৪২নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সত্য কথা বলে, তার স্বপ্ন সবচেয়ে বেশি সত্য।"

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ – أَوْ كَأَنَّما رَآنِي فِي

الْيَقَظَةِ – لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১৭৩) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দর্শন করল, সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করবে অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখল। কেননা, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" *(বুখারী ৬৯৯৩, মুসলিম ৬০৫৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ)).

(৩১৭৪) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে সে সত্যই আমাকে দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" *(বুখারী ১১০, ৬১৯৭নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤيَا يُحِبُّهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ : فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ ـ وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ ، فإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ ؛ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১৭৫) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দর্শন করে যা তার কাছে প্রীতিকর, তখন তা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং সে তা (স্বপ্ন) ব্যক্ত করে।" অন্য বর্ণনায় আছে যে, "সে যেন তা তার প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত না করে। আর যখন তাছাড়া কোন অপ্রীতিকর স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তা নিঃসন্দেহে শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার অনিষ্ট থেকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা ব্যক্ত না করে। কেননা, (তাহলে) তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" *(আহমাদ ১১০৫৪, বুখারী ৬৯৮৫, ৭০৪৫, মুসলিম ?)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا وَكُنْتُ أَنَامُ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَرَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِى فَذَهَبَا بِى إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِىَ مَطْوِيَّةٌ كَطَىِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَىِ الْبِئْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ – قَالَ – فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِى لَمْ تُرَعْ.

(৩১৭৬) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি ছিল, যখন সে স্বপ্ন দেখত, তখনই তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করত। সুতরাং আমিও আশা করলাম যে, যদি আমি কোন স্বপ্ন দেখতাম, তাহলে তা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করতাম। আমি ছিলাম নব্য তরুণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমি মসজিদে শয়ন করতাম। একদা স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশ্তা আমাকে ধরে নিয়ে দোযখের দিকে গেলেন। দেখলাম তা যেন কুয়ার পাড় বাঁধানোর মতো পাড় বাঁধানো এবং কুয়ার মতোই তার দুটি খুঁটি রয়েছে। আর তাতে রয়েছে এমন লোক, যাদেরকে আমি চিনি। সুতরাং আমি 'আঊযু বিল্লাহি মিনান্নার' বলতে লাগলাম। অতঃপর অন্য এক ফিরিশ্তা আমাদের সাথে মিলিত হলেন এবং আমাকে বললেন, 'ভয় পেয়ো না।' *(বুখারী ১১২১, মুসলিম ৬৫২৫নং)*

عَنْ جَابِرٍ عن النَّبِىِّ ﷺ قَالَ « لاَ يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِى مَنَامِهِ ».

(৩১৭৭) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যেন কেউ তার স্বপ্নের মধ্যে শয়তানের খেলার কথা কারো নিকট অবশ্যই বর্ণনা না করে।" *(মুসলিম ৬০৬৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَبُشْرَى مِنْ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ...)).

(৩১৭৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "স্বপ্ন হল তিন প্রকার ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, মনের কল্পনা এবং শয়তানের ভীতিপ্রদর্শন।" *(আহমাদ ৯১২৯, ইবনে মাজাহ ৩৯০৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "শয়তানের পক্ষ থেকে ভয়ানক স্বপ্ন, যার দ্বারা সে আদম-সন্তানকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকে।" *(ইবনে মাজাহ ৩৯০৭নং)*

وَعَنْ أَبِي قَتَادَة ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ـ وفي رواية : الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ ـ مِنَ اللهِ ، وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَن شِمَالِهِ ثَلاَثاً ، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ فإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩১৭৯) আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন, "সুস্বপ্ন (অন্য এক বর্ণনায় আছে) সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কুস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। অতএব যে অপ্রীতিকর কিছু দেখবে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার হাল্কাভাবে থুথু মারে ও শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" *(বুখারী ৫৭৪৭, মুসলিম ৬০৩৪নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثاً ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثاً ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ)). رواه مسلم

(৩১৮০) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ তার অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু মারে এবং শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর যে পার্শ্বে সে শুয়ে থাকে, সে পার্শ্ব যেন বদল

ক'রে নেয়।" *(মুসলিম ৬০৪১নং)*

وَعَنْ أَبِي الأسقَعِ وَاثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((إنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ)).

رواه البخاري

(৩১৮১) আবুল আসক্বা' ওয়াযেলাহ ইবনে আসক্বা' ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ হল সেই ব্যক্তির কাজ, যে অপরের বাপকে নিজ বাপ বলে দাবি করে অথবা তার চক্ষুকে তা দেখায় যা সে (বাস্তবে) দেখেনি। (অর্থাৎ, স্বপ্ন দেখার মিথ্যা দাবি করে।) অথবা আল্লাহর রসূল ﷺ যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে।" *(বুখারী ৩৫০৯নং)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)).

(৩১৮২) ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, যা সে দেখেনি সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু'টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না। (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।) যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন ছবি (বা মূর্তি) তৈরী করবে (কিয়ামতে) তাকে আযাব দেওয়া হবে অথবা ঐ ছবি (বা মূর্তি)তে রূহ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তাতে কখনই সক্ষম হবে না।" *(আহমাদ ১৮৬৯, বুখারী ৭০৪২, আবূ দাউদ ৫০২৪, তিরমিযী ১৭৫১নং)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ)).

(৩১৮৩) ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সব চেয়ে বড় মিথ্যা ও গড়া কথার অন্যতম এই যে, মানুষ স্বপ্নে যা দেখে না, তা দেখেছে বলে দাবী করা (বা প্রচার করা)।" *(আহমাদ ৫৭১১, বুখারী ৭০৪৩নং)*

সফরের আদব-কায়দা

বৃহস্পতিবার সকালে সফরে বের হওয়া উত্তম

عَنْ كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيسِ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ . متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية في الصحيحين: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الخَمِيسِ.

(৩১৮৪) কা'ব ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ তাবুক অভিযানে বৃহস্পতিবার বের হলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার (সফরে) বের হওয়া পছন্দ করতেন। *(বুখারী ২৯৪৭, মুসলিম ৭১৯২নং)*

বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনে কমই সফরে বের হতেন।

(প্রকাশ থাকে যে, বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়ার কথা মুসলিম শরীফে নেই।)

وَعَنْ صَخرِ بنِ وَدَاعَةَ الغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)). وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ . وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِراً ، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَار ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ: ((حديث حسن))

(৩১৮৫) স্বাখ্‌র ইবনে অদাআহ গামেদী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের জন্য তাদের সকালে বরকত দাও।" আর তিনি যখন সেনার ছোট বাহিনী অথবা বড় বাহিনী পাঠাতেন, তখন তাদেরকে সকালে রওয়ানা করতেন। স্বাখ্‌র ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর ব্যবসার পণ্য সকালেই প্রেরণ করতেন। ফলে তিনি (এর বর্কতে) ধনী হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মাল প্রচুর হয়েছিল। *(আবূ দাউদ ২৬০৮, তিরমিযী ১২১২নং)*

সফরকারীকে উপদেশ দেওয়া, বিদায় দেওয়ার দুআ পড়া ও তার কাছে নেক দুআর নিবেদন ইত্যাদি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } [البقرة : ١٣٢-١٣٣]

অর্থাৎ, ইব্রাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে (ইসলাম ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করো না। ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন নিজ পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে। তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার উপাস্য ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী। *(সূরা বাক্বারাহ ১৩২- ১৩৩ আয়াত)*

এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে তন্মধ্যে ঃ-

حَدِيثُ زَيدِ بنِ أَرقَمٍ ﷺ – الَّذِي سَبَقَ فِي بَابِ إِكرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ – قَالَ : قَامَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ فِينَا خَطِيباً ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ ، أَوَّلُهُمَا : كِتَابُ اللهِ ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ)) ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، وَرَغَّبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ: ((وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي)). رواه مسلم، وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ.

(৩১৮৬) যায়েদ ইবনে আরক্বামের হাদীস যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পরিচ্ছেদে অতীত হয়ে গেছে, তাতে যায়দ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমাদের মাঝে উঠে ভাষণ দান করলেন; তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন তাঁর গুণ বর্ণনা করলেন এবং উপদেশ ও নসীহত করলেন ও বললেন, "অতঃপর হে জনমন্ডলী! শোন! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমার প্রতিপালকের দূত আমার নিকট পৌঁছে যাবে। আর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব। এমতাবস্থায় আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী (সম্মানিত) বস্তু রেখে যাচ্ছি, প্রথমটি আল্লাহর কিতাব; যাতে হিদায়াত ও আলো নিহিত আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো।"

অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাব (মান্য করার) ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন এবং তার প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন। তারপর তিনি বললেন, "দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে আমার পরিবার-পরিজন। আমি তোমাদেরকে আমার 'আহলে বায়ত' (পরিবার)এর ব্যাপারে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। (যেন তাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করো না।)" *(মুসলিম ৬৩৭৮নং, হাদীসটি পূর্ণরূপে পূর্বে গত হয়েছে।)*

وَعَن أَبِي سُلَيمَانَ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ ﷺ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيماً رَفِيقاً ، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا ، فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُم وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا ، وَصَلُّوا كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ .

زاد البخاري في رواية لَهُ : ((وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) .

(৩১৮৭) আবূ সুলায়মান মালেক ইবনে হুওয়াইরিষ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় নব যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিশ দিন অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপরবশ ছিলেন। তাই তিনি ধারণা করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। সেহেতু তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারে কাকে ছেড়ে এসেছি? সুতরাং আমরা তাঁকে জানালে তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝেই বসবাস কর। তাদেরকে শিক্ষা দান কর এবং তাদেরকে (ভাল কাজের) আদেশ দাও। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। সুতরাং যখন নামাযের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে

যে বড় সে ইমামতি করবে।” *(বুখারী ৬৩১, মুসলিম ১৫৬৭নং)*

বুখারীর বর্ণনায় এরূপ বাড়তিভাবে আছে যে, “আমাকে তোমরা যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ, ঠিক সেইভাবেই নামায পড়।”

وَعَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ : أنَّ عَبدَ اللّهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا، كَانَ يَقُولُ للرَّجُلِ إذَا أرَادَ سَفَراً: اُدْنُ مِنِّي حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا ، فَيَقُولُ : ((أَسْتَوْدِعُ اللّهَ دِينَكَ ، وَأمَانَتَكَ ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩১৮৮) সালেম বিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতে বর্ণিত, সফরকারীকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বলতেন, আমার নিকটবর্তী হও, তোমাকে ঠিক সেইভাবে বিদায় দেব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিদায় দিতেন। সুতরাং তিনি বলতেন, ‘আস্তাউদিউল্লা-হা দীনাকা অআমা-নাতাকা অখাওয়াতীমা আমালিক।’ অর্থাৎ, তোমার দ্বীন, তোমার সততা এবং তোমার কাজের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম। *(তিরমিযী ৩৪৪৩নং)*

وَعَن عَبدِ اللّهِ بنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ الصَّحَابيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إذَا أرَادَ أنْ يُوَدِّعَ الجَيشَ ، قَالَ : ((أسْتَوْدِعُ اللّهَ دِينَكُمْ ، وَأمَانَتَكُمْ ، وَخَوَاتِيمَ أعْمَالِكُمْ)). حديث صحيح ، رواه أبُو داود وغيره بإسناد صحيح

(৩১৮৯) সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে য়্যাযীদ খাত্বমী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সেনাবাহিনীকে বিদায় জানাতেন, তখন এই দুআ বলতেন, ‘আস্তাওদিউল্লাহা দ্বীনাকুম অআমানাতাকুম অখাওয়াতীমা আ’মালিকুম। অর্থাৎ, তোমাদের দ্বীন, তোমাদের সততা এবং তোমাদের কর্মসমূহের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম। *(সহীহ হাদীস, আবূ দাউদ ২৬০৩নং ও অন্যান্য বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أنَسٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إنّي أُرِيدُ سَفَراً ، فَزَوِّدْنِي ، فَقَالَ : ((زَوَّدَكَ اللّه التَّقْوَى)) قَالَ : زِدْنِي قَالَ : ((وَغَفَرَ ذَنْبَكَ)) قَالَ : زِدْنِي ، قَالَ: ((وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩১৯০) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে নিবেদন জানাল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরে যাব, সুতরাং আমাকে পাথেয় দিন।’ তিনি উত্তরে এই দুআ দিলেন, ‘যাউওয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া।’ অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে সংযমশীলতার পাথেয় দান করুন। লোকটি পুনরায় বলল, ‘আমাকে আরো পাথেয় দিন।’ তিনি দুআ দিয়ে বললেন, ‘অগাফারা যামবাকা।’ অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন। লোকটি আবার নিবেদন করল, ‘আমাকে আরো দিন।’ তিনি পুনরায় দুআ দিয়ে বললেন, ‘অয়্যাস্সারা লাকাল খাইরা হাইসুমা কুন্ত।’ অর্থাৎ, তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ যেন তোমার জন্য কল্যাণ সহজ ক’রে দেন। *(তিরমিযী ৩৪৪৪নং)*

সফরের জন্য সাথী খোঁজ করা এবং কোন একজনকে

আমীর (দলপতি) নিযুক্ত করে তার আনুগত্য করা শ্রেয়

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوحدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ !)). رواه البخاري

(৩১৯১) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি লোকেরা জানত যে, একাকী সফরে কী ক্ষতি রয়েছে; যা আমি জানি, তাহলে কোন সওয়ার একাকী সফর করত না।" *(বুখারী ২৯৯৮-নং প্রমুখ)*

وَعَنْ عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ)). رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحةٍ ، وَقَالَ الترمذي : ((حديث حسن))

(৩১৯২) আম্‌র ইবনে শুআইব তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একজন (সফরকারী) আরোহী একটি শয়তান এবং দু'জন আরোহী দু'টি শয়তান। আর তিনজন আরোহী একটি কাফেলা।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ২৬০৭নং, তিরমিযী, হাকেম ২/১০২, সহীহুল জামে' ৩৫২৪নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِئَةٍ ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلةٍ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : ((حديث حسن))

(৩১৯৩) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সর্বোত্তম সঙ্গী হল চারজন, সর্বোত্তম ছোট সেনাবাহিনী হল চারশ' জন, সর্বোত্তম বড় সেনাবাহিনী হল চার হাজার জন। আর বারো হাজার সৈন্য স্বল্পতার কারণে কখনো পরাজিত হবে না।" *(আবূ দাউদ ২৬১৩, তিরমিযী ১৫৫৫নং)*

وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ وأَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ)). حديث حسن ، رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن

(৩১৯৪) আবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তিন ব্যক্তি সফরে বের হবে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।" *(আবূ দাউদ ২৬১০নং)*

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ». قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لأَبِى سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا.

(৩১৯৫) নাফে' আবূ সালামাহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন তিনজন সফরে থাকবে, তখন তারা একজনকে যেন আমীর বানিয়ে নেয়।" এই হাদীস শুনে নাফে' আবূ সালামাহকে বললেন, 'তাহলে আপনি আমাদের আমীর।' *(আবূ দাউদ ২৬১১নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ ».

(৩১৯৬) আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ সে কাফেলার সঙ্গ দেন না, যে কাফেলার সাথে কুকুর অথবা ঘন্টা থাকে।" *(মুসলিম ৫৬৬৮, আবু দাউদ ২৫৫৫নং, তিরমিযী আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

সফরে চলা, বিশ্রাম নিতে অবতরণ করা, রাত কাটানো এবং সফরে ঘুমানোর আদব-কায়দা। রাতে পথচলা মুস্তাহাব, সওয়ারী পশুদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা এবং তাদের বিশ্রামের খেয়াল রাখা। যে তাদের অধিকারের ব্যাপারে ত্রুটি করে তাকে তাদের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া। সওয়ারী সমর্থ হলে আরোহীর নিজের পিছনে অন্য কাউকে বসানো বৈধ।

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ ، فَأَعْطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الجَدْبِ ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ ، وَمَأوَى الهَوَامِّ بِاللَّيْلِ)). رواه مسلم

(৩১৯৭) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা সবুজ-শ্যামল ঘাসে ভরা যমীনে সফর করবে, তখন উটকে তার যমীনের অংশ দাও (অর্থাৎ, কিছুক্ষণ চরতে দাও)। আর যখন তোমরা ঘাস-পানিবিহীন যমীনে সফর করবে, তখন তার উপর চড়ে দ্রুত চলো এবং তার শক্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাও। আর যখন তোমরা রাতে বিশ্রামের জন্য কোন স্থানে অবতরণ করবে, তখন আম রাস্তা থেকে দূরে থাকো। কারণ, তা রাতে (হিংস্র) জন্তুদের রাস্তা এবং (বিষাক্ত) পোকামাকড়ের আশ্রয় স্থল।" *(মুসলিম ৫০৬৮-৫০৬৯নং)*

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَوَضَعَ رَأسَهُ عَلَى كَفِّهِ . رواه مسلم

(৩১৯৮) আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে থাকতেন এবং রাতে বিশ্রামের জন্য কোথাও অবতরণ করতেন, তখন তিনি ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন। আর তিনি ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে বিশ্রাম নিলে তার হাতটা খাড়া করে হাতের চেটোর উপর মাথা রেখে আরাম করতেন।' *(মুসলিম ১৫৯৭নং)*

উলামাগণ বলেন, 'তিনি হাত খাড়া রেখে আরাম করতেন, যাতে গভীর নিদ্রা এসে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত অথবা প্রথম ওয়াক্ত ছুটে না যায়।'

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ)).

رواه أَبُو داود بإسناد حسن

(৩১৯৯) আনাস ﷺ বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা রাতে সফর কর। কেননা, রাতে যমীনকে গুটিয়ে দেওয়া হয়।" *(আবূ দাউদ ২৫৭৩নং)* (অর্থাৎ, রাস্তা কম মনে হয়।)

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ !)) فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. رواه أَبُو داود بإسناد حسن

(৩২০০) আবূ ষা'লাবা খুশানী ﷺ বলেন, লোকেরা যখন কোন স্থানে অবতরণ করতেন, তখন তাঁরা গিরিপথ ও উপত্যকায় ছড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের এ সকল গিরিপথে ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হওয়া শয়তানের কাজ।" এরপর তাঁরা যখনই কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতেন, তখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে থাকতেন। *(আবূ দাউদ ২৬৩০নং)*

وَعَنْ سَهلِ بنِ عَمرٍو – وَقِيلَ : سَهلِ بنِ الرَّبيعِ بنِ عَمرٍو الأَنصَارِي المَعرُوفِ بابنِ الحَنظَلِيَّةِ ، وَهُوَ مِن أَهلِ بَيعَةِ الرِّضْوَانِ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ ، فَقَالَ : ((اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ البَهَائِمِ المُعجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৩২০১) সাহ্ল ইবনে আম্র ﷺ মতান্তরে সাহ্ল ইবনে রাবী ইবনে আম্র ﷺ আনসারী --যিনি ইবনুল হানযালিয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধ এবং ইনি বায়আতে রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন---তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা উটের পাশ দিয়ে গেলেন, যার পিঠটা (দুর্বলতার কারণে) পেটের সাথে লেগে গিয়েছিল। (তা দেখে) তিনি বললেন, "তোমরা এ সব অবোলা জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং তোমরা তাদের সুস্থ থাকা অবস্থায় আরোহণ কর এবং তাদের সুস্থ থাকা অবস্থায় মাংস খাও।" *(আবূ দাউদ ২৫৫০নং)*

وَعَنْ أَبِي جَعفَرٍ عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَردَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، وَأَسَرَّ إِليَّ حَدِيثاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ . يَعنِي : حَائِطَ نَخْلٍ . رواه مسلم هكَذَا مُختصراً .

وزادَ فِيهِ البَرْقَانِي بِإِسنَادِ مُسلِمٍ – بَعدَ قَوْلِهِ : حَائِشُ نَخْلٍ – فَدَخَلَ حَائِطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَرْجَرَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ – أَيْ : سِنَامَهُ – وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : ((مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ ؟ لِمَنْ هَذَا الجَمَلُ ؟)) فَجَاءَ فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : هَذَا لِي يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ((أَفَلاَ تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ البَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا ؟ فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ)). رواه أَبُو داود كرواية البرقاني .

(৩২০২) আবূ জা'ফর আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর ﷺ বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সওয়ারীর উপর তাঁর পিছনে বসালেন এবং আমাকে তিনি একটি গোপন কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঁচু জায়গা (দেওয়াল, ঢিবি ইত্যাদি) অথবা খেজুরের বাগানের আড়ালে মল-মূত্র ত্যাগ করা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন।' *(ইমাম*

মুসলিম ৮০০নং এটিকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।)

বারক্বানী এতে মুসলিমের সূত্রে বর্ধিত আকারে 'খেজুরের বাগান' শব্দের পর বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ ক'রে সেখানে একটা উট দেখতে পেলেন। উটটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। নবী ﷺ তাঁর কাছে এসে তার কুঁজে এবং কানের পিছনের অংশে হাত ফিরালেন, ফলে সে শান্ত হল। তারপর তিনি বললেন, "এই উটের মালিক কে? এই উটটা কার?" অতঃপর আনসারদের এক যুবক এসে বলল, 'এটা আমার হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি কি এই পশুটার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? কারণ, সে আমার নিকট অভিযোগ করছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধায় রাখ এবং (বেশি কাজ নিয়ে) ক্লান্ত ক'রে ফেলো!" *(আবূ দাঊদ ২৫৫১নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً ، لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ . رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط مسلم

(৩২০৩) আনাস ﷺ বলেন, 'আমরা যখন (সফরে) কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতাম, তখন সওয়ারীর পালান নামাবার পূর্বে নফল নামায পড়তাম না।' *(আবূ দাঊদ ২৫৫৩নং, মুসলিমের শর্তে)*

অর্থাৎ, আমরা নামাযের প্রতি আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও সওয়ারীর পিঠ থেকে পালান নামিয়ে তাকে আরাম না দেওয়ার আগে নামায পড়তে শুরু করতাম না।

সফরের সঙ্গীকে সাহায্য করা প্রসঙ্গে

অপরকে সাহায্য করার বিষয়ে অনেক হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন; যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করে।' 'প্রত্যেক ভাল কাজ সাদকাহ স্বরূপ।' ইত্যাদি।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي ﷺ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ)) ، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَهُ ، حَتَّى رَأَيْنَا ، أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ . رواه مسلم

(৩২০৪) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আমরা সফরে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি তার সওয়ারীর উপর চড়ে এল। অতঃপর তার দৃষ্টি ডানে ও বামে ফেরাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যার বাড়তি সওয়ারী আছে, সে যেন তা তাকে দেয় যার সওয়ারী নেই এবং যার অতিরিক্ত সফরের সম্বল রয়েছে, সে যেন সম্বলহীন ব্যক্তিকে দেয়।" অতঃপর তিনি আরো কয়েক প্রকার মালের কথা বললেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করলাম যে, বাড়তি মালে আমাদের কারোর কোন অধিকারই নেই। *(মুসলিম ৪৬১৪নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ ، فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ

وَالأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْماً لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ ، وَلاَ عَشِيرةٌ ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَو الثَّلاَثَةَ ، فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ)) يَعْني أحَدهِمْ ، قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً مَا لِي إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي . رواه أَبُو داود

(৩২০৫) জাবের ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে মুহাজির ও আনসারের দল! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের কোন মাল নেই, স্বগোত্রীয় লোকও নেই। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন দুই অথবা তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে নেয়। কারণ, আমাদের কারো এমন কোন সওয়ারী নেই, যা তাদের সাথে পালাক্রমে ছাড়া তাকে বহন করতে পারে।" জাবের ﷺ বলেন, সুতরাং আমি দু'জন অথবা তিনজনকে সাথে নিলাম। অন্যান্যদের মত আমার উটেও তাদের সাথে পালাক্রমে চড়তাম। *(আবূ দাউদ ২৫৩৬নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي المَسِيرِ ، فَيُزْجِي الضَّعِيفَ ، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُ .

رواه أَبُو داود بإسناد حسن

(৩২০৬) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে (সকলের) পিছনে চলতেন। তিনি দুর্বলকে চলতে সাহায্য করতেন এবং তাকে পিছনে বসিয়ে নিতেন ও তার জন্য দুআ করতেন। *(আবূ দাউদ ২৬৪১নং)*

কোন সওয়ারী বা যানবাহনে চড়ার সময় দুআ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ }

অর্থাৎ, যিনি সব কিছুর যুগলসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের যানবাহনে পরিণত করেছেন। যাতে তোমরা ওদের পিঠে স্থিরভাবে বসে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করতে পার, পবিত্র মহান তিনিই যিনি একে আমাদের বশীভূত ক'রে দিয়েছেন; যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। *(সূরা যুখরুফ ১২-১৪ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثاً ، ثُمَّ قَالَ : ((سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اَللّهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقوَى ، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرضَى ، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ . اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ . اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ)) وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ :

((آيِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)). رواه مسلم

(৩২০৭) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ যখন সফরে বেরিয়ে উটের পিঠে স্থির হয়ে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এই দুআ পড়তেন,

'সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা অমা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। অইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা অত্তাক্বওয়া, অমিনাল আমালি মা তারয়্যা। আল্লাহুম্মা হাওবিন আলাইনা সাফারানা হা-যা অত্বিবি আন্না বু'দাহ। আল্লাহুম্মা আন্তাস সা-হিবু ফিস সাফারি অলখালীফাতু ফিল আহল। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন অ'সাইস সাফার অকাআবাতিল মানযার, অসূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি অল আহ্লি অল অলাদ।'

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহান যিনি একে আমাদের বশীভূত ক'রে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। ওগো আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের এই যাত্রায় পুণ্যকর্ম, সংযমশীলতা এবং তোমার সন্তোষজনক কার্যকলাপ। হে আল্লাহ! আমাদের এ যাত্রাকে আমাদের জন্য সহজ ক'রে দাও। আমাদের থেকে ওর দূরত্ব গুটিয়ে নাও। হে আল্লাহ! তুমিই সফরের সঙ্গী। আর পরিবার পরিজনের জন্য (আমাদের) প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে, ভয়ংকর দৃশ্য থেকে এবং বাড়ি ফিরে ধন-সম্পদ, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কোন অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আর বাড়ি ফিরার সময় উক্ত দুআর সাথে এগুলিও পড়তেন, 'আ-ইবূনা, তা-ইবূনা আ-বিদূনা, লিরাব্বিনা হা-মিদূন।' *(মুসলিম ৩৩৩৯নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ سَرجِسَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ ، وَدَعْوَةِ المَظْلُومِ ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ . رواه مسلم

(৩২০৮) আব্দুল্লাহ ইবনে সার্জিস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট থেকে, দুশ্চিন্তাজনক পরিস্থিতি থেকে বা অপ্রীতিকর প্রত্যাবর্তন, পূর্ণতার পর হ্রাস থেকে, অত্যাচারিতের বদ্দুআ থেকে, মাল-ধন ও পরিবারের ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। *(মুসলিম ৩৩৪০নং)*

الحَور بعد الكون এ ভাবেই সহীহ মুসলিমে আছে (الكون এ নূন দিয়ে)। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈও ঐভাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, الكور (এর নূনের পরিবর্তে) 'রা' বর্ণ সহকারে বর্ণনা করা হয়। আর উভয় বর্ণনাই সঠিক।

উলামাগণ এ দুয়েরই অর্থ বলেছেন যে, ভালো হওয়ার পর খারাপ হওয়া কিংবা বেশি হওয়ার পর কম হওয়া। তাঁরা বলেন, كور শব্দটি تكرير العمامة (অর্থাৎ পাগড়ী পেঁচানো) থেকে গৃহীত। অর্থাৎ, মাথায় পাগড়ী জড়ানো বা গুটানো। আর كون শব্দটি كان يكون كوناً থেকে গৃহীত। তার মানে হচ্ছে অস্তিত্বে আসা, স্থির হওয়া।

وَعَنْ عَلِيِّ بنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : شَهِدتُّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا وَضَعَ

رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا ، قَالَ : الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَالَ : اَلحمْدُ للهِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : اَللهُ أَكْبَرُ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ، مِنْ أيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : رَأيتُ النبيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ ، فقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مِنْ أيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : ((إنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبدِهِ إِذَا قَالَ : اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي)). رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ: ((حديث حسن))، وفي بعض النسخ: ((حسن صحيح)). وهذا لفظ أَبي داود

(৩২০৯) আলী ইবনে রাবীআহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু ত্বালেব ﷺ-এর নিকট হাজির ছিলাম। যখন তাঁর নিকট আরোহন করার উদ্দেশ্যে বাহন আনা হল এবং যখন তিনি বাহনের পাদানে স্বীয় পা রাখলেন তখন 'বিসমিল্লাহ' বললেন। অতঃপর যখন তার পিঠে স্থির হয়ে সোজাভাবে বসলেন তখন বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা অমা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। অইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন।' অতঃপর তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়লেন। অতঃপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পড়লেন। অতঃপর পড়লেন, 'সুবহানাকা ইন্নী যালামতু নাফ্সী ফাগফিরলী, ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্ত।' অতঃপর তিনি হাসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন?' তিনি বললেন, 'আমি নবী ﷺ-কে দেখলাম, তিনি তাই করলেন, যা আমি করলাম। অতঃপর তিনি হাসলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি হাসলেন কেন?' তিনি বললেন, "তোমার মহান প্রতিপালক তাঁর সেই বান্দার প্রতি আশ্চর্যান্বিত হন, যখন সে বলে, 'ইগফিরলী যুনূবী' (অর্থাৎ, আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও।) সে জানে যে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া পাপরাশি আর কেউ মাফ করতে পারে না।" *(আবূ দাউদ ২৬০৪, তিরমিযী ৩৪৪৬, হাসান, কোন কোন কপিতে আছে, 'হাসান সহীহ'। আর এ শব্দমালা আবূ দাউদের।)*

উঁচু জায়গায় চড়ার সময় মুসাফির 'আল্লাহু আকবার' বলবে এবং নীচু জায়গায় নামবার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। 'তকবীর' ইত্যাদি বলার সময় অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে বলা নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رواه البخاري

(৩২১০) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা (সফরে) যখন উঁচু জায়গায় চড়তাম তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতাম এবং নীচু জায়গায় নামতাম, তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতাম। *(বুখারী ২৯৯৩নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوا الثَّنَايَا كَبَّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৩২১১) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ ও তাঁর সেনা বাহিনী যখন উঁচু জায়গায় চড়তেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। আর যখন নিচু জায়গায় নামতেন তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। *(আবূ দাউদ ২৬০১নং, বিশুদ্ধ সানাদে)*

وَعَنْه ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ ، كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

وفي رواية لمسلم : إِذَا قَفَلَ مِنَ الجيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَو الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ .

(৩২১২) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হজ্জ কিংবা উমরাহ সেরে ফিরে আসতেন, যখনই কোন পাহাড়ী উঁচু জায়গায় অথবা ঢিবিতে চড়তেন তখনই তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুল্কু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ-ইয়বূনা তা-ইবূনা সা-জিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন। সাদাক্বাল্লাহু ওয়া'দাহ, অনাসারা আব্দাহ, অহাযামাল আহযাবা অহদাহ।'

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সার্বভৌম অধিকার, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতগুযার, সাজদাহকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত করেছেন, তাঁর বান্দাহকে মদদ করেছেন এবং একাই শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন। *(বুখারী ২৯৯৫, মুসলিম ৩৩৪৩নং)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি বড় অথবা ছোট অভিযান অথবা হজ্জ বা উমরাহ থেকে ফিরতেন---।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي ، قَالَ : ((عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ)). فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ البُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

(৩২১৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ইচ্ছা করেছি, সফরে যাব, আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করো এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে নিয়মিত 'আল্লাহু আকবার' পড়ো।" যখন লোকটা পিছন ফিরে যেতে লাগল, তখন তিনি (তার জন্য দুআ ক'রে) বললেন, "আল্লাহুম্মাত্বি লাহুল বু'দা অহাওবিন আলাইহিস সাফার।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি ওর পথের দূরত্ব গুটিয়ে দিয়ো এবং ওর জন্য সফর আসান ক'রে দিয়ো। *(তিরমিযী ৩৪৪৫নং, হাসান)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ

لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً ، إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২১৪) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা যখন কোন উঁচু উপত্যকায় চড়তাম তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার' বলতাম। (একদা) আমাদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। নবী ﷺ তখন বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন কর। কেননা, তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।" *(বুখারী ২৯৯২,৬৬১০, মুসলিম ৭০৩৭-৭০৩৯নং)*

** (মহান আল্লাহ আরশে আছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি প্রভৃতি সর্বত্র আছে। সুতরাং তাঁকে শোনাবার জন্য এত উচ্চ স্বরে তকবীর ইত্যাদি পড়া নিষ্প্রয়োজন।)*

অত্যাচারীদের সমাধি এবং তাদের ধ্বংস-স্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কান্না করা, ভীত হওয়া, আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং এ থেকে গাফেল না থাকা প্রসঙ্গে

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَصْحَابِهِ – يَعْنِي لَمَّا وَصَلُوا الحِجْرَ – دِيَارَ ثَمُودَ – : ((لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ المُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

وفي روايةٍ قَالَ : لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالحِجْرِ ، قَالَ : ((لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ)). ثُمَّ قَنَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأسَهُ وأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِي .

(৩২১৫) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সামূদ জাতির বাসস্থান হিজ্‌র (নামক) স্থানে পৌঁছে নিজ সাহাবীদেরকে বললেন, "তোমরা এ সকল শাস্তিপ্রাপ্তদের স্থানে প্রবেশ করলে কাঁদতে কাঁদতে (প্রবেশ) কর। যদি না কাঁদ, তাহলে তাদের স্থানে প্রবেশ করো না। যেন তাদের মত তোমাদের উপরেও শাস্তি না পৌঁছে যায়।" *(বুখারী ৪৩৩, মুসলিম ৭৬৫৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজ্‌র অতিক্রম করার সময় বললেন, "তোমরা সেই লোকদের বাসস্থানে প্রবেশ করো না, যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছে। যেন তাদের মত তোমাদের উপরেও আযাব না পৌঁছে। কিন্তু কান্নারত অবস্থায় প্রবেশ করতে পার।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ মাথা ঢেকে নিলেন এবং দ্রুত গতিতে উপত্যকা পার হয়ে গেলেন। *(বুখারী ৪৪১৯, মুসলিম ৭৬৫৬নং)*

সফরে দুআ করা মুস্তাহাব

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَات لاَ شَكَّ فِيهِنَّ :

دَعْوَةُ المَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن)) . وليس في رواية أَبي داود : ((عَلَى وَلَدِهِ)) .

(৩২ ১৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন জনের দুআ সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত হয় ঃ (১) নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ, (২) মুসাফিরের দুআ এবং (৩) ছেলের জন্য মাতা-পিতার বদ্দুআ।" *(আবূ দাউদ ১৫৩৮, তিরমিযী ১৯০৫নং, হাসান)*

আবূ দাউদের বর্ণনায় "ছেলের জন্য" শব্দগুলি নেই। (অর্থাৎ, তাতে আছে, "পিতা-মাতার দুআ।")

মানুষ বা অন্য কিছু থেকে ভয় পেলে কী দুআ পড়বে?

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً، قَالَ : ((اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ)). رواه أَبُو داود والنسائي بإسنادٍ صحيحٍ

(৩২ ১৭) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন শত্রুদলকে ভয় করতেন তখন এই দুআ পড়তেন, "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআ'লুকা ফী নুহূরিহিম অনাঊযু বিকা মিন শুরূরিহিম।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। *(আবূ দাউদ ১৫৩৯, নাসাঈর কুবরা ৩৬৩১নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

কোন মঞ্জিলে (বিশ্রাম নিতে) অবতরণ করলে সেখানে কী দুআ পড়বে?

عَن خَولَةَ بِنتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ)).

رواه مسلم

(৩২ ১৮) খাওলা বিন্তে হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি (সফরের) কোন মঞ্জিলে নেমে এই দুআ পড়বে, 'আঊযু বিকালিমাতিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক্ব।' (অর্থাৎ, আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।) তাহলে সে মঞ্জিল থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। *(মুসলিম ৭০৫৩-৭০৫৪নং)*

প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে সফর থেকে অতি শীঘ্র বাড়ি ফিরা মুস্তাহাব

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২১৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সফর আযাবের অংশ বিশেষ। সফর তোমাদেরকে পানাহার ও নিদ্রা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যখন তোমাদের কারোর সফরের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে, তখন সে যেন বাড়ি ফিরার জন্য তাড়াতাড়ি করে।" *(বুখারী ১৮০৪, ৩০০১, ৫৪২৯, মুসলিম ৫০৭০নং)*

সফর শেষে বাড়িতে দিনের বেলায় আসা উত্তম এবং অপ্রয়োজনে রাতের বেলায় ফিরা অনুত্তম

عَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلاً)) .

وفي روايةٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২২০) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কারোর বিদেশের অবস্থান দীর্ঘ হবে, তখন সে যেন অবশ্যই রাত্রিকালে নিজ গৃহে না ফিরে।" *(বুখারী ৫২৪৪, ১৮০১, মুসলিম ৫০৭৮নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন যে, (মুসাফির) পুরুষ যেন স্ত্রীর কাছে রাতের বেলায় প্রবেশ না করে।

(কেননা তাতে অনেক ধরনের ক্ষতি হতে পারে। যেমন, স্ত্রীকে অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় দেখে দাম্পত্যে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে অথবা স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকতে পারে ইত্যাদি। তবে পূর্বেই যদি আগমন বার্তা জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রাতের বেলায় বাড়ি গেলে কোন ক্ষতি নেই।)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلاً فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ».

(৩২২১) জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন (সফর থেকে) রাত্রে ফিরে আসে, তখন সে যেন অবশ্যই নিজ পরিবারের কাছে রাত্রেই প্রবেশ না করে। যাতে (ঐ মুসাফিরের) স্ত্রী অপ্রয়োজনীয় লোম সাফ করে এবং এলো কেশ আঁচড়ে নিতে পারে।" *(বুখারী ৫২৪৬, মুসলিম ৫০৭৪নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً ، وَكَانَ يَأتِيهمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২২২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর শেষে রাত্রিকালে স্বীয় বাড়ি ফিরতেন না। তিনি সকালে কিংবা বিকালে বাড়ি আগমন করতেন।' *(বুখারী ১৮০০, মুসলিম ৫০৭১নং)*

সফর থেকে বাড়ি ফিরার সময় এবং নিজ গ্রাম বা শহর দেখার সময় দুআ

এ বিষয়ে বিগত ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত সফরের দুআর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

وَعَنْ أنس ﷺ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : ((آيِبُونَ ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)). فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ . رواه مسلم

(৩২২৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সফর থেকে ফিরে এলাম। পরিশেষে যখন মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপনীত হলাম, তখন তিনি এই দুআ পড়লেন, ‘আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, আ-বিদূনা, লিরাব্বিনা হা-মিদূন। (অর্থাৎ, আমরা সফর থেকে প্রত্যাগমনকারী, তওবাকারী, উপাসনাকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী।) মদীনায় আগমন না করা পর্যন্ত তিনি এ দুআ অনবরত পড়তে থাকলেন। *(মুসলিম ৩৩৪৫নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، دَخَلَ مِن الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২২৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনা থেকে বাইরে গমনকালে) শাজারা নামক জায়গার রাস্তা ধরে বের হতেন এবং ফিরার সময় (যুল হুলাইফার) মুআর্রাস মসজিদের পথ ধরে (মদীনায়) প্রবেশ করতেন। অনুরূপ যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করতেন তখন আস্-সানিয়াতুল উল্ইয়ার পথ হয়ে। আর যখন বের হতেন তখন আস্-সানিয়াতুস সুফলার পথ হয়ে। *(বুখারী ১৫৩৩, মুসলিম ৩০৯৯নং)*

সফর থেকে বাড়ি ফিরে প্রথমে বাড়ির নিকটবর্তী কোন মসজিদে দু’ রাকআত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব

عَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২২৫) কা’ব ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর থেকে বাড়ি ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু’ রাকআত নামায পড়তেন।’ *(বুখারী ৪৪১৮, মুসলিম ৭১৯২নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إذا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السُّوءِ وإذا دَخَلْتَ إلى مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوءِ)).

(৩২২৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন তুমি তোমার বাড়ি থেকে বাহির হওয়ার ইচ্ছা কর, তখন দুই রাকআত নামায পড়ে নাও। এই নামায তোমাকে (বাড়ির) বাইরের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে। আর যখন তুমি বাড়ি প্রবেশ করবে, তখনও দুই রাকআত নামায পড়ে নাও। এই নামায তোমাকে (বাড়ির) ভিতরের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে। *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩০৭৮, বায্যার ৮৫৬৭, সিলসিলাহ সহীহাহ*

১৩২৩নং)

কোন মহিলার একাকিনী সফর করা হারাম

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২২৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, তার মাহরামের সঙ্গ ছাড়া একাকিনী এক দিন এক রাতের দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়।" *(বুখারী ১০৮৮, মুসলিম ৩৩৩১-৩৩৩২নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ ﷺ ، يَقُولُ : ((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً ، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : ((انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২২৮) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে।"

এক ব্যক্তি আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।' তিনি বললেন, "যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।" *(বুখারী ৫২৩৩, মুসলিম ১৩৪১নং)*

** (যার সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম তাকে মাহরাম বা এগানা বলা হয়; তার সাথে সফর বৈধ। বাকী যার সাথে কোনও সময় বিবাহ বৈধ, তাকে গায়র মাহরাম বা বেগানা বলা হয়। তার সাথে সফর করা বৈধ নয়; এমনকি হজ্জের সফর হলেও নয়।)*

অমুসলিম দেশে বা অঞ্চলে কুরআন মাজীদ সঙ্গে নিয়ে সফর করা নিষেধ; যদি সেখানে তার অবমাননা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ . متفق عَلَيْهِ

(৩২২৯) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুর দেশে কুরআন সঙ্গে নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ২৯৯০, মুসলিম ৪৯৪৬নং)*

রাস্তার আদব

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ الْبَرَازَ فِى

الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ ».

(৩২৩০) মুআয বিন জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ; আর তা হল, ঘাটে, মাঝ-রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা।" *(আবূ দাউদ ২৬, ইবনে মাজাহ ৩২৮, সহীহ তারগীব ১৪১ নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ بن أُسَيْدٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ)).

(৩২৩১) হুযাইফাহ বিন উসাইদ (বা আসীদ) ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়, সে ব্যক্তির উপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানী কাবীর ২৯৭৮, সহীহ তারগীব ১৪৩ নং)*

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِى الطُّرُقَاتِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ». قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ « غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ».

(৩২৩২) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে দূরে থাক।" তা শুনে লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু রাস্তায় না বসলে তো উপায় নেই। যেহেতু আমরা সেখানে কথাবার্তা বলে থাকি।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তোমরা না বসতে যদি অস্বীকারই কর, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর।" লোকেরা বলল, 'রাস্তার হক কী?' তিনি বললেন, "চক্ষু অবনত রাখা, কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, (উত্তম কথা বলা, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেওয়া) এবং ভালো কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজে বাধা দান করা।" *(বুখারী ২৪৬৫, মুসলিম ৫৬৮-৫নং প্রমুখ)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ».

(৩২৩৩) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ঈমান ষাঠাধিক অথবা সত্তরাধিক শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা (কান্ড) হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। আর সর্বনিম্ন শাখা হল পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেওয়া। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা"। *(বুখারী ৯নং সংক্ষিপ্ত, মুসলিম ১৬২নং)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « عُرِضَتْ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِى مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِى

الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ ».

(৩২৩৪) আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "একদা আমার নিকট উম্মতের ভালো ও মন্দ সকল আমল পেশ করা হল। তার ভালো আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল দেখলাম, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর তার মন্দ আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল দেখলাম, মসজিদে ফেলা কফকে পরিষ্কার না করা।" *(মুসলিম ১২৬১নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ».

(৩২৩৫) আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি রাস্তায় চলতে চলতে তাতে একটি কাঁটার ডাল পেল, সে সেটিকে সরিয়ে দিল। আল্লাহ তার এই কাজের কদর করলেন এবং তাকে পাপমুক্ত করে দিলেন।" *(বুখারী ৬৫২, মুসলিম ৫০৪৯নং)*

عن بُرَيْدَةَ قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ مَفْصِلٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً قَالُوا فَمَنْ الَّذِي يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا أَوْ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنْ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ)).

(৩২৩৬) বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানবদেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ঐ প্রত্যেক গ্রন্থির তরফ থেকে দেয় সদকাহ রয়েছে।" সকলে বলল, 'এত সদকাহ দিতে আর কে সক্ষম হবে, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "মসজিদ হতে কফ (ইত্যাদি নোংরা) দূর করা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা-পাথর প্রভৃতি) দূর করা এক একটা সদকাহ। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে দুই রাকআত চাশ্তের নামায তোমার সে প্রয়োজন পূর্ণ করবে।" *(আহমাদ ২২৯৯৮, আবু দাউদ ৫২৪৫, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬৬১ নং)*

عن أبي بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ عَلِّمْنِى شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ « اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ».

(৩২৩৭) একদা আবূ বার্যাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারব। তিনি বললেন, "মুসলিমদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর কর।" *(মুসলিম ৬৮-৩৯নং)*

সালামের আদব

সালাম দেওয়ার গুরুত্ব ও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করার নির্দেশ

আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور:٢٧]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। *(সূরা নূর ২৭ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } [النور : ٦١]

অর্থাৎ, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। *(সূরা নূর ৬১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } [النساء : ٨٦]

অর্থাৎ, যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই অনুরূপ কর। *(সূরা নিসা ৮৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكرَمِينَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ }

অর্থাৎ, তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম।' উত্তরে সে বলল, 'সালাম।' *(সূরা যারিয়াত ২৪-২৫ আয়াত)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، أنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৩৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'সর্বোত্তম ইসলামী কাজ কী?' তিনি বললেন, "(ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে (ব্যাপকভাবে) সালাম পেশ করবে।" *(বুখারী ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯নং)*

وعن عبد الله بن مسعود ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتْ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ)).

(৩২৩৯) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের একটি আলামত এই যে, লোকেরা কেবল পরিচিত লোককে সালাম দেবে।" *(আহমাদ ৩৬৬৪, ৩৮৪৮, ত্বাবারানী ৯৩৭৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪৮নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ ﷺ ، قَالَ : اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولئِكَ ـ نَفَرٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ ـ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيتِكَ . فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৪০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যখন আদম ﷺ-কে

সৃষ্টি করলেন। তখন তাঁকে বললেন, 'তুমি যাও এবং ঐ যে ফিরিশ্তামন্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদের উপর সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কী জবাব দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুনো। কেননা, ওটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততির সালাম বিনিময়ের রীতি।' সুতরাং তিনি (তাঁদের কাছে গিয়ে) বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম'। তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আসসালামু আলাইকা অরাহমাতুল্লাহ'। অতএব তাঁরা 'অরাহমাতুল্লাহ' শব্দটা বেশী বললেন।" *(বুখারী ৩৩২৬, ৬২২৭, মুসলিম ৭৩৪২নং)*

وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِبْرَارِ المُقسِمِ . متفقٌ عَلَيْهِ ، هَذَا لفظ إحدى روايات البخاري

(৩২৪১) আবূ উমারা বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাতটি (কর্ম করতে) আদেশ করেছেন ঃ (১) রোগী দেখতে যাওয়া, (২) জানাযার অনুসরণ করা, (৩) হাঁচির (ছিঁকের) জবাব দেওয়া, (৪) দুর্বলকে সাহায্য করা, (৫) নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা, (৬) সালাম প্রচার করা, এবং (৭) শপথকারীর শপথ পুরা করা।' *(বুখারী ২৪৪৫, মুসলিম ৫৫১০নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ)). رواه مسلم

(৩২৪২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? (তা হচ্ছে) তোমরা আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।" *(মুসলিম ২০৩নং)*

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبدِ اللهِ بنِ سَلاَمٍ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم)).

رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩২৪৩) আবূ ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "হে লোক সকল! তোমরা সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং লোকে যখন (রাতে) ঘুমিয়ে থাকে, তখন তোমরা নামায পড়। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনে মাজাহ ১৩৩৪, হাকেম,সহীহ তারগীব ৬১০নং)*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَسْرَقُ النَّاسِ مَنْ يَسْرِقُ صَلاتَهُ ، لا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلامِ)).

(৩২৪৪) আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে বড় চোর সে, যে নামায চুরি করে; তার রুকূ-সিজদা পূর্ণরূপে করে না। আর সবচেয়ে বড় বখীল সে, যে সালাম দিতে বখীলি করে।" *(ত্বাবারানীর সাগীর ৩৩৫, কাবীর ১৬৬০, সহীহুল জামে' ৯৬৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلامِ)).

(৩২৪৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে বড় অক্ষম সে, যে দুআ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং সবচেয়ে বড় কৃপণ সে, যে সালাম দিতে কৃপণতা করে।" *(আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী ১০৪২, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৫৫৯১, কাবীর ১৩৩৪, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৮৭৬৭, সহীহুল জামে' ১০৪৪নং)*

وَعَنْ الطُّفَيْلِ بن أُبَيٍّ بن كَعبٍ : أَنَّه كَانَ يَأتِي عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ، فَيَغدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ ، قَالَ : فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ ، لَمْ يَمُرَّ عَبدُ اللهِ عَلَى سَقَّاطٍ وَلاَ صَاحِبِ بَيْعَةٍ ، وَلاَ مِسْكِينٍ ، وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَوْماً، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ ، وَأَنْتَ لا تَقِفُ عَلَى البَيْعِ ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا ، وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ وَأَقُولُ : اجْلِسْ بِنَا هاهُنَا نَتَحَدَّث ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَطْنٍ ـ وَكَانَ الطفَيْلُ ذَا بَطْنٍ ـ إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ ، فنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ . رواه مالك في المُوطَّأ بإسنادٍ صحيح

(৩২৪৬) তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ-এর কাছে আসতেন এবং সকালে তাঁর সঙ্গে বাজার যেতেন। তিনি বলেন, 'যখন আমরা সকালে বাজারে যেতাম, তখন তিনি প্রত্যেক খুচরা বিক্রেতা, স্থায়ী ব্যবসায়ী, মিসকীন, তথা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম দিতেন।' তুফাইল বলেন, সুতরাং আমি একদিন (অভ্যাসমত) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে বললেন। আমি বললাম, 'আপনি বাজার গিয়ে কী করবেন? আপনি তো বেচা-কেনার জন্য কোথাও থামেন না, কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন না, তার দর-দাম জানতে চান না এবং বাজারের কোন মজলিসে বসেনও না। আমি বলছি, এখানে আমাদের সাথে বসে যান, এখানেই কথাবার্তা বলি।' (তুফাইলের ভুঁড়ি মোটা ছিল, সেই জন্য) তিনি বললেন, 'ওহে ভুঁড়িমোটা! আমরা সকাল বেলায় বাজারে একমাত্র সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে যাই; যার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, আমরা তাকে সালাম দিই।' *(মুঅত্ত্বা মালেক ৩৫৩৩, বিশুদ্ধ সূত্রে, আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী ১০০৬নং)*

সালাম দেওয়ার পদ্ধতি

প্রথমে যে সালাম দেবে তার এরূপ বলা (উচিত), 'আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ'। এটা মুস্তাহাব। সে বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করবে; যদিও যাকে সালাম

দেওয়া হয় সে একা হোক না কেন। আর সালামের উত্তরদাতা বলবে 'অআলাইকুমুস সালামু অরহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ, অর্থাৎ, সে শুরুতে সংযোজক অব্যয় 'অ' বা 'ওয়া' শব্দ ব্যবহার করবে।

عَن عِمْرَانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النبيُّ ﷺ: ((عَشْرٌ)) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ((عِشْرُونَ)) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ((ثَلاثُونَ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩২৪৭) ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে এভাবে সালাম করল 'আসসালামু আলাইকুম' আর নবী ﷺ তার জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসে গেলে তিনি বললেন, "ওর জন্য দশটি নেকী।" তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে 'আসসালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহ' বলে সালাম পেশ করল। নবী ﷺ তার সালামের উত্তর দিলেন এবং লোকটি বসলে তিনি বললেন, "ওর জন্য বিশটি নেকী।" তারপর আর একজন এসে 'আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ' বলে সালাম দিল। তিনি তার জবাব দিলেন। অতঃপর সে বসলে তিনি বললেন, "ওর জন্য ত্রিশটি নেকী।" *(আহমাদ ১৯৪৪৬, তিরমিযী ২৬৮৯, সহীহ আবু দাউদ ৪৩২৭, দারেমী ২৬৪০নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((هَذَا جِبرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ)) قَالَتْ : قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৪৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "এই জিব্রীল ﷺ তোমাকে সালাম পেশ করছেন।" তিনি বলেন, আমিও উত্তরে বললাম, 'অআলাইহিস সালামু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।' *(বুখারী ৩২১৭, ৬২৫৩, মুসলিম ৬৪৫৪-৬৪৫৭নং)*

এই গ্রন্থদ্বয়ের কোন কোন বর্ণনায় 'অবারাকাতুহ' শব্দ এসেছে, আবার কোন কোন বর্ণনায় তা আসেনি। তবুও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণীয়।

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثاً حَتَّى تُفهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثاً . رواه البخاري . وهذا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الجَمْعُ كَثِيراً.

(৩২৪৯) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কোন কথা বলতেন, তখন তা তিনবার বলতেন; যাতে তাঁর কথা বুঝতে পারা যায়। আর যখন কোন গোষ্ঠীর কাছে আসতেন তখনও তিনি তিনবার করে সালাম পেশ করতেন। *(বুখারী ৯৫নং)*

এ বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে জনতার সংখ্যা খুব বেশী হবে।

وَعَنْ المِقْدَادِ ﷺ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ ، قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ مِنَ اللَّبَنِ ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لاَ يُوقِظُ نَائِماً ، وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ . رواه

مسلم

(৩২৫০) মিক্বদাদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় দীর্ঘ হাদীসে বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর জন্য তাঁর অংশের দুধ রেখে দিতাম। তিনি রাতের বেলায় আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যে, তাতে কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিতেন না এবং জাগ্রত ব্যক্তিদেরকে শুনাতেন। সুতরাং নবী ﷺ (তাঁর অভ্যাসমত) এসে সালাম দিলেন, যেমন তিনি সালাম দিতেন। *(মুসলিম ৫৪৮-৩নং)*

وَعَنْ أَبِي جُرَيٍّ الهُجَيْمِيِّ ﷺ ، قَالَ : أتيتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، فَقُلتُ : عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : ((لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ المَوتَى)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح)) ، وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ.

(৩২৫১) আবূ জুরাই হুজাইমী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বললাম, 'আলাইকাস সালাম' ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, "আলাইকাস সালাম' বলো না। কেননা, 'আলাইকাস সালাম' হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদেরকে জানানো অভিবাদন বাক্য।" *(আবু দাউদ ৫২১১, তিরমিযী ২৭২১, হাসান সহীহ)*

সালামের বিভিন্ন আদব-কায়দা

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي ، وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِي : ((وَالصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ)).

(৩২৫২) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আরোহী পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দেবে।" *(বুখারী ৬২৩২, মুসলিম ৫৭৭২নং)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "ছোট বড়কে সালাম দেবে।"

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيٍّ بنِ عَجلاَنَ البَاهِلِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ أَوْلَى النَّاسِ باللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلامِ)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ .

ورواه الترمذي عَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلاَنِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بالسَّلاَمِ ؟ قَالَ : ((أَوْلاَهُمَا باللهِ تَعَالَى)). قَالَ الترمذي : ((هَذَا حديث حسن))

(৩২৫৩) আবূ উমামাহ সুদাই ইবনে আজলান বাহেলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর নিকটবর্তী সেই, যে লোকদেরকে প্রথমে সালাম করে।" *(আবূ দাউদ ৫১৯৯নং, উত্তম সূত্রে)*

তিরমিযীও আবূ উমামাহ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! দু'জনের সাক্ষাৎকালে তাদের মধ্যে কে প্রথমে সালাম দেবে?' তিনি বললেন, "যে মহান আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে।" *(তিরমিযী ২৬৯৪নং, হাদীসটি হাসান)*

عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ».

(৩২৫৪) আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিজ ভাইকে তিন দিনের বেশী (কথাবার্তা, সালাম-কালাম বন্ধ রেখে) বর্জন করা কোন মুসলিম মানুষের জন্য বৈধ নয়; সাক্ষাৎ হলে এও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওও মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর এদের মধ্যে উত্তম হল সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়।" *(বুখারী ৬০৭৭, মুসলিম ৬৬৯৭নং, আবূ দাউদ প্রমুখ)*

দ্বিতীয়বার সত্বর সাক্ষাৎ হলেও পুনরায় সালাম দেওয়া মুস্তাহাব, যেমন কোথাও প্রবেশ করার পর বের হয়ে গিয়ে পুনরায় তৎক্ষণাৎ সেখানে প্রবেশ করলে কিংবা দু'জনের মাঝে কোন গাছ তথা অনুরূপ কোন জিনিসের আড়াল হলে, তারপর আবার দেখা হলে পুনরায় সালাম দেওয়া মুস্তাহাব

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلاَتَهُ : أَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، فَقَالَ : ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৫৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নামায ভুলকারীর হাদীসে এসেছে যে, সে ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, "ফিরে যাও, এবং নামায পড়। কেননা, তোমার নামায পড়া হয়নি।" কাজেই সে ফিরে গিয়ে আমার নামায পড়ল। তারপর পুনরায় এসে নবী ﷺ-কে সালাম দিল। এভাবে সে তিনবার করল। *(বুখারী ৭৫৭, ৬২৫১, মুসলিম ৯১১নং)*

وَعَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ ، أَوْ جِدَارٌ ، أَوْ حَجَرٌ ، ثُمَّ لَقِيَهُ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ)). رواه أَبُو داود

(৩২৫৬) উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা করবে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি তাদের দু'জনের মাঝে গাছ বা দেওয়াল অথবা পাথর আড়াল হয়, তারপর আবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে যেন আবার সালাম দেয়।" *(আবূ দাউদ ৫২০০নং)*

নিজ গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম দেওয়া উত্তম

আল্লাহ বলেন,

{ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } [النور : ٦١]

অর্থাৎ, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে।

(সূরা নূর ৬১ আয়াত)

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا بُنَيَّ ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ ، فَسَلِّمْ ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩২৫৭) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে বৎস! তোমার বাড়িতে যখন তুমি প্রবেশ করবে, তখন সালাম দাও, তাহলে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য তা বর্কতময় হবে।" *(তিরমিযী ২৬৯৮নং, হাসান সহীহ)*

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

(৩২৫৮) আবূ উমামাহ বাহেলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি আল্লাহর যামানতে; (১) যে ব্যক্তি জিহাদে বের হয়ে শহীদ হয়ে যায় অথবা সওয়াব ও গনীমতের মাল সহ বাড়ি ফিরে আসে। (২) যে ব্যক্তি মসজিদে বের হয়ে মারা যায় অথবা সওয়াব-সহ ঘরে ফিরে আসে। আর (৩) যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে বাড়ি প্রবেশ করে।" *(আবূ দাউদ ২৪৯৬, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩০৫৩নং)*

শিশুদেরকে সালাম দেওয়া প্রসঙ্গে

عَن أَنَسٍ ﷺ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৫৯) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি কতিপয় শিশুর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।' *(বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ৫৭৯১-৫৭৯৩নং)*

(নারী-পুরুষের পারস্পরিক সালাম)

নিজ স্ত্রীকে স্বামীর সালাম দেওয়া, অনুরূপভাবে কোন পুরুষের তার 'মাহরাম' (যার সাথে বৈবাহিক-সম্পর্ক চিরতরে নিষিদ্ধ এমন) মহিলাকে সালাম দেওয়া, অনুরূপ ফিতনা-ফাসাদের আশংকা না থাকলে 'গায়র মাহরাম' (যার সাথে বৈবাহিক-সম্পর্ক কোন সময় বৈধ এমন) মহিলাদেরকে সালাম দেওয়া বৈধ। যেমন উক্ত মহিলাদেরও উক্ত পুরুষদেরকে ঐ শর্ত-সাপেক্ষে সালাম দেওয়া বৈধ।

عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ ـ وفي رواية : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ ـ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي القِدْرِ ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ ، وَانْصَرَفْنَا ، نُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا . رواه البخاري

(৩২৬০) সাহল ইবনে সাদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যে এক মহিলা

ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে আমাদের একটি বুড়ি ছিল। সে বীট (কেটে) হাঁড়িতে রেখে তাতে কিছু যব দানা পিষে মিশ্রণ করত। অতঃপর আমরা যখন জুমআর নামায পড়ে ফিরে আসতাম, তখন তাকে সালাম দিতাম। আর সে আমাদের জন্য তা পেশ করত।' *(বুখারী ৬২৪৮নং)*

وَعَنْ أُمِّ هَانِىءٍ فَاخِتَةَ بِنتِ أَبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أَتَيتُ النَّبيَّ ﷺ يَـوْمَ الفَـتْحِ وَهُـوَ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمْتُ ... وَذَكَرَتِ الحديث . رواه مسلم

(৩২৬১) উম্মে হানী ফাখেতাহ বিন্তে আবী ত্বালেব (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাজির হলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন। ফাতেমা তাঁকে একটি কাপড় দিয়ে আড়াল করছিলেন। আমি (তাঁকে) সালাম দিলাম। ' অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। *(মুসলিম ৩৫৭নং)*

وَعَنْ أسماءَ بِنتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَرّ عَلَيْنَا النَّبيُّ ﷺ فِي نِـسوَةٍ فَـسَلَّمَ عَلَيْنَـا . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن)) ، وهذا لفظ أَبي داود .

ولفظ الترمذي : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْماً ، وَعُصْبَةٌ مِـنَ النِّـسَاءِ قُعُـودٌ ، فَـأَلْوَى بِيَـدِهِ بالتَّسْلِيمِ .

(৩২৬২) আসমা বিন্তে য়্যাযীদ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা নবী ﷺ (আমাদের) একদল মহিলার নিকট অতিক্রম করার সময় আমাদেরকে সালাম দিলেন।' *(আবু দাউদ ৫২০৬নং)*

তিরমিযীর শব্দগুচ্ছ এরূপ ঃ 'একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ অতিক্রম করছিলেন, মহিলাদের একটা দল বসেছিল, তিনি তাদেরকে হাতের ইঙ্গিতে সালাম দিলেন।' *(এটি সহীহ নয়।)*

অমুসলিমকে আগে সালাম দেওয়া হারাম এবং তাদের সালামের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি। কোন সভায় যদি মুসলিম-অমুসলিম সমবেত থাকে, তাহলে তাদের (মুসলিমদের)কে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَبْدَأُوا اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بالسَّلامِ ، فَـإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ)). رواه مسلم

(৩২৬৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না। যখন পথিমধ্যে তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে পথের এক প্রান্ত দিয়ে যেতে বাধ্য করো।" *(মুসলিম ৫৭৮৯নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْـلُ الكِتَـابِ فَقُولُـوا : وَعَلَـيْكُمْ)) متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৬৪) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিতাবধারীরা (ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা) যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা জবাবে বল, 'ওয়া আলাইকুম।" *(বুখারী ৬২৫৮, মুসলিম ৫৭৮০নং)*

وَعَنْ أُسَامَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ـ عَبَدَة الأَوْثَانِ ـ واليَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم النبيُّ ﷺ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৬৫) উসামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এমন সভা অতিক্রম করেন, যার মধ্যে মুসলিম, মুশরিক (মূর্তিপূজক) ও ইয়াহুদীর সমাগম ছিল। নবী ﷺ তাদেরকে সালাম করলেন। *(বুখারী ৬২৫৪, মুসলিম ৪৭৬০নং)*

সভা থেকে উঠে যাবার সময়ও সাথীদেরকে ত্যাগ করে যাবার পূর্বে সালাম দেওয়া উত্তম

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا انْتَهى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأحَقّ مِنَ الآخِرَةِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩২৬৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ কোন মজলিসে গিয়ে পৌঁছবে, তখন সে যেন সালাম দেয়। অতঃপর যখন সে উঠে আসার ইচ্ছা করে, তখনও সে যেন সালাম দেয়। যেহেতু দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটি অধিক প্রয়োগযোগ্য নয়।" *(আবূ দাউদ ৫২১০, তিরমিযী ২৭০৬নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/৩৫৬)*

(সাক্ষাৎকালীন আদব)

সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করা, হাসিমুখ হওয়া, সৎ ব্যক্তির হাত চুমা, নিজ সন্তানকে স্নেহভরে চুমা দেওয়া, সফর থেকে আগত ব্যক্তির সাথে মুআনাকা (কোলাকুলি) করা মুস্তাহাব। আর (কারোর সম্মানার্থে) সামনে মাথা নত করা মাকরূহ।

عَن أَبِي الخَطَّابِ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : أكَانَتِ المُصَافَحَةُ فِي أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ . رواه البخاري

(৩২৬৭) আবূল খাত্ত্বাব ক্বাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে কি মুসাফাহা (করমর্দন) করার প্রথা ছিল?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' *(বুখারী ৬২৬৩নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ اليَمَنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ)). وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৩২৬৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন ইয়ামানবাসীরা আগমন করল, তখন

রসূল ﷺ বলে উঠলেন, “ইয়ামানবাসীরা তোমাদের নিকট আগমন করেছে।” (আনাস বলেন,) এরাই সর্বপ্রথম মুসাফাহা আনয়ন করেছিল। *(আবূ দাউদ ৫২১৫নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْ البَرَاءِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا)). رواه أَبُو داود

(৩২৬৯) বারা’ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “দু’জন মুসলমান সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করলেই একে অপর থেকে পৃথক হবার পূর্বেই তাদের (গুনাহ) মাফ ক’রে দেওয়া হয়।” *(আহমাদ ১৮৫৪৭, আবূ দাউদ ৫২১৪, তিরমিযী ২৭২৭নং)*

وعنه ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا)).

(৩২৭০) পূর্বোক্ত বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখনই দুইজন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাৎ করে ওদের মধ্যে একজন অপরজনকে সালাম দিয়ে তার হস্ত ধারণ করে (মুসাফাহাহ করে), আর তার হস্ত ধারণ কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয়, তখনই তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের উভয়কে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” *(আহমাদ ১৮৫৪৮, সহীহুল জামে’ ৫৭৭৮নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ، أَوْ صَدِيقَهُ، أَيَنحَنِي لَهُ؟ قَالَ : ((لاَ)) . قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : ((لاَ)) قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩২৭১) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটা লোক বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্য থেকে কোন লোক তার ভাইয়ের সাথে কিংবা তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে তার সামনে কি মাথা নত করবে?’ তিনি বললেন, “না।” সে বলল, ‘তাহলে কি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমা দেবে?’ তিনি বললেন, “না।” সে বলল, ‘তাহলে কি তার হাত ধরে তার সঙ্গে মুসাফা করবে?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” *(আহমাদ ১৩০৪৪, তিরমিযী ২৭২৮, ইবনে মাজাহ ৩৭০২, বাইহাক্বী ৭/১০০)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُول اللهِ ﷺ : ((لاَ تَحقِرَنَّ مِنَ الْمَعرُوف شَيْئاً ، وَلَوْ أنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ)). رواه مسلم

(৩২৭২) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, “কোন পুণ্য কাজকে তুমি অবশ্যই তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎ করার পুণ্যই হোক না কেন।” *(মুসলিম ৬৮৫৭নং)*

(অর্থাৎ, মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি ভালো কাজ।)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ)).

(৩২৭৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রত্যেক

কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভাইয়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।" *(আহমাদ ১৪৮৭৭, তিরমিযী ১৯৭০নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، فَقَالَ الأَقْرَعُ بنُ حَابِسٍ : إنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ !)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৭৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে চুম্বন দিলেন। (তা দেখে) আক্বরা' ইবনে হাবেস বলে উঠল, 'আমার তো দশটি সন্তান আছে, তাদের মধ্যে কাউকে আমি চুমা দিইনি।' (তা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।" *(বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ৬১৭০নং)*

عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده ، فلا يقومن حتى يستأذنه)).

(৩২৭৫) ইবনে উমার ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাক্ষাতে গিয়ে তার নিকট বসবে, তখন সে যেন তার অনুমতি ছাড়া অবশ্যই না ওঠে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮২নং)*

কিয়াম প্রসঙ্গ

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ « لاَ تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ».

(৩২৭৬) আবূ উমামাহ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, "তোমরা দাঁড়ায়ো না; যেমন অনারব (পারস্যের) লোক তাদের বড়দের তা'যীমে উঠে দাঁড়ায়।" *(আবূ দাঊদ ৫২৩২, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৬নং, হাদীসটির সনদ যয়ীফ; কিন্তু অর্থ সহীহ, দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩৪৬নং, অবশ্য সহীহ হাদীসে নামাযের ভিতরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُوا مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ.

(৩২৭৭) আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, "ওঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউ অধিক প্রিয় (ও শ্রদ্ধেয়) ছিল না। কিন্তু ওঁরা যখন তাঁকে দেখতেন, তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। কারণ এতে তাঁর অপছন্দনীয়তার কথা তাঁরা জানতেন।"

(আহমাদ ১২৩৪৫, তিরমিযী ২৭৫৪নং)

وعن معاوية ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ)).

(৩২৭৮) মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে এ কথা খুশী করে যে, লোক তার জন্য দন্ডায়মান হোক, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" *(আহমাদ ১৬৯১৮, তিরমিযী ২৭৫৫নং)*

عن عائشة أن فاطمة كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النبي ﷺ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِى مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِى مَجْلِسِهَا.

(৩২৭৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁর প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাঁকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। তদনুরূপ তিনি ফাতেমার নিকট এলে তিনিও পিতার প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাঁকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। *(আবূ দাউদ ৫২১৯, তিরমিযী ৩৮৭২নং)*

মজলিস ও বসার সাথীর নানা আদব-কায়দা

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يُقِيمَنَّ أحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا)). وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৮০) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে যেন অবশ্যই না বসে। বরং তোমরা নড়ে-সরে জায়গা প্রশস্ত ক'রে নাও।" ইবনে উমারের জন্য মজলিস থেকে কেউ উঠে গেলে সেখানে তিনি বসতেন না। *(বুখারী ৬২৭০, মুসলিম ৫৮১২-৫৮১৫নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)). رواه مسلم

(৩২৮১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মজলিস থেকে কেউ উঠে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে সেই ঐ জায়গার বেশি হকদার।" *(মুসলিম ৫৮১৮নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার বসার জায়গা থেকে উঠে যায়, অতঃপর সে ফিরে আসে, তখন সেই তার বেশী হকদার হয়।" *(আহমাদ ৭৫১৪, মুসলিম ২১৭৯, আবূ দাউদ ৪৮৫৩, ইবনে মাজাহ ৩৭১৭, দারেমী ২৬৫৪নং)*

وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ ، جلَسَ أحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩২৮২) জাবের ইবনে সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা যখন নবী ﷺ-এর দরবারে আসতাম, তখন যেখানে মজলিস শেষ হত সেখানে বসে যেতাম।' *(আহমাদ ২০৪২৩, আবূ দাউদ ৪৮২৫, তিরমিযী ২৭২৫নং, হাসান)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ سَلْمَانَ الفَارِسِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَينِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى)). رواه البخاري

(৩২৮৩) আবূ আব্দুল্লাহ সালমান ফারেসী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে, যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে, তেল ব্যবহার করে অথবা ঘরের সুগন্ধি নিয়ে লাগায়। অতঃপর জুমআর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করে দু'জনের মধ্যে পৃথক করে না। তারপর তার ভাগ্যে যতটা লেখা হয়েছে, ততটা নামায আদায় করে, তারপর যখন ইমাম খুৎবা দেয় তখন সে চুপ থাকে, তাহলে তার জন্য এক জুমআহ থেকে অন্য জুমআহ পর্যন্ত কৃত পাপরাশি ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ৮৮৩নং)*

وَعَنْ عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن)) .

وفي رواية لأبي داود : ((لاَ يُجْلسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا)).

(৩২৮৪) আম্‌র ইবনে শুয়াইব ﷺ স্বীয় পিতা থেকে তিনি স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে তফাৎ সৃষ্টি করবে। *(আহমাদ ৬৯৬০, আবূ দাউদ ৪৮৪৭, তিরমিযী ২৭৫২নং)*

আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে, "দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে বসা যাবে না।" *(৪৮৪৬নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((خَيْرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح عَلَى شرط البخاري

(৩২৮৫) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে সভা সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত সেটা সবচেয়ে উত্তম সভা।" *(আবূ দাউদ ৪৮২২নং, বুখারীর শর্তে সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(৩২৮৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন সভায় বসে, যাতে খুব বেশি হৈ-হল্লা হয়, অতঃপর যদি উক্ত সভা ত্যাগ ক'রে চলে যাওয়ার আগে এই দুআ পড়ে, "সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা

ইল্লা আন্তা আস্তাগ্‌ফিরুকা অ আতূবু ইলাইক।” (অর্থাৎ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।) তাহলে উক্ত মজলিসে কৃত অপরাধ তার জন্য ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়। *(তিরমিযী ৩৪৩৩নং, হাসান সহীহ)*

** (প্রকাশ থাকে যে, এই দুআকে 'কাফ্‌ফারাতুল মাজলিস'-এর দুআ বলা হয়।)*

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ : ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ)). فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى ؟ قَالَ : ((ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ)). رواه أَبُو داود ، ورواه الحاكم أَبُو عبد الله في " المستدرك " من رواية عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَا وقال : ((صحيح الإسناد))

(৩২৮৭) আবূ বার্যাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সভা থেকে উঠে চলে যাবার ইচ্ছা করতেন, তখন শেষের বেলায় এই দুআ পড়তেন “সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা অআতূবু ইলাইক।” অর্থাৎ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

একটি লোক নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি যে দুআ পড়লেন অতীতে তো তা পড়তেন না।' তিনি বললেন, “এই দুআটি মজলিসে (সংঘটিত ভুল-ত্রুটি)র কাফ্‌ফারাস্বরূপ।” *(আবূ দাউদ ৪৮৬১নং, আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম আয়েশা রাযিয়াল্লাহ আনহা হতে তাঁর 'মুস্তাদরাক' নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ১৮২৭নং)*

وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الدَّعَواتِ : ((اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا ، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا ، وَأَبْصَارِنَا ، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩২৮৮) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খুব কম মজলিসই এমন হতো, যেখান থেকে নবী ﷺ এই দুআ না পড়ে উঠতেন, (অর্থাৎ, অধিকাংশ মজলিস থেকে উঠার আগে এই দুআ পড়তেন,)

“আল্লা-হুম্মাক্বসিম লানা মিন খাশ্‌য়্যাতিকা মা তাহূলু বিহী বাইনানা অবাইনা মাআ-স্বীক, অমিন ত্বা-আতিকা মা তুবাল্লিগুনা বিহী জান্নাতাক, অমিনাল য়্যাক্বীনি মা তুহাউবিনু বিহী

আলাইনা মাস্বা-ইবাদ দুন্য়্যা। আল্লাহুম্মা মাত্তি'না বিআসমা-ইনা অ আবস্বা-রিনা অ ক্বুউওয়াতিনা মা আহয়্যাইতানা, অজ্আলহুল ওয়া-রিসা মিন্না। অজআল সা'রানা আলা মান যালামানা, অনস্বুরনা আলা মান আ-দা-না, অলা তাজআল মুস্বীবাতানা ফী দীনিনা। অলা তাজআলিদ্দুন্য়্যা আকবারা হাম্মিনা অলা মাবলাগা ইলমিনা, অলা তুসাল্লিত্ব আলাইনা মাল লা য়্যারহামুনা।"

অর্থাৎ, আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন (প্রত্যয়) বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ সমূহকে সহজ ক'রে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ, ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের নিকট আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা আমাদের উপর রহম করে না, তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করো না। *(তিরমিযী ৩৫০২নং, হাসান)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى فِيهِ، إلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْل جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

(৩২৮৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে জনগোষ্ঠীই কোন সভা থেকে, তাতে আল্লাহর যিক্র না করেই উঠে যায়, আসলে তারা যেন মরা গাধা থেকে উঠে যায়। (অর্থাৎ যেন মৃত গাধার গোশ্ত ভক্ষণান্তে উঠে চলে যায়।) আর তাদের জন্য অনুতাপ হবে।" *(আবূ দাউদ ৪৮৫৭নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ تَعَالَى فِيهِ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ ، إلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ؛ فَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩২৯০) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে কোন জনগোষ্ঠী কোন মজলিসে বসে তাতে আল্লাহর যিক্র না করে এবং তাদের নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ না করে, তাদেরই নোকসান (দুর্ভোগ) হবে; আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তো তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং যদি চান তো তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন। *(আহমাদ ১০২৭৭, তিরমিযী ৩৩৮০, হাসান)*

وَعَنْهُ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ ، وَمَن اضْطَجَعَ مَضْجَعاً لاَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ)). رواه أَبُو داود

(৩২৯১) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন বৈঠকে বসে তাতে আল্লাহর যিক্র করল না, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ক্ষতি হবে। আর যে ব্যক্তি কোন শয্যায় শয়ন ক'রে তাতে আল্লাহর যিক্র করে না, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার

ক্ষতি হবে।” *(আবূ দাউদ ৪৮৫৮নং)*

عَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَّ بِى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِىَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِى فَقَالَ « أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ».

(৩২৯২) শারীদ বিন সুয়াইদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমার নিকট এলেন। তখন আমি এমন ঢঙে বসেছিলাম যে, বাম হাতকে পশ্চাতে রেখেছিলাম এবং (ডান) হাতের চেটোর উপর ভরনা দিয়েছিলাম। এ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, “তুমি কি (আল্লাহর) ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী)দের বসার মতো বসছ?” *(আহমাদ ১৯৪৫৪, আবূ দাউদ ৪৮৫০নং, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৬৯, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৫৮নং)*

وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود وغيره بأسانيد صحيحة

(৩২৯৩) জাবের ইবনে সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী ﷺ যখন ফজরের নামায সমাপ্ত করতেন তখন ভালোভাবে সূর্যোদয় না হওয়া অবধি নামায পড়ার জায়গাতেই দুই বা গুটিয়ে (বাবু হয়ে) বসে থাকতেন।’ *(সহীহ হাদীস, আবূ দাউদ ৪৮৫২নং,আরো অন্য মুহাদ্দিস বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণনা করেছেন)*

وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِيَدَيْهِ هَكَذَا ، وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الاِحْتِبَاءَ ، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ . رواه البخاري

(৩২৯৪) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কা’বা প্রাঙ্গনে বুকে হাঁটু লাগিয়ে হাত দিয়ে ধরে এভাবে বসে থাকতে দেখেছি।’ আর তিনি নিজের হাত দুখানা ধরে উক্ত (ইহতিবা) বসার ধরন বর্ণনা করলেন। ওটাকেই আরবীতে ‘কুরফুসা’ও বলা হয়। *(বুখারী ৬২৭২নং)*

وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ القُرْفُصَاءَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ المُتَخَشِّعَ فِي الجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ. رواه أَبُو داود والترمذي

(৩২৯৫) ক্বাইলা বিন্তে মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বুকে হাঁটু লাগিয়ে হাত দিয়ে দুটোকে জড়িয়ে উঁচু হয়ে বসে থাকতে দেখেছি। যখন তাকে বিনীতভাবে বসে থাকতে দেখলাম, তখন ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম।’ *(আবূ দাউদ ৪৮৪৯, তিরমিযী)*

وعَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْلَسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ وَقَالَ: ((مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ)).

(৩২৯৬) আবূ ইয়ায কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ-এর এক সাহাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি স্থানে বসতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, “(রোদ ও ছায়ার মাঝে বসা হল) শয়তানের বৈঠক।” *(আহমাদ ১৫৪২১, হাকেম ৪/২৭১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৩৮নং)*

وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِى الطُّرُقَاتِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ». قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ « غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ».

(৩২৯৭) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "খবরদার! তোমরা রাস্তার ধারে বসো না। আর একান্তই যদি বসতেই হয়, তাহলে তার হক আদায় করো।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তার হক কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা (এবং পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেওয়া)।" *(আহমাদ ১১৩০৯, বুখারী ২৪৬৫, মুসলিম ৫৬৮৫, আবূ দাউদ ৪৮১৭, সহীহুল জামে' ২৬৭৫ নং)*

মেহমানের খাতির করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ } [الذاريات: ٢٤–٢٧]

অর্থাৎ, তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। উত্তরে সে বলল, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর ইব্রাহীম সংগোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি (ভুনা) মাংসল বাছুর নিয়ে এল। তা তাদের সামনে রাখল এবং বলল, তোমরা খাচ্ছ না কেন? *(সূরা যারিয়াত ২৪-২৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ } [هود : ٧٨]

অর্থাৎ, আর তার সম্প্রদায় তার কাছে ছুটে এল এবং তারা পূর্ব হতে কুকর্ম করেই আসছিল; লূত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! (তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতম। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের ব্যাপারে লাঞ্ছিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভালো মানুষ নেই? *(সূরা হুদ ৭৮ আয়াত)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ النبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩২৯৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।” *(বুখারী ৬১৩৮, মুসলিম ?)*

عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ ».

(৩২৯৯) আবূ শুরাইহ খুযায়ী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন নিজ মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।” *(মুসলিম ১৮-৫নং)*

وَعَن أَبي شُرَيْح خُوَيْلِدِ بن عَمرٍو الخُزَاعِيِّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ)) قَالُوا : وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

وفي رواية لِمسلمٍ : ((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يُقِيمَ عِنْدَ أخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : ((يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يُقْرِيه بِهِ)) .

(৩৩০০) আবূ শুরাইহ খুয়াইলিদ ইবনে আম্‌র খুযায়ী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের পারিতোষিকসহ তার সম্মান করে।” লোকেরা বলল, ‘তার পারিতোষিক কী? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “একদিন ও একরাত (উত্তমভাবে পানাহারের ব্যবস্থা করা)। আর সাধারণতঃ মেহমানের খাতির তিন দিন পর্যন্ত। (অতঃপর স্বেচ্ছায় তার চলে যাওয়া উচিত)। তিনদিনের অতিরিক্ত হবে মেযবানের জন্য সাদকাহ স্বরূপ।” *(বুখারী ৬০১৯, ৬১৩৫, মুসলিম ৪৬১১-৪৬১২নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের নিকট এতটা থাকা বৈধ নয়, যাতে সে তাকে গোনাহগার করে ফেলে।” লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! তাকে কিভাবে গোনাহগার করে ফেলে?’ উত্তরে তিনি বললেন, “এ ওর কাছে থেকে যায়, অথচ ওর এমন কিছু থাকে না, যার দ্বারা সে মেহমানের খাতির করতে পারে।”

وعن سلمان عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ((لاَ يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ)).

(৩৩০১) সালমান ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “কেউ যেন তার মেহমানের জন্য অবশ্যই সাধ্যাতীত কষ্টবরণ না করে।” *(বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৯৫৯৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৪৪০নং)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ.

(৩৩০২) আনাস ﷺ বলেন, একদা আমরা উমার বিন খাত্তাব ﷺ-এর নিকটে ছিলাম, তিনি বললেন, 'আমাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে।' *(বুখারী ৭২৯৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ، فَأَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَأْكُلْ، وَلا يَسْأَلْ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ وَلا يَسْأَلْ عَنْهُ)).

(৩৩০৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের নিকট প্রবেশ করে এবং সে তাকে নিজ খাবার খাওয়ায়, তখন সে যেন তা খেয়ে নেয় এবং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে। যদি সে নিজ পানীয় পান করায়, তাহলে সে যেন তা পান করে নেয় এবং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ৫২২, আওসাত্ব ২৪৪০, সহীহুল জামে' ৫১৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي فَقَالَ هَيِّئِي طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}.

(৩৩০৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমি বড়ই ক্ষুধার্ত।' তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন, 'যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই।' তিনি অন্য এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনিও একই কথা বললেন। এইভাবে সকল স্ত্রী এই কথাই বললেন যে, 'সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমার নিকট পানি ছাড়া অন্য কিছুই নেই।' তখন তিনি বললেন, "আজ রাতে লোকটির মেহমানদারী কে করবে? আল্লাহ তার প্রতি রহম করবেন।" এক আনসারী ব্যক্তি উঠে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি (এর মেহমানদারী করব)।' অতঃপর সে লোকটিকে নিয়ে স্বীয় বাড়ীর দিকে রওনা দিল এবং তার স্ত্রীকে বলল, 'তোমার কাছে কিছু আছে কি?' সে বলল, 'না। কেবল বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু খাবার আছে।' সাহাবী বললেন, 'তাদের (বাচ্চাদের) কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখ।' (অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, 'বাচ্চাদের ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।) আর যখন মেহমান প্রবেশ করবে, তখন তুমি আলোটা কমিয়ে দেবে। তুমি তাকে দেখাবে যে, আমরাও আহার করছি। তারপর সে যখন খাওয়ার শুরু করবে, তখন তুমি আলোর কাছে গিয়ে সেটাকে একেবারে নিভিয়ে দেবে।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁরা বসেই

রইলেন, আর মেহমান খেতে লাগল। সকাল বেলা তিনি (আনসারী) নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, "আজ রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের দু'জনের আচরণে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি এই আয়াত নাযিল করেছেন, 'নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (অন্যদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" *(বুখারী ৩৭৯৮, মুসলিম ৫৪৮০-৫৪৮১নং)*

যে হাঁচি দিবে সে আলহামদু লিল্লাহ বললে তার উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব। নচেৎ তা অপছন্দনীয়। হাঁচির উত্তর দেওয়া, হাঁচি ও হাই তোলা সম্পর্কিত আদব-কায়দা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ».

(৩৩০৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিমের উপর মুসলিমের ৫টি অধিকার রয়েছে; সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা।" *(বুখারী ১২৪০, মুসলিম ৫৭৭৭নং)*

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ الله يُحِبُّ العُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله تَعَالَى كَانَ حَقّاً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإذَا تَثَاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإنَّ أحَدَكُمْ إذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ)). رواه البخاري

(৩৩০৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা হাঁচি ভালবাসেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন হাঁচবে এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়বে তখন প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতার উচিত হবে যে, সে তার জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর হাই তোলার ব্যাপারটা এই যে, তা হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে (আলস্য ও ক্লান্তির লক্ষণ)। অতএব কেউ যখন হাই তুলবে, তখন সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে। কেননা, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসে।" *(বুখারী ৬২২৩, ৬২২৬নং)*

وَعَنْه ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إذَا عَطَسَ أحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلحَمْدُ للهِ ، وَلْيَقُلْ لَهُ أخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ الله. فَإذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)). رواه البخاري

(৩৩০৭) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ হাঁচবে, তখন সে যেন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহ।' (তা শুনে) তার ভাই বা সাথীর বলা উচিত, 'য়্যারহামুকাল্লাহ।' সুতরাং যখন জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবে, তখন যে (হাঁচি দিয়েছে) সে বলবে, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহু অ য়্যুস্‌লিহু বালাকুম।' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সুপথ

দেখান ও তোমাদের অন্তর সংশোধন করে দেন।)” *(বুখারী ৬২২৪নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ)). رواه مسلم

(৩৩০৮) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “যখন তোমাদের কেউ হাঁচবে এবং ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলবে, তখন তার উত্তর দাও। যদি সে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ না বলে, তাহলে তার উত্তর দিয়ো না।” *(আহমাদ ১৯১৯৭, মুসলিম ৭৬৭৯নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ : عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتَّهُ ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي ؟ فَقَالَ : ((هَذَا حَمِدَ اللهَ ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৩০৯) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, দু’জন লোক নবী ﷺ-এর নিকটে হাঁচল। তিনি তাদের মধ্যে একজনের উত্তর দিলেন। আর দ্বিতীয় জনের উত্তর দিলেন না। যে ব্যক্তির উত্তর দিলেন না সে বলল, ‘অমুক ব্যক্তি হাঁচল তো তার উত্তর দিলেন, আর আমি হাঁচলাম, কিন্তু আপনি আমার উত্তর দিলেন না!?’ তিনি বললেন, “ঐ ব্যক্তি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ পড়েছে। আর তুমি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ পড়নি তাই।” *(বুখারী ৬২২৫, মুসলিম ৭৬৭৭নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُم اللهُ ، فَيَقُولُ : ((يَهْدِيكُم اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩৩১০) আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে কৃত্রিমভাবে হাঁচতো এই আশায় যে, তিনি তাদের জন্য ‘য়্যারহামুকাল্লাহ’ (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন) বলবেন। কিন্তু তিনি (তাদের হাঁচির জবাবে) বলতেন, ‘য়্যাহদীকুমুল্লাহু অয়্যুসলিহু বালাকুম’ (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথগামী করুন ও তোমাদের অন্তরসমূহকে সংশোধন করে দেন।) *(আবূ দাউদ ৫০৪০, তিরমিযী ২৭৩৯, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ ، وَخَفَضَ – أَوْ غَضَّ – بِهَا صَوْتَهُ. شك الراوي. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(৩৩১১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ যখন হাঁচতেন তখন নিজ হাত অথবা কাপড় মুখে রাখতেন এবং তার মাধ্যমে শব্দ কম করতেন।’ *(আবূ দাউদ ৫০৩১, তিরমিযী ২৭৪৫নং, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)). رواه مسلم

(৩৩১২) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ হাই তুলবে, তখন সে যেন আপন হাত দিয়ে নিজ মুখ চেপে ধরে রাখে। কেননা, শয়তান (মুখে) প্রবেশ করে থাকে।" *(মুসলিম ৭৬৮৩নং)*

লেবাস-পোশাক

সাদা রঙের কাপড় উত্তম। আর লাল, সবুজ ও কালো রঙের কাপড় বৈধ। আর রেশমী বস্ত্র ছাড়া সুতি, উল, পশম ও লোম ইত্যাদির কাপড় পরিধান করা জায়েয।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ }

অর্থাৎ, হে বনী আদম! (হে মানবজাতি) তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। *(সূরা আ'রাফ ২৬ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন,

{ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ } [النحل : ٨١]

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য বর্মের, ওটা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। *(সূরা নাহল ৮১ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ البَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح.

(৩৩১৩) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা তোমাদের সর্বোত্তম কাপড়। আর ওতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন দাও।" *(আহমাদ ২২১৯, আবূ দাউদ ৩৮৮০, তিরমিযী ৯৯৪, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৩৩৭নং)*

وَعَن سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اِلْبَسُوا البَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)). رواه النسائي والحاكم ، وقال : ((حديث صحيح))

(৩৩১৪) সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা সবচেয়ে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট। আর ওতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফন দাও।" *(নাসাঈ ১৮৯৬, হাকেম ১৩০৯নং, তিনি বলেন হাদীসটি সহীহ)*

وَعَنِ البَرَاءِ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرْبُوعاً ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৩১৫) বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ মধ্যম আকৃতির লম্বা ছিলেন। আমি তাঁকে লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চাইতে অধিক

সুন্দর আর কাউকে দেখিনি।' *(বুখারী ৩৫৫১, মুসলিম ৬২১০নং)*

وَعَن أَبي جُحَيفَةَ وَهْبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : رَأيتُ النبيَّ ﷺ بمكّةَ وَهُوَ بـالأَبْطَحِ في قُبَّـةٍ لَـهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ ، فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوئِهِ ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ ، فَخَرَجَ النَّبيُّ ﷺ وَعَلَيـهِ حُلَّـةٌ حَمْـرَاءُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، فَتَوَضّأَ وَأَذَّنَ بِلاَلٌ ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَـا ، يَقُـولُ يَمِينـاً وَشِمَالاً : حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ ، فَتَقَدَّمَ فَـصَلَّى يَمُـرُّ بَـيْنَ يَدَيْـهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لاَ يُمْنَعُ . متفقٌ عَلَيْهِ .

(৩৩১৬) আবূ জুহাইফাহ অহাব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কায় দেখলাম, যখন তিনি আবত্বাহ নামক স্থানে চর্মনির্মিত লাল রঙের শিবিরে অবস্থান করছিলেন। বিলাল তাঁর ওযূর পানি নিয়ে বাইরে বের হলেন। কিছু লোক (বর্কত হাসিল করার জন্য) উক্ত পানির ছিটা পেল আর কিছু সংখ্যক লোক পানি পেল। তারপর নবী ﷺ লাল রঙের জোড়া বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় বাইরে এলেন। যেন আমি তাঁর দুই পায়ের গোছার শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি। অতঃপর তিনি ওযূ করলেন এবং বিলাল আযান দিলেন। আমি তাঁর এদিক ওদিক মুখ ফিরানো লক্ষ্য করছিলাম। তিনি ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ', 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলছিলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর জন্য একটি বর্শা (সুতরাহ স্বরূপ) পুঁতে দেওয়া হল। তারপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং নামায পড়ালেন। তাঁর (সুতরার) সামনে দিয়ে কুকুর ও গাধা অতিক্রম করছিল। সেগুলোকে বাধা দেওয়া হচ্ছিল না। *(বুখারী ৩৭৬, মুসলিম ১১৪৭নং)*

وَعَن أَبي رِمْثَة رِفَاعَةَ التَّيْمِيِّ ﷺ ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيهِ بردَانِ أَخْـضَرَانِ . رواه أَبُـو داود والترمذي بإسناد صحيح

(৩৩১৭) আবূ রিমষা রিফাআহ তাইমী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরনে দুটো সবুজ রঙের চাদর দেখেছি।' *(আবূ দাউদ ৪২০৮, তিরমিযী ২৮১২নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن جَابرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء . رواه مسلم

(৩৩১৮) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা-বিজয়ের দিন (সেখানে) কাল রঙের পাগড়ী পরে প্রবেশ করেছিলেন। *(মুসলিম ৩৩৭৫-৩৩৭৬নং)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ عَمرِو بنِ حُرَيْثٍ ﷺ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سَـوْدَاءُ ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ . رواه مسلم

وفي روايةٍ لَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

(৩৩১৯) আবূ সাঈদ আম্‌র ইবনে হুরাইষ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাল রঙের পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখছি, তিনি তাঁর পাগড়ীর দুই প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।' *(মুসলিম ৩৩৭৮নং)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কাল রঙের পাগড়ী মাথায় বেঁধে

লোকেদের মাঝে খুতবা দিচ্ছিলেন।' *(ঐ ৩৩৭৭নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৩২০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি সাদা সুতি বস্ত্রে কাফন দেওয়া হয়েছে যেগুলি ইয়ামানের 'সাহুল' নামক স্থানে প্রস্তুত করা হয়েছিল। ওগুলির মধ্যে কামীস (জামা) ছিল না। আর পাগড়ীও ছিল না।" *(বুখারী ১২৬৪, মুসলিম ২২২২নং)*

وَعَنهَا، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعرٍ أَسْوَدَ. رواه مسلم

(৩৩২১) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সকালে বের হলেন, তখন তাঁর দেহে পালানের ছবি ছাপা কাল লোমের চাদর ছিল।' *(মুসলিম ৫৫৬৬নং)*

'মুরাহহাল' বলা হয় সেই কাপড়কে, যাতে 'রাহ্ল' (উটের পিঠে স্থিত জিন্ বা পালান)এর ছবি ছাপা থাকে। আরবীতে পালানকে 'আকওয়ার'ও বলে।

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ ، فَقَالَ لِي : ((أَمَعَكَ مَاءٌ ؟)) قُلتُ : نَعَمْ ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ ، فَقَالَ : ((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)) وَمَسحَ عَلَيْهِمَا . متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية : وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ .

وفي رواية : أنَّ هذِهِ القَضِيَّةَ كَانَتْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ .

(৩৩২২) মুগীরাহ ইবনে শু'বা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার কাছে পানি আছে কি?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' সুতরাং তিনি স্বীয় বাহন থেকে নামলেন এবং চলতে লাগলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর যখন ফিরে এলেন, তখন আমি পাত্র থেকে (পানি) ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর মুখমন্ডল ধুলেন। তাঁর পরনে ছিল পশমী জুব্বা। তিনি তা হতে তাঁর হাত দু'টিকে বের করতে সক্ষম হলেন না। পরিশেষে তিনি জুব্বার নিচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু'টি ধুলেন ও মাথা মাসাহ করলেন। তারপর আমি তাঁর মোজা খুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম। তিনি বললেন, ছেড়ে দাও। কেননা, আমি ওগুলো পবিত্র (ওযূ) অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। অতঃপর তিনি তার উপর মাসাহ করলেন। *(বুখারী ৫৭৯৯, মুসলিম ৬৫২-৬৫৪নং)*

অপর বর্ণনায় আছে, তাঁর দেহে ছিল শামী জুব্বা; যার হাতা দু'টি টাইট ছিল।

অন্য বর্ণনায় আছে, এ ঘটনাটি ছিল তাবূক যুদ্ধের সফরে।

জামা পরিধান করা উত্তম

عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ أحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمِيصَ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن)) .

(৩৩২৩) উম্মে সালামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় পোশাক ছিল কামীস (জামা)।' *(আবূ দাঊদ ৪০২৭, তিরমিযী ১৭৬২নং, হাসান)*

জামা-পায়জামা, জামার হাতা, লুঙ্গি তথা পাগড়ীর প্রান্ত কতটুকু লম্বা হবে? অহংকারবশতঃ ওগুলি ঝুলিয়ে পরা হারাম ও নিরহংকারে তা ঝুলানো অপছন্দনীয়

عَن أَسمَاءَ بِنتِ يَزِيدَ الأَنصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৩২৪) আসমা বিন্তে য়্যাযীদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল।' *(আবূ দাঊদ ৪০২৯, তিরমিযী ১৭৬৫নং, হাসান)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)). فَقَالَ أَبُو بَكرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ)). رواه البخاري وروى مسلم بعضه .

(৩৩২৫) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে নিজের পোশাক মাটিতে ছেঁচড়ে চলবে, আল্লাহ তার প্রতি কিয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।" আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! খেয়াল না করলে আমার লুঙ্গি ঢিলে হয়ে নেমে যায়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি তাদের শ্রেণীভুক্ত নও, যারা তা অহংকারবশতঃ ক'রে থাকে।" *(বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৪, মুসলিম ৫৫৭৮নং, এর আংশিক বর্ণনা করেছেন।)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৩২৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।" *(বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম ৫৫৮৪নং)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ)). رواه البخاري

(৩৩২৭) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'লুঙ্গির যে পরিমাণটুকু পায়ের গাঁটের নীচে যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে।' *(বুখারী ৫৭৮৭নং)*

وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)). قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُو ذرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا ! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((المُسْبِلُ ، وَالمَنَّانُ ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ)). رواه مسلم . وفي رواية لَهُ : ((المُسْبِلُ إِزَارَهُ)) .

(৩৩২৮) আবূ যার্র ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত বাক্যগুলি তিনবার বললেন।' আবূ যার্র বললেন, 'তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক! তারা কারা? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(লুঙ্গি-কাপড়) পায়ের গাঁটের নীচে যে ঝুলিয়ে পরে, দান ক'রে যে লোকের কাছে দানের কথা বলে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যে পণ্য বিক্রি করে।" *(মুসলিম ৩০৬নং)*

তাঁর অন্য বর্ণনায় আছে, "যে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরে।" *(মুসলিম ৩০৭, আবূ দাউদ ৪০৮৭, তিরমিযী ১২১১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২২০৮নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ ، وَالقَمِيصِ ، وَالعِمَامَةِ ، مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه أَبُو داود والنسائي بإسناد صحيح

(৩৩২৯) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ীতে ঝুলানোর কাজ হয়ে থাকে। (অর্থাৎ, এগুলি ঝুলিয়ে পরলে গুনাহ হয়।) যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কিছু মাটিতে ছেঁচড়ে চলবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না।" *(আবূ দাউদ ৪০৯৬, নাসায়ী ৫৩৩৪নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أَبي جُرَيٍّ جَابِرِ بنِ سُلَيْمٍ ﷺ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ ، لا يَقُولُ شَيْئاً إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : رَسُولُ اللهِ ﷺ . قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ — مَرَّتَينِ — قَالَ : ((لاَ تَقُلْ : عَلَيْكَ السَّلامُ ، عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى ، قُلْ : السَّلامُ عَلَيْكَ)). قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : ((أَنَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ ، فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ)). قَالَ : قُلْتُ : اِعْهَدْ إِلَيَّ . قَالَ : ((لاَ تَسُبَّنَّ أَحَداً)). قَالَ : فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرّاً ، وَلاَ عَبْداً ، وَلاَ بَعِيراً ، وَلاَ شَاةً ، ((وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الكَعْبَينِ ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ المَخِيلَةِ . وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المَخِيلَةَ ؛ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ)). رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وقال

الترمذي : ((حديث حسن صحيح))

(৩৩৩০) আবূ জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যাঁর মতানুযায়ী লোকে কাজ করছে, তাঁর কথা তারা মেনে নিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ লোকটি কে?' লোকেরা বলল, 'ইনি আল্লাহর রসূল ﷺ।' আমি তাঁকে 'আলাইকাস সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ' দু'বার বললাম। তিনি বললেন, "আলাইকাস সালাম' বলো না। 'আলাইকাস সালাম' তো মৃতদের জন্য অভিবাদন বাণী। তুমি বলো 'আসসালামু আলাইকা।"

জাবের বলেন, আমি বললাম, 'আপনি আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "আমি সেই আল্লার রসূল, যাঁকে কোন বিপদের সময় যদি ডাকো, তাহলে তিনি তোমার বিপদ দূর করে দেবেন। যদি দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তাহলে তিনি তোমার জন্য যমীন থেকে ফসল উৎপাদন করবেন। কোন গাছপালা বিহীন জনশূন্য মরুভূমিতে তোমার বাহন হারিয়ে গেলে তুমি যদি তাঁর নিকট দুআ কর, তাহলে তিনি তোমার বাহন তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।"

জাবের বলেন, আমি বললাম, 'আপনি আমাকে বিশেষ উপদেশ দান করুন।' তিনি বললেন, "তুমি কাউকে কখনো গালি-গালাজ করো না।" সুতরাং তারপর থেকে আমি না কোন স্বাধীন-পরাধীন ব্যক্তিকে, না কোন উট আর না কোন ছাগলকে গালি দিয়েছি।

(দ্বিতীয় উপদেশ হচ্ছে এই যে,) "কোন পুণ্যকর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। নিঃসন্দেহে সহাস্য বদনে কোন মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে তোমার বাক্যালাপ করা নেকীর কাজ। নিজ লুঙ্গি পায়ের অর্ধ রলা পর্যন্ত উঁচু রেখো। তা যদি মানতে না চাও, তাহলে গাঁট পর্যন্ত ঝুলাতে পার। লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরা থেকে দূরে থেকো। কেননা, এতে অহংকার জন্মায়। আর নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারকে পছন্দ করেন না। যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় অথবা এমন দোষ ধরে তোমাকে লজ্জা দেয়, যা তোমার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে জানে, তাহলে তুমি তার এমন দোষ ধরে তাকে লজ্জা দিয়ো না, যা তার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে জানো। যেহেতু তার কুফল তার উপরই বর্তাবে (তোমার উপর নয়)।" *(আবূ দাউদ ৪০৮৬, তিরমিযী ২৭২১-২৭২২নং, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِزْرَةُ المُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَلاَ حَرَجَ ـ أَوْ لاَ جُنَاحَ ـ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ، فمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ

(৩৩৩১) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিমের লুঙ্গি অর্ধ গোছা পর্যন্ত ঝুলানো উচিত। গাঁটের উপর পর্যন্ত ঝুললে ক্ষতি নেই। যে অংশ লুঙ্গি পায়ের গাঁটের নীচে ঝুলবে, তা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি পায়ের গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরবে, তার দিকে আল্লাহ (করুণার দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না।" *(আবূ দাউদ ৪০৯৫নং, সহীহ সূত্রে)*

وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : مَرَرتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي استِرخَاءٌ ، فَقَالَ: ((يَا عَبدَ اللهِ ، ارْفَعْ إِزَارَكَ)). فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ : ((زِدْ)) فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ . فَقَالَ

بَعْضُ القَوْمِ : إِلَى أينَ ؟ فَقَالَ : إِلَى أنْصَافِ السَّاقَيْنِ . رواه مسلم

(৩৩৩২) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার লুঙ্গি বেশ ঝুলে ছিল। সুতরাং তিনি বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! লুঙ্গি উঠিয়ে পর।" অতএব আমি লুঙ্গি তুলে পরলাম। তিনি আবার বললেন, "আরো উঁচু কর।" আমি আরো উঁচু করলাম। এরপর বরাবর আমি এর খেয়াল রাখতে থাকলাম; যেন লুঙ্গি নীচে না নামে। কিছু লোক (আব্দুল্লাহকে) জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূর পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা যাবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'অর্ধ গোছা পর্যন্ত।' *(মুসলিম ৫৫৮-৩নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَـهُ خُـيَلاَءَ لَـمْ يَنْظُـرِ اللهُ إِلَيْـهِ يَـوْمَ القِيَامَـةِ)). فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ((يُرْخِينَ شِـبْراً)). قَالَـتْ : إِذاً تَنْكَـشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: ((فَيُرخِينَهُ ذِرَاعاً لاَ يَزِدْنَ)) رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(৩৩৩৩) পূর্বোক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে (করুণার দৃষ্টিতে) দেখবেন না।" উম্মে সালামাহ প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের নিম্নপ্রান্তের ব্যাপারে কী করবে?' তিনি বললেন, "আধ হাত বেশী ঝুলাবে।" উম্মে সালামাহ বললেন, 'তাহলে তো তাদের পায়ের পাতা খোলা যাবে!' তিনি বললেন, "তাহলে এক হাত পর্যন্ত নীচে ঝুলাবে; তার বেশী নয়।" *(আবূ দাউদ ৪১১৯, তিরমিযী ১৭৩১নং)*

বিনয়বশতঃ মূল্যবান পোশাক পরিধান ত্যাগ করা মুস্তাহাব

এ পরিচ্ছেদ বিষয়ক কিছু হাদীস 'উপবাস ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের মাহাত্ম্য' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْ مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُـعاً للهِ ، وَهُـوَ يَقْـدِرُ عَلَيْهِ ، دَعَاهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أيِّ حُلَلِ الإيمَانِ شَاءَ يَلْبَـسُهَا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৩৩৪) মুআয ইবনে আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পরার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ তা পরিহার করল, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সাক্ষাতে তাকে ডেকে স্বাধীনতা দেবেন, সে যেন ঈমানের (অর্থাৎ ঈমানদারদের পোশাক) জোড়াসমূহের মধ্য থেকে যে কোন জোড়া বেছে নিয়ে পরিধান করে।" *(তিরমিযী ২৪৮১, হাকেম ২০৬, সহীহুল জামে' ৬১৪৫নং)*

মধ্যম ধরনের পোশাক পরা উত্তম। অকারণে শরয়ী উদ্দেশ্য বিনা এমন পোশাক পরা অনুত্তম, যা উপহাস্য হতে পারে

عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أَبيهِ ، عَن جَدِّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ يُرَى أثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৩৩৫) আম্‌র ইবনে শুআইব স্বীয় পিতা হতে, তিনি স্বীয় দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের প্রভাব ও চিহ্ন দেখা যাক।" *(তিরমিযী ২৮১৯নং, হাসান)*

রেশমের কাপড় পরা, তার উপরে বসা বা হেলান দেওয়া পুরুষদের জন্য অবৈধ, মহিলাদের জন্য বৈধ

عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ؛ فَإنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৩৩৬) উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা (পুরুষরা) রেশমের কাপড় পরিধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের কাপড় পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (অর্থাৎ, সে জান্নাত হতে বঞ্চিত হবে।)" *(বুখারী ৫৮৩৩-৫৮৩৪, মুসলিম ৫৫৩১নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ . وفي رواية للبخاري : ((مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرَةِ)) .

(৩৩৩৭) উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, "সেই রেশম পরিধান করে, যার কোনই অংশ নেই।" *(বুখারী ৫৮৩৫, মুসলিম ৫৫২৪নং)*

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, "যার আখেরাতে কোন অংশ নেই।"

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৩৩৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রসুল ﷺ বলেছেন, "দুনিয়াতে যে রেশমী কাপড় পরবে, আখেরাতে সে তা পরতে পাবে না।" *(বুখারী ৫৮৩২, মুসলিম ৫৫৪৬নং)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أخَذَ حَرِيراً ، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)). رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ

(৩৩৩৯) আলী ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ডান হাতে রেশম ধরলেন এবং বাম হাতে সোনা, অতঃপর বললেন, "আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এ দু'টি বস্তু হারাম।" *(আবূ দাউদ ৪০৫৯নং, সহীহ সনদে)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَأُحِلَّ لإنَاثِهِمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩৩৪০) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে, আর মহিলাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।" *(তিরমিযী ১৭২০নং, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، وَعَنْ لُبْس الحَرِيرِ وَالدِّيبَاج ، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ . رواه البخاري

(৩৩৪১) হুযাইফাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ও রূপার পাত্রে পান বা আহার করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং চিকন ও মোটা রেশম পরিধান করতে অথবা (বেড-কভার বা সীট-কভার বানিয়ে) তার উপর বসতেও নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ৫৮৩৭নং)*

وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابَ ﷺ قَالَ: نَهَى نَبِىُّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

(৩৩৪২) উমার ﷺ বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ (পুরুষদেরকে) রেশমের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুল পরিমাণ (অন্য কাপড়ের সঙ্গে জুড়ে) ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন। *(মুসলিম ৫৫৩৮, মিশকাত ৪৩২৪নং)*

চুলকানি রোগ থাকলে রেশমের কাপড় পরা বৈধ

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا فِي لُبْس الحَرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِما . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৩৪৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে তাদের গায়ে চুলকানি হবার দরুন রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন।' *(বুখারী ২৯২২,৫৮৩৯, মুসলিম ৫৫৫২নং)*

বাঘের চামড়া বিছিয়ে বসা নিষেধ

عَن مُعَاوِيَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ)). حديث حسن ، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن

(৩৩৪৪) মুআবিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "রেশমী কাপড় ও বাঘের চামড়ার উপর (বাহনের পিঠে রেখে বা অন্যত্র বিছিয়ে) বসো না।" *(আবূ দাউদ ৪১৩১নং, ও অন্যান্য হাসান সূত্রে)*

وَعَنْ أَبِي المَلِيحِ ، عَن أَبِيهِ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ . رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ . وفي رواية للترمذي : نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ.

(৩৩৪৫) আবুল মালীহ ﷺ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়ার বিছানায় বসতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ ৪১৩৪, তিরমিযী ১৭৭১, নাসাঈ ৪২৫৩নং*

বিশুদ্ধ সানাদ সূত্রে)

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, তিনি হিংস্র জন্তুর চামড়া বিছাতে নিষেধ করেছেন। *(দারেমী ১৯৮৩নং)*

নতুন কাপড় বা জুতা ইত্যাদি পরার সময় কী বলতে হয়?

عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ – عِمَامَةً ، أَوْ قَمِيصاً ، أَوْ رِدَاءً – يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(৩৩৪৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নতুন কাপড় পরতেন, তখন পাগড়ী, জামা কিংবা চাদর তার নাম নিয়ে এই দুআ পড়তেন,

'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাউতানীহ, আসআলুকা মিন খাইরিহী অখাইরি মা সুনিআ লাহ, অআউযু বিকা মিন শার্রিহি অশার্রি মা সুনিআ লাহ।'

অর্থ- হে আল্লাহ তোমারই নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে এই (নতুন কাপড়) পরালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং এ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(আবু দাউদ ৪০২২, তিরমিযী ১৭৬৭নং, হাসান)*

জুতা পরার আদব

عَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَمشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً ، أَو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً)) . وفِي رواية : ((أَو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً)) . متفق عليه

(৩৩৪৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় উভয় জুতা পরবে, নচেৎ উভয় জুতা খুলে রাখবে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "নচেৎ উভয় পা খালি রাখবে।" *(বুখারী ৫৮৫৫, মুসলিম ৫৬১৭নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكمْ ، فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا)) . رواهُ مسلم

(৩৩৪৮) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে যাবে, তখন সে যেন তা না সারা পর্যন্ত অন্য জুতাটি পরে না হাঁটে।" *(মুসলিম ৫৬১৮নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً . رواه أبو داود بإسناد حسن

(৩৩৪৯) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ ৪১৩৭নং, হাসান সূত্রে)*

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ)).

(৩৩৫০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের যখন কেউ জুতা পরে, তখন সে যেন ডান পা থেকে শুরু করে এবং যখন খোলে, তখন সে যেন বাম পা থেকে শুরু করে। যাতে ডান পায়ের জুতা আগে পরা হয় এবং শেষে খোলা হয়।" *(বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ২০৯৭নং প্রমুখ)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّى لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِّى سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ. قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا لِى أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الأَرْضِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ. قَالَ فَمَا لِى لاَ أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِىَ أَحْيَانًا.

(৩৩৫১) ফায়্বালাহ বিন উবাইদ যখন মিসরে (বা শামে) আমীর মুআবিয়ার নায়েব ছিলেন, তখন এক সাহাবী (মদীনা থেকে গিয়ে) তাঁকে দেখলেন, তিনি আলুথালু বেশে অবস্থান করছেন।------ তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার যে, আমি আপনাকে আলুথালু বেশে দেখছি, অথচ আপনি দেশের আমীর?' উত্তরে তিনি বললেন, 'যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে অতিরিক্ত বিলাসিতা করতে নিষেধ করেছেন।' তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেন?' উত্তরে ফাযালাহ বললেন, 'যেহেতু নবী ﷺ আমাদেরকে কখনো কখনো খালি পায়ে চলতে আদেশ করতেন।' *(আহমাদ ২৩৪৪৯, আবূ দাউদ ৪১৬২নং)*

বেশ-ভূষায়, চাল-চলন ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের পরস্পরের অনুকরণ হারাম

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ .

وَفِي رِوَايَةٍ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

رواه البخاري

(৩৩৫২) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।'

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।' *(বুখারী ৫৮৮৫-৫৮৮৬, ৬৮৩৪নং)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ ، وَالمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৩৩৫৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ সেই পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যে মহিলার পোশাক পরে এবং সেই মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।' *(আবূ দাঊদ ৪১০০নং, বিশুদ্ধ সনদ)*

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ((ثلاثةٌ لا يَنْظُرُ الله إليْهِمْ يَوْمَ القِيامَةِ العاقُّ والمَرْأةُ المُتَرَجِّلَةِ المُتَشَبِّهَةُ بالرِّجالِ والدَّيُّوثُ)).

(৩৩৫৪) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং মেড়া পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।) *(আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈর কুবরা ২৩৪৩, হাকেম ২৫৬২, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

পুরুষের জন্য জাফরানী রঙের পোশাক তথা বিজাতির পোশাক পরা হারাম

عَنْ أَنَس ﷺ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُل . متفق عَلَيْهِ

(৩৩৫৫) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ পুরুষদের জন্য জাফরানী রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ : ((أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذا ؟)) قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ: ((بَلْ أَحْرِقْهُمَا)) .

وَفِي رِوَايَةٍ ، فَقَالَ : ((إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا)) . رواه مسلم

(৩৩৫৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার পরনে দুটো হলুদ রঙের কাপড় দেখে বললেন, "তোমার মা কি তোমাকে এ কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেছে?" আমি বললাম, 'আমি কি তা ধুয়ে ফেলব?' তিনি বললেন, "বরং তা পুড়িয়ে ফেলো।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "এ হল কাফেরদের পোশাক। সুতরাং তুমি এ পরিধান করো না।" *(মুসলিম ৫৫৫৫-৫৫৫৭নং)*

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا)).

(৩৩৫৭) আম্‌র বিন শুআইব, তিনি তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে।" *(তিরমিযী ২৬৯৫নং, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ*

২১৯৪নং)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ».

(৩৩৫৮) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" *(আবূ দাউদ ৪০৩৩, ত্বাবারানীর আউসাত্ব হুযাইফাহ কর্তৃক, সহীহুল জামে' ৬১৪৯নং)*

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(৩৩৫৯) উক্ত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধিজনক লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে লাঞ্ছনার লেবাস পরাবেন।" *(আহমাদ ৫৬৬৪, আবূ দাউদ ৪০৩২, ইবনে মাজাহ ৩৬০৬, মিশকাত ৪৩৪৬নং)*

লেবাসের অন্যান্য জ্ঞাতব্য

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ « مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ ».

(৩৩৬০) ইবনে উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জাঁকজমকপূর্ণ লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে অনুরূপ লেবাস পরিয়ে তা অগ্নিদগ্ধ করবেন।" *(আবূ দাউদ ৪০৩১, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৬৫২৬নং)*

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إنّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ ويحبُّ أنْ يَرَى أثَرَ نِعْمَتِهِ على عَبْدِهِ ويَبْغُضُ البُؤْسَ والتَّباؤُسَ)).

(৩৩৬১) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। বান্দাকে তিনি যে নেয়ামত দান করেছেন তার চিহ্ন (তার দেহে) দেখতে পছন্দ করেন। আর তিনি দারিদ্র ও (লোকচক্ষে) দরিদ্র সাজাকে ঘৃণা করেন।" *(বাইহাকীর আবুল ঈমান ৬২০১, সহীহুল জামে' ১৭৪২ নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَدْخُلُ الجنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كِبْرٍ !)) فَقَالَ رَجُلٌ : إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، ونَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ : ((إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)) رواه مسلم

(৩৩৬২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" একটি লোক বলল, 'মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)?' তিনি বললেন, "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" *(মুসলিম ২৭৫নং)*

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ.

(৩৩৬৩) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "যা ইচ্ছা তাই খাও এবং যেমন ইচ্ছা তেমনিই পর, তবে তাতে যেন দু'টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও অহংকার।" *(বুখারী, মিশকাত ৪৩৮০নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ».

(৩৩৬৪) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, "উত্তম আদর্শ, উত্তম বেশভূষা এবং মিতাচারিতা নবুওতের ২৫ অংশের অন্যতম অংশ।" *(আহমাদ ২৬৯৮, আবূ দাউদ ৪৭৭৮, সহীহুল জামে' ১৯৯৩নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ « أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ». وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ « أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ ».

(৩৩৬৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের নিকট এসে এক ব্যক্তির মাথায় আলুথালু চুল দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে সোজা করে (আঁচড়ে) নেয়?!" আর এক ব্যক্তির পরনে ময়লা কাপড় দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে নেয়?!" *(আহমাদ ১৪৮৫০, আবূ দাউদ ৪০৬৪, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৫১নং)*

عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – فِى ثَوْبٍ دُونٍ فَقَالَ « أَلَكَ مَالٌ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « مِنْ أَىِّ الْمَالِ ». قَالَ قَدْ أَتَانِىَ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ « فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ ».

(৩৩৬৬) আবুল আহওয়াসের পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এলাম। আমার পরনে ছিল নেহাতই নিম্নমানের কাপড়। তিনি তা দেখে আমাকে বললেন, "তোমার কি মাল-ধন আছে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' বললেন, "কোন্ শ্রেণীর মাল আছে?" আমি বললাম, 'সকল শ্রেণীরই মাল আমার নিকট মজুদ। আল্লাহ আমাকে উট, গরু, ছাগল, ভেঁড়া, ঘোড়া ও ক্রীতদাস দান করেছেন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ যখন তোমাকে এত মাল দান করেছেন, তখন আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহ তোমার বেশ-ভূষায় প্রকাশ পাওয়া উচিত।" *(আহমাদ ১৫৮৮৭, আবূ দাউদ ৪০৬৫, নাসাঈ ৫২২৪, মিশকাত ৪৩৫২নং)*

সৌন্দর্যের বিধান

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ « أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ». وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ « أَمَا

كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ ».

(৩৩৬৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের কাছে এসে এক ব্যক্তির মাথায় আলুথালু চুল দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে সোজা করে (আঁচড়ে) নেয়?!" আর এক ব্যক্তির পরনে ময়লা কাপড় দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে নেয়?!" *(আহমাদ ১৪৮৫০, আবূ দাঊদ ৪০৬৪, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৫১ নং)*

কলপ ব্যবহার

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ».

(৩৩৬৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা পাকা চুল-দাড়ি রঙায় না, তোমরা (তা রঙিয়ে) তাদের বিরোধিতা কর।" *(বুখারী ৩৪৬২, ৫৮৯৯, মুসলিম ৫৬৩২, সুনানে আরবাআহ, সহীহুল জামে' ১৯৯৮নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى)).

(৩৩৬৯) উক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, মোচ ছেঁটে ফেলো, পাকা চুল রঙিয়ে ফেলো এবং ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(আহমাদ ৮৬৭২, সহীহুল জামে' ১০৬৭ নং)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ)).

(৩৩৭০) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা যে সব জিনিস দিয়ে পাকা চুল-দাড়ি রঙিয়ে থাকো, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হল, মেহেদি ও কাতাম। *(আহমাদ ২১৩৩৭, সুনানে আরবাআহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১৫৪৬নং)*

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضاً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) . رواه مسلم

(৩৩৭১) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর সিদ্দীক ﷺ-এর পিতা আবূ কুহাফাকে, মক্কা বিজয়ের দিনে এমন অবস্থায় আনা হল যে, তার মাথা ও দাড়ি 'ষাগামাহ' ঘাসের (সাদা ফুলের) মত সাদা ছিল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এ (সাদা রঙ) পরিবর্তন কর। আর কালো রং থেকে দূরে থাকো।" *(মুসলিম ৫৬৩১, মিশকাত ৪৪২৪নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ».

(৩৩৭২) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "শেষ জামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে; যারা পায়রার ছাতির মতো কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" *(আবূ দাউদ ৪২১৪, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৮১৫৩নং)*

মাথা ও দাড়ি ইত্যাদি থেকে সাদা চুল উপড়ে ফেলা এবং সাবালক ছেলের সদ্য গজিয়ে উঠা দাড়ি উপড়ে ফেলা নিষিদ্ধ

عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ؛ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ)) حديث حسن ، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنة، قال الترمذي : ((هو حديث حسن))

(৩৩৭৩) আম্‌র ইবনে শুআইব ﷺ তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর (আম্‌রের) দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা সাদা পাকা চুল উপড়ে ফেলো না। কেননা, কিয়ামতের দিন তা মুসলিমের জন্য জ্যোতি হবে।" *(হাসান হাদীস, আবূ দাউদ ৪২০৪, তিরমিযী ২৮২১, নাসাঈ, হাসান সূত্রে, ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস)*

عن كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(৩৩৭৪) কা'ব বিন মুর্রাহ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির ইসলামে (জিহাদ, আল্লাহর ভয় প্রভৃতির কারণে) একটি চুল পাকে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ সাদা চুলটি কিয়ামতের দিন জ্যোতি হবে।" *(তিরমিযী ১৬৩৪, নাসাঈ ৩১৪৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৪ নং)*

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((الشيب نور المؤمن لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة)).

(৩৩৭৫) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শুভ্র কেশ মুমিনের নূর (জ্যোতি)। ইসলামে যে ব্যক্তিরই একটি কেশ শুভ্র হবে, সেই ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে একটি করে নেকী লাভ হবে এবং একটি করে মর্যাদায় সে উন্নীত হবে।" *(ইবনে হিব্বান, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৬৩৮৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৩ নং)*

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة)).

(৩৩৭৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমরা শুভ্র কেশ তুলে ফেলো না। কেননা তা কিয়ামতের দিনে নূর (জ্যোতি) হবে। ইসলামে যে ব্যক্তির একটি কেশ শুভ্র হবে, সেই ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী

লিপিবদ্ধ করবেন, একটি করে গোনাহ ঝরিয়ে দেবেন এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।” *(ইবনে হিব্বান ২৯৮৫, সহীহ তারগীব ২০৯৬নং)*

মাথার কিছু অংশ মুন্ডন করা ও কিছু অংশ ছেড়ে রাখা অবৈধ। পুরুষ সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডন করতে পারে; কিন্তু নারীর জন্য তা বৈধ নয়।

عَنِ ابنِ عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : نهَى رَسُول اللهِ ﷺ عن القَزَعِ . متفق عَلَيْهِ

(৩৩৭৭) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথার কিছু অংশ নেড়া করতে ও কিছু অংশে চুল রেখে দিতে নিষেধ করেছেন।’ *(বুখারী ৫৯২০-৫৯২১, মুসলিম ৫৬৮১নং)*

وَعَنْه، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: ((احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم

(৩৩৭৮) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শিশুকে দেখলেন যে, তার মাথার কিছু চুল কামানো হয়েছে এবং কিছু চুল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। (এরূপ দেখে) তিনি তাদের (লোকদের)কে এ কাজ থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, “(হয়) সম্পূর্ণ মাথার চুল চেঁছে দাও; না হয় সম্পূর্ণ মাথার চুল রেখে দাও।” *(আবূ দাঊদ ৪১৯৭নং, বুখারী-মুসলিমের শর্তাধীন সূত্রে)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أَمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاَثاً ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ : ((لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليَوْمِ)) ثُمَّ قَالَ : ((ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي)) فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخٌ ، فَقَالَ: ((ادْعُوا لِي الحَلاَّقَ)) فَأَمَرَهُ ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم

(৩৩৭৯) আব্দুল্লাহ ইবনে জা’ফর ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ জা’ফরের পরিবারকে (তার শাহাদৎ বরণের সময় শোক পালনের উদ্দেশ্যে) তিনদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, “তোমরা আজ থেকে আমার ভাইয়ের জন্য কান্না করবে না।” তারপর বললেন, “আমার জন্য আমার ভাইপোদেরকে ডেকে দাও।” সুতরাং আমাদেরকে (রসূলল্লাহ ﷺ-এর সামনে) এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হল, যেন আমরা পাখীর ছানা। অতঃপর তিনি বললেন, “নাপিত ডেকে নিয়ে এসো।” (সে উপস্থিত হলে) তাকে (আমাদের চুল কামানোর জন্য) আদেশ করলেন। সে আমাদের মাথা নেড়া ক’রে দিল। *(আবু দাঊদ ৪১৯৪নং, বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ সনদসূত্রে)*

(মহিলাদের কৃত্রিম রূপচর্চা)

নকল চুল বা পরচুলা লাগানো, উলকি উৎকীর্ণ করা (চামড়ায় ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়ে তাতে রং

ঢেলে নক্সা আঁকা বা নাম লেখা) সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ঘষে সরু করা বা দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ }

অর্থাৎ, তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল দেবীদের পূজা করে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে (শয়তান) বলেছে, 'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' (আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।) *(সূরা নিসা ১১৭-১১৯ আয়াত)*

وَعَنْ أَسمَاءَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا ، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا ، أَفَأَصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : ((لَعَنَ اللّهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ)) . متفق عليه . وفي روايةٍ : ((الوَاصِلَةَ ، والمُسْتَوْصِلَةَ)) .

(৩৩৮০) আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মেয়ে এক প্রকার চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আর আমি তার বিয়েও দিয়েছি। এখন কি আমি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দেব?' তিনি বললেন, "যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যার লাগানো হয় উভয় মহিলাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন বা করেছেন।"

অন্য বর্ণনায় আছে, "যে মহিলা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে লাগাতে বলে (তাদের উভয়কে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন বা করেছেন।)" *(বুখারী ৫৯৪১, মুসলিম ৫৬৮৯, ইবনে মাজাহ ১৯৮৮নং)*

(৩৩৮১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেও উক্তরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ৫৯৩৪, মুসলিম ৫৬৯০নং)*

وَعَنْ حُمِيدِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَانِ : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ﷺ ، عامَ حَجَّ عَلَى المِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ : يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ : ((إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ)) . متفق عليه

(৩৩৮২) হুমাইদ ইবনে আব্দুর রাহমান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি হজ্জ করার বছরে মুআবিয়া ﷺ-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন---ঐ সময়ে তিনি জনৈক দেহরক্ষীর হাত থেকে এক গোছা চুল নিজ হাতে নিয়ে বললেন, 'হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসূলল্লাহ ﷺ-কে এরূপ জিনিস (ব্যবহার) নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি

বলতেন, “বানী ইস্রাঈল তখনই ধ্বংস হয়েছিল, যখন তাদের মহিলারা এই জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল।” *(বুখারী ৩৪৬৮, ৫৯৩২, মুসলিম ৫৭০০নং)*

(৩৩৮৩) বুখারী ও মুসলিমে আছে,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ.

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব কর্তৃক বর্ণিত, মুআবিয়া মদীনায় এসে আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন। আর (তারই মাঝে) এক গোছা পরচুলা বের করে বললেন, ‘ইয়াহুদীরা ছাড়া অন্য কোন (মুসলিম) ব্যক্তি এ জিনিস ব্যবহার করে বলে আমার ধারণা ছিল না। আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এই (পরচুলা ব্যবহারের) খবর পৌঁছলে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন, ‘জালিয়াতি!’ *(বুখারী ৫৯৩৮, মুসলিম ৫৭০২-৫৭০৩নং)*

(৩৩৮৪) নাসাঈর বর্ণনায় আছে,

((أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه)).

“যে নারী তার মাথায় এমন চুল বাড়তি লাগায় যা তার মাথার নয়, সে তার মাথায় জালিয়াতি সংযোগ করে।” *(নাসাঈ ৫০৯৩, সঃ জামে’ ২৭০৫নং)*

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوشِمَةَ . متفق عليه

(৩৩৮৫) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরচুলা যে মহিলা লাগিয়ে দেয় এবং যে পরচুলা লাগাতে বলে, আর যে মহিলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে ও যে উলকি উৎকীর্ণ করতে বলে তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ৫৯৩৭, মুসলিম ৫৬৯৩নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قالَ اللهُ تَعَالَى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} . متفق عليه

(৩৩৮৬) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীদের উপর, যারা ভ্রূ চেঁছে সরু করে, যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে।’ জনৈক মহিলা এ ব্যাপারে তাঁর (ইবনে মাসঊদের) প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, ‘আমি কি তাকে অভিসম্পাত করব না, যাকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন এবং তা আল্লাহর কিতাবে আছে? আল্লাহ বলেছেন, “রসূল যে বিধান তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক।” *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত, বুখারী ৪৮৮৬নং, মুসলিম ৫৬৯৫নং, আসহাবে সুনান)*

وَعَن أبي هريرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَومٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ

كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)).

رواه مسلم

(৩৩৮৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুই প্রকার জাহান্নামী লোক আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করিনি (অর্থাৎ, পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে) ঃ (১) এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। (২) এমন এক শ্রেণীর মহিলা, যারা (এমন নগ্ন) পোশাক পরবে যে, (বাস্তবে) উলঙ্গ থাকবে, (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে।" *(মুসলিম ৫৭০৪, ৭৩৭৩নং)*

উক্ত হাদীসে كَاسِيَات عَارِيَات এর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন, তারা আল্লাহর নেয়ামতের লেবাস পরে থাকবে, কিন্তু তাঁর শুকর আদায় থেকে নগ্ন বা শূন্য হবে। অথবা তারা এমন পোশাক পরবে, যাতে তারা তাদের দেহের কিছু অংশ ঢাকবে এবং সৌন্দর্য ইত্যাদি প্রকাশের জন্য কিছু অংশ বের ক'রে রাখবে। অথবা তারা এমন পাতলা পোশাক পরিধান করবে, যাতে তাদের ভিতরের চামড়ার রঙ বুঝা যাবে।

مَائِلَات مُمِيلَات এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর আনুগত্য এবং যা হিফাযত করা দরকার তার হিফাযতের পথ থেকে বিচ্যুত থাকবে। আর তারা অপরকে তাদের ঐ নিন্দনীয় কর্ম শিক্ষা দেবে। অথবা তারা হেলে-দুলে অহংকারের সাথে চলাফিরা করবে এবং নিজেদের কাঁধ বাঁকা করবে। অথবা তারা বেশ্যাদের মত টেরা করে চুলের সিঁথি কাটবে এবং অপরের সিঁথিও অনুরূপ টেরা ক'রে কেটে দেবে।

'তাদের মাথা হবে উটের হিলে যাওয়া কুঁজের মত' অর্থাৎ, মাথার চুলের সাথে (পরচুলা বা বস্ত্রখণ্ডের) টেসেল বেঁধে বড় করে খোঁপা বাঁধবে। (এরা সকলে জাহান্নামী হবে।)

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ....)).

(৩৩৮৮) আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার শেষ যামানার উম্মতের মধ্যে কিছু এমন লোক হবে যারা ঘরের মত জিন্ (মোটর গাড়ি)তে সওয়ার হয়ে মসজিদের দরজায় দরজায় নামবে। (গাড়ি করে নামায পড়তে আসবে।) আর তাদের মহিলারা হবে অর্ধনগ্না; যাদের মাথা কৃশ উটের কুঁজের মতো (খোঁপা) হবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো। কারণ, তারা অভিশপ্তা!---" *(আহমাদ, ২/২২৩, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৮৩নং)*

সোনার আংটি

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِى يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: « يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–.

(৩৩৮৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত দোযখের আঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?"

অতঃপর নবী ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হল, 'তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাও। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও।)' কিন্তু লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি আর কক্ষনো তা গ্রহণ করব না, যা আল্লাহর রসূল ﷺ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।" *(মুসলিম ২০৯০নং)*

وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : ((هَذَا شَرٌّ ، هَذِهِ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ))، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ ، فَسَكَتَ عَنْهُ .

(৩৩৯০) আম্‌র বিন শুআইব, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি নিজ দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এল। তার হাতে ছিল সোনার আংটি। তা দেখে তিনি তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি তাঁর অপছন্দের কথা বুঝতে পেরে ফিরে গিয়ে সেটি খুলে ফেলে একটি লোহার আংটি পরে এল। নবী ﷺ তা দেখে বললেন, "এটি তো আরো খারাপ। এটি তো জাহান্নামবাসীদের অলংকার!" এ কথা শুনে লোকটি ফিরে গেল এবং সেটিকেও খুলে ফেলে একটি চাঁদির আংটি আঙ্গুলে নিল। তা দেখে নবী ﷺ নীরব থাকলেন। *(আহমাদ ৬৫১৮, আল-আদাবুল মুফরাদ ১০২১নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩৩৯১) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে, আর মহিলাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।" *(তিরমিযী ১৭২০নং, হাসান সহীহ)*

সুবাস ও সুগন্ধি

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ)).

(৩৩৯২) ইমরান বিন হুস্বাইন কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি হল তাই, যার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে এবং তা রঙহীন হয়। আর মহিলাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি তাই, যার সুবাস গুপ্ত থাকে এবং তা রঙিন হয়।" (তিরমিযী ২৭৮৭, নাসাঈ ৫১১৭নং)

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق)).

(৩৩৯৩) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "(রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না; নাপাক ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত (মাতাল) ব্যক্তি এবং খালূক (মেয়েদের সুগন্ধি) মাখা ব্যক্তি।" *(বায্যার, সহীহ তারগীব ১৬৭নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ ».

(৩৩৯৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না করে সাদাসিধাভাবে আসে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৫৬৫, সহীহুল জামে' ৭৪৫৭নং)*

عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا ، يَعْنِي زَانِيَةً)).

(৩৩৯৫) আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে সে ব্যভিচারিণী (বেশ্যা মেয়ে)।" *(আহমাদ ১৯৫৭৮, আবূ দাউদ ৪১৭৫, তিরমিযী ২৭৮৬, নাসাঈ ৫১২৬, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৫৪০নং)*

(৩৩৯৬) আবু হুরাইরা ﷺ একদা চাশ্তের সময় মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদ প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল।

فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ : عَلَيْكِ السَّلاَمُ. قَالَتْ : وَعَلَيْكَ. قَالَ : فَأَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتِ : الْمَسْجِدَ قَالَ فَلأَىِّ شَىْءٍ تَطَيَّبْتِ بِهَذَا الطِّيبِ قَالَتْ لِلْمَسْجِدِ قَالَ : آللَّهِ قَالَتْ : آللَّهِ ، قَالَ آللَّهِ قَالَتْ آللَّهِ قَالَ فَإِنَّ حِبِّى أَبَا الْقَاسِمِ –صلى الله عليه وسلم– أَخْبَرَنِى أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ لاِمْرَأَةٍ صَلاَةٌ تَطَيَّبَتْ بِطِيبٍ لِغَيْرِ زَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ فَاذْهَبِى فَاغْتَسِلِى مِنْهُ ثُمَّ ارْجِعِى فَصَلِّى.

আবূ হুরাইরা মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, 'আলাইকিস্ সালাম।' মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবে তুমি?' সে বলল, 'মসজিদে।' বললেন, 'কি জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি?' বলল, 'মসজিদের জন্য।' বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' তখন তিনি বললেন, 'তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, "সেই মহিলার

কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করে নেয়।” অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল করে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায পড়ো।’ *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী ৫৫৮২, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩১নং)*

হাসির কতিপয় আদব

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ».

(৩৩৯৭) আবূ যার্র ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বলেছেন, “কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।” *(মুসলিম ৬৮৫৭নং)*

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ)).

(৩৩৯৮) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, বেশী হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।” *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৩, সহীহুল জামে’ ৭৪৩৫নং)*

রসিকতা ও মস্করা

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنِى. قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ ». قَالَ وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلاَّ النُّوقُ ».

(৩৩৯৯) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে সওয়ারী উট চাইলে তিনি বললেন, “তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চা দেব।” লোকটি বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! বাচ্চা নিয়ে কী করব?’ তিনি বললেন, “উটনী ছাড়া কি উট আর কেউ জন্ম দেয়?” (অর্থাৎ সব উটই তো তার মায়ের বাচ্চা।) *(আবুদাউদ ৫০০০, তিরমিযী ১৯৯১, মিশকাত ৪৮৮৬নং)*

وعنه قال: أتت عجوز من الأنصار إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقالت : يا رسول الله ادع لي بالمغفرة فقال لها : أَمَا عَلِمتِ أَنَّ الجنَّةَ لاَ يَدخلُهُاَ العَجَاَئِزُ وفي روايةٍ العجوزَ وفي رواية لاَ تَدخُلُ الجنَّةَ عَجُوزٌ فبكت وفي رواية فصرخت فتبسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال لها : لَستِ يَومَئذٍ يعَجُوزٍ أَمَا قَرَأتِ قَولَهُ تعالى : (إِنَّا أَنشَأنَاهُنَّ إِنشَاءَ فَجَعَلنَاهُنَّ أَبكَاراً عُرُباً أَتَراباً) .

(৩৪০০) উক্ত আনাস ﷺ বলেন, একদা এক আনসারী বৃদ্ধা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি দুআ করে দিন যাতে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।' তিনি মস্করা করে বললেন, 'বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করল। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, "ওকে বলে দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় ও জান্নাতে যাবে না।" (বরং সে যুবতী হয়ে যাবে।) মহান আল্লাহ বলেছেন, "তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। তাদেরকে করেছি কুমারী। প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা।" (ওয়াক্বিআহ ঃ ৩৫-৩৭) *(শামায়েলুত তিরমিযী, রাযীন, গায়াতুল মারাম, মিশকাত ৪৮৮৮নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ ».

(৩৪০১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তিনটি বিষয়ের সত্যিও সত্যি এবং ঠাট্টাও সত্যি; বিবাহ, তালাক ও রজআত (স্ত্রীকে তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যানীতা করা)।" *(আবূ দাঊদ ২১৯৬, তিরমিযী ১১৮৪, ইবনে মাজাহ ২০৩৯, সহীহুল জামে'৩০২৮নং)*

عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((ثَلاثٌ لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ، الطَّلاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتْقُ)).

(৩৪০২) ফায়্বালাহ বিন উবাইদ আনসারী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিনটি বিষয়ে খেল-তামাশা বৈধ নয়; তালাক, বিবাহ, ও ক্রীতদাস স্বাধীন।" *(ত্বাবারানী ১৫১৭৬, সঃ জামে' ৩০৪৭নং)*

ভাল লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করা, তাঁদেরকে ভালবাসা, তাঁদেরকে বাড়িতে দাওয়াত দেওয়া, তাঁদের কাছে দুআ চাওয়া এবং বর্কতময় স্থানসমূহের দর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً } إِلَى قوله تَعَالَى : { قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ؟ } [الكهف : ٦٠ – ٦٦]

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। ---- মূসা তাকে বলল, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? *(সূরা কাহফ ৬০-৬৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } [الكهف : ٢٨]

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে

তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا ، بَكَتْ ، فَقَالاَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَكِنْ أبكي أَنَّ الوَحْيَ قدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّماءِ ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا . رواه مسلم

(৩৪০৩) আনাস ﷺ বলেন, রসূল ﷺ-এর জীবনাবসানের পর আবূ বাকর সিদ্দীক ﷺ উমার ﷺ-কে বললেন, 'চলুন, আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।' সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা অধিকতর উত্তম সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।' উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ দু'জনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। *(মুসলিম ৬৪৭২নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ : ((أنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَاً لَهُ في قَريَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ الله تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أتَى عَلَيهِ ، قَالَ : أيْنَ تُريدُ ؟ قَالَ : أُريدُ أخاً لي في هذِهِ القَريَةِ . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا عَلَيهِ ؟ قَالَ : لا ، غَيْرَ أنِّي أحْبَبْتُهُ في الله تَعَالَى ، قَالَ : فإنِّي رَسُولُ الله إلَيْكَ بَأنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أحْبَبْتَهُ فِيهِ)). رواه مسلم

(৩৪০৪) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক ফিরিশ্তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকলেন। যখন সে তাঁর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সে বলল, 'এ লোকালয়ে আমার এক ভাই আছে, আমি তার কাছে যাচ্ছি।' ফিরিশ্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার প্রতি কি তার কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার বিনিময় দেওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ?' সে বলল, 'না, আমি তার নিকট কেবলমাত্র এই জন্য যাচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি।' ফিরিশ্তা বললেন, '(তাহলে শোনো) আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত হিসাবে (এ কথা জানাবার জন্য) এসেছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালবাসেন; যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাস।" *(মুসলিম ৬৭১৪নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أخاً لَهُ في اللهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ : بِأنْ طِبْتَ ، وَطَابَ مَمْشَاكَ ، وَتَبَوَّأتَ مِنَ الجنَّةِ مَنْزِلاً)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))،

وفي بعض النسخ : ((غريب))

(৩৪০৫) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান ক'রে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" *(তিরমিযী ২০০৮-নং, হাসান বা গরীব সূত্রে)*

وَعَن أَبي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ أَنَّ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৪০৬) আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর হাপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।" *(বুখারী ৫৫৩৪, মুসলিম ৬৮-৬০নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৪০৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "চারটি গুণ দেখে মহিলাকে বিবাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন-ধর্ম দেখে। তুমি দ্বীনদার পাত্রী লাভ ক'রে সফলকাম হও। (অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।)" *(বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ৩৭০৮-নং)*

* এর অর্থ ঃ লোকেরা সাধারণতঃ মহিলার এই চার গুণ দেখে বিবাহ ক'রে থাকে। তুমি দ্বীনদার পেতে আগ্রহী হও, তাকে বিবাহ কর এবং তার সঙ্গ ও সাহচর্য পেয়ে ধন্য হও।

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبيُّ ﷺ لِجِبرِيلَ : ((مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا ؟)) فَنَزَلَتْ : { وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ } [مريم : ٦٤] رواه البخاري

(৩৪০৮) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ জিব্রাঈলকে বললেন, 'আপনি যতটা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে বেশী সাক্ষাৎ করতে আপনার বাধা কিসের?' ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "(জিব্রাঈল বললেন,) আমরা তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যাতিরেকে অবতরণ করি না। যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং উভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে সে সকলই তাঁর মালিকানাধীন।" *(সূরা মারয়্যাম ৬৪ আয়াত, বুখারী ৩২১৮, ৪৭৩১, ৭৪৫৫নং)*

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ((أحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَّا عَسى أنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَّا وأبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً مَّا عَسى أنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً مَّا)).

(৩৪০৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমার বন্ধুকে মধ্যমভাবে ভালোবাস (অর্থাৎ, তার ভালোবাসাতে তুমি অতিরঞ্জন করো না)। কারণ, একদিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আর তোমার শত্রুকে তুমি মধ্যমভাবে শত্রু ভেবো। (অর্থাৎ, তাকে শত্রু ভাবাতে বাড়াবাড়ি করো না।) কারণ, একদিন সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।" (সুতরাং তখন তোমাকে লজ্জায় পড়তে হবে।) *(তিরমিযী ১৯৯৭, সহীহুল জামে' ১৭৮ নং)*

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لا تُصَاحِبْ إلاَّ مُؤْمِناً ، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلاَّ تَقِيٌّ)) . رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد لا بأس بِهِ .

(৩৪১০) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মু'মিন মানুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হয়ো না এবং তোমার খাবার যেন পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ না খায়।" *(আবূ দাউদ ৪৮৩৪, তিরমিযী ২৩৯৫নং)*

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً ».

(৩৪১১) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মনুষ্য-সমাজ হল শত উটের মত; যার মধ্যে একটা ভালো সওয়ার-যোগ্য উট খুঁজে পাওয়া মুশকিল।" *(আহমাদ, বুখারী ৬৪৯৮, মুসলিম ৬৬৬৩, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ২৩৩২ নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)). رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وَقالَ الترمذي : ((حديث حسن)) .

(৩৪১২) আবু হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।" *(আহমাদ ৮০২৮, আবূ দাউদ ৪৮৩৫, তিরমিযী ২৩৭৮নং)*

وَعَن أَبي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وَفِي رِوَايَةٍ: قِيلَ لِلنَّبي ﷺ: الرَّجُلُ يُحِبُّ القَومَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: ((المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)).

(৩৪১৩) আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে ভালবাসে (কিয়ামতে) সে তারই সাথী হবে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, "কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি বললেন, মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথী হবে।" *(বুখারী ৬১৭০, মুসলিম ৬৮৯০নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ أَعرَابِياً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا

أَعْدَدْتَ لَهَا ؟)) قَالَ : حُبَّ اللّه وَرَسُولِهِ ، قَالَ : ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ، وهذا لفظ مسلم ، وفي رواية لهما : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَوْمٍ ، وَلاَ صَلاَةٍ ، وَلاَ صَدَقَةٍ ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللّه وَرَسُولَهُ .

(৩৪১৪) আনাস ইবনে মালেক ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামত কবে ঘটবে?' তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?" সে বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা।' তিনি বললেন, "তুমি যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে।" *(বুখারী ৩৬৮৮, মুসলিম ৬৮৭৮নং, শব্দগুলি মুসলিমের)*

উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি বেশি নামায-রোযা ও সাদকাহর মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে পারিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। (তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে।)"

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُول اللّه ﷺ : ((المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৪১৫) ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথী হবে।" *(বুখারী ৬১৬৮-৬১৬৯, মুসলিম ৬৮৮৮নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ)). رواه مسلم

(৩৪১৬) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সোনা-রূপার খনিরাজির মত মানব জাতিও নানা গোত্রের খনিরাজি। যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম; যখন তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে। আর আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।" *(মুসলিম ৬৮৭৭নং)*

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ)).

(৩৪১৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, "আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।" *(বুখারী ৩৩৩৬নং)*

وَعَن أُسَيْرِ بنِ عَمرٍو ، وَيُقَالُ : ابنِ جَابِرٍ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ إِذَا أَتَى عَلَيهِ أَمْدَادُ أَهْلِ اليَمَنِ سَأَلَهُمْ : أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ أُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : لَكَ وَالِدَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((يَأتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَل)) فَاسْتَغْفِرْ لِي فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : الكُوفَةَ ، قَالَ : أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ : أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، فَوَافَقَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ ، فَقَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَّ البَيْتِ قَلِيلَ المَتَاعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((يَأتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ ، فَافْعَلْ)) فَأَتَى أُوَيْساً ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : لَقِيتَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ . رواه مسلم

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ أَيضاً عَن أُسَيْرِ بنِ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ ﷺ ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرَنِيِّينَ ؟ فَجَاءَ ذلِكَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عمرُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ : ((إِنَّ رَجُلاً يَأتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسٌ ، لاَ يَدَعُ بِاليَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللهَ تَعَالَى ، فَأَذْهَبَهُ إِلاَّ مَوضِعَ الدِّينَارِ أَو الدِّرْهَمِ ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ)) .

وفي رِوَايَةٍ لَهُ : عَن عُمَرَ ﷺ ، قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسٌ ، وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ ، فَمُرُوهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ)) .

(৩৪১৮) উসাইর ইবনে আমর মতান্তরে ইবনে জাবের থেকে বর্ণিত, উমার ﷺ-এর নিকট যখনই ইয়ামান থেকে সহযোগী যোদ্ধারা আসতেন, তখনই তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমাদের মধ্যে কি উয়াইস ইবনে আমের আছে?' শেষ পর্যন্ত (এক দলের সঙ্গে) উয়াইস (ক্বারনী) ﷺ (মদীনা) এলেন। অতঃপর উমার ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি উয়াইস ইবনে আমের?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' উমার ﷺ বললেন, 'মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্বার্ন্ (গোত্রের)?' উয়াইস বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল, তা এক দিরহাম সম জায়গা ব্যতীত (সবই) দূর হয়ে গেছে?'

উয়াইস বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তোমার মা আছে?' উয়াইস বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্বার্ন্ (গোত্রের) উয়াইস ইবনে আমের ইয়ামানের সহযোগী ফৌজের সঙ্গে তোমাদের কাছে আসবে। তার দেহে ধবল দাগ আছে, যা এক দিরহাম সম স্থান ছাড়া সবই ভাল হয়ে গেছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারী হবে। সে যদি আল্লাহর প্রতি কসম খায়, তবে আল্লাহ তা পূরণ ক'রে দেবেন। সুতরাং (হে উমার!) তুমি যদি নিজের জন্য তাকে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ করাতে পার, তাহলে অবশ্যই করায়ো।" সুতরাং তুমি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা কর।'

শোনামাত্র উয়াইস উমারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। অতঃপর উমার তাঁকে বললেন, 'তুমি কোথায় যাবে?' উয়াইস বললেন, 'কূফা।' তিনি বললেন, 'আমি কি তোমার জন্য সেখানকার গর্ভনরকে পত্র লিখে দেব না?' উয়াইস বললেন, 'আমি সাধারণ গরীব-মিসকীনদের সাথে থাকতে ভালবাসি।'

অতঃপর যখন আগামী বছর এল তখন কূফার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হজ্জে এল। সে উমার ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে উয়াইস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, 'আমি তাঁকে এই অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তিনি একটি ভগ্ন কুটির ও স্বল্প সামগ্রীর মালিক ছিলেন।' উমার ﷺ বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্বার্ন্ (গোত্রের) উয়াইস ইবনে আমের ইয়ামানের সহযোগী ফৌজের সঙ্গে তোমাদের নিকট আসবে। তার দেহে ধবল রোগ আছে, যা এক দিরহামসম স্থান ছাড়া সবই ভালো হয়ে গেছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারী (মা-ভক্ত) হবে। সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ ক'রে দেবেন। যদি তুমি তোমার জন্য তার দ্বারা ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ করাতে পার, তাহলে অবশ্যই করায়ো।"

অতঃপর সে (কূফার লোকটি হজ্জ সম্পাদনের পর) উয়াইস (ক্বারনীর) নিকট এল এবং বলল, 'আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' উয়াইস বললেন, 'তুমি এক শুভযাত্রা থেকে নব আগমন করেছ। অতএব তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।' অতঃপর তিনি বললেন, 'তুমি উমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' সুতরাং উয়াইস তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। (এসব শুনে) লোকেরা (উয়াইসের) মর্যাদা জেনে নিল। সুতরাং তিনি তার সামনের দিকে (অন্যত্র) চলে গেলেন।

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় উসাইর ইবনে জাবের ﷺ থেকেই বর্ণিত, কুফার কিছু লোক উমার ﷺ-এর নিকট এল। তাদের মধ্যে একটি লোক ছিল, সে উয়াইসের সাথে উপহাস করত। উমার ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে ক্বারন গোত্রের কেউ আছে কি?' অতঃপর ঐ ব্যক্তি এল। উমার ﷺ বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের নিকট ইয়ামান থেকে উয়াইস নামক একটি লোক আসবে। সে ইয়ামানে কেবলমাত্র তার মা-কে রেখে আসবে। তার দেহে ধবল রোগ ছিল। সে আল্লাহর কাছে দুআ করলে আল্লাহ তা এক দীনার অথবা এক দিরহাম সম স্থান ব্যতীত সবই দূর ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো যদি তার সাথে সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে যেন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, উমার ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেঈন হল এক ব্যক্তি, যাকে উয়াইস বলা হয়। তার মা আছে।

তার ধবল রোগ ছিল। তোমরা তাকে আদেশ করো, সে যেন তোমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমাপ্রার্থনা করে।” *(মুসলিম ৬৬৫৪-৬৬৫৬নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ النَّبيُّ ﷺ يَـزُورُ قُبَـاءَ رَاكِبـاً وَمَاشِـياً ، فَيُـصَلِّي فِيـهِ رَكْعَتَيْنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وفي رواية : كَانَ النَّبيُّ ﷺ يَأتي مَسْجِد قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكباً ، وَمَاشِياً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

(৩৪১৯) ইবনে উমার ﷺ বলেন, ‘নবী ﷺ সওয়ার হয়ে ও পায়ে হেঁটে (মসজিদে) কুবার যিয়ারত করতেন। অতঃপর তাতে দু’ রাকআত নামায পড়তেন।’ *(বুখারী ১১৯১, ১১৯৪, মুসলিম ৩৪৫৫-৩৪৬২নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘নবী ﷺ প্রতি শনিবার সওয়ার হয়ে এবং কখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবা যেতেন। আর ইবনে উমারও এরূপ করতেন।’

* (প্রকাশ থাকে যে, এ মসজিদে কোন নামায পড়লে একটি উমরাহ আদায় করার সমান সওয়াব লাভ হয়।) *(ইবনে মাজাহ ১৪১২নং, সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নং)*

আমানত আদায় করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } [النساء : ٥٨]

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَـأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَـا وَأَشْـفَقْنَ مِنْهَـا وَحَمَلَهَـا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً } [الأحزاب : ٧٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ। *(সূরা আহযাব ৭২ আয়াত)*

হাদীসমূহঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((آيـةُ الْمُنـافقِ ثـلاثٌ : إِذَا حَـدَّثَ كَـذَبَ ، وَإِذَا وَعدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وفي رواية : ((وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ)) .

(৩৪২০) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি; (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।” *(বুখারী ৩৩, মুসলিম ২২০নং)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, “যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম (তবু সে মুনাফিক)।” *(মুসলিম ২২২নং)*

وَعَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ ﷺ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَينِ قَدْ رأيْتُ أحَدَهُمَا وأنا أنتظرُ الآخَر : حَدَّثَنَا أَنَّ الأمَانَةَ نَزلَت في جَذرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ نَزَلَ القُرآنُ فَعَلِمُوا مِنَ القرآن ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَن رَفعِ الأمَانَةِ ، فَقَالَ : ((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُّ أثَرُهَا مِثلَ الوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّومَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُّ أثَرُهَا مِثلَ أَثَرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ ، فَتَرَاهُ مُنْتَبراً وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ)) ثُمَّ أخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ ((فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايعُونَ ، فَلا يَكَادُ أحدٌ يُؤَدّي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ : إنَّ في بَني فُلان رَجُلاً أميناً ، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَا أجْلَدَهُ ! مَا أَظْرَفَهُ ! مَا أعْقَلَهُ ! وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة مِن خَرْدَل مِنْ إيمَان)) . وَلَقدْ أتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أيُّكُمْ بَايَعْتُ : لَئن كَانَ مُسْلِماً لَيَرُدَّنَّهُ عليَّ دِينهُ ، وَإنْ كَانَ نَصْرانِيّاً أَوْ يَهُودِياً لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، وَأَمَّا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايعُ مِنْكُمْ إلاَّ فُلاناً وَفُلاناً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৪২১) হুযাইফাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করেছে। তারপর তারা নবীর হাদীস থেকেও জ্ঞানার্জন করেছে। এরপর আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, "মানুষ এক ঘুম ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ এক ঘুম ঘুমাবে। আবারো তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন জ্বলন্ত আগুন গড়িয়ে তোমার পায়ে পড়লে যেমন একটা ফোস্কা পড়ে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায় তার মত চিহ্ন থাকবে। তুমি তাকে ফোলা দেখবে; কিন্তু বাস্তবে তাতে কিছুই থাকবে না।" অতঃপর (উদাহরণ স্বরূপ) তিনি একটি কাঁকর নিয়ে নিজ পায়ে গড়িয়ে দিলেন। (তারপর বলতে লাগলেন,) "সে সময় লোকেরা বেচা-কেনা করবে কিন্তু প্রায় কেউই আমানত আদায় করবে না। এমনকি লোকে বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি (দুনিয়াদার) ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, সে কতই না অদম্য! সে কতই না বিচক্ষণ! সে কতই না বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।" (হুযাইফা বলেন,) ইতিপূর্বে আমার উপর এমন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন কারো সাথে বেচাকেনা করতে কোন পরোয়া করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে তার দ্বীন তাকে আমার (খিয়ানত থেকে) বিরত রাখবে। আর খ্রিষ্টান অথবা ইয়াহুদী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ছাড়া বেচা-কেনা করতে প্রস্তুত নই। *(বুখারী ৬৪৯৭, ৭০৮৬, মুসলিম ৩৮-৪নং)*

وَعَن حُذَيفَةَ وَأبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَجمَعُ اللهُ تبَارَكَ

وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الجَنَّةُ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ ، فَيقُولُونَ : يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الجَنَّةَ ، فَيقُولُ : وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ إلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ ! لَسْتُ بِصَاحِبِ ذلِكَ ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْراهيمَ خَلِيل اللهِ . قَالَ : فَيَأْتُونَ إبرَاهِيمَ فَيَقُولُ إبراهيم : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمَدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ الله تَكليماً. فَيَأْتُونَ مُوسَى ، فَيَقُولُ : لستُ بِصَاحِبِ ذلِكَ ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى كلمةِ اللهِ ورُوحه ، فيقول عيسى : لستُ بصَاحبِ ذلِكَ ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً ﷺ فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ ، وتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ جَنْبَتَي الصِّرَاطِ يَمِيناً وَشِمَالاً فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالبَرْقِ)) قُلْتُ : بأبي وَأُمِّي ، أيُّ شَيءٍ كَمَرِّ البَرقِ ؟ قَالَ : ((أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ يمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْن ، ثُمَّ كَمَرّ الرِّيحِ ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ ، وَشَدِّ الرِّجَال تَجْري بهِمْ أعْمَالُهُمْ ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّراطِ ، يَقُولُ : رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، حَتَّى تَعْجِزَ أعْمَالُ العِبَادِ ، حَتَّى يَجِيء الرَّجُلُ لا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إلاَّ زَحْفاً ، وَفِي حَافَتَي الصِّراطِ كَلاَلِيبُ معَلَّقَةٌ مَأمُورَةٌ بِأخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ ، وَمُكَرْدَسٌ فِي النَّارِ)). وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ، إنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفاً. رواه مسلم

(৩৪২২) হুযাইফাহ ও আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বর্কতময় মহান আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। অতঃপর মু'মিনগণ উঠে দাঁড়াবে; এমনকি জান্নাতও তাদের নিকটবর্তী ক'রে দেওয়া হবে। (যার কারণে তাদের জান্নাত যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে যাবে)। সুতরাং তারা আদম (সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি)র নিকট আসবে। অতঃপর বলবে, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) জান্নাত খুলে দেওয়ার আবেদন করুন।' তিনি বলবেন, '(তোমরা কি জান না যে,) একমাত্র তোমাদের পিতার ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে? সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও।" নবী ﷺ বলেন, "অতঃপর তারা ইব্রাহীমের নিকট যাবে।" ইব্রাহীম বলবেন, 'আমি এর উপযুক্ত নই। আমি আল্লাহর খলীল (বন্ধু) ছিলাম বটে, কিন্তু আমি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নই। (অতএব) তোমরা মূসার নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন।' ফলে তারা মূসার নিকট যাবে। কিন্তু তিনি বলবেন, 'আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ ঈসার নিকট যাও।' কিন্তু ঈসাও বলবেন, 'আমি এর উপযুক্ত নই।' অতঃপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট আসবে। সুতরাং তিনি দাঁড়াবেন। অতঃপর তাঁকে (দরজা খোলার) অনুমতি দেওয়া হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সুতরাং উভয়ে পুল সিরাত্বের দু'দিকে ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত গতিতে (অতি দ্রুতবেগে) পুল পার হয়ে যাবে। আমি (আবূ হুরাইরা) বললাম, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! বিদ্যুতের মত গতিতে পার হওয়ার অর্থ কি?' তিনি বললেন, "তুমি কি দেখনি যে, বিদ্যুৎ কিভাবে চোখের পলকে যায় ও আসে?" অতঃপর (দ্বিতীয় দল) বাতাসের মত গতিতে (পার

হবে)। তারপর (পরবর্তী দল) পাখী উড়ার মত এবং মানুষের দৌড়ের মত গতিতে। তাদেরকে তাদের নিজ নিজ আমল (সিরাত্ব) পার করাবে। আর তোমাদের নবী পুল-সিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি বলবেন, "হে প্রভু! বাঁচাও, বাঁচাও!" শেষ পর্যন্ত বান্দাদের আমলসমূহ অক্ষম হয়ে পড়বে। এমনকি কোন কোন ব্যক্তি পাছা ছেঁচ্ড়াতে ছেঁচ্ড়াতে (সিরাত্ব) পার হবে। আর সিরাত্বের দুই পাশে আঁকড়া ঝুলে থাকবে। যাকে ধরার জন্য সে আদিষ্ট তাকে ধরে নেবে। অতঃপর (কিছু লোক) জখম হলেও বেঁচে যাবে। আর কিছু লোককে হাত-পা বেঁধে (পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে) জাহান্নামে ফেলা হবে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আবূ হুরাইরার প্রাণ আছে! নিশ্চয় জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের (দূরত্বের পথ)। *(মুসলিম ৫০৩নং)*

وعَنْ أَبِي خُبَيبٍ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : لَمَّا وَقفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الجَمَل دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ اليَومَ إلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لا أرانـي إلاَّ سَأُقْتَلُ اليوم مظلوماً، وإنَّ مِنْ أكبرَ هَمِّي لَدَيْنِي ، أفَتَرَى دَيْننا يُبقي من مالِنا شَيئاً ؟ ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّ ، بعْ مَا لَنَا وَاقْضِ دَيْنِي ، وَأَوْصَى بالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ ، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثُلُثُ الثُّلُث . قَالَ : فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّينِ شَيء فَثُلُثُه لِبَنِيكَ . قَالَ هِشَام : وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبيبٍ وَعَبَّادٍ ، وَلهُ يَوْمَئذٍ تِسْعَةُ بَنينَ وَتِسْعُ بَنَات . قَالَ عَبدُ الله : فَجَعلَ يُوصينِي بدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ ، إنْ عَجَزْتَ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيهِ بِمَوْلاَيَ . قَالَ : فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلاَكَ ؟ قَالَ : الله . قَالَ : فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إلاَّ قُلْتُ : يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيَهُ . قَالَ : فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَم يَدَعْ دِينَاراً وَلا دِرْهماً إلاَّ أَرَضِينَ ، مِنْهَا الغَابَةُ وإحْدَى عَشْرَةَ دَاراً بالمَدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بالبَصْرَةِ ، ودَاراً بالكُوفَةِ ، ودَاراً بمصْرَ . قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأتِيهِ بالمال ، فَيَسْتَودِعُهُ إيَّاهُ ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ : لا ، وَلَكِنْ هُوَ سَلَفٌ إنِّي أخْشَى عَلَيهِ الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إمَارَةً قَطُّ وَلا جِبَايَةً ولا خراجاً وَلاَ شَيئاً إلاَّ أنْ يَكُونَ فِي غَزْوٍ مَعَ رسول الله ﷺ أَوْ مَعَ أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﷺ ، قَالَ عَبدُ الله: فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيهِ مِن الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفيْ أَلْفٍ وَمئَتَي أَلْف ! فَلَقِيَ حَكِيمُ بنُ حِزَام عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أخِي ، كَمْ عَلَى أخي مِنَ الدَّيْنِ ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ : مِئَةُ أَلْف . فَقَالَ حَكيمٌ : واللهِ مَا أرَى أمْوَالَكُمْ تَسَعُ هذِهِ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أرَأيْتَكَ إنْ كَانَتْ أَلْفَي ألف وَمئَتَيْ أَلْف ؟ قَالَ : مَا أرَاكُمْ تُطيقُونَ هَذَا ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بي ، قَالَ : وَكَانَ الزُّبَيرُ قَد اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومئة ألف ، فَبَاعَهَا عَبدُ اللهِ بِألْفِ أَلْف وَسِتِّمِئَةِ أَلْف ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ شَيْء فَلْيُوافِنَا بالغَابَةِ ، فَأَتَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَر ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ أرْبَعمئَةِ

ألْف ، فَقَالَ لعَبدِ الله : إنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكمْ ؟ قَالَ عَبدُ الله : لا ، قَالَ : فَإنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إنْ إخَّرْتُمْ ، فَقَالَ عَبدُ الله : لا ، قَالَ : فَاقْطَعُوا لِي قطْعَةً ، قَالَ عَبدُ الله : لَكَ مِنْ هاهُنَا إلَى هَاهُنَا . فَبَاعَ عَبدُ اللهِ مِنهَا فَقَضَى عَنْهُ دَينَه وَأوْفَاهُ ، وَبَقِيَ مِنْهَا أرْبَعَةُ أسْهُم وَنِصْفٌ ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَة وَعنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، وَالمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ ؟ قَالَ : كُلُّ سَهْم بمئة ألف، قَالَ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ: أرْبَعَةُ أسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَالَ المُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيرِ : قَدْ أخَذْتُ مِنْهَا سَهماً بِمئَةِ ألفٍ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ : قَدْ أخَذْتُ مِنْهَا سَهْماً بمئَةِ ألْفٍ . وَقالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ أخَذْتُ سَهْماً بِمئَةِ ألْفٍ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ : سَهْمٌ ونصْفُ سَهْم ، قَالَ : قَدْ أخَذْتُهُ بخَمْسِينَ وَمئَةِ ألْف . قَالَ : وَبَاعَ عَبدُ الله بْنُ جَعفَر نَصيبهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِستِّمِئَةِ ألْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ ، قَالَ بَنُو الزُّبَيرِ : اقسمْ بَينَنَا ميراثنا ، قَالَ : وَاللهِ لا أقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أنَادِي بالمَوْسم أرْبَعَ سنينَ : ألا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا فَلْنَقْضِهِ . فَجَعَلَ كُلّ سَنَةٍ يُنَادِي فِي المَوْسِمِ ، فَلَمَّا مَضَى أرْبَعُ سنينَ قَسَمَ بيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثُّلُثَ . وَكَانَ للزُّبَيْرِ أرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَأصَابَ كُلَّ امرَأةٍ ألْفُ ألف وَمِئَتَا ألْف ، فَجَميعُ مَالِه خَمْسُونَ ألفَ ألْفٍ وَمِئَتَا ألْفٍ . رواه البخاري

(৩৪২৩) আবূ খুবাইব আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, যখন আমার পিতা যুবাইর) 'জামাল' যুদ্ধের দিন দাঁড়ালেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। সুতরাং আমি তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে বৎস! আজকের দিন যারা খুন হবে সে অত্যাচারী হবে অথবা অত্যাচারিত। আমার ধারণা যে, আমি আজকে অত্যাচারিত হয়ে খুন হয়ে যাব। আর আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা আমার ঋণের। (হে আমার পুত্র!) তুমি কি ধারণা করছ যে, আমার ঋণ আমার কিছু সম্পদ অবশিষ্ট রাখবে (অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ করার পর কিছু মাল বেঁচে যাবে)?' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্র! তুমি আমার সম্পত্তি বিক্রি ক'রে আমার ঋণ পরিশোধ ক'রে দিয়ো।' আর তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করলেন এবং এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ তাঁর অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ-এর ছেলেদের জন্য অসিয়ত করলেন। তিনি বললেন, 'যদি ঋণ পরিশোধ করার পর আমার কিছু সম্পদ বেঁচে যায়, তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্য।'

(হাদীসের এক রাবী) হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহর কিছু ছেলে যুবাইরের কিছু ছেলে খুবাইব ও আব্বাদের সমবয়স্ক ছিল। সে সময় তাঁর নয়টি ছেলে ও নয়টি মেয়ে ছিল। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর তিনি (যুবাইর) তাঁর ঋণের ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করতে থাকলেন এবং বললেন, 'হে বৎস! যদি তুমি ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে যাও, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে আমার মওলার সাহায্য নিও।' তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! তাঁর উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারলাম না। পরিশেষে আমি বললাম, 'আব্বাজান! আপনার মওলা কে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ।' আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর আল্লাহর কসম! আমি তাঁর

ঋণের ব্যাপারে যখনই কোন অসুবিধায় পড়েছি তখনই বলেছি, 'হে যুবাইরের মওলা! তুমি তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ আদায় করে দাও।' সুতরাং আল্লাহ তা আদায় করে দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ বলেন, (সেই যুদ্ধে) যুবাইর খুন হয়ে গেলেন এবং তিনি (নগদ) একটি দীনার ও দিরহামও ছেড়ে গেলেন না। কেবল জমি-জায়গা ছেড়ে গেলেন; তার মধ্যে একটি জমি 'গাবাহ' ছিল আর এগারোটি ঘর ছিল মদীনায়, দু'টি বাসরায়, একটি কুফায় এবং একটি মিসরে। তিনি বলেন, আমার পিতার ঋণ এইভাবে হয়েছিল যে, কোন লোক তাঁর কাছে আমানত রাখার জন্য মাল নিয়ে আসত। অতঃপর যুবাইর ﷺ বলতেন, **'না, (আমানত হিসাবে নয়) বরং তা আমার কাছে ঋণ হিসাবে থাকবে। কেননা, আমি তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।'** (কারণ আমানত নষ্ট হলে তা আদায় করা জরুরী নয়, কিন্তু ঋণ আদায় করা সর্বাবস্থায় জরুরী)।

তিনি কখনও গভর্নর হননি, না কদাচ তিনি ট্যাক্স, খাজনা বা অন্য কোন অর্থ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (যাতে তাঁর মাল সংগ্রহে কোন সন্দেহ থাকতে পারে।) অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র, উমর ও উসমান ﷺদের সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন (এবং তাতে গনীমত হিসাবে যা পেয়েছিলেন সে কথা ভিন্ন)।

আব্দুল্লাহ বলেন, একদা আমি তাঁর ঋণ হিসাব করলাম, তো (সর্বমোট) ২২ লাখ পেলাম। অতঃপর হাকীম ইবনে হিযাম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হাকীম বললেন, 'হে ভাতিজা! আমার ভাই (যুবাইর)এর উপর কত ঋণ আছে?' আমি তা গোপন করলাম এবং বললাম, 'এক লাখ।' পুনরায় হাকীম বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সম্পদ এই ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট হবে।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'কী রায় আপনার যদি ২২ লাখ হয়?' তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় না যে, তোমরা এ পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখো। সুতরাং তোমরা যদি কিছু পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়, তাহলে আমার সহযোগিতা নিও।'

যুবাইর এক লাখ সত্তর হাজারের বিনিময়ে 'গাবাহ' কিনেছিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ সেটি ১৬ লাখের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, 'যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে সে আমার সঙ্গে 'গাবাহ'তে সাক্ষাৎ করুক।' (ঘোষণা শুনে) আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর নিকট এলেন। যুবাইরকে দেওয়া তাঁর ৪ লাখ ঋণ ছিল। তিনি আব্দুল্লাহকে বললেন, 'তোমরা যদি চাও, তবে এ ঋণ তোমাদের জন্য মকুব ক'রে দেব?' আব্দুল্লাহ বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'যদি তোমরা চাও যে, ঋণ (এখন আদায় না করে) পরে আদায় করবে, তাহলে তাও করতে পার।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি আমাকে এই জমির এক অংশ দিয়ে দাও।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'এখান থেকে এখান পর্যন্ত তোমার রইল।'

অতঃপর আব্দুল্লাহ ঐ জমি (ও বাড়ি)র কিছু অংশ বিক্রি ক'রে তাঁর (পিতার) ঋণ পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ ক'রে দিলেন। আর ঐ 'গাবাহ'র সাড়ে চার ভাগ বাকী থাকল। অতঃপর তিনি মুআবিয়াহর কাছে এলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাছে আম্‌র ইবনে উসমান, মুনযির ইবনে যুবাইর এবং ইবনে যামআহ উপস্থিত ছিলেন। মুআবিয়াহ তাঁকে বললেন, 'গাবাহর কত দাম হয়েছে?' তিনি বললেন, 'প্রত্যেক ভাগের এক লাখ।' তিনি বললেন, 'কয়টি ভাগ বাকী রয়ে গেছে?' তিনি বললেন, 'সাড়ে চার ভাগ।' মুনযির ইবনে যুবাইর বললেন, 'আমি তার মধ্যে একটি ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।' আম্‌র ইবনে উসমান

বললেন, ‘আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।’ ইবনে যামআহ বললেন, ‘আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।’ অবশেষে মুআবিয়াহ বললেন, ‘আর কত ভাগ বাকী থাকল?’ তিনি বললেন, ‘দেড় ভাগ।’ তিনি বললেন, ‘আমি দেড় লাখে তা নিয়ে নিলাম।’

আব্দুল্লাহ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে জা’ফর তাঁর ভাগটি মুআবিয়ার কাছে ছয় লাখে বিক্রি করলেন।’

অতঃপর যখন ইবনে যুবাইর ঋণ পরিশোধ ক’রে শেষ করলেন, তখন যুবাইরের ছেলেরা বলল, ‘(এবার) তুমি আমাদের মধ্যে আমাদের মীরাস বন্টন ক’রে দাও।’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে (তা) বন্টন করব না, যতক্ষণ না আমি চার বছর হজ্জের মৌসমে ঘোষণা করব যে, যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে সে আমাদের কাছে আসুক, আমরা তা পরিশোধ ক’রে দেব।’ অতঃপর তিনি প্রত্যেক বছর (হজ্জের) মৌসমে ঘোষণা করতে থাকলেন। অবশেষে যখন চার বছর পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাদের মধ্যে (মীরাস) বন্টন ক’রে দিলেন এবং এক তৃতীয়াংশ মাল (যাদেরকে দেওয়ার অসিয়ত ছিল তাদেরকে তা) দিয়ে দিলেন। আর যুবাইরের চারটি স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে পড়ল বারো লাখ ক’রে। তাঁর সর্বমোট পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল পাঁচ কোটি দু’লাখ। *(বুখারী ২১২৯নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ أَمَانَةٌ ».

(৩৪২৪) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন কেউ কোন কথা বলে এদিক-ওদিক তাকায়, তবে তা আমানত।” *(আহমাদ ১৪৪৭৪, আবূ দাউদ ৪৮৭০, তিরমিযী ১৯৫৯, সহীহুল জামে’ ৪৮৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ».

(৩৪২৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমার কাছে যে আমানত রেখেছে, তা তাকে প্রত্যর্পণ কর এবং যে তোমার খেয়ানত করেছে, তার খেয়ানত করো না।” *(আবূ দাউদ ৩৫৩৭, তিরমিযী ১২৬৪, হাকেম ২২৯৬, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪২৩নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَلَّمَا خَطَبَنَا نَبِيُّنَا –صلى الله عليه وسلم– أَوْ قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– إِلاَّ قَالَ فِى خُطْبَتِهِ : « لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ ».

(৩৪২৬) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ প্রায় খুতবাতে বলতেন, “যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই।” *(আহমাদ ১২৩৮২, বাইহাকী ১৩০৬৫, সহীহুল জামে’ ৭১৭৯নং)*

عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(৩৪২৭) খাওলাহ আনসারিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহর মালে নাহক তসরুফ (তাসার্রুফ) করে থাকে। তাদের জন্য কিয়ামতে জাহান্নাম অপেক্ষা করছে।" *(বুখারী ৩১১৮নং)*

عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

(৩৪২৮) আদী বিন আমীরাহ কিন্দী ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্যে যাকে আমরা কোন চাকরী দান করলাম, অতঃপর সে একটি সুচ বা তার থেকে বড় কিছু গোপন (করে আত্মসাৎ) করল, সে আসলে খেয়ানত করল এবং কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে।" *(মুসলিম ৪৮৪৮, আবূ দাউদ ৩৫৮৩, সহীহুল জামে' ৬০২৪নং)*

কোন ভাল জিনিসের সুসংবাদ ও তার জন্য মুবারকবাদ জানানো মুস্তাহাব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَبَشِّرْ عبادِ الذينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فيتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } [الزمر : ١٧–١٨]

অর্থাৎ, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে; যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭-১৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ } [التوبة : ٢١]

অর্থাৎ, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন; যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি রয়েছে। *(সূরা তাওবাহ ২১ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُم تُوعَدُونَ } [فصلت : ٣٠]

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। *(হা-মীম সাজদাহ ৩০ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ } [الصافات : ١٠١]

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। *(সূরা স্বা-ফ্ফাত ১০১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْراهِيمَ بِالبُشْرَى } [هود : ٦٩]

অর্থাৎ, আর আমার প্রেরিত ফিরিশ্তারা ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল।

(সূরা হূদ ৬৯ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

{ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ } [هود : ٧١]

অর্থাৎ, সে সময় তার স্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল তখন আমি তাকে (ইব্রাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। *(সূরা হূদ ৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى } [آل عمران : ٣٩]

অর্থাৎ, যখন (যাকারিয়া) মিহরাবে নামাযে রত ছিলেন তখন ফেরেশ্তাগণ তাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহয়্যার সুসংবাদ দিচ্ছেন। *(আলে ইমরান ৩৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ } [آل عمران : ٤٥]

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন ফেরেশ্তাগণ বললেন, হে মারয়্যাম! নিশ্চয় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি কালেমা (দ্বারা সৃষ্ট সন্তানে)র সুসংবাদ দিচ্ছেন; যার নাম হবে মসীহ। *(আলে ইমরান ৪৫ আয়াত)*

এ ছাড়া এ মর্মে অনেক আয়াত রয়েছে, যা অনেকের জানা আছে। আর উক্ত বিষয়ে হাদীসও অনেক বেশী বিদ্যমান, যা বিশুদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে বলে সুপ্রসিদ্ধ। তার মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ ঃ-

عَن أَبِي إِبرَاهِيمَ ، وَيُقَالُ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو مُعَاوِيَةَ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوفَى رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لاَ صَخَبَ فِيهِ ، وَلاَ نَصَبَ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪২৯) আবূ ইব্রাহীম মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ বা আবূ মুআবিয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করলেন; যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না। *(বুখারী ৩৮১৯, মুসলিম ৬৪২৭নং)*

وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا ، فَجَاءَ الْمَسْجِدَ ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا وجَّهَ هاهُنَا، قَالَ : فَخَرَجْتُ عَلَى أثَرِهِ أسْأَلُ عَنْهُ ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِندَ البَابِ حتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ ، فَقُمتُ إليهِ ، فَإِذَا هُوَ قَد جَلَسَ عَلَى بئرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيهِ وَدَلاَّهُما فِي الْبِئرِ ، فَسَلَّمتُ عَليهِ ثمَّ انصَرَفتُ ، فَجَلَستُ عِندَ البَابِ ، فَقُلْتُ : لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ فَدَفَعَ الْبَابَ ، فَقُلتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، فَقُلتُ : عَلَى رِسْلِكَ

، ثُمَّ ذَهبْتُ ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَستَأْذِنُ ، فَقَالَ : ((ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ)). فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ : اُدْخُلْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالجنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكرٍ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ فِي القُفِّ ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِئْرِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي ، فَقُلتُ : إنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلانٍ — يُرِيدُ أَخَاهُ — خَيْراً يَأتِ بِهِ . فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ، فَقُلتُ : عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ : هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ : ((اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجنَّةِ)) فَجِئْتُ عُمَرَ ، فَقُلتُ : أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالجنَّةِ ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي القُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِئرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ ، فَقُلتُ : إنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلانٍ خَيْراً — يَعْنِي أَخَاهُ — يَأْتِ بِهِ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ . فَقُلتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ . فَقُلتُ : عَلَى رِسْلِكَ ، وجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ((اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ)) فَجِئْتُ ، فَقُلتُ : اُدْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالجنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُكَ ، فَدَخَلَ فَوجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ ، فَجَلَسَ وِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ . متفقٌ عَلَيْهِ .

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفظِ البَابِ . وَفِيهَا : أَنَّ عُثْمَانَ حِيْنَ بَشَّرَهُ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، ثُمَّ قَالَ : اللهُ الْمُسْتَعانُ .

(৩৪৩০) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত তিনি নিজ বাড়িতে ওযূ করে বাইরে গেলেন। এবং তিনি (মনে মনে) বললেন যে, 'আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহচর্যে থাকব।' সুতরাং তিনি মসজিদে গিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সাহাবীগণ উত্তর দিলেন যে, 'তিনি এই দিকে গমন করেছেন।' আবূ মূসা ﷺ বলেন, আমি তাঁর পশ্চাতে চলতে থাকলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি 'আরীস' কুয়ার (সন্নিকটবর্তী একটি বাগানে) প্রবেশ করলেন। আমি (বাগানের) প্রবেশ দ্বারের পাশে বসে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব-পায়খানা সমাধা করে ওযূ করলেন। অতঃপর আমি উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। দেখলাম, তিনি 'আরীস' কুয়ার পাড়ের মাঝখানে পায়ের নলা খুলে পা দুটো তাতে ঝুলিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে আবার ফিরে এসে প্রবেশ-পথে বসে রইলাম। আর মনে মনে বললাম যে, 'আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূলের দ্বার রক্ষক হব।' সুতরাং আবূ বাক্‌র ﷺ এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আবূ বাক্‌র।' আমি বললাম, 'একটু থামুন।' তারপর আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহ রসূল! উনি আবূ বাক্‌র, প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন।' তিনি বললেন, "ওকে অনুমতি দাও। আর তার সাথে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।" সুতরাং আমি আবূ বাক্‌র

ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, 'প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন।' আবূ বাক্‌র প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডান দিকে পায়ের নলার কাপড় তুলে পা দুখানি কুয়াতে ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত বসে পড়লেন।

আমি পুনরায় দ্বার প্রান্তে ফিরে এসে বসে গেলাম। আমি মনে মনে বললাম, আমার ভাইকে ওযূ করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি; (ওযূর পরে) সে আমার পশ্চাতে আসবে। আল্লাহ যদি তার জন্য কল্যাণ চান, তাহলে তাকে (এখানে) আনবেন। হঠাৎ একটি লোক এসে দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে?' সে বলল, 'উমার বিন খাত্তাব।' আমি বললাম, 'একটু থামুন।' অতঃপর আমি রসূল ﷺ-এর কাছে এসে নিবেদন করলাম যে, 'উনি উমার। প্রবেশ অনুমতি চাচ্ছেন।' তিনি বললেন, "ওকে অনুমতি দাও এবং ওকেও জান্নাতের সুসংবাদ জানাও।" সুতরাং আমি উমারের নিকট এসে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে প্রবেশ অনুমতি দিচ্ছেন এবং জান্নাতের শুভ সংবাদও জানাচ্ছেন।' সুতরাং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বাম পাশে কুয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন।

আমি আবার সেখানে ফিরে এসে বসে পড়লাম। আর মনে মনে বলতে থাকলাম, আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের মঙ্গল চান, তাহলে অবশ্যই তাকে নিয়ে আসবেন। (ইত্যবসরে) হঠাৎ একটি লোক দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কে?' সে বলল, 'আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান।' আমি বললাম, 'একটু থামুন।' তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, "ওকে অনুমতি দাও। আর জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তবে ওর জীবনে বিপর্যয় আছে।" আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম, 'প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। তবে আপনার বিপর্যয় আছে।' সুতরাং তিনি সেখানে প্রবেশ ক'রে দেখলেন যে, কুয়ার এক পাড় পূর্ণ হয়েছে ফলে তিনি তাঁদের সামনের অপর পাড়ে গিয়ে বসে গেলেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন যে, 'এ ঘটনা দ্বারা আমি বুঝেছি যে, তাঁদের তিনজনের সমাধি একই স্থানে হবে। (আর উসমানের সমাধি অন্য জায়গায় হবে।)' *(বুখারী ৩৬৭৪, মুসলিম ৬৩৬৭নং)*

এক বর্ণনায় এ সব শব্দাবলী বাড়তিভাবে এসেছে যে, (আবূ মূসা বলেন,) 'আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বার রক্ষার নির্দেশ দিলেন।' আর তাতে এ কথাও আছে যে, যখন তিনি উসমান ﷺ-কে সুসংবাদ (ও বিপর্যয়ের কথা) জানালেন, তখন তিনি 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়লেন এবং বললেন, 'আল্লাহুল মুস্তাআন।' অর্থাৎ আল্লাহই সাহায্যস্থল। *(বুখারী ৩৬৯৩, ৬২১৬, মুসলিম ৬৩৬৫নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا قُعُوداً حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَمَعَنَا أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا في نَفرٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً لِلأَنصَارِ لِبَني النَّجَارِ ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً ؟ فَلَمْ أَجِدْ ! فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ في جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَهُ ـ وَالرَّبِيعُ : الجَدْوَلُ الصَّغِيرُ ـ فَاحْتَفَرْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((أَبُو هُرَيْرَةَ ؟))

فَقُلتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : ((مَا شأنُكَ ؟)) قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأبْطَأتَ عَلَيْنَا ، فَخَشِينَا أنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا ، فَفَزِعْنَا ، فَكُنْتُ أوّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَأتَيْتُ هَذَا الحَائِطَ ، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ الثَّعْلَبُ ، وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَائِي . فَقَالَ : ((يَا أَبَا هُرَيرَةَ)) وَأعْطَانِي نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : ((اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللّهُ مُسْتَيْقِنَاً بِهَا قَلْبُهُ ، فَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ ...)) وَذَكَرَ الحديثَ بطوله ، رواه مسلم .

(৩৪৩১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চারিপাশে বসেছিলাম। আমাদের সাথে আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তথা অন্যান্য সাহাবীগণও ছিলেন। ইত্যবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝ থেকে উঠে (বাইরে) চলে গেলেন। যখন তিনি ফিরে আসতে দেরি ক'রে দিলেন, তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। এ দুশ্চিন্তায় আমরা ঘাবড়ে গেলাম এবং উঠে পড়লাম। তাঁদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি আনসারদের বনূ নাজ্জারের একটি বাগানে পৌঁছে তার চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম, যদি কোন (প্রবেশ) দরজা পাই। কিন্তু তার কোন (প্রবেশ) দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখলাম বাইরের একটি কুয়া থেকে সরু নালা ঐ বাগানের ভিতরে চলে গেছে। আমি সেখান দিয়ে জড়সড় হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। (দেখলাম,) আল্লাহর রসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত। তিনি বলে উঠলেন, "আবূ হুরাইরা?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ, হে আল্লাহ রসূল!' তিনি বললেন, "কী ব্যাপার তোমার?" আমি বললাম, 'আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ উঠে বাইরে এলেন। তারপর আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা এই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে হয়তো আপনি (শত্রু) কবলিত হয়ে পড়বেন। যার ফলে আমরা সকলে ঘাবড়ে উঠলাম। সর্বপ্রথম আমিই বিচলিত হয়ে উঠে এই বাগানে এসে জড়সড় হয়ে শিয়ালের মত ঢুকে পড়লাম। আর সব লোক আমার পিছনে আসছে।' তিনি আমাকে সম্বোধন ক'রে তাঁর জুতা জোড়া দিয়ে বললেন, "আবূ হুরাইরা! আমার এ জুতো জোড়া সঙ্গে নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পাঠকারী যে কোন ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, **তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।**"

অতঃপর সুদীর্ঘ হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। *(মুসলিম ১৫৬নং)*

وَعَنِ ابنِ شِمَاسَةَ ، قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بنَ العَاصِ ﷺ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ، فَبَكَى طَوِيلاً ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الجِدَارِ ، فَجَعَلَ ابْنُهُ ، يَقُولُ : يَا أبَتَاهُ ، أمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بكَذَا ؟ أمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِكَذَا ؟ فَأقْبَلَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إنَّ أفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللّه ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ ، إنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أطْبَاقٍ ثَلاَثٍ : لَقَدْ رَأيْتُنِي وَمَا أحَدٌ أشَدُّ بُغضاً لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنِّي ، وَلاَ أحَبَّ إليَّ مِنْ أنْ أكُونَ قدِ اسْتَمكَنتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلكَ الحَالِ

لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإسلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فقُلْتُ : أُبسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعُكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي ، فَقَالَ : ((مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟)) قُلتُ: أَرَدتُ أَنْ أَشْتَرِطَ ، قَالَ : ((تَشْتَرِطُ مَاذا ؟)) قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ : ((أَمَا عَلِمْتَ أن الإسلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأن الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قبلَهَا ، وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟)). وَمَا كَانَ أحدٌ أَحَبَّ إليَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ أجَلَّ فِي عَينِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطيقُ أَن أَملأُ عَينَيَّ مِنْهُ ؛ إجلاَلاً لَهُ ، وَلَو سُئِلتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَقتُ ، لِأَنِّي لَمْ أَكُن أَملأُ عَينَيَّ مِنْهُ ، وَلَو مُتُّ عَلَى تِلْكَ الحَالِ لَرجَوْتُ أَن أكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، ثُمَّ وَلِينَا أشْيَاءَ مَا أدْرِي مَا حَالِي فِيهَا ؟ فَإِذَا أنَا مُتُّ فَلاَ تَصحَبَنِّي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي ، فَشُنُّوا عَليَّ التُّرَابَ شَنّاً ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزورٌ ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا ، حَتَّى أَسْتَأنِسَ بِكُمْ ، وَأنْظُرَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي . رواه مسلم .

(৩৪৩২) ইবনে শিমাসাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ-এর মরণোন্মুখ সময়ে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি অনেক ক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন এবং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ অবস্থা দেখে তাঁর এক ছেলে বলল, 'আব্বাজান! আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি?' এ কথা শুনে তিনি তাঁর চেহারা সামনের দিকে ক'রে বললেন, আমাদের সর্বোত্তম পুঁজি হল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। আমি তিনটি স্তর অতিক্রম করেছি। (এক) আমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বড় বিদ্বেষী আর কেউ ছিল না। তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা অর্জন করাই ছিল আমার তৎকালীন সর্বাধিক প্রিয় বাসনা। যদি (দুর্ভাগ্যক্রমে) তখন মারা যেতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম।

(দুই) তারপর যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রক্ষিপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলাম, 'আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত করতে চাই।' বস্তুতঃ তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, "আম্‌র! কী ব্যাপার?" আমি নিবেদন করলাম, 'একটি শর্ত আরোপ করতে চাই।' তিনি বললেন, "শর্তটি কী?" আমি বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করা হোক---শুধু এতটুকুই।' তিনি বললেন, "তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়, হিজরত পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে এবং হজ্জও পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস ক'রে দেয়?"

তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মানুষ আর কেউ নেই। আর আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। যার ফলে আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল?' তাহলে আমি তা বলতে পারব না। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(তিন) তারপর বহু দায়িত্বপূর্ণ বিষয়াদির খপ্পরে পড়লাম। জানি না, তাতে আমার অবস্থা কী? সুতরাং আমি মারা গেলে কোন মাতমকারিণী অথবা আগুন যেন অবশ্যই আমার (জানাযার) সাথে না থাকে। তারপর যখন আমাকে দাফন করবে, তখন যেন তোমরা আমার কবরে অল্প অল্প ক'রে মাটি দেবে। অতঃপর একটি উট যবেহ ক'রে তার মাংস বন্টন করার সময় পরিমাণ আমার কবরের পাশে অপেক্ষা করবে। যাতে আমি তোমাদের সাহায্যে নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফিরিশ্তাদের সঙ্গে কিরূপ বাক্-বিনিময় করি, তা দেখে নিই। *(মুসলিম ৩৩৬নং)*

(বিবদমান) মানুষদের মধ্যে মীমাংসা (ও সন্ধি) করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: ١١٤]

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে) কল্যাণ আছে। *(সুরা নিসা ১১৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } [النساء : ١٢٨]

অর্থাৎ, বস্তুতঃ আপোস করা অতি উত্তম। *(ঐ ১২৮ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ } [الأنفال : ١]

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর। *(সূরা আনফাল ১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } [الحجرات : ١٠]

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। *(সূরা হুজুরাত ১০ আয়াত)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَومٍ تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَينَ الاثْنَينِ صَدَقَةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمشيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وتُميطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৪৩৩) আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি করে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার

মীমাংসা ক'রে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও সাদকাহ।" *(বুখারী ২৯৮৯, মুসলিম ২৩৮২নং)*

وَعَن أمِّ كُلْثُومٍ بِنتِ عُقْبَةَ بنِ أَبي مُعَيطٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيراً ، أَوْ يقُولُ خَيْراً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وَفِي رِوَايَةِ مُسلِمٍ زِيَادَة ، قَالَتْ : وَلَمْ أسْمَعْهُ يُرْخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إلاَّ فِي ثَلاثٍ ، تَعْنِي: الحَرْبَ ، وَالإِصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَحَدِيثَ المَرْأةِ زَوْجَهَا.

(৩৪৩৪) উম্মে কুলসুম বিন্তে উক্ববাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করার জন্য (বানিয়ে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় অথবা ভাল কথা বলে। *(বুখারী ২৬৯২, মুসলিম ৬৭৯৯নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় বর্ধিত আকারে আছে, উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি ঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার সময় এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম) আলাপ-আলোচনায়।'

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعَ رسولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالبَابِ عَالِيةً أصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَر وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيءٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أفْعَلُ ، فَخَرجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((أيْنَ المُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ المَعْرُوفَ ؟)) ، فَقَالَ : أنَا يَا رسولَ اللهِ ، فَلَهُ أيُّ ذلِكَ أحَبَّ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৪৩৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দরজার নিকট দু'জন বিবাদকারীর উচ্চ আওয়ায শুনতে পেলেন। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে কিছু ঋণ কমাবার এবং নম্রতা প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করছিল। আর ঋণদাতা বলছিল, 'আল্লাহর কসম! আমি (এটা) করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সে দু'জনের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, "সে ব্যক্তি কোথায়, যে আল্লাহর উপর কসম খাচ্ছিল যে, সে ভাল কাজ (ঋণ কম এবং নম্রতা) করবে না?" সে বলল, 'আমি, হে আল্লাহর রসূল! (এখন) সে (ঋণ কম করা অথবা সময় নেওয়া) যা পছন্দ করবে, আমি তাতেই রাজি।' *(বুখারী ২৭০৫, মুসলিম ৪০৬৬নং)*

وَعَنْ أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ أنَّ بَنِي عَمرِو بنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ ، فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَينَهُمْ فِي أُنَاس مَعَهُ ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاة ، فَجَاءَ بِلالٌ إِلَى أَبِي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْر ، إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ

حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاس ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ ، فَأَقَامَ بِلالٌ الصَّلاةَ ، وتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ ، وَجَاءَ رَسُول اللّه ﷺ يَمشي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفيقِ ، وَكَانَ أَبُو بكرٍ ﷺ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاةِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ فِي التَّصْفيقِ الْتَفَتَ ، فإِذَا رَسُول اللّه ﷺ ، فَأَشَارَ إِلَيْه رسولُ اللّه ﷺ فَرَفَعَ أَبُو بَكْر ﷺ يَدَهُ فَحَمِدَ اللّهَ ، وَرَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ، فَتَقَدَّمَ رَسُول اللّه ﷺ ، فَصَلَّى للنَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ((أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصفيق ؟! إِنَّمَا التَّصفيق للنِّساء . مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللّه ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أحدٌ حِينَ يقُولُ : سُبْحَانَ اللّه ، إلاَّ الْتَفَتَ . يَا أَبَا بَكْر : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي بالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ ؟)) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغي لابْنِ أَبي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللّه ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৪৩৬) আবুল আব্বাস সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আম্র ইবনে আউফ গোত্রের কিছু লোকের মাঝে কিছু ঝগড়া-বিবাদ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে কিছু লোককে নিয়ে তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য সেখানে হাজির হলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আটকে গেলেন। অপর দিকে নামাযের সময় হয়ে গেল। সুতরাং বিলাল ﷺ আবূ বাক্র ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আটকে গেছেন। এদিকে নামাযেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি নামাযের লোকেদের ইমামতি করবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যদি চাও।' অতঃপর বিলাল ﷺ নামাযের ইকামত দিলেন এবং আবূ বাক্র ﷺ এগিয়ে গিয়ে (তাহরীমার) তকবীর বললেন এবং লোকেরাও তকবীর বলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম ক'রে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল। আবূ বাক্র ﷺ নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে তাকালেন না, কিন্তু লোকেদের অধিক মাত্রায় হাততালির কারণে তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে হাতের ইশারায় (নিজের জায়গায় থাকতে) নির্দেশ দিলেন। আবূ বাক্র ﷺ তাঁর হাত উপরে তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পিছনে ফিরে এসে কাতারে শামিল হলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে গিয়ে লোকদের ইমামতি করলেন এবং নামায শেষ ক'রে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, "হে লোক সকল! কি ব্যাপার যে, নামায অবস্থায় কিছু ঘটতে দেখে তোমরা হাততালি দিতে শুরু করলে? (জেনে রেখো, নামাযে) হাততালি দেওয়া তো মহিলাদের কর্তব্য। নামায অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কারণ, এটা শুনলে কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে পারবে না। হে আবূ বক্র! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, তখন ইমামতি করতে তোমার কিসের বাধা ছিল?" তিনি বললেন, 'আবূ কুহাফার ছেলের জন্য সঙ্গত ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে লোকেদের ইমামতি করবে।' *(বুখারী ১২১৮, মুসলিম ৯৭৬নং)*

উপহার ও দান দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতার এক সন্তানকে অন্য সন্তানের উপর প্রাধান্য দেওয়া মাকরূহ

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟)) فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((فَأَرْجِعهُ)) .

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفَعَلْتَ هذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟)) قَالَ : لاَ ، قَالَ : ((اِتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ)) فَرَجَعَ أَبِي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

وفي روايةٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟)) فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ((أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذا ؟)) قَالَ : لاَ ، قَالَ : ((فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذاً فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)).

وفي روايةٍ : ((لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ)) .

وفي رواية : ((أَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي !)) ثُمَّ قَالَ : ((أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي البِرِّ سَواءً؟)) قَالَ : بَلَى ، قَالَ : ((فَلا إِذاً)) . متفق عليه

(৩৪৩৭) নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। (কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।)' নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?" তিনি বললেন, 'না।' নবী ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছ?" তিনি বললেন, 'না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ (দান) ফিরিয়ে নিলেন।"

আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে বাশীর! তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান আছে?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' (রসূল ﷺ) বললেন, "তাদের সকলকে কি এর মত দান দিয়েছ?" তিনি বললেন, 'জী না।' (রসূল ﷺ) বললেন, "তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী মেনো না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী মানো।" অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি এ কথায় খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক?" বাশীর বললেন, 'জী অবশ্যই।' তিনি বললেন, "তাহলে এরূপ করো না।" *(বুখারী ২৬৫০, মুসলিম ৪২৬২-৪২৭৪নং)*

মু'মিনদের জন্য বিনয়ী ও বিনম্র হওয়ার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [الشعراء : ٢١٥]

অর্থাৎ, তুমি তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি সদয় হও। *(সূরা শুআরা ২১৫ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ } [المائدة : ٥٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। *(সূরা মাইদাহ ৫৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات : ١٣]

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। *(সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى } [النجم : ٣٢]

অর্থাৎ, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে। *(সূরা নাজ্‌ম ৩২ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُم جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، أَهؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ } [الأعراف : ٤٨-٤٩]

অর্থাৎ, আ'রাফবাসিগণ কিছু লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে তাদেরকে আহবান ক'রে বলবে, তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না। দেখ এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ ক'রে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। এদেরকেই বলা হবে, তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। *(সূরা আ'রাফ ৪৮-৪৯ আয়াত)*

وَعَن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)). رواه مسلم

(৩৪৩৮) ইয়ায ইবনে হিমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা আমার

নিকট অহী পাঠালেন যে, তোমরা পরস্পরে নম্র ব্যবহার অবলম্বন কর। যাতে কেউ যেন কারো প্রতি গর্ব না করে এবং কেউ যেন কারো প্রতি যুলুম না করে।” *(মুসলিম ৭৩৮৯নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ : ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زادَ اللهُ عَبْداً بعَفْوٍ إلاَّ عِزّاً ، وَمَا تَوَاضَعَ أحَدٌ للهِ إلاَّ رَفَعَهُ اللهُ)). رواه مسلم

(৩৪৩৯) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “দান-খয়রাত ধন-সম্পদ কমিয়ে দেয় না। বান্দা (অপরকে) ক্ষমা প্রদর্শন করলে আল্লাহ তার সম্মান বর্ধন করেন। আর আল্লাহর ওয়াস্তে যে ব্যক্তি বিনয়াবনত হয় আল্লাহ তাকে সুউন্নত করেন।” *(মুসলিম ৬৭৫৭নং, প্রমুখ)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: ((مَا مِنْ آدَمِيٍّ إلا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ ، فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ارْفَعْ حِكْمَتَهُ ، وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ضَعْ حِكْمَتَهُ)).

(৩৪৪০) (আবু হুরাইরা ﷺ ও) ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রত্যেক মানুষের মাথায় লাগামের কড়িয়াল (মর্যাদা) আছে এক ফিরিশ্তার হাতে। যখন মানুষ বিনয়ী হয়, তখন ফিরিশ্তাকে বলা হয় যে, তুমি ওর (কড়িয়াল তুলে ধর, অর্থাৎ ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখ এবং ওর) মর্যাদা উন্নীত কর। আর যখন সে অহংকারী হয়, তখন তাঁকে বলা হয় যে, ওর (কড়িয়াল ছেড়ে দাও, অর্থাৎ ওকে নিয়ন্ত্রণে রেখ না এবং ওর) মর্যাদা অবনত কর।” *(ত্বাবারানী ১২৭৬৫, বায্যার, সহীহুল জামে ৫৬৭৫নং)*

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كالجَمَلِ الأَنِفِ إنْ قَيدَ انْقَادَ ، وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ)).

(৩৪৪১) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “মুমিনগণ সরল-বিনম্র হয়। ঠিক লাগাম দেওয়া উটের মত; তাকে টানা হলে চলতে লাগে এবং পাথরের উপরে বসতে ইঙ্গিত করলে বসে যায়।” *(বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৮-১২৯, সহীহুল জামে ৬৬৬৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ :« مَنْ كَانَ لَيِّنًا هَيِّنًا سَهْلاً حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ».

(৩৪৪২) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি বিনম্র ও সরল-সিধা হবে, আল্লাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেবেন।” *(হাকেম ৪৩৫, বাইহাকী ২ ১৩২৭, সহীহুল জামে ৬৪৮৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ ، وَرَكِبَ الْحِمَارُ بِالأَسْوَاقِ ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا)).

(৩৪৪৩) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “সে ব্যক্তি অহংকারী নয়, যার সাথে তার খাদেম আহার করে, বাজারে গাধায় চড়ে এবং ছাগী বেঁধে দোহন করে।” *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৫৫০, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৮-১৮৮, সহীহুল জামে ৫৫২৭নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبيَانٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفعَلُه . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৪৪) আনাস ﷺ কতিপয় শিশুদের পাশ দিয়ে গেলেন অতঃপর তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, 'নবী ﷺ এ রকমই করতেন।' *(বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ৫৭৯১-৫৭৯৩নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ المَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَتَنْطَلِقُ بِـهِ حَيْـثُ شَـاءَتْ .

رواه البخاري

(৩৪৪৫) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মদীনার ক্রীতদাসীদের মধ্যে এক ক্রীতদাসী নবী ﷺ-এর হাত ধরে নিত, তারপর সে (নিজের প্রয়োজনে) তার ইচ্ছামত তাঁকে নিয়ে যেত।' *(বুখারী ৬০৭২নং)*

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ ، فَقَالَ لَهُ : ((هَوِّنْ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ)).

(৩৪৪৬) আবূ মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি তাঁর সাথে কথা বলার সময় কাঁপতে শুরু করলে তিনি বললেন, "প্রকৃতিস্থ হও। আমি কোন রাজা নই। আমি তো কুরাইশের একটি এমন মহিলার সন্তান, যে মহিলা রোদে-বাতাসে শুকানো গোশ্ত খেতো।" *(ইবনে মাজাহ ৩৩১২, হাকেম ৩৭৩৩নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪/৪৯৬)*

وَعَنِ الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَـصْنَعُ فِـي بَيْتِـهِ ؟ قَالَت : كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ ـ يَعنِي : خِدمَةَ أَهلِه ـ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، خَرَجَ إِلَى الـصَّلاَةِ .

رواه البخاري

(৩৪৪৭) আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবী ﷺ ঘরে কী কাজ করতেন?' তিনি বললেন, 'গৃহস্থালি কাজ করতেন; অর্থাৎ স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করতেন। অতঃপর নামাযের (সময়) হলে তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন।' *(বুখারী ৬৭৬নং)*

** (এই গৃহস্থালি কাজের ব্যাখ্যায় মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'তিনি নিজের জুতা পরিষ্কার করতেন, কাপড় সিলাই করতেন, দুধ দোহাতেন এবং নিজের খিদমত নিজে করতেন।' তাছাড়া এ কথা বিদিত যে, তাঁর একাধিক দাস-দাসীও ছিল।)*

وَعَن أَبِي رِفَاعَةَ تَمِيمِ بنِ أُسَيْدٍ ﷺ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخطُبُ ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَن دِينِهِ لاَ يَدْرِي مَا دِينُهُ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، وَجَعَـلَ يُعَلِّمُنِـي مِمَّـا عَلَّمَـهُ اللهُ ، ثُـمَّ أَتَـى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا . رواه مسلم

(৩৪৪৮) আবূ রিফাআহ তামীম ইবনে উসাইদ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসুল! আমি একজন বিদেশী মানুষ নিজের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আমি জানি না আমার

দ্বীন কী?' (এ কথা শুনে) আল্লাহর রসূল ﷺ আমার দিকে ফিরলেন এবং খুতবা দেওয়া বর্জন করলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি আমার নিকটে এলেন। অতঃপর একটি চেয়ার আনা হল। তিনি তার উপর বসে আল্লাহ তাআলা তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিখাতে লাগলেন। অতঃপর তিনি খুতবায় ফিরে এসে তার শেষাংশটুকু পুরা করলেন। *(মুসলিম ২০৬২নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً ، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ . قَالَ : وَقَالَ : ((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِط عَنهَا الأَذَى ، وَلِيَأكُلْهَا وَلاَ يَدَعْها لِلشَّيْطان)). وأَمَرَ أن تُسلَتَ القَصْعَةُ، قَالَ : ((فإنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَة)). رواه مسلم

(৩৪৪৯) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আহার করতেন, তখন স্বীয় তিনটি আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং বলতেন, "কারো খাবারের লুকমা নিচে পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।" আর তিনি আমাদেরকে খাদ্যপাত্র (বা বাসন) ভালভাবে চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে।" *(মুসলিম ৫৪২১-৫৪২৬নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ)). فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وأَنْتَ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ)). رواه البخاري

(৩৪৫০) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি। তাঁর সাহাবীগণ বললেন, আর আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি কয়েক ক্বীরাত্বের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।" *(বুখারী ২২৬২নং)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لأَجَبْتُ ، وَلَو أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ)). رواه البخاري

(৩৪৫১) উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যদি আমাকে ছাগলাদির পা অথবা বাহু খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা কবুল করব। আর যদি আমাকে পা অথবা বাহু উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা সাদরে গ্রহণ করব।" *(বুখারী ২৫৬৮নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ العَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ ، أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ ، فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ ، فَقَالَ : ((حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ)). رواه البخاري

(৩৪৫২) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আয্বা নামক উটনীটি প্রতিযোগিতায় কোনদিন হারত না অথবা তাকে অতিক্রম করে কেউ যেতে পারত না। একবার এক বেদুঈন তার একটি সওয়ারী উঁটে সওয়ার হয়ে আসলে সেটি তার আগে চলে গেল। মুসলিমদের

কাছে তা কষ্টদায়ক মনে হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা জানতে পারলে বললেন, “আল্লাহর বিধান হল, দুনিয়ার কোন জিনিস উন্নত হলে, তিনি তাকে অবনত করেন।” *(বুখারী ২৮৭২নং)*

সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ } [آل عمران : ١٣٤]

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্ত্ প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা ক’রে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ } [الأعراف : ١٩٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(সূরা আ’রাফ ১৯৯ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ فَإذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَـدَاوَةٌ كَأَنَّـهُ وَلِـيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } [فصلت : ٣٤-٣٥]

অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৪-৩৬ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }[الشورى : ٤٣]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ لِأَشَـجِّ عَبْـدِ القَـيْسِ : ((إنَّ فِيـكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالأنَاةُ)). رواه مسلم

(৩৪৫৩) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশাজ্জ্ আব্দুল কায়েসকে বলেছেন, “নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু’টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন; সহনশীলতা ও চিন্তা-ভাবনা ক’রে কাজ করা।” *(মুসলিম ১২৬নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قال رسول الله ﷺ: ((إنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ

كُلِّهِ)). رواه البخاري

وفي رواية مسلم: ((إنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفقِ ، مَا لاَ يُعْطِي عَلَى العُنْفِ ، وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ)).

(৩৪৫৪) আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা ও কৃপা পছন্দ করেন।" *(বুখারী ৬৯২৭নং)*

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। আর নম্রতার উপর যা প্রদান করেন তা কঠোরতার উপর বরং এ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রদান করেন না।" *(মুসলিম ৬৭৬৬নং)*

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ».

(৩৪৫৫) আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নম্রতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমন্ডিত (মনোহর) করে তোলে। আর যে বিষয় থেকে তা তুলে নেওয়া হয়, সে বিষয়কে সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে।" *(মুসলিম ৬৭৬৭, আবূ দাউদ ৪৮০৮নং)*

عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ ».

(৩৪৫৬) জারীর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে সকল মঙ্গল থেকে বঞ্চিত।" *(মুসলিম ৬৭৬৫, আবূ দাউদ ৪৮০৯নং)*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ ، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ ، هَيِّنٍ ، سَهْلٍ.

(৩৪৫৭) ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের কথা বলে দেব না, যে জাহান্নামের জন্য অথবা জাহান্নাম যার জন্য হারাম হবে? প্রত্যেক জনপ্রিয়, সরল, বিনম্র ও অকুটিল লোকের জন্য জাহান্নাম হারাম।" *(তিরমিযী ২৪৮৮, সহীহুল জামে' ২৬০৯নং)*

عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو قال قال رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ)).

(৩৪৫৮) আয়েয বিন আম্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিকৃষ্ট রাখাল হল সেই, যে রাখালিতে বড় কঠোর।" *(মুসলিম ৪৮৩৬নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : بَالَ أعْرَابيٌّ فِي المَسجِدِ ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)). رواه البخاري

(৩৪৫৯) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব ক'রে দিল।

সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী ﷺ বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি।" *(বুখারী ২২০, ৬১২৮নং)*

وَعَن أَنَس ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৬০) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না এবং (লোকেদেরকে) সুসংবাদ দাও। তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না।" *(বুখারী ৬৯, মুসলিম ৪৬২৬নং)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَوْصِنِي . قَالَ : ((لاَ تَغْضَبْ)) ، فَرَدَّدَ مِرَاراً ، قَالَ : ((لاَ تَغْضَبْ)). رواه البخاري

(৩৪৬১) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন!' তিনি ﷺ বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" সে ব্যক্তি এ কথাটি কয়েকবার বলল। তিনি (প্রত্যেক বারেই একই কথা) বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" *(বুখারী ৬১১৬নং)*

وَعَن أَبي يَعلَى شَدَّادِ بنِ أَوسٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإذَا قَتَلْتُم فَأحْسِنُوا القِتْلَة ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَأحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، وَلْيُرِح ذَبِيحَتَهُ)). رواه مسلم

(৩৪৬২) আবূ য়্যা'লা শাদ্দাদ ইবনে আওস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ প্রতিটি কাজকে উত্তমরূপে (অথবা অনুগ্রহের সাথে) সম্পাদন করাটাকে ফরয ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে) হত্যা করবে, তখন ভালভাবে হত্যা করো এবং যখন (পশু) জবাই করবে, তখন ভালভালে জবাই করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, সে যেন নিজ ছুরি ধারাল করে নেয় এবং যবেহযোগ্য পশুকে আরাম দেয়।" (অর্থাৎ জবাই-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে।) *(মুসলিম ৫১৬৭নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أمْرَيْنِ قَطُّ إلاَّ أَخَذَ أيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إثماً ، فَإنْ كَانَ إثماً ، كَانَ أبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ . وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إلاَّ أن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الله ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ تَعَالَى . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৬৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই দু'টি কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হত, তখনই তিনি সে দু'টির মধ্যে সহজ কাজটি গ্রহণ করতেন; যদি সে কাজটি গর্হিত না হত। কিন্তু তা গর্হিত কাজ হলে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কখনই কোন বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু (কেউ) আল্লাহর হারামকৃত কাজ ক'রে ফেললে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন।' *(বুখারী ৩৫৬০, মুসলিম ৬১৯০নং)*

عن سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « التُّؤَدَةُ فِى كُلِّ شَىْءٍ إلاَّ فِى عَمَلِ الآخِرَةِ ».

(৩৪৬৪) সা'দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আখেরাতের কাজ ছাড়া প্রত্যেক কাজে ধীরতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।" *(আবূদাঊদ ৪৮১০, হাকেম ২১৩, সহীহুল জামে' ৩০০৯নং)*

মার্জনা করা এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } [الأعراف : ١٩٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ } [الحجر : ٨٥]

অর্থাৎ, তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর। *(সূরা হিজ্‌র ৮৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألاَ تُحِبُّونَ أنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ } [النور : ٢٢]

অর্থাৎ, তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিন? *(সূরা নূর ২২ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ } [آل عمران : ١٣٤]

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্‌ত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَلَمنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }[الشورى : ٤٣]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّهَا قَالَت لِلنَّبِيِّ ﷺ : هَلْ أتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟ قَالَ : ((لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ، وَكَانَ أشَدُّ مَا لَقيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ، إذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، فَلَمْ يُجِبْنِي إلَى مَا أرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأنا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أسْتَفِقْ إلاَّ وأنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، وَإذَا أنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإذَا فِيهَا جِبريلُ عليه السلام، فَنَادَاني ، فَقَالَ : إنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَد بَعَثَ إلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بمَا شِئْتَ فِيهِمْ . فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ

إنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَأنا مَلَكُ الجِبال ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ ، فَمَا شِئْتَ ، إنْ شئْتَ أطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ)) . فَقَالَ النبي ﷺ : ((بَلْ أرْجُو أنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৬৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবী ﷺ-কে বললেন, ‘আপনার উপর কি উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন দিন এসেছে?’ তিনি বললেন, “আমি তোমার কওম থেকে বহু কষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট আক্বাবার দিন পেয়েছি, যেদিন আমি নিজেকে ইবনে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার) এর উপর (ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর ‘ক্বারনুস সাআলিব’ (বর্তমানে সাইল কাবীর) নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি (আকাশের দিকে) মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা মেঘখন্ড আমার উপর ছায়া ক’রে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম, তাতে জিব্রাঈল عليه السلام রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ‘আপনার কউম আপনাকে যে কথা বলেছে এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর তিনি আপনার নিকট পর্বতমালার ফিরিশ্তাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাঁকে তাদের (ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ দেন।’ অতঃপর পর্বতমালার ফিরিশ্তা আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, তা (সবই) মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি হচ্ছি পর্বতমালার ফিরিশ্তা। আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আমাকে তাদের ব্যাপারে (কোন) নির্দেশ দেন। সুতরাং আপনি কী চান? আপনি চাইলে, আমি (মক্কার) বড় বড় পাহাড় দু’টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দেব।’ (এ কথা শুনে) নবী ﷺ বললেন, “(এমন কাজ করবেন না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না।” *(বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ৪৭৫৪নং)*

وَعَنهَا ، قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلاَ امْرَأةً وَلاَ خَادِماً ، إلاَّ أنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ ، إلاَّ أن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى، فَيَنْتَقِمُ للهِ تَعَالَى . رواه مسلم

(৩৪৬৬) উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কাউকে স্বহস্তে মারেননি, না কোন স্ত্রীকে না কোন দাস-দাসীকে। কারো দিক থেকে তিনি কোন কষ্ট পেলে কষ্টদাতার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেননি। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর হারামকৃত কোন জিনিস লংঘন করা হত (অর্থাৎ কেউ চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি কাজ ক’রে ফেলত), তাহলে আল্লাহর জন্যই তিনি প্রতিশোধ নিতেন (শাস্তি দিতেন)।’ *(মুসলিম ৬১৯৫নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ أَمشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ ، فأدْرَكَهُ أعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدةً ، فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مُر لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ . فَالتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৬৭) আনাস ﷺ বলেন (একদা) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর উপর মোটা পেড়ে একখানি নাজরানী চাদর ছিল। অতঃপর পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হল। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নবী ﷺ-এর কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব জোরে টানার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। পুনরায় সে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহর যে মাল আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ কর।' তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে (কিছু মাল) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। *(বুখারী ৩১৪৯, ৬০৮৮, মুসলিম ২৪৭৬নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيّاً مِنَ الأَنبِيَاءِ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُه عَلَيْهِمْ ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، ويَقُولُ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৬৮) ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমি যেন (এখনো) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নবীদের মধ্যে এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছে, আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং বলছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা ক'রে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ।" *(বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ৪৭৪৭নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৬৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুশ্তিগীর বীর সে নয়, যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎপাত ক'রে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।" *(বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ৬৮০৯-৬৮১০নং)*

সহিষ্ণুতার মাহাত্ম্য

{ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ } [آل عمران : ١٣٤]

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্ত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }[الشورى : ٤٣]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)*

এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত পরিচ্ছদদ্বয়ের হাদীসসমূহ উল্লেখ্য। আরো একটি হাদীস ঃ

عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنّ لِي قَرَابـةً أصِـلُهُمْ وَيَقْطَعُـوني ، وَأُحْـسِنُ إلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَيَّ ، وَأحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : ((لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكأنَّمَا تُـسِفُّهُمْ الْمَلَّ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ)). رواه مسلم

(৩৪৭০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে।' তিনি বললেন, "যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অবিচল থাকবে।" *(মুসলিম ৬৬৮-৯নং)*

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ)).

(৩৪৭১) উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তির দেহ (কারো অত্যাচারের ফলে) ক্ষতবিক্ষত হয়, অতঃপর তা সে সদকা করে দেয়, (অর্থাৎ, অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয়) আল্লাহ তাআলা অনুরূপ তার পাপ খন্ডন করে দেন যেরূপ সে (ক্ষমা প্রদর্শন করে যে পরিমাণে) সদকা করে থাকে।" *(আহমাদ ২২৭০১, ২২৭৯২, সহীহুল জামে' ৫৭১২নং)*

(৩৪৭২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রসুলুল্লাহ ﷺ 'নাজদ' অভিমুখে এক অশ্বারোহী দলকে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁরা বনূ হানীফা বংশের একজন লোককে ধরে আনলেন। যার নাম, 'সুমামাহ বিন উসাল।' য়্যামামা (বর্তমানে রিয়ায) শহরবাসীর তিনি ছিলেন একজন নেতা। তাঁকে মসজিদের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি স্তম্ভে সাহাবীরা বেঁধে দিলেন। অতঃপর রসূল ﷺ তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের জন্যে বের হলেন। তিনি বললেন,

مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟

অর্থাৎ, হে সুমামাহ! আমাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

উত্তরে তিনি বললেন,

عِنْدِى يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ.

অর্থাৎ, আমার কাছে আপনার সম্পর্কে ধারণা খুব উত্তম। যদি আমাকে আপনি হত্যা করেন, তবে আমি তার যোগ্য (অর্থাৎ, আমার মত অপরাধীকে হত্যা করতে পারেন। অথবা আমাকে খুন করলে সে খুনের বদলা নেওয়া হবে।) আর যদি হত্যা না করে সৌজন্য প্রদর্শন

করেন, তবে আপনি একজন কৃতজ্ঞের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করবেন। আর যদি মাল-ধন চান, তাহলে আপনি যতটা চাইবেন, আপনাকে দেওয়া হবে। এই উত্তর শুনে তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। (আর কোন কথা বললেন না।)

আবার আগামী কাল নবী ﷺ এসে ঐ একই প্রশ্ন করলেন। সুমামাও উত্তরে তাই বললেন, যা তিনি প্রথম দিনে বলেছিলেন। এ দিন নবী ﷺ আর কিছু না বলে চলে গেলেন। তৃতীয় দিন আবার নবী ﷺ এসে প্রথম দু'দিনের মত প্রশ্ন করলেন। সুমামাও উত্তরে প্রথম দু'দিনের উত্তর পুনরাবৃত্তি করলেন। আজকে মহানবী ﷺ সাহাবীদেরকে বললেন, সুমামার বাঁধনটা খুলে দাও।

সুতরাং বাঁধনমুক্ত হয়ে সুমামা মসজিদের নিকটবর্তী খেজুর বাগানে গেলেন এবং গোসল করলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবূদ (পূজ্য) নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রসূল। অর্থাৎ, তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

তারপর মন্তব্য করলেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আপনার মুখমন্ডল আমার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার মুখমন্ডল আমার নিকট সব থেকে প্রিয় মনে হচ্ছে। আল্লাহর কসম! আপনার দ্বীন আমার নিকটে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার দ্বীনই সব থেকে প্রিয় বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহর কসম! আপনার শহর আমার নিকট সব থেকে বেশী অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার শহর আমার নিকটে সব চেয়ে বেশী প্রিয় মনে হচ্ছে। আপনার অশ্বারোহী দল যখন আমাকে গ্রেফতার করে, তখন আমি উমরা উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। এক্ষণে এ ব্যাপারে আপনার রায় কী? নবী ﷺ তাঁকে শুভ সংবাদ দিলেন এবং তাঁকে উমরা করার অনুমতি প্রদান করলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন এবং যখন মক্কায় উপস্থিত হলেন, তখন একজন ব্যক্তি বলল, আপনি শেষ কালে বিধর্মী হয়ে গেছেন? উত্তরে বললেন, না, বরং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর শোনো! আল্লাহর কসম! আগামীতে আমার এলাকা থেকে গমের একটা দানাও তোমাদের এখানে আসবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি না পাওয়া যাবে। *(বুখারী ৪৩৭২, মুসলিম ৪৬৮৮-নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إن رسول الله ﷺ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْنَا فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هَذَا قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩৪৭৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক যুদ্ধ সফরে মহানবী ﷺ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এক বাবলা গাছে নিজের তরবারি লটকে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় এক কাফের বেদুঈন এসে সেই তরবারি নিয়ে (তাঁর উপর তুলে ধরে) বলল, 'এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' মহানবী ﷺ বললেন, "আল্লাহ।" এ কথা শোনামাত্র তরবারি তাঁর হাত হতে পড়ে গেল। তিনি তা উঠিয়ে নিয়ে (তার উপর তুলে ধরে) বললেন, "এখন তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?" বেদুঈন বলল, 'কেউ না।' অথবা 'আপনি।'

দয়ার নবী ﷺ তাকে মাফ ক'রে দিলেন। ফলে সে মুসলমান হয়ে গেল। অন্য বর্ণনা মতে সে মুসলমান হয়নি; কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, সে তাঁর বিরুদ্ধে কোনক্রমেই আর যুদ্ধ করবে না। *(আহমাদ ১৪৩৩৫, বুখারী ৪১৩৯, মুসলিম ১৯৮৬, নাসাঈ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৫৩০৫নং)*

লজ্জাশীলতা ও তার মাহাত্ম্য এবং এ গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

...লামাগণ বলেন, 'লজ্জাশীলতার প্রকৃতত্ব হল এমন সৎচরিত্রতা, যা নোংরা বর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং অধিকারীর অধিকার আদায়ে ত্রুটি প্রদর্শন করতে বিরত রাখে।

আবুল কাসেম জুনাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা হল, নিয়ামত লক্ষ্য করা এবং সেই সাথে (তার কৃতজ্ঞতায়) ত্রুটি লক্ষ্য করা। এই দুয়ের মাঝে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তাকেই লজ্জা বলা হয়।'

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً : فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأدْنَاهَا إمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৭৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঈমানের সত্তর অথবা ষাঠ অপেক্ষা কিছু বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" *(বুখারী ৯, মুসলিম ১৬২নং)*

* কষ্টদায়ক জিনিস যেমন, ঢেলা, পাথর, পোড়া কয়লা, ভাঙ্গা কাঁচ, কাঁটা, গাছের ডাল, নোংরা জিনিস ইত্যাদি, যাতে পথিক কষ্ট পায়।

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَار وَهُوَ يَعِظُ أخَاهُ في الحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((دَعْهُ ، فَإنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمَانِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৭৫) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসার ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যিনি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।" *(বুখারী ২৪, ৬১১৮, মুসলিম*

১৬৩নং)

(বিঃদ্রঃ কিন্তু গুপ্ত সমস্যায় শরীয়তের সমাধান জানার ব্যাপারে লজ্জা করা ঠিক নয়।)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ((إنَّ الحَيَاءَ والإيمانَ قُرِنا جَميعاً فإذا رُفِعَ أحدُهُما رُفِعَ الآخَرُ)).

(৩৪৭৬) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।" *(হাকেম ৫৮, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنْ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ)).

(৩৪৭৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমান হবে জান্নাতে। আর অশ্লীলতা রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত এবং রূঢ়তা হবে জাহান্নামে।" *(আহমাদ ১০৫১২, তিরমিযী ২০০৯, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/৫২, সহীহুল জামে' ৩১৯৯নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ)).

(৩৪৭৮) আবূ উমামাহ বাহেলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "লজ্জাশীলতা ও মুখচোরামি ঈমানের দু'টি শাখা। আর মুখ খিস্তি করা ও বাক্‌পটু হওয়া মুনাফিকীর দু'টি শাখা।" *(আহমাদ ২২৩১২, তিরমিযী ২০২৭নং)*

وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : ((اَلحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ)). أَوْ قَالَ : ((الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ)) .

(৩৪৭৯) ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লজ্জা মঙ্গলই বয়ে আনে।" *(বুখারী ৬১১৭, মুসলিম ১৬৫নং)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, "লজ্জার সবটুকু মঙ্গলই মঙ্গল।"

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৮০) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ অন্তঃপুরবাসিনী কুমারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করতেন আমরা তাঁর চেহারায় তা বুঝতে পারতাম।' *(বুখারী ৬১০২, মুসলিম ৬১৭৬নং)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ)).

(৩৪৮১) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়েই থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়েই থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।" *(আহমাদ ১২৬৮৯, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সহীহ তিরমিযী ১৬০৭, ইবনে মাজাহ ৪১৮৫৮, সহীহুল জামে' ৫৬৫৫নং)*

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)).

(৩৪৮২) আবু মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রথম নবুঅতের বাণীসমূহের যা লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি বাণী এই যে, তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন তাই কর।" *(আহমাদ ১৭০৯০, বুখারী ৩৪৮৪, আবূ দাঊদ ৪৭৯৯, ইবনে মাজাহ ৪১৮৩, সহীহুল জামে ২২৩০নং)*

عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ، وَخُلُقُ الإِسْلامِ الْحَيَاءُ)).

(৩৪৮৩) আনাস ﷺ (ও ইবনে আব্বাস ﷺ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।" *(ইবনে মাজাহ ৪১৮১-৪১৮২, সহীহুল জামে ২১৪৯নং)*

হিতাকাঙ্ক্ষিতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات : ١٠]

অর্থাৎ, সকল ঈমানদাররা তো পরস্পর ভাই ভাই। *(সূরা হুজরাত ১০ আয়াত)*

তিনি নূহ ﷺ-এর কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

{ وَأَنْصَحُ لَكُمْ } [الأعراف : ٦٢]

অর্থাৎ, (নূহ বলল,) আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (বা হিতকামনা করছি)। *(সূরা আ'রাফ ৬২ আয়াত)*

তিনি হূদ ﷺ-এর কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

{ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ } [الأعراف : ٦٨]

অর্থাৎ, (হূদ বলল,) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা (বা হিতাকাঙ্ক্ষী)। *(সূরা ঐ ৬৮ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بنِ أوسٍ الدَّارِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ : ((الدِّينُ النَّصِيحةُ)) قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : ((لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)). رواه مسلم

(৩৪৮৪) আবূ রুক্বাইয়াহ তামীম বিন আওস দারী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "**দ্বীন**

হল কল্যাণ কামনা করার নাম।” আমরা বললাম, ‘কার জন্য?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য। *(মুসলিম ২০৫নং)*

عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

(৩৪৮৫) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও সকল **মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করার** উপর বায়আত করেছি। *(বুখারী ৫৭, মুসলিম ২০৮নং)*

عَن أنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يُؤمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৪৮৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” *(বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, ইবনে হিব্বান ২৩৫নং)*

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ: ((...مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ...)).

(৩৪৮৭) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে দোযখ থেকে নিস্তার লাভ করে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তির জন্য উচিত, যেন তার মৃত্যু তার কাছে সেই সময় আসে, যে সময় সে আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে। আর লোকেদের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করে যেরূপ ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” *(মুসলিম ৪৮৮২নং)*

সচ্চরিত্রতার মাহাত্ম্য

وَرَوَى التِّرمِذِي عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفسِيرِ حُسْنِ الخُلُقِ ، قَالَ : ((هُوَ بَسط الوَجه (طَلاَقَةُ الوَجه) ، وَبَذْلُ المَعرُوفِ ، وَكَفُّ الأذَى)).

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) হতে সচ্চরিত্রতার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ‘তা হল, সর্বদা হাসিমুখ থাকা, মানুষের উপকার করা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া।’ *(২০০৫নং)*

আল্লাহ তাআলা নিজ নবীকে বলেছিলেন, { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } [ن :

অর্থাৎ, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। *(সূরা ক্বালাম ৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ } [آل عمران : ١٣٤]

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্ত্ প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা ক'রে থাকে। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: ((اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)).

(৩৪৮৮) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন, "তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, পাপ করলে সাথে সাথে পুণ্যও কর; যাতে পাপ মোচন হয়ে যায় এবং মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর।" *(আহমাদ ২১৩৫৪, তিরমিযী ১৯৮৭, হাকেম ১৭৮, সহীহুল জামে ৯৭নং)*

عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ((عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما)).

(৩৪৮৯) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তুমি সুন্দর চরিত্র ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সারা সৃষ্টি উক্ত দুই (অলংকারের) মত অন্য কিছু দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত হতে পারে না।" *(আবূ য়্যা'লা ৩২৯৮, সহীহুল জামে ৪০৪৮নং)*

عن أسامةَ بن شَرِيك رضي الله عنه قال: قالوا : يا رسول الله ، مَا خَيرُ مَا أُعطِى الإنْسَانُ ؟ قال : ((خُلُقٌ حَسَنٌ)).

(৩৪৯০) উসামাহ বিন শারীক ﷺ বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষকে দেওয়া দানসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান কী দেওয়া হয়েছে?' উত্তরে তিনি বললেন, "সুন্দর চরিত্র।" *(আহমাদ ১৮৪৫৪, ইবনে হিব্বান ৬০৬১, হাকেম ৪১৬, বাইহাক্বী ২০০৪৩, সঃ তারগীব ২৬৫২নং)*

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: أكرمكم عند الله أتقاكم، وأفضلكم حَسَباً أحسنكم خُلُقا.

(৩৪৯১) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। আর সবচেয়ে উচ্চ বংশীয় লোক সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।" *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৮৯৯নং)*

عن أسامةَ بن شَرِيك قال قال رسول الله ﷺ : ((أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا)).

(৩৪৯২) উসামাহ বিন শারীক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হল সেই, যার চরিত্র সুন্দর।" *(ত্বাবারানী ৪৭৩, সহীহুল জামে ১৭৯নং)*

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي

الأمور ويكره سفسافها)).

(৩৪৯৩) জাবের ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তিনি সুউচ্চ চরিত্রকে ভালোবাসেন এবং ঘৃণা করেন নোংরা চরিত্রকে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৬৯০৬, সহীহুল জামে ১৭৪৩নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৯৪) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সব মানুষের চাইতে বেশি সুন্দর চরিত্রের ছিলেন।' *(বুখারী ৬২০৩, মুসলিম ৫৭৪৭নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : مَا مَسِسْتُ دِيبَاجاً وَلاَ حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَقَدْ خَدَمتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ : أُفٍّ، وَلاَ قَالَ لِشَيءٍ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتَه ؟ وَلاَ لشَيءٍ لَمْ أفعَلهُ : ألاَ فَعَلْتَ كَذَا ؟ متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৯৫) সাবেক রাবী হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুঁকিনি। আর আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনোও আমার জন্য 'উঃ' শব্দ বলেননি। কোন কাজ ক'রে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, 'তুমি এ কাজ কেন করলে?' এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, 'তা কেন করলে না?' *(বুখারী ৬০৩৮, মুসলিম ৬১৫১নং)*

وَعَنِ الصَّعبِ بنِ جَثَّامَةَ ﷺ ، قَالَ : أَهدَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِمَاراً وَحْشِيّاً ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجهِي ، قَالَ : ((إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاَّ لأَنَّا حُرُمٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৯৬) সা'ব ইবনে জাষ্‌ষামাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (শিকার করা) এক জংলী গাধা উপঢৌকন দিলাম। কিন্তু তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমার চেহারায় (বিষণ্নতার চিহ্ন) দেখে বললেন, "আমরা ইহরামের অবস্থায় আছি, তাই আমরা এটি তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম।" *(বুখারী ১৮২৫, মুসলিম ২৯০২নং)*

(যেহেতু ইহরাম অবস্থায় শিকার করা ও তার গোশ্‌ত খাওয়া নিষিদ্ধ।)

وَعَنِ النَّوَاسِ بنِ سَمعَانَ ﷺ ، قَالَ : سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن البِرِّ وَالإثمِ ، فَقَالَ : ((البِرُّ : حُسنُ الخُلُقِ ، والإثمُ : مَا حَاكَ فِي صَدرِكَ ، وكَرِهْتَ أن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)). رواه مسلم

(৩৪৯৭) নাওয়াস ইবনে সামআন ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, "পুণ্য হল সচ্চরিত্রতার নাম। আর পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক এ কথা তুমি অপছন্দ কর।" *(মুসলিম ৬৬৮০নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَمْ يَكُن رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِشاً وَلاَ مُتَفَحِّشاً ، وَكَانَ يَقُولُ : ((إنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أحْسَنَكُمْ أخْلاَقاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৪৯৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ (প্রকৃতিগতভাবে কথা ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। আর তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।" *(বুখারী ৩৫৫৯, ৩৭৫৯, মুসলিম ৬১৭৭নং)*

وَعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : ((مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ العَبدِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(৩৪৯৯) আবূ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন (নেকী) ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও চোয়াড়কে অপছন্দ করেন।" *(তিরমিযী ২০০৩, ইবনে হিব্বান ৫৬৬৪, আবু দাউদ ৪৭৯৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৭৬নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أكثرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : ((تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الخُلُقِ)) ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ : ((الفَمُ وَالفَرْجُ)). رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩৫০০) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।" আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, "মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ, উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ)।" *(তিরমিযী ২০০৪নং ,ইবনে হিব্বান ৪৭৬নং, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪নং, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬নং, আহমাদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪)*

وَعَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَكْمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَاناً أحسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩৫০১) সাবেক রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সুন্দরতম। আর তোমাদের উত্তম ব্যক্তি তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।" *(তিরমিযী ১১৬২, হাসান সহীহ সূত্রে)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِه دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ)). رواه أَبُو داود

(৩৫০২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "অবশ্যই মু'মিন তার সদাচারিতার কারণে দিনে (নফল) রোযাদার এবং রাতে (নফল) ইবাদতকারীর মর্যাদা পেয়ে থাকে।" *(আবু দাউদ ৪৮০০নং)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ لِمَنْ

تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقّاً ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً ، وَبِبَيْتٍ فِي أعلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ)) . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح .

(৩৫০৩) আবূ উমামাহ বাহেলী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ সীমায় একটি ঘর দেওয়ার জন্য জামিন হচ্ছি, যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কলহ-বিবাদ বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে। আর সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যার চরিত্র সুন্দর।" *(আবু দাউদ ৪৮০২, তিরমিযী ১৯৯৩, ইবনে মাজাহ ৫১, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১৩৩নং)*

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنَا زَعِيمُ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَتَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَحَسُنَ خُلُقُهُ)).

(৩৫০৪) মুআয বিন জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য একটি জান্নাতের পার্শ্বদেশে, একটি জান্নাতের মধ্যভাগে এবং অপর আর একটি জান্নাতের উপরিভাগে গৃহের জামিন হচ্ছি; যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক পরিহার করে, উপহাসছলে হলেও মিথ্যা কথা বর্জন করে, আর নিজ চরিত্রকে সুন্দর করে।" *(বায্যার, ত্বাবারানী ১৬৬৪১, সহীহ তারগীব ১৩৪নং)*

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ)).

(৩৫০৫) উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের তরফ থেকে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জামিন হও, আমি তোমাদের জন্য বেহেশ্তের জামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য বল, অঙ্গীকার করলে তা পালন কর, তোমাদের নিকটে কোন আমানত রাখা হলে তা আদায় কর, তোমাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত কর, তোমাদের চক্ষুকে (অবৈধ কিছু দেখা হতে) অবনত রাখ, আর তোমাদের হাতকে (অন্যায় ও অত্যাচার করা হতে) সংযত রাখ।" *(আহমাদ ২২৭৫৭, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৭০নং)*

عَنْ أَبِى جُرَىٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قال قال رسول الله ﷺ: « لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا، وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ».

(৩৫০৬) আবূ জুরাই জাবের বিন সুলাইম কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তুমি

খবরদার কাউকে গালি দিয়ো না। যে কোনও ভালো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে খুশীভরা চেহারা নিয়ে কথা বল, এটিও একটি ভালো কাজ। তোমার লুঙ্গি পায়ের রলার অর্ধাংশে উঠিয়ে পর। তা যদি অস্বীকার কর, তাহলে গাঁট পর্যন্ত নামিয়ে পর। আর সাবধান! লুঙ্গি গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরো না। কারণ তা অহংকারের আলামত। পরন্তু আল্লাহ অবশ্যই অহংকার পছন্দ করেন না। যদি কোন লোক তোমাকে গালি দেয় এবং এমন দোষ ধরে তোমাকে লজ্জা দেয়, যা তোমার মধ্যে আছে বলে সে জানে, তাহলে তুমি তাকে এমন দোষ ধরে লজ্জা দিয়ো না, যা তার মধ্যে আছে বলে তুমি জান। তার বোঝা সেই বহন করুক।" *(আবূ দাউদ ৪০৮৬, সহীহুল জামে' ৭৩০৯নং)*

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قال قال رسول الله ﷺ: ((...مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ)).

(৩৫০৭) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে দোযখ থেকে নিস্তার লাভ করে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তির জন্য উচিত, যেন তার মৃত্যু তার কাছে সেই সময় আসে, যে সময় সে আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে। আর লোকেদের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করে যেরূপ ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(মুসলিম ৪৮৮২নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ)).

(৩৫০৮) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ বলেন, একদা মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক কে?' উত্তরে তিনি বললেন, "সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হল সেই, যার হৃদয় হল পরিষ্কার এবং জিভ হল সত্যবাদী।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'পরিষ্কার হৃদয়ের অর্থ কী?' বললেন, "যে হৃদয় সংযমশীল, নির্মল, যাতে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই, ঈর্ষা ও হিংসা নেই।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' বললেন, "যে দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতকে ভালোবাসে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' বললেন, "সুন্দর চরিত্রের মুমিন।" *(ইবনে মাজাহ ৪২১৬, সহীহুল জামে ৩২৯১নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلاقًا ، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا ، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ ، وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ)).

(৩৫০৯) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর, সহজ-সরল। যারা অপরকে প্রীতির বাঁধনে জড়াতে

পারে এবং নিজেরাও অপরের প্রীতির বাঁধনে জড়িত হয়। আর সেই ব্যক্তির মাঝে কোন মঙ্গল নেই, যে প্রীতির বাঁধনে কাউকে বাঁধতে পারে না এবং নিজেকেও অপরের প্রীতির বাঁধনে আনে না।" *(ত্বাবারানী ৬০৫, সিঃ সহীহাহ ৭৫১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا ، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا ، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ ، الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَنَتَ ، الْعَيْبَ)).

(৩৫১০) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি তারা, তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। যারা অমায়িক (সহজ-সরল), যারা সম্প্রীতির বন্ধনে সহজে আবদ্ধ হয়। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যক্তি তারা, যারা চুগলখোরি করে, বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় এবং নির্দোষ লোকেদের মাঝে দোষ খুঁজে বেড়ায়।" *(ত্বাবারানী ৮৩৫নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُم أَخْلاَقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْنَا ((الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ)) ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ ؟ قَالَ : ((الْمُتَكَبِّرُونَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৫১১) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যাধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী ২০১৮নং, হাসান)*

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرْثَارُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ الْمُتَشَدِّقُونُ)).

(৩৫১২) আবূ যা'লাবাহ খুশানী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বখাটে লোক; যারা গর্বভরে এবং আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে।" *(আহমাদ ১৭৭৩২, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৯১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ : حُسْنُ سَمْتٍ ، وَلاَ فِقْهٌ فِي الدِّينِ)).

(৩৫১৩) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'টি স্বভাব কোন মুনাফিকের ভিতরে জমা হতে পারে না; না সুন্দর চরিত্র, আর না দ্বীনী জ্ঞান।" *(তিরমিযী ২৬৮৪, সহীহুল জামে' ৩২২৯নং)*

সবর (ধৈর্যের) বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا } [آل عمران : ٢٠٠]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর। *(সূরা আলে ইমরান ২০০ আয়াত)*

তিনি আরও বলেন,

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। *(সূরা বাকারাহ ১৫৫ আয়াত)*

তিনি আরও বলেন,

{ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } [الزمر : ١٠]

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। *(সূরা যুমার ১০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ } [الشورى: ٤٣]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শুরা ৪৩ আয়াত)*

{ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } [البقرة : ١٥٣]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা বাকারাহ ১৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ }[محمد : ٣١]

অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিই এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি। *(সূরা মুহাম্মাদ ৩১ আয়াত)*

যে আয়াতসমূহে ধৈর্যের আদেশ এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে তার সংখ্যা অনেক ও প্রসিদ্ধ।

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الحَارِثِ بنِ عَاصِمٍ الأشعريِّ ﷺ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمان ، والحَمدُ لله تَمْلأُ الميزَانَ ، وَسُبْحَانَ الله والحَمدُ لله تَملآن – أَوْ تَمْلأُ – مَا بَينَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ ، والصَّدقةُ بُرهَانٌ ، والصَّبْرُ ضِياءٌ ، والقُرْآنُ حُجةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌ نَفسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُها)). رواه مسلم

(৩৫১৪) আবূ মালেক হারেষ ইবনে আ'সেম আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ ক'রে দেয়। নামায হচ্ছে জ্যোতি। সাদকাহ হচ্ছে প্রমাণ। **ধৈর্য হল আলো**। আর কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল সকাল স্বকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে। অতঃপর সে তাকে (শাস্তি থেকে) মুক্ত করে অথবা তাকে (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ক'রে) বিনাশ করে।" *(মুসলিম ৫৫৬নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعدِ بنِ مَالِكِ بنِ سِنَانٍ الخُدرِي رَضِيَ الله عَنهُمَا : أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رسولَ الله ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَألوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِندَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيءٍ بِيَدِهِ : ((مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ . وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)). مُتَّفَقٌ عليه

(৩৫১৫) আবূ সাঈদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত যে কিছু আনসারী আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তারা দাবী করল। ফলে তিনি (আবার) তাদেরকে দিলেন। এমনকি যা কিছু তাঁর কাছে ছিল তা সব নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর যখন তিনি সমস্ত জিনিস নিজ হাতে দান ক'রে দিলেন, তখন তিনি বললেন, "আমার কাছে যা কিছু (মাল) আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে কখনই জমা ক'রে রাখব না। (কিন্তু তোমরা একটি কথা মনে রাখবে,) যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি (চাওয়া থেকে) অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। **যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ, তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন**। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে।" *(বুখারী ১৪৬৯, ৬৪৭০, মুসলিম ২৪৭১নং)*

وَعَنْ أَبِي يَحيَى صُهَيبِ بنِ سِنَانٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((عَجَباً لأَمْرِ المُؤمِنِ إنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ ولَيسَ ذلِكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤْمِنِ : إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكانَ خَيراً لَهُ ، وإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً لَهُ)). رواه مسلم

(৩৫১৬) আবূ ইয়াহয়া সুহাইব ইবনে সিনান ﷺ হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। **আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে**। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।” *(মুসলিম ৭৬৯২নং)*

عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ الَّتِى لاَ يُصِيبُهَا شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ».

(৩৫১৭) কা’ব বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “মু’মিনের উদাহরণ হল নরম ফসলের মত, বাতাস তা হিলাতে-দুলাতে থাকে। মু’মিন বিপদগ্রস্ত হয় (আবার উঠে দাঁড়ায়)। পক্ষান্তরে (কাফের) মুনাফিকের উদাহরণ হল ‘আরযা’ (বিশাল সীডার) গাছের মত। তা বাতাসে হিলে না। কিন্তু (ঝড়ে) ভেঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়।” *(বুখারী ৭৪৬৬, মুসলিম ৭২৭৩নং)*

وعن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبيُّ ﷺ جعلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِـيَ الله عَنهَـا : وَاكَربَ أَبَتَاهُ . فقَالَ : ((لَيْسَ عَلَى أَبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ)) فَلَمَّا مَاتَ ، قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ ، أَجَـابَ رَبّاً دَعَاهُ ! يَا أَبَتَاهُ ، جَنَّةُ الفِردَوسِ مَأْوَاهُ ! يَا أَبَتَاهُ ، إِلَى جبْريلَ نَنْعَاهُ ! فَلَمَّا دُفِـنَ قَالَـتْ فَاطِمَـةُ رَضي الله عنها : أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُول الله ﷺ التُّرَابَ ؟! رواه البخاري

(৩৫১৮) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, যখন নবী ﷺ বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে কষ্ট ঘিরে ফেলল, তখন (তাঁর কন্যা) ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, ‘হায়! আব্বাজানের কষ্ট!’ তিনি ﷺ এ কথা শুনে বললেন, “আজকের দিনের পর তোমার পিতার কোন কষ্ট হবে না।” অতঃপর যখন তিনি দেহত্যাগ করলেন, তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, ‘হায় আব্বাজান! প্রভু যখন তাঁকে আহবান করলেন, তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর বাসস্থান। হায় আব্বাজান! আমরা জিবরীলকে আপনার মৃত্যু-সংবাদ দেব।’ অতঃপর যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হল, তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) (সাহাবাদেরকে) বললেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উপর মাটি ফেলতে কি তোমাদেরকে ভাল লাগল?’ *(বুখারী ৪৪৬২নং)*

وعَنْ أَبِي زَيدٍ أُسَامَةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ مَوْلَى رسولِ الله ﷺ وحِبِّه وابنِ حبِّـه رَضِـيَ اللهُ عنهمـا ، قَالَ: أرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبيِّ ﷺ إنَّ ابْني قَد احْتُضِرَ فَاشْهَدنَا ، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ الـسَّلامَ ، ويقُـولُ : ((إنَّ للهِ مَا أخَذَ وَلَهُ مَا أعطَى وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بأجَلٍ مُـسَمًّى فَلتَـصْبِرْ وَلْتَحْتَـسِبْ)) فَأَرسَـلَتْ إلَيْـهِ تُقْـسِمُ عَلَيهِ لَيَأتِينَّهَا . فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأُبَيُّ بْـنُ كَعْـبٍ ، وَزَيْـدُ بْـنُ ثَابـتٍ، وَرِجَالٌ ﷺ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الصَّبيُّ ، فَأَقْعَدَهُ في حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ ، فَفَاضَتْ عَينَاهُ فَقالَ سَعدٌ : يَا رسولَ الله ، مَا هَذَا ؟ فَقالَ : ((هذِهِ رَحمَـةٌ جَعَلَهـا اللهُ تَعَـالَى في قُلُـوبِ عِبَـادِهِ)). وفي رواية : ((فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّما يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبادِهِ الرُّحَماءَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫১৯) আবূ যায়েদ উসামাহ ইবনে যাইদ ইবনে হারেসাহ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস এবং তাঁর প্রিয়পাত্র তথা প্রিয়পাত্রের পুত্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর কন্যা তাঁর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, 'আমার ছেলের মর মর অবস্থা, তাই আপনি আমাদের এখানে আসুন।' তিনি সালাম দিয়ে সংবাদ পাঠালেন যে, "আল্লাহ তাআলা যা নিয়েছেন, তা তাঁরই এবং যা দিয়েছেন তাও তাঁরই। আর তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের এক নির্দিষ্ট সময় আছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে।" রসূল ﷺ-এর কন্যা পুনরায় কসম দিয়ে বলে পাঠালেন যে, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। ফলে তিনি সা'দ ইবনে উবাদাহ, মুআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যাইদ ইবনে সাবেত ﷺ এবং আরো কিছু লোকের সঙ্গে সেখানে গেলেন। শিশুটিকে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তুলে দেওয়া হল। তিনি তাকে নিজ কোলে বসালেন। সে সময় তার প্রাণ ধুকধুক্ করছিল। (তার এই অবস্থা দেখে) তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। সা'দ ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! একি?' তিনি বললেন, "এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন।" অন্য একটি বর্ণনায় আছে, "যে সব বান্দার অন্তরে তিনি চান তাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল মাত্র দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।" *(বুখারী ৭৩৭৭, মুসলিম ২১৭৪নং)*

وَعَن صُهَيبٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ، قَالَ : ((كَانَ مَلِكٌ فيمَنْ كَانَ قَبلَكمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ للمَلِكِ : إنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إلَيَّ غُلاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ ؛ فَبَعثَ إلَيْهِ غُلاماً يُعَلِّمُهُ ، وَكَانَ في طريقِهِ إذَا سَلَكَ رَاهِبٌ ، فَقعدَ إلَيْه وسَمِعَ كَلامَهُ فَأعْجَبَهُ ، وَكانَ إذَا أتى السَّاحِرَ ، مَرَّ بالرَّاهبِ وَقَعَدَ إلَيْه ، فَإذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ ، فَشَكَا ذلِكَ إلَى الرَّاهِب ، فَقَالَ : إذَا خَشيتَ السَّاحِرَ ، فَقُلْ : حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإذَا خَشِيتَ أهلَكَ ، فَقُلْ : حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَما هُوَ عَلَى ذلِكَ إذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ ، فَقَالَ : اليَوْمَ أعْلَمُ السَّاحرُ أفْضَلُ أم الرَّاهبُ أفْضَلُ ؟ فَأخَذَ حَجَراً، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إنْ كَانَ أمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إلَيْكَ مِنْ أمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هذِهِ الدّابَّةَ حَتَّى يَمضِيَ النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَها ومَضَى النَّاسُ ، فَأتَى الرَّاهبَ فَأخبَرَهُ . فَقَالَ لَهُ الرَّاهبُ : أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ اليَومَ أفْضَل منِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإن ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ ؛ وَكَانَ الغُلامُ يُبْرِىءُ الأكْمَهَ وَالأَبْرصَ ، ويداوي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاء . فَسَمِعَ جَليسٌ لِلمِلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ ، فأتاه بَهَدَايا كَثيرَةٍ ، فَقَالَ : مَا ها هُنَا لَكَ أَجْمعُ إنْ أنتَ شَفَيتَنِي ، فَقَالَ : إنّي لا أشْفِي أحَداً إنَّمَا يَشفِي اللّهُ تَعَالَى ، فَإنْ آمَنْتَ باللّه تَعَالَى دَعَوتُ اللّهَ فَشفَاكَ ، فَآمَنَ باللّه تَعَالَى فَشفَاهُ اللّهُ تَعَالَى ، فَأَتَى المَلِكَ فَجَلسَ إلَيْهِ كَما كَانَ يَجلِسُ ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ : مَنْ رَدّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ : رَبِّي ، قَالَ : وَلَكَ رَبٌّ غَيري ؟ قَالَ : رَبِّي وَرَبُّكَ اللّهُ ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلامِ ، فَجيء بالغُلاَمِ ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ : أيْ بُنَيَّ ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وتَفْعَلُ وتَفْعَلُ ! فَقَالَ : إنِّي

لا أَشْفي أحَداً ، إنَّمَا يَشفِي اللّه تَعَالَى . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَـزَلْ يُعَذِّبُـهُ حَتَّـى دَلَّ عَلَـى الرَّاهـبِ ؛ فَجِـيءَ بالرَّاهبِ فَقيلَ لَهُ : ارجِعْ عَنْ دِينكَ ، فَأَبَى ، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ فَوُضِعَ المِنْشَارُ في مَفْـرق رَأسِـهِ ، فَـشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِجَليسِ المَلِكِ فقيل لَهُ : ارْجِـعْ عَـنْ دِينِـكَ، فَـأَبَى ، فَوضِـعَ المِنْـشَارُ في مَفْرِق رَأسِهِ ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بالغُلاَمِ فقيـلَ لَـهُ: ارْجِـعْ عَـنْ دِينـكَ ، فَـأَبَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الجَبَلِ ، فَإِذَا بَلَغْـتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ . فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أكْفنيهمْ بِمَـا شِئْتَ ، فَرَجَفَ بهِمُ الجَبلُ فَسَقَطُوا، وَجاءَ يَمشي إِلَى المَلِكِ ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ : مَـا فَعَـلَ أَصْـحَابُكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانِيهِمُ اللّه تَعَالَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فاحْمِلُوهُ في قُرْقُورٍ وتَوَسَّطُوا بِهِ البَحْرَ ، فَإِنْ رَجعَ عَنْ دِينِهِ وإلاَّ فَاقْـذِفُوهُ . فَـذَهَبُوا بِـهِ ، فَقَـالَ : اللَّهُـمَّ أكْفِنـيهمْ بمَـا شِـئْتَ ، فانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفينةُ فَغَرِقُوا ، وَجَاء يَمْشي إِلَى المَلِكِ . فَقَالَ لَهُ المَلِكُ : مَا فعلَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَـالَ : كَفَانِيهِمُ اللّه تَعَالَى . فَقَالَ لِلمَلِكِ : إنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ . قَالَ : مَا هُـوَ ؟ قَـالَ : تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعيدٍ وَاحدٍ وتَصْلُبُني عَلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتي ، ثُمَّ ضَـعِ الـسَّهْمَ في كَبدِ القَوْسِ ثُمَّ قُلْ : بسْمِ اللّه ربِّ الغُلاَمِ، ثُمَّ ارْمِني، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلتَني، فَجَمَعَ النَّـاسَ في صَعيدٍ واحدٍ ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبِدِ القَـوْسِ ، ثُـمَّ قَالَ : بِسمِ اللّهِ رَبِّ الغُلامِ ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوقَعَ في صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ فَمَاتَ ، فَقَـالَ النَّـاسُ : آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ ، فَأُتِيَ المَلِكُ فقيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ واللّه نَزَلَ بـكَ حَـذَرُكَ . قَـدْ آمَـنَ النَّاسُ . فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بأفْواهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وأُضْرِمَ فيهَا النِّيرانُ وَقَالَ : مَـنْ لَـمْ يَرْجِـعْ عَـنْ دِينـهِ فَأَقْحموهُ فيهَا ، أَوْ قيلَ لَهُ: اقتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبيٌّ لَهَـا ، فَتَقَاعَـسَتْ أنْ تَقَـعَ فيهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ : يَا أُمَّهْ اصْبِري فَإِنَّكِ عَلَى الحَقِّ !)). رواه مسلم

(৩৫২০) সুহাইব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বাদশাহ ছিল এবং তাঁর (উপদেষ্টা) এক যাদুকর ছিল। যাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হলে বাদশাহকে বলল যে, ‘আমি বৃদ্ধ হয়ে গেলাম তাই আপনি আমার নিকট একটি বালক পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তাকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি।’ ফলে বাদশাহ তার কাছে একটি বালক পাঠাতে আরম্ভ করল, যাকে সে যাদু শিক্ষা দিত। তার যাতায়াত পথে এক পাদরী বাস করত। যখনই বালকটি যাদুকরের কাছে যেত, তখনই পাদরীর নিকটে কিছুক্ষণের জন্য বসত, তাঁর কথা শুনে তাকে ভাল লাগত। সুতরাং যখনই সে যাদুকরের নিকট যেত, তখনই যাওয়ার সময় সে তাঁর কাছে বসত। যখন সে পাদরীর কাছে আসত, যাদুকর তাকে (তার বিলম্বের কারণে) মারত। ফলে সে পাদরীর নিকটে এর অভিযোগ করল। পাদরী বলল, ‘যখন তোমার ভয় হবে যে, যাদুকর তোমাকে মারধর করবে, তখন

তুমি বলবে, আমার বাড়ির লোক আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল। আর যখন বাড়ির লোকে মারবে বলে আশঙ্কা হবে, তখন তুমি বলবে যে, যাদুকর আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল।'

সুতরাং সে এভাবেই দিনপাত করতে থাকল। একদিন বালকটি তার চলার পথে একটি বিরাট (হিংস্র) জন্তু দেখতে পেল। ঐ (জন্তু)টি লোকের পথ অবরোধ ক'রে রেখেছিল। বালকটি (মনে মনে) বলল, 'আজ আমি জানতে পারব যে, যাদুকর শ্রেষ্ঠ না পাদরী?' অতঃপর সে একটি পাথর নিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! যদি পাদরীর বিষয়টি তোমার নিকটে যাদুকরের বিষয় থেকে পছন্দনীয় হয়, তাহলে তুমি এই পাথর দ্বারা এই জন্তুটিকে মেরে ফেল। যাতে (রাস্তা নিরাপদ হয়) এবং লোকেরা চলাফিরা করতে পারে।' (এই দুআ করে) সে জন্তুটাকে পাথর ছুঁড়ল এবং তাকে হত্যা ক'রে দিল। এর পর লোকেরা চলাফিরা করতে লাগল। বালকটি পাদরীর নিকটে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল। পাদরী তাকে বলল, 'বৎস! তুমি আজ আমার চেয়ে উত্তম। তোমার (ঈমান ও একীনের) ব্যাপার দেখে আমি অনুভব করছি যে, শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সুতরাং যখন তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তখন তুমি আমার রহস্য প্রকাশ ক'রে দিও না।'

আর বালকটি (আল্লাহর ইচ্ছায়) জন্মান্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগ ভাল করত এবং অন্যান্য সমস্ত রোগের চিকিৎসা করত। (এমতাবস্থায়) বাদশাহর জনৈক দরবারী অন্ধ হয়ে গেল। যখন সে বালকটির কথা শুনল, তখন প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে এল এবং তাকে বলল যে, 'তুমি যদি আমাকে ভাল করতে পার, তাহলে এ সমস্ত উপঢৌকন তোমার।' সে বলল, 'আমি তো কাউকে আরোগ্য দিতে পারি না, আল্লাহ তাআলাই আরোগ্য দান ক'রে থাকেন। যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব, ফলে তিনি তোমাকে অন্ধত্বমুক্ত করবেন।' সুতরাং সে তার প্রতি ঈমান আনল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী বাদশাহর কাছে গিয়ে বসল। বাদশাহ তাকে বলল, 'কে তোমাকে চোখ ফিরিয়ে দিল?' সে বলল, 'আমার প্রভু!' সে বলল, 'আমি ব্যতীত তোমার অন্য কেউ প্রভু আছে?' সে বলল, 'আমার প্রভু ও আপনার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ।' বাদশাহ তাকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ (চিকিৎসক) বালকের কথা বলে দিল। অতএব তাকে (বাদশার দরবারে) নিয়ে আসা হল। বাদশাহ তাকে বলল, 'বৎস! তোমার কৃতিত্ব ঐ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করছ এবং আরো অনেক কিছু করছ।' বালকটি বলল, 'আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না, আরোগ্য দানকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ।' বাদশাহ তাকেও গ্রেপ্তার ক'রে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ পাদরীর কথা বলে দিল।

অতঃপর পাদরীকেও (তার কাছে) নিয়ে আসা হল। পাদরীকে বলা হল যে, 'তুমি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাও।' কিন্তু সে অস্বীকার করল। ফলে তার মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। করাতটি তাকে (চিরে) দ্বিখন্ডিত ক'রে দিল; এমনকি তার দুই ধার (মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বাদশাহর দরবারীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বলা হল যে, 'তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কর।' কিন্তু সেও (বাদশার কথা) প্রত্যাখান করল। ফলে তার মাথার সিঁথিতে

করাত রাখা হল। তা দিয়ে তাকে (চিরে) দ্বিখন্ডিত ক'রে দিল; এমনকি তার দুই ধার (মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে নিয়ে আসা হল। অতঃপর তাকে বলা হল যে, 'তুমি ধর্ম থেকে ফিরে এস।' কিন্তু সেও অসম্মতি জানাল। সুতরাং বাদশাহ তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, 'একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও, তার উপরে তাকে আরোহণ করাও। অতঃপর যখন তোমরা তার চূড়ায় পৌঁছবে (তখন তাকে ধর্ম-ত্যাগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর) যদি সে নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যায়, তাহলে ভাল। নচেৎ তাকে ওখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও।' সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর আরোহণ করল। বালকটি আল্লাহর কাছে দুআ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তাদের মুকাবেলায় যে ভাবেই চাও যথেষ্ট হয়ে যাও।' সুতরাং পাহাড় কেঁপে উঠল এবং তারা সকলেই নীচে পড়ে গেল।

বালকটি হেঁটে বাদশার কাছে উপস্থিত হল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গীদের কী হল?' বালকটি বলল, 'আল্লাহ তাআলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন।'

বাদশাহ আবার তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, 'একে নিয়ে তোমরা নৌকায় চড় এবং সমুদ্রের মধ্যস্থলে গিয়ে তাকে ধর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর! যদি সে স্বধর্ম থেকে ফিরে আসে, তাহলে ঠিক আছে। নচেৎ তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর।' সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গেল। অতঃপর বালকটি (নৌকায় চড়ে) দুআ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি এদের মোকাবেলায় যেভাবে চাও আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও।' সুতরাং নৌকা উল্টে গেল এবং তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল।

তারপর বালকটি হেঁটে বাদশাহর কাছে এল। বাদশাহ বলল, 'তোমার সঙ্গীদের কী হল?' বালকটি বলল, 'আল্লাহ তাআলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন।' পুনরায় বালকটি বাদশাহকে বলল যে, 'আপনি আমাকে সে পর্যন্ত হত্যা করতে পারবেন না, যে পর্যন্ত না আপনি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।' বাদশাহ বলল, 'তা কি?' সে বলল, 'আপনি একটি মাঠে লোকজন একত্রিত করুন এবং গাছের গুঁড়িতে আমাকে ঝুলিয়ে দিন। অতঃপর আমার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রাখুন, তারপর বলুন, "বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!" (অর্থাৎ, এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর আমাকে তীর মারুন। এইভাবে করলে আপনি আমাকে হত্যা করতে সফল হবেন।'

সুতরাং (বালকটির নির্দেশানুযায়ী) বাদশাহ একটি মাঠে লোকজন একত্রিত করল এবং গাছের গুঁড়িতে তাকে ঝুলিয়ে দিল। অতঃপর তার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রেখে বলল, 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!' (অর্থাৎ, এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর তাকে তীর মারল। তীরটি তার কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানে (কানমুতোয়) লাগল। বালকটি তার কানমুতোয় হাত রেখে মারা গেল। অতঃপর লোকেরা (বালকটির অলৌকিকতা দেখে) বলল যে, 'আমরা এই বালকটির প্রভুর উপর ঈমান আনলাম।' বাদশার কাছে এসে বলা হল যে, 'আপনি যার ভয় করছিলেন তাই ঘটে গেছে, লোকেরা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে।' সুতরাং সে পথের দুয়ারে গর্ত খুঁড়ার আদেশ দিল।

ফলে তা খুঁড়া হল এবং তাতে আগুন জ্বালানো হল। বাদশাহ আদেশ করল যে, 'যে দ্বীন থেকে না ফিরবে তাকে এই আগুনে নিক্ষেপ কর' অথবা তাকে বলা হল যে, 'তুমি আগুনে প্রবেশ কর।' তারা তাই করল। শেষ পর্যন্ত একটি স্ত্রীলোক এল। তার সঙ্গে তার একটি শিশু ছিল। সে তাতে পতিত হতে কুণ্ঠিত হলে তার বালকটি বলল, 'আম্মা! তুমি সবর কর। কেননা, তুমি সত্যের উপরে আছ।" *(মুসলিম ৭৭০৩নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : مَرَّ النَّبيُّ ﷺ بـامرَأةٍ تَبكِـي عِنْـدَ قَبْـرٍ ، فَقَـالَ : ((اتّقِـي اللّه واصْـبِري)) فَقَالَتْ : إليْكَ عَنِّي ؛ فإنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتي وَلَمْ تَعرِفْهُ ، فَقيلَ لَهَا : إنَّه الـنَّبيُّ ﷺ فَأَتَـتْ بَـابَ النَّبيِّ ﷺ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْـدَهُ بَـوَّابينَ ، فقالـتْ : لَـمْ أعْرِفـكَ ، فَقَـالَ : ((إنَّمَـا الـصَّبْرُ عِنْـدَ الـصَّدْمَةِ الأُولى)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وفي رواية لمسلم : ((تَبكِي عَلَى صَبيٍّ لَهَا))

(৩৫২১) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ একটি মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, "**তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।**" সে বলল, 'আপনি আমার নিকট হতে দূরে সরে যান। কারণ, আমি যে বিপদে পড়েছি আপনি তাতে পড়েননি।' সে তাঁকে চিনতে পারেনি (তাই সে চরম শোকে তাঁকে অসঙ্গত কথা বলে ফেলল)। অতঃপর তাকে বলা হল যে, 'তিনি নবী ﷺ ছিলেন।' সুতরাং (এ কথা শুনে) সে নবী ﷺ-এর দুয়ারের কাছে এল। সেখানে সে দারোয়ানদেরকে পেল না। অতঃপর সে (সরাসরি প্রবেশ করে) বলল, 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।' তিনি ﷺ বললেন, "**আঘাতের শুরুতে সবর করাটাই হল প্রকৃত সবর।**" *(বুখারী ১২৮৩, মুসলিম ২১৭৯নং)*

মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে, সে (মহিলাটি) তার মৃত শিশুর জন্য কাঁদছিল।

وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ: أنَّ رسولَ اللّه ﷺ قَالَ : ((يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى : مَا لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَـزَاءٌ إذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلاَّ الجَنَّةَ)). رواه البخاري

(৩৫২২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নিই এবং সে **সওয়াবের নিয়তে সবর করে**।" *(বুখারী ৬৪২৪নং)*

وعن عائشةَ رضيَ اللّه عنها: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللّه ﷺ عَنِ الطّـاعُونِ، فَأَخْبَرَهَـا أَنَّـهُ كَـانَ عَـذَاباً يَبْعَثُهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللّهُ تعالى رَحْمَةً للْمُؤْمِنينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ في الطَّـاعُونِ فَيَمكُثُ في بلدِهِ صَابراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ إلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أجْـرِ الـشّهيدِ .

رواه البخاري

(৩৫২৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহ আন্‌হা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, "এটা আযাব; আল্লাহ তাআলা যার প্রতি ইচ্ছা করেন এটা প্রেরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা একে মু'মিনদের জন্য

রহমত বানিয়ে দিলেন। ফলে (এখন) যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং **সে নিজ দেশে ধৈর্য সহকারে নেকীর নিয়তে অবস্থান করবে**, সে জানবে যে, তাকে তাইই পৌঁছবে যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য লিখে দিয়েছেন, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য শহীদের মত পুরস্কার রয়েছে।" *(বুখারী ৩৪৭৪, ৬৬১৯নং)*

وعن أنس ﷺ قَالَ : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : ((إنَّ الله – عـز وجـل – قَـالَ : إِذَا ابْتَلَيْـتُ عبدي بحَبيبتَيه فَصَبرَ عَوَّضتُهُ مِنْهُمَا الجنَّةَ)) يريد عينيه. رواه البخاري

(৩৫২৪) আনাস ﷺ বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে) পরীক্ষা করি এবং **সে সবর করে আমি তাকে এ দু'টির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব।**" *(বুখারী ৫৬৫৩নং)*

وعن عطَاء بن أبي رَباحٍ ، قَالَ : قَالَ لي ابنُ عَباسٍ رضي اللهُ عنهما : ألاَ أُريكَ امْـرَأةً مِـنْ أَهْـلِ الجنَّة؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ : هذِهِ المَرْأةُ السَّوداءُ أتَتِ النَّبيَّ ﷺ، فَقَالَتْ : إنّي أُصْرَعُ، وإنِّي أتَكَـشَّفُ ، فادْعُ اللهَ تَعَالَى لي . قَالَ : ((إنْ شئْتِ صَـبَرتِ وَلَـكِ الجنَّـةُ ، وَإنْ شـئْتِ دَعَـوتُ اللهَ تَعَـالَى أنْ يُعَافِيكِ)) فَقَالَتْ : أَصْبِرُ ، فَقَالَتْ : إنِّي أتَكَشَّفُ فَادعُ اللهَ أنْ لا أَتَكَشَّف ، فَدَعَا لَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫২৫) আত্বা ইবনে আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনে আব্বাস ﷺ আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না!' আমি বললাম, 'হ্যাঁ!' তিনি বললেন, 'এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগী রোগ আছে, আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য দুআ করুন।' তিনি বললেন, **"তুমি যদি চাও তাহলে সবর কর; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে।** আর যদি চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে দুআ করব।" স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি সবর করব।' অতঃপর সে বলল, '(রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আমার দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়।' ফলে নবী ﷺ তার জন্য দুআ করলেন। *(বুখারী ৫৬৫২, মুসলিম ৬৭৩৬নং)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كَأَنِّي أنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَحْكِي نَبيّاً مِنَ الأَنْبياءِ ، صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ ، ضَرَبه قَوْمُهُ فَأدْمَوهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، يَقُـولُ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَومي ، فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمونَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ

(৩৫২৬) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি যেন আল্লাহর রসূল ﷺ-কে নবীদের মধ্যে কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি; (আলাইহিমুস স্বালাতু অস্‌সালাম) যাঁকে তাঁর স্বজাতি প্রহার ক'রে রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছে। আর তিনি নিজ চেহারা থেকে রক্ত পরিষ্কার করছেন আর বলছেন, **"হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা ক'রে দাও। কেননা, তারা জ্ঞানহীন।"** *(বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ৪৭৪৭নং)*

وعَنْ أَبِي سعيدٍ وأبي هريرةَ رضيَ الله عنهما ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا يُصيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ ، وَلاَ حَزَنٍ ، وَلاَ أذىً ، وَلاَ غَمٍّ ، حَتَّى الشَّوكَةُ يُشَاكُهَا إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫২৭) আবূ সাঈদ ﷺ ও আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মুসলিমকে যে কোন ক্লান্তি, অসুখ, চিন্তা, শোক এমন কি (তার পায়ে) কাঁটাও লাগে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার গোনাহসমূহ ক্ষমা ক'রে দেন।" *(বুখারী ৫৬৪১-৫৬৪২, মুসলিম ৬৭৩৩নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعودٍ ﷺ ، قَالَ : دخلتُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ ، فقلت : يَا رَسُولَ الله ، إنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكاً شَدِيداً ، قَالَ : ((أجَلْ ، إنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنكُمْ)) قلْتُ: ذلِكَ أن لَكَ أجْرين ؟ قَالَ : ((أَجَلْ ، ذلِكَ كَذلِكَ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصيبُهُ أذىً ، شَوْكَةٌ فَمَا فَوقَهَا إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بهَا سَيِّئَاتِهِ ، وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫২৮) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি জ্বর ভুগছিলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার যে প্রচন্ড জ্বর!' তিনি বললেন, "হ্যাঁ! তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর আসে।" আমি বললাম, 'তার জন্যই কি আপনার পুরস্কারও দ্বিগুণ?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ! ব্যাপার তা-ই। (অনুরূপ) যে কোন মুসলিমকে কোন কষ্ট পৌঁছে, কাঁটা লাগে অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলা এর কারণে তার পাপসমূহকে মোচন ক'রে দেন এবং তার পাপসমূহকে এইভাবে ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।" *(বুখারী ৫৬৪৮, মুসলিম ৬৭২৪নং)*

وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ)). رواه البخاري

(৩৫২৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন।" *(বুখারী ৫৬৪৫নং)*

وعن أنس ﷺ ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ : ((لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوتَ لضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فاعلاً ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أحْيني مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيراً لِي، وَتَوفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيراً لي)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৩০) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কোন বিপদে পড়ার কারণে যেন মরার আকাঙ্ক্ষা না করে। আর যদি তা করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ; যে পর্যন্ত জীবিত থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর আমাকে মরণ দাও; যদি মরণ আমার জন্য মঙ্গলময় হয়।" *(বুখারী ৬৩৫১, মুসলিম ৬৯৯০নং)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ خَبَّابِ بنِ الأَرتِّ ﷺ ، قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رسولِ الله ﷺ وَهُوَ متَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي

ظلِّ الكَعْبَةِ ، فقُلْنَا : أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا ألاَ تَدْعُو لَنا ؟ فَقَالَ : ((قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأرضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ فَيُجْعَلُ نـصفَين ، وَيُمْـشَطُ بأمْـشَاطِ الحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِه وَعَظْمِهِ ، مَا يَصُدُّهُ ذلِكَ عَـنْ دِينِـهِ ، وَاللهِ لَيُـتِمَّنَّ الله هَـذَا الأَمْـر حَتَّـى يَـسيرَ الرَّاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَموتَ لاَ يَخَافُ إلاَّ اللهَ والذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ ، ولكنكم تَـسْتَعجِلُونَ)). رواه البخاري، وفي رواية : ((وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقِينا مِنَ المُشْرِكِينَ شدَّةً)).

(৩৫৩১) খাব্বাব ইবনে আরাত্ত ﷺ বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলাম (এমতাবস্থায়) যে, তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় একটি চাদরে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম যে, 'আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাইবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দুআ করবেন না?' তিনি বললেন, "(তোমাদের জানা উচিত যে,) তোমাদের পূর্বেকার (মু'মিন) লোকেদের এই অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে ধরে আনা হত, তার জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে তার মধ্যে (পুঁতে) রাখা হত। অতঃপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে দু'খণ্ড ক'রে দেওয়া হত এবং দেহের মাংসের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনী চালিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু এই (কঠোর পরীক্ষা) তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ নিশ্চয় এই ব্যাপারটিকে (দ্বীন ইসলামকে) এমন সুসম্পন্ন করবেন যে, একজন আরোহী সানআ' থেকে হাযরামাউত একাই সফর করবে; কিন্তু সে (রাস্তায়) আল্লাহ এবং নিজ ছাগলের উপর নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।" *(বুখারী ৩৬১২নং)*

একটি বর্ণনায় আছে যে, নবী ﷺ চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন এবং আমরা মুশরিকদের দিক থেকে নানা যাতনা পেয়েছিলাম। *(৩৮৫২নং)*

وعن ابن مسعودٍ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَومُ حُـنَين آثَـرَ رَسُـولُ الله ﷺ نَاسـاً فِي القِـسْمَةِ ، فَـأعْطَى الأقْرَعَ بْنَ حَابسٍ مئَةً مِنَ الإبلِ ، وَأَعْطَى عُيَيْنَة بْنَ حصن مِثْـلَ ذلِـكَ ، وَأَعطَـى نَاسـاً مِـنْ أشْـرافِ العَرَبِ وآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ . فَقَالَ رَجُلٌ : واللهِ إنَّ هذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُـدِلَ فِيهَـا ، وَمَـا أُريـدَ فيهَـا وَجْهُ اللهِ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ رسولَ الله ﷺ ، فَأَتَيْتُهُ فَأخْبَرتُهُ بمَا قَالَ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كالصِّرْفِ . ثُمَّ قَالَ : ((فَمَنْ يَعْدِلُ إذَا لم يَعْدِلِ اللهُ وَرسولُهُ ؟)) ثُـمَّ قَـالَ : ((يَـرْحَمُ اللهُ مُوسَـى قَـدْ أُوذِيَ بأكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبر)) . فَقُلْتُ : لاَ جَرَمَ لاَ أرْفَعُ إلَيْه بَعدَهَا حَدِيثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৩২) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বন্টনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোককে (তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য) প্রাধান্য দিলেন (অর্থাৎ, অন্য লোকের তুলনায় তাদেরকে বেশী মাল দিলেন)। সুতরাং তিনি আক্বরা' ইবনে হাবেসকে একশত উঁট দিলেন এবং উয়াইনা ইবনে হিস্‌নকেও তারই মত দিলেন। অনুরূপ আরবের আরো কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষকেও সেদিন (মাল) বন্টনে প্রাধান্য দিলেন। (এ দেখে) একটি লোক বলল, 'আল্লাহর কসম! এই বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ইচ্ছা

রাখা হয়নি!' আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এই সংবাদ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেব।' অতএব আমি তাঁর কাছে এসে সেই সংবাদ দিলাম যা সে বলল। ফলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে এমনকি লালবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, "যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইনসাফ না করেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে?" অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ মূসাকে রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।" অবশেষে আমি (মনে মনে) বললাম যে, 'আমি এর পরে কোন কথা তাঁর কাছে পৌঁছাব না।' *(বুখারী ৩১৫০, মুসলিম ২৪৯৪নং)*

وعن أنسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((إِذَا أَرَادَ الله بعبدِهِ الخَيرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدُّنْيا ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يومَ القِيَامَةِ)). وَقالَ النَّبيُّ ﷺ : ((إنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاَءِ ، وَإنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ)) رواه الترمذي ، وَقالَ: ((حديث حسن)).

(৩৫৩৩) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার মঙ্গল চান, তখন তিনি তাকে তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে (পাপের) শাস্তি দিয়ে দেন। আর যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার অমঙ্গল চান, তখন তিনি তাকে (শাস্তিদানে) বিরত থাকেন। পরিশেষে কিয়ামতের দিন তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেবেন।" নবী ﷺ আরো বলেন, "বড় পরীক্ষার বড় প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তার পরীক্ষা নেন। ফলে তাতে যে সন্তুষ্ট (ধৈর্য) প্রকাশ করবে, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে (আল্লাহর পরীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" *(তিরমিযী ২৩৯৬নং, হাসান)*

وعن أنسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ ابنٌ لأبي طَلْحَةَ ﷺ يَشتَكِي ، فَخَرَجَ أبُو طَلْحَةَ ، فَقُبِضَ الصَّبيُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ ، قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِي ؟ قَالَتْ أمُّ سُلَيم وَهِيَ أمُّ الصَّبيِّ : هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ ، فَقَرَّبَتْ إليه العَشَاءَ فَتَعَشَّى ، ثُمَّ أَصَابَ منْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَتْ : وَارُوا الصَّبيَّ فَلَمَّا أَصْبحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رسولَ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : ((أعَرَّسْتُمُ اللَّيلَةَ؟)) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا)) ، فَوَلَدَتْ غُلاماً ، فَقَالَ لي أَبُو طَلْحَةَ : احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبيَّ ﷺ ، وَبَعَثَ مَعَهُ بتَمَراتٍ، فَقَالَ : ((أَمَعَهُ شَيءٌ ؟)) قَالَ : نَعَمْ ، تَمَراتٌ ، فَأَخَذَهَا النَّبيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا في فِيِّ الصَّبيِّ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبدَ الله . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية للبُخَارِيِّ : قَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ : فَرَأَيْتُ تِسعَةَ أَوْلادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَؤُوا القُرْآنَ ، يَعْنِي : مِنْ أَوْلادِ عَبدِ الله المَولُودِ .

وَفي رواية لمسلمٍ : مَاتَ ابنٌ لأبي طَلْحَةَ مِنْ أمِّ سُلَيمٍ ، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا : لاَ تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْه عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ

قَبْلَ ذلِكَ ، فَوَقَعَ بِهَا . فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وأَصَابَ مِنْهَا ، قَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، أَرَأَيتَ لو أنَّ قَوماً أعارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ ، أَلَهُمْ أن يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ : لا ، فَقَالَتْ : فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ ، قَالَ : فَغَضِبَ ، ثُمَّ قَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرتِنِي بِابْنِي؟! فانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رسولَ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رسولُ الله ﷺ : ((بَارَكَ اللهُ فِي لَيْلَتِكُمَا)) ، قَالَ : فَحَمَلَتْ . قَالَ : وَكَانَ رسولُ الله ﷺ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ ، وَكَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا أَتَى المَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقاً فَدَنَوا مِنَ المَدِينَة ، فَضَرَبَهَا المَخَاضُ ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ ، وانْطَلَقَ رسولُ الله ﷺ . قَالَ : يَقُولَ أَبُو طَلْحَةَ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أنْ أَخْرُجَ مَعَ رسولِ الله ﷺ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى ، تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أجدُ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلدَت غُلاماً. فَقَالَتْ لِي أُمِّي : يَا أَنَسُ ، لا يُرْضِعْهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رسولِ الله ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رسولِ الله ﷺ ..وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيثِ

(৩৫৩৪) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ত্বালহা ﷺ-এর এক ছেলে অসুস্থ ছিল। আবূ ত্বালহা ﷺ যখন কোন কাজে বাইরে চলে গেলেন তখন ছেলেটি মারা গেল। যখন তিনি বাড়ি ফিরে এলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'আমার ছেলে কেমন আছে?' ছেলেটির মা উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, 'সে পূর্বের চেয়ে আরামে আছে।' অতঃপর তিনি তাঁর সামনে রাতের খাবার হাজির করলেন। তিনি তা খেলেন। অতঃপর তার সঙ্গে যৌন-মিলন করলেন। আবূ ত্বালহা যখন এসব থেকে অবকাশপ্রাপ্ত হলেন, তখন স্ত্রী বললেন যে, '(আপনার বাইরে চলে যাওয়ার পর শিশুটি মারা গেছে।) সুতরাং শিশুটিকে এখন দাফন করুন।' সকাল হলে আবূ ত্বালহা রসূল ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, "তোমরা কি আজ রাতে মিলন করেছ?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' নবী ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি এ দুজনের জন্য বর্কত দাও?" অতএব (তাঁর দুআর ফলে নির্দিষ্ট সময়ে উম্মে সুলাইম) একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। (আনাস বলেন,) আমাকে আবূ ত্বালহা বললেন, 'তুমি একে নবী ﷺ-এর নিকটে নিয়ে যাও।' আর তার সঙ্গে কিছু খেজুরও পাঠালেন। তিনি বললেন, 'তার সঙ্গে কি কিছু আছে?' আনাস ﷺ বললেন, 'জী হ্যাঁ! কিছু খেজুর আছে।' নবী ﷺ সেগুলো নিলেন এবং তা চিবালেন। অতঃপর তাঁর মুখ থেকে বের ক'রে শিশুটির মুখে রেখে দিলেন। আর তার নাম 'আব্দুল্লাহ' রাখলেন। *(বুখারী ৫৪৭০, মুসলিম ৬৪৭৬নং)*

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উয়াইনাহ বলেন যে, জনৈক আনসারী বলেছেন, 'আমি এই আব্দুল্লাহর নয়টি ছেলে দেখেছি, তারা সকলেই কুরআনের হাফেয ছিলেন।' *(বুখারী ১৩০১নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ ত্বালহার একটি ছেলে, যে উম্মে সুলাইমের গর্ভ থেকে হয়েছিল, সে মারা গেল। সুতরাং তিনি (উম্মে সুলাইম) তাঁর বাড়ির লোককে বললেন,

‘তোমরা আবূ ত্বালহাকে তাঁর পুত্রের ব্যাপারে কিছু বলো না। আমি স্বয়ং তাঁকে এ কথা বলব।’ সুতরাং তিনি এলেন এবং (স্ত্রী) তাঁর সামনে রাতের খাবার রাখলেন। তিনি পানাহার করলেন। এ দিকে স্ত্রী আগের তুলনায় বেশী সাজসজ্জা করে তাঁর কাছে এলেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে মিলন করলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখলেন যে, তিনি (স্বামী) খুবই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং যৌন-সম্ভোগ ক’রে নিয়েছেন, তখন বললেন, ‘হে আবূ ত্বালহা! আচ্ছা আপনি বলুন! যদি কোন সম্প্রদায় কোন পরিবারকে কোন জিনিস (সাময়িকভাবে) ধার দেয়, অতঃপর তারা তাদের ধার দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে কি তাদের জন্য তা না দেওয়ার অধিকার আছে?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘না।’ অতঃপর স্ত্রী বললেন, ‘আপনি নিজ পুত্রের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখুন। (অর্থাৎ, আপনার পুত্রও আল্লাহর দেওয়া আমানত ছিল, তিনি তাঁর আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন।)’ আনাস ﷺ বলেন, (এ কথা শুনে) তিনি রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে কিছু না বলে এমনি ছেড়ে রাখলে, অবশেষে আমি সহবাস ক’রে যখন অপবিত্র হয়ে গেলাম, তখন তুমি আমার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ দিলে!’ এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়ে যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করলেন। তা শুনে তিনি দুআ করলেন, ‘হে আল্লাহ! তাদের দু’জনের জন্য এই রাতে বর্কত দাও।’ সুতরাং (এই দুআর ফলে) তিনি গর্ভবতী হলেন।

আনাস ﷺ বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন। উম্মে সুলাইম ও (তাঁর স্বামী আবূ ত্বালহা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি সফর থেকে মদীনায় আসতেন তখন তিনি রাতে আসতেন না। যখন এই কাফেলা মদীনার নিকটবর্তী হল, তখন উম্মে সুলাইমের প্রসব-বেদনা উঠল। সুতরাং আবূ ত্বালহা তাঁর খিদমতের জন্য থেমে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনায়) চলে গেলেন।’ আনাস বলেন, ‘আবূ ত্বালহা বললেন, “হে প্রভু! তুমি জান যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে বাইরে যান, তখন আমি তাঁর সঙ্গে যেতে ভালবাসি এবং তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে ভালবাসি এবং তুমি দেখছ যে, (আমার স্ত্রীর) জন্য আমি থেমে গেলাম।” উম্মে সুলাইম বললেন, ‘হে আবূ ত্বালহা! আমি পূর্বে যে বেদনা অনুভব করছিলাম এখন তা অনুভব করছি না, তাই চলুন।’ সুতরাং আমরা সেখান থেকে চলতে আরম্ভ করলাম। যখন তাঁরা দু’জনে মদীনা পৌঁছলেন, তখন আবার প্রসব বেদনা শুরু হল। অবশেষে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। আমার মা আমাকে বললেন, ‘যে পর্যন্ত তুমি একে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে না নিয়ে যাবে, সে পর্যন্ত কেউ যেন একে দুধ পান না করায়।’ ফলে আমি সকাল হতেই তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত নিয়ে গেলাম। অতঃপর আনাস ﷺ বাকী হাদীস বর্ণনা করলেন।

وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أنّ رَسولَ اللّه ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ ، إنَّمَا الشَدِيدُ الَّذِي يَملكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৩৫) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “(প্রকৃত) বলবান সে নয়, যে কুস্তিতে (অপরকে পরাজিত করে)। প্রকৃত বলবান (কুস্তিগীর) তো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে কাবুতে রাখতে পারে।” *(বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ৬৮০৯নং)*

وعن سُلَيْمَانَ بنِ صُرَدٍ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ جالِساً مَعَ النَّبيّ ﷺ ، وَرَجُلانِ يَسْتَبَّانِ ، وَأَحَـدُهُمَا قـدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ، وانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((إنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَـا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ : أعُوذ باللهِ منَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ، ذَهَبَ منْهُ مَا يَجِدُ)) . فَقَالُوا لَهُ : إنَّ الـنَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((تَعَوَّذْ باللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৩৬) সুলাইমান ইবনে সুরাদ ﷺ বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক একে অপরকে গালি দিচ্ছিল। তার মধ্যে একজনের চেহারা (ক্রোধের চোটে) লালবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তার শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "নিশ্চয় আমি এমন এক বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে, তাহলে তার ক্রোধ দূরীভূত হবে। যদি সে বলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' (অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি), তাহলে তার উত্তেজনা ও ক্রোধ সমাপ্ত হবে।" লোকেরা তাকে বলল, 'নবী ﷺ বললেন, তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও (অর্থাৎ, উপরোক্ত বাক্যটি পড়)।' *(বুখারী ৩২৮২, মুসলিম ৬৮১২-৬৮১৪নং)*

وَعَن مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ ﷺ : أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ كَظَمَ غَيظاً، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَـى أنْ يُنْفِـذَهُ ، دَعَـاهُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَومَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الحُورِ العِينِ مَا شَاءَ)). رواه أَبـو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

(৩৫৩৭) মুআয ইবনে আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করবে অথচ সে তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে এখতিয়ার দিবেন যে, সে যে কোন হুর নিজের জন্য পছন্দ করে নিক।" *(আবূ দাউদ ৪৭৭৯, তিরমিযী ২৪৯৩নং, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান।)*

وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي ﷺ : أَوصِني . قَالَ : ((لا تَغْـضَبْ)) فَـرَدَّدَ مِـراراً ، قَالَ: ((لاَ تَغْضَبْ)). رواه البخاري

(৩৫৩৮) আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী ﷺ-এর সমীপে আবেদন জানাল যে, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" লোকটি বার বার এই আবেদন জানাল। তিনি (প্রত্যেক বারেই) তাকে এই অসিয়ত করলেন যে, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" *(বুখারী ৬১১৬নং)*

وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُـول الله ﷺ : ((مَـا يَـزَالُ الـبَلاَءُ بـالمُؤمِنِ وَالمُؤْمِنَـةِ في نفسِهِ ووَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَمَا عَلَيـهِ خَطِيئَـةٌ)). رواه الترمـذي ، وَقـالَ : ((حـديث حـسن صحيح))

(৩৫৩৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মু'মিন পুরুষ ও নারীর

জান, সন্তান-সন্ততি ও তার ধনে (বিপদ-আপদ দ্বারা) পরীক্ষা হতে থাকে, পরিশেষে সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিষ্পাপ হয়ে সাক্ষাৎ করবে।" *(তিরমিযী ২৩৯৯নং, হাসান সহীহ)*

عن سعد بن أبي وَقاص قال قال رسول الله ﷺ: ((أشَدُّ النّاسِ بَلاءً الأَنْبياءُ ثمَّ الأَمْثَلُ فالأَمْثَلُ يُبْتَلى الرَّجُلُ على حَسَبِ دِينِهِ فإنْ كانَ في دِينِهِ صُلْباً اشْتَدَّ بَلاؤُهُ وإنْ كانَ في دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ على قَدْرِ دِينِهِ فَما يَبْرَحُ البَلاءُ بالعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي على الأَرْضِ وما عليهِ خَطِيئَةٌ)).

(৩৫৪০) সা'দ বিন অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়েও নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা)হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলা ফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী ২৩৯৮, ইবনে মাজাহ ৪০২৩, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৯৯২ নং)*

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاَهُ اللَّهُ فِى جَسَدِهِ أَوْ فِى مَالِهِ أَوْ فِى وَلَدِهِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ « ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ ». ثُمَّ اتَّفَقَا « حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِى سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ».

(৩৫৪১) মুহাম্মাদ বিন খালেদের পিতামহ হতে বর্ণিত, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন; তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার জন্য কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, কিন্তু সে তার নিজ আমল দ্বারা তাতে পৌঁছতে অক্ষম হয় তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ বা সন্তান-সন্ততিতে বালা-মসীবত দিয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে এতে ধৈর্য ধারণ করারও প্রেরণা দান করেন। (এই ভাবে সে ততক্ষণ বিপদগ্রস্ত থাকে,) যতক্ষণ না সে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার তরফ থেকে নির্ধারিত ঐ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়!" *(আহমাদ ২২৩৩৮, আবু দাউদ ৩০৯০নং)*

عن ابن عباس قال قال رسول الله ُ: ((إذا أصابَ أحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بي فإنَّها مِنْ أعْظَمِ المَصائِبِ)).

(৩৫৪২) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসীবতগ্রস্ত হবে, তখন সে যেন আমার মসীবতের কথা স্মরণ করে (সান্ত্বনা নেয়)। কারণ, সে মসীবত হল সবার চাইতে বড় মসীবত।" *(ইবনে সা'দ, সহীহুল জামে' ৩৪৭নং)*

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: « لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ

إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِى عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِى إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِى فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِى فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِى مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ. ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِى رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِى بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ ». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ».

(৩৫৪৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যেসব সংকটের সম্মুখীন আমি হয়েছি, তা-তো হয়েছিই। তবে আক্ববার দিন আমি সব চেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হই। সে দিন আমি আব্দ ইয়ালীল ইবনে আব্দ কুলালের পুত্রের কাছে নিজেকে পেশ করলাম, কিন্তু সে আমার ডাকে সাড়া দেয়নি। তখন আমি অত্যন্ত বিষন্ন অবস্থায় সম্মুখের দিকে চলতে লাগলাম এবং ‘ক্বারনুস্ সাআলিব’ নামক স্থানে পৌঁছেই আমি আমার সম্বিৎ ফিরে পেলাম। সেখানে আমি মাথা তুললে দেখি যে, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে রয়েছে। আমি আবারও সেদিকে তাকালে তাতে জিবরীল ﷺকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, আপনার জাতির আপনার সাথে যে কথাবার্তা এবং তাদের যে প্রত্যুত্তর হয়েছে, তা অবশ্যই মহান আল্লাহ শুনেছেন। এখন তিনি পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি একে তাদের ব্যাপারে যে নির্দেশ চান দিতে পারেন। অতঃপর সেই পাহাড়ের ফেরেশতাও আমাকে ডাকলেন এবং সালাম ক’রে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার ইচ্ছার ব্যাপার। আপনি চাইলে ‘আখশাবাইন’ নামক দুই পাহাড়কে আমি ওদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, (না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ এদের বংশ থেকে এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যারা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।” *(বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ১৭৯৫নং)*

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أخِيهِ الحُرِّ بنِ قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ﷺ ، وَكَانَ القُرَّاءُ أصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ ﷺ وَمُشاوَرَتِهِ كُهُولاً كانُوا أَوْ شُبَّاناً ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أخيهِ : يَا ابْنَ أخِي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأمِيرِ فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيهِ، فاسْتَأذَن فَأذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِي يَا ابنَ الخَطَّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ ﷺ حَتَّى هَمَّ أنْ يُوقِعَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ الحُرُّ : يَا أميرَ المُؤْمِنينَ ، إنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبيِّهِ ﷺ: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف : ١٩٨] وَإنَّ هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ ، واللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا ، وكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى . رواه البخاري

(৩৫৪৪) ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে হিস্‌ন এলেন এবং তাঁর ভাতিজা হুর্র ইবনে ক্বাইসের কাছে অবস্থান করলেন। এই (হুর্র) উমার ﷺ-এর খেলাফত কালে ঐ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে রাখতেন। আর কুরআন-বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা উমার ﷺ-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে বললেন, 'হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এই খলীফার কাছে তোমার বিশেষ সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমার জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাও।' ফলে তিনি অনুমতি চাইলেন। সুতরাং উমার তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন উয়াইনাহ ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন উমার (ﷺ)কে বললেন, 'হে ইবনে খাত্ত্বাব! আল্লাহর কসম! আপনি আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান দেন না এবং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেন না!' (এ কথা শুনে) উমার ﷺ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন হুর্র তাঁকে বললেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেন, "তুমি ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর। ভাল কাজের আদেশ প্রদান কর এবং মূর্খদিগকে পরিহার ক'রে চল।" *(সূরা আল আ'রাফ ১৯৮ আয়াত)* আর এ এক মূর্খ।' আল্লাহর কসম! যখন তিনি (হুর্র) এই আয়াত পাঠ করলেন, তখন উমার ﷺ একটুকুও আগে বাড়লেন না। আর তিনি আল্লাহর কিতাবের কাছে (অর্থাৎ, তাঁর নির্দেশ শুনে) সত্বর থেমে যেতেন। *(বুখারী ৪৬৪২, ৭২৮৬নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أن رَسُولَ اللّه ﷺ ، قَالَ : ((إنَّهَا سَتَكونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وأُمُورٌ تُنْكِرُونَهـا !)) قَالُوا : يَا رَسُول اللّه ، فَمَّا تَأْمُرُنا ؟ قَالَ : ((تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسأَلُونَ اللّه الَّـذِي لَكُـمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৪৫) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমার পরে (শাসকগোষ্ঠী দ্বারা অবৈধভাবে) প্রাধান্য দেওয়ার কাজ হবে এবং এমন অনেক কাজ হবে যেগুলোকে তোমরা মন্দ জানবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি (সেই অবস্থায়) আমাদেরকে কী আদেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেন, "যে অধিকার আদায় করার দায়িত্ব তোমাদের আছে, তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের যে অধিকার তা তোমরা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে।" *(বুখারী ৩৬০৩, মুসলিম ৪৮৮১নং)*

وَعَنْ أَبـي يَحْيَـى أُسَيْد بـن حُـضَير ﷺ : أنَّ رَجُـلاً مِـنَ الأنْـصارِ ، قَـالَ : يَـا رَسُـولَ اللّه ، ألاَ تَسْتَعْمِلُني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً ، فَقَالَ : ((إنَّكُـمْ سَـتَلْقَونَ بَعْـدِي أَثَـرَةً فَاصْـبِرُوا حَتَّـى تَلْقَـوني عَلَـى الحَوْضِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৪৬) আবূ য়্যাহয়্যা উসাইদ ইবনে হুয়াইর ﷺ হতে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে কোন সরকারী পদ দেবেন না কি, যেমন অমুক লোককে দিয়েছেন?' তিনি বললেন, "তোমরা আমার (মৃত্যুর) পর (অবৈধভাবে) অগ্রাধিকার দেওয়ার কাজ দেখবে! সুতরাং ধৈর্য ধারণ করবে; যে অবধি তোমরা হাওযের কাছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করবে।" *(বুখারী ৩৭৯২, ৭০৫৭, মুসলিম ৪৮৮৫নং)*

وَعَنْ أَبي إبرَاهِيمَ عَبدِ اللّهِ بنِ أبي أوفَى رَضِيَ اللّه عَنهُما : أنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ في بعْضِ أيَّامِهِ الَّتِـي

لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ ، انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فيهمْ ، فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لقيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أنّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ)). ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৪৭) আবূ ইব্রাহীম আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা ﷺ বলেন, শত্রুর সাথে মোকাবেলার কোন এক দিনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা করলেন (অর্থাৎ যুদ্ধ করতে বিলম্ব করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন তিনি লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে লোকেরা! তোমরা শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ (যুদ্ধ) কামনা করো না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও। কিন্তু যখন শত্রুর সামনা-সামনি হয়ে যাবে, তখন তোমরা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ কর! আর জেনে রেখো যে, জান্নাত আছে তরবারির ছায়ার নীচে।" অতঃপর তিনি দুআ ক'রে বললেন, "হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী এবং শত্রুসকলকে পরাজিতকারী! তুমি তাদেরকে পরাজিত কর এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর।" *(বুখারী ২৯৬৫, মুসলিম ৪৬৪০নং)*

সত্যবাদিতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}[التوبة : ١١٩]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। *(সূরা তাওবাহ ১১৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, {وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ} [الأحزاب : ٣٥]

অর্থাৎ, ---সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী ---এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। *(সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, {فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ} [محمد : ٢١]

অর্থাৎ, সুতরাং যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্য বলত, তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত। *(সূরা মুহাম্মাদ ২১ আয়াত)*

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হাদীসসমূহঃ-

عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ الصِّدقَ يَهْدِي إِلَى البرِّ ، وإنَّ البر يَهدِي إِلَى الجنَّةِ ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً . وَإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ ، وَإنَّ الفُجُورَ يَهدِي إِلَى النَّارِ ، وَإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً)) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৪৮) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে খুব সত্যবাদী বলে লিখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ

দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ অবধি আল্লাহর নিকটে তাকে মহা মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(বুখারী ৬০৯৪ নং, মুসলিম ৬৮০৩-৬৮০৫নং, আবু দাউদ, তিরমিযী)*

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما ، قَالَ : حَفظْتُ مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ : ((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ؛ فإنَّ الصِّدقَ طُمَأنِينَةٌ ، وَالكَذِبَ رِيبَةٌ)) رواه الترمذي ، وَقالَ: ((حديث صحيح))

(৩৫৪৯) আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী ত্বালেব ﷺ বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই শব্দগুলি স্মরণ রেখেছি যে, "তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। কেননা, সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ।" *(তিরমিযী ২৫১৮নং)*

عَنْ أَبِي سفيانَ صَخرِ بنِ حربٍ ﷺ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ، قَالَ هِرَقْلُ : فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ – يعني : النَّبيّ ﷺ قَالَ أبو سفيانَ : قُلْتُ : يقولُ : ((اعْبُدُوا اللهَ وَحدَهُ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، ويَأْمُرُنَا بالصَلاةِ ، وَالصِّدْقِ ، والعَفَافِ ، وَالصِّلَةِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৫০) আবূ সুফয়ান স্বাখ্‌র ইবনে হার্‌ব ﷺ ঐ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যাতে (রোমের বাদশাহ) হিরাক্‌লের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হিরাক্‌ল আবূ সুফয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন (তখন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি) 'তিনি---অর্থাৎ, নবী ﷺ---তোমাদেরকে কোন্ কাজের আদেশ করছেন?' আবূ সুফয়ান বলেন, আমি বললাম, 'তিনি বলছেন যে, "তোমরা মাত্র এক আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না এবং ঐসব কথা পরিহার কর, যা তোমাদের বাপ-দাদারা বলত (এবং করত)।" আর তিনি আমাদেরকে নামায পড়া, সত্য কথা বলা, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আদেশ দেন।' *(বুখারী ৭, মুসলিম ৪৭০৭নং)*

عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، وَقِيلَ: أبي سَعِيدٍ، وَقِيلَ : أبي الوليد ، سَهْلِ بن حُنَيْفٍ وَهُوَ بدريٌّ ﷺ : أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)). رواه مسلم

(৩৫৫১) আবূ ষাবেত, মতান্তরে আবূ সাঈদ বা আবুল অলীদ সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ ﷺ হতে বর্ণিত, (আর তিনি বাদরী সাহাবী ছিলেন) নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সত্য অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট শাহাদত প্রার্থনা করবে, তাকে আল্লাহ শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন; যদিও তার মৃত্যু নিজ বিছানায় হয়।" *(মুসলিম ৫০৩৯নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((غَزَا نبيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَومِهِ : لا يَتْبَعَنِّي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلا أحَدٌ بَنَى بُيُوتاً لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلا أحَدٌ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلادَهَا. فَغَزا فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأنَا مَأمُورٌ ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا

، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ فَجَاءتْ – يعني النَّارَ – لِتَأكُلَهَا فَلَمْ تَطعَمْها ، فَقَالَ : إنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلْيُبايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبيلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ : فِيكُمُ الغُلُولُ فَلْتُبَايعْنِي قَبيلَتُكَ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَينِ أَوْ ثَلاثَةٍ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : فِيكُمُ الْغُلُولُ ، فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ ، فَوَضَعَهَا فَجاءت النَّارُ فَأكَلَتْها . فَلَمْ تَحلَّ الغَنَائِمُ لأَحَدٍ قَبْلَنَا ، ثُمَّ أحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنا وَعَجْزَنَا فَأحَلَّهَا لَنَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৫২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “নবীদের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদের জন্য বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, ‘আমার সঙ্গে যেন ঐ ব্যক্তি না যায়, যে নতুন বিবাহ করেছে এবং সে তার সাথে বাসর করার কামনা রাখে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে তা করেনি। আর সেও নয়, যে ঘর নির্মাণ করেছে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছাদ ঢালেনি। আর সেও নয়, যে গর্ভবতী ভেড়া-ছাগল কিংবা উটনী কিনেছে এবং সে তাদের বাচ্চা হওয়ার অপেক্ষায় আছে।’ অতঃপর সেই নবী জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তারপর তিনি আসরের নামাযের সময় অথবা ওর নিকটবর্তী সময়ে ঐ গ্রামে (যেখানে জিহাদ করবেন সেখানে) পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি সূর্যকে (সম্বোধন ক’রে) বললেন, ‘তুমিও (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ এবং আমিও (তাঁর) আজ্ঞাবহ। হে আল্লাহ! একে তুমি আটকে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল বের না হওয়া পর্যন্ত সূর্য যেন না ডোবে)।’ বস্তুতঃ সূর্যকে আটকে দেওয়া হল। এমনকি আল্লাহ তাআলা (ঐ জনপদটিকে) তাদের হাতে জয় করালেন। অতঃপর তিনি গনীমতের মাল জমা করলেন। তারপর তা গ্রাস করার জন্য (আসমান থেকে) আগুন এল; কিন্তু সে তা খেল না (ভস্ম করল না)। (এ দেখে) তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে খিয়ানত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কেউ গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছে)। সুতরাং প্রত্যেক গোত্রের মধ্য হতে একজন আমার হাতে ‘বায়আত’ করুক।’ অতঃপর (বায়আত করতে করতে) একজনের হাত তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল। তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে খিয়ানত রয়েছে। সুতরাং তোমার গোত্রের লোক আমার হাতে ‘বায়আত’ করুক।’ সুতরাং দুই অথবা তিনজনের হাত তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল। তিনি বললেন যে, ‘তোমাদের মধ্যে খিয়ানত রয়েছে।’ সুতরাং তারা গাভীর মাথার মত একটি সোনার মাথা নিয়ে এল এবং তিনি তা গনীমতের সাথে রেখে দিলেন। তারপর আগুন এসে তা খেয়ে ফেলল। (শেষনবী ﷺ বলেন যে,) আমাদের পূর্বে কারো জন্য গণীমতের মাল হালাল ছিল না। পরে আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখলেন, তখন আমাদের জন্য তা হালাল ক’রে দিলেন।” *(বুখারী ৩১২৪, মুসলিম ৪৬৫৩নং)*

عَنْ أَبي خَالِدٍ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ((البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإنْ صَدَقَا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بيعِهِمَا ، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركَةُ بَيعِهِما)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৫৩) আবূ খালেদ হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (চুক্তি পাকা বা বাতিল করার) স্বাধীনতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক (স্থানান্তরিত) না হবে। আর যদি তারা সত্য কথা বলে

এবং (পণ্যদ্রব্যের প্রকৃতত্ব) খুলে বলে, (দোষ-ত্রুটি গোপন না রাখে,) তাহলে তাদের কেনা-বেচার মধ্যে বর্কত দেওয়া হয়। আর তারা যদি (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের দু'জনের কেনা-বেচার বর্কত রহিত করা হয়।" *(বুখারী ২০৭৯, মুসলিম ৩৯৩৭নং)*

চুক্তি পূরণ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও অঙ্গীকার পালন করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً } [الإسراء: ٣٤]

অর্থাৎ, আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ } [النحل : ٩١]

অর্থাৎ, তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। *(সূরা নাহল ৯১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة : ١]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। *(সূরা মাইদাহ ১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ্ফ ২-৩ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)). متفقٌ عَلَيْهِ .

زَادَ فِي رِوَايَةٍ لمسلم : ((وإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ)) .

(৩৫৫৪) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা খেলাপ করে। এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খিয়ানত করে।" *(বুখারী ৩৩, মুসলিম ২২০-২২২নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম।"

وَعَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا

اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৫৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফেক হয়ে যাবে। আর যার মধ্যে এগুলোর একটি স্বভাব থাকবে, তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যাবে; যতক্ষণ না সে তা বর্জন করবে। (১) তাকে আমানত দেওয়া হলে সে খিয়ানত করবে। (২) কথা বললে মিথ্যা বলবে। (৩) ওয়াদা করলে খেলাপ করবে। এবং (৪) ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করবে।" *(বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, মুসলিম ২১৯নং)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : ((لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهكَذَا)) فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَينِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِئَةٍ ، فَقَالَ لِي : خُذْ مِثْلَيْهَا . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৫৫৬) জাবের ﷺ বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, "বাহরাইন থেকে মাল এলে তোমাকে এতটা, এতটা এবং এতটা দেব।" অতঃপর বাহরাইনের মাল আসার পূর্বেই নবী ﷺ মারা গেলেন। তারপর বাহরাইনের মাল এসে গেলে আবূ বাক্‌র ﷺ ঘোষণা করলেন, 'যার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রাপ্য কোন প্রতিশ্রুতি অথবা ঋণ আছে, সে আমার নিকট আসুক।' (ঘোষণা শুনে) আমি (জাবের) তাঁকে বললাম যে, 'নবী ﷺ আমাকে এতটা মাল দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন।' অতঃপর তিনি আঁজলা ভরে আমাকে দিলেন। আমি তা গুণে পাঁচশ' পেলাম। তারপর তিনি বললেন, 'এর দ্বিগুণ আরো নাও।' *(বুখারী ২২৯৬, মুসলিম ৬১৬৫নং)*

মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা জরুরী এবং বিনা প্রয়োজনে তা প্রচার করা নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة }

অর্থাৎ, যারা মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। *(সূরা নূর ১৯ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه مسلم

(৩৫৫৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।" *(মুসলিম ৬৭৫৯নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافىَ إلاَّ المُجَاهِرِينَ، وَإنّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ ، فَيقُولُ : يَا فُلانُ ، عَمِلتُ

البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصبحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْه)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৫৮) উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে পাপ-প্রকাশকারী ব্যতীত। আর এক প্রকার প্রকাশ এই যে, কোন ব্যক্তি রাতে কোন পাপকাজ করে, যা আল্লাহ গোপন রাখেন। কিন্তু সকাল হলে সে বলে বেড়ায়, 'হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি।' অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেছিল যে, আল্লাহ তার পাপ গুপ্ত রেখেছিলেন। কিন্তু সে সকালে উঠে তার উপর আল্লাহর আবৃত পর্দা খুলে ফেলে!" *(বুখারী ৬০৬৯, মুসলিম ৭৬৭৬নং)*

وعنه ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَر)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৫৯) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "(কারো) দাসী যখন ব্যভিচার করে আর তা প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন সে যেন তাকে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং **তিরস্কার না করে**। অতঃপর দ্বিতীয়বার যদি ব্যভিচার করে, তাহলে সে যেন তাকে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং **তিরস্কার না করে**। পুনরায় যদি ব্যভিচার করে, তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি ক'রে দেয়।" *(বুখারী ২১৫২, মুসলিম ৪৫৪২নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبيَّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْراً ، قَالَ : ((اضْرِبُوهُ)) قَالَ أَبُو هريرة : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوبِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ بَعضُ القَومِ : أَخْزَاكَ اللهُ، قَالَ : ((لا تَقُولُوا هَكَذا ، لاَ تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيْطَانَ)). رواه البخاري

(৩৫৬০) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) নবী ﷺ-এর নিকট এক মাতালকে উপস্থিত করা হল। তিনি তাকে প্রহার করার আদেশ দিলেন। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, আমাদের মাঝে কেউ তাকে হাত দ্বারা, কেউ জুতা দ্বারা এবং কেউ বা কাপড় দ্বারা প্রহার করল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুক।' তখন রসূল ﷺ বললেন, "এরূপ বলো না; তার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।" *(বুখারী ৬৭৭৭নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِى جَوْفِ رَحْلِه)).

(৩৫৬১) ইবনে উমার ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়ে উচ্চশব্দে বলেন, "হে (মুনাফেকের দল!) যারা মুখে মুসলমান হয়েছ এবং যাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি (তারা শোন), তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না ও

তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন (অর্থাৎ গোপন না করেন) তিনি তাকে অপদস্থ করেন; যদিও সে নিজ গৃহাভ্যন্তরে থাকে।" *(তিরমিযী ২০৩২নং)*

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে ভালবাসা রাখার মাহাত্ম্য এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও যে ব্যক্তি অন্য কাউকে ভালবাসে তাকে সে ব্যাপারে অবহিত করা ও কী বলে অবহিত করবে তার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}[الفتح : ٢٩] إِلَى آخر السورة

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং দৃঢ়ভাবে কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়, যা চাষীদেরকে মুগ্ধ করে। এভাবে (আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি দ্বারা) অবিশ্বাসীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের। *(সূরা ফাত্হ ২৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ } [الحشر : ٩]

অর্থাৎ, আর (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী (মদীনা)তে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে। *(সূরা হাশ্র ৯ আয়াত)*

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ ».

(৩৫৬২) আবু উমামা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কিছু) প্রদান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই (কিছু প্রদান করা হতে) বিরত থাকে সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ করেছে।" *(আবু দাউদ ৪৬৮৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).

(৩৫৬৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে পছন্দ করে, সে ব্যক্তি কেবল সুমহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অপরকে ভালবাসুক।" *(আহমাদ, হাকেম ৩, ৭৩১২, সহীহুল জামে' ৫৯৫৮ নং)*

وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ. قَالَ « هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ ». وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ).

(৩৫৬৪) উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “কিছু লোক আছে যারা নবী নয়, শহীদও নয়। অথচ নবী ও শহীদগণ আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন।” লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল, আমাদেরকে বলে দিন, তারা কারা?’ তিনি বললেন, “ঐ লোক হল তারা, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আপোসে বন্ধুত্ব কায়েম করে; যাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকে না এবং থাকে না কোন অর্থের লেনদেন। আল্লাহর কসম! তাদের মুখমন্ডল হবে জ্যোতির্ময়। তারা নূরের মাঝে অবস্থান করবে। লোকেরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তখন তারা কোন ভয় পাবে না এবং লোকেরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে, তখন তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সতর্ক হও! নিশ্চয় যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই। তারা দুঃখিতও হবে না। যারা মুমিন এবং পরহেযগার। তাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর বাক্যাবলীর কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হল মহাসাফল্য।” *(সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ আয়াত, আবূ দাউদ ৩৫২৯নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي ذَرٍّ: ((أَوثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْمُوَالاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ)).

(৩৫৬৫) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ যার্রকে বলেছেন, “ঈমানের সবচাইতে মজবুত হাতল হল, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা রাখা এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে ঘৃণা পোষণ করা।” *(ত্বাবারানী ১১৩৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৯৮, ১৭২৮নং)*

وعن البراء قال قال رسول الله ﷺ: ((أَوْثَقُ عُرَى الإِسْلامِ : وَالْحُبُّ فِي اللهِ ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ)).

(৩৫৬৬) বারা’ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “ইসলামের সবচেয়ে মজবুত হাতল এই যে, তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে সম্প্রীতি স্থাপন করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিদ্বেষ স্থাপন করবে।” *(আহমাদ, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান,ইবনে আবী শাইবা ৩০৪২০, সঃ জামে’ ২০০৯নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৬৭) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে

ঈমানের মিষ্টতা লাভ ক'রে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফ্‌রী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১৭৪নং)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ – عز وجل – ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

(৩৫৬৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান ক'রে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ২৪২৭নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ : أَيْنَ المُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي ؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلِّي)). رواه مسلم

(৩৫৬৯) উক্ত সাহাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, 'আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরস্পরকে যারা ভালবেসেছিল তারা কোথায়? আজকের দিন আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই।" *(মুসলিম ৬৭১৩নং)*

وَعَن مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((قَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : المُتَحَابُّونَ فِي جَلاَلِي ، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ)) . رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح)) .

(৩৫৭০) মুআয ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালবাসা স্থাপন করবে, তাদের (বসার) জন্য

হবে নূরের মেম্বর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন।” *(তিরমিযী ২৩৯০, আহমাদ ২২০৮০নং)*

وَعَن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّـةَ حَتَّـى تُؤْمِنُـوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا الـسَّلامَ بيـنكم)). رواه مسلم

(৩৫৭১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমরা মু’মিন হবে। এবং তোমরা মু’মিন হতে পারবে না; যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে ভালবাসা রাখবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যখন তোমরা তা করবে, তখন তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার কর।” *(মুসলিম ২০৩নং)*

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَـنِ الـنَّبيِّ ﷺ أَنَّـهُ قَـالَ فِي الأنـصَارِ : ((لاَ يُحِـبُّهُمْ إلاَّ مُؤمِنٌ ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إلاَّ مُنَافِقٌ ، مَنْ أحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أبْغَضَهُمْ أبْغَضَهُ اللهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৭২) বারা’ ইবনে আযিব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ আনসার সম্পর্কে বলেছেন, “তাদেরকে কেবলমাত্র মু’মিনই ভালোবাসে এবং তাদের প্রতি কেবলমাত্র মুনাফিকই বিদ্বেষ রাখে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে, আল্লাহও তাকে ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, আল্লাহও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন।” *(বুখারী ৩৭৮৩, মুসলিম ২৪৬নং)*

وَعَن أَبي إدريسَ الخَولاَني رَحِمَهُ اللهُ ، قَالَ :دخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ ، فَإِذَا فَتىً بَـرَّاقُ الثَّنَايَـا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ ، أَسْنَدُوهُ إِلَيْه ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأيهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ : هَـذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل ﷺ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ ، هَجَّرْتُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بالتَّهْجِيرِ ، ووَجَدْتُهُ يُـصَلِّي، فانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِـنْ قِبَـلِ وَجْهِـهِ ، فَـسَلَّمْتُ عَلَيـهِ ، ثُـمَّ قُلْـتُ : وَاللهِ إنِّـي لأُحِبُّكَ لِلّهِ ، فَقَالَ : آللهِ ؟ فَقُلْتُ : اللهِ ، فَقَالَ : آللهِ ؟ فَقُلْتُ : اللهِ ، فَأَخَـذَنِي بِحَبْـوَةِ رِدَائِـي ، فجبذني إِلَيْهِ، فَقَالَ : أَبْشِرْ ! فإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُـولُ : ((قَـالَ اللهُ تَعَـالَى : وَجَبَـتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَالمُتَجَالِسينَ فِيَّ ، وَالمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ ، وَالمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ)). حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح .

(৩৫৭৩) আবূ ইদ্রীস খাওলানী (রঃ) বলেন, আমি দিমাশ্কের মসজিদে প্রবেশ ক’রে এক যুবককে দেখতে পেলাম, তাঁর সামনের দাঁতগুলি খুবই চকচকে এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও (বসে) রয়েছে। যখন তারা কোন বিষয়ে মতভেদ করছে, তখন (সিদ্ধান্তের জন্য) তাঁর দিকে রুজু করছে এবং তাঁর মত গ্রহণ করছে। সুতরাং আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (যে, ইনি কে)? (আমাকে) বলা হল যে, ‘ইনি মুআয বিন জাবাল।’ অতঃপর আগামী কাল আমি আগেভাগেই মসজিদে গেলাম। কিন্তু দেখলাম সেই (যুবকটি) আমার আগেই পৌঁছে গেছেন

এবং তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। সুতরাং তাঁর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সামনে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম।' অতঃপর তিনি আমার চাদরের আঁচল ধরে আমাকে তাঁর দিকে টানলেন, তারপর বললেন, 'সুসংবাদ নাও।' কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত রাখে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার মহব্বত ও ভালবাসা ওয়াজেব হয়ে যায়।" *(আহমাদ ২২০৩০, মুঅত্তা ১৭৭৯, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৩৩১ নং)*

وَعَن أَبي كَرِيمَةَ المِقدَادِ بنِ مَعدِيكَرِب ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ، فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِي ، وَقالَ : ((حديث صحيح))

(৩৫৭৪) আবূ কারীমা মিকদাদ ইবনে মা'দীকারিব ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন কোন মানুষ তার ভাইকে ভালবাসে, তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে।" *(আবূ দাউদ ৫১২৬, তিরমিযী ২৩৯২নং, হাসান সূত্রে)*

وَعَن مُعَاذٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : ((يَا مُعَاذُ ، وَاللهِ ، إِنِّي لأُحِبُّكَ ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)). حديث صحيح ، رواه أَبُو داود والنسائي بإسناد صحيح

(৩৫৭৫) মুআয ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে বললেন, "হে মুআয! আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, হে মুআয! তুমি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে এ শব্দগুলি বলা ছাড়বে না, 'আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুস্‌নি ইবা-দাতিক।" (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌র করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।) *(আবূ দাউদ ১৫২৪, নাসায়ী ১৩০৩নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبيِّ ، ﷺ ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنِّي لأُحِبُّ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبيّ ﷺ : ((أَأَعْلَمْتَهُ ؟)) قَالَ : لاَ . قَالَ : ((أَعْلِمْهُ)) فَلَحِقَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللهِ ، فَقَالَ : أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৩৫৭৬) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট (বসে) ছিল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। (যে বসেছিল) সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! নিঃসন্দেহে আমি একে ভালবাসি।' (এ কথা শুনে) নবী ﷺ তাকে বললেন, "তুমি কি (এ কথা) তাকে জানিয়েছ?" সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, "তাকে জানিয়ে দাও।" সুতরাং সে (দ্রুত) তার পিছনে গিয়ে (তাকে) বলল, 'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে ভালবাসি।' সে বলল, 'যাঁর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ভালবাসো, তিনি তোমাকে

ভালবাসুন।' *(আবূ দাউদ ৫১২৭নং, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

বান্দাকে আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শনাবলী, এমন নিদর্শন অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং তা অর্জন করার জন্য প্রয়াসী হওয়ার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } [المائدة : ٥٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মায়েদাহ ৫৪ আয়াত)*

عَن أبي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحبَبْتُهُ كُنْتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَني أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ)). رواه البخاري

(৩৫৭৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অর্থাৎ ফরযের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে

ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায়, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।" *(বুখারী ৬৫০২নং)*

('আমি তার কান হয়ে যাই----।' অর্থাৎ, আমার সন্তুষ্টি মোতাবেক সে শোনে, দেখে, ধরে ও চলে।)

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا أَحَبَّ اللهُ تَعَالَى العَبْدَ ، نَادَى جِبْرِيلَ : إنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ فُلاناً ، فَأَحْبِبْهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبريلُ ، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاناً ، فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ)). متفق عليه .

وَفِي رِوَايَةٍ لمسلم : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ اللهَ تَعَالى إِذَا أَحَبَّ عَبداً دَعَا جِبريلَ ، فَقَالَ : إنّي أُحِبُّ فُلاَناً فأحْبِبهُ، فَيُحِبُّهُ جِبرِيلُ ، ثمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ : إنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَناً فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهلُ السَّمَاءِ ، ثمَّ يُوضَعُ لهُ القَبُولُ فِي الأَرضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ ، فَيَقُولُ : إنّي أُبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضْهُ . فَيُبغِضُهُ جِبريلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّماءِ : إنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضُوهُ ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ البَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ)) .

(৩৫৭৮) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস।' সুতরাং জিবরীলও তাকে ভালবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা ক'রে দেন যে, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো।' তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ৩২০৯, মুসলিম ৬৮৭৩নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি অমুককে ভালবাসি, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস।' তখন জিবরীলও তাকে ভালবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা ক'রে দেন যে, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো।' তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়।

আর আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, 'আমি অমুককে ঘৃণা করি, অতএব তুমিও তাকে ঘৃণা কর।' তখন জিবরীল তাকে ঘৃণা করতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা ক'রে দেন যে, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন। কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা কর।' তখন আকাশবাসীরাও তাকে ঘৃণা করতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণ্য করার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়।"

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بـ { قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ } ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((سَلُوهُ

لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذلِكَ)) ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمانِ فَأَنَا أُحِبُّ أنْ أقْرَأَ بِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أخْبِرُوهُ أنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৭৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের আমীর ক'রে জিহাদে পাঠালেন। তিনি যখন নামাযে ইমামতি করতেন, তখনই (প্রত্যেক রাকআতে সূরা পড়ার পর) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) দিয়ে (ক্বিরাআত) শেষ করতেন। মুজাহিদগণ সেই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে নবী ﷺ-এর খিদমতে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, "তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে এ কাজটি করেছে?" সুতরাং তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, 'এই সূরাটিতে পরম করুণাময় (আল্লাহ)র গুণাবলী রয়েছে। এই জন্য সূরাটি তেলাঅত করতে আমি ভালবাসি।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালবাসেন।" *(বুখারী ৭৩৭৫, মুসলিম ১৯২৬নং)*

عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ)).

(৩৫৮০) রাফে' বিন খাদীজ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে দুনিয়াদারী থেকে রক্ষা করেন। যেমন তোমাদের কেউ তার রোগীকে পানি থেকে রক্ষা কর।" *(ত্বাবারানী ৪১৭৪, সঃ তারগীব ৩১৮০নং, তিরমিযী ২০৩৬ অন্য সাহাবী কর্তৃক)*

শরীয়তের নির্দেশাবলী লংঘন করতে দেখলে ক্রোধান্বিত হওয়া এবং আল্লাহর দ্বীনের সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ } [الحج : ٣٠]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ (স্থান বা) বিধানসমূহের সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। *(সূরা হাজ্জ ৩০ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, { إِنْ تَنْصُرُوْا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } [محمد : ٧]

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের পা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ৭ আয়াত)*

وَعَن أَبِي مَسعُودٍ عُقْبَةَ بنِ عَمْرٍو البَدْرِي ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَن صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ ؛ فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ ؛

فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الحَاجَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৫৮১) আবূ মাসঊদ উক্‌বাহ ইবনে আম্‌র বাদরী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'অমুক ব্যক্তি লম্বা নামায পড়ায়, তার জন্য আমি ফজরের নামায থেকে পিছনে থাকি।' অতঃপর আমি নবী ﷺ-কে কোন ভাষণে সেদিনকার থেকে বেশী রাগান্বিত হতে দেখিনি। তিনি বললেন, "হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কিছু লোক লোকদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপে নামায পড়ায়। কারণ তার পিছনে বৃদ্ধ, শিশু এবং এমনও লোক রয়েছে যার কোন প্রয়োজন আছে।" *(বুখারী ৭০২, মুসলিম ১০৭২নং)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفرٍ ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجهُهُ ، وَقَالَ : ((يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৫৮২) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফর থেকে (বাড়ী) ফিরলেন। সে সময় আমি ঘরের সামনে তাকে একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, যাতে অনেক ছবি ছিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখলেন তখন ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। (রাগে) তাঁর চেহারা (লাল)বর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক কঠিন শাস্তি তাদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মত আকৃতি (অঙ্কন বা নির্মাণ) করে।" *(বুখারী ৫৯৫৪, মুসলিম ৫৬৫০নং)*

وَعَنهَا : أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأنُ المَرأَةِ المَخزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا : مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلاَّ أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى ؟!)) ثُمَّ قامَ فَاخْتَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : ((إنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعتُ يَدَهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৫৮৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকেই বর্ণিত, যে মাখযূমী মহিলাটি চুরি করেছিল তার ব্যাপারটি কুরায়েশদেরকে চিন্তান্বিত ক'রে তুলেছিল। সুতরাং তারা বলল, 'এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় উসামাহ বিন যায়দ ﷺ ছাড়া আর কে সাহস করতে পারবে?' ফলে উসামাহ ﷺ তাঁর সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহর নির্ধারিত দন্ডবিধির ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছ?" অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে শাস্তি প্রদান করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।" *(বুখারী ৩৪৭৫, মুসলিম ৪৫০৫নং)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأى نُخَامَةً فِي القِبلَةِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ ؛ فَقَامَ

فَحَكَّهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبلَةِ ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)) ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : ((أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৫৮৪) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কিবলার (দিকের দেওয়ালে) থুথু দেখতে পেলেন এটা তাঁর প্রতি খুব ভারী মনে হল; এমনকি তাঁর চেহারায় সে চিহ্ন দেখা গেল। ফলে দাঁড়ালেন এবং তিনি তা নিজ হাত দ্বারা ঘষে তুলে ফেললেন। তারপর বললেন, "তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে (ফিসফিস ক'রে কথা) বলে। আর তার প্রতিপালক তার ও কেবলার মধ্যস্থলে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কেবলার দিকে থুথু না ফেলে; বরং তার বামে অথবা পদতলে ফেলে। অতঃপর তিনি তাঁর চাদরের এক প্রান্ত ধরে তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি তার এক অংশকে আর এক অংশের সাথে রগড়ে দিয়ে বললেন, কিংবা এইরূপ করে।" *(বুখারী ৪০৫, মুসলিম ৭৭০৫নং)*

** বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলার নির্দেশ তখন পালনীয়, যখন নামায মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (মাটিতে) হবে। পক্ষান্তরে নামায মসজিদে হলে কাপড়ে (অথবা টিসুতেই) থুথু (শ্লেষ্মা ইত্যাদি) ফেলতে হবে।*

গাম্ভীর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمَاً }

অর্থাৎ, পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম'। *(সূরা ফুরকান ৬৩ আয়াত)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعاً قَطُّ ضَاحِكاً حَتَّى تُرَى مِنهُ لَهَوَاتُهُ ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ . متفقٌ عَلَيْهِ .

(৩৫৮৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ-কে কখনো এমন উচ্চ হাস্য হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিভ দেখতে পাওয়া যেত। আসলে তিনি মুচকি হাসতেন।' *(বুখারী ৪৮২৮, ৬০৯২, মুসলিম ২১২৩নং)*

নামায, ইল্ম শিক্ষা তথা অন্যান্য ইবাদতে ধীর-স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সাথে গিয়ে যোগদান করা উত্তম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } [الحج : ٣٢]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাক্বওয়া (সংযমশীলতা)রই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হজ্জ ৩২ আয়াত)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَونَ ، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتكُمْ فَأَتِمُّوا)). متفقٌ عَلَيْهِ

زَادَ مُسلِمٌ فِي رِوَايةٍ لَهُ : ((فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ)) .

(৩৫৮৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন নামাযের জন্য ইক্বামত (তাকবীর) দেওয়া হয় তখন তোমরা তাতে দৌড়ে আসবে না, বরং তোমরা গাম্ভীর্য-সহকারে স্বাভাবিকরূপে হেঁটে আসবে। তারপর যতটা নামায (ইমামের সাথে) পাবে, পড়ে নেবে। আর যতটা ছুটে যাবে, ততটা (নিজে) পূরণ করে নেবে।" *(বুখারী ৯০৮, মুসলিম ১৩৮৯নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশি আছে, "কারণ তোমাদের কেউ যখন নামাযের উদ্দেশ্যে যায়, সে আসলে নামাযেই থাকে।" *(১৩৯০নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءهُ زَجْراً شَديداً وَضَرْباً وَصَوْتاً للإِبْلِ ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ ، وَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بالإِيضَاعِ)). رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه .

(৩৫৮৭) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে আরাফার দিনে (মুযদালিফা) ফিরছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ পিছন থেকে (উটকে) কঠিন ধমক ও মারধর করার এবং উঁটের (কষ্ট) শব্দ শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের দিকে আপন চাবুক দ্বারা ইশারা ক'রে বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন কর। কেননা, দ্রুত গতিতে বাহন দৌড়ানোতে পুণ্য নেই।" *(বুখারী ১৬৭১, মুসলিম কিছু অংশ ৩১৪৯নং)*

লোকের বাহ্যিক অবস্থা ও কার্যকলাপের ভিত্তিতে বিধান প্রয়োগ করা হবে এবং তাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم } [التوبة : ٥]

অর্থাৎ, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। *(সূরা তওবাহ ৫ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا

ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৮৮) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমাকে লোকেদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা এ কাজগুলো সম্পাদন করবে, তখন তারা আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত (জান) এবং মাল বাঁচিয়ে নেবে; কিন্তু ইসলামের হক ব্যতীত (অর্থাৎ সে যদি কাউকে হত্যা করে, তবে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে হত্যা করা হবে।) আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত হবে।" *(বুখারী ২৫, মুসলিম ১৩৮নং)*

وَعَن أَبي عَبدِ اللهِ طَارِقِ بنِ أَشْيَمَ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ قَالَ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ، وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى)). رواه مسلم

(৩৫৮৯) আবূ আব্দুল্লাহ ত্বারেক ইবনে আশয়্যাম ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম হয়ে গেল ও তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।" *(মুসলিম ১৩৯নং)*

وَعَن أَبي مَعبَدٍ المِقدَادِ بنِ الأَسْوَدِ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّارِ ، فَاقْتَتَلْنَا ، فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَها ، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلّهِ ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ : ((لاَ تَقْتُلْهُ)) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَطَعَ إحْدَى يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ؟! فَقَالَ : ((لا تَقتُلْهُ ، فإنْ قَتَلْتَهُ فَإنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৫৯০) আবূ মা'বাদ মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, "আপনি বলুন, যদি আমি কোন কাফেরের সম্মুখীন হই এবং পরস্পরের মধ্যে লড়ি, অতঃপর সে তরবারি দিয়ে আমার হাত কেটে দেয়, তারপর আমার (পাল্টা) আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সে একটি গাছের আশ্রয় নিয়ে বলে, 'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলাম গ্রহণ করলাম।' তার এ কথা বলার পর হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব?" তিনি বললেন, "তাকে হত্যা করো না।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলবে। কাটার পর সে ঐ কথা বলবে তাও?' তিনি বললেন, "তুমি তাকে হত্যা করো না। যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তাহলে (মনে রাখ) সে তোমার সেই মর্যাদা পেয়ে যাবে, যাতে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে ছিলে। আর তুমি তার ঐ কথা বলার পূর্বের অবস্থায় উপনীত হবে।" *(বুখারী ৪০১৯, ৬৮৬৫, মুসলিম ২৮৪নং)*

وَعَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا القَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ ، قَالَ : لاَ إلهَ إلاَّ

اللّه ، فَكفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِي ، وطَعَنْتُهُ برُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، بَلَغَ ذلِكَ الـنَّبيَّ ﷺ فَقَالَ لِي : ((يَا أُسَامَة ، أقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إلهَ إلاَّ اللّهُ ؟!)) قُلْتُ : يَا رَسُـولَ اللّه ، إنَّمَـا كَـانَ مُتَعَوِّذاً ، فَقَالَ : ((أقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إلهَ إلاَّ اللّهُ ؟!)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمنَّيتُ أنِّي لَمْ أكُنْ أسْلَمْتُ قَبْلَ ذلِكَ اليَوْمِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((أقالَ : لاَ إلهَ إلاَّ اللّهُ وَقَتَلْتَهُ ؟!)) قُلْتُ : يَـا رَسُـولَ اللّه ، إنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِن السِّلاحِ ، قَالَ : ((أفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أقَالَهَـا أمْ لاَ ؟!)) فمَـا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أنِّي أسْلَمْتُ يَوْمَئذٍ.

(৩৫৯১) উসামা ইবনে যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর আমরা সকাল সকাল পানির ঝর্নার নিকট তাদের উপর আক্রমণ করলাম। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম। যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম, তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল। আনসারী থেমে গেলেন, কিন্তু আমি তাকে আমার বল্লম দিয়ে গেঁথে দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা ক'রে ফেললাম। অতঃপর যখন আমরা মদীনা পৌঁছলাম, তখন নবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছল। তিনি বললেন, "হে উসামা! তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে।' পুনরায় তিনি বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে খুন করেছ?" তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম (অর্থাৎ, এখন আমি মুসলমান হতাম)। *(বুখারী ৪২৬৯, ৬৮৭২, মুসলিম ২৮৮নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল ﷺ বললেন, "সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তুমি তাকে হত্যা করেছ?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে কেবলমাত্র অস্ত্রের ভয়ে এই (কলেমা) বলেছে।' তিনি বললেন, "তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে যে, সে এ (কলেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কি না?" অতঃপর একথা পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলমান হতাম। *(মুসলিম ২৮৭নং)*

وَعَن جُنْدُبِ بنِ عَبدِ اللّهِ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثاً مِنَ المُسْلِمينَ إلَى قَومٍ مِـنَ المُـشرِكينَ ، وَأنَّهُمْ التَقَوْا ، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكينَ إذَا شَاءَ أنْ يَقْصِدَ إلَى رَجُل مِـنَ المُـسْلِمينَ قَـصَدَ لَـهُ فَقَتَلَـهُ ، وَأنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ . وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيهِ السَّيفَ ، قَالَ : لا إلهَ إلاَّ اللّهُ ، فَقَتَلهُ ، فَجَاءَ البَشيرُ إلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَسَألَهُ وَأخبَرَهُ ، حَتَّى أخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ ، فَدَعَاهُ فَسَألَهُ ، فَقَالَ : ((لِمَ قَتَلْتَهُ ؟)) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أوْجَـعَ فِي المُـسلِمِينَ ، وَقَتَلَ فُلاَناً وَفُلاَناً ، وَسَمَّى لَهُ نَفراً ، وَإنِّي حَمَلْتُ عَلَيهِ ، فَلَمَّا رَأى السَّيفَ ، قَالَ : لاَ إلهَ إلاَّ اللّهُ .

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أقَتَلْتَهُ ؟)) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ((فَكَيفَ تَصْنَعُ بلاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، إذَا جَاءتْ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟)) قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : ((وكَيفَ تَصْنَعُ بلاَ إلهَ إلاَّ اللهُ إذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟)) فَجَعَلَ لاَ يَزِيدُ عَلَى أنْ يَقُولَ : ((كَيفَ تَصْنَعُ بِلاَ إلهَ إلاَّ اللهُ إذَا جَاءتْ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه مسلم

(৩৫৯২) জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমান মুজাহিদীনের একটি দল এক মুশরিক সম্প্রদায়ের দিকে পাঠালেন। তাদের পরস্পরের মধ্যে মুকাবেলা হল। মুশরিকদের মধ্যে একটি লোক ছিল সে যখন কোন মুসলিমকে হত্যা করার ইচ্ছা করত, তখন সুযোগ পেয়ে তাঁকে হত্যা ক'রে দিত। (এ অবস্থা দেখে) একজন মুসলিম (তাকে খুন করার জন্য) তার অমনোযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করলেন। আমরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছিলাম যে, উনি হলেন উসামা ইবনে যায়দ। (অতঃপর যখন সুযোগ পেয়ে) উসামা তরবারি উত্তোলন করলেন, তখন সে বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা ক'রে দিলেন। অতঃপর (মুসলমানদের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সংবাদ নিয়ে) সুসংবাদবাহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল। তিনি তাকে (যুদ্ধের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলেন। সে তাঁকে (সমস্ত) সংবাদ দিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে ঐ ব্যক্তিরও খবর অবহিত করল। তিনি উসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, "তুমি কেন তাকে হত্যা করেছ?" উসামা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে মুসলমানদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছে এবং অমুক অমুককে হত্যাও করেছে।' উসামা কিছু লোকের নামও নিলেন। '(এ দেখে) আমি তার উপর হামলা করলাম। অতঃপর সে যখন তরবারি দেখল, তখন বলল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি তাকে হত্যা ক'রে দিয়েছ?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে, তখন তুমি কী করবে?" উসামা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে, তখন তুমি কি করবে?" (তিনি বারংবার এ কথা বলতে থাকলেন এবং) এর চেয়ে বেশী কিছু বললেন না, "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে, তখন তুমি কি করবে?" *(মুসলিম ২৮৯নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ ، يَقُولُ : إنَّ نَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَإنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وإنَّمَا نَأخُذُكُمُ الآنَ بما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أعمَالِكُمْ ، فَمَنْ أظْهَرَ لَنَا خَيْراً أمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ ، اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ ، وَمَنْ أظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإنْ قَالَ : إنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ . رواه البخاري

(৩৫৯৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসঊদ বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কিছু লোককে অহী দ্বারা পাকড়াও করা হত। কিন্তু অহী এখন বন্ধ হয়ে গেছে। (সুতরাং) এখন আমরা তোমাদের বাহ্যিক কার্যকলাপ দেখে তোমাদেরকে পাকড়াও করব। অতঃপর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য ভাল কাজ প্রকাশ করবে,

তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব এবং তাকে আমরা নিকটে করব। আর তাদের অন্তরের অবস্থার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহই তার অন্তরের হিসাব নেবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য মন্দ কাজ প্রকাশ করবে, তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব না এবং তাকে সত্যবাদীও মনে করব না; যদিও সে বলে আমার ভিতর (নিয়ত) ভাল।' *(বুখারী ২৬৪১নং)*

পশু-পক্ষীর প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যের গুরুত্ব

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِى هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ « فِى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ».

(৩৫৯৪) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, "প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।" *(বুখারী ২৩৬৩, ২৪৬৬, মুসলিম ৫৯৯৬নং)*

এক বর্ণনায় আছে, এক বেশ্যা মহিলা ঐরূপ করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। *(মুসলিম ৫৯৯৭নং)*

وعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَالَّةِ الإبِلِ ، تَغْشَى حِيَاضِي ، قَدْ لُطْتُهَا لإبِلِي ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ.

(৩৫৯৫) সুরাক্বাহ বিন জু'শুম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সেই হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যা আমার জলাশয়ে অবতরণ করে; যে জলাশয় আমি আমার নিজ উটের জন্য তৈরী করে রেখেছি। ঐ উটকে পানি পান করালে আমি সওয়াবের অধিকারী হব কী? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণী(কে পানি পান করানো)তে সওয়াব আছে।" *(ইবনে মাজাহ ৩৬৮-৬নং)*

وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال: ((إن رحمتها رحمك الله)).

(৩৫৯৬) মুআবিয়া বিন কুর্রাহ নিজ পিতা হতে বর্ণনা ক'রে বলেন, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! বকরী জবাই করতেও আমার দয়া হয়।' তিনি বললেন, "তুমি যদি তোমার বকরীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।" *(হাকেম ৭৫৬২, সহীহ তারগীব ২২৬৪নং)*

সুপারিশ করার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

{ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا } [النساء : ٨٥]

অর্থাৎ, কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে। *(সূরা নিসা ৮৫ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعَرِي ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أتاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أقبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ ، فَقَالَ : ((اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية : ((مَا شَاءَ)).

(৩৫৯৭) আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, যখন নবী ﷺ-এর নিকট কোন প্রয়োজন প্রার্থী আসত, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, "(এর জন্য) তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর যবানে যা পছন্দ করেন, তা ফায়সালা ক'রে দেন।" *(বুখারী ১৪৩২, মুসলিম ৬৮৫৮নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যা ইচ্ছা করেন (তা ফায়সালা ক'রে দেন)।

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ وَزَوْجِهَا ، قَالَ: قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ رَاجَعْتِهِ!)) قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ تَأمُرُنِي ؟ قَالَ : ((إِنَّمَا أَشْفَعُ)) قَالَتْ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ . رواه البخاري

(৩৫৯৮) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বারীরাহ ও তার স্বামীর (বিচ্ছেদের) ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বারীরাকে বললেন, "তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে (তাহলে ভাল হত)!" সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেন, "(না।) আমি (কেবলমাত্র) সুপারিশ করছি।" সে বলল, '(তাহলে) তার আমার কোন প্রয়োজন নেই।' *(বুখারী ৫২৮৩নং)*

(ডান-বাম ব্যবহার-বিধি)

সমস্ত ভাল ও সম্মানজনক কাজকর্মে ডান হাত ব্যবহার করা বা ডান দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম; যথা ঃ ওযূ, গোসল, তায়াম্মুম, পোশাক পরা, জুতা, মোজা, পায়জামা পরা, মসজিদে প্রবেশ করা, দাঁতন করা, সুরমা লাগানো, নখকাটা, গোঁফ কাটা, বগলের লোম তোলা, চুল কামানো, নামায থেকে সালাম ফেরা, পানাহার করা, মুসাফাহ করা, হাজরে

আসওয়াদ স্পর্শ করা, পায়খানা থেকে বের হওয়া, কোন জিনিস লেন-দেন করা ইত্যাদি। আর উক্ত কার্যাদির বিপরীত অন্যান্য কর্মসমূহে বাম হাত ব্যবহার বা বাম দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম। যেমন নাকঝাড়া, থুথু ফেলা, মসজিদ থেকে বের হওয়া, পোশাক, জুতা, মোজা, পায়জামা ইত্যাদি খোলা, পেশাব-পায়খানার পর ইস্তিঞ্জা (পানি বা ঢিল ব্যবহার) করা, ঘৃণিত কিছু স্পর্শ করা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُول هَاؤُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيْه } [الحاقة : ١٩] الآيات

অর্থাৎ, সুতরাং যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ; আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে এক সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে; সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলরাশি ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে। (তাদেরকে বলা হবে) পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হত আমার আমলনামা। এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে। *(সূরা হা-ক্কাহ ১৯ আয়াত)*

তিনি বলেছেন,

{فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ، مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ} [الواقعة: ٨-٩]

অর্থাৎ, ডান হাত-ওয়ালারা; কত ভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালারা! আর বাম হাত-ওয়ালারা; কত হতভাগ্য বাম হাত-ওয়ালারা! *(সূরা ওয়াক্বিআহ ৮-৯ আয়াত)*

وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي شَأنِهِ كُلِّهِ : فِي طُهُورِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَتَنَعُّلِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৫৯৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত কাজে (যেমন) ওযূ করা, মাথা আঁচড়ানো ও জুতা পরা (প্রভৃতি সমস্ত ভাল) কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهَا ، قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ اليُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أذًى . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود وغيره بإسنادٍ صحيحٍ

(৩৬০০) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডান হাত তাঁর ওযূ ও আহারের জন্য ব্যবহার হত এবং বাম হাত তাঁর পেশাব-পায়খানা ও নোংরা স্পর্শ করার সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হত।' *(হাদীসটি বিশুদ্ধ, আবূ দাউদ প্রভৃতি বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : ((اِبْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا ، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৬০১) উম্মে আত্বিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) কর্তৃক বর্ণিত নবী ﷺ স্বীয় কন্যা

যায়নাবের (লাশ) গোসল দেওয়ার সময় তাদের (মহিলাদেরকে) আদেশ করলেন যে, "তোমরা ওর ডান দিক থেকে ও ওযূর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল আরম্ভ কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا نَـزَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ . لِتَكُنْ اليُمْنَى أوَّلَهُمَا تُنْعَلُ ، وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৬০২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কেউ যখন জুতা পরবে, তখন সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে। আর যখন খুলবে, তখন সে যেন বাম পা দিয়ে শুরু করে। ডান পায়ের জুতা যেন আগে পরা হয় এবং পরে খোলা হয়।" *(বুখারী, মুসলিম)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى.

(৩৬০৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ডান হাত তাঁর পবিত্রতা ও খাবারের জন্য ছিল এবং তাঁর বাম হাত ছিল প্রস্রাব-পায়খানা ও ঘৃণিত জিনিসের জন্য।' *(আহমাদ ৬/২৬৫, আবূ দাউদ ৩৩নং)*

وَعَن حَفصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَـا : أنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ كَـانَ يَجعَـلُ يَمِينَـهُ لطَعَامِـهِ وَشَـرَابِهِ وَثِيَابِـهِ ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ . رواه أَبُو داود

(৩৬০৪) হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ পানাহার ও কাপড় পরার ক্ষেত্রে স্বীয় ডান হাত কাজে লাগাতেন এবং তাছাড়া অন্যান্য (নোংরা স্পর্শ ইত্যাদি) কাজে বাম হাত লাগাতেন।' *(আবূ দাউদ ৩২নং)*

وَعَـن أَبِـي هُرَيـرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ ، قَـالَ : ((إِذَا لَبِـسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّـأْتُمْ ، فَابْـدَأُوا بِأَيَامِنِكُمْ)). حديث صحيح ، رواه أَبُو داود

(৩৬০৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কাপড় পরিধান করার সময় ও ওযূ করার সময় তোমাদের ডান দিক থেকে আরম্ভ কর।" *(আবূ দাউদ ৪১৪৩নং)*

وَعَن أَنَس ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى مِنىً ، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَـرَ ، ثُمَّ قَالَ لِلحَلاَّقِ: ((خُذْ)) وأشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. متفقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ : لَمَّا رَمَى الجَمْرَةَ ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ ، نَاوَلَ الحَلاَّقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَـهُ ، ثُـمَّ دَعَـا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ ﷺ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُـمَّ نَاوَلَـهُ الـشِّقَّ الأَيْـسَرَ ، فَقَـالَ : ((اِحْلِـقْ)) ، فَحَلَقَـهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ : ((اِقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ)) .

(৩৬০৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় আগমন করলেন। তারপর জামরায় এসে কাঁকর মারলেন। তারপর পুনরায় মিনায় নিজ ডেরায় ফিরে গেলেন এবং কুরবানীর পশু যবেহ করলেন। তারপর নাপিতকে নিজ মাথার ডান দিকে ইশারা ক'রে বললেন, "নাও।" তারপর বামদিকে (ইশারা করে মাথা নেড়া করলেন)। তারপর মাথার চুল

জনগণের মাঝে বিতরণ করতে লাগলেন। *(বুখারী ১৭১, মুসলিম ৩২১২-৩২১৫নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি জামরায় কাঁকর মারলেন এবং কুরবানী পশু নহর (যবেহ) করলেন এবং মাথা মুন্ডন করলেন, সেই সময় তিনি নাপিতকে মাথার ডান দিকটা বাড়িয়ে দিলেন। সে সেদিকটি মুন্ডন করল। তারপর তিনি আবূ ত্বালহা আনসারী ﷺ-কে ডেকে (চুলগুলি) তাকে দিলেন। অতঃপর বাম পার্শ্ব নাপিতকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "মুন্ডন কর।" সুতরাং সে সেদিকটা মুন্ডন করে দিল। অতঃপর তিনি আবূ ত্বালহাকে চুলগুলি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, "জনগণের মাঝে ওগুলি বন্টন করে দাও।"

ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা এবং বিনা কারণে ডান হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করা মকরূহ

وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ)) . متفق عليه .

(৩৬০৭) আবু কাতাদা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ পেশাব করবে তখন সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে, ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে। আর (পান করার সময়) পানির পাত্রের মধ্যে যেন নিঃশ্বাস না ফেলে।" *(বুখারী ১৫৪, মুসলিম ৬৩৬নং)*

নযর ও কসম অধ্যায়

মহান আল্লাহর নামের তা'যীম

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ».

(৩৬০৮) আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, " কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দাও। কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে চাইলে তাকে দাও। " *(আবূ দাঊদ ১৬৭৪নং)*

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ((ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا)).

(৩৬০৯) আবূ মূসা আশআরী ﷺ শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অভিশপ্ত সে, যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চায় এবং অভিশপ্ত সেও, যার কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া এবং (জিনিস) অবৈধ না হওয়া সত্ত্বেও সে তাকে তা দেয় না।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫৮৯০নং)*

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: ((شَرُّ النَّاسِ الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ ثُمَّ لاَ يُعْطِي)).

(৩৬১০) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি

সে, যার কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে চাওয়া হয়, অথচ দেয় না।” *(তারীখুল বুখারী, সহীহুল জামে’ ৩৭০৮নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ)).

(৩৬১১) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ শুনলেন, এক ব্যক্তি তার বাপের নামে কসম করছে। তিনি বললেন, “তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের নামে কসম করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করবে, সে যেন সত্য বলে। যার জন্য আল্লাহর নামে কসম খাওয়া হবে, সে যেন তাতে রাজি হয়ে যায়। আর যে রাজি হয় না, সে আল্লাহর নিকটবর্তী নয়।” *(ইবনে মাজাহ ২১০১, সহীহুল জামে’ ৭২৪৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي)).

(৩৬১২) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “একদা ঈসা বিন মারয়্যাম একটি লোককে চুরি করতে দেখে বললেন, ‘তুমি কি (অমুক জিনিস) চুরি করেছ?’ সে বলল, ‘সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আমি চুরি করিইনি।’ ঈসা বললেন, ‘আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখছি এবং আমার চক্ষুকে মিথ্যা জানছি।” *(আহমাদ ৮১৫৪, বুখারী ৩৪৪৪, মুসলিম ৬২৮৬, নাসাঈর কুবরা ৬০০৩, ইবনে মাজাহ ২১০২নং)*

নযর ও মানতের বিধান

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ)).

(৩৬১৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নযর মানে, সে যেন (তা পুরা করে) তার আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করার নযর মানে, সে যেন (তা পুরণ না করে এবং) তাঁর অবাধ্যতা না করে।” *(বুখারী ৬৬৯৬, ৬৭০০, সহীহুল জামে’ ৬৪৪১)*

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ».

(৩৬১৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “(আল্লাহর) অবাধ্যতায় কোন নযর নেই। আর তার কাফ্ফারা হল কসমের কাফ্ফারা।” *(আবূ দাউদ ৩২৯২, ৩২৯৪, তিরমিযী ১৫২৪, নাসাঈ ৩৮৩৪, ইবনে মাজাহ ২১২৫নং)*

قال ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ : نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ. فَقَالَ النَّبِىُّ –

صلى الله عليه وسلم– : « هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ». قَالُوا : لاَ. قَالَ : « هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ». قَالُوا : لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ».

(৩৬১৫) যাবেত বিন যাহ্হাক ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তি নযর মানল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে নযর পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? "সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন পূজ্যমান প্রতিমা ছিল?" লোকেরা বলল, 'জী না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কি সে যুগের কোন ঈদ (মেলা) হত?" লোকেরা বলল, 'জী না।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তোমার নযর পালন কর। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী করে কোন নযর পালন করা যাবে না এবং আদম সন্তানের সাধ্যের বাইরে মানা কোন নযর পালন করতে হয় না।" *(আবূ দাউদ ৩৩১৫নং, ত্বাবারানী ১৩২৬নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا.

وفي رواية: قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ ، فَقالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، وَإِنَّهَا تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ ، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟قالتْ: نَعَمْ ، قَالَ: دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

(৩৬১৬) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'এক মহিলা সমুদ্র-সফরে বের হলে সে নযর মানল যে, যদি আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তাকে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ দান করেন, তাহলে সে একমাস রোযা রাখবে। অতঃপর সে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু রোযা না রেখেই সে মারা গেল। তার এক কন্যা নবী ﷺ এর নিকট এসে সে ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "মনে কর, তার যদি কোন ঋণ বাকী থাকত, তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি না?" বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধ-যোগ্য। সুতরাং তুমি তোমার মায়ের তরফ থেকে রোযা কাযা করে দাও।" *(আহমাদ ১৮৬১, ৩১৩৮, আবূ দাউদ ৩৩১০নং, ত্বাবারানী ১২১৯৫, প্রমুখ)*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ)).

(৩৬১৭) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমার বোন হজ্জ করার নযর মেনে মারা গেছে। (এখন কি করা যায়?) নবী ﷺ বললেন, "তার ঋণ বাকী থাকলে কি তুমি পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে

আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করে দাও। কারণ, তা অধিক পরিশোধ-যোগ্য।” *(বুখারী ৬৬৯৯নং)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

(৩৬১৮) ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ‘কোন ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং তারপর রোযা না রাখা অবস্থায় মারা গেলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে; তার কাযা নেই। পক্ষান্তরে নযরের রোযা বাকী রেখে মারা গেলে তার তরফ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।’ *(আবূ দাউদ ২৪০৩নং প্রমুখ)*

নির্দিষ্ট বিষয়ে কসম খাওয়ার পর যদি তার বিপরীতে ভালাই প্রকাশ পায়, তাহলে কসমের কাফ্ফারা দিয়ে ভালো কাজটাই করা উত্তম

عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ)) . متفق عَلَيْهِ

(৩৬১৯) আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, “যখন তুমি কোন কিছুর ব্যাপারে কসম খাবে এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে কল্যাণ দেখতে পাবে, তবে নিজ কসমের কাফ্ফারা দিয়ে (যাতে কল্যাণ নিহিত আছে) সেই উত্তমটি গ্রহণ করো।” *(বুখারী ৬৭২২, ৭১৪৭, মুসলিম ৪৩৭০নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) . رواه مسلم

(৩৬২০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন কিছুর ব্যাপারে কসম খায় এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে কল্যাণ দেখতে পায়, তাহলে সে যেন তার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে যেটি উত্তম সেটি গ্রহণ করে।” *(মুসলিম ৪৩৬০-৪৩৬২নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنِّي وَاللهِ إِنْ شاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ أَرَى خَيراً مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) . متفق عَلَيْهِ

(৩৬২১) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর শপথ! ইন শাআল্লাহ, আমি যখনই কিছুর ব্যাপারে হলফ করব, তারপর তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখতে পাব, তখন আমার কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিয়ে যেটি উত্তম সেটিই করব।” *(বুখারী ৩১৩৩, মুসলিম ৪৩৫২নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ)) . متفق عَلَيْهِ

(৩৬২২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি

আপন পরিবার পরিজনের ব্যাপারে কসম খায় ও (তার চেয়ে উত্তম অন্য কিছুতে জেনেও) তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট এই কর্মটি বেশি গোনাহর কারণ হবে এই কর্ম থেকে যে, সে (কসম ভেঙ্গে) সেই কাফ্ফারা আদায় করবে, যা আল্লাহ তার উপর ফরয করেছেন।” *(বুখারী ৬৬২৫, মুসলিম ৪৩৮ ১নং)*

নিরর্থক কসম

অহেতুক কথায় কথায় নিরর্থক কসম খাওয়ার ব্যাপারে কোন পাকড়াও হবে না এবং তাতে কাফ্ফারাও দিতে হবে না। যেমন অকারণে অনিচ্ছাপূর্বক অভ্যাসগতভাবে ‘আল্লাহর কসম! এটা বটে। আল্লাহর কসম! এটা নয়।’ ইত্যাদি শব্দাবলী মুখ থেকে বের হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } [المائدة : ٨٩]

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে অর্থহীন কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে সেই কসমের জন্য পাকড়াও করবেন, যাতে তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন করেছ। সুতরাং তার কাফ্ফারা হচ্ছে দশটি মিসকিনকে অন্নদান করা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে, যা তোমরা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, পরিজনকে খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান করা অথবা একজন দাসমুক্ত করা। যদি কেউ (এ ৩টির মধ্যে একটি আদায় করতে) অসমর্থ হয়, তাহলে সে তিনদিন রোযা রাখবে। তোমরা যখন কসম করবে, তখন এটাই তোমাদের কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। আর তোমরা তোমাদের কসমসমূহকে রক্ষা কর। *(মা-য়েদাহ ৮৯ আয়াত)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَة : {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : لاَ وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ . رواه البخاري

(৩৬২৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘এই আয়াত (যার অর্থ) “আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।” *(সূরা মায়েদা ৮৯ আয়াত)* এমন লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যে (অজ্ঞাতসারে অভ্যাসগতভাবে কথায় কথায় কসম ক’রে) বলে, আল্লাহর কসম! এটা নয়। আল্লাহর কসম! এটা বটে।’ *(বুখারী ৪৬১৩নং)*

স্বেচ্ছায় মিথ্যা কসম খাওয়া কঠোর নিষিদ্ধ

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ حَقِّهِ ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله – عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إِلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران : ٧٧]. متفق عَلَيْهِ

(৩৬২৪) ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলমান

ব্যক্তির মাল নাহক আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খাবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। অতঃপর এর সমর্থনে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার কিতাব থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত পড়ে শুনালেন, যার অর্থ, 'যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" *(আলে ইমরান ৭৭ আয়াত, বুখারী ২৩৫৬-২৩৫৭, ৬৬৭৬-৬৬৭৭, মুসলিম ৩৭৪নং)*

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعلَبَةَ الحَارِثِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ . وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ)) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ)). رواه مسلم

(৩৬২৫) আবূ উমামাহ ইয়াস বিন ষা'লাবাহ হারেসী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির অধিকার নিজ কসম দ্বারা আত্মসাৎ করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজেব ক'রে দেবেন এবং তার উপর জান্নাত হারাম ক'রে দেবেন।" এ কথা শুনে তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি তা সামান্য জিনিস হয় তবুও?' তিনি বললেন, "যদিও পিল্লু গাছের একটি ডালও হয়।" *(মুসলিম ৩৭০, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৩২৪নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ)) . رواه البخاري .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا الكَبَائِرُ ؟ قَالَ : ((الإِشْرَاكُ بِاللهِ)) قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ((اليَمِينُ الغَمُوسُ)) قُلْتُ : وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ ؟ قَالَ: ((الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ !)) يَعنِي: بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ .

(৩৬২৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কাবীরাহ গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা। মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা, (অন্যায় ভাবে) কোন প্রাণ হত্যা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া।" *(বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০নং)*

এর অন্য বর্ণনায় আছে, জনৈক মরুবাসী নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, 'মহাপাপ কী কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক (অংশীদার স্থাপন) করা।" সে বলল, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "মিথ্যা কসম।" (সে বলল,) আমি বললাম, 'মিথ্যা কসম কী?' তিনি বললেন, "যার দ্বারা মুসলিমের মাল আত্মসাৎ করা হয়।" অর্থাৎ এমন কসম দ্বারা, যাতে সে মিথ্যাবাদী থাকে। *(৬৯২০নং)*

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

(৩৬২৭) ইমরান বিন হুসাইন ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন

এমন বিষয়ে (জেনে-শুনে) মিথ্যা কসম খেল; যে বিষয়ে কাফ্ফারা অথবা গোনাহ অনিবার্য, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নিল।” *(আবূ দাউদ ৩২৪৪নং, হাকেম ৪/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৩২নং)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ». قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا أَعَادَهَا ثَلاَثًا. قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ « الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ».

(৩৬২৮) আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ বললেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে কঠোর শাস্তি।” আমি তিনবার বললাম, ‘তারা কারা হে আল্লাহর রসূল! তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত।’ তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি পায়ের গাঁটের নিচে লুঙ্গি (ইত্যাদি) ঝুলিয়ে পরে, উপকার করে যে স্মরণ করিয়ে খোঁটা দেয়, এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যে ব্যবসায়ী তার পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে।” *(মুসলিম ৪০৮৯নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ)). وفي رواية مسلم: « الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ ».

(৩৬২৯) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “হলফ পণ্য দ্রব্য অধিক (চালু) বিক্রয় করে (কিন্তু) বর্কত বিনষ্ট করে। *(বুখারী ২০৮৭, মুসলিম ৪২০৯নং)*

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ قال قال رَسُول اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ ».

(৩৬৩০) আবূ কাতাদাহ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা ব্যবসায় অধিক কসম খাওয়া থেকে দূরে থাক, কারণ তা পণ্য দ্রব্য অধিক চলতি করে। অতঃপর (তার বর্কত বা লাভ) ধ্বংস করে।” *(মুসলিম ৪২১০নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ ».

(৩৬৩১) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা, মা-নানী বা গায়রুল্লাহর কসম খেয়ো না। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খেয়ো না এবং সত্য ছাড়া আল্লাহর নামে (মিথ্যা কসম) খেয়ো না।” *(আবূ দাউদ ৩২৫০, নাসাঈ ৩৭৬৯, সহীহুল জামে’ ৭২৪৯নং)*

গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা নিষেধ

আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টি; যেমন পয়গম্বর, কা’বা, ফিরিশ্তা, আসমান, বাপ-দাদা, জীবন, আত্মা, মাথা, রাজার জীবন, রাজার অনুগ্রহ, অমুকের কবর, আমানত প্রভৃতির কসম খাওয়া

নিষেধ। আমানতের কসম অধিকতর কঠিনভাবে নিষিদ্ধ।

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ اللّه تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً ، فَلْيَحْلِفْ بِاللّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ)) . متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ : ((فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللّهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ)) .

(৩৬৩২) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে; নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী ৬১০৮,৬৬৪৬, মুসলিম ৪৩৪৬নং)*

সহীহতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সুতরাং যে কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম না করে অথবা চুপ থাকে।" (?)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي ، وَلاَ بِآبَائِكُمْ)) . رواه مسلم

(৩৬৩৩) আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তাগূত (শয়তান ও মূর্তি)র নামে শপথ করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার নামেও না।" *(মুসলিম ৪৩৫১নং)*

وَعَنْ بُرِيدَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)). حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৩৬৩৪) বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমানতের কসম খাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আবূ দাউদ ৩২৫৫, আহমাদ ৫/৩৫২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً ، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِماً)). رواه أَبُو داود

(৩৬৩৫) উক্ত রাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কসম খেয়ে বলল যে, 'আমি ইসলাম হতে (দায়) মুক্ত।' অতঃপর যদি (তাতে) সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তেমনি হবে, যেমন সে বলেছে। আর যদি সে (তাতে) সত্যবাদী হয়, তাহলে নিখুঁতভাবে ইসলামে কখনোই ফিরতে পারবে না।" *(আবূ দাউদ ৩২৬০, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২১০০, হাকেম ৪/২৯৮, সহীহ আবূ দাউদ ২৭৯৩নং)*

(কেউ যদি কসম খেয়ে বলে যে, 'এই কাজ করলে, আমি মুসলমান নই।' অতঃপর সে তাতে মিথ্যাবাদী হয়, অর্থাৎ সেই কাজ করে ফেলে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে; যদি মনে সত্যই সেই নিয়ত করে থাকে। নচেৎ কেবল তাকীদ উদ্দেশ্য হলে মহাপাপ গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি তার কসমে সত্যবাদী হয়, অর্থাৎ সেই কাজ সে না করে, তাহলেও সে নিখুঁতভাবে ইসলামে কখনোই ফিরতে পারবে না। কারণ ইসলাম নিয়ে এরূপ কসমের খেলা বৈধ নয়।)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لاَ وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ : لاَ تَحْلِفْ

بَغَيْرِ اللهِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)) .

رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৬৩৬) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি একটি লোককে বলতে শুনলেন 'না, কা'বার কসম!' ইবনে উমার বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম খেয়ো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করে, সে কুফরী অথবা শির্ক করে।" *(আহমাদ, তিরমিযী ১৫৩৫, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/৫২, সহীহুল জামে' ৬২০৪নং)*

কোন কোন আলেমের ব্যাখ্যানুসারে শেষোক্ত বাক্যটি কঠোরতা ও কঠিন তাকীদ প্রদর্শনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বর্ণনা করা হয় যে, নবী ﷺ বলেছেন, "রিয়া শির্ক।" (যার অর্থ ছোট শির্ক।)

عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حَدَّثَ « أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلاَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِى يَتَأَلَّى عَلَىَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ».

(৩৬৩৭) জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বললেন, 'কে সে আমার উপর কসম খায় যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি অমুককেই ক্ষমা করলাম। আর তোমার আমলকে ধ্বংস করে দিলাম।" *(মুসলিম ৬৮৪৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)).

(৩৬৩৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি হলফ করে তাতে বলে 'লাত ও উয্যার (কোন গায়রুল্লাহর) কসম' সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।" *(বুখারী ৪৮৬০, মুসলিম ৪৩৪৯নং)*

দুআ ও যিক্‌র অধ্যায়
(প্রার্থনামূলক)

দুআর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং নবী ﷺ-এর কতিপয় দুআর নমুনা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر : ٦٠]

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। *(সূরা গাফের ৬০ আয়াত)*

তিনি বলেন,

{ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } [الأعراف : ٥٥]

অর্থাৎ, তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৫৫ অয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } الآية [البقرة : ١٨٦]

অর্থাৎ, আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ } [النمل : ٦٢]

অর্থাৎ, অথবা (উপাস্য) তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন। *(সূরা নাম্‌ল ৬২ আয়াত)*

وَعَنْ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩৬৩৯) নুমান বিন বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "দুআই তো ইবাদত।" *(আবু দাউদ ১৪৭৯, তিরমিযী ২৯৬৯, ইবনে মাজাহ ৩৮৭৩নং)*

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ((أَفْضَلُ العِبادَةِ الدُّعاءُ)).

(৩৬৪০) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, (আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,) "শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল দুআ।" *(হাকেম ১৮০৫, সহীহুল জামে' ১১২২নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ)).

(৩৬৪১) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট দুআ অপেক্ষা অন্য কোন জিনিস অধিক মর্যাদাপূর্ণ নয়।" *(তিরমিযী ৩৩৭০, ইবনে মাজাহ ৩৮২৯, ইবনে হিব্বান ৮৭০, হাকেম ১৮০১, সঃ তারগীব ১৬২৯নং)*

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِىٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِى مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا ».

(৩৬৪২) সালমান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর কাছে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন।" *(আবুদাউদ ১৪৯০, তিরমিযী ৩৫৫৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ)).

– وفي رواية : ((مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ)).

(৩৬৪৩) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "যে আল্লাহর কাছে দুআ বা প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।" *(আহমাদ ৯৬৯৯, তিরমিযী ৩৩৭৩, ইবনে মাজাহ ৩৮৭২নং)*

عن سلمان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ)).

(৩৬৪৪) সালমান ফারেসী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দুআ ছাড়া অন্য কিছু তকদীর রদ্দ্ (খন্ডন) করতে পারে না এবং নেক আমল ছাড়া অন্য কিছু আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে না।" *(তিরমিযী ২১৩৯, সহীহুল জামে' ৭৬৮৭নং)*

*** প্রত্যেক মানুষের আয়ু নির্ধারিত আছে তার তকদীরে। এ হাদীসের অর্থ হল, তার আয়ুতে বর্কত লাভ হয়, অল্প সময়ে অনেক সৎ কাজ করতে পারে, সে সুখী হয়। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, তার আয়ু বৃদ্ধির ব্যাপারটা সৎকর্ম সাপেক্ষ থাকে। তার তকদীরে এমন লেখা থাকে যে, সে সৎকর্ম করলে, তবে তার বয়স এত হবে। অল্লাহু আ'লাম।*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : ((اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) متفقٌ عَلَيْهِ .

زاد مسلم في روايتهِ قَالَ : وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ.

(৩৬৪৫) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর অধিকাংশ দুআ এই হত, 'আল্লাহুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুন্য়্যা হাসানাহ, অফিল আ-খিরাতে হাসানাহ, অক্বিনা আযাবান্নার।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। *(বুখারী ৬৩৮৯, মুসলিম ৭০১৬নং)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় বর্ধিত আকারে আছে, আনাস ﷺ যখন একটি দুআ করার ইচ্ছা করতেন, তখন ঐ দুআ করতেন। আবার যখন (বিভিন্ন) দুআ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তার মাঝেও ঐ দুআ করতেন।

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى ، وَالتُّقَى ، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى)) . رواه مسلم

(৩৬৪৬) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এই দুআ করতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্তুক্বা অলআফা-ফা অলগিনা।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হেদায়াত, পরহেযগারী, অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ৭০৭৯নং)*

وَعَنْ طَارِقِ بنِ أَشْيَمَ ﷺ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ

بِهَؤلاَءِ الكَلِمَاتِ : ((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي)) . رواه مسلم

وفي روايةٍ له عن طارق: أنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَقُولُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قَالَ : ((قُلْ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وارْزُقْنِي ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ)) .

(৩৬৪৭) ত্বারেক ইবনে আশ্য়্যাম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে নবী ﷺ তাকে নামায শিখাতেন। তারপর তাকে এই দুআ পাঠ করতে আদেশ করতেন, 'আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী, অরহামনী, অহদিনী, অ আ-ফিনী, অরযুক্বনী।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং আমাকে জীবিকা দাও। *(মুসলিম ৭০২৫-৭০২৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ত্বারেক নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁর নিকটে একটি লোক এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! যখন আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব, তখন কী বলব?' তখন তিনি বললেন, "বল, 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী---।' কারণ, এই শব্দগুলিতে তোমার ইহকাল-পরকাল উভয়ই শামিল রয়েছে।"

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)) . رواه مسلم

(৩৬৪৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মা মুসার্রিফাল ক্বুলূবি স্বার্রিফ ক্বুলূবানা আলা ত্বা-আ'তিক।'

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর। *(মুসলিম ৬৯২১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوْءِ القَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ)). متفق عَلَيْهِ

وفي روايةٍ قَالَ سُفيَانُ : أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا .

(৩৬৪৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে বল, '(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা) মিন জাহদিল বালা-ই অদারাকিশ শাক্বা-ই অসূইল ক্বাযা-ই অশামা-তাতিল আ'দা-'।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরবস্থা (অল্প ধনে জনের আধিক্য), দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি। *(বুখারী ৬৩৪৭, ৬৬১৬, মুসলিম ৭০৫২নং)*

এক বর্ণনায় সুফিয়ান বলেছেন, 'আমার সন্দেহ হয় যে, ঐ কথাগুলির মধ্যে একটি কথা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি।'

وَعَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتي فِيهَا مَعَادِي ، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً

لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ)) . رواه مسلم

(৩৬৫০) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মা আস্বলিহ লী দীনিয়াল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী, অ আস্বলিহ লী দুন্য়্যা-য়্যাল্লাতী ফীহা মাআ-শী, অ আস্বলিহ লী আ-খিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মাআ-দী। অজআলিল হায়া-তা যিয়া-দাতাল লী ফী কুল্লি খাইর্। অজআলিল মাউতা রা-হাতাল লী মিন কুল্লি শার্র্।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে শুধ্রে দাও, যা আমার সকল কর্মের হিফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে শুধ্রে দাও, যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে শুধ্রে দাও, যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধি কর এবং মওতকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে আরামদায়ক কর। *(মুসলিম ৭০৭৮নং)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قُلْ : اَللَّهُمَّ اهْدِنِي ، وَسَدِّدْنِي)).

وفي رواية : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالسَّدَادَ)) . رواه مسلم

(৩৬৫১) আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি বল, 'আল্লাহুম্মাহদিনী অসাদ্দিদনী।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত কর ও সোজাভাবে রাখ।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অস্সাদা-দ' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত ও সরল পথ কামনা করছি। *(মুসলিম ৭০৮৬-৭০৮৭নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ ، وَالكَسَلِ ، وَالجُبْنِ ، وَالهَرَمِ ، وَالبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ)) .

وفي رواية : ((وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)) . رواه مسلم

(৩৬৫২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজ্যি অল-কাসালি অল-জুব্নি অল-হারামি অল-বুখ্ল, অ আউযু বিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি, অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্য়্যা অল-মামাতি, (অ য়্বালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল।)'

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, স্থবিরতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় কামনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে (এবং ঋণের ভার ও মানুষের প্রতাপ থেকে)। *(বুখারী ২৮২৩, মুসলিম ৭০৪৮নং)*

'অ য়্বালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল।' অপর বর্ণনায় (যুক্ত) আছে। *(বুখারী ৬৩৬৯নং)*

وَعَنْ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ : أَنَّه قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلاَتِي ، قَالَ : ((قُلْ : اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ)). متفق عَلَيْهِ

وفي رواية : ((وَفِي بَيتِيْ)) وَرُوِيَ : ((ظُلماً كَثِيراً)) وَرُوِي : ((كَبِيراً)) بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة ؛ فينبغي أنْ يجمع بينهما فيقال : كَثِيراً كَبِيراً .

(৩৬৫৩) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, 'আমাকে এমন দুআ শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি আমার নামাযে প্রার্থনা করব।' তিনি বললেন, "তুমি বল, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাঁউ অলা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম। *(বুখারী ৮৩৪, মুসলিম ৭০৪৪নং)*

এক বর্ণনায় আছে, '(যা দিয়ে আমি আমার নামাযে) এবং আমার ঘরে (প্রার্থনা করব।)' 'যুলমান কাসীরান'-এর স্থলে কোন কোন বর্ণনায় 'যুলমান কাবীরান'ও বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং উচিত হল, উভয় বর্ণনা একত্র করে 'যুলমান কাসীরান কাবীরান' বলা।

وَعَنْ أَبي مُوسَى ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ : أَنَّه كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : ((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي ؛ وَخَطَئِي وَعَمْدِي ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)). متفق عَلَيْهِ

(৩৬৫৪) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এই দুআ পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মাগফির লী খাত্বীআতী অজাহলী অইসরা-ফী ফী আমরী, অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আল্লা-হুম্মাগফির লী জিদ্দী অহাযলী অখাত্বাঈ অআম্‌দী, অকুল্লু যা-লিকা ইন্দী। আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্‌খিরু অআন্তা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ, মূর্খামি, কর্মে সীমালংঘনকে এবং যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান, তা আমার জন্য ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ গো! তুমি আমার অযথার্থ ও যথার্থ, অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃতভাবে করা পাপসমূহকে মার্জনা করে দাও। আর এই প্রত্যেকটি পাপ আমার আছে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমিই অগ্রসরকারী ও তুমিই পশ্চাদপদকারী এবং তুমি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। *(বুখারী ৬৩৯৮, মুসলিম ৭০৭৬নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ)) . رواه مسلم

(৩৬৫৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ নিজ দুআতে এই শব্দগুলি বলতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি মা আমিলতু অ মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (অথবা অপরের কৃত পাপের ব্যাপক শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) *(মুসলিম ৭০৭০নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ مِن دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ)) . رواه مسلم

(৩৬৫৬) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর একটি দুআ ছিল,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়া-লি নি'মাতিকা অতাহাউবুলি আ-ফিয়াতিকা অফাজআতি নিক্বমাতিকা অজামী-ই সাখাত্বিক।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের অপসরণ, নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন, আকস্মিক পাকড়াও এবং যাবতীয় অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ৭১২০নং)*

وَعَنْ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ ، وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ ، وَعَذَابِ القَبْرِ ، اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّها أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ؛ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجابُ لَهَا)) .رواه مسلم

(৩৬৫৭) যায়েদ ইবনে আরক্বাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ পাঠ করতেন,

"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজ্যি অলকাসালি অলবুখ্লি অলহারামি অ আযা-বিল ক্বাব্র্। আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফসী তাক্বওয়া-হা অযাক্কিহা আন্তা খাইরু মান যাক্কা-হা, আন্তা অলিয়্যুহা অমাউলা-হা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইলমিল লা য়্যানফা', অমিন ক্বালবিল লা য়্যাখশা', অমিন নাফসিল লা তাশবা', অমিন দা'ওয়াতিল লা য়্যুস্তাজা-বু লাহা।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইলম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা বিনয়ী হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা কবুল হয় না। *(মুসলিম ৭০৮১নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وإِلَيْكَ حَاكَمْتُ . فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ، وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، أنتَ المُقَدِّمُ ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، لا إلهَ إلاَّ أنْتَ)) . زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : ((وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ باللهِ)). متفق عَلَيْهِ

(৩৬৫৮) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআটি পড়তেন,

‘আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু, অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু, অ ইলাইকা আনাবতু, অবিকা খা-স্বামতু অ ইলাইকা হা-কামতু ফাগ্‌ফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ’লানতু আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অআন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা (অলা হাওলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।)’

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপরেই ঈমান (বিশ্বাস) রেখেছি, তোমার উপরেই ভরসা করেছি, তোমার দিকে অভিমুখী হয়েছি, তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি, তোমারই নিকট বিচার প্রার্থী হয়েছি। অতএব তুমি আমার পূর্বের, পরের, গুপ্ত ও প্রকাশ্য পাপকে মাফ করে দাও। তুমিই অগ্রসরকারী ও তুমিই পশ্চাদপদকারী। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। (কোন কোন বর্ণনাকারীর বর্ধিত বর্ণনা) আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার ও সৎকাজ করার (নড়া-সরার) সাধ্য নেই। *(বুখারী ১১২০, মুসলিম ১৮৪৪নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدعُو بِهَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الغِنَى وَالفَقْرِ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن صحيح)) ؛ وهذا لفظ أَبي داود .

(৩৬৫৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এই শব্দাবলী যোগে দুআ করতেন,

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন্নারি অআযাবিন্নারি, অমিন শার্রিল গিনা অলফাক্বর।’

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের ফিতনা থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে এবং ধনবত্তা ও দারিদ্র্যের মন্দ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবূ দাউদ ১৫৪৫, তিরমিযী ৩৪৯৫, হাসান সহীহ, এশব্দগুলি আবূ দাউদের)*

وَعَنْ زِيَادِ بنِ عِلاَقَةَ عَن عَمِّهِ ، وَهُوَ قُطْبَةُ بنُ مالِكٍ ﷺ ، قَالَ : كَان النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ، وَالأَعْمَالِ ، والأَهْوَاءِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(৩৬৬০) যিয়াদ ইবনে ইলাক্বাহ স্বীয় চাচা কুত্ববাহ ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ এই দুআ পড়তেন, “আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্বি অলআ’মা-লি অলআহওয়া-’।”

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। *(তিরমিযী ৩৫৯১নং, হাসান)*

وَعَنْ شَكَلِ بنِ حُمَيدٍ ﷺ قَالَ : قُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، علِّمْنِي دُعَاءً ، قَالَ : ((قُلْ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৬৬১) শাকাল ইবনে হুমাইদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন।’ তিনি বললেন, “বল,

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি সাম্য়ী, অমিন শার্রি বাস্বারী, অমিন শার্রি লিসানী, অমিন শার্রি ক্বালবী, অমিন শার্রি মানিইয়্যী।”

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট আমার কর্ণ, চক্ষু, রসনা, অন্তর এবং বীর্য (যৌনাঙ্গে)র অনিষ্ট থেকে শরণ চাচ্ছি। *(আবূ দাউদ ১৫৫৩, তিরমিযী ৩৪৯২নং, হাসান)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ ، وَالجُنُونِ ، وَالجُذَامِ، وَسَيِّيءِ الأَسْقَامِ)) . رواه أَبُو داود بإسناد صحيحٍ

(৩৬৬২) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এই দুআ পড়তেন, ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারাস্বি অলজুনূনি অলজুযা-মি অমিন সাইয়্যিইল আসক্বা-ম।’

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবূ দাউদ ১৫৫৬নং, বিশুদ্ধ সানাদ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ منَ الخِيَانَةِ ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ)) . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৩৬৬৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুআটি পাঠ করতেন, ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল জূ-’, ফাইন্নাহু বি’সায্ য়্বাজী-’। অ আউযু বিকা মিনাল খিয়ানাহ, ফাইন্নাহা বি’সাতিল বিত্বা-নাহ।’

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট শয়ন-সাথী। আর আমি খেয়ানত থেকেও পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট সহচর। *(আবূ দাউদ ১৫৪৯নং, বিশুদ্ধ সানাদ)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ : أَنَّ مُكَاتِباً جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي ، قَالَ : ألاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْناً أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قُلْ: ((اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(৩৬৬৪) আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, একজন ‘মুকাতিব’ (লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কৃতদাস) তাঁর নিকট এসে নিবেদন করল, ‘আমি আমার নির্ধারিত অর্থ দিতে অপারগ, অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন।’ (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, ‘তোমাকে কি এমন দুআ শিখিয়ে দিব না, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর পর্বত সমপরিমাণ ঋণও থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ ক’রে দেবেন। বল, ‘আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফায্লিকা আন্মান সিওয়া-ক।’

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর। *(তিরমিযী ৩৫৬৩, হাসান)*

وَعَنْ أَبِي الفَضلِ العَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللهَ تَعَالَى، قَالَ : ((سَلوا اللهَ العَافِيَةَ)) فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً

أَسْأَلُهُ اللهَ تَعَالَى ، قَالَ لِي : ((يَا عَبَّاسُ ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ ، سَلُوا اللهَ العَافِيَةَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

(৩৬৬৫) আবূল ফায্ল আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দান করুন, যা মহান আল্লাহর কাছে চেয়ে নেব।' তিনি বললেন, "আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাও।" অতঃপর আমি কিছুদিন থেমে থাকার পর পুনরায় এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেব।' তিনি আমাকে বললেন, "হে আব্বাস! হে আল্লাহর রসূলের চাচা! আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা কর।" *(তিরমিযী ৩৫১৪, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ شَهْرِ بنِ حَوشَبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ ، مَا كَانَ أَكثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِذَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : ((يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৬৬৬) শাহ্র ইবনে হাওশাব হতে ﷺ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)কে বললাম, হে মু'মিন জননী! আল্লাহর রসূল যখন আপনার নিকট অবস্থান করতেন, তখন কোন্ দুআ তিনি অধিক মাত্রায় পাঠ করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ এই দুআ পড়তেন, 'ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবি ষাব্বিত ক্বালবী আলা দীনিক।' অর্থাৎ, হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। *(তিরমিযী ৩৫২২নং, হাসান)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلِظُّوا بِـ (يَاذا الجَلَالِ والإكْرامِ))). رواه الترمذي، ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامرٍ الصحابي، قَالَ الحاكم: ((حديث صحيح الإسناد))

(৩৬৬৭) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ইয়া যাল জালালি অলইকরাম!' বাক্যটি আবশ্যিকভাবে বড্ড গুরুত্ব দাও।" *(তিরমিযী ৩৫২৪, নাসায়ী সাহাবী রাবীআহ বিন আমের থেকে বর্ণনা করেছেন ৭৭১৬নং, হাকেম বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ ১৮৩৬নং)*

ক্ষমাপ্রার্থনামূলক নির্দেশাবলী

ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ ও তার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } [محمد: ١٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَاسْتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً } [النساء : ١٠٦]

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ১০৬ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً } [النصر : ٣]

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবা গ্রহণকারী। *(সূরা নাস্‌র ৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّات } إِلَى قَوْلِهِ – عز وجل – : { وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ }

অর্থাৎ, যারা সাবধান (পরহেযগার) হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করেছি; অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।' যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দানশীল এবং রাত্রির শেষাংশে ক্ষমাপ্রার্থী। *(সূরা আলে ইমরান ১৫-১৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَحِيماً } [النساء : ١١٠]

অর্থাৎ, আর যে কেউ মন্দ কার্য করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে, কিন্তু পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুরূপে পাবে। *(সূরা নিসা ১১০ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } [الأنفال : ٣٣]

অর্থাৎ, আল্লাহ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। *(সূরা আনফাল ৩৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [آل عمران : ١٣٥]

অর্থাৎ, যারা কোন অশ্লীল কাজ ক'রে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) করে ফেলে তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৫ আয়াত)*

এ প্রসঙ্গে আরো বিদিত বহু আয়াতসমূহ রয়েছে।

وَعَنْ الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لأَسْتَغفِرُ اللّهَ فِي

الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ)) . رواه مسلم

(৩৬৬৮) আগার্র মুযানী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে নিমেষভর বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেহেতু আমি দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই।" *(মুসলিম ৭০৩৩নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَومِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً)). رواه البخاري

(৩৬৬৯) আবূ হুরাইরা ﷺ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহর শপথ! আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তর বারেরও বেশি ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও তাওবাহ করে থাকি।" *(বুখারী ৬৩০৭নং)*

وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ، لَذَهَبَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ)). رواه مسلم

(৩৬৭০) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন আছে! যদি তোমরা পাপ না কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে (তোমাদের পরিবর্তে) এমন এক জাতি আনয়ন করবেন, যারা পাপ করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম ৭১৪১নং)*

** (এ হাদীস দ্বারা পাপ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব ব্যক্ত করা হয়েছে। পাপ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়নি। কেননা, মানুষ মাত্রই ভুলে জড়িত। তাই ভুলে জড়িত হয়ে পড়লে আবশ্যিকরূপে ক্ষমা চাওয়া কর্তব্য।)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِئَةَ مَرَّةٍ : ((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)) . رواه أبو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح غريب))

(৩৬৭১) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একই মজলিসে বসে নবী ﷺ-এর (এই ইস্তিগফারটি) পাঠ করা অবস্থায় একশো বার পর্যন্ত গুণতাম,

'রাব্বিগ্‌ফির লী অতুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাউওয়াবুর রাহীম।'

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আমার তওবা কবূল কর, নিশ্চয় তুমি অতিশয় তওবাহ কবূলকারী দয়াবান। *(আবূ দাউদ ১৫১৮, তিরমিযী ৩৪৩৪নং, হাসান সহীহ গারীব)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُومُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ)) . رواه أبو داود والترمذي والحاكم ، وقال : ((حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم))

(৩৬৭২) ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি

এ দুআ পড়বে,

'আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূমু অ আতূবু ইলাইহ্‌।'

অর্থাৎ, আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করছি।

সে ব্যক্তির পাপরাশি মার্জনা করা হবে; যদিও সে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে (যাওয়ার পাপ করে) থাকে।" *(আবূ দাঊদ ১৫১৯নং, তিরমিযী ৩৫৭৭, হাকেম ১৮৮৪নং; ইনি বলেন, হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তাধীনে বিশুদ্ধ)*

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ)) . رواه البخاري

(৩৬৭৩) শাদ্দাদ ইবনে আউস ﷺকর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সায়্যিদুল ইস্তিগফার (শ্রেষ্ঠতম ক্ষমা প্রার্থনার দুআ) হল বান্দার এই বলা যে,

'আল্লা-হুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী, অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা আহ্‌দিকা অ অ'দিকা মাসতাত্বা'তু, আঊযুবিকা মিন শার্রি মা স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা অ আবূউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্ত।'

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

যে ব্যক্তি দিনে (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দুআটি পড়বে অতঃপর সে সেই দিনে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (সন্ধ্যায়) এ দুআটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়বে অতঃপর সে সেই রাতে ভোর হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, তাহলে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" *(বুখারী ৬৩০৬, ৬৩২৩নং)*

وَعَنْ ثَوبَانَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ، اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاَثاً وَقَالَ : ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ)) قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ ـ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ – : كَيفَ الاِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ . رواه مسلم

(৩৬৭৪) ষাওবান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নামাযান্তে সালাম ফিরে তিনবার ইস্তিগফার ক'রে এই দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিন্‌কাস সালা-ম,

তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম।’

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব!

এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমাম আওযায়ীকে প্রশ্ন করা হল, ইস্তিগফার কিভাবে হবে? তিনি বললেন, ‘বলবে, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ।’ (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।) *(মুসলিম ১৩৬২নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ : ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، أَسْتَغفِرُ اللهَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ)). متفق عليه

(৩৬৭৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর আগে এই দুআটি অধিকমাত্রায় পড়তেন,

‘সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ।’

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর নিকট তওবাহ করছি। *(মুসলিম ১১১৬নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي ، غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً ، لأَتَيْتُكَ بِقُرابِهَا مَغْفِرَةً)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৬৭৬) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে আদম সন্তান! যখন তুমি আমাকে ডাকবে ও আমার ক্ষমার আশা রাখবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন; আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করব; আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর; কিন্তু আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না ক’রে থাক, তাহলে পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আমি তোমার নিকট উপস্থিত হব।” *(তিরমিযী ৩৫৪০নং, হাসান সূত্রে)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي)).

(৩৬৭৭) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয় শয়তান বলেছে, ‘আপনার ইয্যতের কসম হে রব! আমি তোমার বান্দাদিগকে অবিরামভাবে ভ্রষ্ট করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেহের মধ্যে তাদের প্রাণ অবশিষ্ট থাকবে।’ রব বলেছেন, ‘আর আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম! আমি অবিরামভাবে তাদেরকে ক্ষমা

করতে থাকব, যতক্ষণ তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।' *(আহমাদ ১১২৩৭, হাকেম ৭৬৭২নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)). قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : ((تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِيْ لُبٍّ مِنْكُنَّ)). قَالَتْ: مَا نُقْصَانُ العَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ : ((شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَتَمْكُثُ الأَيَّامَ لاَ تُصَلِّي)). رواه مسلم

(৩৬৭৮) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ (মহিলাদেরকে সম্বোধন ক'রে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" একজন মহিলা নিবেদন করল, 'আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।" মহিলাটি আবার নিবেদন করল, 'বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কী?' তিনি বললেন, "দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।" *(মুসলিম ২৫০নং)*

وَعَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ سَرْجِسَ ﷺ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، غَفَرَ اللّهُ لَكَ ، قَالَ : ((وَلَكَ)) . قَالَ عَاصِمٌ : فَقُلْتُ لَهُ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكَ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ} [محمد: ١٩]. رواه مسلم

(৩৬৭৯) আস্বেম আহওয়াল হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে সার্জিস ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দুআ ক'রে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।' তিনি বললেন, "আর তোমাকেও (আল্লাহ ক্ষমা করুন)।" আস্বেম বলেন, আমি আব্দুল্লাহকে প্রশ্ন করলাম, 'আল্লাহর রসূল ﷺ কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আর তোমার জন্যও তো।' অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ ঃ "(হে নবী!) তুমি নিজের জন্য ও মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত, মুসলিম ৬২৩৪নং)*

যিক্‌র তথা আল্লাহকে স্মরণ করার ফযীলত ও তার প্রতি উৎসাহ দান

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَلذِكْرُ اللهِ أكْبَرُ } [العنكبوت : ٤٥]

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। *(সূরা আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ فَاذْكُرُونِي أذْكُرْكُمْ } [البقرة : ١٥٢]

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। *(সূরা বাক্বারা ১৫২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ بِالغُدُوِّ والآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَافِلِينَ } [الأعراف : ٢٠٥]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং তুমি উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না। *(সূরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [الجمعة : ١٠]

অর্থাৎ, আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমআহ ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ إنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ } ... إلَى قَوْله تَعَالَى : { وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأجْرَاً عَظِيماً } [الأحزاب : ٣٥]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) নারী, **আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী**---এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। *(সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأصِيلاً } [الأحزاب: ٤١– ٤٢]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(সূরা আহযাব ৪১-৪২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ)) . رواه البخاري . ورواه مسلم فَقَالَ : ((مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ ، وَالبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ ، مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ)) .

(৩৬৮০) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে আল্লাহর যিক্র করে আর যে যিক্র করে না, উভয়ের উদাহরণ মৃত ও জীবন্ত মানুষের মত।" *(বুখারী ৬৪০৭নং)*

মুসলিম এটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "যে ঘরে আল্লাহর যিক্র করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহর যিক্র করা হয় না, উভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।" *(১৮৫৯নং)*

عن الْحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ ، أَنْ يَعْمَلَ بِهَا ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى : إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا ، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ ، وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ ، فَقَالَ يَحْيَى : أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي ، أَوْ أُعَذَّبَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَامْتَلأَ الْمَسْجِدُ ، وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ : ....وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا ، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ ..... وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا ، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ.

(৩৬৮১) হারেষ আশআরী কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সুবহানাহু অতাআলা য়্যাহয়্যা বিন যাকারিয়া ﷺ-কে পাঁচটি বাক্য দিয়ে তার উপর আমল করতে এবং বানী ইস্রাঈলকে আমল করতে আদেশ দিতে বললেন। অতঃপর তিনি সে ব্যাপারে প্রায় দেরী করে ফেলেছিলেন। সুতরাং ঈসা ﷺ তাঁকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে পাঁচটি বাক্য দিয়ে তার উপর আমল করতে এবং বানী ইস্রাঈলকে আমল করতে আদেশ দিতে বলেছেন। অতএব আপনি কি তাদেরকে আদেশ করবেন, নাকি আমি তাদেরকে আদেশ করব?' য়্যাহয়্যা বললেন, 'আমার ভয় হয়, আপনি আমার আগে বললে আমাকে মাটিতে ধসিয়ে দেওয়া হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে।' সুতরাং য়্যাহয়্যা বায়তুল মাক্বদিসে লোকেদেরকে জমা করলেন। মসজিদ ভরে গেলে লোকেরা উঁচু জায়গাতেও বসল। অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঁচটি বাক্য দিয়ে তার উপর আমল করতে এবং তোমাদেরকে আমল করতে আদেশ দিতে বলেছেন।' উক্ত বাক্যাবলীর পঞ্চম বাক্য ছিল, "আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহর যিক্র কর। যেহেতু এর উপমা হল সেই ব্যক্তির মতো, যার পশ্চাতে শত্রু ত্রস্তপদে ধাওয়া করেছে। পরিশেষে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে এসে নিজেকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছে। অনুরূপই আল্লাহর যিক্র ছাড়া বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।" *(আহমাদ ১৭৩০২, তিরমিযী ২৮৬৩, নাসাঈর কুবরা ৮৮১৫, সঃ জামে' ১৭২৪নং)*

উক্ত হাদীসেই আছে, "আর আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন নামাযের। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড়বে, তখন অন্যমনস্ক হয়ো না। যেহেতু আল্লাহ নিজের চেহারা নামাযে নিজ বান্দার চেহারার সাথে স্থির রাখেন, যতক্ষণ সে অন্যমনস্ক হয় না।"

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ)). متفق عَلَيْهِ

(৩৬৮২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। (অর্থাৎ, সে যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার তওবা কবুল করবেন, বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহলে তাই করি।) আর আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সুতরাং সে যদি তার মনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি, সে যদি কোন সভায় আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের (ফিরিশ্তাদের) সভায় স্মরণ করি।" *(বুখারী ৭৪০৫, মুসলিম ৬৯৮১, ৭০০৮নং)*

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ)) قَالُوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ)) . رواه مسلم

(৩৬৮৩) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুফার্রিদগণ অগ্রগমন করেছে।" সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, 'মুফার্রিদ' কারা, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "অতিমাত্রায় আল্লাহকে স্মরণকারী নর ও নারী।" *(মুসলিম ৬৯৮৪নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ : ((لاَ يَزالُ لِسَانُكَ رَطباً مِنْ ذِكْرِ اللهِ)) . رواه الترمذي ، وقال: ((حديث حسن))

(৩৬৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ইসলামী বিধান তো আমার ক্ষেত্রে অনেক বেশী। সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি কাজ বলে দিন, যেটাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারি।' তিনি বললেন, "আল্লাহর যিক্‌রে তোমার রসনা যেন সর্বদা সিক্ত থাকে।" *(তিরমিযী ৩৩৭৫নং, হাসান)*

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: ((أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ)).

(৩৬৮৫) একদা মুআয বিন জাবাল ﷺ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?' উত্তরে তিনি বললেন, "আজীবন আল্লাহর যিক্‌রে তোমার জিভ ভিজে থাকা।" (ত্বাবারানী ১৬৬০৭, বায্‌যার, সঃ তারগীব ১৪৯২নং)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟)) قَالَوا : بَلَى ، قَالَ : ((ذِكرُ اللهِ تَعَالَى)) . رواه

الترمذي ، قَالَ الحاكم أَبُو عبد الله : ((إسناده صحيح))

(৩৬৮৬) আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা সবার চেয়ে বেশি বৃদ্ধিকারী, সোনা-চাঁদি দান করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়।" সকলে বলল, 'অবশ্যই বলে দিন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার যিক্র।" *(তিরমিযী ৩৩৭৭, হাকেম ১৮২৫, আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম বলেছেন, এর সানাদ সহীহ, সহীহুল জা-মে'২৬২৯নং)*

عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ)).

(৩৬৮৭) ইমরান বিন হুস্বাইন কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ আবেদ হবে প্রশংসাকারিগণ।" *(ত্বাবারানী ১৪৬৭৩, সিঃ সহীহাহ ১৫৮৪নং)*

وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد)).

(৩৬৮৮) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ধীর-স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং জলদিবাজি শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহর চেয়ে বেশি ওজর কবুল করার কেউ নেই। আর প্রশংসার চেয়ে অধিক প্রিয় আল্লাহর কাছে অন্য কিছু নয়।" *(আবূ য়্যালা, সঃ তারগীব ১৫৭২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

(৩৬৮৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহর এমন ৯৯টি এক কম একশটি নাম রয়েছে, যে কেউ তা (দুআতে) গণনা করবে (বা মুখস্ত ক'রে তার অর্থ ও দাবী অনুযায়ী আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী ২৭৩৬, ৭৩৯২, মুসলিম ৬৯৮৬নং)*

আল্লাহর যিক্র সর্বাবস্থায়

দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ওযূহীন ও (বীর্যপাত বা সঙ্গমজনিত) অপবিত্র অবস্থায় এবং মহিলাদের মাসিক অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করা যায়। অবশ্য (বীর্যপাত বা সঙ্গমজনিত) অপবিত্র অবস্থায় এবং মহিলাদের মাসিক অবস্থায় কুরআন পাঠ বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ } [آل عمران : ١٩٠ ، ١٩١]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী

লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে। *(সূরা আলে ইমরান ১৯০-১৯১ আয়াত)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رواهُ مسلم

(৩৬৯০) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ সর্বক্ষণ (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিক্‌র করতেন।' *(বুখারী ছিন্ন সনদে, মুসলিম ৮৫২নং)*

যিক্‌রের মজলিসের ফযীলত

এবং উক্ত মজলিসে অংশগ্রহণ করা উত্তম আর বিনা ওজরে তা ছেড়ে চলে যাওয়া নিষেধ। আল্লাহ বলেছেন,

{ واصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ }

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখ, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে থাকে এবং তুমি তাদের নিকট হতে স্বীয় দৃষ্টি ফিরায়ো না। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ للهِ تَعَالَى مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ – عَزَّ وَجَلَّ – ، تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِم إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ – وَهُوَ أَعْلَم – : مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالَ : يَقُولُون : يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، ويُمَجِّدُونَكَ ، فيَقُولُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ فيَقُولُونَ : لاَ وَاللهِ مَا رَأَوْكَ . فَيَقُولُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟! قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً ، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً . فَيَقُولُ : فَمَاذَا يَسْأَلُونَ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ . قَالَ : يَقُولُ : وَهَل رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا . قَالَ : يَقُولُ : فَكَيفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً . قَالَ : فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ ؟ قَالَ : يَقُولُون : يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ ؛ قَالَ : فيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لاَ وَاللهِ مَا رَأَوْهَا . فيَقُولُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟! قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً ، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً . قَالَ : فيَقُولُ : فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم ، قَالَ : يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ : فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ ، إنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ ، قَالَ : هُمُ الجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ)) . متفق عَلَيْهِ

(৩৬৯১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহর কিছু ফিরিশ্তা আছেন, যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে-ফিরে আহলে যিক্‌র খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহর যিক্‌ররত অবস্থায় পেয়ে যান, তখন তাঁরা একে অপরকে আহবান ক'রে বলতে থাকেন, 'এস তোমাদের প্রয়োজনের দিকে।' সুতরাং তাঁরা (সেখানে উপস্থিত হয়ে) তাদেরকে নিজেদের ডানা দ্বারা নিচের আসমান পর্যন্ত বেষ্টিত ক'রে

ফেলেন। অতঃপর তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার বান্দারা কী বলছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, আপনার মহত্ত্ব বর্ণনা করছে, আপনার প্রশংসা ও গৌরব বয়ান করছে।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি আমাকে দেখেছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, 'কী হত, যদি তারা আমাকে দেখত?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'যদি তারা আপনাকে দেখত, তাহলে আরো বেশী বেশী ইবাদত, গৌরব বর্ণনা ও তসবীহ করত।' আল্লাহ বলেন, 'কী চায় তারা?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা আপনার কাছে বেহেশ্ত্ চায়।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি বেহেশ্ত্ দেখেছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, 'কী হত, যদি তারা তা দেখত?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা তা দেখলে তার জন্য আরো বেশী আগ্রহান্বিত হত। আরো বেশী বেশী তা প্রার্থনা করত। তাদের চাহিদা আরো বড় হত।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কী থেকে পানাহ চায়?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা দোযখ থেকে পানাহ চায়।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি দোযখ দেখেছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, 'কী হত, যদি তারা তা দেখত?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা তা দেখলে বেশী বেশী করে তা হতে পলায়ন করত। বেশী বেশী ভয় করত।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাদেরকে মাফ ক'রে দিলাম।' ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, 'কিন্তু ওদের মধ্যে অমুক ওদের দলভুক্ত নয়। সে আসলে নিজের কোন প্রয়োজনে সেখানে এসেছে।' আল্লাহ বলেন, '(আমি তাকেও মাফ করে দিলাম! কারণ,) তারা হল এমন সম্প্রদায়, যাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত (হতভাগা) থাকে না।" *(আহমাদ ৭৩৭৬, বুখারী ৬৪০৮, মুসলিম ৭০১৫, তিরমিযী ৩৬০০নং)*

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِساً فِيهِ ذِكْرٌ ، قَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعدُوا إِلَى السَّمَاءِ ، فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – – وَهُوَ أَعْلَمُ – : مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ : يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيُهَلِّلُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ . قَالَ : وَمَاذَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ . قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا : لاَ ، أَيْ رَبِّ . قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟! قَالُوا : وَيَستَجِيرُونَكَ . قَالَ : وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِي ؟ قَالُوا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟! قَالُوا : وَيَسْتَغفِرُونَكَ ؟ فيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا ، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قَالَ : فيَقُولُونَ : رَبِّ فِيهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ . فيَقُولُ : وَلهُ غَفَرْتُ ، هُمُ القَومُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ)) .

(৩৬৯২) মুসলিমের আবূ হুরাইরা কর্তৃক এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহর অতিরিক্তি কিছু ভ্রাম্যমান ফিরিশ্তা আছেন, যাঁরা যিক্‌রের মজলিস খুঁজতে থাকেন।

অতঃপর যখন কোন এমন মজলিস পেয়ে যান, যাতে আল্লাহর যিক্‌র হয়, তখন তাঁরা সেখানে বসে যান। তাঁরা পরস্পরকে ডানা দিয়ে ঢেকে নেন। পরিশেষে তাঁদের ও নিচের আসমানের মধ্যবর্তী জায়গা পরিপূর্ণ ক'রে দেন। অতঃপর লোকেরা মজলিস ত্যাগ করলে তাঁরা আসমানে উঠেন। তখন আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল অধিক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা থেকে এলে?' তাঁরা বলেন, 'আমরা পৃথিবী থেকে আপনার এমন কতকগুলি বান্দার নিকট থেকে এলাম, যারা আপনার তাসবীহ, তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পড়ে এবং আপনার নিকট প্রার্থনা করে।' তিনি বলেন, 'তারা আমার নিকট কী প্রার্থনা করে?' তাঁরা বলেন, 'তারা আপনার নিকট আপনার জান্নাত প্রার্থনা করে।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' তাঁরা বলেন, 'না, হে প্রতিপালক!' তিনি বলেন, 'কেমন হত, যদি তারা আমার জান্নাত দেখত?' তাঁরা বলেন, 'তারা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে।' তিনি বলেন, 'তারা আমার নিকট কি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে?' তাঁরা বলেন, 'আপনার জাহান্নাম থেকে, হে প্রতিপালক!' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে?' তাঁরা বলেন, 'না।' তিনি বলেন, 'কেমন হত, যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখত?' তাঁরা বলেন, 'আর তারা আপনার নিকট ক্ষমা চায়।' তিনি বলেন, 'আমি তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিলাম, তারা যা প্রার্থনা করে তা দান করলাম এবং যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা থেকে আশ্রয় দিলাম।' তাঁরা বলেন, 'হে প্রতিপালক! ওদের মধ্যে অমুক পাপী বান্দা এমনি পার হতে গিয়ে তাদের সাথে বসে গিয়েছিল।' তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা ক'রে দিলাম! কারণ তারা সেই সম্প্রদায়, তাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত হয় না।' *(মুসলিম ৭০১৫নং)*

وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((لاَ يَقْعُدُ قَومٌ يَذْكُرُوْنَ اللّهَ – عَزَّ وَجَلَّ – إِلاَّ حَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ؛ وَذَكَرَهُمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ)) . رواه مسلم

(৩৬৯৩) আবূ হুরাইরা ﷺ ও আবূ সাঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার যিক্‌রে রত হয়, তখনই তাদেরকে ফিরিশ্তাবর্গ ঢেকে নেন, তাদেরকে রহমত আচ্ছন্ন করে নেয়, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন।" *(মুসলিম ৭০৩০নং)*

وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ الحَارِثِ بنِ عَوفٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ ؛ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً . فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ : أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللّهِ فَآوَاهُ اللّهُ إِلَيْهِ . وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ ، فَأَعْرَضَ ، فَأَعْرَضَ

اللّهُ عَنْهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৬৯৪) আবূ ওয়াক্বেদ হারেষ ইবনে আওফ ﷺ হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মসজিদে বসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও ছিল। ইতিমধ্যে তিনজন লোক আগমন করল। তাদের মধ্যে দু'জন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হল এবং একজন চলে গেল। নবাগত দু'জন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের একজন সভার মধ্যে ফাঁক দেখে সেখানে বসে পড়ল। আর অপরজন সভার পিছনে বসে গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তি পিঠ ঘুরিয়ে প্রস্থান করল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অবসর পেলেন, তখন বললেন, "তোমাদেরকে তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না কি? তাদের একজন তো আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করল, ফলে আল্লাহ তাকে আশ্রয় দান করলেন। আর দ্বিতীয়জন সে (সভার মধ্যে ঢুকে বসতে) লজ্জাবোধ করল, বিধায় আল্লাহও তাঁর ব্যাপারে লজ্জাশীলতা প্রয়োগ (ক'রে তাকে রহম) করলেন। আর তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিল, বিধায় আল্লাহও তার দিক থেকে বিমুখ হয়ে গেলেন।" *(বুখারী ৬৬, ৪৭৪, মুসলিম ৫৮-১০নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةَ ﷺ عَلَى حَلْقَةٍ فِي المَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ . قَالَ : آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟ قَالُوا : مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ : أَمَّا إِنِّي لَمْ اسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثاً مِنِّي : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : ((مَا أَجْلَسَكُمْ ؟)) قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا . قَالَ : ((آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟)) قَالُوا : وَاللّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ . قَالَ : ((أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللّهَ يُبَاهِي بِكُمُ المَلاَئِكَةَ)) . رواه مسلم

(৩৬৯৫) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআবিয়াহ ﷺ একবার মসজিদে (কিছু লোকের) এক হালকায় (গোল বৈঠকে) এসে বললেন, 'তোমরা এখানে কী উদ্দেশ্যে বসেছ?' তারা বলল, 'আল্লাহর যিক্‌র করার উদ্দেশ্যে বসেছি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই বসেছ?' তারা জবাব দিল, '(হ্যাঁ,) আমরা একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই বসেছি।' তিনি বললেন, 'শোন! তোমাদেরকে (মিথ্যাবাদী) অপবাদ আরোপ ক'রে কসম করাইনি। (মনে রাখবে) কোন ব্যক্তি এমন নেই, যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট আমার সমমর্যাদা লাভ করেছে এবং আমার থেকে কম হাদীস বর্ণনা করেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল ﷺ (একবার) স্বীয় সহচরদের এক হালকায় উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে কী উদ্দেশ্যে বসেছ?" তাঁরা জবাব দিলেন, 'উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আল্লাহর যিক্‌র করব এবং তাঁর প্রশংসা করব যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন ও তার মাধ্যমে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন।' এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই এখানে বসেছ?" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা কেবল এই উদ্দেশ্যেই বসেছি।' তিনি বললেন, "শোন! আমি তোমাদেরকে এ জন্য কসম করাইনি যে, আমি তোমাদেরকে

মিথ্যাবাদী ভেবে অপবাদ আরোপ করছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জিব্রীল আমার কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তাদের সামনে গর্ব করছেন!" *(মুসলিম ৭০৩২নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ)). قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ)).

(৩৬৯৬) আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।" বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।" অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। *(তিরমিযী ৫৮৬, সহীহ তারগীব ৪৬১নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً ».

(৩৬৯৭) আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ইসমাঈলের বংশধরের চারটি মানুষকে দাসত্বমুক্ত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিক্রকারী দলের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। অনুরূপ চারটি জীবন দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিক্রকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।" *(আবু দাউদ ৩৬৬৯, সহীহ তারগীব ৪৬২নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً ».

(৩৬৯৮) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্র করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে। আর যে ব্যক্তি এমন জায়গায় শয়ন করে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্র করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে।" *(আবুদাউদ ৪৮৫৮নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً ».

(৩৬৯৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও সম্প্রদায় কোন মজলিস থেকে আল্লাহ যিক্র না করেই উঠে গেল, তারা যেন মৃত গাধার মত কোন

কিছু হতে উঠে গেল। আর তাদের জন্য রয়েছে কমি ও পরিতাপ।” *(আবূ দাউদ ৪৮৫৭নং, নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৭নং)*

কতিপয় যিক্‌রের বিশেষ মাহাত্ম্য

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ – أَوْ تَمْلأُ – مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)). رواه مسلم

(৩৭০০) আবূ মালেক আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর ‘আলহামদু লিল্লাহ’ (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আলহামদু লিল্লাহ’ আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ ক’রে দেয়।” *(মুসলিম ৫৫৬নং)*

وَعَنْ أبي هريرة ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أكْبَرُ ، أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)) . رواه مسلم

(৩৭০১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমার এই বাক্যমালা (সুবহানাল্লাহি অলহামদুলিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার। (অর্থাৎ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ ছাড়া (সত্যিকার) কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সব চাইতে মহান) পাঠ করা সেই সমস্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যার উপর সূর্যোদয় হয়।” *(মুসলিম ৭০২২নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا ، فَقَالَ : ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! مَا الَّذِي تَغْرِسُ)) ؟ قُلْتُ : غِرَاسًا لِي ، قَالَ : ((أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا)) ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((قُلْ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، يُغْرَسْ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ)).

(৩৭০২) একদা আবূ হুরাইরা ﷺ একটি বৃক্ষ রোপন করছিলেন। মহানবী ﷺ সেদিকে পার হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আবূ হুরাইরা! তুমি কী রোপন করছ?” আবূ হুরাইরা ﷺ বললেন, ‘একটি বৃক্ষ।’ তিনি বললেন, “আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম বৃক্ষ রোপনের কথা বলে দেব না?” আমি বললাম, অবশ্যই বলে দিন হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদু লিল্লাহ’, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’। এর প্রত্যেকটির বিনিময়ে বেহেশ্‌তে তোমার জন্য একটি ক’রে বৃক্ষ রোপন করা হবে।” *(ইবনে মাজাহ ৩৮০৭, হাকেম ১৮৮৭, সঃ তারগীব ১৫৪৯নং)*

عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)).

(৩৭০৩) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' গোনাহসমূহকে ঝরিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতাসমূহকে ঝরিয়ে দেয়।" *(আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ৩১৬৮নং)*

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (قال رسول الله ﷺ): ((إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب ولا يؤتى الإيمان إلا من أحب فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان فمن ضن بالمال أن ينفقه وهاب العدو أن يجاهده والليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله)).

(৩৭০৪) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,) "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মাঝে তোমাদের চরিত্র বন্টন ক'রে দিয়েছেন, যেমন তিনি তোমাদের মাঝে তোমাদের রুযী বন্টন ক'রে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি তাকে দুনিয়া দান করেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন এবং যাকে তিনি ভালোবাসেন না। কিন্তু তিনি ঈমান দান করেন কেবল তাকে, যাকে তিনি ভালোবাসেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ধন ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ভয় করে এবং রাত্রি জেগে ইবাদত করতে ভয় করে, তার উচিত বেশি বেশি 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলা।" *(ত্বাবারানী ৮৮৯৭, প্রমুখ, সিঃ সহীহাহ ২৭১৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((خُذُوا جُنَّتَكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمِنْ عَدُوٍّ قَدْ حَضَرَ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ جُنَّتُكُمْ مِنَ النَّارِ ، قَوْلُ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنِّبَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ)).

(৩৭০৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা তোমাদের ঢাল সংগ্রহ কর।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন শত্রু উপস্থিত হল কি?' তিনি বললেন, "না। বরং জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল। তোমরা 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বল। যেহেতু এগুলি কিয়ামতের দিন অগ্রণী হয়ে, আযাব-রোধক হয়ে, ক্রমাগতভাবে শুভ-পরিণাম হয়ে উপস্থিত হবে। আর এগুলিই হল স্থায়ী সৎকর্ম।" *(নাসাঈর কুবরা ১০৬৮৪, হাকেম ১৯৮৫, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সঃ তারগীব ১৫৬৭নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ الْكَلَامِ أَرْبَعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً وَمَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ بِهَا ثَلَاثُونَ حَسَنَةً أَوْ حُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً)).

(৩৭০৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ ও আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ চারটি বাক্য নির্বাচিত করেছেন ঃ ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদু লিল্লাহ’, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’। সুতরাং যে ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে, তার জন্য ২০টি নেকি লেখা হবে এবং ২০টি গোনাহ মোচন করা হবে। যে ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে, তারও অনুরূপ উপকার হবে। যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে, তারও অনুরূপ উপকার হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের তরফ থেকে ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ বলবে, তার জন্য ৩০টি নেকি লেখা হবে এবং ৩০টি গোনাহ মোচন করা হবে।” *(আহমাদ ৮০১২, নাসাঈর কুবরা ১০৬৭৬, হাকেম ১৮৮৬, সঃ তারগীব ১৫৫৪নং)*

عن أبي سَلْمَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ)).

(৩৭০৭) রাসূল ﷺ-এর পশুরক্ষক আবী সালমা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “বাঃ! বাঃ! পাঁচটি জিনিস মীযানে কতই না ভারী! ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’, ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আলহামদু লিল্লাহ’। আর নেক সন্তান, যে মারা গেলে মুসলিম (মা-বাপ) তাতে সওয়াব কামনা করে।” *(নাসাঈর কুবরা ৯৯৯৫, ত্বাবারানী ১৮৩১০, ইবনে হিব্বান ৮৩৩, হাকেম ১৮৮৫, সঃ তারগীব ১৫৫৭, ২০০৯নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَقِيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أنَّ الجنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ، عَذْبَةُ المَاءِ ، وَأنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا : سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

(৩৭০৮) ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মি’রাজের রাতে ইব্রাহীম ﷺ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উম্মতকে আমার সালাম পেশ করবে এবং তাদেরকে বলে দেবে যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, তার পানি মিষ্ট। আর তা একটি বৃক্ষহীন সমতলভূমি। আর ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদু লিল্লাহ’ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ হল তার রোপিত বৃক্ষ।” *(তিরমিযী ৩৪৬২নং, হাসান)*

وَعَنْ جَابرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৭০৯) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” *(তিরমিযী ৩৩৮৩, হাসান)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((أَيَعجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَومٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ !)) فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَلفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ: ((يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلفُ خَطِيئَةٍ)) . رواه مسلم

(৩৭১০) সা'দ ইবনে আবূ অক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তি প্রত্যহ এক হাজার নেকী অর্জন করতে অপারগ হবে কি?" তাঁর সাথে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে এক হাজার নেকী অর্জন করবে?' তিনি বললেন, "একশ'বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়বে। ফলে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে অথবা এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম ৭০২৭নং)*

হুমাইদী বলেন, মুসলিম গ্রন্থে এ রকম أَوْ يُحَطُّ (অথবা --- মিটিয়ে দেওয়া হবে) এসেছে। বারক্বানী বলেন, এটিকে শু'বাহ, আবূ আওয়ানাহ ও ইয়াহয়্যা আলক্বাত্তান সেই মূসা হতে বর্ণনা করেছেন, যাঁর সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এঁরা বলেছেন, وَيُحَطُّ (এবং --- মিটিয়ে দেওয়া হবে।) অর্থাৎ, তাতে 'ওয়াও'-এর পূর্বে 'আলিফ' বর্ণ নেই। *(আর তার মানে হল, তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে এবং সেই সাথে তার এক হাজার গুনাহও মিটিয়ে দেওয়া হবে।)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى)). رواه مسلم

(৩৭১১) আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশ্তের দু'রাক্আত নামায যথেষ্ট হবে।" *(মুসলিম ১৭০৪নং)*

وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بِنتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ : ((مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟)) قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)) . رواه مسلم

وفي روايةٍ لَهُ : ((سُبْحانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ)).

وفي رواية الترمذي: ((ألاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ؛ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ

اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ)) .

(৩৭১২) মু'মিন জননী জুয়াইরিয়াহ বিন্তে হারেষ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ সকাল ভোরে ফজরের নামায সমাপ্ত ক'রে তাঁর নিকট থেকে বাইরে গেলেন। আর তিনি (জুয়াইরিয়াহ) স্বীয় জায়নামাযে বসেই রইলেন। তারপর চাশ্তের সময় তিনি যখন ফিরে এলেন, তখনও তিনি সেখানেই বসেছিলেন। এ দেখে তিনি তাঁকে বললেন, "আমি যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে বাইরে গেলাম, সে অবস্থাতেই তুমি রয়েছ?" তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' নবী ﷺ বললেন, "তোমার নিকট থেকে যাবার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার পড়েছি। যদি সেগুলিকে তোমার সকাল থেকে (এ যাবৎ) পঠিত দুআর মুকাবেলায় ওজন করা যায়, তাহলে তা ওজনে সমান হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে এই যে,

'সুবহা-নাল্লা-হি অবিহামদিহী আদাদা খালক্বিহী, অরিযা নাফসিহী, অযিনাতা আরশিহী, অমিদা-দা কালিমা-তিহ্।' অর্থাৎ, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি; তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর নিজ মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজন বরাবর ও তাঁর বাণীসমূহের সমান সংখ্যক প্রশংসা।" *(মুসলিম ৭০৮৮-৭০৮৯নং)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, 'সুবহা-নাল্লা-হি আদাদা খালক্বিহ, সুবহা-নাল্লা-হি রিযা নাফসিহ, সুবহা-নাল্লা-হি যিনাতা আরশিহ, সুবহা-নাল্লা-হি মিদা-দা কালিমা-তিহ।'

আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ তাঁকে বললেন,) "আমি কি তোমাকে এমন বাক্যাবলী শিখিয়ে দেব না, যা তুমি বলতে থাকবে? তা হচ্ছে এই যে, 'সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহী---।" (প্রত্যেক বাক্য তিনবার করে।) *(তিরমিযী ৩৫৫৫নং)*

(জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই।)

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الميزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ العظيمِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৭১৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'টি কলেমা (বাক্য) রয়েছে, যে দু'টি দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, জবানে (উচ্চারণে) খুবই সহজ, আমলের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। তা হচ্ছে, *'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।'* অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র।" *(বুখারী ৬৪০৬, মুসলিম ৭০২১নং)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ)) . وَقَالَ : ((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৭১৪) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।'

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি এই দুআটি দিনে একশবার পড়বে, তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী অর্জিত হবে, একশ'টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার একশ'টি গুনাহ মোচন করা হবে, উক্ত দিনের সন্ধ্যা অবধি তা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম কাজ করতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার চেয়ে বেশী আমল করে তবে।" *(বুখারী ৬৪০৩, মুসলিম ৭০১৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিনে একশবার *'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ'* পড়বে তার গুনাহসমূহ মোচন করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়।" *(বুখারী ৬৪০৫, মুসলিম ৭০১৮নং)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلاَمِ إِلَى اللهِ ؟ إِنَّ أَحَبَّ الكَلاَمِ إِلَى اللهِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)) . رواه مسلم

(৩৭১৫) আবু যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কথা তোমাকে জানাব না কি? আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কথা হল, 'সুবহানাল্লা-হি অবিহামদিহ' (অর্থাৎ, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি।)" *(মুসলিম ৭১০২নং)*

عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– سُئِلَ أَىُّ الْكَلاَمِ أَفْضَلُ قَالَ: « مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ».

(৩৭১৬) উক্ত বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসিত হলেন, 'কোন্ যিক্র সর্বশ্রেষ্ঠ?' এর উত্তরে তিনি বললেন, "যা তিনি নিজ ফিরিশ্তামন্ডলী অথবা নিজ বান্দাগণের জন্য নির্বাচিত করেছেন ঃ 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ।" *(মুসলিম ৭১০১নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ)) . رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن))

(৩৭১৭) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' পড়ে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপন করা হয়।" *(তিরমিযী ৩৪৬৪নং, হাসান)*

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ . كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৭১৮) আবূ আইয়ূব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি

শায়ইন ক্বাদীর’ দিনে দশবার পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ইসমাঈলের বংশধরের চারজন দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ করবে।” *(বুখারী ৬৪০৪, মুসলিম ৭০২০নং)*

عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ جَدِّهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِئَةِ بَدَنَةٍ . وَمَنْ قَالَ : الْحَمْدُ للّهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِئَةِ فَرَسٍ يَحْمِلُ عَلَيْهَا . وَمَنْ قَالَ : اللّهُ أَكْبَرُ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِئَةِ رَقَبَةٍ . وَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، لَمْ يَجِيءْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ ، إِلاَّ مَنْ قَالَ قَوْلَهُ ، أَوْ زَاد)).

(৩৭১৯) আম্‌র বিন শুআইব, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর (আম্‌রের) পিতামহ হতে এবং তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০ বার ‘সুবহা-নাল্লাহ’ বলবে, তার জন্য তা ১০০টি (মক্কায় কুরবানীযোগ্য) উষ্ট্রী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০বার ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলবে তার জন্য তা আল্লাহর পথে (জিহাদের) জন্য সওয়ারী ১০০টি ঘোড়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০ বার ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে, তার জন্য তা ১০০টি ক্রীতদাস স্বাধীন করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আর যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০বার *‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর’* বলবে সে ব্যক্তির আমল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে কিয়ামতে আর অন্য কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। অবশ্য যদি কেউ তারই অনুরূপ অথবা তার চেয়ে অধিকবার ঐ যিক্‌র বলে থাকে তবে সে পারবে।” *(নাসাঈর কুবরা ১০৬৫৭, সহীহ তারগীব ৬৫৮নং)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاص ﷺ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَ : عَلِّمْنِي كَلاَماً أَقُولُهُ. قَالَ : ((قُلْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَالحَمْدُ للّهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ العَالِمِينَ ، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ)) قَالَ : فَهَؤُلاَءِ لِرَبِّي ، فَمَا لِي ؟ قَالَ : ((قُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي)) . رواه مسلم

(৩৭২০) সা’দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সমীপে এসে নিবেদন করল, ‘আমাকে একটি কথা শিখিয়ে দিন, আমি তা বলব।’ তিনি বললেন, “বল,

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, আল্লাহু আকবারু কাবীরা, অলহামদু লিল্লাহি কাসীরা, অসুবহানাল্লাহি রাব্বিল আ’লামীন, অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম।’

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ সর্বাধিক মহান, আল্লাহর অতীব প্রশংসা, বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নড়া-চড়া করার (পাপ ও অশুভ জিনিস থেকে বেঁচে থাকা এবং পুণ্যার্জন ও মঙ্গল সাধন করার) ক্ষমতা নেই।"

লোকটি বলল, 'এ সব কথাগুলি আমার প্রভুর জন্য হল, আমার জন্য কী?' তিনি বললেন, "তুমি বল, *'আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী অরহামনী অহদিনী অরযুক্বনী।'*

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি দয়া কর। আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর ও আমাকে জীবিকা দাও।" *(মুসলিম ৭০২৩নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ ؟)) فَقُلتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : ((لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ)). متفق عَلَيْهِ

(৩৭২১) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তোমাকে জান্নাতের অন্যতম ধনভাণ্ডারের কথা বলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তা হল, 'লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" *(বুখারী ৪২০২, মুসলিম ৭০৩৭নং)*

সাময়িক যিক্‌র ও দুআ

عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((أَقْرَبُ ما يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ فإن اسْتَطعْتَ أن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ)).

(৩৭২২) আম্‌র বিন আবাসা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "শেষ রাতের গভীরে প্রতিপালক নিজ বান্দার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হন। সুতরাং তুমি যদি ঐ সময় আল্লাহর যিক্‌রকারীদের দলভুক্ত হতে সক্ষম হও, তাহলে তা হয়ে যাও।" *(তিরমিযী ৩৫৭৯, নাসাঈ ৫৭২, হাকেম ১১৬২, ইবনে খুযাইমা ১১৪৭, সহীহুল জামে' ১১৭৩নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا ».

(৩৭২৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কারণ সে কোন ফিরিশ্‌তা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ সে কোন শয়তান দেখেছে।" *(বুখারী ৩৩০৩, মুসলিম ৭০৯৬নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ ».

(৩৭২৪) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা রাতে কুকুর ও গাধার ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ তারা তা দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাও না।" (আবূ দাঊদ ৫১০৫নং)

عن عمر بن الخطاب قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَتَبَ اللّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)).

(৩৭২৫) উমার বিন খাত্তাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে (নিম্নের দুআ) বলে আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে দশ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন।"

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, য়্যুহয়ী অয়্যুমীতু, অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূতু, বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।'

অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব ও তাঁরই নিমিত্তে সমুদয় প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সর্বপ্রকার মঙ্গল এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। *(তিরমিযী ৩৪২৮, ইবনে মাজাহ ২২৩৫, হাকেম ১৯৭৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: ((مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ ، إِلاَّ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ)).

(৩৭২৬) আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসে, যাতে তার শোর-গোল বেশী হয়ে থাকে, তবে ঐ মজলিস থেকে উঠার পূর্বে যদি সে (নিম্নের দুআ) বলে, তবে উক্ত মজলিসে তার স্বকৃত গোনাহসমূহকে মার্জনা করা হয়। (দুআটি নিম্নরূপ ঃ-)

'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা অআতূবু ইলাইক।'

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতি তওবা (অনুশোচনার সাথে প্রত্যাবর্তন) করছি। *(আহমাদ ৮৮০৪, তিরমিযী ৩৪৩৩, নাসাঈর কুবরা ১০১৫৭নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللّه ،

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ، لَمْ يَضُرَّهُ)) . متفق عَلَيْهِ

(৩৭২৭) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন এই দুআ পড়ে,

'বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না অজান্নিবিশ শায়ত্বা-না মা রাযাক্বতানা।' অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

তাহলে ওদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।" *(বুখারী ১৪১, মুসলিম ৩৬০৬নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الكَرْبِ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ)). متفق عَلَيْهِ

(৩৭২৮) ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদ ও কষ্টের সময় এই দুআ পড়তেন,

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়া-তি অরাব্বুল আরয়ি অরাব্বুল আরশিল কারীম।'

অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই; যিনি সুমহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি সুবৃহৎ আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই; যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের অধিপতি। *(বুখারী ৬৩৪৫, মুসলিম ৭০৯৭নং)*

وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(৩৭২৯) উসামাহ ইবনে যায়েদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির জন্য কোন উপকার করা হল এবং সে উপকারকারীকে 'জাযাকাল্লাহু খায়রা' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেন) বলে দুআ দিল, সে নিঃসন্দেহে (উপকারীর) পূর্ণাঙ্গরূপে প্রশংসা করল।" *(তিরমিযী ২০৩৫নং, হাসান সহীহ)*

গৃহ সম্পর্কিত কতিপয় যিক্‌র

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا بُنَيَّ ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ ، يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ.

(৩৭৩০) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, "বেটা! যখন বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তুমি তোমার পরিবারের উপর সালাম দাও। তোমার উপর এবং তোমার পরিবার-পরিজনের উপর বর্কত হবে।" *(তিরমিযী ২৬৯৮, মিশকাত ৪৬৫২নং)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ ».

(৩৭৩১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "মানুষ যখন নিজ বাড়ি প্রবেশ করার সময় এবং খাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, 'তোমাদের জন্য রাত্রিযাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই।' যখন সে বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় এবং রাতে খাবার সময় না নেয়, তাহলে শয়তান বলে, 'তোমরা রাতের খাবার পেলে, কিন্তু রাত্রিযাপনের জায়গা নেই।' আর যখন সে খাবার সময়েও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গাও পেলে এবং খাবারও পেলে।" *(মুসলিম ৫৩৮১, আবূ দাউদ ৩৭৬৫নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ».

(৩৭৩২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না (অর্থাৎ কবরে যেমন নামায বা তেলাঅত হয় না তেমনি বিনা নামায ও তেলাঅতে ঘরকেও তার মত করো না; বরং তাতে নামায ও তেলাঅত করতে থাক।) অবশ্যই শয়তান সেই ঘর হতে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়।" *(মুসলিম ১৮৬০নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال قال رسول الله ﷺ: ((اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَدْخُلُ بَيْتًا يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)).

(৩৭৩৩) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের গৃহে সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ, যে ঘরে ঐ সূরা পাঠ করা হয় সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।" *(হাকেম ২০৬২-২০৬৩, ত্বাবারানী ৮৫৬৪, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২৩৮০, সহীহুল জামে' ১১৭০নং)*

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا تُقْرَأَانِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا الشَّيْطَانُ)).

(৩৭৩৪) নু'মান বিন বাশীর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা আকাশমন্ডলী ও ধরণী সৃষ্টির দুই সহস্রবৎসর পূর্বে এক গ্রন্থ (লওহে মাহফুয) লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের নিকট অবস্থিত। তিনি ঐ (গ্রন্থ) হতে দুটি আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার দ্বারায় সূরা বাক্বারার সমাপ্তি করেন। যে গৃহে ঐ আয়াত দুটি তিন দিন পঠিত হবে, শয়তান সে গৃহের নিকটবর্তী হবে না। *(আহমাদ ১৮৪১৪, তিরমিযী ২৮৮২, হাকেম ২০৬৫, ত্বাবারানী ৭০০০নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সূরা বাক্বারাহ কোন বাড়িতে পাঠ করা হলে তিন দিন পর্যন্ত শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হয় না। *(সহীহ তারগীব ১৪৬৭নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ ، يُقَالُ لَهُ : كُفِيتَ ، وَوُقِيتَ ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ.».

(৩৭৩৫) আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ, তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে, তখন বলা হয়, 'যথেষ্ট! তুমি সঠিক পথ পেলে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলে এবং সকল অকল্যাণ থেকে বেঁচে গেলে।' অতঃপর শয়তান তার থেকে দূর হয়ে যায়। *(তিরমিযী ৩৪২৬, নাসাঈ)*

« إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ». قَالَ « يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ ».

(৩৭৩৬) অন্য বর্ণনায় আছে, "যখন মানুষ ঘর হতে বের হয় এবং এই দুআ বলে, 'বিসমিল্লা-হ, তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হ, লা হাউলা অলা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' অর্থাৎ 'আল্লাহর নাম নিয়ে বের হলাম, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত পাপ হতে প্রত্যাবর্তন এবং সৎকার্য বরণ করার (নড়া-সরা করার) কোন শক্তি নেই।' তখন তার জন্য বলা হয়, 'তুমি সুপথ পেলে, (আল্লাহর সাহায্য চাইলে তাই) তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হলেন এবং নিরাপত্তা পেলে।' আর শয়তান তার নিকট হতে দূরে সরে যায়। তখন অপর এক শয়তান তাকে বলে, 'এমন লোকের কাছে তোর উপায় কোথায়? যে (আল্লাহর নাম নিয়ে সুপথ পেয়েছে, (আল্লাহ)তার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং সে নিরাপত্তা পেয়েছে।' *(আবূ দাউদ ৫০৯৭নং)*

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্‌র

আল্লাহ বলেছেন,

{ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَافِلِينَ } [الأعراف : ٢٠٥]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং তুমি উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না। *(সূরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত)*

আরবী ভাষাবিদগণ বলেছেন, آصال শব্দটি أصيل এর বহুবচন। এ (সন্ধ্যা) হল আসর ও মাগরেবের মধ্যবর্তী সময়।

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا } [طه : ١٣٠]

অর্থাৎ, সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর। *(সূরা ত্বাহা ১৩০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ } [غافر: ٥٥]

অর্থাৎ, সকাল-বিকালে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(সূরা মু'মিন ৫৫ আয়াত)*

আরবী ভাষাবিদগণ বলেছেন, عشي (বিকাল) হল সূর্য ঢলার পর থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়।

তিনি অন্য স্থানে বলেছেন,

{ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ } الآية [النور : ٣٦– ٣٧]

অর্থাৎ, সে সব গৃহে---যাকে আল্লাহ সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন---সকাল ও সন্ধ্যায় তাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সে সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখে না। *(সূরা নূর ৩৬-৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّا سَخَّرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ } [ص : ١٨]

অর্থাৎ, আমি পর্বতমালাকে তার (দাঊদের) বশীভূত করেছিলাম; ঐগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। *(সূরা স্বা-দ ১৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ)) . رواه مسلم

(৩৭৩৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' একশতবার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিনে ওর চাইতে উত্তম আমল কেউ আনতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার সমান বা তার থেকে বেশি সংখ্যায় ঐ তাসবীহ পাঠ ক'রে থাকে (তাহলে ভিন্ন কথা)।" *(মুসলিম ৭০১৯নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ! قَالَ : ((أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : لَمْ تَضُرَّك)) . رواه مسلم

(৩৭৩৮) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! গত রাতে বিছার কামড়ে আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি, (তা বলার নয়)।' তিনি বললেন, "শোন! যদি তুমি সন্ধ্যাবেলায় এই দুআ পাঠ করতে,

'আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব।' অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাহলে তা তোমার ক্ষতি করতে পারত না।" *(মুসলিম ৭০৫৫নং)*

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّه كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : ((اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوْتُ ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ)) . وَإِذَا أَمسَى قَالَ : ((اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ . وَإِلَيْكَ النُّشُورُ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

(৩৭৩৯) উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ সকালে এই দুআ পড়তেন, 'আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্না অবিকা আমসাইনা, অবিকা নাহ্ইয়া, অবিকা নামূতু অইলাইকান নুশূর।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।

আর সন্ধ্যায় এই দুআ পড়তেন,

'আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা, অবিকা নাহ্ইয়া, অবিকা নামূতু অইলাইকান নুশূর।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হল, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(আবূ দাউদ ৫০৭০, তিরমিযী ৩৩৯১নং, হাসান)*

وَعَنْهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيق ﷺ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : ((قُلْ : اَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؛ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ)) قَالَ : ((قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(৩৭৪০) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কিছু বাক্য বাতলে দিন, যেগুলি সকাল-সন্ধ্যায় আমি পড়তে থাকব।' তিনি বললেন, "বল, 'আল্লা-হুম্মা ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি অল আরয্বি আ-লিমাল গায়বি অশশাহা-দাহ, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন অমালীকাহ, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আউযু বিকা মিন শার্রি নাফসী অশার্রিশ শায়ত্বা-নি অশির্কিহ।'

অর্থাৎ, হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা, উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শির্ক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এটি সকাল-সন্ধ্যা তথা শোবার সময় পাঠ করো। *(আবু দাউদ ৫০৬৯, তিরমিযী ৩৩৯২নং, হাসান সহীহ)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ : ((أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ للهِ ، وَالحَمْدُ للهِ

، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ)) قَالَ الرَّاوِي : أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ : ((لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ ، وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ ، وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ)) ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيضاً : ((أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ)) . رواه مسلم

(৩৭৪১) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ সন্ধ্যাবেলায় এই দুআ পড়তেন,

'আম্সাইনা অ আমসাল মুলকু লিল্লা-হ, অলহামদু লিল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্দাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্দু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। রাব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ খাইরা মা বা'দাহা, অ আউযু বিকা মিন শার্রি মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ শার্রি মা বা'দাহা, রাব্বি আউযু বিকা মিনাল কাসালি অ সূইল কিবার, রাব্বি আউযু বিকা মিন আযা-বিন ফিন্না-রি অ আযা-বিন ফিল ক্বাব্র।'

অর্থাৎ, আমরা এবং সারা রাজ্য আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে বললেন,) তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই জন্য যাবতীয় স্তুতি, এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই রাতে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং তার পরেও যে কল্যাণ আছে তাও প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট এই রাত্রে যে অকল্যাণ আছে তা এবং তারপরেও যে অকল্যাণ আছে তা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট অলসতা এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে পানাহ চাচ্ছি। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের এবং কবরের সকল প্রকার আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

তিনি যখন সকালে উঠতেন তখনও এই দুআ পাঠ করতেন; বলতেন 'আস্বাহনা ও আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ------।' *(মুসলিম ৭০৮৩, আবূ দাউদ ৫০৭৩, তিরমিযী ৩৩৯০নং)*

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِى لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لِيُصَلِّىَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ « أَصَلَّيْتُمْ ». فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ « قُلْ ». فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ « قُلْ ». فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ « قُلْ ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ قَالَ « (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ».

(৩৭৪২) মুআয বিন আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন, একদা আমরা বৃষ্টিময় ঘোর অন্ধকার রাত্রে আল্লাহর রসূল ﷺ কে খুঁজতে বের হলাম। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আমাদের নামাযের ইমামতি করবেন। আমরা তাঁকে পেয়ে নিলে তিনি বললেন, "বল।" আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, "বল।" আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, "বল।" এবারে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কী বলব?' তিনি বললেন, *"কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস'* সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে বল; প্রত্যেক জিনিস থেকে

তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।” *(আবূ দাউদ ৫০৮৪, তিরমিযী ৩৫৭৫, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬৪৩ নং)*

وَعَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، إِلاَّ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

(৩৭৪৩) উষমান ইবনে আফ্‌ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এই দুআ তিনবার করে পড়বে,

‘বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাযুর্রু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরয্বি অলা ফিসসামা-ই অহুওয়াস সামীউল আলীম।’

অর্থাৎ, আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

কোন জিনিস সে ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারবে না।” *(আবূ দাউদ ৫০৯০, তিরমিযী ৩৩৮৮নং, হাসান)*

নামাযের ভিতরে, শেষাংশে ও পরের যিক্‌র ও দুআ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৭৪৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ স্বীয় (নামাযের) রুকূ ও সিজদাতে এই তাসবীহটি অধিক মাত্রায় পড়তেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা অবিহামদিক, আল্লাহুম্মাগফিরলী।’ অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর। *(বুখারী ৭৯৪, মুসলিম ৪৪৪৩নং)*

وَعَنْها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ((سبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ)) . رواه مسلم

(৩৭৪৫) উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় (নামাযের) রুকু ও সিজদাতে পড়তেন, ‘সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্রূহ।’ অর্থাৎ, অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্তামন্ডলী ও জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর প্রভু (আল্লাহ)। *(মুসলিম ৪৪৪৯নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ – عَزَّ وَجَلَّ – ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) . رواه مسلم

(৩৭৪৬) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “রুকুতে তোমরা রবের বড়াই বর্ণনা কর (অর্থাৎ, ‘সুবহানা রাব্বিয়্যাল আযীম’ পড়)। আর সিজদায় দুআ করতে সচেষ্ট হও। কারণ, তোমাদের জন্য সে দুআ কবূল হওয়ার উপযুক্ত।” *(মুসলিম ৪৪৮২নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ،

فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)) . رواه مسلم

(৩৭৪৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় তখন, যখন সে সাজদার অবস্থায় হয়। সুতরাং (ঐ সময়) তোমরা বেশি মাত্রায় দুআ কর।" *(মুসলিম ৪৮৩নং)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ : دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ)) . رواه مسلم

(৩৭৪৮) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদা করার সময় এই দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহ, দিক্কাহু অজিল্লাহ, অআউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ, অ আলা-নিয়্যাতাহু অসির্রাহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার পাপকে মাফ করে দাও। *(মুসলিম ৪৮৩২নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ : افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَتَحَسَّسْتُ ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ – أَوْ سَاجِدٌ – يَقُولُ : ((سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ)) وَفِي رِوَايَةٍ : فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)). رواه مسلم

(৩৭৪৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাত্রে নবী ﷺ-কে (বিছানায়) নিখোঁজ পেলাম। কাজেই আমি হাতড়াতে হাতড়াতে তাকে রুকু বা সিজদার অবস্থায় পেলাম। তিনি তাতে পড়ছিলেন, 'সুবহানাকা অবিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর নামাযের স্থানে (সিজদায়) ছিলেন। তাঁর দু'টি পায়ের চেটোয় আমার হাত পড়ল। তাঁর পায়ের পাতা দুটো খাড়া ছিল এবং তিনি এই দুআ পড়ছিলেন, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিরিয়া-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উক্বুবাতিক, অ আউযু বিকা মিন্‌কা লা উহস্বী সানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। *(মুসলিম ৪৮৪নং)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ بِهؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ)) . رواه البخاري

(৩৭৫০) সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযসমূহের শেষাংশে এই দুআ পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ আউযু বিকা মিনাল জুবনি অ আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্দুন্য়্যা অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল ক্বাব্‌র।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(বুখারী ২৮২২নং)*

وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، أَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : ((يَا مُعَاذُ ، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ)) فَقَالَ: ((أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

(৩৭৫১) মুআয ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত ধরে বললেন, "হে মুআয! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি।" অতঃপর তিনি বললেন, "হে মুআয! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে এ দুআটি পড়া অবশ্যই ত্যাগ করবে না,

'আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর।" *(আবূ দাউদ ১৫২৪নং, সহীহ সানাদ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ)) . رواه مسلم

(৩৭৫২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ (নামাযের মধ্যে) তাশাহহুদ (অর্থাৎ, আত্‌-তাহিয়্যাত) পড়বে, তখন সে এ চারটি জিনিস হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে; বলবে,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অমিন আযা-বিল ক্বাব্‌র, অমিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অলমামা-ত, অমিন শার্রি ফিতনাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" *(মুসলিম ১৩৫২, আবূ দাউদ ৯৮৫নং)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ)) . رواه مسلم

(৩৭৫৩) আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন নামাযের জন্য দন্ডায়মান হতেন, তখন তাশাহহুদ ও সালাম ফিরার মধ্যখানে শেষ বেলায় অর্থাৎ সালাম ফিরবার আগে) এই দুআ পড়তেন, "আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি আমার চাইতে অধিক জান। তুমি আদি, তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। *(মুসলিম ১৮৪৮নং)*

وَعَنْ ثَوبَانَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثاً ، وَقَالَ : ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ)). قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الحَدِيثِ - : كَيْفَ الاِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ . رواه مسلم

(৩৭৫৪) যাওবান ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায থেকে সালাম ফিরার পর ঘুরে বসতেন, তখন তিনবার 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন আর পড়তেন, *'আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু অমিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল-জালালি অল-ইকরাম।* অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। তুমি বর্কতময় হে মহিমান্বিত ও মহানুভব।

এ হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী আওযায়ী (রহঃ)কে প্রশ্ন করা হল, 'ইস্তিগফার' কীভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, বলবে, 'আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ।' (অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।) *(মুসলিম ১৩৬২নং)*

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

(৩৭৫৫) মুগীরাহ বিন শু'বাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন নামাযান্তে সালাম ফিরতেন, তখন এই দুআ পড়তেনঃ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'ত্বাইতা, অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ।'

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। *(বুখারী ৮৪৪, মুসলিম ১৩৬৬, ১৩৭০নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا أَنَّه كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ، حِيْنَ يُسَلِّمُ : ((لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ ، لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إلاَّ إيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ ، لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ)). قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ . رواه مسلم

(৩৭৫৬) আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি প্রতিটি নামাযের পশ্চাতে যখন সালাম ফিরতেন, তখন এই দুআটি পড়তেন,

"লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফায্বলু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কা-ফিরূন।"

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করিনা, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফেরদল তা অপছন্দ করে।

ইবনে যুবাইর ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ উক্ত দুআটি প্রত্যেক নামাযের পর পড়তেন। *(মুসলিম ১৩৭১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ ، يَحُجُّونَ ، وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ . فَقَالَ : ((أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((تُسَبِّحُونَ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتُكَبِّرُونَ ، خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ)). قَالَ أَبُو صَالِحٍ الرَّاوِي عَن أَبِي هُرَيرَةَ ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِنَّ قَالَ : يَقُول : سُبْحَان اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ، واللهُ أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ. متفقٌ عَلَيْهِ

وَزَادَ مُسلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ : فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا : سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)) .

(৩৭৫৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের

অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে, যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে, যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু তাদের উদ্বৃত্ত মাল আছে, ফলে তারা হজ্জ করছে, উমরাহ করছে, জিহাদ করছে ও সাদকাহ করছে, (আর আমরা করতে পারছি না)।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে, সে ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন।)' তিনি বললেন, "প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।"

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণনাকারী আবূ সালেহ বলেন, 'কিভাবে পাঠ করতে হবে, তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে। যেন প্রত্যেকটি বাক্য ৩৩ বার ক'রে হয়। *(বুখারী ৮৪৩, মুসলিম ১৩৭৫নং)*

মুসলিমের বর্ণনায় এ কথা বাড়তি আছে যে, অতঃপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'আমরা যে আমল করছি, সে আমল আমাদের ধনী ভায়েরা শোনার পর তারাও আমল শুরু ক'রে দিয়েছে? (এখন তো তারা আবার আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যাবে।)' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।"

وَعَنْه ، عَن رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ سَبَّحَ اللّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وحَمِدَ اللّهَ ثَلاثاً وَثَلاَثِينَ ، وَكَبَّرَ اللّه ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَقَالَ تَمَامَ المِئَةِ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ)). رواه مسلم

(৩৭৫৮) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামায বাদ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং একশত পূর্ণ করতে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর' পড়বে, তার গুনাহসমূহ মাফ ক'রে দেওয়া হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। *(মুসলিম ১৩৮০নং)*

وَعَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ((مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ـ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ـ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَسْبِيحَةً. وَثَلاَثٌ وثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً)) . رواه مسلم

(৩৭৫৯) কা'ব ইবনে উজরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নামাযান্তে কিছু বাক্য রয়েছে বা কিছু কর্ম রয়েছে, সেগুলি যে পড়বে বা (পাঠ) করবে, সে আদৌ ব্যর্থ হবে না। তা হচ্ছে প্রত্যেক ফরয নামায বাদ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া।" *(মুসলিম ১৩৭৭নং)*

ঘুমাবার সময়ের দুআ

মহান আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ }

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে। *(সূরা আলে ইমরান ১৯০-১৯১ আয়াত)*

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ، وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ : ((بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ)) . رواه البخاري

(৩৭৬০) হুযাইফা ও আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ শোবার সময় এই দুআ পড়তেন, 'বিস্‌মিকাল্লাহুম্মা আহ্‌ইয়াহ অ আমূত।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমি বাঁচি ও মরি)। *(বুখারী ৭৩৯৪নং)*

وَعَنْ عليٍّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : ((إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا – أَوْ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا – فَكَبِّرا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، واحْمَدَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ)) وَفِي رِوَايَةٍ : التَّسْبِيحُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : التَّكْبِيرُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ . متفق عَلَيْهِ

(৩৭৬১) আলী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁকে ও ফাতেমাকে বললেন, "যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন ৩৩ বার 'আল্লাহ আকবার', ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' এবং ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করবে।" অন্য এক বর্ণনা অনুপাতে ৩৪ বার 'সুবহানাল্লাহ', আর এক বর্ণনা অনুপাতে ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়তে আদেশ করেছিলেন। *(বুখারী ৫৩৬২, ৬৩১৮, মুসলিম ৭০৯০নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِاسمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)). متفق عَلَيْهِ

(৩৭৬২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করবে, তখন সে যেন নিজ লুঙ্গীর একাংশ দ্বারা তার বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে কি কি জিনিস সেখানে এসেছে। তারপর এই দুআ পড়বে,

'বিসমিকা রাব্বি অয়্যা'তু যামবী অবিকা আরফাউহু ফাইন আম্‌সাকতা নাফসী ফারহামহা অইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহফাযু বিহী ইবা-দাকাস স্বা-লিহীন।'

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। অতএব যদি তুমি আমার আত্মাকে আবদ্ধ ক'রে নাও, তাহলে তার প্রতি করুণা করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে ঐ জিনিস দ্বারা হিফাযত কর, যার দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের ক'রে থাক।" *(বুখারী ৬৩২০, মুসলিম ৭০৬৭নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ ، وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، ومَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ . متفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا : ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)) ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . متفق عَلَيْهِ

(৩৭৬৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যা-গ্রহণ করতেন, তখন নিজ হাত দু'টিতে 'মুআউবিযাত' (তিন কুল) পড়ে ফুঁ দিতেন এবং তার দ্বারা নিজ সমগ্র শরীরে বুলাতেন। *(বুখারী ৬৩১৯, মুসলিম ৫৮৪৫নং)*

এক অন্য বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ প্রত্যেক রাতে যখন ঘুমাবার জন্য শয্যা গ্রহণ করতেন তখন দু' হাতের চেটো একত্রে জমা করতেন এবং তাতে তিন কুল পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর তার দ্বারা দেহের ওপর যতদূর সম্ভব বুলাতেন; মাথা, চেহারা ও দেহের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। *(বুখারী ৫০১৭, মুসলিম ?)*

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن ، وَقُلْ : اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ ، وَأَلْجَأتُ ظَهرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ ، آمَنْتُ بِكِتابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ)). متفق عَلَيْهِ

(৩৭৬৪) বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, তখন নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। তারপর ডানপাশে শুয়ে এই দুআ পড়বে, 'আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইক, অ অজ্জাহতু অজহিয়া ইলাইক, অফাউওয়াযতু আমরী ইলাইক, অ আলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগ্‌বাতাঁউ অরাহবাতান্ ইলাইক, লা মাল্‌জাআ' অলা মান্‌জা মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা অ বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌ত্‌।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ করেছি, আমার মুখমন্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি। *(বুখারী ২৪৭,৬৩১১, মুসলিম ৭০৫৭নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : ((اَلحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ،

وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ)) . رواه مسلم

(৩৭৬৫) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন এই দুআ পড়তেন, 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানা অ সাক্বা-না অকাফা-না অ আ-ওয়া-না, ফাকাম মিম্মাল লা কা-ফিয়া লাহু অলা মু'বী।'

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ কত এমন লোক আছে যাদের যথেষ্টকারী ও আশ্রয়দাতা নেই। *(মুসলিম ৭০৬৯নং)*

وَعَنْ حُذَيفَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ ، وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن)) .

ورواه أَبُو داود ؛ من رواية حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، وفيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

(৩৭৬৬) হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন স্বীয় ডান হাতটি গালের নিচে স্থাপন করতেন, তারপর এই দুআ পাঠ করতেন। 'আল্লাহুম্মা ক্বিনী আযাবাকা য়্যাওমা তাব্আসু ইবাদাকা।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! সেই দিনের আযাব থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান ঘটাবে। *(তিরমিযী ৩৩৯৮-৩৩৯৯নং, হাসান)*

আবূ দাঊদ এ হাদীসটিকে হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, তিনি ঐ দুআ তিনবার পড়তেন। *(কিন্তু তা সহীহ নয়।)*

ঘুমাবার ও ঘুম থেকে উঠার সময় দুআ

عَنْ حُذَيفَةَ ، وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ : ((بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ)) وَإِذَا اسْتَيقَظَ قَالَ : ((الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَماتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)) . رواه البخاري

(৩৭৬৭) হুযাইফা ও আবু যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় শোবার জন্য যেতেন, তখন এই দুআ পড়তেন, 'বিসমিকাল্লাহুম্মা আহ্ইয়া অআমূত।' (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি বাঁচি ও মরি)। আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন পড়তেন। 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহয়্যা-না বা'দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর।' অর্থাৎ, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মারার পর আবার জীবিত করলেন এবং তাঁরই প্রতি পুনরুত্থান ঘটবে। *(বুখারী ৬৩১২, ৬৩২৫নং)*

কবুল দুআ

وَعَنْ أَبِي الدرداء ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْلٍ)) . رواه مسلم

(৩৭৬৮) আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "যখনই কোন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের জন্য পশ্চাতে অদৃশ্যে দুআ করে, তখনই তার (মাথার উপর নিযুক্ত) ফিরিশ্তা বলেন, 'আর তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম ৭১০৩নং)*

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: « دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ ».

(৩৭৬৯) আবূ দারদা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য মুসলিমের দুআ কবুল করা হয়। তার মাথার কাছে নিযুক্ত এক ফিরিশ্তা থাকেন। যখনই সে তার ভায়ের জন্য কোন মঙ্গলের দুআ করে, তখনই উক্ত ফিরিশ্তা বলেন, 'আমীন, আর তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম ৭১০৫নং)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الْغَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ)).

(৩৭৭০) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাযী, হাজী ও উমরাহ আদায়কারী আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা দুআ করলে, তিনি তা কবুল করেন এবং তাঁর কাছে কিছু চাইলে, তিনি তাদেরকে তা দিয়ে থাকেন।" *(ইবনে মাজাহ ২৮৯৩, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪১০৯, ইবনে হিব্বান ৪৬১৩নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ)).

(৩৭৭১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিনটি দুআ এমন আছে যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই; অত্যাচারিতের দুআ, মুসাফির ব্যক্তির দুআ এবং ছেলের উপর তার মা-বাপের বদ্দুআ।" *(আহমাদ ৭৫১০, আবূ দাউদ ১৫৩৬, তিরমিযী ১৯০৫, ৩৪৪৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৬নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)). رواه مسلم

(৩৭৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বান্দা সিজদার অবস্থায় স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা অধিক মাত্রায় (ঐ অবস্থায়) দুআ কর।" *(মুসলিম ১১১১, আবূ দাউদ ৮৭৫, নাসাঈ ১১৩৭নং)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ».

(৩৭৭৩) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আযান ও ইকামতের মাঝে দুআ রদ্দ করা হয় না। (অর্থাৎ, কবুল করা হয়।)" *(আবূ দাউদ ৫২১, তিরমিযী ২১২,*

সহীহুল জামে ৩৪০৮-নং)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : « ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ».

(৩৭৭৪) সাহল বিন সাদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুই (সময়ে দুআ) রদ্দ করা হয় না অথবা খুব কম রদ্দ করা হয়; আযানের সময় দুআ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সাথে যুদ্ধ চলার সময় দুআ।" *(আবূ দাউদ ২৫৪০, সহীহুল জামে ৩০৭৯নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ ».

(৩৭৭৫) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী ১১৪৫, মুসলিম ১৮০৮-নং)*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ».

(৩৭৭৬) জাবের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "রাত্রিকালে এমন এক মুহূর্ত রয়েছে যখনই তা লাভ ক'রে মুসলিম ব্যক্তি ইহ-পরকালের কোন কল্যাণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তখনই তিনি তাকে তা প্রদান করে থাকেন। অনুরূপ প্রত্যেক রাত্রিতেই ঐ মুহূর্ত আবির্ভূত হয়ে থাকে।" *(মুসলিম ১৮০৬নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ».

(৩৭৭৭) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "জুমআর দিনে এমন একটি (সামান্য) মুহূর্ত আছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা নামায পড়া অবস্থায় তা পায় এবং আল্লাহর নিকট কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে থাকেন।" *(বুখারী ৯৩৫নং, মুসলিম ২০০৭, মিশকাত ১৩৫৭নং)*

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.

(৩৭৭৮) আবূ উমামাহ ﷺ বলেন, 'জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ দুআ বেশী কবুলের যোগ্য?' উত্তরে তিনি বললেন, "রাতের শেষাংশে এবং ফরয নামাযসমূহের

পশ্চাতে। (অর্থাৎ, সালাম ফিরার আগে)।” *(তিরমিযী ৩৪৯৯, সহীহ তারগীব ১৬৪৮-নং)*

দুআ সম্পর্কিত কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ وَلاَ تَدعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَموَالِكُمْ، لاَ تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ)). رواه مسلم

(৩৭৭৯) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, নিজেদের সন্তান-সন্ততির বিরুদ্ধে, নিজেদের ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে বদ্দুআ করো না (কেননা, হয়তো এমন হতে পারে যে,) তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি সময় পেয়ে বস, যখন আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করবে, তোমাদের জন্য তা কবূল ক’রে নেবেন।” (কাজেই বদ দুআও কবূল হয়ে যাবে। অতএব এ থেকে সাবধান)। *(মুসলিম ৭৭০৫নং)*

وَعَنْ أبي هريرة : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ : يَقُوْلُ : قَدْ دَعْوتُ رَبِّي ، فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي)). متفق عَلَيْهِ

وفي روايةٍ لمسلمٍ : ((لاَ يَزالُ يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بإِثْمٍ ، أَوْ قَطيعَةِ رَحِمٍ ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ)). قيل : يَا رَسُولَ اللهِ مَا الاِسْتِعْجَالُ ؟ قَالَ : ((يَقُوْلُ : قَدْ دَعوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أرَ يَسْتَجِيبُ لِي ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ)).

(৩৭৮০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কোন ব্যক্তির দুআ গৃহীত হয়; যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে; বলে, ‘আমার প্রভুর নিকট দুআ তো করলাম, কিন্তু তিনি আমার দুআ কবূল করলেন না।” *(বুখারী ৬৩৪০, মুসলিম ৭১১০-৭১১২নং)*

(৩৭৮১) মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “বান্দার দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত কবূল করা হয়, যতক্ষণ সে গুনাহর জন্য বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার জন্য দুআ না করে, আর যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে।” জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! তাড়াহুড়ো মানে কী?’ তিনি বললেন, “দুআকারী বলে, ‘দুআ করলাম, আবার দুআ করলাম, অথচ দেখলাম না যে, তিনি আমার দুআ কবূল করছেন।’ কাজেই সে তখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে ও দুআ করা ত্যাগ ক’রে দেয়।” *(৭১১২নং)*

وَعَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ))، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إِذاً نُكْثِرُ قَالَ: ((اللهُ أَكْثَرُ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

وَرَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ : ((أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِن الأَجْرِ مثْلَها)) .

(৩৭৮২) উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “ধরার বুকে যে মুসলিম ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে দুআ করে (তা ব্যর্থ যায় না); হয় আল্লাহ তা তাকে দেন

অথবা অনুরূপ কোন মন্দ তার উপর থেকে অপসারণ করেন; যতক্ষণ পর্যন্ত সে (দুআকারী) গুনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার দুআ না করবে।" একটি লোক বলল, 'তাহলে তো আমরা অধিক মাত্রায় দুআ করব।' তিনি বললেন, "আল্লাহ সর্বাধিক অনুগ্রহশীল।" *(তিরমিযী ৩৫৭৩নং, হাসান সহীহ)*

হাকেম আবূ সাঈদ হতে এগুলি বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন, "অথবা তার সম পরিমাণ পুণ্য তার জন্য সঞ্চিত রাখা হয় (যা তার পরকালে কাজে আসবে)।" *(হাকেম ১৮১৬নং)*

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِىٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِى مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا ».

(৩৭৮৩) সালমান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের বর্কতময় মহান প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন।" *(আবুদাউদ ১৪৯০, তিরমিযী ৩৫৫৬নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ)).

(৩৭৮৪) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,"তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর কবুল হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ উদাসীন ও অন্যমনস্কের হৃদয় থেকে দুআ মঞ্জুর করেন না।" *(তিরমিযী ৩৪৭৯, হাকেম ১৮১৭, সহীহুল জামে' ২৪৫নং)*

عَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان ، عَن النَّبِي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : ((وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لتأمرن بِالْمَعْرُوفِ ، ولتنهون عَن الْمُنكر ، أَو ليوشكن الله أَن يبْعَث عقَابا مِنْهُ ، ثمَّ تَدعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَاب لكم)).

(৩৭৮৫) হুযাইফা বিন য়্যামান ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অবশ্য অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান করবে, নচেৎ সম্ভবতঃ আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে কোন শাস্তি প্রেরণ করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দুআ করবে, কিন্তু তোমাদের দুআ কবুল করা হবে না। *(তিরমিযী ২১৬৯, সহীহুল জামে ৭০৭০নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ».

(৩৭৮৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ

পবিত্র; তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশই করেছেন; যে আদেশ রসূলগণকে করেছেন, তিনি বলেছেন, "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।" *(সূরা মুমিনূন ৫১ আয়াত)*

আর তিনি (মু'মিনদের উদ্দেশ্যে) বলেছেন, "হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---।" *(সূরা বাকারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর রসূল ﷺ সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি ধুলোধূসরিত আলুথালু বেশে (সৎকাজের উদ্দেশ্যে) সফর করে। তার হাত দু'টিকে আকাশের দিকে তুলে, 'হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক!' বলে (দুআ করে), কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং কেমন করে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে? *(মুসলিম ২৩৯৩, তিরমিযী ২৯৮৯নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ . رواه أَبُو داود بإسناد جيدٍ

(৩৭৮৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ অল্প শব্দে বহুল অর্থবোধক দুআ পছন্দ করতেন এবং তা ছাড়া অন্য দুআ পরিহার করতেন।' *(আবূ দাউদ ১৪৮৪নং, উত্তম সানাদে)*

عن أبي موسى قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم أعرابيا فأكرمه فقال له : (ائتنا) فأتاه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : (سل حاجتك) قال : ناقة نركبها وأغنز يحلبها أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل) ؟ قالوا : يا رسول الله وما عجوز بني إسرائبل ؟ قال : (إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بني إسرائيل فبعث إليها فأتته فقال : دليني على قبر يوسف قالت : حتى تعطيني حكمي قال : وما حكمك ؟ قالت : أكون معك في الجنة فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه : أن أعطها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت : أنضبوا هذا الماء فأنضبوه فقالت : احتفروا فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها إلى الأرض وإذا الطريق مثل ضوء النهار).

(৩৭৮৮) আবূ মূসা ﷺ বলেন, একদা এক মরুবাসী বেদুঈনের নিকট আল্লাহর রসূল ﷺ মেহমানি করলেন। তিনি তাকে তাঁর নিকট আসতে বললেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি?" লোকটি বলল, 'একটি জিন সহ উটনী এবং একটি দুধেল বকরী।' মহানবী ﷺ তাকে তা দিয়ে বিদায় করলেন। অতঃপর বললেন, "তোমাদের কেউ কি বানী ইসরাঈলের বুড়ির মত হতে অসমর্থ হয়?" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন,

‘বানী ইসরাঈলের বুড়ির ব্যাপার কী হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “মূসা বানী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে যখন মিসর ত্যাগ করতে চাইলেন, তখন তাঁরা রাস্তা ভুলে গেলেন। তাঁদের উলামাগণ বললেন, ইউসুফ মৃত্যুর সময় আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা মিসর থেকে বের হলে তাঁর লাশ না নিয়ে যেন বের না হই। মূসা বললেন, কিন্তু তাঁর কবর চিনবে কে? কেউ বলল, এক বুড়ি তাঁর কবর চেনে। অতঃপর সেই বুড়ির কাছে যাওয়া হলে সে বলল, আমি কবরের খবর বলে দেব। কিন্তু আমার একটি শর্ত ও চাহিদা আছে তা আপনাকে পূরণ করতে হবে। মূসা বললেন, তোমার চাহিদা কি তা বল। বুড়ি বলল, আমি বেহেশ্তে আপনার সঙ্গে বাস করতে চাই! মূসা আল্লাহর নিকট থেকে বুড়ির সেই চাহিদা পূরণের দুআ করলেন। কবর চেনা হল। অতঃপর লাশ সঙ্গে নিলে তাঁরা রাস্তা পেলেন।” *(ইবনে হিব্বান ৭২৩, হাকেম ৩৫২৩, ৪০৮৮, আবূ য়্যালা ৭২৫৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১৩নং)*

‘হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা কর’ কারো এরূপ দুআ করা মাকরূহ; বরং দৃঢ়চিত্তে প্রার্থনা করা উচিত

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ)) . متفق عليه

وفي رواية لمسلم : ((وَلكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ)) .

(৩৭৮৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন ‘হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা কর’, হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমার প্রতি দয়া কর’ অবশ্যই না বলে। বরং যেন দৃঢ়চিত্তে প্রার্থনা করে। কারণ, তাঁকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।” *(মুসলিম ৬৯৮৯নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “বরং সে যেন দৃঢ়চিত্তে চায় এবং যেন বিরাট আগ্রহ প্রকাশ করে। কেননা, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে প্রার্থিত বস্তু দান করা কোন বড় ব্যাপার নয়।” *(৬৯৮৮নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، وَلاَ يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ ، فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ)) . متفق عليه

(৩৭৯০) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন দুআ করবে, সে যেন দৃঢ়-সংকল্প হয়ে চায়। আর যেন না বলে যে, ‘আল্লাহ গো! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে দাও।’ কেননা, তাঁকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।” *(বুখারী ৬৩৩৮, ৭৪৬৪, মুসলিম ৬৯৮৭নং)*

ঝাড়ফুঁক ও তাবীয সংক্রান্ত হাদীস

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: ((وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ)).

(৩৭৯১) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবা আরবের কোন এক বসতিতে এলেন। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা তাঁদেরকে মেহমানরূপে বরণ করল না (এবং কোন খাদ্যও পেশ করল না)। অতঃপর তাঁরা সেখানে থাকা অবস্থায় তাদের সর্দারকে (বিছুতে) দংশন করল। তারা বলল, 'তোমাদের কাছে কি কোন ওষুধ অথবা ঝাড়ফুঁককারী (ওঝা) আছে?' তাঁরা বললেন, 'তোমরা আমাদেরকে মেহমানরূপে বরণ করলে না। সুতরাং আমরাও পারিশ্রমিক ছাড়া (ঝাড়ফুঁক) করব না।' ফলে তারা এক পাল ছাগল পারিশ্রমিক নির্ধারিত করল। একজন সাহাবী উম্মুল ক্বুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং থুথু জমা ক'রে (দংশনের জায়গায়) দিতে লাগলেন। সর্দার সুস্থ হয়ে উঠল। তারা ছাগলের পাল হাজির করল। তাঁরা বললেন, 'আমরা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না ক'রে গ্রহণ করব না।' সুতরাং তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে বললেন, "তোমাকে কিসে জানাল যে, ওটি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র?! ছাগলগুলি গ্রহণ কর এবং আমার জন্য একটি ভাগ রেখো।" *(বুখারী ৫৭৩৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সাহাবী গিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পড়তে লাগলেন। ফলে সে যেন বাঁধন থেকে মুক্ত হল এবং সুস্থ হয়ে চলাফিরা করতে লাগল।

এই বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা ঠিক করেছ।" *(বুখারী ২২৭৬নং)*

এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা যে সব জিনিসের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ কর,তার মধ্যে আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে বেশি হকদার।" *(বুখারী ৫৭৩৭নং)*

عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَبِى مَعْبَدٍ الْجُهَنِىِّ أَعُودُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْنَا أَلاَ تُعَلِّقُ شَيْئًا قَالَ الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)).

(৩৭৯২) ঈসা বিন আব্দুর রহমান তাবেঈ বলেন, আমি সাহাবী আবূ মা'বাদ জুহানীর নিকট গেলাম। তখন তাঁর মুখমন্ডল ও দেহে ফুলে ওঠা লাল লাল (একটা রোগ) হয়েছিল। আমি বললাম, 'আপনি কোন তাবীয বাঁধেন না কেন?' তিনি বললেন, 'নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক (তার থেকে আল্লাহর পানাহ)! মৃত্যু তার চেয়ে বেশি নিকটবর্তী। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি যা লটকাবে (বা দেহে ধারণ করবে), তাকে তার দিকেই সঁপে দেওয়া হবে।" *(তিরমিযী ২০৭২, হাকেম ৭৫০৩, আহমাদ ১৮৭৮১, সহীহ তারগীব ৩৪৫৬নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ: ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)).

(৩৭৯৩) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট (বাইআত করার উদ্দেশ্যে) ১০ জন লোক উপস্থিত হল। তিনি ন'জনের নিকট থেকে বাইয়াত নিলেন। আর মাত্র একজন লোকের নিকট হতে বাইআত নিলেন না। সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি ন'জনের বাইআত গ্রহণ করলেন, কিন্তু এর করলেন না কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "ওর দেহে কবচ রয়েছে তাই।" অতঃপর সে নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেলল। সুতরাং তার নিকট থেকেও বাইআত নিলেন এবং বললেন, "যে ব্যক্তি কবচ লটকায়, সে ব্যক্তি শির্ক করে।" *(আহমাদ ১৭৪২২, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৯২নং)*

عن زينب امرأة عبد الله قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة . وكان لنا سرير طويل القوائم . وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت . فدخل يوما . فلما سمعت صوته احتجبت منه . فجاء فجلس إلى جانبي . فمسني فوجد مس خيط . فقال ماهذا ؟ فقلت رقى لي فيه من الحمرة . فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك . سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ((إن الرقي والتمائم والتولة شرك)).

قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان . فدمعت عيني التي تليه . فإذا رقيتها سكنت دمعتها . وإذا تركتها دمعت . قال ذاك الشيطان . إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك . ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين . تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس . رب الناس . اشف أنت الشافي . لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقما.

(৩৭৯৪) ইবনে মসঊদ ﷺ-এর পত্নী যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক বুড়ি আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করত এবং সে বাতবিসর্প-রোগে ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের ছিল লম্বা খুরো-বিশিষ্ট খাট। (স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন গলা-সাড়া বা কোন আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি বাড়িতে এলেন। (এবং অভ্যাসমত বাড়ি প্রবেশের সময় গলা-সাড়া দিলেন।) বুড়ি তাঁর আওয়াজ শোনামাত্র লুকিয়ে গেল। এরপর তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি আমার দেহ স্পর্শ করলে (গলায় ঝুলানো মন্ত্র-পড়া) সুতো তাঁর হাতে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, 'এটা কি?' আমি বললাম, 'সুতো-পড়া; বাতবিসর্পরোগের জন্য ওতে মন্ত্র পড়া হয়েছে।' একথা শুনে তিনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'ইবনে মসঊদের বংশধর তো শির্ক থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।"

যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'কিন্তু একদা আমি বাইরে বের হলাম। হঠাৎ করে আমাকে অমুক লোক দেখে নিল। অতঃপর আমার যে চোখটা ঐ লোকটির দিকে ছিল সেই চোখটায় পানি ঝরতে লাগল। এরপর যখনই আমি ঐ চোখে মন্ত্র পড়াই, তখনই পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। আর যখনই না পড়াই, তখনই পানি ঝরতে শুরু করে। (অতএব বুঝা গেল যে, মন্ত্রের প্রভাব আছে।)'

ইবনে মসঊদ ﷺ বললেন, "ওটা তো শয়তানের কারসাজি। যখন তুমি (মন্ত্র পড়িয়ে) ওর আনুগত্য কর, তখন সে ছেড়ে দেয় (এবং তোমার চোখে পানি আসে না)। আর যখনই তুমি তার আনুগত্য কর না, তখনই সে নিজ আঙ্গুল দ্বারা তোমার চোখে খোঁচা মারে (এবং তার ফলে তাতে পানি আসে; যাতে তুমি মন্ত্রকে বিশ্বাস কর এবং শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়)। তবে যদি তুমি সেই কাজ করতে, যা আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন, তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম ও মঙ্গল হত এবং অধিকরূপে আরোগ্য লাভ করতে। আর তা এই যে, চোখে পানি ছিটাতে এবং বলতে,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا.

(ইবনে মাজাহ ৩৫৩০ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩১নং)

ইস্তিখারা (মঙ্গল জ্ঞান লাভ করা) ও পরামর্শ করা প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেছেন, { وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } [آل عمران : ١٥٩]

অর্থাৎ, কাজে-কর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } [الشورى : ٣٨]

অর্থাৎ, তারা আপোসে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। *(সূরা শূরা ৩৮ আয়াত)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ ، يَقُولُ : ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ ، فَلْيَركعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيْمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي)) أَوْ قَالَ : ((عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ . وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي)) أَوْ قَالَ : ((عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ)) قَالَ : ((وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)). رواه البخاري .

(৩৭৯৫) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যাবতীয় কাজের

জন্য ইস্তেখারা শিখাতেন। যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (আর) বলতেন, 'যখন তোমাদের কারো কোন বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা হয়, তখন সে যেন দু' রাকআত নামায প'ড়ে এই দুআ বলে ঃ-

"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা অ আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফায্বলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু অলা আক্বদিরু অতা'লামু অলা আ'লামু অ আন্তা আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা (----) খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাক্বদুরহু লী, অয়্যাস্সিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহ। অইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাস্বরিফহু আন্নী অস্বরিফনী আনহু, অক্বদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না সুম্মা আরয্বিনী বিহ।"

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের সাথে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জান, আমি জানি না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই (----) কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বর্কত দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জান, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও।

তিনি বলেন, "সে এ সময়ে তার প্রয়োজনের বিষয়টি উল্লেখ করবে।" (অর্থাৎ, দুআ কালীন সময়ে 'আন্না হা-যাল আম্‌রা' এর জায়গায় প্রয়োজনীয় বিষয়টি উল্লেখ করবে।) *(বুখারী ১১৬২, ৬৩৮২, ৭৩৯০নং)*

পাপ ও তাওবা অধ্যায়

পাপ-পুণ্য

وَعَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((البِرُّ : حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ : مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)). رواه مسلم

(৩৭৯৬) নাওয়াস ইবনে সামআন ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পুণ্যবত্তা হল সচ্চরিত্রতার নাম এবং পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক---এ কথা তুমি অপছন্দ কর।" *(মুসলিম ৬৬৮০-৬৬৮১নং)*

وَعَن وَابِصَةَ بنِ مَعبَدٍ ﷺ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((جِئتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ ، فَقَالَ : ((اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، البِرُّ : مَا اطْمَأَنَّت إِلَيْهِ النَّفسُ ، وَاطْمأنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ ، وَالإِثْمُ

: مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوكَ)) حديث حسن ، رواه أحمد والدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا

(৩৭৯৭) ওয়াবেস্বাহ ইবনে মা'বাদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এলাম। অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি পুণ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তুমি তোমার অন্তরকে (ফতোয়া) জিজ্ঞাসা কর। পুণ্য হল তা, যার প্রতি তোমার মন প্রশান্ত হয় এবং অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর পাপ হল তা, যা মনে খট্‌কা সৃষ্টি করে এবং অন্তর সন্দিহান হয় ; যদিও লোকেরা তোমাকে (তার বৈধ হওয়ার) ফতোয়া দিয়ে থাকে।" *(আহমাদ ১৮০০১, ১৮০০৬, দারেমী ২৫৩৩নং)*

عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ، ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلَقَةٌ، ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَانْفَكَّتْ حَلَقَةٌ أُخْرَى، حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الأَرْضِ)).

(৩৭৯৮) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন পাপ করার পরপরই পুণ্যকর্ম করে, সেই ব্যক্তির উপমা এমন একজনের মত যার দেহে ছিল সংকীর্ণ বর্ম; যা তার শ্বাস রোধ করে ফেলেছিল। অতঃপর সে যখন একটি পুণ্যকর্ম করে, তখন বর্মের একটি আংটা খুলে যায়। তারপর আর একটি পুণ্য করলে আরো একটি আংটা খুলে যায়। ফলে সে সংকীর্ণতার কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।" *(আহমাদ ১৭৩০৭, ত্বাবারানী ১৪২০২-১৪২০৩, সহীহুল জামে' ২১৯২নং)*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوِ الْمُسِيءِ، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا، وَإِلا كُتِبَتْ وَاحِدَةً)).

(৩৭৯৯) আবূ উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় বামের ফিরিশ্‌তা পাপী বা অপরাধী মুসলিমের উপর থেকে ছয় ঘন্টা কলম তুলে রাখেন। অতঃপর সে যদি পাপে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহলে তা উপেক্ষা করেন। নচেৎ একটি পাপ লেখা হয়।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ৭৬৬৭, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭০৫১, সঃ জামে' ২০৯৭, সিঃ সহীহাহ ১২০৯নং)*

وَعَنْ أَبِي العبَّاسِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَن رَسُول الله ﷺ ، فِيمَا يَروِي عَن رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ، قَالَ : ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ والسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالى عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ،وَإنْ هَمَّ بهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ إلى أَضعَافٍ كَثيرةٍ ، وإنْ هَمَّ بسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى

عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً)) مُتَّفَقٌ عليهِ

(৩৮০০) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বর্কতময় মহান প্রভু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে পারে না, আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তার জন্য (কেবল নিয়ত করার বিনিময়ে) একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ, বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকী লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট একটি পূর্ণ নেকী হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর ঐ পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন।" *(বুখারী ৭৫০১, মুসলিম ১২৮-নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)).

(৩৮০১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ (পাপ-পুণ্য লেখক ফিরিশ্তাকে) বলেন, 'আমার বান্দা যখন কোন পাপ করার ইচ্ছা করে, তখন তা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত তার আমলনামায় পাপ লিপিবদ্ধ করো না। অতঃপর যদি তা কাজে পরিণত করে, তাহলে অনুরূপ (১টি) পাপ লিপিবদ্ধ কর। আর যদি তা আমার কারণে ত্যাগ করে (কাজে পরিণত না করে), তাহলে তার জন্য ১টি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যখন সে কোন নেকীর কাজ করার ইচ্ছা করে এবং তা কাজে পরিণত না করতে পারে, তাহলে তার জন্য ১টি নেকী লিপিবদ্ধ কর। আর যদি তা কাজে পরিণত করে ফেলে, তাহলে তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ গুণ নেকী লিপিবদ্ধ কর।" *(বুখারী ৭৫০১নং)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَرَأَ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ الْآيَةَ)).

(৩৮০২) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আদম-সন্তানের মাঝে শয়তানের স্পর্শ আছে এবং ফিরিশ্তারও স্পর্শ আছে। শয়তানের স্পর্শ হল, মন্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করা। আর ফিরিশ্তার স্পর্শ হল, ভালোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও সত্যকে সত্যজ্ঞান করা। সুতরাং যে ব্যক্তি ফিরিশ্তার স্পর্শ অনুভব করবে, সে যেন বোঝে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সে যেন তাঁর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি

অন্যটির স্পর্শ অনুভব করবে, সে যেন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।” অতঃপর মহানবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ। *(বাক্বারাহ ঃ ২৬৮) (তিরমিযী ২৯৮৮, নাসাঈর কুবরা ১১০৫১, ইবনে হিব্বান ৯৯৭ প্রমুখ, সহীহ মাওয়ারিদুয যামআন ৩৮নং)*

عَن عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)).

(৩৮০৩) আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মু’মিন যখন কোন পাপ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি আরো বেশি পাপ করে, তাহলে সেই দাগ তার হৃদয়কে গ্রাস ক’রে নেয়। এই হল সেই জং, যার কথা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।” *(আহমাদ ৭৮৯২, তিরমিযী ৩৩৩৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৪২২নং)*

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَكْبَرَ ».

(৩৮০৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তিন ব্যক্তির নিকট হতে (কিরামান কাতেবীনের পাপ-পুণ্য লিখার) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে; ঘুমন্ত ব্যক্তি হতে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়েছে, পাগল ব্যক্তি হতে যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়েছে এবং শিশু হতে, যতদিন না সে সাবালক হয়েছে।” *(আহমাদ ১/১৪০, আবূ দাউদ ৪৪০০নং, হাকেম ৪/৪৩০)*

তওবার বিবরণ

উলামা সম্প্রদায়ের উক্তি এই যে, প্রত্যেক পাপ থেকে তওবা করা (চিরতরে প্রত্যাবর্তন করা) ওয়াজেব (অবশ্য-কর্তব্য)। যদি গোনাহর সম্পর্ক আল্লাহর (অবাধ্যতার) সঙ্গে থাকে এবং কোন মানুষের অধিকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ ধরনের তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। ১। পাপ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। ২। পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। ৩। ঐ পাপ আগামীতে দ্বিতীয়বার না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। সুতরাং যদি এর মধ্যে একটি শর্তও লুপ্ত হয়, তাহলে সেই তওবা বিশুদ্ধ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হয়, তাহলে তা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য চারটি শর্ত আছে। উপরোক্ত তিনটি এবং চতুর্থ শর্ত হল, হকদারদের হক ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি অবৈধ পন্থায় কারো মাল বা অন্য কিছু নিয়ে থাকে, তাহলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

আর যদি কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা অনুরূপ কোন দোষ ক'রে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে শাস্তি নিতে নিজেকে পেশ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যদি কারো গীবত করে থাকে, তাহলে তার কাছে তা বৈধ করে নেবে।

সমস্ত পাপ থেকে তওবাহ করা ওয়াজেব। আংশিক পাপ থেকে তওবাহ করলে সেই তওবাহ হকপন্থী উলামাগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট পাপ রয়ে যাবে। তওবা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যও বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [النور : ٣١]

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

{ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ } [هود : ٣]

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর। *(সূরা হূদ ৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحا } [التحريم : ٨].

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। *(সূরা তাহরীম ৮ আয়াত)*

وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : سمعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقول : ((والله إنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله وأَتُوبُ إِلَيْه في اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً)). رواه البخاري .

(৩৮০৫) আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যহ ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করি।" *(বুখারী ৬৩০৭নং)*

وَعَنِ الأَغَرِّ بنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلى اللهِ واسْتَغْفِرُوهُ ، فَإِنِّي أتُوبُ في اليَومِ مِئَةَ مَرَّةٍ)). رواه مسلم .

(৩৮০৬) আগার্র ইবনে য়্যাসার মুযানী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর সমীপে তওবা কর ও তাঁর নিকট ক্ষমা চাও! কেননা, আমি প্রতিদিন ১০০ বার করে তওবাহ ক'রে থাকি।" *(মুসলিম ৭০৩৪, আবূ দাউদ ১৫১৫নং)*

وَعَنْ أَبي حَمزَةَ أَنَس بنِ مَالكٍ الأنصَارِيِّ ﷺ خَادِمِ رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لَلَّهُ أفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وقد أضلَّهُ في أرضٍ فَلاةٍ)). مُتَّفَقٌ عليه

وفي رواية لمُسْلمٍ : ((للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يتوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

بأرضٍ فَلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابهُ فأَيسَ مِنْهَا، فَأَتى شَجَرَةً فاضطَجَعَ في ظِلِّهَا وقد أيسَ مِنْ رَاحلَتهِ، فَبينَما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِها قائِمَةً عِندَهُ، فَأَخَذَ بِخِطامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أنْتَ عَبدِي وأنا رَبُّكَ ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ)).

(৩৮০৭) আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খাদেম, আবূ হামযাহ আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দার তওবা করার জন্য ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী আনন্দিত হন, যে তার উঁট জঙ্গলে হারিয়ে ফেলার পর পুনরায় ফিরে পায়।" *(বুখারী ৬৩০৯, মুসলিম ৭১৩১-৭১৩৭নং)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এইভাবে এসেছে যে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় যখন সে তওবা করে তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোন মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় সব ওর পিঠের উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস, আর আমি তোমার প্রভু!' সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল ক'রে ফেলে।"

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ((قَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي ، وَاللهِ ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بالفَلاَةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً ، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ)). متفقٌ عليه

(৩৮০৮) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।" *(বুখারী ৭৮০৫ নং, মুসলিম ৭১২৮নং)*

وعَنْ أَبي موسَى عبدِ اللهِ بنِ قَيسٍ الأشْعريِّ ﷺ، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ : ((إنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بالليلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها)). رواه مسلم .

(৩৮০৯) আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন; যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তওবা করে। এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী (দিনে) তওবাহ করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম

দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে, সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে।” *(মুসলিম ৭১৬৫নং)*

وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَابَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها تَابَ اللهُ عَلَيهِ)) رواه مسلم .

(৩৮ ১০) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।” *(মুসলিম ৭০৩৬নং)*

وعَنْ أَبِي عبد الرحمان عبد الله بنِ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهما ، عن النَّبي ﷺ، قَالَ : ((إنَّ الله – عز وجل – يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ)). رواه الترمذي، وَقالَ : ((حديث حسن)) .

(৩৮ ১১) ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবাহ সে পর্যন্ত কবুল করবেন, যে পর্যন্ত তার প্রাণ কণ্ঠাগত না হয়।” *(আহমাদ ৬১৬০, তিরমিযী ৩৫৩৭, আবূ য়্যা'লা ৫৬০৯, হাকেম ৭৬৫৯, ইবনে হিব্বান ৬২৮নং)*

وعن زِرِّ بن حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ ﷺ أَسْأَلُهُ عَن الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ ، فَقالَ : ما جاءَ بكَ يَا زِرُّ ؟ فقُلْتُ : ابتِغَاء العِلْمِ ، فقالَ : إنَّ المَلائكَةَ تَضَعُ أجْنِحَتَهَا لطَالبِ العِلْمِ رِضًى بمَا يطْلُبُ . فقلتُ : إنَّهُ قَدْ حَكَّ في صَدْري المَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ بَعْدَ الغَائِطِ والبَولِ ، وكُنْتَ امْرَءاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ فَجئتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذكُرُ في ذلِكَ شَيئاً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَأْمُرُنا إذَا كُنَّا سَفراً – أَوْ مُسَافِرينَ – أنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيالِيهنَّ إلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، لكنْ مِنْ غَائطٍ وَبَولٍ ونَوْمٍ . فقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكرُ في الهَوَى شَيئاً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ في سَفَرٍ ، فبَيْنَا نَحْنُ عِندَهُ إذْ نَادَاه أَعرابيٌّ بصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ : يَا مُحَمَّدُ ، فأجابهُ رسولُ الله ﷺ نَحْواً مِنْ صَوْتِه : ((هَاؤُمْ)) فقُلْتُ لَهُ : وَيْحَكَ ! اغْضُضْ مِنْ صَوتِكَ فَإنَّكَ عِنْدَ النَّبي ﷺ، وَقَدْ نُهيتَ عَنْ هذَا ! فقالَ : والله لاَ أغْضُضُ . قَالَ الأعرَابيُّ : المَرْءُ يُحبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يلْحَقْ بهِمْ ؟ قَالَ النَّبيُّ ﷺ: ((المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يومَ القِيَامَةِ)) . فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذكَرَ بَاباً مِنَ المَغْربِ مَسيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكبُ في عَرْضِهِ أرْبَعينَ أَوْ سَبعينَ عاماً – قَالَ سُفْيانُ أَحدُ الرُّواةِ : قِبَلَ الشَّامِ – خَلَقَهُ الله تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواتِ والأَرْضَ مَفْتوحاً للتَّوْبَةِ لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. رواه الترمذي وغيره، وَقالَ: ((حديث حسن صحيح)).

(৩৮ ১২) যির্র ইবনে হুবাইশ বলেন যে, আমি মোজার উপর মাসাহ করার মসলা জিজ্ঞাসা করার জন্য সাফওয়ান ইবনে আস্সালের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, ‘হে যির্র! তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কী?’ আমি বললাম, ‘জ্ঞান অন্বেষণ।’ তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় ফিরিশ্তামণ্ডলী ঐ অন্বেষণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যার্থীর জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।’

অতঃপর আমি বললাম, ‘পেশাব-পায়খানার পর মোজার উপর মাসাহ করার ব্যাপারে

আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু আপনি নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী, তাই আপনার নিকট জানতে এলাম যে, আপনি এ ব্যাপারে নবী ﷺ-কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন কি না?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! যখন আমরা বিদেশ সফরে বের হতাম, তখন তিনি আমাদেরকে (সফরে) তিনদিন ও তিন রাত মোজা না খোলার আদেশ দিতেন (অর্থাৎ আমরা যেন এই সময়সীমা পর্যন্ত মাসাহ করতে থাকি), কিন্তু বড় অপবিত্রতা (সঙ্গম, বীর্যপাত ইত্যাদি) হেতু অপবিত্র হলে (মোজা খুলতে হবে)। কিন্তু পেশাব-পায়খানা ও ঘুম থেকে উঠলে নয়। (এ সবের পর রীতিমত মাসাহ করা জায়েয)।' আমি বললাম, 'আপনি কি তাঁকে ভালবাসা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। আমরা তাঁর সঙ্গে বসেছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন অতি উঁচু গলায় ডাক দিল, "হে মুহাম্মাদ!" রাসূলুল্লাহ ﷺও তাকে উঁচু আওয়াজে জবাব দিলেন, "এখানে এস!" আমি (যির্র) তাকে বললাম, "আরে তুমি নিজের আওয়াজ নীচু কর! কেননা, তুমি নবী ﷺ-এর নিকট আছ। তাঁর নিকট এ রকম উঁচু গলায় কথা বলা তোমার (বরং সকলের) জন্য নিষিদ্ধ।" সে (বেদুঈন) বলল, "আল্লাহর কসম! আমি তো আস্তে কথা বলবই না।" বেদুঈন বলল, "কোন ব্যক্তি কিছু লোককে ভালবাসে; কিন্তু সে তাদের (মর্যদায়) পৌঁছতে পারেনি? (এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?)।" নবী ﷺ প্রত্যুত্তরে বললেন, "মানুষ কিয়ামতের দিন ঐ লোকদের সঙ্গে থাকবে, যাদেরকে সে ভালবাসবে।" পুনরায় তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। এমনকি তিনি পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা উল্লেখ করলেন, যার প্রস্থের দূরত্ব ৪০ কিংবা ৭০ বছরের পথ অথবা তিনি বললেন, ওর প্রস্থে একজন আরোহী ৪০ কিংবা ৭০ বছর চলতে থাকবে। (সুফয়ান এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী বলেন যে, এই দরজা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত।) **আল্লাহ তাআলা এই দরজাটি আসমান-যমীন সৃষ্টি করার দিন সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় থেকে তা তওবার জন্য খোলা রয়েছে। পশ্চিমদিক থেকে সূর্য না উঠা পর্যন্ত এটা বন্ধ হবে না।'** *(তিরমিযী ৩৫৩৫নং)*

وعَنْ أَبِي سَعيد سَعْدِ بنِ مالكِ بنِ سِنَانٍ الخدريِّ ﷺ : أنّ نَبِيَّ اللّه ﷺ ، قَالَ : ((كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعينَ نَفْساً ، فَسَأَلَ عَنْ أعْلَمِ أَهْلِ الأرض ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ ، فَأَتَاهُ . فقال : إنَّهُ قَتَلَ تِسعَةً وتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوبَةٍ ؟ فقالَ : لا ، فَقَتَلهُ فَكَمَّلَ بهِ مئةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرض ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ . فقَالَ : إنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فقالَ : نَعَمْ ، ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقْ إلى أرضِ كَذَا وكَذَا فإنَّ بِهَا أُناساً يَعْبُدُونَ اللّه تَعَالَى فاعْبُدِ اللّه مَعَهُمْ ، ولاَ تَرْجِعْ إلى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أرضُ سُوءٍ ، فانْطَلَقَ حَتَّى إذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ ، فاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ ومَلائِكَةُ العَذَابِ . فَقَالتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِباً ، مُقْبِلاً بِقَلبِهِ إلى اللّهِ تَعَالَى ، وقالتْ مَلائِكَةُ العَذَابِ : إنَّهُ لمْ يَعْمَلْ خَيراً قَطُّ ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ في صورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ – أيْ حَكَماً – فقالَ : قِيسُوا ما بينَ الأرضَينِ فَإلَى أيّتهما كَانَ أدنَى فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أدْنى إلى الأرْضِ التي أرَادَ ، فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحمةِ)). مُتَّفَقٌ عليه. وفي رواية في

الصحيح : ((فَكَانَ إلى القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أهلِهَا)) . وفي رواية في الصحيح : ((فَأَوحَى اللّه تَعَالَى إلى هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي ، وإلَى هذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي ، وقَالَ : قِيسُوا مَا بيْنَهُما ، فَوَجَدُوهُ إلى هذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ)) . وفي رواية : ((فَنَأى بصَدْرِهِ نَحْوَهَا)) .

(৩৮ ১৩) আবূ সাঈদ সা'দ বিন মালেক বিন সিনান খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পূর্বে (বনী ইস্রাইলের যুগে) একটি লোক ছিল; যে ৯৯টি মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর লোকদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাকে একটি খ্রিষ্টান সন্নাসীর কথা বলা হল। সে তার কাছে এসে বলল, 'সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। এখন কি তার তওবার কোন সুযোগ আছে?' সে বলল, 'না।' সুতরাং সে (ক্রোধান্বিত হয়ে) তাকেও হত্যা ক'রে একশত পূরণ ক'রে দিল। পুনরায় সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এবারও তাকে এক আলেমের খোঁজ দেওয়া হল। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে একশত মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? সে বলল, 'হ্যাঁ আছে! তার ও তওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশ চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমার নিজ দেশে ফিরে যেও না। কেননা, ও দেশ পাপের দেশ।' সুতরাং সে ব্যক্তি ঐ দেশ অভিমুখে যেতে আরম্ভ করল। যখন সে মধ্য রাস্তায় পৌঁছল, তখন তার মৃত্যু এসে গেল। (তার দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা বের করার জন্য) রহমত ও আযাবের উভয় প্রকার ফিরিশ্তা উপস্থিত হলেন। ফিরিশ্তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। রহমতের ফিরিশ্তাগণ বললেন, 'এই ব্যক্তি তওবা ক'রে এসেছিল এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে তার আগমন ঘটেছে।' আর আযাবের ফিরিশ্তারা বললেন, 'এ এখনো ভাল কাজ করেনি (এই জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত)।' এমতাবস্থায় একজন ফিরিশ্তা মানুষের রূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হলেন। ফিরিশ্তাগণ তাঁকে সালিস মানলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, 'তোমরা দু' দেশের দূরত্ব মেপে দেখ। (অর্থাৎ এ যে এলাকা থেকে এসেছে সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব এবং যে দেশে যাচ্ছিল তার দূরত্ব) এই দুয়ের মধ্যে সে যার দিকে বেশী নিকটবর্তী হবে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত হবে।' অতএব তাঁরা দূরত্ব মাপলেন এবং যে দেশে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সেই (ভালো) দেশকে বেশী নিকটবর্তী পেলেন। সুতরাং রহমতের ফিরিশ্তাগণ তার জান কবয করলেন।"

সহীহতে আর একটি বর্ণনায় এরূপ আছে যে, "পরিমাপে ঐ ব্যক্তিকে সৎশীল লোকদের দেশের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে ঐ সৎশীল ব্যক্তিদের দেশবাসী বলে গণ্য করা হল।"

সহীহতে আরো একটি বর্ণনায় এইরূপ এসেছে যে, "আল্লাহ তাআলা ঐ দেশকে (যেখান থেকে সে আসছিল তাকে) আদেশ করলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎশীলদের দেশকে আদেশ করলেন যে, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, 'তোমরা এ দু'য়ের দূরত্ব মাপ।' সুতরাং তাকে সৎশীলদের দেশের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী

পেলেন। যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।”

আরো একটি বর্ণনায় আছে, “সে ব্যক্তি নিজের বুকের উপর ভর করে ভালো দেশের দিকে একটু সরে গিয়েছিল।” *(বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ৭১৮৪-৭১৮৫নং)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بن كَعبِ بن مالكٍ ، وَكَانَ قَائِدَ كَعبٍ ﷺ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عمِيَ ، قَالَ : سَمِعتُ كَعْبَ بنَ مالكٍ ﷺ يُحَدِّثُ بحَديثِهِ حينَ تَخلَّفَ عن رسول اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ . قَالَ كعبٌ : لَمْ أتَخَلَّفْ عَنْ رسول الله ﷺ في غَزْوَةٍ غزاها قط إلا في غزوة تَبُوكَ ، غَيْرَ أنّي قَدْ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَةِ بَدْرٍ ، ولَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ ؛ إنَّمَا خَرَجَ رسولُ الله ﷺ والمُسْلِمُونَ يُريدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ الله تَعَالَى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْر ميعادٍ . ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسول الله ﷺ لَيلَةَ العَقَبَةِ حينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإسْلامِ ، وما أُحِبُّ أنَّ لي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وإنْ كَانَتْ بدرٌ أذْكَرَ في النَّاسِ مِنْهَا. وكانَ مِنْ خَبَري حينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رسول اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ أنِّي لم أكُنْ قَطُّ أَقْوى ولا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عنْهُ في تِلكَ الغَزْوَةِ ، وَاللّه ما جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رسولُ الله ﷺ يُريدُ غَزْوَةً إلاَّ وَرَّى بِغَيرِها حَتَّى كَانَتْ تلْكَ الغَزْوَةُ ، فَغَزَاها رسولُ الله ﷺ في حَرٍّ شَديدٍ ، واسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً وَمَفَازاً ، وَاستَقْبَلَ عَدَداً كَثِيراً ، فَجَلَّى للْمُسْلِمينَ أمْرَهُمْ ليتَأهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فأَخْبَرَهُمْ بوَجْهِهِمُ الَّذِي يُريدُ ، والمُسلِمونَ مَعَ رسول الله كثيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُريدُ بذلِكَ الدّيوَانَ) قَالَ كَعْبٌ : فَقَلَّ رَجُلٌ يُريدُ أنْ يَتَغَيَّبَ إلاَّ ظَنَّ أنَّ ذلِكَ سيخْفَى بِهِ ما لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ الله ، وَغزا رَسُول الله ﷺ تِلْكَ الغَزوَةَ حِينَ طَابَت الثِّمَارُ وَالظِّلالُ ، فَأنَا إلَيْهَا أصْعَرُ ، فَتَجَهَّزَ رسولُ الله ﷺ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وطَفِقْتُ أغْدُو لكَيْ أتَجَهَّزَ مَعَهُ ، فأرْجِعُ وَلَمْ أقْضِ شَيْئاً ، وأقُولُ في نفسي : أنَا قَادرٌ عَلَى ذلِكَ إذَا أَرَدْتُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمادى بي حَتَّى اسْتَمَرَّ بالنَّاسِ الْجِدُّ ، فأصْبَحَ رسولُ الله ﷺ غَادياً والمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أقْضِ مِنْ جِهَازي شَيْئاً ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أقْضِ شَيئاً ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بي حَتَّى أسْرَعُوا وتَفَارَطَ الغَزْوُ ، فَهَمَمْتُ أنْ أرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ ، فَيَا لَيْتَني فَعَلْتُ ، ثُمَّ لم يُقَدَّرْ ذلِكَ لي ، فَطَفِقْتُ إذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْزُنُنِي أنِّي لا أرَى لي أُسْوَةً ، إلاّ رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْهِ في النِّفَاقِ ، أوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الضُّعَفَاءِ ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في القَوْمِ بِتَبُوكَ : ((ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ : يا رَسُولَ اللهِ ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ والنَّظَرُ في عِطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ : بِئْسَ مَا قُلْتَ ! واللهِ يا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلاَّ خَيْراً ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَبَيْنَا هُوَ عَلى ذَلِكَ رَأى رَجُلاً مُبْيضاً يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ)) ، فَإذَا هُوَ أبُو خَيْثَمَةَ الأنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ المُنَافِقُونَ .قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ

قَافِلاً مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي ، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ وأَقُولُ : بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً ؟ وأَسْتَعِيْنُ عَلى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رأْيٍ مِنْ أَهْلِي ، فَلَمَّا قِيْلَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمَاً ، زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيءٍ أَبَداً ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِماً ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ جَاءهُ المُخَلَّفُونَ يَعْتَذِرونَ إِلَيْه ويَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بِضْعاً وَثَمانينَ رَجُلاً ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ واسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلى اللهِ تَعَالَى ، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ. ثُمَّ قَالَ : ((تَعَالَ)) ، فَجِئْتُ أَمْشي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فقالَ لي : ((مَا خَلَّفَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟)) قَالَ : قُلْتُ : يَا رسولَ اللهِ ، إنّي واللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ ؛ لقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً ، ولَكِنِّي واللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليوم حَدِيثَ كَذبٍ تَرْضَى بِه عنِّي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ ، وإنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إنّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ – عز وجل – ، واللهِ ما كَانَ لي مِنْ عُذْرٍ ، واللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . قَالَ : فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ((أَمَّا هَذَا فقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فيكَ)) . وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فاتَّبَعُوني فَقالُوا لِي : واللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لا تَكونَ اعتَذَرْتَ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ بما اعْتَذَرَ إليهِ المُخَلَّفُونَ ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ . قَالَ : فَواللهِ ما زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجعَ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ فأُكَذِّبَ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلْ لَقِيَ هذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلانِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قيلَ لَكَ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُما ؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بْنُ الرَّبيع الْعَمْرِيُّ ، وهِلاَلُ ابنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ ؟ قَالَ : فَذَكَرُوا لِي رَجُلَينِ صَالِحَينِ قَدْ شَهِدَا بَدْراً فيهما أُسْوَةٌ ، قَالَ : فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُما لِي . ونَهَى رَسُول اللهِ ﷺ عَنْ كَلامِنا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ، فاجْتَنَبَنَا النَّاسُ – أَوْ قَالَ : تَغَيَّرُوا لَنَا – حَتَّى تَنَكَّرَتْ لي فِي نَفْسي الأَرْض ، فَمَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتي أَعْرِفُ ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً . فَأَمّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانا وقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكيَان . وأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَومِ وأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ المُسْلِمِينَ ، وأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ ، وَآتِي رسولَ اللهِ ﷺ فأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَأَقُولُ فِي نَفسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْه بِرَدِّ السَّلام أَمْ لاَ ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيباً مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي ، حَتَّى إِذَا طَال ذلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ المُسْلِمينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدارَ حائِط أبي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وأَحَبُّ النَّاس إِلَيَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ

هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ ؟ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ ، وَكُنْتُ كَاتِباً . فَقَرَأْتُهُ فإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنا أنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ ، فَالْحَقْ بنَا نُوَاسِكَ ، فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا : وَهَذِهِ أَيضاً مِنَ البَلاءِ ، فَتَيَمَّمْتُ بهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إِذَا رسولُ رسولِ اللهِ ﷺ يَأتِيني ، فَقَالَ : إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يَأمُرُكَ أنْ تَعْتَزِلَ امْرَأتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أمْ مَاذَا أفْعَلُ ؟ فَقَالَ : لاَ ، بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا ، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذلِكَ . فَقُلْتُ لامْرَأتِي : الْحَقِي بِأهْلِكِ فَكُوني عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الأمْرِ. فَجَاءتِ امْرَأةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رسولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ هِلاَلَ بْنَ أمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أنْ أخْدُمَهُ ؟ قَالَ : ((لاَ ، وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ)) فَقَالَتْ : إنَّهُ واللهِ ما بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ ، وَوَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَومِهِ هَذَا . فَقَالَ لي بَعْضُ أهْلِي : لَو اسْتَأْذَنْتَ رسولَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأتِكَ فَقَدْ أَذِنَ لامْرَأةِ هلاَلِ بْنِ أمَيَّةَ أنْ تَخْدُمَهُ ؟ فَقُلْتُ : لاَ أسْتَأذِنُ فيها رسولَ اللهِ ﷺ ، وَمَا يُدْرِيني مَاذَا يقُول رسولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ! فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَنا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنا ، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحالِ الَّتي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَّا ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أوفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بِأعْلَى صَوتِهِ : يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أبْشِرْ ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً، وَعَرَفْتُ أنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ . فَآذَنَ رسولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللهِ – عز وجل – عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا ، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَساً وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أسْلَمَ قِبَلِي ، وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، فَكَانَ الصَّوْتُ أسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ ، فَلَمَّا جَاءني الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُني نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ ببشارته، وَاللهِ مَا أمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُما ، وَانْطَلَقْتُ أتَأمَّمُ رسولَ اللهِ ﷺ يَتَلَقَّاني النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنِّئُونَني بالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ . حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَه النَّاسُ ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ﷺ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَني وَهَنَّأَني ، واللهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيرُهُ – فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ – . قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُور : ((أبْشِرْ بِخَيْرِ يَومٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ

أُمُّكَ)) فَقُلْتُ : أمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُول الله أَمْ مِنْ عِندِ الله ؟ قَالَ : ((لاَ ، بَلْ مِنْ عِنْدِ الله – عز وجل –)) ، وَكَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رسولَ الله ، إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أنْ أنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ . فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: ((أمْسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) . فقلتُ : إنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيبَر . وَقُلْتُ: يَا رسولَ الله ، إنَّ الله تَعَالَى إنَّمَا أنْجَانِي بالصِّدْقِ ، وإنَّ مِنْ تَوْبَتِي أنْ لا أُحَدِّثَ إلاَّ صِدْقاً مَا بَقِيتُ ، فوَالله مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنَ المُسْلِمينَ أبْلاهُ الله تَعَالَى في صِدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذلِكَ لِرسولِ الله ﷺ أحْسَنَ مِمَّا أبْلانِي الله تَعَالَى ، واللهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذلِكَ لِرسولِ الله ﷺ إِلَى يَومِيَ هَذَا ، وإنِّي لأرْجُو أنْ يَحْفَظَنِي الله تَعَالَى فيما بَقِيَ ، قَالَ : فأَنْزَلَ الله تَعَالَى : {لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ } حَتَّى بَلَغَ : { إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيم وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ } حَتَّى بَلَغَ : {اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة : ١١٧–١١٩] قَالَ كَعْبٌ : واللهِ ما أنْعَمَ الله عَلَيَّ مِنْ نعمةٍ قَطُّ بَعْدَ إذْ هَدَاني اللهُ للإِسْلامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدقِي رسولَ الله ﷺ أنْ لا أكونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الَّذينَ كَذَبُوا ؛ إنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أنْزَلَ الوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ ، فقال الله تَعَالَى : { سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [التوبة : ٩٥–٩٦] قَالَ كَعْبٌ : كُنَّا خُلِّفْنَا أيُّهَا الثَّلاثَةُ عَنْ أمْرِ أُولئكَ الذينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رسولُ الله ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ الله ﷺ أمْرَنَا حَتَّى قَضَى الله تَعَالَى فِيهِ بِذلِكَ . قَالَ الله تَعَالَى: {وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخلُّفُنَا عن الغَزْو، وإنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إيّانا وإرْجَاؤُهُ أمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ واعْتَذَرَ إِلَيْهِ فقبلَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عليه .

وفي رواية : أنَّ النَّبيّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَومَ الخَميس وكانَ يُحِبُّ أنْ يخْرُجَ يومَ الخمِيس . وفي رواية : وكانَ لاَ يقْدمُ مِنْ سَفَرٍ إلاَّ نَهَاراً في الضُّحَى ، فإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بالمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

(৩৮ ১৪) কা'ব ইবনে মালেকের পুত্র আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এই আব্দুল্লাহ কা'ব ﷺ-এর ছেলেদের মধ্যে তাঁর পরিচালক ছিলেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আমি (আমার পিতা) কা'ব ইবনে মালেককে ঐ ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি, যখন তিনি তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে থেকে যান। তিনি বলেন, 'আমি তাবূক যুদ্ধ ছাড়া যে যুদ্ধই রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন তাতে কখনোই তাঁর পিছনে থাকিনি। অবশ্য বদরের যুদ্ধ থেকে

আমি পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বদরের যুদ্ধে যে অংশগ্রহণ করেনি, তাকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। আসল ব্যাপার ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমগণ কুরাইশের কাফেলার পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিলেন। (শুরুতে যুদ্ধের নিয়ত ছিল না।) পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ও তাঁদের শত্রুকে (পূর্বঘোষিত) মেয়াদ ছাড়াই একত্রিত করেছিলেন। আমি আক্বাবার রাতে (মিনায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। আক্বাবার রাত অপেক্ষা আমার নিকটে বদরের উপস্থিতি বেশী প্রিয় ছিল না। যদিও বদর (অভিযান) লোক মাঝে ওর চাইতে বেশী প্রসিদ্ধ। (কা'ব বলেন,) আর আমার তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে থাকার ঘটনা এরূপ যে, এই যুদ্ধ হতে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল ছিলাম অন্য কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এর পূর্বে আমার নিকট কখনো দু'টি সওয়ারী (বাহন) একত্রিত হয়নি। কিন্তু এই (যুদ্ধের) সময়ে একই সঙ্গে দু'টি সওয়ারী আমার নিকট মওজুদ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন 'তাওরিয়া' করতেন (অর্থাৎ সফরের গন্তব্যস্থলের নাম গোপন রেখে সাধারণ অন্য স্থানের নাম নিতেন, যাতে শত্রুরা টের না পায়)। এই যুদ্ধ এইভাবে চলে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ গরমে এই যুদ্ধে বের হলেন এবং দূরবর্তী সফর ও দীর্ঘ মরুভূমির সম্মুখীন হলেন। আর বহু সংখ্যক শত্রুরও সম্মুখীন হলেন। এই জন্য তিনি মুসলমানদের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট ক'রে দিলেন; যাতে তাঁরা সেই অনুযায়ী যথোচিত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফলে তিনি সেই দিকও বলে দিলেন, যেদিকে যাবার ইচ্ছা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অনেক মুসলমান ছিলেন এবং তাদের কাছে কোন হাজিরা বহি ছিল না, যাতে তাদের নামসমূহ লেখা হবে। এই জন্য যে ব্যক্তি (যুদ্ধে) অনুপস্থিত থাকত সে এই ধারণাই করত যে, আল্লাহর অহী অবতীর্ণ ছাড়া তার অনুপস্থিতির কথা গুপ্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যুদ্ধ ফল পাকার মৌসমে করেছিলেন এবং সে সময় (গাছের) ছায়াও উৎকৃষ্ট (ও প্রিয়) ছিল, আর আমার টানও ছিল সেই ফল ও ছায়ার দিকে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানেরা (যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুতি নিলেন। আর (আমার এই অবস্থা ছিল যে,) আমি সকালে আসতাম, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমিও (যুদ্ধের) প্রস্তুতি নিই। কিন্তু কোন ফায়সালা না করেই আমি (বাড়ী) ফিরে আসতাম এবং মনে মনে বলতাম যে, আমি যখনই ইচ্ছা করব, যুদ্ধে শামিল হয়ে যাব। কেননা, আমি এর ক্ষমতা রাখি। আমার এই গড়িমসি অবস্থা অব্যাহত রইল এবং লোকেরা জিহাদের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাকলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানেরা একদিন সকালে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমি প্রস্তুতির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলাম না। আমি আবার সকালে এলাম এবং বিনা সিদ্ধান্তেই (বাড়ী) ফিরে গেলাম। সুতরাং আমার এই অবস্থা অব্যাহত থেকে গেল। ওদিকে মুসলিম সেনারা দ্রুতগতিতে আগে বাড়তে থাকল এবং যুদ্ধের ব্যাপারও ক্রমশঃ এগুতে লাগল। আমি ইচ্ছা করলাম যে, আমিও সফরে রওয়ানা হয়ে তাদের সঙ্গ পেয়ে নিই। হায়! যদি আমি তাই করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)। কিন্তু এটা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠল না। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলে যাওয়ার পর যখনই আমি লোকের মাঝে আসতাম, তখন এ জন্যই দুঃখিত ও চিন্তিত হতাম যে, এখন (মদীনায়) আমার সামনে কোন আদর্শ আছে তো কেবলমাত্র মুনাফিক কিংবা এত দুর্বল ব্যক্তিরা যাদেরকে আল্লাহ

ক্ষমার্হ বা অপারগ বলে গণ্য করেছেন।

সম্পূর্ণ রাস্তা রসূল ﷺ আমাকে স্মরণ করলেন না। তাবূক পৌঁছে যখন তিনি লোকের মাঝে বসেছিলেন, তখন আমাকে স্মরণ করলেন এবং বললেন, "কা'ব বিন মালেকের কী হয়েছে?" বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি লোক বলে উঠল, "হে আল্লাহর রসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব দর্শন (অর্থাৎ ধন ও তার অহঙ্কার) তাকে আটকে দিয়েছে।" (এ কথা শুনে) মুআয বিন জাবাল ﷺ বললেন, "বাজে কথা বললে তুমি। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তার ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না।" রসূল ﷺ নীরব থাকলেন।

এসব কথাবার্তা চলছিল এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে সাদা পোশাক পরে (মরুভূমির) মরীচিকা ভেদ ক'রে আসতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি যেন আবূ খাইসামাহ হও।" (দেখা গেল,) সত্যিকারে তিনি আবূ খাইসামাহ আনসারীই ছিলেন। আর তিনি সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একবার আড়াই কিলো খেজুর সদকাহ করেছিলেন বলে মুনাফিকরা (তা অল্প মনে করে) তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল।'

কা'ব বলেন, 'অতঃপর যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক থেকে ফিরার সফর শুরু ক'রে দিয়েছেন, তখন আমার মনে কঠিন দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হল এবং মিথ্যা অজুহাত পেশ করার চিন্তা করতে লাগলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম যে, আগামী কাল যখন রসূল ﷺ ফিরবেন, সে সময় আমি তাঁর রোষানল থেকে বাঁচব কী উপায়ে? আর এ ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের সহযোগিতা চাইতে লাগলাম। অতঃপর যখন বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন একদম নিকটবর্তী, তখন আমার অন্তর থেকে বাতিল (পরিকল্পনা) দূর হয়ে গেল। এমনকি আমি বুঝতে পারলাম যে, মিথ্যা বলে আমি কখনই বাঁচতে পারব না। সুতরাং আমি সত্য বলার দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে নিলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে (মদীনায়) পদার্পণ করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি সফর থেকে (বাড়ি) ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে দু' রাকআত নামায পড়তেন। তারপর (সফরের বিশেষ বিশেষ খবর শোনাবার জন্য) লোকেদের জন্য বসতেন। সুতরাং এই সফর থেকে ফিরেও যখন পূর্ববৎ কাজ করলেন, তখন মুনাফেকরা এসে তাঁর নিকট ওজর-আপত্তি পেশ করতে লাগল এবং কসম খেতে আরম্ভ করল। এরা সংখ্যায় আশি জনের কিছু বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাহ্যিক ওজর গ্রহণ করে নিলেন, তাদের বায়আত নিলেন, তাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের গোপনীয় অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দিলেন। অবশেষে আমিও তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর যখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির হাসির মত মুচকি হাসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "সামনে এসো!" আমি তাঁর সামনে এসে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন জিহাদ থেকে পিছনে রয়ে গেলে? তুমি কি বাহন ক্রয় করনি?" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন লোকের কাছে বসতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে যেতাম। বাক্চাতুর্য (বা তর্ক-বিতর্ক করা)র অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, যদি আজ আপনার সামনে মিথ্যা বলি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তাহলে অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা (অহী দ্বারা সংবাদ দিয়ে) আপনাকে আমার

উপর অসন্তুষ্ট ক'রে দেবেন। পক্ষান্তরে আমি যদি আপনাকে সত্য কথা বলি, তাহলে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট এর সুফলের আশা রাখি। (সেহেতু আমি সত্য কথা বলছি যে,) আল্লাহর কসম! (আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে) আমার কোন অসুবিধা ছিল না। আল্লাহর কসম! আপনার সাথ ছেড়ে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল ছিলাম ততটা কখনো ছিলাম না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এই লোকটি নিশ্চিতভাবে সত্য কথা বলেছে। বেশ, তুমি এখান থেকে চলে যাও, যে পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোন ফায়সালা না করবেন।"

আমার পিছনে পিছনে বনু সালেমাহ (গোত্রের) কিছু লোক এল এবং আমাকে বলল যে, "আল্লাহর কসম! আমরা অবগত নই যে, তুমি এর পূর্বে কোন পাপ করেছ। অন্যান্য পিছনে থেকে যাওয়া লোকেদের ওজর পেশ করার মত তুমিও কোন ওজর পেশ করলে না কেন? তোমার পাপ মোচনের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।" কা'ব বলেন, 'আল্লাহর কসম! লোকেরা আমাকে আমার সত্য কথা বলার জন্য তিরস্কার করতে থাকল। পরিশেষে আমার ইচ্ছা হল যে, আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে প্রথম কথা অস্বীকার করি (এবং কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে দিই।) আবার আমি তাদেরকে বললাম, "আমার এ ঘটনা কি অন্য কারো সাথে ঘটেছে?" তাঁরা বললেন, "হ্যাঁ। তোমার মত আরো দু'জন সমস্যায় পড়েছে। (রসূল ﷺ-এর নিকটে) তারাও সেই কথা বলেছে, যা তুমি বলেছ এবং তাদেরকে সেই কথাই বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে।" আমি তাদেরকে বললাম, "তারা দু'জন কে?" তারা বলল, "মুরারাহ ইবনে রাবী' আম্‌রী ও হিলাল ইবনে উমাইয়্যাহ ওয়াক্বেফী।" এই দু'জন যাঁদের কথা তারা আমার কাছে বর্ণনা করল, তাঁরা সৎলোক ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ ছিল। যখন তারা সে দু'জন ব্যক্তির কথা বলল, তখন আমি আমার পূর্বেকার অবস্থার (সত্যের) উপর অনড় থেকে গেলাম (এবং আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূরীভূত হল। যাতে আমি তাদের ভর্ৎসনার কারণে পতিত হয়েছিলাম)। (এরপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে পিছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ ক'রে দিলেন।'

কা'ব ﷺ বলেন, 'লোকেরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল।' অথবা বললেন, 'লোকেরা আমাদের জন্য পরিবর্তন হয়ে গেল। পরিশেষে পৃথিবী আমার জন্য আমার অন্তরে অপরিচিত মনে হতে লাগল। যেন এটা সেই পৃথিবী নয়, যা আমার পরিচিত ছিল। এইভাবে আমরা ৫০টি রাত কাটালাম। আমার দুই সাথীরা তো নরম হয়ে ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি আরম্ভ ক'রে দিলেন। কিন্তু আমি দলের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও বলিষ্ঠ ছিলাম। ফলে আমি ঘর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে নামাযে হাজির হতাম এবং বাজারসমূহে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হতাম এবং তিনি যখন নামাযের পর বসতেন, তখন তাঁকে সালাম দিতাম, আর আমি মনে মনে বলতাম যে, তিনি আমার সালামের জওয়াবে ঠোঁট নড়াচ্ছেন কি না? তারপর আমি তাঁর নিকটেই নামায পড়তাম এবং আড়চোখে তাঁকে দেখতাম। (দেখতাম,) যখন আমি নামাযে মনোযোগী হচ্ছি, তখন তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন এবং যখন আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তখন তিনি

আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন!

অবশেষে যখন আমার সাথে মুসলিমদের বিমুখতা দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন একদিন আমি আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ-এর বাগানে দেওয়াল ডিঙিয়ে (তাতে প্রবেশ করলাম।) সে (আবূ ক্বাতাদাহ) আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় লোক ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জওয়াব দিল না। আমি তাকে বললাম, "হে আবূ ক্বাতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান যে, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালবাসি?" সে নিরুত্তর থাকল। আমি দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। এবারেও সে চুপ থাকল। আমি তৃতীয়বার কসম দিয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে সে বলল, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন।" এ কথা শুনে আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু বইতে লাগল এবং যেভাবে গিয়েছিলাম, আমি সেইভাবেই দেওয়াল ডিঙিয়ে ফিরে এলাম।

এরই মধ্যে একদিন মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। এমন সময় শাম দেশের কৃষকদের মধ্যে একজন কৃষককে---যে মদীনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে এসেছিল---বলতে শুনলাম, কে আমাকে কা'ব বিন মালেককে দেখিয়ে দেবে? লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। ফলে সে ব্যক্তি আমার নিকটে এসে আমাকে 'গাস্সান'-এর বাদশার একখানি পত্র দিল। আমি লিখা-পড়া জানতাম তাই আমি পত্রখানি পড়লাম। পত্রে লিখা ছিল ঃ-

'--- অতঃপর আমরা এই সংবাদ পেয়েছি যে, আপনার সঙ্গী (মুহাম্মাদ) আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত অবস্থায় থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন; আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করব। পত্র পড়ে আমি বললাম, "এটাও অন্য এক বালা (পরীক্ষা)।" সুতরাং আমি ওটাকে চুলোয় ফেলে জ্বালিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন ৫০ দিনের মধ্যে ৪০ দিন গত হয়ে গেল এবং অহী আসা বন্ধ ছিল---এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন দূত আমার নিকট এসে বলল, "রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার আদেশ দিচ্ছেন!" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কি তাকে তালাক দেব, না কি করব?" সে বলল, "তালাক নয় বরং তার নিকট থেকে আলাদা থাকবে, মোটেই ওর নিকটবর্তী হবে না।" আমার দুই সাথীর নিকটেও এই বার্তা পৌঁছে দিলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, "তুমি পিত্রালয়ে চলে যাও এবং সেখানে অবস্থান কর---যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না করেন।" (আমার সাথীদ্বয়ের মধ্যে একজন সাথী) হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! হিলাল বিন উমাইয়াহ খুবই বৃদ্ধ মানুষ, তার কোন খাদেমও নেই, সেহেতু আমি যদি তার খিদমত করি, তবে আপনি কি এটা অপছন্দ করবেন?" তিনি বললেন, "না, (অর্থাৎ তুমি তার খিদমত করতে পার।) কিন্তু সে যেন তোমার (মিলন উদ্দেশ্যে) নিকটবর্তী না হয়।" (হিলালের স্ত্রী) বলল, "আল্লাহর কসম! (দুঃখের কারণে এ ব্যাপারে) তার কোন সক্রিয়তা নেই। আল্লাহর কসম! যখন থেকে এ ব্যাপার ঘটেছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত সে সর্বদা কাঁদছে।"

(কা'ব বলেন,) 'আমাকে আমার পরিবারের কিছু লোক বলল যে, "তুমিও যদি নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইতে, (তাহলে তা তোমার পক্ষে ভাল হত।) তিনি হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তো তার খিদমত করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।" আমি বললাম,

"এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইব না। জানি না, যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চাইব, তখন তিনি কী বলবেন। কারণ, আমি তো যুবক মানুষ।"

এভাবে আরও দশদিন কেটে গেল। যখন থেকে লোকদেরকে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন থেকে এ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে গেল। আমি পঞ্চাশতম রাতে আমাদের এক ঘরের ছাদের উপর ফজরের নামায পড়লাম। নামায পড়ার পর আমি এমন অবস্থায় বসে আছি যার বর্ণনা আল্লাহ তাআলা আমাদের ব্যাপারে দিয়েছেন- আমার জীবন আমার জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল---এমন সময় আমি এক চিৎকারকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম, সে সালআ পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চৈঃস্বরে বলছে, "হে কা'ব ইবনে মালেক! তুমি সুসংবাদ নাও!" আমি তখন (খুশীতে শুকরিয়ার) সিজদায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, (আল্লাহর পক্ষ থেকে) মুক্তি এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়ার পর লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ আমাদের তওবা কবূল ক'রে নিয়েছেন। সুতরাং লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসতে আরম্ভ করল। এক ব্যক্তি আমার দিকে অতি দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এল। সে ছিল আসলাম (গোত্রের) এক ব্যক্তি। আমার দিকে সে দৌড়ে এল এবং পাহাড়ের উপর চড়ে (আওয়াজ দিল)। তার আওয়াজ ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী ছিল। সুতরাং যখন সে আমার কাছে এল, যার সুসংবাদের আওয়াজ আমি শুনেছিলাম, তখন আমি তার সুসংবাদ দানের বিনিময়ে আমার দেহ থেকে দু'খানি বস্ত্র খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! সে সময় আমার কাছে এ দু'টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর আমি নিজে দু'খানি কাপড় অস্থায়ীভাবে ধার নিয়ে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগল এবং বলতে লাগল, "আল্লাহ তাআলা তোমার তওবা কবুল করেছেন, তাই তোমাকে ধন্যবাদ।" অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। (দেখলাম,) রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আছেন এবং তাঁর চারিপাশে লোকজন আছে। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ؓ উঠে ছুটে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ উঠলেন না।' সুতরাং কা'ব ত্বালহা ؓ-এর এই ব্যবহার কখনো ভুলতেন না। কা'ব বলেন, 'যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম জানালাম, তখন তিনি তাঁর খুশীময় উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আমাকে বললেন, "তোমার মা তোমাকে যখন প্রসব করেছে, তখন থেকে তোমার জীবনের বিগত সর্বাধিক শুভদিনের তুমি সুসংবাদ নাও!" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! এই শুভসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে, না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে?" তিনি বললেন, "না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত, মনে হত যেন তা একফালি চাঁদ এবং এতে আমরা তাঁর এ (খুশী হওয়ার) কথা বুঝতে পারতাম। অতঃপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বসলাম, তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ার দরুন আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের রাস্তায়

সাদকাহ ক'রে দিচ্ছি।" তিনি বললেন, "তুমি কিছু মাল নিজের জন্য রাখ, তোমার জন্য তা উত্তম হবে।" আমি বললাম, "যাই হোক! আমি আমার খায়বারের (প্রাপ্ত) অংশ রেখে নিচ্ছি।" আর আমি এ কথাও বললাম যে, "হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে সত্যবাদিতার কারণে (এই বিপদ থেকে) উদ্ধার করলেন। আর এটাও আমার তওবার দাবী যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, সর্বদা সত্য কথাই বলব।" সুতরাং আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রসূল ﷺ-এর সঙ্গে সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করলাম আমি জানি না যে, আল্লাহ তাআলা কোন মুসলমানকে সত্য কথার বলার প্রতিদান স্বরূপ উৎকৃষ্ট পুরস্কার দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ কথা বলেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি। আর আশা করি যে, বাকী জীবনেও আল্লাহ তাআলা আমাকে এ থেকে নিরাপদ রাখবেন।'

কা'ব বলেন, 'আল্লাহ তাআলা (আমাদের ব্যাপারে আয়াত) অবতীর্ণ করেছেন, (যার অর্থ), "আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নবীর অনুগামী হয়েছিল, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, পরম করুণাময়। আর ঐ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল; পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তওবা গ্রহণকারী, পরম করুণাময়। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।" *(সূরাহ তাওবাহ ১১৭-১১৯ আয়াত)*

কা'ব বিন মালেক বলেন, 'আল্লাহ আমাকে ইসলামের জন্য হিদায়াত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য কথা বলা অপেক্ষা বড় পুরস্কার আমার জীবনে আল্লাহ আমাকে দান করেননি। ভাগ্যে আমি তাঁকে মিথ্যা কথা বলিনি। নচেৎ তাদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যারা মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ তাআলা যখন অহী অবতীর্ণ করলেন, তখন নিকৃষ্টভাবে মিথ্যুকদের নিন্দা করলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বললেন, "যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অচিরেই তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হবেন না।" *(ঐ ৯৫-৯৬ আয়াত)*

কা'ব ﷺ বলেন, 'হে তিনজন! আমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের থেকে যাদের মিথ্যা কসম রাসূলুল্লাহ ﷺ (অজান্তে) গ্রহণ করলেন, তাদের বায়আত নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ব্যাপারটা পিছিয়ে দিলেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়সালা দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আর ঐ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

পিছনে রাখার যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তার অর্থ যুদ্ধ থেকে আমাদের পিছনে থাকা নয়। বরং (এর অর্থ) আমাদের ব্যাপারটাকে ঐ লোকদের ব্যাপার থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যারা তাঁর কাছে শপথ করেছিল এবং ওযর পেশ করেছিল। ফলে তিনি তা কবূল ক'রে নিয়েছিলেন।'

আর একটি বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ তাবূকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বের হয়েছিলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি সফর থেকে কেবল দিনে চাশ্তের (সূর্য একটু উপরে উঠার) সময় আসতেন এবং এসে সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়তেন অতঃপর সেখানেই বসে যেতেন (এবং লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বাসায় যেতেন।)' *(বুখারী ২৯৫০, ৪৪১৮, মুসলিম ১৬৯২, ৭১৯২নং)*

وَعَنْ أَبِي نُجَيد عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ الخُزَاعِيِّ رضي الله عنهما : أنَّ امْرَأةً مِنْ جُهَيْنَةَ أتَتْ رسولَ الله ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى ، فقالتْ : يَا رسولَ الله، أصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبيُّ الله ﷺ وَلِيَّها ، فقالَ : ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فإذا وَضَعَتْ فَأْتِني)) فَفَعَلَ فَأَمَرَ بهَا نبيُّ الله ﷺ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فقالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُول الله وَقَدْ زَنَتْ ؟ قَالَ: ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفضَلَ مِنْ أنْ جَادَتْ بنفْسِها لله – عز وجل – ؟!)) رواه مسلم .

(৩৮ ১৫) আবূ নুজাইদ ইমরান ইবনে হুস্বাইন খুযায়ী ﷺ হতে বর্ণিত যে, জুহাইনা গোত্রের একটি নারী আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খিদমতে হাজির হল। সে অবৈধ মিলনে গর্ভবতী ছিল। সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি দন্ডনীয় অপরাধ ক'রে ফেলেছি তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিন!' সুতরাং আল্লাহর নবী ﷺ তার আত্মীয়কে ডেকে বললেন, "তুমি একে নিজের কাছে যত্ন সহকারে রাখ এবং সন্তান প্রসবের পর একে আমার নিকট নিয়ে এসো।" সুতরাং সে তাই করল (অর্থাৎ, প্রসবের পর তাকে রসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে এল)। আল্লাহর নবী ﷺ তার কাপড় তার (শরীরের) উপর মজবুত ক'রে বেঁধে দেওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। উমার ﷺ তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই মেয়ের জানাযার নামায পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছিল?' তিনি বললেন, "(উমার! তুমি জান না যে,) **এই স্ত্রী লোকটি এমন বিশুদ্ধ তওবা করেছে, যদি তা মদীনার ৭০টি লোকের মধ্যে বন্টন করা হত তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।** এর চেয়ে কি তুমি কোন উত্তম কাজ পেয়েছ যে, সে আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে কুরবান ক'রে দিল?" *(মুসলিম ৪৫২৮-৪৫২৯নং)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ : ((لَوْ أنَّ لابنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أحَبَّ أنْ يكُونَ لَهُ وَادِيانِ ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ)). مُتَّفَقٌ عليه

(৩৮ ১৬) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যদি আদম সন্তানের সোনার একটি উপত্যকা হয়, তবুও সে চাইবে যে, তার কাছে দুটি উপত্যকা হোক।

(কবরের) মাটিই একমাত্র তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে। **আর যে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করেন।**" *(বুখারী ৬৪৩৪, ৬৪৩৯, মুসলিম ২৪৬২নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أنَّ رسولَ اللّه ﷺ ، قَالَ : ((يَضْحَكُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يقْتلُ أَحَدهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الجنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يتُوبُ اللّهُ عَلَى القَاتلِ فَيُسْلِم فَيُسْتَشْهَدُ)). مُتَّفَقٌ عليه

(৩৮ ১৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ সুবহানাহু অতাআলা ঐ দু'টি লোককে দেখে হাসেন, যাদের মধ্যে একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিহত ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অবস্থায় (কোন কাফের কর্তৃক) হত্যা করে দেওয়া হল। পরে আল্লাহ তাআলা হত্যাকারী কাফেরকে **তওবা করার তাওফীক প্রদান করেন**। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ ক'রে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়।" *(বুখারী ২৮২৬, মুসলিম ৫০০০-৫০০২নং)*

عن أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)).

(৩৮ ১৮) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক আদম সন্তান ত্রুটিশীল ও অপরাধী, আর অপরাধীদের মধ্যে উত্তম লোক তারা যারা তওবা করে।" *(আহমাদ ১৩০৪৯, তিরমিযী ২৪৯৯, ইবনে মাজাহ ৪২৫১, দারেমী ২৭২৭, আবূ য়্যা'লা ২৯২২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭১২৭নং)*

হৃদয়-গলানো উপদেশ অধ্যায়

দুর্বল, গরীব ও খ্যাতিহীন মুসলিমদের মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف : ٢٨]

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা ক'রে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

وَعَن حَارِثَةَ بنِ وهْبٍ ﷺ قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيف مُتَضَعَّف ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لأَبَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৮ ১৯) হারেষাহ ইবনে অহাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা

হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায়, তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা ক'রে দেন। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি।" *(বুখারী ৪৯১৮, ৬৬৫৭, মুসলিম ৭৩৬৬, ৭৩৬৮-নং)*

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: ((وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ)).

(৩৮২০) ইয়ায বিন হিমার মুজাশিয়ী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আর জান্নাতী হল তিন প্রকার ব্যক্তি; ন্যায়পরায়ণ দানশীল তওফীকপ্রাপ্ত শাসক, দয়াবান এবং প্রত্যেক আত্মীয় তথা মুসলিমের প্রতি কোমল-হৃদয়। আর (অশ্লীলতা ও যাচ্ঞা) থেকে পবিত্র সন্তানবান ব্যক্তি।" *(মুসলিম ৭৩৮৬নং)*

وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبيّ ﷺ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ : ((مَا رَأيُكَ فِي هَذَا ؟)) ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ أشْرَافِ النَّاسِ ، هَذَا واللهِ حَرِيٌّ إنْ خَطَبَ أنْ يُنْكَحَ ، وَإنْ شَفَعَ أنْ يُشَفَّعَ . فَسَكَتَ رسولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَا رَأيُكَ فِي هَذَا ؟)) فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَراءِ المُسْلِمِينَ ، هَذَا حَرِيٌّ إنْ خَطَبَ أنْ لا يُنْكَحَ ، وَإنْ شَفَعَ أنْ لاَ يُشَفَّعَ ، وَإنْ قَالَ أنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَولِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الأرْضِ مِثْلَ هَذَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৮২১) আবু আব্বাস সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি?" সে বলল, 'এ ব্যক্তি তো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! সে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পার হয়ে গেল। তিনি ঐ (উপবিষ্ট) লোকটিকে বললেন, "এ লোকটির ব্যাপারে তোমার অভিমত কি?" সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ তো একজন গরীব মুসলমান। সে এমন ব্যক্তি যে, সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না এবং সে কোন কথা বললে, তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এ ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি ঐরূপ লোকদের চাইতে বহু উত্তম।" *(বুখারী ৫০৯১, ৬৪৪৭, মুসলিম ? ইবনে মাজাহ ৪১২০নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : ((احْتَجَّتِ الجَنَّةُ والنَّارُ ، فَقَالتِ النَّارُ : فِيَّ الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ . وَقَالتِ الجَنَّةُ : فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا : إنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أرْحَمُ بِكِ مَنْ أشَاءُ ، وَإنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أشَاءُ ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا)).

رواه مسلم

(৩৮২২) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জান্নাত ও জাহান্নামের বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, 'আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে।' আর জান্নাত বলল, 'দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, 'তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।" *(মুসলিম ৭৩৫৫নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللّه ﷺ ، قَالَ : ((إنَّهُ لَيَأتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللّهِ جَناحَ بَعُوضَةٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৮২৩) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মোটা-তাজা বৃহৎ মানুষ আসবে, আল্লাহর কাছে তার মশার ডানার সমানও ওজন হবে না।" *(বুখারী ৪৭২৯, মুসলিম ৭২২২নং)*

وَعَنهُ : أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ ، أَوْ شَابّاً ، فَفَقَدَهَا ، أَوْ فَقَدَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، أو عَنهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ . قَالَ : ((أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي)) فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا ، أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ : ((دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ)) فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : ((إنَّ هذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإنَّ اللّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৮২৪) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, কালোবর্ণের একজন মহিলা অথবা যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (একদিন) দেখতে পেলেন না। সুতরাং তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, 'সে মারা গেছে।' তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন?" তাঁরা যেন তার ব্যাপারটাকে নগণ্য ভেবেছিলেন। তিনি বললেন, "আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও।" সুতরাং তাঁরা তার কবরটি দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর জানাযা পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় এ কবরসমূহ কবরবাসীদের জন্য অন্ধকারময়। আর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য আমার জানাযা পড়ার কারণে তা আলোময় ক'রে দেন।" *(বুখারী ৪৫৮, মুসলিম ২২৫৯নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ((رُبَّ أَشْعَثَ أغبَرَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لأَبَرَّهُ)). رواه مسلم

(৩৮২৫) উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বহু এমন লোকও আছে যার মাথা উস্কখুস্ক ধুলোভরা, যাদেরকে দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। (কিন্তু সে আল্লাহর নিকট এত প্রিয় যে,) সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ ক'রে দেন।" *(মুসলিম ৬৮৪৮, ৭৩৬৯নং)*

وَعَن أُسَامَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا

المَسَاكِينُ ، وَأصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أنَّ أصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّـارِ . وَقُمْـتُ عَلَـى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৮২৬) উসামাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। অতঃপর দেখলাম যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশ গরীব-মিসকীন মানুষ। আর ধনবানদেরকে (তখনও হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে (অন্যান্য) জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের বেশীর ভাগই নারীর দল। *(বুখারী ৫১৯৬, ৬৫৪৭, মুসলিম ৭১১৩নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي المَهْدِ إلاَّ ثَلاثَةٌ : عِيسَى ابْنُ مَـرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِداً ، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا ، فَأَتَتْـهُ أُمُّـهُ وَهُـوَ يُـصَلِّي ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ فَانْصَرَفَتْ . فَلَمَّا كَانَ مِـنَ الغَـدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فَقَالَ : أيْ رَبِّ أمِّي وَصَلاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَـى صَـلاتِهِ ، فَلَمَّـا كَانَ مِنْ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فَقَالَ : أيْ رَبِّ أمِّـي وَصَـلاتِي ، فَأَقْبَـلَ عَلَـى صَلاَتِهِ ، فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَـى وُجُـوهِ المُومِـسَاتِ . فَتَـذَاكَرَ بَنُـو إِسْـرائِيل جُرَيْجـاً وَعِبَادَتَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بحُسْنِهَا ، فَقَالَـتْ : إنْ شِـئْتُمْ لأَفْتِنَنَّـهُ ، فَتَعَرَّضَـتْ لَـهُ ، فَلَـمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، فَأَتَتْ رَاعِياً كَانَ يَأوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوقَـعَ عَلَيْهَـا ، فَحَمَلَـتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ ، قَالَتْ : هُوَ مِنْ جُريج ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ ، فَقَالَ : مَا شَأنُكُمْ ؟ قَالُوا : زَنَيْتَ بهذِهِ البَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ . قَالَ : أيْنَ الصَّبيُّ ؟ فَجَاؤُوا بِهِ فَقَالَ : دَعُـوني حَتَّى أصَلِّي ، فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرفَ أتَى الصَّبيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ ، وَقالَ : يَا غُلامُ مَـنْ أبُـوكَ ؟ قَـالَ : فُلانٌ الرَّاعِي ، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ ، وَقَالُوا : نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِـنْ ذَهَـب . قَالَ : لاَ ، أعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ ، فَفَعلُوا . وبَينَا صَبيٌّ يَرْضَعُ منْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِـبٌ عَلَـى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ : اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَ هَذَا ، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَـرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَى ثَدْيِـه فَجَعَـلَ يَرتَـضِعُ)) ، فَكَـأنِّي أنْظُـرُ إِلَـى رَسُول اللهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِـضَاعَهُ بِأصْـبَعِهِ الـسَّبَّابَةِ فِي فِيـه ، فَجَعَـلَ يَمُـصُّهَا ، قَـالَ : ((وَمَـرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُم يَضْرِبُونَهَا ، ويَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، وَهِيَ تَقُولُ : حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ . فَقَالَـتْ أُمُّهُ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا ، فَتَـركَ الرَّضَـاعَ ونَظَـرَ إِلَيْهَـا ، فَقَـالَ : اللَّهُـمَّ اجْعَلْنِـي مِثْلَهَـا ، فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الحَدِيثَ، فَقَالَتْ : مَرَّ رَجُلٌ حَـسَنُ الهَيْئَـةِ ، فَقُلْـتُ : اللَّهُـمَّ اجْعَـلْ ابْنِـي مِثْلَـهُ ،

فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا بهذِهِ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، فقلتُ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ؟! قَالَ : إنَّ ذلك الرَّجُل كَانَ جَبَّاراً ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَإنَّ هذِهِ يَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، وَلَمْ تَزْنِ وَسَرقْتِ ، وَلَمْ تَسْرِقْ ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৩৮২৭) আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন, (নবজাত শিশুদের মধ্যে) দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে; মারয়্যামের পুত্র ঈসা, আর (বনী ইস্রাঈলের) জুরাইজের (পবিত্রতার সাক্ষী) শিশু। জুরাইজ ইবাদতগুযার মানুষ ছিল এবং সে একটি উপাসনালয় (আশ্রম) বানিয়েছিল। একদা সে সেখানে নামায পড়ছিল। এমন সময় তার মা তার নিকট এসে তাকে ডাকলে সে (মনে মনে) বলল, 'হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (দুটিই গুরুত্বপূর্ণ; কোন্‌টিকে প্রাধান্য দিই, তার সুমতি দাও)।' সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। আর তার মা ফিরে গেল। পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আবার তার মা এসে ডাক দিল, 'জুরাইজ!' সে (মনে মনে) বলল, 'হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কী করি?)' সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। তার পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আবার তার মা এসে ডাক দিল, 'জুরাইজ!' সে (মনে মনে) বলল, 'হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কী করি?)' সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। তখন (তিন তিন দিন সাড়া না পেয়ে তার মা তাকে বদ্দুআ দিয়ে) বলল, 'হে আল্লাহ! বেশ্যাদের মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি ওর মরণ দিও না।'

বনী ইস্রাঈল জুরাইজ ও তার ইবাদতের কথা চর্চা করতে লাগল। এক মহিলা ছিল, যার দৃষ্টান্তমূলক রূপ-সৌন্দর্য ছিল। সে বলল, 'তোমরা চাইলে আমি ওকে ফিতনায় ফেলতে পারি।' সুতরাং সে নিজেকে তার কাছে পেশ করল। কিন্তু জুরাইজ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করল না। পরিশেষে সে এক রাখালের কাছে এল, যে জুরাইজের আশ্রমে আশ্রয় নিত। সে দেহ সমর্পণ করলে রাখাল তার সাথে ব্যভিচার করল এবং বেশ্যা তাতে গর্ভবতী হয়ে গেল। অতঃপর সে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করল, তখন (লোকেদের জিজ্ঞাসার উত্তরে) বলল, 'এটি জুরাইজের সন্তান।' সুতরাং লোকেরা জুরাইজের কাছে এসে তাকে আশ্রম হতে বেরিয়ে আসতে বলল। (সে বেরিয়ে এলে) তারা তার আশ্রম ভেঙ্গে দিল এবং তাকে মারতে লাগল। জুরাইজ বলল, 'কি ব্যাপার তোমাদের? (এ শাস্তি কিসের?)' লোকেরা বলল, 'তুমি এই বেশ্যার সাথে ব্যভিচার করেছ এবং তার ফলে সে সন্তান জন্ম দিয়েছে।' সে বলল, 'সন্তানটি কোথায়?' অতঃপর লোকেরা শিশুটিকে নিয়ে এলে সে বলল, 'আমাকে নামায পড়তে দাও।' সুতরাং সে নামায পড়ে শিশুটির কাছে এসে তার পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে শিশু! তোমার পিতা কে?' সে জবাব দিল, 'অমুক রাখাল।' অতএব লোকেরা (তাদের ভুল বুঝে এবং এই অলৌকিক ঘটনা দেখে) জুরাইজের কাছে এসে তাকে চুমা দিতে ও (বর্কত নিতে) স্পর্শ করতে লাগল। তারা বলল, 'আমরা তোমার আশ্রমকে স্বর্ণ দিয়ে বানিয়ে দেব।' সে বলল, 'না, মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও, যেমন পূর্বে ছিল।' সুতরাং তারা তাই করল।

(তৃতীয় শিশুর ঘটনা হচ্ছে বনী ইস্রাঈলের) এক শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন

সময় তার পাশ দিয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারীতে আরোহী এক সুদর্শন পুরুষ চলে গেল। তার মা দুআ ক'রে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে ওর মত করো।' শিশুটি তখনি মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়ে সেই আরোহীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ আমাকে ওর মত করো না।' তারপর মায়ের দুধের দিকে ফিরে দুধ চুষতে লাগল। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের তর্জনী আঙ্গুলকে নিজ মুখে চুষে শিশুটির দুধ পান দেখাতে লাগলেন। আমি যেন তা এখনো দেখতে পাচ্ছি। পুনরায় (তাদের) পাশ দিয়ে একটি দাসীকে লোকেরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা বলছিল, 'তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস!' আর দাসীটি বলছিল, 'হাসবিয়াল্লাহু অনি'মাল অকীল।' (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।) তা দেখে মহিলাটি দুআ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না।' ছেলেটি সাথে সাথে মায়ের দুধ ছেড়ে দাসীটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো।' অতঃপর মা-বেটায় কথোপকথন করল। মা বলল, 'একটি সুন্দর আকৃতির লোক পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো। তখন তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আবার ওরা ঐ দাসীকে নিয়ে পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না। কিন্তু তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো! (এর কারণ কি?)' শিশুটি বলল, '(তুমি বাহির দেখে বলেছ, আর আমি ভিতর দেখে বলেছি।) ঐ লোকটি স্বৈরাচারী, তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আর ঐ দাসীটির জন্য ওরা বলছে, তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস, অথচ ও এ সব কিছুই করেনি। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো।' *(বুখারী ৩৪৩৬, ৬৬৭৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ)).

(৩৮২৮) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, লাঞ্ছিত হোক! তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে তা বের করতে না পারুক। ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহর পথে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত আছে। যার মাথার কেশ আলুথালু, যার পদযুগল ধূলিমলিন। তাকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলে, পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত করলে, সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকে। যদি সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে, তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।" *(বুখারী ২৮৮৭, মিশকাত ৫১৬১নং)*

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ مَا لَكَ لاَ تَطْلُبُ مَا يَطْلُبُ فَلاَنٌ

وَفُلاَنٌ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ : «إِنَّ وَرَاءَكُمْ عَقَبَةً كَؤُوداً ، لاَ يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ». فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ.

(৩৮২৯) উম্মে দার্দা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি আবূদ্দার্দাকে বললাম, 'কী ব্যাপার তুমিও কেন অমুক অমুকের মতো করে (দুনিয়া বা সম্পদ) তলব করো না?' তখন তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "অবশ্যই তোমাদের পশ্চাতে এমন সংকটময় গিরি রয়েছে যা (পার্থিব সম্পদের বোঝায়) ভারী লোকেরা অতিক্রম করতে পারবে না। তাই আমি ঐ গিরি অতিক্রম করার জন্য হাল্কা থাকতে চাই।" *(ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৪০৮, সঃ তারগীব ৩১৭৭নং)*

মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের অভাবের-জীবন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي فَقَالَ هَيِّئِي طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}

(৩৮৩০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমি বড়ই ক্ষুধার্ত।' তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন, 'যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই।' তিনি অন্য এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনিও একই কথা বললেন। এইভাবে সকল স্ত্রী এই কথাই বললেন যে, 'সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমার নিকট পানি ছাড়া অন্য কিছুই নেই।' তখন তিনি বললেন, "আজ রাতে লোকটির মেহমানদারী কে করবে? আল্লাহ তার প্রতি রহম করবেন।" এক আনসারী ব্যক্তি উঠে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি (এর মেহমানদারী করব)।' অতঃপর সে লোকটিকে নিয়ে স্বীয় বাড়ীর দিকে রওনা দিল এবং তার স্ত্রীকে বলল, 'তোমার কাছে কিছু আছে কি?' সে বলল, 'না। কেবল বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু খাবার আছে।' সাহাবী বললেন, 'তাদের (বাচ্চাদের) কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখ।' (অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, 'বাচ্চাদের ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।) আর যখন মেহমান প্রবেশ করবে, তখন তুমি আলোটা কমিয়ে দেবে। তুমি তাকে দেখাবে যে, আমরাও আহার করছি। তারপর সে যখন খাওয়ার শুরু করবে, তখন তুমি আলোর কাছে গিয়ে সেটাকে একেবারে নিভিয়ে দেবে।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁরা বসেই

রইলেন, আর মেহমান খেতে লাগল। সকাল বেলা তিনি (আনসারী) নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, "আজ রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের দু'জনের আচরণে আল্লাহ হেসেছেন অথবা বিস্মিত হয়েছেন এবং তিনি এই আয়াত নাযিল করেছেন, 'নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (অন্যদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" *(বুখারী ৩৭৯৮, ৪৮৮৯, মুসলিম ৫৪৮০-৫৪৮ ১নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ.

(৩৮৩১) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আমি সত্তর জন আসহাবে সুফ্ফা দেখেছি, তাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কেউ ছিল না যাঁর পূর্ণ কোন চাদর ছিল। কারোর হয় লুঙ্গি কিংবা ছোট চাদর থাকত যেটাকে তাঁরা গলায় বেঁধে রাখতেন। তার কোনটা কারো হাঁটুর অর্ধেক পর্যন্ত এবং কোনটা গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছত। আর সে হাত দিয়ে সেটি ধরে রাখতেন, পাছে তাঁর লজ্জাস্থান দেখা যায়---এই আশঙ্কায়।' *(বুখারী ৪৪২)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَةً فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا لَنَا ثِيَابٌ إِلَّا الْبِرَادُ الْمُفَتَّقَةُ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَى أَحَدِنَا الْأَيَّامُ مَا يَجِدُ طَعَامًا يُقِيمُ بِهِ صُلْبَهُ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَأْخُذُ الْحَجَرَ فَيَشُدُّهُ عَلَى أَخْمَصِ بَطْنِهِ ثُمَّ يَشُدُّهُ بِثَوْبِهِ لِيُقِيمَ بِهِ صُلْبَهُ.

(৩৮৩২) আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্বীক্ব বলেন, "আমি আবূ হুরাইরা ﷺ-এর সাথে মদীনায় এক বছর ছিলাম। একদা যখন আমরা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র হুজরার কাছে ছিলাম, তিনি (আবূ হুরাইরা) আমাকে বললেন, আমরা এমনও অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি যে, কয়েকটি ছেঁড়া-ফাটা চাদর ব্যতীত আমাদের কাছে অন্য কোন কাপড়ই থাকত না। আর আমাদের কারো কারো উপর দিয়ে এমন কয়েক দিন অতিবাহিত হয়ে যেত যে, সে তার পিঠ সোজা রাখার জন্য কোন খাদ্য পেত না। এমন কি আমাদের কেউ কেউ তার পিঠকে সোজা রাখার জন্য পাথর নিয়ে কাপড় দিয়ে পেটের নিম্নাংশকে বেঁধে রাখত।" *(আহমাদ ৮৩০১, সঃ তারগীব ৩৩০৭নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشِبَعِ بَطْنِي حِينَ لَا آكُلُ الْخَمِيرَ وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِيرَ (الحبير) وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ وَأُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ وَهِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشْتَقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا.

(৩৮৩৩) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আমি পেট পুরে কিছু খাওয়ার জন্য সব সময় নবী করীম ﷺ-এর নিকট পড়ে থাকতাম। আর তখন আমার খাওয়ার জন্য রুটি ছিল না। পরার জন্য নতুন কাপড় ছিল না এবং খেদমতের জন্য কোন দাস-দাসীও ছিল না। পেটে পাথর বেঁধে পড়ে থাকতাম এবং মানুষের নিকট আয়াত তেলাঅত করার আবেদন করতাম অথচ তা আমিই তেলাঅত করতে জানি, যেন তারা আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে যায় এবং কিছু খাওয়ায়। (আমার ন্যায়) গরীব-মিসকীনদের জন্য জা'ফর ইবনে আবূ তালেব ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে যেতেন এবং তাঁর ঘরে যা থাকত, তা আমাদেরকে খাওয়াতেন। এমনকি কোন কোন সময় তিনি আমাদের সামনে (ঘি ও মধু রাখার) খালি পাত্রটাই নিয়ে আসতেন আর আমরা তা ভেঙ্গে চাটতাম।' *(বুখারী ৩৭০৮, ৫৪৩২নং)*

عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَخْ بَخْ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي وَيُرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ.

(৩৮৩৪) মুহাম্মাদ বলেন, একদা আমরা আবূ হুরাইরা ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি লাল রঙের দু'টি সুতীর কাপড় পরেছিলেন। তিনি তার একটির দ্বারা স্বীয় নাক পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, 'বাহ! বাহ! আবূ হুরাইরা আজ সুতির কাপড়ে নাক পরিষ্কার করছে। অথচ অতীতে আমি নিজেকে এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বার এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র হুজরার মধ্যবর্তী স্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম। লোকেরা আমাকে পাগল মনে করে আমার ঘাড়ের উপর পা রাখত। অথচ আমি পাগল ছিলাম না, বরং ক্ষুধার তাড়নায় (আমি এমনিভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম।)' *(বুখারী ৭৩২৪নং)*

عن سعد قال: وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ.

(৩৮৩৫) সা'দ ইবনে আবূ অক্কাস ﷺ বলেন, আমরা যখন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছি, তখন অবস্থা এমন ছিল যে, এই হুবলা এবং বাবলা বৃক্ষের পাতা ব্যতিরেকে আমাদের নিকট খাবার মত কোন কিছুই থাকত না। ফলে আমাদের এক একজন ছাগলের মত মল ত্যাগ করত।" *(বুখারী ৫৪১২, ৬৪৫৩, মুসলিম ৭৬২৩নং)*

وعن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إذَا صَلَّى بِالنَّاسِ ، يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلاةِ مِنَ الخَصَاصَةِ ـ وَهُمْ أصْحَابُ الصُّفَّةِ ـ حَتَّى يَقُولَ الأعْرَابُ : هؤُلاءِ مَجَانِينُ . فَإذَا صَلَّى رَسُول اللهِ ﷺ انْصَرَفَ إلَيْهِمْ ، فَقَالَ : ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، لأَحْبَبْتُمْ أنْ تَزْدَادُوا

فَاقَةً وَحَاجَةً)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث صحيح))

(৩৮৩৬) ফায়্যালাহ ইবনে উবাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন লোকেদের নামায পড়াতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার কারণে (দুর্বলতায়) পড়ে যেতেন, আর তাঁরা ছিলেন আহলে সুফ্ফাহ। এমনকি মরুবাসী বেদুঈনরা বলত, 'এরা পাগল।' একদা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায সেরে তাদের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন বললেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এর চাইতেও অভাব ও দারিদ্র্য পছন্দ করতে।" *(তিরমিযী ২৩৬৮নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَخَا الأَنْصَارِ ، كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟)) فَقَالَ : صَالِحٌ ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟)) فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلاَ خِفَافٌ، وَلاَ قَلاَنِسُ، وَلاَ قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ، حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِه حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. رواه مسلم

(৩৮৩৭) ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসারী এলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। অতঃপর আনসারী ফিরে যেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আনসারের ভাই! আমার ভাই সা'দ ইবনে উবাদাহ কেমন আছে?" তিনি বললেন, 'ভাল আছে।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে তাকে (অসুস্থ সা'দকে) দেখতে যাবে?" সুতরাং তিনি উঠে দাড়ালেন এবং আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। আমরা দশের কিছু বেশী ছিলাম। আমাদের দেহে জুতো, মোজা, টুপী এবং জামা কিছুই ছিল না। আমরা ঐ পাথুরে যমিনে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা সা'দ ﷺ-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তার গৃহবাসীরা তাঁর নিকট থেকে সরে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। *(মুসলিম ২১৭৭নং)*

কিয়ামতের কতিপয় লক্ষণ

(৩৮৩৮) ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ একদিন আরাফাতে ভাষণ দিচ্ছিলেন। অতঃপর যখন সূর্য পাহাড়ের মাথায় এসে অস্তের কাছাকাছি হল, তখন তিনি বললেন,

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ)).

"হে লোক সকল! দুনিয়ার সময় যতটুকু পার হয়ে গেছে, তার মোকাবেলায় কেবল ততটুকু অবশিষ্ট আছে, তোমাদের আজকের দিনের সময় পার হওয়ার মোকাবেলায় যতটুকু অবশিষ্ট আছে।" *(আহমাদ ৬১৭৩, হাকেম ৩৬৫৬নং)*

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى القَبْرِ ، فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا القَبْرِ ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ ،

مَا بِهِ إِلاَّ البَلاَءُ)) . متفق عليه

(৩৮৩৯) আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন আছে! ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া বিনাশ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে উক্ত কবরের উপর গড়াগড়ি দেবে আর বলবে, 'হায়! হায়! যদি আমি এই কবরবাসীর স্থানে হতাম!' এরূপ উক্তি সে দ্বীন রক্ষার মানসে বলবে না। বরং তা বলবে পার্থিব বালা-মুসীবতে অতিষ্ঠ হওয়ার কারণে।" *(বুখারী ৭১১৫, ৭১২১, মুসলিম ৭৪৮৫-৭৪৮৬নং)*

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو)). وَفِي رواية : ((يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأخُذْ مِنْهُ شَيْئاً)). متفق عليه

(৩৮৪০) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ততদিন পর্যন্ত মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত ফুরাত নদী (তার গর্ভস্থ) একটি সোনার পাহাড় বের না ক'রে দেবে; যা নিয়ে যুদ্ধ চলবে। তাতে নিরানব্বই শতাংশ মানুষ নিহত হবে! তাদের প্রত্যেকেই বলবে যে, 'সম্ভবতঃ আমি বেঁচে যাব।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "অদূর ভবিষ্যতে ফুরাত নদী তার গর্ভস্থ স্বর্ণের খনি বের ক'রে দেবে। সুতরাং সে সময় যে সেখানে উপস্থিত হবে, সে যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।" *(বুখারী ৭১১৯, মুসলিম ৭৪৫৪-৭৪৫৬নং)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((يَتْرُكُونَ المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ العَوَافِي يُرِيدُ ـ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيرِ ـ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ المَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوشاً ، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا)) . متفق عليه

(৩৮৪১) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "মদীনার অবস্থা উত্তম থাকা সত্ত্বেও তার অধিবাসীরা মদীনা ত্যাগ ক'রে চলে যাবে। (সে সময়) সেখানে কেবল বন্য হিংস্র পশু-পক্ষীতে ভরে যাবে। সব শেষে যাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে, তারা মুযাইনাহ গোত্রীয় দু'জন রাখাল, যারা নিজেদের ছাগলের পাল হাঁকাতে হাঁকাতে মদীনা অভিমুখে নিয়ে যাবে। তারা মদীনাকে হিংস্র জীব-জন্তুতে ঠাসা অবস্থায় পাবে। তারপর যখন তারা (মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত) 'সানিয়্যাতুল্ অদা' নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তারা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে।" *(বুখারী ১৮৭৪, মুসলিম ৩৪৩৩নং)*

وَعَنْ مِرْدَاسٍ الأَسلَمِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ ، وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لاَ يُبَالِيهُمُ اللهُ بَالَةً)) . رواه البخاري

(৩৮৪২) মিরদাস আসলামী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "সৎ লোকেরা একের পর এক (ক্রমান্বয়ে) মৃত্যুবরণ করবে। আর অবশিষ্ট লোকেরা নিকৃষ্ট মানের

যব অথবা খেজুরের মত পড়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা এদের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবেন না।” *(বুখারী ৬৪৩৪নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((يَكُونُ خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَحْثُو المَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ)) . رواه مسلم

(৩৮৪৩) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “শেষ যুগে তোমাদের একজন খলীফা হবে, যে দু’ হাতে ক’রে ধন-সম্পদ দান করবে এবং গুনবেও না।” *(মুসলিম ৭৫০১নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنهُ ، وَيُرَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ)) . رواه مسلم

(৩৮৪৪) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “লোকেদের উপর এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে, যখন মানুষ সোনার যাকাত নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে; কিন্তু সে এমন কাউকে পাবে না যে, তার নিকট হতে তা গ্রহণ করবে। আর দেখা যাবে যে, পুরুষের সংখ্যা কম ও মহিলার সংখ্যা বেশী হওয়ার দরুন একটি পুরুষের দায়িত্বে চল্লিশজন মহিলা হবে, যারা তার আশ্রিতা হয়ে থাকবে।” *(বুখারী ১৪১৪, মুসলিম ২৩৮৫নং)*

** (ব্যাপক যুদ্ধ ও ধ্বংসকারিতার কারণে অধিকমাত্রায় পুরুষ মারা যাবার ফলে এরূপ হবে কিংবা এমনিতেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর জন্মহার বৃদ্ধি পাবে।)*

قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ ». فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو أَبْصِرْ مَا تَقُولُ. قَالَ أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أَرْبَعًا إِنَّهُمْ لأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ .....)).

(৩৮৪৫) একদা আম্‌র বিন আস ﷺ-এর সামনে মুস্তাওরিদ ক্বুরাশী বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “কিয়ামত সংঘটিত হবার সময় রোমান (ইউরোপীয়)দের সংখ্যা বেশী হবে।” আম্‌র ﷺ মুস্তাওরিদকে বললেন, ‘কী বলছেন খেয়াল ক’রে দেখুন!’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ যা বলেছেন, তা বলতে আমার বাধা কিসের?’ তখন আম্‌র ﷺ বললেন, ‘যদি তা সত্য হয়, তাহলে তা রোমানদের ৪টি স্বভাব-গুণের কারণে হবে। প্রথমতঃ ফিতনার সময়ে সকল মানুষের চেয়ে ওরাই বেশী সহ্যশীল। দ্বিতীয়তঃ বিপদের পর ওরাই অধিক শীঘ্র নিজেদেরকে সামলে নিতে পারে। (আর এইভাবে ৪টি স্বভাব তিনি উল্লেখ করলেন এবং আরো একটি অধিক বললেন।) *(মুসলিম ৭৪৬১-৭৪৬২নং)*

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ

الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}

(৩৮৪৬) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেছেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন আছে সেই সত্তার কসম! অবশ্যই এমন এক দিন আসবে, যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারয়্যাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে চুরমার করবেন, শূকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর বাতিল করবেন, মাল-সম্পদ এত বেশী হবে যে, (দান বা সাদকা) গ্রহণ করার মত লোক থাকবে না। সেই সময় একটি সিজদাহ্ দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার থেকেও উত্তম হবে।" (অর্থাৎ, কিয়ামত নিকটে জানার কারণে ইবাদত মানুষের কাছে অতি প্রিয় হবে।) এ হাদীস বর্ণনার পর আবু হুরাইরাহ ﷺ বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে, কুরআন কারীমের এ আয়াত পাঠ করতে পার, (وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه) অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। *(বুখারী ঃ কিতাবুল আম্বিয়া, ৩৪৪৮নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ)).

(৩৮৪৭) হুযাইফা বিন য়্যামান ﷺ কর্থৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না দুনিয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হবে অপদার্থ ব্যক্তি।" *(আহমাদ ২৩৩০৩, তিরমিযী ২২০৯, সঃ জামে' ৭৪৩১নং)*

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَومَ ، جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ القَومِ : سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟)) قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : ((إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)) قَالَ : كَيفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : ((إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)) . رواه البخاري

(৩৮৪৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ (মসজিদে) লোকেদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে এক বেদুঈন এসে প্রশ্ন করল, 'কিয়ামত কখন হবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্ণপাত না ক'রে আলোচনায় রত থাকলেন। এতে কেউ কেউ বলল যে, 'তার কথা তিনি শুনেছেন এবং তার কথা তিনি অপছন্দ করেছেন।' কেউ কেউ বলল, 'বরং তিনি শুনতে পাননি।' অতঃপর তিনি যখন কথা শেষ করলেন, তখন বললেন, "কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?" সে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে, আমি।' তিনি বললেন, "যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো।" সে বলল, 'কিভাবে আমানত বিনষ্ট হবে?' তিনি বললেন, "অনুপযুক্ত লোকের প্রতি যখন নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো।" *(বুখারী ৫৯নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِىِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ « مَا تَذَاكَرُونَ ».

قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ ». فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ –صلى الله عليه وسلم– وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

(৩৮৪৯) হুযাইফা ইবনে আসীদ আল-গিফারী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা (দ্বীনী) আলোচনা করছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ আমাদের নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছ?" জবাবে তাঁরা বললেন, 'আমরা কিয়ামত নিয়ে আলোচনা করছি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ নিদর্শন দেখবে। অতঃপর তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, (বিশেষ) জন্তু, পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্য উদিত হওয়া, মারইয়াম তনয় ঈসা ﷺ-এর অবতরণ, ইয়াজূজ মা'জূজ এবং তিনবার ভূমি ধসে যাওয়া তথা পূর্ব প্রান্তে ভূমি ধস, পশ্চিম প্রান্তে ভূমি ধস এবং আরব উপদ্বীপে ভূমি ধসের কথা উল্লেখ করলেন। সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি অগ্নি প্রকাশিত হবে, যা মানুষকে হাঁকিয়ে হাশর প্রান্তরের দিকে নিয়ে যাবে।" *(মুসলিম ৭৪৬৭-৭৪৬৮, আবূ দাউদ ৪৩১১, তিরমিযী ২১৮৩নং)*

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ)) قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قالَ : أَبَيْتُ ، قَالُوا : أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . قَالُوا : أَرْبَعُونَ شَهْراً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . ((وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ، فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ)) . متفق عليه

(৩৮৫০) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "(কিয়ামতের পূর্বে) শিঙ্গায় দু'বার ফুৎকার দেওয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে চল্লিশ।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আবূ হুরাইরা! চল্লিশ দিন?' তিনি বললেন, 'উঁহুঁ।' তারা প্রশ্ন করল, 'তবে কি চল্লিশ বছর?' তিনি বললেন, 'উঁহুঁ।' তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কি চল্লিশ মাস?' তিনি বললেন, 'উঁহুঁ।' "মেরুদন্ডের নিম্নভাগের অস্থি ব্যতীত মানবদেহের সমস্ত হাড় পচে যাবে। তারপর উক্ত অস্থি থেকে মানুষকে পুনর্গঠিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার ফলে শাক-সব্জি গজিয়ে উঠার মত মানুষ গজিয়ে উঠবে।" *(বুখারী ৪৮১৪, ৪৯৩৫, মুসলিম ৭৬০৩নং)*

দাজ্জাল ও তার পরিচয়

عَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمعَانَ ﷺ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى

ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ ، عَرَفَ ذلِكَ فِينَا ، فَقالَ : ((مَا شَأْنُكُمْ ؟)) قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الغَدَاةَ ، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ ، فَقَالَ : ((غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ؛ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ العُزَّى بنِ قَطَنٍ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ؛ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا)) قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ : ((أَرْبَعُونَ يَوْماً : يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ)) قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : ((لاَ ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ)) . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ : ((كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ، فَيَأْتِي عَلَى القَوْمِ ، فَيدْعُوهُم فَيُؤمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرىً وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَولَهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكِ ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ ، فَيُقْبِلُ ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ ، إِذَا طَأْطَأَ رَأسَهُ قَطَرَ ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأتِي عِيسَى ﷺ ، قَوماً قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى ﷺ : أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ . وَيَبْعَثُ اللهُ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﷺ إِلَى اللهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ ، وَأَصْحَابُهُ ﷺ إِلَى الأَرْضِ ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﷺ إِلَى اللهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى

طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُخْتِ ، فَتَحْمِلُهُمْ ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيثُ شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّهُ ـ عَـزَّ وَجَـلَّ ـ مَطَـراً لاَ يُكِنُّ مِنهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ : أَنْبِتي ثَمَرَتَكِ ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّـى أَنَّ اللّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الفِئَامَ مِنَ النَّاسِ ؛ وَاللِّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتَكْفِي القَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللِّقْحَـةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ ؛ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّهُ تَعَالَى رِيْحاً طَيِّبَةً فَتَأخُـذُهُمْ تَحْـتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ ؛ وَيَبْقَـى شِـرَارُ النَّـاسِ يَتَهَـارَجُونَ فِيهَـا تَهَـارُجَ الحُمُـرِ ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ)) . رواه مسلم

(৩৮৫১) নাওয়াস ইবনে সামআন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাতে তিনি একবার নিম্ন স্বরে এবং একবার উচ্চ স্বরে বাক ভঙ্গিমা অবলম্বন করলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা (প্রভাবিত হয়ে) মনে মনে ভাবলাম যে, সে যেন সামনের এই খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে। তারপর আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি আমাদের উদ্বিগ্নতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কী হয়েছে?" আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আজ সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এমন নিম্ন ও উচ্চ কণ্ঠে বর্ণনা করলেন, যার ফলে আমরা ধারণা করে বসি যে, সে যেন খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে।' তিনি বললেন, "দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের ব্যাপারে অন্যান্য জিনিসকে আমার আরো বেশী ভয় হয়। আমি তোমাদের মাঝে থাকাকালে দাজ্জাল যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিরোধ করব। আর যদি তার আত্মপ্রকাশ হয় এবং আমি তোমাদের মাঝে না থাকি, তাহলে (তোমরা) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মরক্ষা করবে। আর আল্লাহ স্বয়ং প্রতিটি মুসলমানের জন্য (আমার) প্রতিনিধিত্ব করবেন।

সে দাজ্জাল নব-যুবক হবে, তার মাথার কেশরাশি হবে খুব বেশি কোঁচকানো। তার একটি চোখ (আঙ্গুরের ন্যায়) ফোলা থাকবে। যেন সে আব্দুল উয্যা ইবনে ক্বাত্বানের মত দেখতে হবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরা কাহ্ফের শুরুর (দশ পর্যন্ত) আয়াতগুলি পড়ে। সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হবে। আর তার ডাইনে-বামে (এদিকে ওদিকে) ফিতনা ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা। (ঐ সময়) তোমরা অবিচল থাকবে।"

আমরা বললাম, 'পৃথিবীতে তার অবস্থান কতদিন থাকবে?' তিনি বললেন, "চল্লিশদিন পর্যন্ত। আর তার একটি দিন এক বছরের সমান দীর্ঘ হবে। একটি দিন হবে এক মাসের সমান লম্বা। একটা দিন এক সপ্তাহের সমান হবে এবং বাকি দিনগুলি প্রায় তোমাদের দিনগুলির সম পরিমাণ হবে।"

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যেদিনটি এক বছরের সমান লম্বা হবে, তাতে আমাদের একদিনের (পাঁচ ওয়াক্তের) নামাযই কি যথেষ্ট হবে?' তিনি বললেন, "তোমরা (দিন রাতের ২৪ ঘন্টা হিসাবে) অনুমান ক'রে নামায আদায় করতে থাকবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ভূপৃষ্ঠে তার দ্রুত গতির অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তীব্র বায়ু তাড়িত মেঘের ন্যায় (দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে অশান্তি ও বিপর্যয় ছড়াবে।) সুতরাং সে কিছু লোকের নিকট আসবে ও তাদেরকে তার দিকে আহ্বান জানাবে এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনবে ও তার আদেশ পালন করবে। সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ করবে, আকাশ আদেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আর যমীনকে (গাছ-পালা) উদ্‌গত করার নির্দেশ দেবে। যমীন তার নির্দেশক্রমে তাই উদ্‌গত করবে। সুতরাং (সে সব গাছ-পালা ভক্ষণ ক'রে) সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুদের কুঁজ (ও ঝুঁটি) অধিক উঁচু হবে ও তাদের পালানে অধিক পরিমাণে দুধ ভরে থাকবে। উদর পূর্ণ আহার জনিত তাদের পেট টান হয়ে থাকবে। অতঃপর দাজ্জাল (অন্য) লোকের নিকট যাবে ও তার দিকে (আসার জন্য) তাদেরকে আহ্বান জানাবে। তারা কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেবে না। ফলে সে তাদের নিকট থেকে ফিরে যাবে। সে সময় তারা চরম দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে পড়বে ও সর্বস্বান্ত হবে। তারপর সে কোন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেটাকে সম্বোধন ক'রে বলবে, 'তুই তোর গচ্ছিত রত্নভান্ডার বের ক'রে দে।' তখন সেখানকার গুপ্ত রত্নভান্ডার মৌমাছিদের নিজ রাণী মৌমাছির অনুসরণ করার মতো (মাটি থেকে বেরিয়ে) তার পিছন ধরবে। তারপর এক পূর্ণ যুবককে ডেকে তাকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখন্ডিত ক'রে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যমাত্রার দূরত্বে নিক্ষেপ ক'রে দেবে। তারপর তাকে ডাক দেবে। আর সে উজ্জ্বল সহাস্যবদনে তার দিকে (অক্ষত শরীরে) এগিয়ে আসবে।

দাজ্জাল এরূপ কর্ম-কান্ডে মগ্ন থাকবে। ইত্যবসরে মহান আল্লাহ তাআলা মসীহ বিন মারয়্যাম ﷺ-কে পৃথিবীতে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বে অবস্থিত শ্বেত মিনারের নিকট অর্স ও জাফরান মিশ্রিত রঙের দুই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফিরিশ্তার ডানাতে হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নীচু করবেন, তখন মাথা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরবে এবং যখন মাথা উঁচু করবেন, তখনও মোতির আকারে তা গড়িয়ে পড়বে। যে কাফেরই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের নাগালে আসবে, সে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টি যত দূর যাবে, তত দূর পৌঁছবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালের সন্ধান চালাবেন। শেষ পর্যন্ত (জেরুজালেমের) 'লুদ' প্রবেশ দ্বারে তাকে ধরে ফেলবেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে হত্যা ক'রে দেবেন।

তারপর ঈসা ﷺ এমন এক জনগোষ্ঠীর নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের চক্রান্ত ও ফিৎনা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলাবেন (বিপদমুক্ত করবেন) এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদাসমূহ সম্পর্কে তাদেরকে জানাবেন। এসব কাজে তিনি ব্যস্ত থাকবেন এমন সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট অহী পাঠাবেন যে, "আমি আমার কিছু বান্দার আবির্ভাব ঘটিয়েছি, তাদের বিরুদ্ধে কারো লড়ার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের নিয়ে 'তূর' পর্বতে আশ্রয় নাও।" আল্লাহ তাআলা য়্যা'জুজ-মা'জুজ জাতিকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান থেকে দ্রুত বেগে ছুটে যাবে। তাদের প্রথম দলটি ত্বাবারী হ্রদ পার হবার সময় তার সম্পূর্ণ পানি এমনভাবে পান ক'রে ফেলবে যে, তাদের সর্বশেষ দলটি সেখান দিয়ে পার হবার সময় বলবে, এখানে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা ﷺ ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে একটি গরুর মাথা, বর্তমানে তোমাদের একশ'টি স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে। সুতরাং আল্লাহর নবী ঈসা ﷺ এবং

তাঁর সঙ্গীগণ ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের (য়্যা'জূজ-মা'জূজ জাতির) ঘাড়সমূহে এক প্রকার কীট সৃষ্টি ক'রে দেবেন। যার শিকারে পরিণত হয়ে তারা এক সঙ্গে সবাই মারা যাবে। তারপর আল্লাহ তাআলার নবী ঈসা ﷺ ও তাঁর সাথীগণ ﷺ নিচে নেমে আসবেন। তারপর (এমন অবস্থা ঘটবে যে,) সেই অঞ্চল তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধে ভরে থাকবে; এক বিঘত জায়গাও তা থেকে খালি থাকবে না। সুতরাং ঈসা ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। ফলে তিনি বুখতী উটের ঘাড়ের ন্যায় বৃহদকায় এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। তারা উক্ত লাশগুলিকে তুলে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবে। তারপর আল্লাহ তাআলা এমন প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যে, কোন ঘর ও শিবির বাদ পড়বে না। সুতরাং সমস্ত যমীন ধুয়ে মসৃণ পাথরের ন্যায় অথবা স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর যমীনকে আদেশ করা হবে যে, 'তুমি আপন ফল-মূল যথারীতি উৎপন্ন কর ও নিজ বর্কত পুনরায় ফিরিয়ে আন।' সুতরাং (বর্কতের এত ছড়াছড়ি হবে যে,) একদল লোক একটি মাত্র ডালিম ফল ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হবে এবং তার খোসার নীচে ছায়া অলম্বন করবে। পশুর দুধে এত প্রাচুর্য প্রদান করা হবে যে, একটি মাত্র দুগ্ধবতী উটনী একটি সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী গাভী একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। আর একটি দুগ্ধবতী ছাগী কয়েকটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

তারা ঐ অবস্থায় থাকবে, এমন সময় আল্লাহ তাআলা এক প্রকার পবিত্র বাতাস পাঠাবেন, যা তাদের বগলের নীচে দিয়ে প্রবাহিত হবে। ফলে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবন হরণ করবে। তারপর স্রেফ দুর্বৃত্ত ও অসৎ মানুষজন বেঁচে থাকবে, যারা এই ধরার বুকে গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। সুতরাং এদের উপরেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় (কিয়ামত)।" *(মুসলিম ৭৫৬০নং)*

وَعَنْ رِبعِيٍّ بنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : اِنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ مَسعُودٍ الأَنصَارِي إِلَى حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ : حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي الدَّجَّالِ ، قَالَ : ((إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً ، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَاراً ، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ . فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذي يَراهُ نَاراً، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ)) فقال أبو مسعود: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ . متفق عليه

(৩৮৫২) রিবঈ ইবনে হিরাশ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মাসঊদ আনসারী ﷺ-এর সঙ্গে আমি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ﷺ-এর নিকট গেলাম। আবূ মাসঊদ তাঁকে বললেন, 'দাজ্জাল সম্পর্কে যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন, তা আমাকে বর্ণনা করুন।' তিনি বলতে লাগলেন, 'দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তার সঙ্গে থাকবে পানি ও আগুন। যাকে লোক পানি মনে করবে, বাস্তবে তা দগ্ধকারী আগুন এবং লোকে যাকে আগুন বলে মনে করবে, তা বাস্তবে সুমিষ্ট শীতল পানি হবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাকে (দেখতে) পাবে, সে যেন তাতে পতিত হয়, যাকে আগুন মনে করে। কেননা, তা বাস্তবে মিষ্ট উত্তম পানি।' আবূ মাসঊদ ﷺ বলেন, এ হাদীসটি আমিও (স্বয়ং) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। *(বুখারী ৭১৩০, মুসলিম ৭৫৫৫নং)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بـنِ العَـاصِ رَضِـيَ اللهُ عَنْهُمَـا ، قـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ((يَخْـرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُـثُ أَرْبَعِـينَ ، لاَ أَدْرِي أَرْبَعِـينَ يَومـاً أَو أَرْبَعِـينَ شَـهْراً ، أَو أَرْبَعِـينَ عَامـاً ، فَيَبْعَثُ اللهُ تَعالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّـاسُ سَـبْعَ سِـنِينَ لَـيسَ بَـينَ اثْنَينِ عَدَاوةٌ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ، رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ أَو إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ، حَتَّى لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَـلَ فِـي كَبِـدِ جَبَـلٍ ، لَدَخَلَتْهُ عَلَيهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، فَيَبْقَى شِـرَارُ النَّـاسِ فِـي خِفَّـةِ الطَّيْـرِ ، وَأَحْـلاَمِ الـسِّبَاعِ ، لاَ يَعْرِفُـونَ مَعْرُوفاً، وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ، فيَقُولُ : أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأمُرُنَـا ؟ فَيَأمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُـمْ ، حَـسَنٌ عَيـشُهُمْ ، ثُـمَّ يُـنْفَخُ فِي الـصُّورِ، فَـلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً ، وَأَوَّلُ مَنْ يَـسْمَعُهُ رَجُـلٌ يَلُـوطُ حَـوْضَ إِبِلِـهِ فَيُـصْعَقُ وَيُـصْعَقُ النَّاسُ حَولَهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ – أَو قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ – مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ ، فَتَنْبُتُ مِنهُ أَجْـسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ : مِنْ كَـمْ ؟ فَيُقَـالُ : مِـنْ كُـلِّ أَلْـفٍ تِـسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ؛ فَذَلِكَ يَومٌ يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيباً، وَذَلِكَ يَومَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ)). رواه مسلم

(৩৮৫৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমি জানি না চল্লিশদিন, চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনে মারয়্যাম ﷺ-কে পাঠাবেন। তিনি তাকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করবেন। অতঃপর লোকেরা (দীর্ঘ) সাত বছর ব্যাপী (এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে) কাল উদ্‌যাপন করবে, যাতে দুজনের পারস্পরিক কোন প্রকার শত্রুতা থাকবে না। তারপর মহান আল্লাহ শাম দেশ থেকে শীতল বায়ু চালু করবেন; যা যমীনের বুকে এমন কোন ব্যক্তিকে জীবিত ছাড়বে না, যার অন্তরে অণু পরিমাণ মঙ্গল অথবা ঈমান থাকবে। এমনকি তোমাদের কেউ যদি পর্বত-গর্ভে প্রবেশ করে, তাহলে সেখানেও প্রবেশ করে তার জীবন নাশ করবে। (তারপর ভূপৃষ্ঠে) দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোক থেকে যাবে, যারা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের ব্যাপারে ক্ষিপ্ত গতিমান পাখির মত হবে, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও রক্তপাত করার ক্ষেত্রে হিংস্র পশুর ন্যায় হবে। যারা কখনো ভাল কাজের আদেশ করবে না এবং কোন মন্দ কাজে বাধা দেবে না। শয়তান তাদের সামনে মানবরূপ ধারণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করবে ও বলবে, 'তোমরা আমার আহবানে সাড়া দেবে না?' তারা বলবে, 'আমাদেরকে আপনি কী আদেশ করছেন?' সে তখন তাদেরকে মূর্তি পূজার আদেশ দেবে। আর এসব কর্মকান্ডে তাদের জীবিকা সচ্ছল হবে এবং জীবন সুখের হবে। অতঃপর শিঙ্গায় (প্রলয় বীণায়) ফুৎকার দেওয়া হবে। যে ব্যক্তিই সে শব্দ শুনবে, সেই তার ঘাড়ের একদিক কাত ক'রে দেবে ও অপর দিক উঁচু ক'রে দেবে। সর্বাগ্রে এমন এক ব্যক্তি তা শুনতে পাবে, যে তার উটের (জন্য পানি রাখার) হওয লেপায় ব্যস্ত

থাকবে। সে শিঙ্গার শব্দ শোনামাত্র অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। তার সাথে সাথে তার আশে-পাশের লোকরাও অজ্ঞান হয়ে (ধরাশায়ী হয়ে) যাবে। অতঃপর আল্লাহ শিশিরের ন্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পাঠাবেন। যার ফলে পুনরায় মানবদেহ (উদ্ভিদের ন্যায়) গজিয়ে উঠবে। তারপর যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গা বাজানো হবে, তখন তারা উঠে দেখতে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে, 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে এসো।' (অন্য দিকে ফিরিশ্তাদেরকে হুকুম করা হবে যে,) 'তোমরা ওদেরকে থামাও। ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' তারপর বলা হবে, 'ওদের মধ্য থেকে জাহান্নামে প্রেরিতব্য দল বের ক'রে নাও।' জিজ্ঞাসা করা হবে, 'কত থেকে কত?' বলা হবে, 'প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন।' বস্তুতঃ এ দিনটি এত ভয়ংকর হবে যে, শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং এ দিনেই (মহান আল্লাহ নিজ) পায়ের গোছা অনাবৃত করবেন।" *(মুসলিম ৭৫৬৮নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيسَ مِنْ بَلَدٍ إلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إلاَّ مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إلاَّ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا ، فَيَنْزِلُ بالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)) . رواه مسلم

(৩৮৫৪) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মক্কা ও মদীনা ব্যতীত অন্য সব শহরেই দাজ্জাল প্রবেশ করবে। মক্কা ও মদীনার গিরিপথে ফিরিশ্তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে উক্ত শহরদ্বয়ের প্রহরায় রত থাকবেন। দাজ্জাল (মদীনার নিকটস্থ) বালুময় লোনা জমিতে অবতরণ করবে। সে সময় মদীনা তিনবার কেঁপে উঠবে। মহান আল্লাহ সেখান থেকে প্রত্যেক কাফের ও মুনাফিককে বের ক'রে দেবেন।" *(বুখারী ১৮৮১, মুসলিম ৭৫৭৭নং)*

وَعَنْه ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيْهِم الطَّيَالِسَةُ)) . رواه مسلم

(৩৮৫৫) উক্ত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আসফাহান (ইরানের একটি প্রসিদ্ধ শহরে)র সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে; তাদের কাঁধে থাকবে ত্বাইলেসী রুমাল।" *(মুসলিম ৭৫৭৯নং)*

وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : ((لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الجِبَالِ)) . رواه مسلم

(৩৮৫৬) উম্মে শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "অবশ্যই লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়ে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করবে।" *(মুসলিম ৭৫৮০নং)*

وَعَنْ عِمرَانَ بن حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ)) . رواه مسلم

(৩৮৫৭) ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে

বলতে শুনেছি, “আদমের জন্মলগ্ন থেকে নিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের (ফিতনা-ফাসাদ) অপেক্ষা অন্য কোন বিষয় (বড় বিপজ্জনক) হবে না।” *(মুসলিম ৭৫৮২-৭৫৮৩নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤمِنِينَ فَيَتَلَقَّاهُ المَسَالِحُ : مَسَالِحُ الدَّجَّال . فَيقُولُونَ لَهُ : إِلَى أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيَقُولُ : أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ . فَيَقُولُونَ لَهُ : أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا ؟ فَيَقُولُ : مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ ! فَيَقُولُونَ : اقْتُلُوهُ . فَيقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ ؟ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا الدَّجَّالَ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ ؛ فَيَقُولُ : خُذُوهُ وَشُجُّوهُ . فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً ، فَيَقُولُ : أَوَمَا تُؤْمِنُ بِي ؟ فَيَقُولُ : أَنْتَ المَسِيحُ الكَذَّابُ ! فَيُؤْمَرُ بِهِ ، فَيُؤْشَرُ بِالمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ . ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ القِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : قُمْ ، فَيَسْتَوِي قَائِماً . ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : أَتُؤْمِنُ بِي ؟ فَيَقُولُ : مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً . ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ؛ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ ، فَيَجْعَلُ اللهُ مِا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاساً، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيهِ سَبِيلاً، فَيَأْخُذُهُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ ، فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّهُ قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الجَنَّةِ)) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هَذَا أَعْظَمُ النَّاس شَهَادَةً عِندَ رَبِّ العَالَمِينَ)) . رواه مسلم . وروى البخاري بعضه بمعناه .

(৩৮৫৮) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “দাজ্জালের আবির্ভাব হলে মু’মিনদের মধ্য থেকে একজন মু’মিন তার দিকে অগ্রসর হবে। তখন (পথিমধ্যে) দাজ্জালের সশস্ত্র প্রহরীদের সাথে তার দেখা হবে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘কোন্ দিকে যাবার ইচ্ছা করছ?’ সে উত্তরে বলবে, ‘যে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, তার কাছে যেতে চাচ্ছি।’ তারা তাকে বলবে, ‘তুমি কি আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না?’ সে উত্তর দেবে, ‘আমাদের প্রভু (আল্লাহ তো) গুপ্ত নন যে, (অন্য কাউকে প্রভু বানিয়ে মানতে লাগব)।’ (এরূপ শুনে) তারা বলবে, ‘একে হত্যা ক’রে দাও।’ তখন তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে নিষেধ করেননি যে, তোমরা তার বিনা অনুমতিতে কাউকে হত্যা করবে না?’ ফলে তারা ঐ মু’মিনকে ধরে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। যখন মু’মিন দাজ্জালকে দেখতে পাবে, তখন সে (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) বলে উঠবে, ‘হে লোক সকল! এই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ আলোচনা করতেন।’ তখন দাজ্জাল তার জন্য আদেশ দেবে যে, ‘ওকে উপুড় করে শোয়ানো হোক।’ তারপর বলবে, ‘ওকে ধরে ওর মুখে-মাথায় প্রচন্ডভাবে আঘাত কর।’ সুতরাং তাকে মেরে মেরে তার পেট ও পিঠ চওড়া ক’রে দেওয়া হবে। তখন সে (দাজ্জাল) প্রশ্ন করবে, ‘তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস রাখ?’ সে উত্তর দেবে, ‘তুই তো মহা মিথ্যাবাদী মসীহ।’ সুতরাং তার সম্পর্কে আবার আদেশ দেওয়া হবে, ফলে তার মাথার সিঁথির

উপর করাত রেখে তাকে দ্বিখন্ড ক'রে দেওয়া হবে; এমনকি তার পা-দুটোকে আলাদা ক'রে দেওয়া হবে। তারপর দাজ্জাল তার দেহখন্ডদ্বয়ের মাঝখানে হাঁটতে থাকবে এবং বলবে, 'উঠ।' সুতরাং সে (মু'মিন) উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে! দাজ্জাল আবার তাকে প্রশ্ন করবে, 'তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনছ?' সে জবাব দেবে, 'তোর সম্পর্কে তো আমার ধারণা আরও দৃঢ় হয়ে গেল।' তারপর মু'মিন বলবে, 'হে লোক সকল! আমার পরেও অন্য কারো সাথে এরূপ (নির্মম) আচরণ করতে পারবে না।' সুতরাং দাজ্জাল তাকে যবেহ করার মানসে ধরবে। কিন্তু আল্লাহ তার ঘাড় থেকে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত তামায় পরিণত ক'রে দেবেন। ফলে দাজ্জাল তাকে যবেহ করার কোন উপায় খুঁজে পাবে না। তারপর তার হাত-পা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন লোকে ধারণা করবে যে, সে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু (বাস্তবে) তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বিশ্বচরাচরের পালনকর্তার নিকট ঐ ব্যক্তিই সবার চেয়ে বড় শহীদ।" *(মুসলিম ৭৫৬৪, ইমাম বুখারী ১৮৮২, ৭১৩২নং অনুরূপ অর্থে এর কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন।)*

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ ؛ وَإِنَّهُ قَالَ لِي : ((مَا يَضُرُّكَ؟)) قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ . قَالَ : ((هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ)) . متفق عليه

(৩৮৫৯) মুগীরা ইবনে শু'বা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দাজ্জাল সম্পর্কে যত জিজ্ঞাসা করেছি, তার চেয়ে বেশি আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেন, "ও তোমার কী ক্ষতি করবে?" আমি বললাম, 'লোকেরা বলে যে, তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে।' তিনি বললেন, "আল্লাহর কাছে তা অতি সহজ।" *(বুখারী ৭১২২, মুসলিম ৫৭৪৯নং)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر)) . متفق عليه

(৩৮৬০) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এমন কোন নবী নেই, যিনি নিজ উম্মতকে মহামিথ্যাবাদী কানা (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করেননি। কিন্তু (মনে রাখবে,) সে (এক চোখের) কানা হবে। আর নিশ্চয় তোমাদের মহামহিমান্বিত প্রতিপালক কানা নন। তার কপালে 'কাফ-ফা-রা' (কাফের) শব্দ লেখা থাকবে।" *(বুখারী ৭১৩১, মুসলিম ৭৫৪৮-নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَومَهُ ! إِنَّهُ أَعوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثالِ الجنَّةِ وَالنَّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الجنَّةُ هِيَ النَّارُ)) . متفقٌ عليهِ

(৩৮৬১) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শোন! তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে আমি কি এমন কথা বলব না, যা কোন নবীই তাঁর জাতিকে বলেননি? তা হল এই যে, সে হবে কানা। আর সে নিজের সাথে নিয়ে আসবে জান্নাত ও জাহান্নামের মত কিছু। যাকে সে জান্নাত বলবে, বাস্তবে সেটাই জাহান্নাম হবে।" *(বুখারী ৩৩৩৮, মুসলিম ৭৫৫৮-নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ ، فَقَالَ : ((إنَّ اللّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ)). متفق عليه

(৩৮৬২) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদের সামনে দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা ক'রে বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কানা নন। সাবধান! মসীহ দাজ্জালের ডান চোখ কানা এবং তার চোখটি যেন (গুচ্ছ থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর।" *(বুখারী ৩৪৩৯, মুসলিম ৪৪৪নং)*

** (অর্থাৎ, অন্য চোখটির তুলনায় এ চোখটি বাইরে বেরিয়ে থাকবে।)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُودَ ، حَتَّى يَخْتَبِئَ اليَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ وَالشَّجَرِ . فَيَقُولُ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ ؛ إلاَّ الغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ اليَهُودِ)). متفق عليه

(৩৮৬৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলিমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে। এমনকি ইহুদী পাথর ও গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলে পাথর ও গাছ বলবে 'হে মুসলিম! আমার পিছনে ইহুদী রয়েছে। এসো, ওকে হত্যা কর।' কিন্তু গারক্বাদ গাছ (এরূপ বলবে) না। কেননা এটা ইহুদীদের গাছ।" *(বুখারী ২৯২৬, মুসলিম ৭৫২৩নং)*

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ)).

(৩৮৬৪) আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মদীনায় মাসীহ দাজ্জালের আতঙ্ক প্রবেশ করবে না। সেদিন তার সাতটি প্রবেশপথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশপথে দুটি ক'রে ফিরিশ্‌তা (পাহারা) থাকবেন।" *(বুখারী ১৮৭৯নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ)).

(৩৮৬৫) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মদীনার প্রবেশপথসমূহে ফিরিশ্‌তা (পাহারা) আছেন, তাতে না প্লেগরোগ প্রবেশ করবে, না দাজ্জাল।" *(বুখারী ১৮৮০, মুসলিম ৩৪১৬নং)*

(৩৮৬৬) ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, মহানবী ﷺ ইবনে স্বাইয়াদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

((مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)).

"তুমি কী দেখ?" সে বলল, 'আমার নিকট সত্যবাদী আসে ও মিথ্যাবাদী আসে।' তিনি বললেন, "ব্যাপারটা তোমার কাছে গোলমেলে হয়ে গেছে। আমি তোমার জন্য একটি জিনিস

(মনে মনে) গোপন করেছি (সেটা কী বলতে পারবে)?” সে বলল, ‘দুখ’। তিনি বললেন, “ধুৎ! তুমি কখনই তোমার মর্যাদা অতিক্রম করতে পারবে না।” *(বুখারী ১৩৫৪, মুসলিম ৭৫২৯নং)*

জাহান্নামের বিবরণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا ».

(৩৮৬৭) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এ অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকবেন। তাঁরা তা টানতে থাকবেন।” *(মুসলিম ৭৩৪৩নং)*

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: ((وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِى لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِى لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِى إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ)).

(৩৮৬৮) ইয়ায বিন হিমার মুজাশিয়ী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আর জাহান্নামবাসী পাঁচ ব্যক্তি; (১) সেই দুর্বল শ্রেণীর ব্যক্তি, যার (পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকার মত) জ্ঞান নেই। যারা তোমাদের অনুগত, যারা পরিবার চায় না, ধন-সম্পদও চায় না। (২) খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যে তুচ্ছ কোন জিনিসের লোভে পড়লেই তাতে খিয়ানত করে। (৩) এমন ব্যক্তি, যে সকাল-সন্ধ্যায় তোমার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে ধোঁকা দেয়। (৪) কৃপণ ব্যক্তি এবং (৫) দুশ্চরিত্র চোয়াড়।” *(মুসলিম ৭৩৮৬নং)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا آدَمُ يَقُولُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أُرَاهُ قَالَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ {وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا.

(৩৮৬৯) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “মহান আল্লাহ আদম ﷺ-কে আদেশ করবেন যে, যেন তিনি নিজ সন্তানদের মধ্য হতে হাজারে ৯৯৯ জনকে

জাহান্নামের জন্য বের ক'রে দেন। এই কথা শুনে গর্ভবতীরা তাদের গর্ভপাত ক'রে ফেলবে, বালকরা বৃদ্ধ হয়ে পড়বে, আর মানুষকে দেখে মাতাল মনে হবে, অথচ তারা আসলে মাতাল হবে না; বরং আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতার জন্য এ রকম (কিংকর্তব্যবিমূঢ়) হবে। সাহাবাদের কাছে এ কথা অত্যন্ত ভারী মনে হল, তাদের চেহারার রং পাল্টে গেল। নবী ﷺ তা দেখে বললেন ভয়ের কিছু নেই। ৯৯৯ জনের সংখ্যা য়্যা'জূজ-মা'জূজের মধ্য হতে হবে আর তোমাদের মাত্র একজন। তোমাদের সংখ্যা অন্য মানুষদের তুলনায় এমন হবে, যেমন সাদা গরুর গায়ে একটি কালো লোম অথবা কালো গরুর গায়ে একটি সাদা লোম। আর আমি আশা করি যে, তোমরাই হবে জান্নাতের এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক। তা শুনে সাহাবারা আনন্দে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারিত করলেন। *(বুখারী ৩৩৪৮, ৪৭৪১, ৬৫৩০, মুসলিম ৫৫৪নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ « مَا بَيْنَ مَنْكِبَىِ الْكَافِرِ فِى النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ ».

(৩৮৭০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কাফেরের দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান হবে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ!" *(মুসলিম ৭৩৬৫নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاَثٍ ».

(৩৮৭১) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কাফেরের চোয়ালের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান। আর তার চামড়ার স্থূলতা হবে তিন দিনের পথ!" *(মুসলিম ৭৩৬৪নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ : ((إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا ، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بينَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة)).

(৩৮৭২) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কাফেরের চামড়ার স্থূলতা হবে বিয়াল্লিশ হাত, তার চোয়ালের দাঁত হবে উহুদের মত (প্রায় ৭ কিমি. লম্বা ৩ কিমি. চওড়া ও ৩৫০ মি. উঁচু) এবং জাহান্নামে তার বসার জায়গা হবে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গা পরিমাণ। (অর্থাৎ ৪২৫ কিমি.।) " *(তিরমিযী ২৫৭৭, হাকেম ৮৭৬০নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ مِثْلُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ)).

(৩৮৭৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কাফেরের চামড়ার স্থূলতা হবে সত্তর হাত, তার বাহু হবে বাইযা পাহাড়ের মত, তার জাং হবে অরেক্বান পাহাড়ের মত এবং জাহান্নামে তার বসার জায়গা হবে আমার ও রাবাযার মধ্যবর্তী জায়গা পরিমাণ।" *(আহমাদ ৮৩৪৫, হাকেম ৮৭৫৯নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – : ((إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ ، حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ)).

(৩৮৭৪) আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামে জাহান্নামীরা কেঁদে এত অশ্রু ঝরাবে যে, তাতে নৌকা চালানোও সম্ভব হবে। তারা রক্তের অশ্রুও ঝরাবে। *(হাকেম ৮৭৯১, সঃ জামে' ২০৩২নং)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ)).

متفق عَلَيْهِ

(৩৮৭৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "জ্বর জাহান্নামের তীব্র উত্তাপের অংশ বিশেষ। অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠান্ডা কর।" *(বুখারী ৩২৬৩, ৫৭২৫, মুসলিম ৫৮৮৫নং)*

জান্নাতের বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ } [الحجر : ٤٥– ٤٨]

অর্থাৎ, নিশ্চয় পরহেযগাররা বাস করবে উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহে। (তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর। আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা দূর করে দেব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেথা হতে বহিষ্কৃতও হবে না। *(সূরা হিজ্‌র ৪৫-৪৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ } [الزخرف : ٦٨ — ٧٣]

অর্থাৎ, হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। *(সূরা যুখরুফ ৬৮-৭৩ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ

عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [الدخان : ٥١ — ٥٧]

অর্থাৎ, নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে- বাগানসমূহে ও ঝরনারাজিতে, ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে ওদের; আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। (ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (এ প্রতিদান) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ। এটিই তো মহাসাফল্য। *(সূরা দুখান ৫১-৫৭ আয়াত)*

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

{ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ} [المطففين : ٢٢ — ٢٨]

অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের (পানির)। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে। *(সূরা মুত্বাফিফীন ২২-২৮)*

এ মর্মে আরো বহু আয়াত বিদ্যমান।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : « لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ ». قَالَ : « فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ».

(৩৮৭৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ যখন জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন জিব্রাঈলকে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে বললেন, ‘যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।’ সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক’রে ফিরে এসে বললেন, ‘আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে।’ অতঃপর আল্লাহ জান্নাতকে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন। তারপর আবার তাঁকে বললেন, ‘যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।’ সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক’রে ফিরে এসে

বললেন, ‘আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’

অতঃপর আল্লাহ তাঁকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, ‘যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।’ সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখলেন, তার আগুনের এক অংশ অপর অংশের উপর চেপে রয়েছে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, ‘আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে না।’ তারপর জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন এবং পুনরায় তাঁকে বললেন, ‘যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর।’ সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন ক’রে ফিরে এসে বললেন, ‘আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ পরিত্রাণ পাবে না, সবাই তাতে প্রবেশ করবে।’ *(আবূ দাউদ ৪৭৪৬, তিরমিযী ২৫৬০, নাসাঈ ৩৭৬৩, সঃ তারগীব ৩৬৬৯নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: ((لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ مِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ حَصْبَاؤُهَا الْيَاقُوتُ وَاللُّؤْلُؤُ وَتُرْبَتُهَا الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَخْلُدُ لَا يَمُوتُ وَيَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا يَبْلَى شَبَابُهُمْ وَلَا تُخَرَّقُ ثِيَابُهُمْ)).

(৩৮৭৭) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতের নির্মাণসামগ্রী সম্বন্ধে আমাদেরকে বলুন।’ তিনি বললেন, “(তার অট্টালিকার) একটি ইট সোনার, একটি ইট চাঁদির, তার মাঝে সংযোজক হল তীব্র সুগন্ধময় কস্তুরী। তার পাথর-কাঁকর হল মণি-মুক্তা। তার মাটি হল জাফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে, সে সুখী হবে এবং কোন কষ্ট পাবে না। চিরস্থায়ী হবে, মৃত্যুবরণ করবে না। তার লেবাস-পোশাক পুরাতন হবে না। তার যৌবন নষ্ট হবে না।” *(আহমাদ ৮০৪৩, ৯৭৪৪, তিরমিযী ২৫২৬, দারেমী ২৮২১নং)*

وَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الجنَّةِ)). رواه مسلم

(৩৮৭৮) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “(শামের) সাইহান ও জাইহান, (ইরাকের) ফুরাত এবং (মিসরের) নীল প্রত্যেক নদীই জান্নাতের নদ-নদীসমূহের অন্যতম।” *(মুসলিম ৭৩৪০নং)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَأْكُلُ أَهْلُ الجنَّةِ فِيهَا ، وَيَشْرَبُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ ، وَلاَ يَبُولُونَ ، وَلكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ المِسْكِ ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ)) . رواه مسلم

(৩৮৭৯) জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “জান্নাতবাসীরা জান্নাতের মধ্যে পানাহার করবে; কিন্তু পেশাব-পায়খানা করবে না, তারা নাক ঝাড়বে না, পেশাবও করবে না। বরং তাদের ঐ খাবার ঢেকুর ও কস্তুরীবৎ সুগন্ধময় ঘাম (হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যাবে)। তাদের মধ্যে তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার স্বয়ংক্রিয় শক্তি প্রক্ষিপ্ত হবে,

যেমন শ্বাসক্রিয়ার শক্তি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে।” *(মুসলিম ৭৩৩১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : { فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [السجدة : ١٧])) . متفق عَلَيْهِ

(৩৮৮০) আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।’ তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার; যার অর্থ, “কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কী পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” *(সূরা সাজদাহ ১৭ আয়াত, বুখারী ৩২৪৪, মুসলিম ৭৩১০-৭৩১২নং)*

وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ، لاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ ، وَلاَ يَتْفُلُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ . أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الأُلُوَّةُ — عُودُ الطِّيبِ — أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِيْنُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاءِ)). متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِي وَمُسلِمٍ : ((آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ . وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ، وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِياً)) .

(৩৮৮১) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা (জান্নাতে) পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হুরগণ। তারা সকলেই একটি মানব কাঠামো, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে হবে (যাদের উচ্চতা হবে) ষাট হাত পর্যন্ত।”

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে যে, “(জান্নাতে) তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।” *(বুখারী ৩২৫৪, ৩৩২৭, মুসলিম ৭৩২৫, ৭৩২৮নং)*

وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((سَأَلَ مُوسَى ﷺ رَبَّهُ : مَا أَدْنَى أَهْلِ

الجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ ، فَيُقَالُ لَهُ : اُدْخُلِ الجَنَّـةَ . فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ يَكُـونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ؟ فَيقُولُ : رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيقُولُ : لَـكَ ذَلِـكَ وَمِثْلُـهُ وَمِثْلُـهُ وَمِثْلُـهُ وَمِثْلُهُ، فَيقُولُ فِي الخَامِسَةِ . رَضِيْتُ رَبِّ، فَيقُولُ : هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيقُولُ : رَضِيتُ رَبِّ . قَـالَ : رَبِّ فَـأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَـةً ؟ قـالَ : أُولَئِـكَ الَّـذِينَ أَرَدْتُ ؛ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي ، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَـشَرٍ)) . رواه مسلم

(৩৮৮২) মুগীরা ইবনে শু'বা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মূসা ﷺ স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জান্নাতীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতী কে হবে?' আল্লাহ তাআলা উত্তর দিলেন, সে হবে এমন একটি লোক, যে সমস্ত জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর (সর্বশেষে) আসবে। তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলবে, 'হে প্রভু! আমি কিভাবে (কোথায়) প্রবেশ করব? অথচ সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গা দখল করেছে এবং নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফেলেছে।' তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কোন রাজার মত তোমার রাজত্ব হবে?' সে বলবে, 'প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট।' তারপর আল্লাহ বলবেন, 'তোমার জন্য তাই দেওয়া হল। আর ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য (অর্থাৎ, ওর চার গুণ রাজত্ব দেওয়া হল)।' সে পঞ্চমবারে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি (ওতেই) সন্তুষ্ট।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'তোমার জন্য এটা এবং এর দশগুণ (রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হল)। এ ছাড়াও তোমার জন্য রইল সে সব বস্তু, যা তোমার অন্তর কামনা করবে এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি উপভোগ করবে।' তখন সে বলবে, 'আমি ওতেই সন্তুষ্ট, হে প্রভু!'

(মূসা ﷺ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী কারা হবে?' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তারা হবে সেই সব বান্দা, যাদেরকে আমি চাই। আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান-বৃক্ষ রোপণ করেছি এবং তার উপর সীল-মোহর অংকিত ক'রে দিয়েছি (যাতে তারা ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা দেখতে না পায়)। সুতরাং কোন চক্ষু তা দর্শন করেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তা কল্পিতও হয়নি।" *(মুসলিম ৪৮৫নং)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنِّي لأَعْلَـمُ آخِـرَ أَهْـلِ النَّـارِ خُرُوجـاً مِنْهَـا ، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً الجَنَّةَ . رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْواً ، فَيقُولُ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – لَهُ : اذْهَبْ فادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَيَأتِيهَا ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى ، فَيَرْجِـعُ، فَيقُـولُ : يَـا رَبِّ وَجَـدْتُهَا مَـلأَى ! فَيَقُولُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَيَأتِيهَا ، فَيُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهـا مَـلأَى ، فيَرْجِـعُ . فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ، فَيَقُولُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ . فَإِنَّ لَـكَ مِثْـلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا ؛ أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا ، فَيقُولُ : أَتَـسْخَرُ بِـي ، أَوْ تَـضْحَكُ بِـي

وَأَنْتَ الْمَلِكُ ؟)) قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يَقُوْلُ : ((ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً)). متفق عليه

(৩৮৮৩) ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে (বা বুকে ভর দিয়ে) চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' সুতরাং সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম।' আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর।' তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম।' তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল)!' তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ তুমি বাদশাহ (হাসি-ঠাট্টা তোমাকে শোভা দেয় না)।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, "এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতী।" *(বুখারী ৬৫৭১, মুসলিম ৪৭৯নং)*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِى مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِى نَجَّانِى مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِىَ اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّى إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِى غَيْرَهَا.

فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِىَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِى أَنْ لاَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّى إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِى غَيْرَهَا . فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِىَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ. فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِى أَنْ لاَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَا رَبِّ هَذِهِ لاَ أَسْأَلُكَ

غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا.

فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِى مِنْكَ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ». فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلاَ تَسْأَلُونِّى مِمَّ أَضْحَكُ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–. فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّى لاَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّى عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ».

(৩৮৮৪) ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি পুল-সিরাতে উঠে-পড়ে চলতে থাকবে। জাহান্নামের আগুন তাকে ঝলসে দেবে। অতঃপর পুল পার হয়ে গেলে জাহান্নামকে সে সম্বোধন ক’রে বলবে, ‘বর্কতময় সেই সত্তা, যিনি আমাকে তোমার কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং এমন কিছু দান করেছেন, যা পূর্বাপর কাউকেই দান করেননি। ইতিমধ্যে তাকে একটি গাছ দেখানো হবে। তখন সে বলবে, ‘হে প্রভু! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী ক’রে দাও। আমি ওর ছায়া গ্রহণ করব এবং ওর (নিকটবর্তী) পানি পান করব।’ আল্লাহ বলবেন, ‘হে আদম-সন্তান! আমি তোমাকে তা দান করলে সম্ভবতঃ আবার অন্য কিছু চেয়ে বসবে।’ সে বলবে, ‘না, হে আমার প্রতিপালক! (আমি অন্য কিছু চাইব না।)’ সুতরাং সে তাঁর কাছে অঙ্গীকার করবে যে, সে আর অন্য কিছু চাইবে না। আর তার প্রতিপালক ওযর পেশ করবেন। কারণ তিনি জানেন যে, তার পরেও সে যা দেখবে, তা না চেয়ে ধৈর্য ধরতে পারবে না। সুতরাং তিনি তাকে সেই গাছের নিকটে পৌঁছে দেবেন। সে তার ছায়া গ্রহণ করবে এবং তার পানি পান করবে।

অতঃপর তাকে আরো একটি গাছ দেখানো হবে, যা আগের চাইতে অনেক সুন্দর। তখন সে বলবে, ‘হে প্রভু! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী ক’রে দাও। আমি ওর ছায়া গ্রহণ করব এবং ওর (নিকটবর্তী) পানি পান করব। আর তোমার কাছে অন্য কিছু চাইব না।’ আল্লাহ বলবেন, ‘হে আদম-সন্তান! তুমি কি আমার নিকট এই অঙ্গীকার করনি যে, তুমি অন্য কিছু চাইবে না?’ সে বলবে, ‘অবশ্যই। তবে হে প্রভু! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী ক’রে দাও। আমি আর অন্য কিছু চাইব না।’ আল্লাহ বলবেন, ‘আমি তোমাকে ওর নিকটে পৌঁছে দিলে সম্ভবতঃ আবার অন্য কিছু চেয়ে বসবে।’ সুতরাং সে তাঁর কাছে অঙ্গীকার করবে যে, সে আর অন্য কিছু চাইবে না। আর তার প্রতিপালক আপত্তি পেশ করবেন। কারণ তিনি জানেন যে, তার পরেও সে যা দেখবে, তা না চেয়ে ধৈর্য ধরতে পারবে না। সুতরাং তিনি তাকে সেই গাছের নিকটে পৌঁছে দেবেন। সে তার ছায়া গ্রহণ করবে এবং তার পানি পান করবে।

অতঃপর তাকে আরো একটি গাছ দেখানো হবে, যা আগের দুই গাছের চাইতে বেশি সুন্দর। তখন সে বলবে, ‘হে প্রভু! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী ক’রে দাও। আমি ওর ছায়া গ্রহণ করব এবং ওর (নিকটবর্তী) পানি পান করব। আর তোমার কাছে অন্য কিছু চাইব না।’ আল্লাহ বলবেন, ‘হে আদম-সন্তান! তুমি কি আমার নিকট এই অঙ্গীকার করনি যে, তুমি

অন্য কিছু চাইবে না?' সে বলবে, 'অবশ্যই। তবে হে প্রভু! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী ক'রে দাও। আমি আর অন্য কিছু চাইব না।' আর তার প্রতিপালক আপত্তি পেশ করবেন। কারণ তিনি জানেন যে, তার পরেও সে যা দেখবে, তা না চেয়ে ধৈর্য ধরতে পারবে না। সুতরাং তিনি তাকে সেই গাছের নিকটে পৌঁছে দেবেন। সেখানে সে জান্নাতীদের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পাবে। তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও!' আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম-সন্তান! কিসে তোমার চাহিদা পূরণ করবে? তুমি কি এতে খুশি হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়া ও তার সাথে তার সমপরিমাণ জায়গা দেব?' সে বলবে, 'হে প্রভু! তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছ?' আল্লাহ বলবেন, 'আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করিনি। বরং আমি যা চাই, তাতে ক্ষমতাবান।' *(আহমাদ ৩৭১৪, মুসলিম ৪৮১নং)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ لِلمُؤْمِنِ فِي الجنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلاً . لِلمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً)).

متفق عليه

(৩৮৮৫) আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় জান্নাতে মু'মিনদের জন্য একটি শূন্যগর্ভ মোতির তাঁবু থাকবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। এর মধ্যে মু'মিনদের জন্য একাধিক স্ত্রী থাকবে। যাদের সকলের সাথে মু'মিন সহবাস করবে। কিন্তু তাদের কেউ কাউকে দেখতে পাবে না।" *(বুখারী ৩২৪৩, ৪৮৭৯, মুসলিম ৭৩৩৭-৭৩৩৮নং)*

** এক মাইল ঃ ছয় হাজার হাত সমান দীর্ঘ।*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ فِي الجنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِئَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها)). متفق عليه

وَرَوَيَاهُ فِي الصَّحِيحَينِ أَيضاً مِن رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : ((يَسيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّها مِئَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها)) .

(৩৮৮৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী উৎকৃষ্ট, বিশেষভাবে প্রতিপালিত হালকা দেহের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে একশো বছর চললেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।" *(বুখারী ৬৫৫৩, মুসলিম ৭৩১৭নং)*

এটিকেই আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বুখারী-মুসলিম সহীহায়নে বর্ণনা করেছেন যে, "একটি সওয়ার (অশ্বারোহী) তার ছায়ায় একশো বছর ব্যাপী চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।" *(বুখারী ৩২৫২, ৪৮৮১, মুসলিম ৭৩১৪নং)*

وَعَنْه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ أَهْلَ الجنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِن فَوْقِهِمْ كَمَا تَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفُقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُها غَيْرُهُمْ قَالَ : ((بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ)) .

متفق عليه

(৩৮৮৭) উক্ত রাবী (আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই জান্নাতীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল অস্তগামী তারকা গভীর দৃষ্টিতে দেখতে পাও। এটি হবে তাদের মর্যাদার ব্যবধানের জন্য।" (সাহাবীগণ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ তো নবীগণের স্থান; তাঁরা ছাড়া অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না।' তিনি বললেন, "অবশ্যই, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সেই লোকরাও (পৌঁছতে পারবে) যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে রসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।" *(বুখারী ৩২৫৬, মুসলিম ৭৩২২নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)).

(৩৮৮৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই জান্নাতে একশ'টি দর্জা (মর্যাদা) রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন; দুটি দর্জার মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও জমিনের মত। সুতরাং তোমরা (জান্নাত) চাইলে ফিরদাউস চেয়ো। কারণ তা হল জান্নাতের মধ্যভাগ ও জান্নাতের উপরিভাগ। তার উপরে রয়েছে রহমানের আরশ, আর সেখান থেকেই প্রবাহিত হয় জান্নাতের নদীমালা।" *(বুখারী ২৭৯০, ৭৪২৩নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لَقَابُ قَوْسٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَو تَغْرُبُ)). **متفق عليه**

(৩৮৮৯) আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান (দুনিয়ার) যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত কিংবা অস্তমিত হচ্ছে সেসব বস্তু চেয়েও উত্তম।" *(বুখারী ২৭৯৩, মুসলিম ?)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ فِي الجَنَّةِ لسُوْقاً يَأتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ . فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِم وَثِيَابِهِمْ ، فَيَزدَادُونَ حُسناً وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ ، وَقَد ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً ، فَيقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللهِ لقدِ ازْدَدْتُمْ حُسْناً وَجَمَالاً ! فَيقُولُونَ : وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمالاً !)) . رواه مسلم

(৩৮৯০) আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতে একটি বাজার হবে, যেখানে জান্নাতীগণ প্রত্যেক শুক্রবার আসবে। তখন উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের চেহারায় ও কাপড়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবে। ফলে তাদের শোভা-সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। অতঃপর তারা রূপ-সৌন্দর্যের বৃদ্ধি নিয়ে তাদের স্ত্রীগণের কাছে ফিরবে। তখন তারা তাদেরকে দেখে বলবে, 'আল্লাহর কসম! আপনাদের রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!' তারাও বলে

উঠবে, ‘আল্লাহর শপথ! আমাদের যাবার পর তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!” *(মুসলিম ৭৩২৪নং)*

وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ أَهْلَ الجنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ فِي الجنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوكَبَ فِي السَّمَاءِ)). متفق عليه

(৩৮৯১) সাহ্‌ল ইবনে সা’দ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “জান্নাতীগণ জান্নাতের বালাখানাগুলিকে এমন গভীরভাবে দেখবে, যেভাবে তোমরা আকাশের তারকা দেখে থাক।” *(বুখারী ৬৫৫৫, মুসলিম ৭৩১৯নং)*

وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : شَهِدْتُ مِنَ النَّبيِّ ﷺ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الجنَّةَ حَتَّى انْتَهَى ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ : ((فيهَا مَا لاَ عَينٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ)) ثُمَّ قَرَأَ : {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ } إِلَى قَولِهِ تَعَالَى : { فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: ١٦ – ١٧] . رواه مسلم

(৩৮৯২) উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর এমন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, যেখানে তিনি জান্নাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তা সমাপ্ত করলেন এবং আলোচনার শেষে বললেন, “জান্নাতে এমন নিয়ামত (সুখ-সামগ্রী) বিদ্যমান আছে যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তার ধারণার উদ্রেকও হয়নি। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ হল, ‘তারা শয্যাত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি তা হতে তারা দান করে। কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কী পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” *(সূরা সাজদাহ ১৬-১৭ আয়াত, মুসলিম ৭৩১৩নং)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৮৯৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা নবী ﷺ কথা বলছিলেন। তাঁর কাছে এক বেদুঈনও ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, “জান্নাতে এক ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের নিকট চাষ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি কি ইচ্ছাসুখে বাস করছ না? (ইচ্ছামত পানাহার করছ না?)’ সে বলবে, ‘অবশ্যই। তবে আমি চাষ করতে ভালবাসি।’ সুতরাং সে বীজ বপন করবে। আর নিমেষের মধ্যে চারা অঙ্কুরিত হবে, ফসল পেকে যাবে এবং পাহাড়ের মত জমাও হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, ‘নাও হে আদম সন্তান! তুমি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হবে না।” এ হাদীস শুনে বেদুঈন বলে উঠল, ‘আল্লাহর

কসম! ঐ লোক কুরাশী হবে, নচেৎ আনসারী। কারণ চাষী ওরাই। আমরা চাষী নই।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ হেসে ফেললেন। *(বুখারী ২৩৪৮নং)*

عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ((الْمُؤمن إِذا اشْتهى الْوَلَد فِي الْجنَّة كَانَ حمله وَوَضعه وسنه فِي سَاعَة كَمَا يَشْتَهِي)).

(৩৮৯৪) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতে মু'মিন সন্তান কামনা করলে, কিছু সময়ের মধ্যে গর্ভধারণ, জন্মদান ও বয়ঃপ্রাপ্তি হবে---যেমন তার কামনা হবে।" *(তিরমিযী ২৫৬৩, ইবনে মাজাহ ৪৩৩৮নং)*

عَنْ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : إِنْ يُدْخِلْكَ اللهُ الْجَنَّةَ ، يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ.

(৩৮৯৫) বুরাইদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতে কি উট আছে?' উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহ যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন, তাহলে সেখানে তোমার মন যা চাইবে এবং তোমার চোখ যাতে তৃপ্ত হবে, তোমার জন্য তাই হবে।" *(আহমাদ ২৩৩৭০, তিরমিযী ২৫৪৩, সিঃ সহীহাহ ৩০০১নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا ، فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا ، فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا ، فَلاَ تَبْأَسُوا أَبَداً)) . رواه مسلم

(৩৮৯৬) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ ও আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ ক'রে যাবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন অনন্ত জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুস্বাস্থ্য; তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির যৌবন; তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুখ ও পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না।" *(মুসলিম ৭৩৬০-৭৩৬৩নং)*

এ ছাড়া হাদীসে এসেছে যে, মৃত্যুকে দুম্বার আকারে নিয়ে এসে যবেহ করা হবে এবং বলা হবে, 'হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল বাস কর, আর কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল বাস কর, আর কোন মৃত্যু নেই।' *(বুখারী ৪৭৩০, মুসলিম ৭৩৬০নং)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ ».

(৩৮৯৭) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে চিরসুখে থাকবে, সে কোন কষ্ট পাবে না, তার পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার যৌবনও শেষ হবে না।" *(মুসলিম ৭৩৩৫নং)*

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ النَّارِ ».

(৩৮৯৮) আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টানকে দিয়ে বলবেন, এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ।" *(মুসলিম ৭১৮৭নং)*

এ কথার অর্থ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 'প্রত্যেকের জন্য বেহেশ্তে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং দোযখেও আছে। সুতরাং মু'মিন যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তখন দোযখে তার স্থলাভিষিক্ত হবে কাফের।' *(ইবনে মাজাহ ৪৩৪১নং)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ : تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيقُولُ لَهُ : هَلْ تَمَنَّيتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)) . رواه مسلم

(৩৮৯৯) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে নিম্নতম জান্নাতীর মর্যাদা এই হবে যে, তাকে আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তুমি কামনা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর (আমি অমুক জিনিস চাই, অমুক বস্তু চাই ইত্যাদি)।' সুতরাং সে কামনা করবে আর কামনা করতেই থাকবে। তিনি বলবেন, 'তুমি কামনা করলে কি?' সে উত্তর দেবে, 'হ্যাঁ।' তিনি তাকে বলবেন, 'তোমার জন্য সেই পরিমাণ রইল, যে পরিমাণ তুমি কামনা করেছ এবং তার সাথে সাথে তার সমতুল্য আরো কিছু রইল।" *(বুখারী ৬৫৭৩, মুসলিম ৪৭১নং)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الجَنَّةِ ، فَيَقُولُونَ : لَبَّيكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيقُولُ : هَلْ رَضِيتُم ؟ فَيقُولُونَ : وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحداً مِنْ خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ : أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيقُولُونَ : وَأَيُّ شَيءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيقُولُ : أُحِلُّ عَلَيكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبداً)) . متفق عليه

(৩৯০০) আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান প্রভু জান্নাতীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবেন, 'হে জান্নাতের অধিবাসিগণ!' তারা উত্তরে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির আছি, যাবতীয় সুখ ও কল্যাণ তোমার হাতে আছে।' তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?' তারা বলবে, 'আমাদের কী হয়েছে যে, সন্তুষ্ট হব না? হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো আমাদেরকে সেই জিনিস দান করেছ, যা তোমার কোন সৃষ্টিকে দান করনি।' তখন তিনি বলবেন, 'এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব না কি?' তারা বলবে, 'এর চেয়েও উত্তম বস্তু আর কী হতে পারে?' মহান প্রভু জবাবে বলবেন, 'তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অনিবার্য করব। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হব না।" *(বুখারী ৬৫৪৯, ৭৫১৮, মুসলিম*

৭৩১৮নং)

وَعَنْ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَقَالَ : ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَاناً كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ)). متفق عليه

(৩৯০১) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভিড়ের সম্মুখীন হবে না।" *(বুখারী ৫৫৪, মুসলিম ১৪৬৬, আহমাদ ১৯১৯০নং)*

وَعَنْ صُهَيبٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيئاً أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ)).رواه مسلم .

(৩৯০২) সুহাইব ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ ক'রে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়।" *(আহমাদ ৪/৩৩২, মুসলিম ৪৬৭নং)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ}

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তাদের বাক্য হবে, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' (হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র)! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম। আর তাদের শেষ বাক্য হবে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)। *(সূরা ইউনুস ৯-১০)*

সমাপ্ত